গ্রন্থাবলী-সিরিজ

[তৃতীয় ভাগ]

স্যার ... র স্কট প্রণীত

সরোজনাথ ঘোষ অনূদিত

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

১২৫৯

গ্রন্থাবলী-সিরিজ

স্কটের গ্রন্থাবলী

[তৃতীয় ভাগ]

১। ব্রাইড্ অব্ ল্যামারমুর, ২। দি লিজেণ্ড অব্ মনট্রোজ,
৩। দি এ্যাণ্টিকোয়ারি

স্যার ওয়াল্টার স্কট প্রণীত

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ অনূদিত

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত
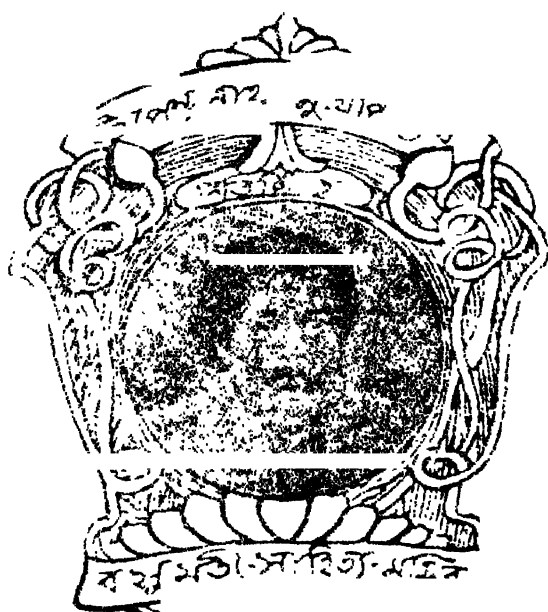
কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বসুমতী-বৈদ্যুতিক রোটারী মেসিনে
শ্রীশশিভূষণ দত্ত মুদ্রিত

[মূল্য ১॥০ টাকা

দি ব্রাইড্ অব্ ল্যামারমুর

প্রথম পরিচ্ছেদ

By Cauk and keel to win your bread,
Wi' whigmaleeries for them wha need,
Whilk is a gentle trade indeed
To carry the gaberlunzie on.

Old Song.

এই কাহিনী যখন আমি গ্রন্থাকারে পবদ্ধ করিতেছিলাম, তখন আমার এই গোপন কার্য্য খুব অল্প লোকই জানিতে পারিয়াছিল। গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় এই কাহিনীর আসল কথা জন-সাধারণে প্রচারিতও হইবে না। যদি তাহাও ঘটিয়া যায়, তাহা হইলে উহার সম্মান লাভের জন্য আমার নিজের কোন আগ্রহই নাই। আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, এমন স্বপ্নও যদি কল্পনায় থাকে, তাহা হইলে যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া আমি পাঞ্চের ম্যানেজার ও তাঁহার পুতুল নাচের আসরের ন্যায় অন্তরালে থাকিয়া দর্শকদিগের আনন্দ উপভোগ করিব। তার পর এমনও ঘটিতে পারে, যে অখ্যাত পিটার প্যাটিসনের রচনাবলী বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয়বান পাঠকগণকে মুগ্ধ করিয়াছে—যুবক ও বৃদ্ধগণও সে রচনায় আকৃষ্ট ও বিমুগ্ধ হইয়াছেন; সমালোচকগণও ঐ সকল রচনা কোন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের লেখনী-প্রসূত বলিয়া স্থির করিয়া বসিবেন। তখন হয় ত প্রশ্ন উঠিবে, কে এই সকল কাহিনী লিখিয়াছে। উত্তরে তখন নানা জনের উপর রচনানৈপুণ্যের আরোপ হইতে পারে। আমার জীবদ্দশায় এ সুখ-ভোগের সৌভাগ্য হয় ত কখনও ঘটিবে না। তবে এ কথা ঠিক যে, ইহার বেশী কিছু আকাঙ্ক্ষা করিবার দুঃসাহস আমার নাই।

আমার আচার-ব্যবহার খুব ভদ্র নহে। আমি অত্যন্ত জেদী-প্রকৃতির লোক; সুতরাং আমার সমসাময়িক সাহিত্যিকদিগের প্রাপ্য সম্মানের অধিকারী হইবার দুরাশা করিতে পারি না। আমি যদি সিংহের সহিত তুলিত হইতাম, তথাপি নিজের সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতে পারিতাম না। এদেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের একটা স্থান আছে। আমারও একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। গল্পের লৌহ ও মৃত্তিকা-পাত্রের সংঘর্ষের ফলের কথা সকলেই জানেন। সুতরাং এরূপ সংঘর্ষ হইলে আমারই ক্ষতি সমধিক। আমার লিখিত রচনার এই পাতাগুলিরও ঐরূপ দুর্দ্দশা ঘটিতে পারে। এই গ্রন্থের পাতা খুলিয়া অপঠিত অবস্থায় একপাশে ঠেলিয়া ফেলিয়া রাখাও বিচিত্র নহে। আমার সতীর্থ ও বন্ধু ডিক্ টিন্‌টোর অদৃষ্টের কথা স্মরণ করিয়া, প্রসিদ্ধ হইবার সুখকামনা যেন না করি।

ডিক্ টিন্‌টো যখন নিজেকে শিল্পী বলিয়া পরিচয় দিতেন, তখন তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের সম্বন্ধে এই ইঙ্গিত করিতেন যে, তিনি পিতৃ-পিতামহের রক্তের সম্মান রক্ষা করিতে পারেন নাই। ডিক্ টিন্‌টো ড্রয়িং না শিখিয়াই ছবি আঁকিতে লাগিয়া গিয়াছিলেন। প্রকৃতিকে ভালরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পরে তিনি নিজের ভ্রম-ত্রুটি ধরিতে পারেন। তিনি ঘোড়ার ছবি খুব ভাল করিয়া অঙ্কিত করিতে পারিতেন। অঙ্কনকার্য্যে আত্মনিয়োগ করার পর ক্রমে তিনি ঘোড়ার পৃষ্ঠদেশ ক্ষুদ্র করিয়া ঘোড়ার পাগুলিকে দীর্ঘ করিতে আরম্ভ করেন। আগে সেগুলি কুম্ভীরের আকার ধারণ করিত, পরে সে চিত্রগুলি টাট্টু ঘোড়ার ন্যায় দেখিতে হইত। এক সময়ে ডিক্ পাঁচটি চরণবিশিষ্ট একটি অশ্ব অঙ্কিত করিয়াছিলেন। অবশ্য পঞ্চম পদটি ঘোড়ার লেজ।

অবশ্য ডিক্ টিন্‌টো পরে চিত্র-বিদ্যার উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন; কিন্তু কিরূপে, তাহা আমি জানি না। তবে তিনি সাধারণ চিত্রাঙ্কন ত্যাগ করিয়া মানুষের তৈলচিত্র আঁকিবার দিকেই ঝোঁক দিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত বহুদিন আমার দেখা হয় নাই। অবশেষে দীর্ঘকাল পরে গাণ্ডার ক্লু গ্রামে তাঁহার সহিত আমার দেখা হইয়া গেল। ডিক্ তখন তৈলচিত্র অঙ্কিত করিয়া কিছু কিছু অর্থোপার্জ্জন করিতেছিলেন। আমি তখন লেখক!

গ্যাণ্ডার্ ক্রু গ্রামের জমীদার, তাঁহার পত্নী, তিন কন্যা, মন্ত্রী এবং আমার পৃষ্ঠপোষক মিঃ জেডিডিয়া ক্লেশবথহ্যাম্ এবং আরও কতিপয় কৃষকের তৈলচিত্র অঙ্কিত হইল। তাঁহারা টিন্‌টোর তুলিকার আঘাতে অমর হইয়া রহিলেন, তখন তৈলচিত্র অঙ্কিত করার ফ্যাশনটা হ্রাস পাইতে লাগিল। কৃষকদিগের নিকট হইতে ক্রাউন বা অর্দ্ধ ক্রাউন আদায় করা টিন্‌টোর পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল।

দিক্‌চক্রবালে মেঘ জমিলেও, কিছু দিন কোন ঝটিকা উত্থিত হইল না। আমার গৃহকর্ত্তা ভাড়াটিয়ার প্রতি খৃষ্টীয় উদারতা প্রকাশ করিতেন। টিন্‌টো বরাবরই নিয়মিতভাবে টাকা দিয়া আসিতেছিলেন, অবশ্য যত দিন [illegible]র অর্থাভাব হয় নাই। এক দিন গৃহকর্ত্তার বৈ[illegible]খানা-ঘরে একখানি তৈলচিত্র দেখিলাম। তাহাতে গৃহকর্ত্তা, স্ত্রী ও কন্যাবৃন্দ-পরিবৃত হইয়া শোভা পাইতেছেন বুঝিলাম, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের [illegible] আমার বন্ধু তৈলচিত্রখানি আঁকিয়া দিয়া ঋণ শোধ করিয়াছেন।

ক্রমে দেখা গেল যে, ডিক্ একটা কোণের অপরিচ্ছন্ন ঘরে সাজ-সরঞ্জাম সহ নির্ব্বাসিত হইয়াছেন। ঘরটি এত ছোট এবং অনুচ্চ যে, সোজা হইয়া দাঁড়াইবারও উপায় নাই। তিনি সাপ্তাহিক ক্লাব-ঘরেও আর সদস্যরূপে যোগ দিতে সাহস করিলেন না। অথচ দীর্ঘকাল ধরিয়া ঐ ক্লাবের তিনি প্রাণস্বরূপ ছিলেন। অবস্থা দেখিয়া এক দিন আমি টিন্‌টোকে ইঙ্গিতে পরামর্শ দিলাম যে, এরূপ দুর্দ্দশা হইতে মুক্ত হইবার জন্য তিনি উপায়ান্তর অবলম্বন করুন।

গম্ভীরভাবে আমার হাত ধরিয়া বন্ধু বলিলেন, "বাসা বদল করায় একটা বিঘ্ন আছে।"

আমি বলিলাম, "কর্ত্তার কাছে অনেক দেনা, তাই কি? যদি তাই হয়, আমার সামান্য উপার্জ্জন থেকে, তোমায় সাহায্য—"

সদাশয় যুবক বলিলেন, "আমা[illegible] কোন বন্ধুকে আমার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত করতে চাইনে [illegible] পাবার একটা উপায় আছে। সাধারণ নর্দ্দামা দিয়ে গুঁড়ি মেরে হাঁটার চাইতে কারাগারে থাকাই ভাল।"

আমার বন্ধুর কথার অর্থ আমি [illegible] বুঝিতে পারিলাম না। কলালক্ষ্মী তাঁহাকে কৃপা করিলেন না। এখন কোন্ দেবতার আরাধনায় তিনি মন দিবেন, তাহা আমার কাছে রহস্য বলিয়াই মনে হইল। অধিক আলোচনা না করিয়াই বন্ধু ও আমি বিচ্ছিন্ন হইলাম। তিন দিন পরে আবার [illegible] সহিত দেখা হইল। গৃহকর্ত্তা তাঁহাকে [illegible] ভোজ দিতেছেন। বন্ধুবর এডিনবরায় চলিয়া যাইতেছেন। তিনি আমাকে সে সভায় যোগ [illegible] জন্য অনুরোধ করিলেন।

ঝোলায় [illegible] তুলিকা, রঙ প্রভৃতি ভরিয়া রাখিতে রাখি[illegible] ডিক্ বেশ প্রফুল্লভাবে শিস্ দিতেছিলেন। বৈঠকখানা-ঘরে খাবার আয়োজন দেখিয়া বুঝিলাম, গৃহস্বামীর সহিত ডিক্ বেশ সদ্ভাবেই আছেন—সদ্ভাবেই তিনি বিদায় লইতেছেন। কি করিয়া বন্ধু [illegible]ন প্রফুল্ল হইলেন, তাহা জানিবার জন্য আমার [illegible] কৌতূহল হইয়াছিল। বন্ধু অবশ্য শয়তানের [illegible] মিতালী করেন নাই যে, সহসা এমন অবস্থার পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়া গেল। কি করিয়া তিনি বস্তা-সঙ্কট হইতে মু[illegible] হইলেন, তাহা স[illegible] বুঝিতে পারিলাম না।

[illegible] হল জা[illegible] বুঝিতে পারিয়া বন্ধু আমার [illegible] তারপর বলিলেন,

[illegible] হীনতা স্বীকার করতে হয়েছে, সেটা যাক্; তোমার কাছে গোপন করতে চাইনে। কারণ, কথাটা প্রকাশ হবেই হবে। সমগ্র গ্রাম, গ্রামের সব লোকই, ক্রমে সমগ্র জগৎই জানতে পারবে, রিচার্ড টিন্‌টো কিরূপ দারিদ্র্যে প'ড়ে বিদায় নিতে হ'ল।"

হঠাৎ আ[illegible] মনে হইল, আমাদের গৃহস্বামী আজ সকালে [illegible]র বহু পুরাতন মোটা পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তে নূত[illegible] পোষাক পরিয়াছিলেন।

আমার [illegible] হস্ত টানিয়া লইয়া, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী একত্র [illegible]ন্ধের উপর চাপিয়া বলিলাম, "তোমার [illegible]শিল্পবিদ্যা, সেলাই ফোঁড়াই নিয়ে এখন থেকে [illegible] করবে নাকি?"

অন্য ঘ[illegible] যাইতে যাইতে ভ্রুকুটি-বিভঙ্গে বন্ধু আমা[illegible]র উইলিয়ম্ ওয়ালেসের মুণ্ডটি দেখাইলেন [illegible] এডোয়ার্ডের আদেশে তাঁহার স্কন্ধ হইতে [illegible]ন ছেদন করা হয়, এই মুণ্ডটি সেই অবস্থা[illegible] একটি দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া রাখা হইয়া[illegible]

টিন্‌টো [illegible], "বন্ধু, স্কটল্যাণ্ডের গৌরব ঐ দেখ ওখানে [illegible]। আমার লজ্জা—অবশ্য সে লজ্জা তাকে [illegible] ললিত কলার উৎসাহ না দিয়ে অন্য পথে [illegible] বস্তাকে রূপান্তরিত ক'রে দেয়।"

উপেক্ষি[illegible] ক্রোধকে আমি যথাসাধ্য প্রশমিত ক[illegible] করিলাম [illegible] আমি তাঁহাকে

স্মরণ করাইয়া দিলাম, গল্পের হরিণের ন্যায় তিনি যে উপায়ে এ বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, সে উপায়কে যেন অবজ্ঞা না করেন—চিত্রবিদ্যা তাঁহাকে এ বিপদ হইতে মুক্ত করিতে পারে নাই অবশ্য আমি তাঁহার নিদর্শন চিত্র এবং তৈলচিত্র সম্বন্ধে তাঁহার গুণের অজস্র প্রশংসা করিলাম। জনসাধারণ তাঁহার এই গুণের সমাদর করে নাই বলিয়া তিনি যেন এই কলাবিদ্যার চর্চায় অনবহিত না হন। প্রকাশ্য ক্ষেত্রে তাঁহার চিত্রবিদ্যার এক দিন সমাদর হইবে : তিনি খ্যাতি লাভ করিবেন।

ডিক্ বলিলেন, "বন্ধু তুমি ঠিকই বলেছ। কেন আমি আমার চিত্রবিদ্যা-জনিত নাম পরিহার করব ? শুধু ধনী এবং সম্ভ্রান্তদের জন্য ছবি কেন আঁকব ? জনসাধারণের জন্যই আঁকব—তাদের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার করব। যাক্, বন্ধু, হঠাৎ আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছে।"

গৃহস্বামী যে বিদায়-ভোজ দিলে, অতঃপর আমরা তাহাতে যোগ দিলাম। তার পর ডিকের সহিত আমি পদব্রজে এডিনবরার দিকে অগ্রসর হইলাম। গ্রাম হইতে এক মাইল দূরে আমরা পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।

এডিনবরায় গিয়া ডিক্এর [illegible] তিভা প্রকাশ পাইল অনেকেই তাঁহার চিত্রশিল্পে [illegible] এডিনবরের প্রশংসা করিলেন ; কিন্তু সমালোচনা [illegible] নগদ অর্থ তিনি বিশেষ কিছু পাইলে [illegible] থচ ডিকের অর্থেরই বিশেষ প্রয়োজন ছি[illegible] নি এডিন[illegible] ত্যাগ করিয়া লণ্ডনে গম[illegible] করিলেন। কিন্তু [illegible] নেও ক্রেতা অপেক্ষা বি[illegible] রই সংখ্যা [illegible] ক।

ডিকের স্বাভাবিক প্রতিভা যথেষ্ট ছিল [illegible] ভাবিয়াছিলেন, পরিণামে তিনি নিশ্চয়ই সাফল্য লাভ করিবেন। এজন্য লণ্ডন সহরের ভিড় ঠেলিয়া তিনি পথ করিয়া চলিলেন। তাঁহাকেও ঠেলিয়া দিয়া অপরে পথ করিয়া চলিতে লাগিল। সংগ্রাম করিতে করিতে, অবশেষে তিনি কাহারও কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন। নানা কৌশলে তিনি সমারসেট-গৃহের চিত্র-প্রদর্শনীতে কতকগুলি চিত্র পাঠাইয়া দিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু এমন সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করিয়াও তিনি সংগ্রামে পরাজিত হইলেন। কলাবিদ্যায় হয় ত বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ, নয় ত পরাজয়, ইহা ছাড়া মধ্যপথ কিছু নাই। এত চেষ্টা করিয়াও প্রসিদ্ধি লাভ করিতে না পারায় তিনি শেষেরটিরই অধিকারী হইলেন। অবশেষে দুঃখে কষ্টে রিচার্ড টিন্‌টো অকালে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলেন। ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, কলাবিদ্যায় মাঝামাঝি স্থান বলিয়া কিছু নাই।

টিন্‌টোর স্মৃতি আমার কাছে অতি প্রিয়। তাঁহার সহিত আমার যে সকল আলোচনা হইত, তাহার ফলেই আমার এই বর্ত্তমান প্রচেষ্টা জাগিয়াছে। আমার রচনা পড়িয়া তিনি আনন্দ লাভ করিতেন এবং প্রায়ই চিত্রসমন্বিত একটি সংস্করণ প্রকাশের কথা বলিতেন। অনেক সময় আমার গ্রন্থের অনেক চিত্র তিনি পেনসিলে আঁকিতেন।

এক দিন বন্ধু বলিলেন, "প্রিয় প্যাটিসন্, তোমার চিত্রিত চরিত্রগুলি বড বেশী কথা বলে। অনেক পাতা শুধু কথোপকথনে ভরা।"

উত্তরে আমি বলিলাম, "প্রাচীন কালের দার্শনিক বল্‌তেন, 'কথা কও, তা হলে আমি তোমাকে বুঝতে পারব।' গ্রন্থের চরিত্রগুলি যদি কথা না বল্‌লে, তা হ'লে লেখক কি ক'রে পাঠকদের কাছে তাদের বিভিন্ন চরিত্র ফুটিয়ে তুল্‌বেন ?"

টিন্‌টো বলিলেন, "ওটা বাজে যুক্তি, পিটার। আমি ও রকম পছন্দ করিনে। শক্ত পাত্রকে আমি ঘৃণা করি। অবশ্য আমি এটা স্বীকার করি যে, মানুষের ব্যাপারে কথার প্রয়োজন আছে, কিন্তু তাই ব'লে ললিত কলার কোন অধ্যাপক ভাষায় তার বক্তব্যকে ফুটিয়ে তুলবেন এবং তার সাহায্যে পাঠকবর্গকে সন্তুষ্ট করবেন, এটা ঠিক নয়। বরং আমি বল্‌ব যে, প্রত্যেক ব্যাপারটা বুঝোবার জন্য তুমি যে পাতা পাতা কথা-বার্ত্তা দিয়েছ, তার চা[illegible]তে যদি দু কথায় সবটা তুমি ব'লে দিতে, দু চারটা রেখা দিয়ে ছবি আঁকতে, তা হ'লে সবই বলা হ'ত অথচ তিনি বলিলেন, সে উত্তর করিল, এ স[illegible] দিয়ে বয়ের পাতা ভরাতে হত না

[illegible]উত্তর করিলাম 'তুলিকা ও লেখনীতে ভুল [illegible] করলে চল্‌বে না। চিত্রবিদ্যা হচ্ছে চোখকে [illegible] দেওয়া [illegible] কারণ, শ্রবণশক্তিকে চিত্র-[illegible]বিদ্যা অভিভূত করতে [illegible] বে না। কিন্তু কবিতা ঠিক তার বিপরীত [illegible] সে কাণকে মুগ্ধ করে, চোখের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নেই [illegible] চোখ দিয়ে কাণের কাজ চলে না।"

আমার যুক্তির বহর দেখিয়া ডিক বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "চিত্রকরের কাছে তুলিকাস্পর্শে বর্ণসম্পাত যেমন প্রয়োজনীয়, উপন্যাসে তেমনি বর্ণনার প্রয়োজন। লেখক শব্দের দ্বারা বর্ণ-সম্পাতের কাজ করেন। চিত্রকর যেমন তুলিকার স্পর্শে বর্ণের সাহায্যে অঙ্কিত বিষয়টি দর্শকের কাছে

পরিস্ফুট ক'রে তোলেন, লেখকও সুপ্রযুক্ত শব্দ-বিন্যাসের চাতুর্য্যে বক্তব্য বিষয়টিকে পাঠকের কাছে সমুজ্জ্বল ক'রে ধরেন। উভয় ব্যাপারে একই নিয়ম। লেখক যদি শুধু কথোপকথনের মধ্য দিয়ে বক্তব্য বিষয়টিকে স্পষ্ট ক'রে তুল্‌তে চান, তা ব্যর্থ হয়ে যাবে—খালি শব্দের বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। তাতে উপন্যাসের মর্য্যাদা রক্ষা হবে না। কথোপকথনটা নাটকের পক্ষে দরকার—উপন্যাসের পক্ষে নয়। বেশ-ভূষা দৃশ্যপট এবং অভিনেতার অঙ্গভঙ্গী, কথা বলবার কৌশলে নাটককে দর্শকের কাছে মনোরম ক'রে তোলে। যদি নাটকের ধরণে কোন উপন্যাস লেখা হয়, তা মোটেই সুদরগ্রাহী হয় না। তোমার উপন্যাসে যদি শুধু কথাই থাকে, তা হ'লে কখনই পাঠকের মনকে অভিভূত করতে পারবে না। লোকের মনে উন্মাদনাও আনতে পারবে না।"

এই কথার পর ডিক আমাকে একটি উপ-ন্যাসের উপাদান দিবেন বলিয়া প্রস্তাব করিলেন। বিষয়টিকে তিনি নিজের চিত্রবিদ্যার দিক দিয়া গবেষণা করিয়াছেন।

তিনি বলিলেন, "যে গল্পটির কথা বল্‌ছি, তা প্রবাদমূলক হলেও খাঁটি সত্য। যে সময়ের ঘটনা, তার পর এক শতাব্দী চ'লে গেছে। এজন্য ঘটনাটির আসল কিছু যে সত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, এমন সন্দেহও অনেকে করতে পারেন। সেটা অহেতুক না হ'তে পারে।"

ডিক তাঁহার দপ্তর ঘাঁটিয়া একখানি দীর্ঘাকার ছবি বাহির করিলেন। উহাতে একটি প্রাচীন হল-ঘরের নক্সা রহিয়াছে। রাণী এলিজাবেথের যুগের রুচি অনুসারে কক্ষটি সুসজ্জিত। চিত্রখানিতে একটি যুবতী নারীমূর্ত্তি—অতিশয় সুন্দরী। তিনি দুই জন লোকের আলোচনা তিনি যেন ভাবাবেগে আতঙ্কভরে শ্রবণ করিতেছেন। সেই দুই ব্যক্তির মধ্যে এক জন যুবক। তাঁহার বেশ-ভূষা প্রথম চার্লসের রাজত্বকালের বেশ-ভূষার অনুরূপ। যুবকটি যেন সগর্ব্বে একটি বাহু উত্তোলিত করিয়া একটি বর্ষীয়সী নারীর সহিত আলোচনা করিতেছেন—সে আলোচনা ঐ যুবতীকে লইয়া। তিনি যেন ঐ যুবতীর প্রতি নিজের দাবী সগর্ব্বে জ্ঞাপন করিতেছেন। বর্ষীয়সী মহিলাটি যেন ঐ তরুণী সুন্দরীর জননী। মাতা যেন অসন্তোষভরে যুবকের কথা শুনিতেছেন।

ডিক এই ছবিখানি রহস্যময় জগৎকে যেন আমার সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন। তার পর একদৃষ্টে আগ্রহভরে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। অব-শেষে একটা চেয়ারের উপরে ছবিখানি রাখিয়া তিনি উহার উপর আলোকপাতের ব্যবস্থা করিলেন। তার পর আমাকে টানিয়া লইয়া কিছু দূরে দাঁড়াই-লেন। একখানা খাতা বেশ করিয়া পাকাইয়া তাহার মধ্য দিয়া তিনি ছবিখানি দেখিতে লাগি-লেন। আমিও দেখিলাম, কিন্তু সত্য বলিতেছি, তাঁহার মত আমি কৌতূহল বা উত্তেজনা অনুভব করিলাম না। আমার মনের ভাব বুঝিয়া ঐ যুবক বলিলেন, "মিঃ প্যাটিসন্, আমার ধারণা ছিল, তোমার মাথার উপরে একটা চোখ আছে।"

আমি জানাইলাম, সত্যই আমার তাহাতে কোন দাবী নাই।

ডিক্ বলিলেন, "এই ছবিখানির অর্থ বুঝতে পারলে না দেখে মনে হচ্ছে, তুমি জন্মান্ধ। অবশ্য আমার নিজের চিত্রের আমি প্রশংসা করছি না। সে বিচার অপরে করবে। আমার অনেক রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, তা আমি জানি। কিন্তু এই ছবিখানি দেখলে, ছবির মধ্যে যে কাহিনী লুকানো আছে, তা সম্পূর্ণ বোঝা যায়। এই ছবিখানি এখনও অসম্পূর্ণ। যদি কোন দিন এটা শেষ করতে পারি, তা হলে টিন্‌টোর নাম অবজ্ঞার বিষয় হয়ে থাকবে না।"

আমি বলিলাম, "তোমার এ ছবির আমি প্রশংসা করছি। তবে এর বিষয় বস্তুটি ভাল ক'রে বুঝতে হ'লে, এর কাহিনীটা জানা দরকার।"

টিন্‌টো বলিলেন, "আমিও তাই বলি। তোমার এমনি অভ্যাস হয়ে গেছে যে, প্রদোষান্ধকারের সঞ্চরণমান খুঁটিনাটি দেখে দেখে, একখানা ছবিতে—তার অবস্থান, ভাবভঙ্গী, মুখের প্রকাশ-বৈচিত্র্য প্রভৃতি হ'তে মনে যে অভিব্যক্তি জাগে, তা তোমাকে অভিভূত করে না। কিন্তু ছবি দেখে, ছবির ইতিহাস, যে সকল লোক তাতে আঁকা হয়েছে, তাদের জীবনকাহিনী বা কি ব্যাপার নিয়ে তারা আলোচনা করছে, এ সব ফুটে ওঠে।"

আমি বলিলাম, "এ রকম যদি হয়, তা হ'লে চিত্রকেই বড় বলতে হবে। যা হোক্, তুমি যদি এক-বার আমাকে এলিজাবেথ যুগের হলঘরে উঁকি মারবার অবকাশ দেও, যাদের ছবি এঁকেছ, রক্তমাংসের দেহ নিয়ে তারা যে কথাবার্ত্তা বল্‌ছে, তা শুনতে দেও, তা হ'লে আমি ঠিক বুঝতে পারব, তারা কি বিষয়ের আলোচনা করছিল। কিন্তু তোমার ছবি দেখে তা বুঝতে পারছি না। তবে

যুবতীর চোখের দৃষ্টি এবং ভদ্রলোকের পাখানা যে ভাবে এঁকেছ, তা দেখে বুঝতে পারছি, এঁরা দুজনে প্রেম সম্পর্কে আলোচনা করছেন।"

টিন্‌টো বলিলেন, "তোমার মনে এরূপ দুঃসাহস হ'ল কেন? পুরুষটি যে রকম সক্রোধ আগ্রহের সঙ্গে নিজের প্রস্তাব পেশ করছেন—যুবতীর মুখে যে রকম হতাশের চিহ্ন ফুটে উঠেছে দেখছ, প্রৌঢ়া যে রকম দৃঢ়তা দেখাচ্ছেন, যুবতীটি তাতে যে রকম ভাব প্রকাশ করছেন—"

আমি বলিলাম, "তা হ'লে বল্‌তে হবে, টিন্‌টো, তোমার পেন্‌সিল মিঃ পকের নাটকীয় কলা-বিদ্যার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।"

টিনটো বলিলেন, "প্রিয় বন্ধু, পিটার, তোমার দোষ সংশোধনের অতীত নাই হোক, আমি তোমাকে আমার চিত্রের বিষয় বুঝিয়ে দিতে অরাজী নই। সঙ্গে সঙ্গে তোমার লেখনীর জন্য কিছু খোরাকও দেব। গেল গ্রীষ্মকালে আমি ইষ্ট লোথিয়ান ও বারউইক শায়ারের সমুদ্রকূলবর্ত্তী স্থানের ছবি আঁকছিলাম। সেখানে ল্যামারমুর পাহাড়ের ঐতিহাসিক কাহিনীর খবর পেলাম। এলিজাবেথ যুগের হল সেখানে আছে, এ খবরও পেলাম। সেটা একটা দুর্গের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অবস্থিত, আশপাশের একটা গ্রামে দু তিন দিন আমি ছিলাম। যে বাড়ীতে আমি বাসা নিয়েছিলুম, সেই বাড়ীর গৃহস্বামিনী বর্ষীয়সী মহিলা। তিনি আমাকে ঐ দুর্গের ইতিহাস বিবৃত করেন। তাঁর কাহিনী এমন চিত্তাকর্ষক যে, আমি তাই শুনে ঐ দুর্গের একটা নক্সা করবার লোভ সামলাতে পারলাম না। কাগজে ইতিহাসটাও টুকে নিয়েছি। সে কাহিনীর খসড়া আমার কাছে আছে, তোমাকে দিচ্ছি।" এই বলিয়া ডিক্ আমার হাতে এক তাড়া কাগজ দিলেন।

এই পাণ্ডুলিপির সাহায্যে আমি এই কাহিনী বিবৃত করিতেছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

Well, lords, we have not got
that which we have ;
'T is not enough our foes are
this time fled,
Being opposites of such
repairing nature.

Second Part of Henry VI.

ইষ্ট লোথিয়ানএর উর্ব্বরা ক্ষেত্র হইতে যে উপত্যকা-ভূমি ক্রমে উপরে উঠিয়াছে, সেই উপত্যকাভূমির উপর এক সময়ে একটা বিশাল দুর্গ ছিল—এখন তাহার ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান বহু প্রাচীনকাল হইতে এই দুর্গের মালিকরা ব্যারন্-বংশীয় ছিলেন। এই ব্যারন্-বংশ শৌর্য্য-বীর্য্যে বিখ্যাত ছিলেন। দুর্গের নাম র‍্যাভেন্‌সউড। উহার অধিকারীরাও ঐ নামে পরিচিত ছিলেন। এই ব্যারন্-বংশ অতি প্রাচীন এবং দেশের প্রসিদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত ডগলাস, হিউম্, সুইন্‌টন্, হে প্রভৃতি বংশের সহিত বৈবাহিক-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। স্কটল্যাণ্ডের ইতিহাসে এই সকল বংশের উল্লেখ এবং সংস্রব আছে। জাতীয় ইতিহাসে তাঁহাদের কীর্ত্তিকাহিনী অমর হইয়া রহিয়াছে। বারউইক শায়ার ও লোথিয়ানের মধ্যবর্ত্তী গিরিসঙ্কটে র‍্যাভেন্‌সউড দুর্গ অবস্থিত। বহুবার এই দুর্গ শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল। কিন্তু দুর্গাধিপতিগণ বীরবিক্রমে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করিয়া দুর্গের সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। সে সকল যুদ্ধে দুর্গাধিপতিগণ যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্তর্বিপ্লব দেখা দেওয়ায় দুর্গাধিপগণ সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিশেষভাবে হীনবীর্য্য হইয়া পড়েন। বিপ্লবের সময়, র‍্যাভেন্‌স-উডের শেষ অধিস্বামী, পূর্ব্বপুরুষগণের অধিকৃত দুর্গ ত্যাগ করিয়া সমুদ্র-উপকূলবর্ত্তী একটি নির্জ্জন দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই দুর্গটি সেণ্ট এ্যাব হেড এবং আইমাউথ গ্রামের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। এই দুর্গ হইতে জার্ম্মাণ-সাগরের তরঙ্গভঙ্গ দৃষ্টিগোচর হইত। এই নব আবাসের চারিদিকে বিস্তীর্ণ গোচারণভূমি বিরাজিত। উহাই দুর্গস্বামীর সম্পত্তির অবশিষ্ট অংশ।

লর্ড র‍্যাভেনস্‌উড—শেষ দুর্গাধিপ—নূতন জীবনে অভ্যস্ত হইতে পারেন নাই! ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দের গৃহবিবাদে তিনি যে পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন,

সে পক্ষ যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন। এ জন্য তিনি প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইলেও তাঁহার উপাধি হারাইয়াছিলেন। তবে দেশের লোক এখনও শিষ্টাচারের খাতিরে তাঁহাকে লর্ড র‍্যাভেনস্‌উডই বলিয়া অভিহিত করিত।

পূর্ব্বপুরুষগণের সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইলেও তিনি বংশগত দর্প ও দম্ভ হইতে বঞ্চিত হয়েন নাই। কোন ব্যক্তিবিশেষের জন্য তাঁহার এই দুর্দ্দশা ঘটায় সেই ব্যক্তির উপর তিনি নিদারুণ ঘৃণা পোষণ করিতেন। এই ব্যক্তি তখন র‍্যাভেন্‌সউড দুর্গের মালিক হইয়াছিলেন। তিনি উহা ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন। যিনি ঐ দুর্গের বর্ত্তমান মালিক, তিনি লর্ড র‍্যাভেন্‌সউড-বংশের ন্যায় সুপ্রাচীন বংশের সন্তান ছিলেন না। শুধু গৃহযুদ্ধের ফলেই তিনি অর্থ ও রাষ্ট্রনৈতিক মর্য্যাদার অধিকারী হইয়াছিলেন। এই ভদ্রলোক আইন-ব্যবসায়ী ছিলেন এবং সরকারী কার্য্যে উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন। লোকটি কৌশলী ও বুদ্ধিমান। বুদ্ধিবলে তিনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। সে জন্য তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তিও যথেষ্ট হইয়াছিল।

কোপনস্বভাব এবং অধীর র‍্যাভেন্‌সউড তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করিতেন। উল্লিখিত গুণগুলির জন্য এই লোকটি র‍্যাভেন্‌সউডের শক্তিশালী প্রতিযোগী ছিলেন। তিনি প্রকৃতপ্রস্তাবে র‍্যাভেন্‌স-উডের শত্রুতার কারণস্বরূপ হইয়াছিলেন কি না, সে সম্বন্ধে জনমতের মধ্যে পার্থক্য ছিল। নানা ব্যক্তি এই প্রকার নানারূপ হেতু নির্দ্দেশ করিত। কেহ বলিত যে, লর্ড র‍্যাভেনস্‌-উডের ঈর্ষা ও প্রতিশোধ-স্পৃহা-বশতঃই উভয়ের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়। উপযুক্ত মূল্য দিয়া এই ভদ্রলোক উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করিলেও, লর্ড র‍্যাভেনস্‌-উড তাঁহার পিতৃ-পিতামহের সম্পত্তিতে অন্য লোক স্বত্ববান হইয়াছে, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই। অপর এক দল—তাহাদের সংখ্যাই অধিক—বলিত যে, লর্ড কিপার (সার উইলিয়ম অ্যাস্‌টন্‌ এই পদে উন্নীত হইয়াছিলেন) উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করিবার পূর্ব্বে, উহার পূর্ব্বতন স্বত্বাধিকারীকে যথেষ্ট অর্থ ঋণ-স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। তার পর উক্ত ব্যবহারাজীব আইনের কূট তর্কে র‍্যাভেনসউড দুর্গ দখল করেন।

স্কটল্যাণ্ডে সে যুগে শাসনপ্রণালীর মধ্যে শৃঙ্খলা ও বিচারপরায়ণতা ছিল না। যে পক্ষ ধনবান, সেই পক্ষ দরিদ্রকে অনায়াসে চূর্ণ করিতে পারিত। বিচারকরা যে আইনের দ্বারা আত্মীয়-বন্ধুকে জয়লাভের অবকাশ দিতেন, সেই আইনের বলেই শত্রুকে সম্পূর্ণভাবে চূর্ণ করিয়া ফেলিতেন। আদালতের নিম্নতন কর্ম্মচারীরাও উৎকোচ গ্রহণে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা প্রকাশ করিত না। রাজপারিষদগণের কাছে কিছু অর্থ উপঢৌকনস্বরূপ প্রেরণ করিলেই তাহাদের কার্য্যে রাজার পক্ষের সমর্থনলাভ ঘটিত।

এই যুগে বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী ব্যবহারাজীব, তাঁহার অপেক্ষা কৌশল ও বুদ্ধিতে হীন ব্যক্তিকে পরাজিত করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিতেন না। সার উইলিয়ম অ্যাস্‌টন্‌ সম্পত্তি ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির মোহে অভিভূত হইয়া যদি এ কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তাঁহার পত্নীরও এ বিষয়ে লেডী ম্যাকবেথের ন্যায় উৎসাহ ছিল এবং সার উইলিয়ম পত্নীর নিকট হইতে এ বিষয়ে প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন।

লেডী অ্যাস্‌টন্‌ তাঁহার স্বামীর অপেক্ষা সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি স্বামীর প্রভাব-প্রতিপত্তি যাহাতে আরও বিস্তৃত হয়, সে বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারিয়াছিলেন। স্বামীর উপরও তাঁহার প্রভাব কম ছিল না। তিনি অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন। তাঁহার ভাবভঙ্গীতে একটা মহিমশ্রী ছিল। প্রকৃতিগত উদ্দাম শক্তিকে তিনি অভিজ্ঞতার ফলে গোপন করিতে জানিতেন। বাহিরে তিনি বিশেষ ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন এবং আচার-ব্যবহারের প্রত্যেক খুঁটিনাটি তিনি বিশেষভাবে রক্ষা করিয়া চলিতেন। আতিথেয়তাও তাঁহার চমৎকার। সে যুগে স্কটল্যাণ্ডে তাঁহার কথাবার্ত্তা, ভাবভঙ্গী লোকের সম্ভ্রম উদ্রিক্ত করিত। শিষ্টাচার সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে কাহারও অভিযোগ করিবার মত কিছুই ছিল না। কিন্তু এ সকল গুণ সত্ত্বেও লেডী অ্যাস্‌টনের স্নেহ ভালবাসা আছে, এ কথা কেহ বলিত না। তিনি নিজ পরিবারের স্বার্থের সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত থাকিতেন। এমনও দেখা গিয়াছে যে, যখন তিনি মানুষের সহিত অতি মধুর ব্যবহার করিতেছেন, তখনও নিজের স্বার্থের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য অব্যাহত রহিয়াছে। এজন্য তাঁহার সমপর্য্যায়স্থ নর-নারীরা তাঁহাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতেন। আর যাঁহারা তাঁহার সমতুল্য নহেন, তাঁহারা তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিতেন।

এমন কি, যে স্বামীর ঐশ্বর্য্য ও প্রতিপত্তিতে তিনি এত সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, তিনিও পত্নীকে

বিশেষ শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিতেন। তাহাতে আকর্ষণের প্রভাব ছিল। লেডী অ্যাস্টন স্বামীর সম্মানকে নিজের সম্মানের ন্যায় জ্ঞান করিতেন। এজন্য স্বামী তাঁহার আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় জনসাধারণের কাছে পরিচিত না হন, এ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি যখন কোন বিষয়ে তর্ক করিতেন, তখন স্বামীর মতামতকে অভ্রান্ত বলিয়াই উদ্ধৃত করিতেন। স্বামীর রুচিকেই পত্নীর রুচির আদর্শ বলিয়া ঘোষণা করিতেন। এই ভাবে স্বামীকে লোকলোচনে বড় করিয়া দেখাইলেও ব্যাপারটা যেন অন্তঃসারশূন্য কৃত্রিম বলিয়া লোকে মনে করিত। যাহারা লেডী অ্যাস্টনের কার্য্যকলাপ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিত, তাহারা ঐ মহিলার আভিজাত্য, চরিত্রের দৃঢ়তা সত্ত্বেও তাঁহার লুব্ধতার জন্য তাঁহাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিত এবং বুঝিত যে, স্বামীকেও তিনি উপহাসাস্পদ বলিয়া মনে করেন। তাহারা ইহাও বুঝিত যে, তাঁহার স্বামীও স্ত্রীর প্রতি ঈর্ষান্বিত এবং তাঁহাকে ভয় করিয়া চলেন। প্রেম বা গৌরব-মোহ স্বামীতে নাই।

তথাপি স্যর উইলিয়ম অ্যাস্টন ও তাঁহার পত্নী একযোগে কার্য্য করিয়া যাইতেন। উভয়ের মধ্যে অন্তরঙ্গতা না থাকিলেও বাহিরের লোককে তাঁহাদের কার্য্যকলাপে সে ব্যাপারটা বুঝিতে দিতে চাহিতেন না। কারণ, জনসাধারণের কাছে, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি আছে ইহা না দেখাইতে পারিলে কার্য্য সিদ্ধি হইবে না।

উভয়ের মিলনে অনেকগুলি সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু তিন জনের অধিক বাঁচিয়া ছিল না। সর্ব্বপ্রথম, জ্যেষ্ঠপুত্র। সে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। দ্বিতীয় সন্তান—কন্যা। তাহার বয়স সপ্তদশ। সর্ব্বশেষ সন্তানটি কন্যার অপেক্ষা তিন বৎসরের ছোট। সে পিতামাতার সহিত কতক সময় এডিনবরায় থাকিত। তার পর বাকি সময় র‍্যাভেন্‌সউড দুর্গে যাপন করিত। লর্ড কিপার এই দুর্গটিকে সপ্তদশ শতাব্দীর স্থপতিশিল্পের অনুকরণে বাড়াইয়াছিলেন।

অ্যালান লর্ড র‍্যাভেনস্‌উড, দুর্গ ও সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াও অনেক দিন ধরিয়া সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার জন্য কিছুকাল প্রতিযোগীর সহিত আইনের যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন। কিন্তু অসীম শক্তিশালী প্রতিযোগীর সহিত সকল বিষয়েই তিনি পরাজিত হইয়া অবশেষে উচ্চতম ধর্ম্মাধিকরণের কাছে চলিয়া গেলেন। সম্পত্তির শেষাংশ রক্ষার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াও যে দিন তিনি শুনিলেন যে, তাঁহার অপেক্ষা শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী জয়লাভ করিয়াছেন, অমনই ক্রোধ ও উত্তেজনার আতিশয্যে তিনি শয্যাগ্রহণ করিলেন। আর তাহা হইতে উঠিলেন না। তাঁহার পুত্র, পিতার এই অন্তিমকালের নিদারুণ যন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে পিতা যে অভিশাপবাণী বর্ষণ করিয়াছিলেন, পুত্র তাহাও স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছিলেন।

যে দিন লর্ড র‍্যাভেনস্‌উড শেষ-নিশ্বাস ত্যাগ করেন, সে দিন নবেম্বর মাসের প্রভাত। সমুদ্র এবং পাহাড়ের উপর তখন কুহেলিকার গাঢ় আবরণ পড়িয়াছিল। শেষ-জীবনে তিনি অনেক দুঃখভোগ করিয়াছিলেন, কোন রকম আড়ম্বর উপভোগ করিবার সুবিধা তিনি পান নাই। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া আত্মীয়-স্বজন তাঁহার অন্তিমকার্য্যে যোগ দিবার জন্য আসিলেন।

শবাধারের সহিত বহু পতাকা এবং প্রাচীন অভিজাতবংশের গৌরবদ্যোতক ধ্বজাদি স্কন্ধে লইয়া দলে দলে লোক প্রাঙ্গণ হইতে নির্গত হইতে লাগিল। দেশের মান্যগণ্য ভদ্রসম্প্রদায় এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করিয়াছিলেন। অশ্বারোহী, পদাতিকগণ তুরী ভেরী প্রভৃতি লইয়া শোকসঙ্গীত গাহিতে গাহিতে শবাধারের অনুগমন করিতে লাগিল। যে ধর্ম্মমন্দির-প্রাঙ্গণে র‍্যাভেনস্‌উডের দেহ সমাহিত হইবে, তদভিমুখে শোকযাত্রা অগ্রসর হইল।

ধর্ম্মযাজক শবাধারের উপর অন্তিমকালীন প্রার্থনা নিবেদন করিবেন স্থির হইয়াছিল। লর্ড র‍্যাভেনস্‌উড অন্তিমরোগে শয্যাশায়ী হইয়া এরূপ ইচ্ছা প্রচার করিয়াছিলেন যে, স্কটল্যাণ্ডের এপিসকোপাল সম্প্রদায়ের মতানুসারে যেন তাঁহার শেষকৃত্য সম্পাদিত হয়। সে যুগে এই রীতি প্রচলিত ছিল না এবং প্রচলিত আইন অনুসারেও তাহা বে-আইনী। কিন্তু টোরী-সম্প্রদায়-ভুক্ত র‍্যাভেনস্‌উডের আত্মীয়-স্বজন এই প্রথা অনুসারে শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পাদনে অভিমত দিয়াছিলেন। কিন্তু প্রেসবিটেরিয়ান্ মতাবলম্বী ধর্ম্ম-যাজকগণ এই ব্যাপারকে অসম্মানজনক এবং কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি অবজ্ঞা-প্রকাশক বলিয়া মনে করেন। তজ্জন্য তাঁহারা লর্ড কিপারের কাছে এ বিষয়ে সংবাদ প্রদান করেন। কারণ, প্রিভিকাউন্সিলের তিনি এক জন বিশিষ্ট সদস্য। লর্ড কিপার আদেশলিপি সহ এক জন সশস্ত্র লোক প্রেরণ করিলেন। আইন-বিগর্হিত উপায়ে মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যাহাতে সম্পাদিত না হয়, তাহারই ব্যবস্থা করিলেন।

ধর্ম্মযাজক যখন উপাসনাগ্রন্থ খুলিয়া প্রার্থনা করিতে যাইবেন, সেই সময় আদালতের কর্ম্মচারী নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপন করিলেন। সমবেত ব্যক্তিগণ অপমানে জ্বলিয়া উঠিলেন। মৃতের একমাত্র পুত্র এডগার, সকলে তাঁহাকে মাষ্টার র‍্যাভেনস্উড বলিয়া অভিহিত করিত, ইহাতে ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বয়স তখন কুড়ি বৎসর। কোষবদ্ধ তরবারির শীর্ষদেশে হাত রাখিয়া তিনি সরকারী কর্ম্মচারীকে বলিলেন যে, শোককার্য্যে বাধা দিতে গেলে তিনি বিপন্ন হইবেন। তার পর ধর্ম্ম-যাজককে তাঁহার কাজ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। সরকারী লোকটি বাধা দিবার চেষ্টা করিতে যাইবামাত্র, শত তরবারি কোষমুক্ত হইয়া শূন্যে ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিল। সরকারী কর্ম্মচারী জানাইল যে, তাহার কর্ত্তব্যকার্য্যে বাধাপ্রদান করার ফল ভুগিতে হইবে। এই বলিয়া সে এক পার্শ্বে নিষ্ক্রিয় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মাঝে মাঝে সে বলিতে লাগিল, "এর ফল ভুগতে হবে, তা ব'লে রাখলুম।"

দৃশ্যটি চিত্রকরের তুলিকার উপযুক্ত। মৃত্যু-মন্দিরে দাঁড়াইয়া ধর্ম্মযাজক কম্পান্বিত-কলেবরে, অনিচ্ছা সত্ত্বে স্তোত্রপাঠ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া মৃতের আত্মীয়-স্বজন দাঁড়াইয়া। তাঁহাদের মুখে যেন শোকের চিহ্ন নাই, শুধু ক্রোধে উদ্দীপ্ত। প্রত্যেকের হাতে মুক্ত তরবারি। শুধু যুবক পুত্রের মুখে ক্ষণিক ক্রোধের রেখা ফুটিয়া উঠিবার পর, শোকের ছায়ায় তাহা ম্লান হইয়া গিয়াছিল। এ জগতে একমাত্র পিতা ছাড়া তাঁহার কেহ ছিল না। তিনিও তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। এডগার নীরবে তাঁহার শেষ কর্ত্তব্য পালন করিলেন।

জনতা সমাধিক্ষেত্র হইতে বাহির হইবামাত্র, যুবক এডগার সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বন্ধুজন ও ভদ্রমহোদয়গণ, আজ আপনাদের আত্মারের শেষকৃত্য-সম্পাদনে সাধারণ কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন নি। এতদ্দেশে এক জন সাধারণ খৃষ্টানের জন্য যে ব্যবস্থা ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে, আপনাদের পরমাত্মীয়ের মৃতদেহের প্রতি সে সম্মানটুকু দেখান ত দূরে থাকুক, সে অধিকার থেকেও বঞ্চিত করবার চেষ্টা করা হয়েছিল। শুধু আপনাদের সাহসের ফলে আপনাদের আত্মীয়, একটা মহৎ বংশের লোক আজ অপমান থেকে রক্ষা পেয়েছেন। সকলে শোক-করুণচিত্তে মৃতদেহের সংকার করে, আমাদের বেলা আদালতের পেয়াদা, গুণ্ডারা এসে শোক-প্রকাশে বাধা দিয়েছে। আমি জানি, কোন্ ধনু হ'তে এই তীর নিক্ষিপ্ত হয়েছে। যারা মৃতদেহের প্রতি এই রকম অশ্রদ্ধা অপমান দেখায়, তারা নিজের সমাধি নিজেই প্রস্তুত ক'রে রাখে। যারা আমার ও আমার বংশের এই অসম্মান করেছে, ভগবান সাক্ষী, আমি তার ও তাঁর বংশের প্রতি উপযুক্ত ব্যবস্থাই করব।"

সমবেত জনতার অধিকাংশই এই বক্তৃতায় প্রশংসা করিল। কিন্তু যাহারা স্থিরবুদ্ধি ও শান্ত প্রকৃতির, তাহারা বলিল যে, এমন ভাবের কথা না বলিলেই ভাল ছিল। র‍্যাভেন্‌সউডের উত্তরাধিকারীর এমন সম্পত্তি নাই যে, তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া এই বিরোধ চালাইয়া যাইতে পারিবেন। কারণ, কথাগুলি শুনিয়া অপর পক্ষের ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইবেই। তাহাতে বিরোধ আরও বাড়িয়া যাইবে।

শোকার্ত্তগণ দুর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। পূর্ব্ব-প্রথা অনুসারে—সে প্রথা ইদানীং রহিত হইয়াছিল—মৃতের আত্মার উদ্দেশে সুরাপান অনর্গল চলিতে লাগিল। নানাবিধ ভোজ্যও সকলে গ্রহণ করিল। এক দিনের ভোজে এডগারের দুই বৎসরের আয় ব্যয়িত হইয়া গেল। পুরাদমে পান-ভোজন শেষ করিয়া সকলে পরম উৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিল। শুধু যুবক এডগার এক বিন্দু সুরাও গ্রহণ করিলেন না।

পান-ভোজন শেষ হইলে একে একে সকলেই বিদায় গ্রহণ করিল। যাইবার সময় সরকার পক্ষের কার্য্যের কেহ কেহ তীব্র প্রতিবাদ করিল—অবশ্য পরদিবস সে কথা কাহারই আর মনে থাকিবে না। কেহ কেহ আপনাদিগকে নিরাপদে রাখিবার জন্য স্ব স্ব উক্তি ফিরাইয়া লইবার সংকল্পও স্থির করিয়া রাখিল।

যুবক র‍্যাভেনস্উড অবজ্ঞাভরে সকলকে বিদায় দিলেন। সে অবজ্ঞার ভাব গোপন রাখিবার প্রয়াসও তিনি পাইলেন না। বাড়ী নীরব হইলে তিনি পরিত্যক্ত হলঘরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

"Over Gods forbode, then said the king,
That thou shouldst shoot at me."
William Bell, Clim O' the Cleugh, &.

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরদিবস, আদালতের কর্ম্মচারী লর্ড কিপারের কাছে তাড়াতাড়ি আসিয়া সকল কথা বিজ্ঞাপিত করিল। কেমন করিয়া আদালতের আদেশ বলপূর্ব্বক অমান্য করা হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত করিয়া সমস্ত ব্যাপারটা বর্ণনা করিল।

রাষ্ট্রনীতিক তখন প্রকাণ্ড লাইব্রেরী-ঘরে বসিয়াছিলেন। এই ঘরটি পূর্ব্বে র‍্যাভেনস্উড দুর্গে ভোজ-কক্ষরূপে ব্যবহৃত হইত। ঘরের ছাদে ও প্রাচীরে তখনও উক্ত প্রাচীন বংশের মর্য্যাদা-জ্ঞাপক নানাবিধ চিহ্ন বিদ্যমান ছিল।

বর্ত্তমান দুর্গাধিপ রাজৈশ্বর্য্য অবলম্বন করিয়া সকল কথা শ্রবণ করিলেন। তাঁহার আদেশ উপেক্ষিত হওয়ার জন্য বাহিরে তিনি কোন প্রকার উষ্মা প্রকাশ করিলেন না। কিন্তু বিবরণের প্রত্যেকটি বিষয় তিনি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিলেন। যে যে ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের নামও মনে করিয়া রাখিলেন। তখন তাঁহার মনে হইল, যুবক র‍্যাভেনস্উডের বাকি সম্পত্তি তিনি এইবার অধিকার করিবার সুযোগ পাইলেন। এবার অবিমৃষ্যকারিতার ফলে যুবক বৈরীকে তিনি মুঠার মধ্যে পুরিয়া ফেলেলেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি কর্ম্মচারীকে বিদায় দিলেন।

কর্ম্মচারী চলিয়া গেলে, রুদ্ধদ্বার-কক্ষে বসিয়া লর্ড কিপার্ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তারপর সহসা আসন ত্যাগ করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ছোকরা র‍্যাভেনস্উড এখন আমার মুঠার মধ্যে। এইবার তাকে ভেঙ্গে দু টুক্‌রো ক'রে ফেলব। তার বাবা আমার সঙ্গে যে রকম শত্রুতা সেধেছিল, তা আমি ভুলিনি। আমি তার সঙ্গে রফা করতে চেয়েছিলুম্, কিন্তু সে তাতে রাজি হয়নি। আমাকে আদালতে টেনে এনেছিল, আমার চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ ক'রে আমাকে লোকের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছিল। এই ছোকরাকে—এই এড্‌গার্‌কে- এই গোঁয়ারগোবিন্দ নির্ব্বোধকে সে রেখে গেছে আমি তাকে দেখে নেব, যাতে সে কোন সুবিধা না পায়, তার ব্যবস্থা করব। আমি যে বর্ণনাপত্র লিখ্‌ব, তাতে প্রমাণ হবে, ছোকরা দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিয়েছিল, সরকারকে উপেক্ষা করেছে, ধর্ম্মকে অবমাননা করেছে। নিশ্চয় ওর মোটারকম জরিমানা হবে; ওকে এডিনবরা বা ব্ল্যাকনেস্ দুর্গে আটক রাখাও অসম্ভব হবে না। সে যে সব কথা উচ্চারণ করেছে, তা থেকে তার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগও আনা যেতে পারে। তবে ভগবান না করুন, আমি অতটা এগোব না। না, তা আমি করব না। ওর জীবন আমি নেব না, অবশ্য যদি আমার ক্ষমতায় কুলোয়। তারপর? যদি সে সময়ের পরিবর্ত্তন পর্য্যন্ত বেঁচে থাকে, তা' হলে চরম প্রতিশোধ নিতে পারব। তাকে হাতে পেলে, যারা আমাদের শাসনতন্ত্রের উচ্ছেদ চাইছে, তাদেরও জব্দ করা যাবে।"

লর্ড কিপার ডেস্কের ধারে বসিয়া একটা বিবরণের খসড়া লিখিতে লাগিলেন। কিরূপে তাঁহার আদেশ অবহেলা করিয়া যুবক র‍্যাভেনস্উড বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে সুকৌশলে বর্ণনাপত্র লিখিতে লাগিলেন।

লিখিতে লিখিতে তিনি একবার উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। পূর্ব্বদুর্গাধিপ বংশের চিহ্ন-জ্ঞাপক একটি কৃষ্ণবর্ণ ষণ্ডের মুণ্ড প্রাচীরগাত্রের ঊর্দ্ধে ক্ষোদিত ছিল। তাহার সঙ্গে একটা প্রবাদবাক্য ছিল—"আমি সুযোগের প্রতীক্ষায় আছি।" কথাটি দেখিবামাত্র অনেক কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল।

প্রবাদ ছিল, পঞ্চদশ শতাব্দীতে র‍্যাভেনস্উড বংশের একজন দুর্গাধিপকে অপর একজন শক্তিশালী লোক দুর্গ ও সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল। কিছুকাল সেই ব্যক্তি নির্ব্বিঘ্নে ঐ সম্পত্তি ভোগ করিয়াছিল। অবশেষে কোন এক উৎসব-ভোজের পূর্ব্বাহ্নে বিতাড়িত র‍্যাভেনস্উড, সুযোগ পাইয়া কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচরসহ দুর্গে প্রবেশ করেন। নিমন্ত্রিতগণ অধীরভাবে নবাগতদিগকে ভোজ্যাদি দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন। র‍্যাভেনস্উড তখন ছদ্মবেশে ছিলেন। তিনি কঠোর স্বরে বলেন, "আমি সুযোগের প্রতীক্ষায় আছি।" সেই সঙ্গে মৃত্যুর প্রাচীন প্রতীক একটি ষণ্ডের মস্তক টেবলের উপর স্থাপিত হইল। এই সঙ্কেতের পরমুহূর্ত্তেই ষড়যন্ত্র আত্মপ্রকাশ করিল—দুর্গাপহারক ও তাহার অনুচরগণকে তখনই মারিয়া ফেলা হইল। এই ঘটনার কথা অকস্মাৎ লর্ড কিপারের মনে পড়িল। তিনি তখন লিখিত কাগজপত্র চাবিবন্ধ করিয়া রাখিলেন। ভাল করিয়া চিন্তা করিবার জন্য তিনি ঘর হইতে নির্গত হইলেন। যে উপায় তিনি

অবলম্বন করিতে চলিয়াছেন, তাহা করা সঙ্গত হইবে কি না, ইহা ভাবিতে ভাবিতে তিনি ঘরের বাহির হইলেন।

পার্শ্বের একটি কামরার ভিতর দিয়া যাইবার সময় তাঁহার কন্যার গানের স্বর কর্ণে প্রবেশ করিল। বীণা বাজাইয়া, তাঁহার কন্যা তখন গান করিতেছিলেন। রাষ্ট্রনীতিক গানের বা কল্পনার ভক্ত না হইলেও তিনি ত মানুষ এবং কন্যার পিতা। সুতরাং তিনি থামিলেন—কন্যা কি গাহিতেছে, তাহা উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। বীণার সুরের সঙ্গে লুসী অ্যাস্টনের কণ্ঠস্বর মিলিত হইয়া বাতাসে ভাসিয়া আসিল। লুসী গাহিতেছিলেন ঃ—

"দেখিও না আঁখি মেলি সুন্দরীর অনবদ্য রূপ,—
নীরবে বসিয়া থাক সৌন্দর্য্যে ক'রে যবে ভূপ,—
ফেনায়িত সুরাপাত্রে, করো না, করো না সুধাপান—
নিঃশব্দ হইয়া থাক শুনে নব যবে পাতি কাণ,—
বন্ধ কর কর্ণরন্ধ্র গায়ক গাহিবে যবে গীত,—
স্পর্শ করিও না কভু মোহনীয় সমুজ্জ্বল প্রীত,—
মায়ামুগ্ধ নহে যার নয়ন, হৃদয়, বাহুডোর,—
স্বচ্ছন্দ জীবন তার, মৃত্যু নহে অবাঞ্ছিত ঘোর।"

গান থামিয়া গেল। কিপার কন্যার কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

গানের যে কথাগুলি তিনি ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারই চরিত্রের অনুরূপ। কারণ, লুসী অ্যাস্টনের অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিলেই মনে হইবে, তাঁহার মন শান্তিতে পরিপূর্ণ। পার্থিব আমোদ-প্রমোদ সম্বন্ধে এই যুবতী সম্পূর্ণ বিগতস্পৃহ। তাঁহার আনন শান্তশ্রীতে সমুদ্ভাসিত। কোন অপরিচিত পুরুষ তাঁহার দিকে চাহিলেই যুবতী যেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়েন, কাহারও প্রশংসাদৃষ্টি লাভের জন্য তিনি ব্যগ্র নহেন। তাঁহাকে দেখিলেই যেন ম্যাডোনাকে মনে পড়িবে।

নিজের রুচি অনুসারে তিনি চলিতেন বলিয়া লুসীর মনটা কল্পনা-মুখর। প্রাচীন কিম্বদন্তীর প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ। একনিষ্ঠ ভক্তি এবং গভীর স্নেহ প্রেমের গল্পের প্রতি তাঁহার বিশেষ আসক্তি ছিল। বীরত্বের কাহিনী শুনিতেও তিনি মুগ্ধ হইতেন। কল্পনাকুঞ্জে বিচরণ করিতেই লুসী অ্যাস্টনের অত্যন্ত ভাল লাগিত।

লুসীর বস্তুতান্ত্রিক এবং রাষ্ট্রনীতিক পিতা তাঁহার কন্যাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। এক এক সময় কন্যার জন্য তিনি একটা প্রচণ্ড আবেগ অনুভব করিতেন। লুসীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতার অপেক্ষাও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও গর্ব্বিত ছিলেন। তিনি একজন সৈনিক। ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতার বয়স হইলেও আমোদ-প্রমোদে মগ্ন হওয়া অপেক্ষা সহোদরা লুসীর সাহচর্য্যই প্রার্থনীয় বলিয়া মনে করিতেন। কনিষ্ঠ সহোদর নিজের সুখ, দুঃখ, উদ্বেগ সকল ব্যাপারই দিদিকে জানাইত। খেলার কথা, কলহের কথা, শিক্ষকদিগের সহিত মতান্তরের কথা, সে লুসী ছাড়া আর কাহাকেও জানাইত না। লুসী কনিষ্ঠ ভ্রাতার সামান্য তুচ্ছ কথাও মন দিয়া শুনিতেন।

পরিবারস্থ সকলেই লুসীকে যে দৃষ্টিতে দেখিত, তাঁহার মাতা তাহা পছন্দ করিতেন না। তিনি ভাবিতেন, তাঁহার কন্যার অন্তরে তেজ নাই। কন্যা অনেকটা পিতার ধারা পাইয়াছে বলিয়াই তাঁহার ধারণা ছিল। তাই অবজ্ঞাভরে কন্যাকে তিনি শ্যামায়মুখ রাখাল-বালিকা বলিয়া উল্লেখ করিতেন। এমন নিরাড়ম্বর-প্রবৃত্তি, শান্তস্বভাব কন্যাকে অপছন্দ করা অসম্ভব ব্যাপার; কিন্তু লেডী অ্যাস্টন জ্যেষ্ঠপুত্রকেই পছন্দ করিতেন। কারণ, জ্যেষ্ঠপুত্র তাঁহারই ন্যায় উচ্চাভিলাষী এবং দুর্দ্দমনীয় প্রকৃতির যুবক ছিলেন।

তিনি বলিতেন, "আমার সোলটো তার মাতামহ-বংশের সম্মান রাখ্‌তে পারবে। বাপের চেয়েও সে আরও বড় হবে। বেচারা লুসী বড় ঘরে পড়বার যোগ্য নয়। কোন পাড়াগেঁয়ে তালুকদারের সে পত্নী হবার যোগ্য। ওর স্বামীর যে অর্থ থাক্‌বে, তাতে ওর সকল অভাব অবশ্য দূর হবে, তবে হয় ত কোন্ দিন ওর বেচারা স্বামী শেয়াল মারতে গিয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে ঘাড় ভেঙ্গে ম'রে যাবে। তখন বেচারা লুসী চোখের জল ফেল্‌বে। ভগবানের দয়ায় ওর যদি এমন এক জন স্বামী জুটে যায়, যার উৎসাহ ও শক্তি ওর চেয়ে বেশী, তা হলে ভাল হয়। এখন ওর বিয়ে দিতে পারলে আমি বাঁচি।"

কন্যা-সম্বন্ধে মাতার এইরূপ অনুদার ধারণা ছিল। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তিনি লুসীর পরিচয় পান নাই। তাহার মনে যে তেজস্বিতা ছিল, তাহা যে কোন মুহূর্ত্তে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিত। শুধু স্থান, কাল ও পাত্রের অভাবে তাহা এযাবৎ প্রকাশ পায় নাই।

লুসীর গান শেষ হইবার পর পিতা কন্যার ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "হ্যা লুসী, জগৎসম্বন্ধে কোন জ্ঞানলাভ না হতেই তোমার সঙ্গীতশিক্ষাদাতা কি তোমাকে জগৎসম্বন্ধে উপেক্ষা করতে শিখিয়েছেন?

এটা কিন্তু ঠিক হয়নি। তবে তুমি যদি সুন্দরী কুমারীদের ফ্যাসান অনুসারে, যতক্ষণ জীবনের স্বাদ না পাওয়া যায়, ততক্ষণ তাকে উপেক্ষা করব, এই মনে ক'রে ঐ গান গেয়ে থাক, সে কথা স্বতন্ত্র।"

লুসীর আনন লজ্জায় আরক্ত হইয়া তিনি কোনও উত্তর না দিয়া বীণাটি এক পাশে সরাইয়া রাখিলেন। তার পর পিতার আদেশ অনুসারে তাঁহার সহিত বেড়াইতে বাহির হইলেন।

দুর্গের অনতিদূরে একটি বিস্তৃত অরণ্য। অরণ্য পাহাড় হইতে আরম্ভ করিয়া দুর্গের পশ্চাতের স্থান পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত। একটি গিরিসঙ্কটও এখানে আছে। এই বিচিত্র অরণ্য অভিমুখে পিতা-পুত্রী অগ্রসর হইলেন। কিছুদূর যাইবার পর অরণ্য-রক্ষকের সহিত তাঁহাদের দেখা হইয়া গেল। সে ধনুর্ব্বাণ হস্তে অগ্রসর হইতেছিল।

অরণ্যরক্ষকের অভিবাদন ফিরাইয়া দিয়া মনিব বলিলেন, "নর্ম্যান্, তুমি কি এখন হরিণ-শিকার করতে যাচ্ছ না কি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর! আপনি শিকার দেখতে চান?"

কন্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেই লর্ড কিপার দেখিলেন, লুসীর মুখমণ্ডল রক্তহীন হইয়া গিয়াছে। তিনি বুঝিলেন, কন্যা প্রাণিহত্যা দেখিতে রাজি নহে। তখন তিনি বলিলেন, "না, দরকার নেই।"

অরণ্যরক্ষক ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "তারা দুঃখের কথা—আজকাল ভদ্রলোকরা আর হরিণ-শিকার দেখতে আসেন না। ক্যাপ্টেন সোজুটো যদি তাড়াতাড়ি ফিরে না আসেন, তা হ'লে দোকানপাঠ বন্ধ করতে হবে। কারণ, মিঃ হ্যারি তাঁর লাটিন ভাষা নিয়ে এমন মস্‌গুল যে, এদিকে নজর দেবার সময় হয় না। অথচ তাঁর এদিকে সখ আছে। কিন্তু শুনেছি, লর্ড র‍্যাভেন্‌সউডের সময় এমন ছিল না। হরিণ-শিকারের কথা শুন্‌লে ছেলে বুড়ো দৌড়ে আস্‌তেন। হরিণ মারা পড়লে, ছোরাখানা লর্ডকে উপহার দেওয়া হত। তিনি সে জন্য একশত স্বর্ণ-মুদ্রার কম পুরস্কার দিতেন না। সেখানে এডগার —এখন মাষ্টার র‍্যাভেনস্‌উডও থাকতেন। তাঁর মত শিকারী এ অঞ্চলে নেই। তিনি বাণ ছুড়লে হরিণ মারা পড়বেই। এম্‌নি অব্যর্থ লক্ষ্য তাঁর। তাঁরা না থাকায় এ অঞ্চলে শিকার জিনিষটা উঠেই গেছে।"

এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লর্ড কিপারের অত্যন্ত অপ্রীতিকর বোধ হইল। তাঁহার শিকারস্পৃহার অভাব দেখিয়া তাঁহার ভৃত্য তাঁহাকে অশ্রদ্ধা করে, ইহা তিনি বুঝিলেন। ভদ্রলোকের পক্ষে মৃগয়া করা সে যুগে একটা অবশ্যম্ভাবী গুণ বলিয়া বিবেচিত হইত। যাহারা শিকারী, তাহাদিগকে পল্লীর লোকরা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মানুষ বলিয়া মনে করিত এবং মনিবের সহিত তাহারা স্বাধীনভাবে কথা বলিতে পারিত। সার উইলিয়ম মৃদু হাসিয়া শিকার ছাড়া অন্য বিষয়ের অবতারণা করিলেন। তারপর শিকারীকে একটা মোহর বকশিস দিলেন। শিকারী বলিল, "হুজুর, শিকারের পূর্ব্বে বকশিস দেওয়াটা ঠিক নয়। আপনি বকশিস দিলেন, তার পর যদি আমি হরিণ-শিকার করতে না পারি, আপনি কি করবেন?"

কিপার হাসিয়া বলিলেন, "এটা সর্ত্ত করে আমি দিচ্ছি না।"

শিকারী বলিল, "থাক, আমি শুধু শুধু বকশিস নেব না। যদি আমার সন্ধান ব্যর্থ না হয়, তা হলে আপনি দেখ্‌তে পাবেন, আমি হরিণ মেরেছি।"

সে চলিয়া যাইতেছিল, এমন সময় লর্ড কিপার তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন মাষ্টার র‍্যাভেনস্‌উড্ সত্যই কি অব্যর্থলক্ষ্য সাহসী শিকারী?

নর্ম্যান্ বলিল, "সাহসী!—নিশ্চয়। টাইনিং-হ্যামের বনে শিকার করতে গিয়েছিলুম্। অনেক সাহসী বীর আমার পূর্ব্ব-মনিবের সঙ্গে শিকার করতে গিয়েছিলেন। এমন সময় একটা শিংওয়ালা বড় হরিণ পালাবার পথ না দেখে, ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য রুখে দাঁড়াল। তার মাথাটা ষাঁড়ের মত চওড়া, মাথায় প্রকাণ্ড শিং। বুড়োকর্ত্তার দিকে শিং বাগিয়ে সে ছুটে এল। আর একটু হলেই তাঁর দফা শেষ হয়ে যেত। এমন সময় ছোকরা মাষ্টার তাঁর তরবারি নিয়ে ছুটে এসে তাকে দু টুকরো ক'রে ফেলেন। তাঁর বয়স তখন মাত্র ষোল বছর। কি রকম সাহসী, তাই ভেবে দেখুন।"

সার উইলিয়ম বলিলেন, "তীর-ধনু, তরবারিতে সে যেমন ওস্তাদ, বন্দুক ছুড়তেও কি তেম্‌নি?"

"আমি এই মোহরটা আমার তর্জ্জনী ও বুড়ো আঙ্গুলে ধ'রে রেখেছি। ৮০ গজ দূর থেকে বন্দুকের গুলী মেরে তিনি এটা উড়িয়ে দিতে পারেন, অথচ আমার কোথাও গুলী লাগ্‌বে না। এর বেশী আর কি চান?"

লর্ড কিপার বলিলেন, "যথেষ্ট, যথেষ্ট। যাক্, তোমাকে আর বাধা দিয়ে রাখ্‌ব না। নর্ম্যান্, এখন তবে বিদায়।

সে গান গাহিতে গাহিতে অগ্রসর হইল। তাহার পরুষকণ্ঠে গ্রাম্যগান বাতাসে ভাসিয়া আসিতে লাগিল—

“মন্দিরের ঘণ্টা-ধ্বনি শুনি সন্ন্যাসী উঠিবে শয্যা ছাড়ি,
আরামে ঘুমাতে পারে প্রধান পূজারী,
তূর্য্যধ্বনি শুনি কিন্তু শিকারী ছাড়িয়া যাবে বাড়ী
সময় হয়েছে, ভাই, আর নহে দেরী।
ঐ দেখ মৃগ ধায়, মৃগী ছোটে কানন-কান্তারে,
মিলেছে অনেক গুলি হোথা ;
কর্পূর-ধবল মৃগী শোভিতেছে উদ্যানের পারে,
এমন সুন্দর আর কে দেখেছে কোথা ?”

শিকারীর সঙ্গীত বাতাসে মিলাইয়া গেলে লর্ড কিপার বলিয়া উঠিলেন, “এ লোকটা কি আগে সত্য-সত্যই র‍্যাভেনসউড-পরিবারে কাজ করত ? তা না হলে সে ওদের এত ভক্ত হবে কেন ? লুসী, তুমি ত দুর্গের সকল লোকের ইতিহাস জান, সুতরাং এ কথাটাও হয় ত তোমার জানা থাকতে পারে।”

“বাবা, আমি ঐতিহাসিক নই। তবে আমার বিশ্বাস, নর্ম্যান্ যখন ছেলে-মানুষ ছিল, তখন ও ঐ পরিবারে চাকরী করত। তার পর সে কাজ ছেড়ে দিয়ে লোভিংটনে যায়। সেখান থেকে আপনি ওকে নিয়ে আসেন। কিন্তু আপনি যদি পূর্ব্ব-দুর্গস্বামীদের সম্বন্ধে পুরানো জিনিষ জানতে চান ত বুড়ো এলিসের কাছে চলুন। সে সব জানে।”

পিতা বলিলেন, “সব জেনে আমার কি হবে, লুসী ? ওদের কি ছিল না ছিল, তা জানবার দরকার কি ?”

“তা জানি না, বাবা, আপনি যুবক র‍্যাভেনসউড সম্বন্ধে নর্ম্যান্‌কে প্রশ্ন করছিলেন, তাই বলছিলাম।”

পিতা বলিলেন, “থাক্ ও কথা, মা ! তবে বুড়ী এলিসটি কে বল ত ? আমার মনে হয়, এ অঞ্চলের যত বুড়ী আছে, তুমি সকলকেই জান।”

“তা জানি, বাবা ! তা না হলে তাদের কষ্টের সময় কি ক’রে তাদের সাহায্য করতে পারব ? আর বুড়ী এলিস ? সে যেন বুড়ীদের রাণী, গল্প-গুজবের সাম্রাজ্ঞী, এত পুরাতন উপকথাই সে জানে ! সে অন্ধ, আহা বেচারা ! কিন্তু সে যখন আপনার সঙ্গে কথা বলবে, মনে হবে, সে যেন আপনার সমস্ত অন্তর দেখতে পাচ্ছে। আমি অনেক সময় তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে মুখ-চোখ দুই হাতে ঢেকে রাখি। মনে হয়, সে যেন আমার মুখের বর্ণ-পরিবর্ত্তন দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু বিশ বছর হ’ল সে চোখে দেখতে পায় না। তার কাছে যাওয়া দরকার, বাবা। সে অন্ধ ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত বুড়ো মানুষ হলেও, তার বুদ্ধি, অনুভবশক্তি এবং আত্মসম্মান-জ্ঞান অত্যন্ত প্রবল। আমি আপনাকে ব’লে দিচ্ছি, তার কথাবার্ত্তা, ব্যবহার এক জন রাণীর মত,—আসুন বাবা, আপনি তাকে দেখবেন চলুন। এলিসের কুঁড়ে এখান থেকে একপোয়া পথও নয়।”

লর্ড কিপার বলিলেন, “আমি যা জানতে চাইলুম, তার উত্তর ত তুমি দিলে না, মা ? এই মেয়েমানুষটি কে, পূর্ব্ব-দুর্গস্বামীর পরিবারের সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি ছিল ?”

“ও, তাই বলছেন ? বোধ হয়, সে এখানে ধাত্রী ছিল। সে এখনো এখানে আছে, তার মানে, তার দুই নাতি আপনার কাছে কাজ করে ব’লে। তবে সে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে আছে বলেই আমার মনে হয়। কারণ, সময়ের পরিবর্ত্তন, দুর্গস্বামীর পরিবর্ত্তনের জন্য সে দুঃখিত।”

লর্ড কিপার বলিলেন, “আমি তার কাছে ভারী কৃতজ্ঞ হলুম। সে আমার খায়, তার সংসার আমার টাকায় চলে, অথচ যার কাছ থেকে এক কাণাকড়ির সাহায্য পাবে না, তার জন্য দুঃখ করছে !”

লুসী বলিলেন, “না বাবা, আপনি তার সম্বন্ধে অবিচার করছেন। টাকাকড়ির ব্যাপার তাকে বিচলিত করে না। কেউ তাকে দান করলে, সে কপর্দ্দক মাত্রও স্পর্শ করবে না। তাতে যদি না খেয়ে মরতে হয়, তাতেও সে স্বীকার। বুড়ো হলে যেমন বেশী কথা বলা স্বভাব বাড়ে, তারও হয়েছে তাই। র‍্যাভেন্‌সউড পরিবারের কথা সে বেশী বলে, তার এই মানে যে, অনেক দিন সে তাদের কাছে ছিল। কিন্তু আমার বিশ্বাস, আপনার কাছে সে কৃতজ্ঞ। কারণ, আপনি তাকে রক্ষা করছেন বলে। সে আপনার সঙ্গে কথা বলবে, তাই বলে আর কারুর সঙ্গে বলবে না, এটা ঠিক। আসুন, বাবা, বুড়ী এলিসকে দেখে আসি।”

দুলালী কন্যা পিতার বাহু ধারণ করিয়া তাঁহাকে টানিয়া লইয়া চলিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

Through tops of the high trees
she did descry
A little smoke, whose vapour,
thin, and light,
Reeking aloft, uprolled to the sky,
Which cheerful sign did send
unto her sight,
That in the same did wonne
living wight.
Spenser.

লুসী তাঁহার পিতাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলেন। লর্ড কিপার রাজনীতি এবং নিজের সামাজিক ব্যাপার লইয়া এত ব্যস্ত থাকিতেন যে, নিজের বিস্তৃত জমীদারীর কোথায় কি আছে, তাহার কিছুই জানিতেন না। লণ্ডনে বেশীর ভাগ সময় তিনি এডিনবরায় যাপন করিতেন। এলিস মাতার সহিত গ্রীষ্মকালটা বাডেন্‌সউডে যাপন করিতেন। লুসীর অন্য কোন আমোদ-প্রমোদে অনাসক্তি হেতু, চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এজন্য পথ-ঘাট সবই তাঁহার সুপরিচিত ছিল।

লর্ড কিপার প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধে অন্ধ ছিলেন না। সুন্দরী কন্যা যখন তাঁহার বাহুলগ্ন হইয়া চলিতে চলিতে চার দিকের মধুর সৌন্দর্য্যের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে লাগিলেন, তখন লর্ড কিপার আরও অভিভূত হইয়া প্রকৃতির বিচিত্র মাধুর্য্য-সুষমা উপভোগ করিতে লাগিলেন।

একটি পাহাড়ের নিম্নে বৃদ্ধা এলিসের কুটীর। লুসী পিতাকে লইয়া সেই কুটীরের কাছে উপনীত হইলেন। কুটীরের অবস্থা ভাল নহে। তাহা না হইলেও, কুটীর-স্বামিনীর আকৃতি দেখিলে মনে হয় না, দারিদ্র্য, দুঃখ-কষ্ট অথবা বার্দ্ধক্য এই বিশিষ্ট নারীর মনে প্রভাব-বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে।

একটি প্রাচীন বৃক্ষমূলে, তৃণাসনে বৃদ্ধা বসিয়াছিল। তাহার আকার দীর্ঘ, মহিমামণ্ডিত; তবে বয়সের ভারে ঈষৎ ন্যুব্জ হইয়া পড়িয়াছে। কৃষক-নারীর পরিচ্ছদ তাহার অঙ্গে থাকিলেও, উহা বিশেষ পরিচ্ছন্ন। সে যে শ্রেণীর নারী, তাহাদের বেশভূষা এত পরিচ্ছন্ন থাকে না। বৃদ্ধার পরিচ্ছন্ন-প্রিয়তা এবং রুচি অনন্যসাধারণ। তাহার মুখভঙ্গী এমনই চমৎকার যে, দর্শক বিস্ময়ভরে তাহার সহিত সশ্রদ্ধ ব্যবহার না করিয়া পারে না। অথচ তাহার বেশভূষার সহিত তাহার মুখভঙ্গীর কোনও সামঞ্জস্য রাখা যায় না। যৌবনে যে সে সুন্দরী ছিল, তাহা তাহার চেহারা দেখিলে এখনও বুঝা যায়। তবে সে সৌন্দর্য্যে একটু পুরুষোচিত ভাব মিশ্রিত আছে।

লুসী ক্ষুদ্র উদ্যানের ফটকের চাবি খুলিয়া ফেলিল। তার পর বৃদ্ধার মনোযোগ আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে বলিল, "এলিস, আমার বাবা তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।"

কণ্ঠস্বরে দিক্‌নির্ণয় করিয়া বৃদ্ধা মাথা হেলাইয়া বলিল, "মিস্‌ অ্যাস্‌টন, তাঁকে আমি সমাদরে অভ্যর্থনা করছি, তোমার সম্বন্ধেও তাই।"

এলিসের বাহিরের চেহারায় লর্ড কিপার বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, কথাবার্ত্তাতেও হয় ত বৃদ্ধা অনুরূপই হইবে। তিনি বলিলেন, "বুড়ী-মা, সকালবেলা তোমার মধুচক্রের পক্ষে খুবই ভাল বলে মনে হচ্ছে।"

এলিস উত্তর করিল, "লর্ড মহোদয়, আমারও তাই মনে হয়। অন্যদিনের অপেক্ষা আজ বাতাসটা স্নিগ্ধ বোধ হচ্ছে।"

রাষ্ট্রনীতিক বলিলেন, "বুড়ী মা, তুমি নিজে মৌমাছিদের ভার নিশ্চয় নিতে পার না। তবে তাদের চালাও কি ক'রে?"

এলিস্‌ বলিল, "রাজাদের যেমন প্রতিনিধি আছে, আমারও তেমনি আছে। আমার এক জন মন্ত্রী—প্রধান মন্ত্রী আছে।"

একটি রৌপ্যনির্ম্মিত বাঁশী তাহার গলদেশে বিলম্বিত ছিল। এলিস্‌ উহাতে মৃদু-ফুৎকার দিল। উহা শুনিয়া একটি পঞ্চদশী কিশোরী কুটীর হইতে বহির্গত হইল। বৃদ্ধার ন্যায় পরিচ্ছন্ন না হইলেও, তাহার সর্ব্বাঙ্গে পরিচ্ছন্নতার ছাপ ছিল।

বৃদ্ধা বলিল, "বেবি, লর্ড কিপার এবং মিস্‌ অ্যাস্‌টনকে কিছু রুটী ও মধু এনে দেও। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে যদি আনতে পার, তোমার বোকামী ওঁরা ক্ষমা করবেন।"

বেবী যত্নসহকারে মনিবের আদেশ প্রতিপালন করিল। লর্ড কিপারকে সে পূর্ব্বে কখনও দেখে নাই, অথচ তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনিয়াছিল। তাই সে মাঝে মাঝে সবিস্ময়ে তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। একটি কদলীপত্রের উপর মধু ও রুটী পরিবেষিত হইল। উঁহারা তাহা গ্রহণ করিলেন। লর্ড কিপার একটি শুষ্ক গাছের গুঁড়ির উপর বসিয়াছিলেন। তিনি বৃদ্ধার সহিত আলোচনার জন্য

আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। তবে কি ভাবে কথা আরম্ভ করিবেন, তাহাই ভাবিতেছিলেন।

অবশেষে তিনি বলিলেন, "এই জমীদারীতে তুমি অনেক দিন আছ বোধ হয়?"

বৃদ্ধা বলিল, "৬০ বৎসর হল—আমি র‍্যাভেনস্‌উডের সহিত পরিচিত।"

লর্ড কিপার বলিলেন, "তোমার কথার উচ্চারণ-ভঙ্গী শুনে মনে হচ্ছে, এদেশ তোমার মাতৃভূমি নয়।"

"না, আমি ইংরেজ-কন্যা।"

"কিন্তু এ দেশের প্রতি তোমার যথেষ্ট মমত্ব আছে দেখছি।"

অন্ধ বৃদ্ধা বলিল, "ভগবান আমার জন্য যে সুখ ও দুঃখ মেপে দিয়েছিলেন, এখানে সর্ব্বপ্রথম আমি তারই স্বাদ পেয়েছিলুম। আমার স্বামী যেমন ন্যায়নিষ্ঠ তেম্‌নি স্নেহময় ছিলেন। বিশ বছর আমি তাঁর ঘর করেছি—আমার ৬ জন কৃতী সন্তান ছিল—এখানেই আমি তাদের হারিয়েছি। ওখানে যে গির্জ্জা আছে, সেখানেই তারা বিশ্রাম করছে। তাদের দেশকেই আমার দেশ ব'লে মেনে নিয়েছিলাম। তারা এখন নেই, তবু তাদের দেশই আমার দেশ।"

লর্ড কিপার তাহার কুটীরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কিন্তু তোমার বাড়ীর অত্যন্ত জীর্ণদশা দেখছি।"

লুসী এ কথায় আগ্রহভরে বলিলেন, "বাবা, বাড়ীটা মেরামত করবার হুকুম দিয়ে দিন—অবশ্য আপনি যদি সঙ্গত মনে করেন।"

অন্ধ নারী বলিল, "আমি যত দিন বেঁচে থাক্‌ব, এ ঘর তত দিন বেশ টিকে থাকবে। লর্ড মহোদয়কে এ জন্য আমি কোন কষ্ট দিতে চাইনে।"

লুসী বলিলেন, "আগে তুমি ভাল বাড়ীতে থাক্‌তে, তখন তোমার অর্থ-সম্পদ ছিল। বুড়ো বয়সে এমন বিশ্রী ঘরে কেন তুমি থাকবে!"

"মিস্ লুসী, এর চেয়ে ভাল জিনিষের আমার দরকার কি? যে কষ্ট-দুঃখ আমি পেয়েছি, তাতে যদি আমার বুক ভেঙ্গে গিয়ে না থাকে, অন্য সকলের যে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার দৃশ্য আমি দেখেছি, তা যদি আমার সহ্য হয়ে থাকে, তা হ'লে আমার এই ঘরের কাঠামো যে দুর্ব্বল ও ভঙ্গুর, এ কথা বলা চলে না।"

লর্ড কিপার বলিলেন, "অনেক রকম পরিবর্ত্তন বোধ হয় তুমি দেখেছ। এ রকম যে সম্ভবপর, তা তুমি হয় তো বুঝেছ।"

উত্তরে বৃদ্ধা বলিল, "লর্ড মহোদয়, পরিবর্ত্তন আমাকে সব সহ্য করতে শিখিয়েছে।"

লর্ড বলিলেন, "তবু তুমি জান্‌তে এ রকম পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী?"

"সে কথা ঠিক। আপনি যে গাছের গুঁড়িটার ওপর বসেছেন, এককালে সেটা একটা প্রকাণ্ড গাছের অংশ ছিল। সময়ের প্রভাবে জীর্ণ হয়ে অথবা কাঠুরিয়ার কুঠারাঘাতে সেই উন্নতশির গাছ ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু এ কথা আমার কোন দিন মনে হয় নি, যে গাছের ছায়ায় আমার কুটীর অবস্থিত ছিল, আমার জীবদ্দশায় তার পতন দেখতে হবে।"

লর্ড কিপার বলিলেন, "তুমি এমন কথা মনে করো না, আমার সম্পত্তির যারা আগে মালিক ছিলেন, তাঁদের অবস্থার কথা মনে ক'রে যদি তোমার দুঃখ হয়ে থাকে, তার জন্য আমি তোমার উপর বিরূপ হব। তাদের প্রতি তোমার শ্রদ্ধা ভালবাসার যথেষ্ট হেতু থাকতে পারে। তুমি যে কৃতজ্ঞ, এ জন্য আমি তোমায় শ্রদ্ধা করি। তোমার বাড়ী মেরামত করবার আমি হুকুম দেব। এর পর যখন আমরা পরস্পরকে বুঝতে পারব, তখন আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব জাগবে।"

বৃদ্ধা বলিল, "আমাদের মত যারা প্রাচীন, তারা আর নতুন ক'রে বন্ধুত্ব পাতায় না। আপনার দয়ার জন্য অজস্র ধন্যবাদ—আপনার উদ্দেশ্য সাধু; কিন্তু আমার কোন অভাব নেই, হুজুরের কাছ থেকে আমি কোন সাহায্য নিতে পারব না।"

লর্ড কিপার বলিলেন, "বেশ কথা। কিন্তু তুমি বুদ্ধিমতী এবং শিক্ষিতা। আমাকে এতটুকু আশা করতে দেও যে, যত দিন তুমি বাঁচবে, আমার জমীদারীতে তুমি তোমার ঘরবাড়ী নিষ্করভাবে ভোগ দখল করবে।"

শান্তভাবে বৃদ্ধা বলিল, "তা করবো। তবে একটা কথা হুজুরকে মনে করিয়ে দেই, র‍্যাভেনস্‌উড জমীদারী যখন আপনি কিনে নেন, সেই বিক্রয় কোবালার আমার সম্বন্ধে ঐ রকম একটা সর্ত্ত ছিল, হুজুরের হয় ত সেটা মনে নেই।"

একটু বিব্রতভাবে লর্ড মহোদয় বলিলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা এখন মনে পড়েছে বটে। তোমার পুরোনো বন্ধুদের প্রতি তোমার এত আসক্তি যে, তাঁদের উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে কোন উপকার নিতে তোমার আপত্তি নেই।"

"না, হুজুর, তা নয়। আপনি আমার উপকার

করতে চেয়েছেন, সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ। তবে আমার ওতে প্রয়োজন নেই। আপনি আমার উপকার করতে চেয়েছেন ব'লে আমি একটা কথা আপনাকে জানাব। আপনি যা কিছু করবেন, খুব সতর্ক হয়েই করবেন। আপনি অতলস্পর্শ খাদের পাশে এখন দাঁড়িয়ে আছেন।"

লর্ড কিপার সবিস্ময়ে বৃদ্ধার দিকে চাহিলেন বলিলেন, "তাই নাকি? তুমি কি কিছু জান্‌তে পেরেছ—কোন চক্রান্ত, কোন ষড়যন্ত্র?"

তাঁহার মনে তখন রাষ্ট্রনীতিক অবস্থার কথাই জাগিয়া উঠিয়াছিল।

"না, হুজুর; যারা ঐ সব ব্যাপার নিয়ে থাকে, তারা অন্ধ, অথর্ব্ব বুড়ীকে তাদের পরামর্শের মধ্যে নেবে না। আমার সতর্কবাণী অন্য ব্যাপার সম্বন্ধে, আপনি র‍্যাভেনস্‌উড পরিবারের বিরুদ্ধে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি কাজ করেছেন। আমার কথা সত্য ব'লে বিশ্বাস করুন—ওদের বংশ অত্যন্ত ভীষণ। মানুষ যখন মোরিয়া হয়ে ওঠে, তখন তাদের সঙ্গে কাজ করা বিপজ্জনক।"

কিপার বলিলেন, "যত সব বাজে কথা। আমাদের মধ্যে যা কিছু বিরোধ, আইনের ব্যাপার নিয়ে, আমি নিজে কিছুই করিনি। সুতরাং আইনের সঙ্গেই তাদের লড়াই করা উচিত।"

"তা বটে, কিন্তু ওরা অন্য রকম মনে করতে পারে। প্রতিকারের অন্য কোন উপায় না থাক্‌লে, নিজের হাতেই তারা আইন তুলে নেবে।"

কিপার বলিলেন, "তোমার কথার মানে বুঝ্‌তে পারছি না। ছোকরা র‍্যাভেনস্‌উড আমার দেহকে আক্রমণ অবশ্য করবে না?"

"ভগবান জানেন, আমি সে কথা বল্‌ছি না! ছোকরার কথা আমি যা জানি, তাতে সে ভারী সোজা মানুষ এবং সৎ ব্যক্তি। শুধু তাই নয়, সে যেমন মহদাশয়, তেমনি উদার ও স্বাধীন-মতাবলম্বী। তা হলেও তার দেহে র‍্যাভেনস্‌উড পরিবারের রক্ত আছে। সে প্রতীক্ষা করতে জানে। সার জর্জ্জ লকহার্টের ব্যাপারটা আপনি মনে রাখ্‌বেন।*"

সম্প্রতি যে বিয়োগান্ত ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছিল, তাহার কথা স্মৃতি-পথে উদিত হইবামাত্র লর্ড কিপার চমকিয়া উঠিলেন। বৃদ্ধা বলিয়া চলিল, "সে কাজ চিস্‌লেই করেছিল। সে লর্ড র‍্যাভেনস্‌উডের এক-জন আত্মীয়। র‍্যাভেনস্‌উড দুর্গের হলঘরে, আমার এবং আরও অনেকের সাক্ষাতে সে প্রকাশ্য-ভাবে প্রতিহিংসা গ্রহণের কথা বলেছিল। শেষকালে সে নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা নিয়েছিল। আমার বলা উচিত না হলেও আমি তখনি বলেছিলুম, 'তুমি যে পাপ কাজ করবে না, সে প্রতিজ্ঞা করলে, তার জন্য ভগবানের কাছে তোমাকে শেষ দিব্যি করতে হবে।' সে তাতে যে ভাবে আমার দিকে চেয়ে উত্তর দিয়ে-ছিল, সে দৃষ্টি, সে কথা আমি জীবনে ভুলব না। সে বলেছিল, 'আমাকে অনেক ব্যাপারেই জবাবদিহি করতে হবে, সুতরাং এটার জবাব দেবার জন্যও আমি প্রস্তুত থাকব।' তাই আমি আপনাকে বল্‌ছি, যে মানুষ মোরিয়া হয়ে উঠেছে, তার কাছ থেকে সাবধানে থাকবেন। র‍্যাভেনস্‌উডের দেহে চিস্‌লের রক্ত আছে। তার একবিন্দুতেই যে অবস্থায় ছোকরা পড়েছে, তাতে আগুন জ্বলে উঠবে—আপনি সাবধানে থাকবেন।"

বৃদ্ধা ইচ্ছা করিয়াই হউক, অথবা ঘটনাবশেই হউক, লর্ড কিপারের মনে ভীতির উদ্রেক করিয়া দিল। সে যুগে স্কটল্যাণ্ডের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা গুপ্ত মানুষের হস্তে প্রায়ই জীবন বিসর্জ্জন দিতেন। লর্ড কিপার তাহা জানিতেন। যুবক র‍্যাভেনস্‌উড যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহাতে তিনি উত্তেজিত হইয়া প্রতিহিংসাসাধন করিতে উদ্যত হইতে পারেন,

* সার জর্জ্জ লকহার্ট আদালতের প্রধান বিচারক বা প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। এডিনবরার রাজপথে ডালরির জন্ চিস্‌লে পিস্তলের গুলীতে তাঁহাকে হত্যা করে। উহা ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দের কথা। প্রধান বিচারপতি বিচারে চিস্‌লের পত্নী ও সন্তানদের জন্য—৯৩ পাউণ্ড মুদ্রার ডিক্রি চিস্‌লের উপর জারী করেন। ইহাতে চিস্‌লের প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি উদ্দীপিত প্রথমতঃ হয়। সে স্থির করিয়াছিল, বিচারক যখন মন্দিরে উপাসনা করিতে যাইবেন, তখন তাঁহাকে হত্যা করিবে। কিন্তু পবিত্র ধর্মস্থানে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড অসঙ্গত ভাবিয়া সে ঐ সংকল্প পরিত্যাগ করে। ধর্মমন্দিরের উপাসনা কার্য্য শেষ হইয়া গেলে, চিস্‌লে বিচারকের গৃহ যে রাজপথে অবস্থিত, ততদূর বিচারকের অনুসরণ করে। বিচারক যে সময়ে নিজবাসে প্রবেশ করিতে যাইতেছিলেন, সেই সময়ে সে তাঁহাকে পিস্তলের আঘাতে হত্যা করে। বহু দর্শক সে সময়ে তথায় উপস্থিত ছিল। হত্যাকারী স্থান ত্যাগ করে নাই, বরং সেইখানে দাঁড়াইয়া সে বলিয়াছিল, "আমি বিচারককে শিখাইয়া দিলাম, কি করিয়া ন্যায় বিচার করিতে হয়।" সে পূর্ব্বেই প্রেসিডেণ্টকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিল। এডিনবরার লর্ড প্রভোষ্টের কাছে হত্যাকারীর বিচার হইয়াছিল। সে যেখানে হত্যা করিয়াছিল, তথায় তাহাকে টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়। সেইখানে তাহার দক্ষিণ হস্ত অস্ত্রাঘাতে কাটিয়া ফেলা হয়। তারপর যে পিস্তলের সাহায্যে সে হত্যা করিয়াছিল, উহা তাহার গলদেশে ঝুলাইয়া দিয়া তাহাকে ফাঁসী দেওয়া হয়। ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তাহার প্রাণদণ্ড ঘটে। এই ঘটনার কথা বহু দিন পর্য্যন্ত দেশের লোক ভুলিতে পারে নাই।

ইহাও সার উইলিয়ম অ্যাস্টন অসম্ভব মনে করিলেন না। অবশ্য মনের আশঙ্কা তিনি এলিসের নিকট যথাসম্ভব গোপন করিলেন। কিন্তু বৃদ্ধার নিকট তিনি প্রকৃতপ্রস্তাবে উহা গোপন রাখিতে পারিলেন না। তাঁহার পরিবর্ত্তিত কণ্ঠ-স্বর বৃদ্ধাকে তাঁহার আশঙ্কার কথা বুঝাইয়া দিল। যাহা হউক, তিনি যথাসম্ভব ত্বরা সহকারে কন্যাকে লইয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

Is she a Capulet ?
O dear account ! my life is my foes debt.
Shakespeare,

লর্ড কিপার প্রায় এক পোয়া পথ গভীর নীরবে অতিবাহন করিলেন। কন্যা পিতার নীরবতা ভঙ্গ করিবার প্রয়াস পাইলেন না।

পিতা সহসা কন্যার দিকে ফিরিয়া বলিয়া উঠিলেন, "লুসী, তোমার মুখ এত মলিন হয়ে গেল কেন ?"

যে সময়ের কথা বর্ণিত হইতেছে, তখন এইরূপ প্রথা ছিল যে, জিজ্ঞাসিতা না হইলে বয়স্কা কন্যারা উপযাচিকা হইয়া কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিত না। সুতরাং এলিসের সহিত তাঁহার পিতার কি আলোচনা হইয়াছিল, লুসী তাহা যেন শুনেন নাই, এমনই ভাব প্রকাশ করিলেন। তাই তিনি বলিলেন যে, অরণ্যে যে সকল বন্যজন্তু বিচরণ করিতেছে, তাহাদের দ্বারা আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা আছে বলিয়া তিনি ভীতা হইয়াছেন।

বাস্তবিক সে সময়ে অরণ্যমধ্যে কয়েক জাতীয় আরণ্য ষণ্ড বিচরণ করিত। তাহারা এমনই হিংস্র-প্রকৃতি ও দুর্দ্দান্ত যে, কোনও মতেই পোষ মানিতে চাহিত না। এরূপ শৃঙ্গসমন্বিত আরণ্যষণ্ডের সম্মুখে পড়িলে বিপদ ঘটিবার বিশেষ আশঙ্কা ছিল।

লুসী আরণ্য জীব অনেক দেখিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার ভীতির কারণ গোপন করিয়া পিতাকে জানাইলেন যে, আরণ্য ষণ্ড দ্বারা আক্রান্ত হইবার আশঙ্কায় তিনি ভীত হইয়াছেন।

লুসীর উত্তর শুনিয়া পিতা তাঁহাকে অকারণ ভীতির জন্য তিরস্কার করিতে যাইতেছেন, এমন সময় তৃণশ্যামল ক্ষেত্রের একপ্রান্তে এক দল ষণ্ডকে বিচরণ করিতে দেখিলেন। ষণ্ডযূথ হইতে একটা পশু, লুসীর রক্তবস্ত্র দেখিয়াই হউক, অথবা যে কারণেই হউক, লম্ফ দিয়া বাহিরে আসিল এবং শৃঙ্গ দ্বারা ভূমির উপরিস্থিত বালুকা উড়াইয়া তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইল। তাহার ভাব দেখিয়া বোধ হইল, সে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। মাঝে মাঝে চীৎকার করিতে করিতে সে তাঁহাদের দিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিল।

লর্ড কিপার তাহার ভাবগতি দেখিয়া বুঝিলেন যে, পশুটির দ্বারা বিপন্ন হইবার আশঙ্কা বিদ্যমান। সুতরাং কন্যার হাত ধরিয়া তিনি দ্রুতপদে অরণ্য-পথে অগ্রসর হইলেন। পশুটির দৃষ্টিপথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইবার জন্যই তাঁহার মনে উৎকণ্ঠা জাগিল। কিন্তু কার্য্যটি সুযুক্তিসঙ্গত হইল না। ষণ্ড যখন বুঝিল যে, উঁহারা ভয় পাইয়া পলায়ন করিতেছেন, তখন সে আরও দ্রুতগতিতে তাঁহাদের দিকে ধাবিত হইল। লর্ড কিপার কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর দেখিলেন, ভয়ে তাঁহার কন্যার জ্ঞান-লোপ পাইতেছে। মুহূর্ত্তমধ্যে লুসীর সংজ্ঞাশূন্য দেহ ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। পিতা উপায়ান্তর না দেখিয়া ষণ্ড ও কন্যার মধ্যবর্ত্তী স্থানে দাঁড়াইলেন। তাঁহার হস্তে কোনরূপ অস্ত্র ছিল না। কিন্তু তথাপি কন্যার প্রাণরক্ষা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। ষণ্ড প্রচণ্ড-গতিতে তখন ধাবিত হইতেছিল।

অবস্থা এমনই দাঁড়াইল যে, পুত্রী অথবা পিতা, কিংবা উভয়েই এই ক্ষিপ্ত আরণ্য ষণ্ডের শৃঙ্গাঘাতে ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইতেন। এমন সময় সন্নিহিত কোনও ঝোপের অন্তরাল হইতে একটা বন্দুকের শব্দ হইল। সেই শব্দে দুর্দ্দান্ত জানোয়ারের গতিও যেন হ্রাস পাইল। তাহার ললাটদেশে অভ্রান্তভাবে গুলী লাগিয়াছিল। সে আঘাত মারাত্মক। কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াই ষণ্ড লম্বিতদেহে পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গেই তাহার প্রাণবায়ু বাতাসে মিশাইয়া গেল। লর্ড কিপার বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

লুসীর সংজ্ঞাহীন দেহ তখন ভূমিতলে লুটাইতে-ছিল। বিচিত্র উপায়ে যে তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন, ইহা তিনি জানিতেও পারিলেন না। অপ্রত্যাশিতভাবে ধ্রুব মৃত্যুমুখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া তাঁহার পিতাও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। তিনি জন্তুটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। প্রকৃত ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করিবার মত অবস্থাও তখন তাঁহার দেহে ছিল না। তিনি ভাবিতেছিলেন, অকস্মাৎ বজ্রাহত হইয়াই ষণ্ডটি মারা পড়িয়াছে। কিন্তু সে চিন্তার অবকাশ তিনি পাইলেন না। ঝোপের অন্তরাল হইতে একটি মানুষ বাহির হইতেছে, ইহা তিনি দেখিলেন। তাহার হস্তে একটি ছোট বন্দুক।

মাত্র তাঁহার বাহ্য-চেতনা এই দৃশ্য ...ার দিকে দৃষ্টি পড়িবামাত্র ফিরিয়া আসিল। ...র সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন তিনি বুঝিলেন ...ন্তুককে আহ্বান করিলেন। আছে। তিনি ..., লোকটি হয় ত তাঁহার অরণ্য- তিনি ভাবিয়া ...ভম। উহার উপর কন্যার ভার রক্ষকদিগে... তিনি দুর্গে গিয়া লোকজন লইয়া অর্পণ ...ই স্থির করিলেন। শিকারী তাঁহার আসি... তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইল। ইহি... দেখিলেন, এ ব্যক্তি তাঁহার সম্পূর্ণ ...। কিন্তু তখন তিনি এত উত্তেজিত হইয়া ...লেন যে, তাহার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসার অত পাইলেন না। আগন্তুককে বেশ বলিষ্ঠ তিনি ...পর দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি তাহাকে ...ড়িয়া দিলেন যে, সন্নিহিত ঝর্ণার ধারে লুসীকে ...চিত করিয়া লইয়া যাউক, এদিকে তিনি এলিসের ...ন। গিয়া লোকজন সংগ্রহ করিয়া আনিবেন।

...দে ...ন্তুক—যাহার প্রচেষ্টায় পিতাপুত্রীর জীবন ...ক্ষা হইয়াছিল, তিনি কার্য্য অসমাপ্ত রাখিতে ... হইয়া ভূমিতল হইতে লুসীর দেহ বাহুর ...য় তুলিয়া লইলেন এবং অনায়াস লঘুগতিতে ...পথে অগ্রসর হইলেন। দেখিয়া বোধ হইল, ...ার পথগুলি যেন তাঁহার সুপরিচিত। তিনি ...র অচেতনদেহ নির্দ্দিষ্ট ঝর্ণার ধারে লইয়া গিয়া ...থায় রক্ষা করিলেন। এই ঝর্ণার ধারে একটি ...থিক প্রণালীতে নির্ম্মিত চত্বর ছিল। উহা এখন ভগ্নদশায় বিদ্যমান। ঝর্ণার স্রোতোধারা সেই চত্বরের পার্শ্ব দিয়া ঝর্ ঝর্ রবে বহিয়া চলিয়াছে।

স্কটল্যাণ্ডের কিংবদন্তী অনুসারে এই উৎস সম্বন্ধে জনসাধারণের একটা শঙ্কামিশ্রিত শ্রদ্ধা ছিল। সেই কিংবদন্তী এইরূপ। র‍্যাভেন্সউড পরিবারের একজন দুর্গস্বামী এই উৎসের সন্নিহিত স্থানে মৃগয়া করিতে আসিয়া এই উৎসের ধারে একটি অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতীর দেখা পান। উভয়ের মধ্যে প্রণয়-সঞ্চার হইলে উভয়ে প্রত্যহ সূর্য্যাস্তের পর এইখানে মিলিত হইতেন। ঐ সুন্দরী তরুণী উৎসের পার্শ্ব দিয়া সকল সময়েই আসিতেন, আবার তাহার পার্শ্ব দিয়া অন্তর্হিত হইতেন। তাঁহাদের এই রহস্য-...নক মিলনে কয়েকটি সর্ত্ত ছিল। প্রতি সপ্তাহে একবার উভয়ের মিলনের নির্দ্দিষ্ট দিন ছিল। ঐ লোকললামভূতা সুন্দরী লর্ড র‍্যাভেনস্উডকে এই বলিয়া জানাইয়াছিলেন যে, সমস্ত রাত্রি তিনি তাঁহার প্রণয়ীর সহিত যাপন করিবেন। শুধু সন্নিহিত অরণ্যমধ্যস্থিত একটি ধর্ম্মমন্দিরে যখন উষার প্রাক্কালে স্তোত্রপাঠের জন্য ঘণ্টাধ্বনি হইবে, তখনই তিনি চলিয়া যাইবেন। সেই ধর্ম্মমন্দির অবশ্য এখন ধ্বংস-স্তূপে পরিণত হইয়াছে। কথায় কথায় ব্যারণ র‍্যাভেনসউড উক্ত ধর্ম্ম-মন্দিরের পুরোহিতের কাছে তাঁহার প্রণয়-ব্যাপার প্রকাশ করেন। পুরোহিত—ফাদার জ্যাকারে ঐ কাহিনী শুনিবার পর সিদ্ধান্ত করেন যে, তাঁহার মনিব শয়তানের কুহকে আচ্ছন্ন হইয়াছেন। পরিণামে ব্যারণের দেহ ও আত্মা শয়তানের করতলগত হইবে। সন্ন্যাসীর উপযোগী ভাষার সাহায্যে ফাদার জ্যাকারে ব্যারণকে বুঝাইলেন যে, তিনি ভীষণ বিপদে পড়িয়াছেন, ঐ সুন্দরী শয়তানেরই কোন অংশভূতা। সে তাঁহাকে প্রণয়ের ফাঁদে ফেলিয়া সর্ব্বনাশ-সাধনের সুযোগ খুঁজিতেছে। ব্যারণ অবিশ্বাসভরে পুরোহিতের কথা শুনিলেন। অবশেষে ধর্ম্মযাজকের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তিনি তাঁহার প্রণয়িনী সম্বন্ধে কতকগুলি ব্যাপার পরীক্ষা করিতে সম্মত হইলেন। পুরোহিত বলিলেন যে, এবার যখন প্রণয়িযুগল মিলিত হইবেন, তখন যে সময়ে গির্জ্জার ঘণ্টা বাজিয়া থাকে, তাহার অর্দ্ধঘণ্টা পরে ঘণ্টাধ্বনি হইবে। এই ভাবে শয়তানের সঙ্গিনীকে যদি নির্দ্দিষ্টকালের পর পর্য্যন্ত ...লিপ্ত ভুলাইয়া রাখা যায়, তাহা হইলে সে তখন তাহা...হইয়া স্বরূপ ধারণ করিতে বাধ্য হইবে। আর সেই মুহূর্ত্তে ...স্টন গন্ধকের আলোকের ন্যায় প্রেমিকের নিকট হই...হলেন. পলায়ন করিবে। রেমণ্ড র‍্যাভেনস্উড ও ...জনা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া এই পরীক্ষা করিতে ...আনিয়া- হইলেন। তবে তাঁহার মনে এইরূপ ...র মনে হইল যে, সন্ন্যাসীর ধারণা ভ্রান্তিতেই পর্য্য...পরিচিত হইবে। ...তার

নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন ঘটিল। যে সময়ে উভয়ের বিচ্ছেদ ঘটে, তাহার অপেক্ষাও বেশী সময় সুন্দরী প্রণয়ভাজনের কাছে রহিলেন। কারণ, পুরোহিত যথাসময়ে ঘণ্টাধ্বনি বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। সময় অতীত হইলেও ঐ অপ্সরার দৈহিক পরিবর্ত্তন ঘটিল না। কিন্তু নিজের ছায়া দেখিয়া অপ্সরা যখন জানিতে পারিলেন যে, নির্দ্দিষ্ট সময় বহুক্ষণ অতীত হইয়াছে, তখন গভীর নৈরাশ্যভরে প্রণয়পাত্রের আলিঙ্গন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া বলিলেন, আর উভয়ে জীবনে সাক্ষাৎ হইবে না। বলিতে বলিতে তিনি উৎসের সলিল-ধারায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। সুন্দরীর ঝম্প-প্রদানের পর জলের মধ্যে যে বুদ্বুদ উঠিল, তাহা

শোণিতধারায় অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিল। ইহাতে হতভাগ্য র‍্যাবণ বুঝিলেন যে, তাঁহার অবিমৃষ্যকারিতার ফলেই এই রহস্যময়ী তরুণীর জীবনান্ত হইল। যতদিন তিনি বাঁচিয়া ছিলেন, অনুতাপে তাঁহার দেহ ও মন জীর্ণ হইল, এই অতুলনীয় সুন্দরীর বিরহ তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। এই ঘটনার কিছুদিন পরে ফ্লোডেনের যুদ্ধে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার প্রণয়িনীর স্মৃতির উদ্দেশে উক্ত উৎসটিকে তিনি মর্ম্মরপ্রস্তর দিয়া বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন। জলধারা যেখানে উৎস বহিয়া পড়িতেছে, পাছে কেহ তাহা কলুষিত করে, এজন্য তাহার উপর একটি প্রস্তররচিত সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এখন তাহা ভগ্নাবস্থায় চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। এই সময় হইতেই র‍্যাভেনস্উড পরিবারের পতনদশা আরব্ধ হয়।

এই জনশ্রুতি সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল, অধিকাংশই উহা বিশ্বাস করিত। তবে যাহারা অধিক জ্ঞানী, তাহারা বলিত যে, ঐ সুন্দরী কোনও দেবকন্যা নহে। কোনও সাধারণ গৃহস্থ-কন্যা। রেমণ্ড তাহাকে উপপত্নী হিসাবে রাখিয়াছিলেন। কালক্রমে তাঁহার মনে ঈর্ষার উদয় হওয়ায় তিনি তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলেন। তাহারই রক্তে উৎসের জল লোহিত হইয়া গিয়াছিল। আর একদল লোকের ধারণা ছিল, অতি প্রাচীন কালের একটা উপকথার সহিত এই উৎসটিকে সংশ্লিষ্ট করা হইয়া-[illegible]। তবে এ কথা সকলেই বলিত যে, র‍্যাভেনস্উড [illegible]বারের যে কোনও লোকের পক্ষে এই স্থানটি [illegible]ত্মক উৎসের জল পান অথবা উহার সন্নিধানে [illegible] র‍্যাভেনস্উড পরিবারের বংশধরদিগের পক্ষে অত্যন্ত সাংঘাতিক। যেমন গ্রাহামবংশের পক্ষে সবুজবর্ণের পোষাক পরিধান করা, ব্রুসের বংশধরদিগের পক্ষে মাকড়সাকে মারা, অথবা সেণ্টক্লেয়ার বংশীয়দিগের পক্ষে সোমবারে অর্ড অতিক্রম ভয়ঙ্কর, সেইরূপ।

এই অশুভ ক্ষেত্রে লুসী অ্যাস্টন মূর্চ্ছাভঙ্গের পর প্রথম নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। বিদায়মুহূর্ত্তে স্বর্গীয় অপ্সরা তাঁহার প্রণয়পাত্রের কাছে যেরূপ বিবর্ণ-মলিন মুখে যন্ত্রণা-পূর্ণ হৃদয়ে শেষ বিদায় লইয়াছিলেন, সেইরূপ সুন্দর ও মলিনমুখে লুসী একটি ধ্বংস-প্রায় প্রাচীরের ধারে হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার অঙ্গাবরণ লইয়া আগন্তুক উৎসজলে ডুবাইয়া লুসীর মূর্চ্ছাভঙ্গ করিয়াছিলেন। সেই অঙ্গাবরণ হইতে তখনও টপ্ টপ্ করিয়া জল ঝরিতেছিল।

চেতনালাভের পরই যুবতী [illegible] এবং শৃঙ্গ দ্বারা বিপদে পড়িয়া তিনি সংজ্ঞা হার[illegible] তাঁহাদের দিকে সঙ্গে তাঁহার পিতার কথাও ম[illegible] বোধ হইল, সে চারিদিকে চাহিয়া পিতাকে দে[illegible] চীৎকার করিতে বলিয়া উঠিলেন, "বাবা!—আমার ব[illegible] রিতে লাগিল। আর বেশী কথা ফুটিল না। [illegible]য়া বুঝিলেন বিদ্যমান।

অপরিচিত ব্যক্তি বলিয়া উঠিলেন, [illegible] অরণ্য-নিরাপদে আছেন। তিনি এখুনি এখানে [illegible] হইতে

লুসী বলিলেন, "আপনি ঠিক জানেন [illegible] উৎকণ্ঠা আমাদের কাছে এসে পড়েছিল—[illegible] না। আপনি আমাকে বাধা দেবেন না—আমি [illegible] সন্ধানে যাব।" [illegible]দের

যুবতী যাইবার জন্য উঠিলেন; কিন্তু তিনি [illegible] দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, চলিতে গিয়া [illegible] টলি পড়িবার উপক্রম করিলেন। তিনি প[illegible] গেলে বিশেষরূপে আহত হইতেন। কিন্তু অপরি[illegible] ব্যক্তি তাঁহাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ধরিয়া ফেলিলে[illegible] কোনও যুবক কোনও সুন্দরী তরুণীকে এরূপ বি[illegible] ফেলিতে চাহেন না। ভাব দেখিয়া মনে হইল, [illegible] বলিষ্ঠ যুবকের পক্ষে ঐ তন্বঙ্গীর দেহভার বহনাক্ষ[illegible] হইয়াছে। যুবতীকে মুহূর্ত্তমাত্রও ধারণ না ক[illegible] যুবক তাঁহাকে মাটিতে বসাইয়া দিলেন। সেই স[illegible] তাড়াতাড়ি বলিলেন, "স্যর উইলিয়ম অ্যাস্টন স[illegible] নিরাপদে আছেন। তিনি এখুনি আপনার কা[illegible] আসবেন। তাঁর জন্য আপনি উৎকণ্ঠিত হবেন [illegible] অদৃষ্ট তাঁকে অতি অদ্ভুতভাবে রক্ষা করেছে। ম্যাড[illegible] আপনি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছেন, আমার চে[illegible] উপযুক্ত সাহায্য না আসা পর্য্যন্ত আপনি উঠ[illegible] চেষ্টা করবেন না।"

লুসীর জ্ঞান এতক্ষণে ভাল করিয়া ফিরি[illegible] আসিয়াছিল। তিনি মনোযোগ সহকারে অপরিচি[illegible] ব্যক্তিকে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার আকৃতি[illegible] এমন কিছু ছিল না, যাহাতে তরুণী সুন্দরীকে [illegible] সাহায্য করিতে বিরত হইতে পারেন, অথবা কো[illegible] তরুণী সুন্দরী সে সাহায্য প্রত্যাখ্যান করিতে পারে[illegible] তথাপি লুসীর মনে হইল, উক্ত আগন্তুক যেন তাঁহা[illegible] সাহায্য করিতে অনিচ্ছুক এবং আন্তরিকতাও তাহা[illegible] নাই। কালো মৃগয়াবেশে যুবক সজ্জিত, তাহাতে বুঝা যায় যে, তিনি অভিজাত বংশধর। তাঁহা[illegible] মাথায় মণ্টেরো ক্যাপ—উহা এমনভাবে তিনি মাথায় ধারণ করিয়াছেন যে, তাঁহার সমগ্র মুখম[illegible] দে[illegible] যায় না। যতটুকু দেখা যায়, তাহাতে [illegible] মুখমণ্ডলে একটা মহিমশ্রী বিরাজিত, তবে [illegible]

এই দৃশ্য দে প্রস্ফুটিত। যৌবনের উৎসাহ-ফিরিয়া আসিল। গোপন শোকের ছায়ায় ম্লান তিনি বুঝিলেন যে যুবকের দিকে চাহিলেই যেন আছে। তিনি মিশ্রিত একটি ভাবের উদয় হয়। তিনি ভাবিয়া দৃষ্টিপাতেই ইহা বুঝিয়া লইলেন। রক্ষকদিগের মত কৃষ্ণ-তারকা-সমন্বিত নয়নের সহিত অর্পণ মিলিত হইবামাত্র তিনি শঙ্কামিশ্রিত-আসিলাবে দৃষ্টি ভূমিসংলগ্ন করিলেন। কিন্তু তথাপি ইঙ্গিত বলা চাই। তাই লুসী নিজের ও পিতার লনের জন্য যুবককেই উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া ধন্যবাদ ন্পন করিলেন।

এই কৃতজ্ঞতা যেন যুবককে কুণ্ঠিত করিয়া তুলিল। তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন, "ম্যাডাম্, আপনি যাদের ধ্রুবতারা, তাদের হাতেই আপনাকে রেখে আমি এখন বিদায় নিতে চাই।"

কথাটা কিন্তু তেমন কর্কশ শুনাইল না।

লুসী, কথার এই তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি অকৃত্রিমভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আমার অত্যন্ত দুর্ভাগ্য যে, আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপযোগী ভাষা খুঁজে পাই নি। তাই হয় তো হবে, অথবা আমি কি যে বলেছি, তা স্মরণ করতে পারছি না। কিন্তু আমার বাবা না আসা পর্য্যন্ত আপনি যদি অপেক্ষা করেন—তাঁকে কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের যদি অবকাশ দেন এবং আপনার নাম জানবার সুযোগ প্রদান করেন।"

অপরিচিত ব্যক্তি বলিলেন, "আমার নাম জানবার কোন প্রয়োজন হবে না। আপনার বাবা—অর্থাৎ সার উইলিয়ম অ্যাস্টন আমার নাম জানতেই পারবেন। আমার নাম জেনে খুসী তিনি হবেন না।"

লুসী আগ্রহভরে কহিলেন, "আপনি তাঁকে ভুল বুঝেছেন। আপনার জন্যও বটে এবং তাঁর নিজের জন্যও বটে, তিনি কৃতজ্ঞই থাকবেন। আপনি আমার বাবাকে জানেন না, অথবা তিনি যে নিরাপদে আছেন, সেটা আপনি বানিয়ে বলছেন। হয় ত তিনি ষাঁড়ের আক্রমণে মারা গেছেন।"

এই কথা মনে হইবামাত্র যুবতী ভূমি ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। তার পর যেখানে বিপদ সম্ভাবনা হইয়াছিল, সেই স্থানের দিকে তিনি চলিলেন। যুবক তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন, কি তাঁহাকে সাহায্য করিবেন, ইহা বুঝিতে না পারিয়া তিনি যুবতীকে নিরস্ত হইবার জন্য মিনতি করিতে লাগিলেন।

"আমি ভদ্রসন্তান, আমার কথা আপনি বিশ্বাস করুন। আপনার বাবা সম্পূর্ণ নিরাপদে আছেন। আপনি যদি আর একটু অগ্রসর হন, তা হলে অদূরে যে ষণ্ডের দল চ'রে বেড়াচ্ছে, তাদের দ্বারা আবার আক্রান্ত হতে পারেন। তবে যদি একান্তই যেতে চান, আমার হাতে ভর দিয়ে চলুন, অবশ্য আপনাকে এ ভাবে সাহায্য করবার অধিকার আমার নেই।" কিন্তু লুসী কোন বাধা না মানিয়া যুবকের হাতে ভর দিয়া চলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "আপনি ভদ্রসন্তান, সুতরাং বাবাকে খুঁজে বের করবার জন্য আপনি আমায় সাহায্য করুন। আপনি আমাকে এখানে ফেলে যেতে পারবেন না। আমার সঙ্গে আপনাকে যেতে হবে—আমরা এখানে কথা বলছি, ওদিকে বাবা হয় ত মৃত্যু-যন্ত্রণাভোগ করছেন।"

কোনরূপ কৈফিয়ত না শুনিয়াই লুসী অপরিচিতের বাহু অবলম্বন করিলেন। তাঁহার সাহায্য ব্যতীত লুসীর চলিবার ক্ষমতা ছিল না, ইহা ছাড়া অন্য কোন প্রকার ভাব যুবতীর মনে উদিত হইল না। সেই সঙ্গে তাঁহার মনে হয় ত এরূপ ভাবও ছিল যে, অপরিচিত যুবক এরূপ অবস্থায় তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারিবেন না। এই ভাবে লুসী তাঁহাকে টানিয়া লইয়া চলিলেন। সেই সময়ে সার উইলিয়ম্ অ্যাস্টন এলিসের পরিচারিকাসহ সেখানে আসিয়া পৌছিলেন. তাঁহার সঙ্গে দুই জন কাঠুরিয়া। সাহায্যের জন্য সার উইলিয়ম্ তাহাদিগকে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। কন্যাকে নিরাপদ দেখিয়া পিতার মনে এ কথা জাগিল না যে, কন্যা একজন অপরিচিত যুবকের বাহু অবলম্বন করিয়া আসিতেছে, তাঁহার মনে তখন কন্যার বিপন্মুক্তির আনন্দই স্থান গ্রহণ করিয়াছিল।

আনন্দের আতিশয্যে কন্যাকে বুকে ধরিয়া পিতা শুধু বলিলেন, "লুসী, মা, তুমি নিরাপদে আছ?"

কন্যা বলিলেন, "আমি ভাল আছি, বাবা। ভগবানকে ধন্যবাদ, আপনি নিরাপদে আছেন। কিন্তু এই ভদ্রলোক"—বলিয়াই লুসী যুবকের হাত ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "ইনি আমার সম্বন্ধে কি ভাবছেন!" বলিতে বলিতে তাঁহার আননে রক্তোচ্ছ্বাস দেখা দিল। তিনি বলিলেন যে, এতখানি স্বাধীনতা তিনি লইয়াছেন বলিয়া লজ্জিত।

সার উইলিয়ম্ অ্যাস্টন বলিলেন, "এই ভদ্রলোককে আমরা কষ্ট দিয়াছি, সে জন্য বোধ হয় তিনি

অনুতপ্ত নন। কারণ, লর্ড কিপার তাঁর কন্যার ও নিজের প্রাণরক্ষা করবার জন্য এই ভদ্রলোকের কাছে কৃতজ্ঞ। ওঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সাহসের ফলেই আমরা রক্ষা পেয়েছি। উনি অনুগ্রহ করে ওঁর পরিচয়—"

অপরিচিত যুবক দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আমার কাছে কিছু অনুরোধ করবার প্রয়োজন নেই। আমি মাষ্টার র‍্যাভেনস্‌উড।"

বিস্ময় ও অপেক্ষাকৃত প্রীতিহীন স্তব্ধতা সহসা দেখা দিল। যুবক অঙ্গাবরণে দেহ ভাল করিয়া আবৃত করিয়া লুসীর দিকে শঙ্কিতভাবে মাথা হেলাইয়া বিদায়-সম্ভাষণ জানাইয়া চ'লিয়া গেলেন। শিষ্টতা-সূচক যে কথাগুলি অস্ফুট গুঞ্জনে বলিলেন, তাহা ভাল শুনা গেল না। অনতিকালমধ্যে তাঁহার মূর্ত্তি বনান্তরালে অদৃশ্য হইল।

বিস্ময় অপনোদিত হইলে লর্ড কিপার বলিয়া উঠিলেন, "মাষ্টার র‍্যাভেনস্‌উড! তোমরা শীঘ্র যাও—ওঁকে ডেকে আন। একটা কথা ওঁকে আমি জিজ্ঞাসা করব।"

যুবকের সন্ধানে দুই জন কাঠুরিয়া দ্রুত চলিয়া গেল। অনতিবিলম্বে তাহারা ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে, যুবক ফিরিয়া আসিলেন না। লর্ড কিপার এক জনকে একান্তে ডাকিয়া লইয়া গিয়া প্রশ্ন করিলেন যে, মাষ্টার র‍্যাভেনস্‌উড কি বলিলেন।

লোকটি বলিল, "কর্ত্তা, তিনি বললেন যে, তিনি আসবেন না।" বুদ্ধিমান স্পষ্ট অপ্রীতিকর কথাটা এড়াইয়া গেল।

লর্ড কিপার বলিলেন, "তিনি অনেক কিছু বলেছেন ব'লে মনে হয়। তিনি যা বলেছেন, আমি তা শুনতে চাই।"

লোকটি নতদৃষ্টিতে বলিল, "হুজুর, তা হ'লে শুনুন—কিন্তু সে কথা শুনে আপনি খুসী হ'তে পারবেন না। তবে তিনি কোন মন্দ কথা বলেন নি।"

"তিনি যা বলেছেন, তাই আমিও শুনতে চাই। ভাল কি মন্দ, সে বিচার তোমাকে করতে হবে না।"

লোকটা বলিল, "তা হ'লে শুনুন, হুজুর। তিনি বললেন, সার উইলিয়ম অ্যাস্টনকে বলো, এর পর তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হ'লে, তিনি খুসী হ'তে পারবেন না।"

লর্ড কিপার বলিলেন, "তা বেশ। বাজপাখী সম্বন্ধে আমাদের যে বাজি হয়েছিল, তারই কথা বলেছেন। যাক্, ও কথা ধর্ত্তব্য নয়।"

তিনি কন্যার দিকে অগ্রসর হইলেন। লুসী এতক্ষণে গৃহে ফিরিবার মত শরীরে বল পাইয়াছিলেন; কিন্তু যে ভীষণ অবস্থা হইতে পিতা পুত্রী উদ্ধার পাইয়াছিলেন, তাহার স্মৃতি তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিতে পারিলেন না। শয়নে স্বপনে—সকল সময়েই তিনি উদ্যতশৃঙ্গ ষণ্ডকে দেখিতে পাইতেন। সেই সঙ্গে মাষ্টার র‍্যাভেনস্‌উডের মূর্ত্তিও তাঁহার মানস-নয়নে প্রতিভাত হইত। এই প্রিয়দর্শন বীর যুবক কি করিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, সে দৃশ্য অনুক্ষণ তাঁহার মানস-নয়নে প্রতিফলিত হইত। মাষ্টার র‍্যাভেনস্‌উডের মত সুপুরুষ যুবা বীর তিনি কখনও দেখেন নাই। এজন্য তাঁহার স্মৃতি লুসীর অন্তরে চিরমুদ্রিত হইয়া রহিল। বিস্ময়, কৃতজ্ঞতা এবং কৌতূহল তাঁহার মনে আসন গ্রহণ করিল। র‍্যাভেনস্‌উড সম্বন্ধে তিনি অতি অল্প কথাই জানিতেন। তাঁহার যুবকের পিতার মধ্যে যে বিরোধ চলিয়াছিল, তাহার কোন কথাও তিনি জানিতেন না। তিনি শুধু জানিতেন, এই যুবক মহদ্বংশসম্ভূত, কিন্তু দরিদ্র। তবে এক সময় এই যুবকের পূর্ব্বপুরুষগণ বিশেষ ধনবান্ ছিলেন, তাহাও তিনি জানিতেন। এজন্য লুসীর মন যুবকের প্রতি অনুকম্পাপ্রবণ ছিল!

এই সময়ে লুসীর জননী এডিনবরায় ছিলেন। লর্ড কিপার অত্যন্ত গম্ভীরপ্রকৃতির লোক বলিয়া গৃহে কদাচিৎ লোকজন নিমন্ত্রণ করিতেন। কাজেই লুসী অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গলাভ করিতে পাইতেন না। তাঁহার কল্পনাপ্রবণ মনে সুতরাং মাষ্টার র‍্যাভেনস্‌উডের মূর্ত্তি দাগ কাটিয়া স্থিতিলাভ করিল।

উক্ত ঘটনার পর লুসী প্রায়ই অন্ধ বৃদ্ধা এলিসের গৃহে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। মাষ্টার র‍্যাভেনস্‌উড সম্বন্ধে আলোচনা করাই লুসীর মনোগত অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু বৃদ্ধা এলিস র‍্যাভেনস্‌উড পরিবার সম্বন্ধে বহু বিষয়ের আলোচনা করিলেও বর্ত্তমান বংশধর সম্বন্ধে বেশী কথা বলিত না। সে শুধু ইঙ্গিতে এইটুকুই বলিয়াছিল যে, যুবক র‍্যাভেনস্‌উড অত্যন্ত দৃঢ়চেতা ব্যক্তি। ক্ষমা কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানেন না। কেহ তাঁহার ক্ষতি করিলে, তিনি তাহাকে কখনই অব্যাহতি দেন না। শঙ্কিতা লুসী এই সকল ইঙ্গিত হইতে পিতাকে শুধু এইটুকু জানাইয়াছিলেন যে, র‍্যাভেনস্‌উডকে এড়াইয়া চলাই ভাল। কিন্তু যাহার সম্বন্ধে এইরূপ অসঙ্গত সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছিল, সেই ব্যক্তিই তাঁহাকে ও তাঁহার পিতাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছেন! যুবক

যদি ঐ প্রকার চরিত্রের লোক হইতেন, তাহা হইলে তিনি কেন পিতা-পুত্রীর জীবন রক্ষা করিবেন? তিনি নিরস্ত হইয়া থাকিলেই ত ভীষণ জন্তুর শৃঙ্গাঘাতে পিতা-পুত্রীর দেহ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইত। এজন্য লুসী মনে করিলেন, বার্দ্ধক্য হেতু এলিসের বিচার-শক্তি হ্রাস পাইয়া থাকিবে, তাই সে যুবক র‍্যাভেন্‌সউড সম্বন্ধে ঐরূপ হীন ধারণা করিয়াছে। এই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া লুসীর মনে আশা জাগিল এবং তিনি কামনার স্বর্গরাজ্যের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

এদিকে লুসীর পিতা উক্ত ঘটনার পর বাড়ী ফিরিয়াই চিকিৎসকের দ্বারা কন্যার শরীর পরীক্ষা করাইলেন। চিকিৎসকরা যখন জানাইলেন যে, লুসীর সম্বন্ধে আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই, তখন তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন।

তার পর লর্ড র‍্যাভেনস্‌উডের মৃত্যুর পর তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে সরকারী কর্ম্মচারী যে বিবরণ প্রদান করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে লর্ড কিপার যে অভি-যোগ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা বাহির করিয়া সংশোধন করিলেন। এমন ভাবে সমস্ত বিবরণ লিখিলেন যে, যুবক র‍্যাভেনস্‌উডের তাহাতে যেন কোন অনিষ্ট না হয়। তারপর প্রিভিকাউন্সিলের বিচারকগণের মনে যাহাতে যুবক র‍্যাভেনস্‌উডের সম্বন্ধে কোন বিরুদ্ধ ধারণা না জন্মে,তেমনভাবে সমস্ত বিবরণটি খাড়া করিলেন। যে সরকারী কর্ম্মচারী নিষেধাজ্ঞা জারী করিতে গিয়াছিল, তাহার ব্যবহার যে ঔদ্ধত্যপূর্ণ হইয়াছিল, সে কথাও তিনি লিখিতে ভুলিলেন না।

সরকারী বিবরণ এইভাবে সমাপ্ত করিয়া তিনি বেসরকারীভাবে বন্ধু বিচারকগণের কাছে স্বতন্ত্র পত্র লিখিলেন। তাহাতে তিনি লিখিলেন যে, এই ব্যাপারে যেন যুবক র‍্যাভেনস্‌উডের প্রতি কঠোর ব্যবহার না করা হয়। কারণ, পরলোকগত লর্ড র‍্যাভেনস্‌-উডের অভিপ্রায় অনুসারে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে সে প্রথা সরকারী নিয়মানুসারে নিষিদ্ধ হইলেও মৃতের আত্মার তৃপ্তির জন্য, তাঁহার বিশ্বাসানুসারে কার্য্য করাই সঙ্গত। অতএব এ ব্যাপারটা যাহাতে উপেক্ষিত হয়, বিচারকগণ যেন তাহাই করেন।

সার উইলিয়ম অ্যাস্‌টনের রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রের বন্ধুরা এই পত্র পাইয়া বিস্মিত হইলেন সত্য, কিন্তু বন্ধুর নির্বন্ধাতিশয় তাঁহারা এড়াইতে পারিলেন না। সুতরাং ব্যাপারটা সহজেই মিটিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

For this are all those Warriors come
To hear an idle tale :
And O'er our death accustom'd arms
Shall silly tears prevail

Henry Mackonelo.

যে দিন লর্ড কিপার ও তাঁহার কন্যা আসন্ন বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন, সেই দিন অপরাহ্নে একটা অপ্রসিদ্ধ পান্থশালায় দুই ব্যক্তি বসিয়াছিলেন। পান্থশালার নাম টড্‌স্ ডেন্। র‍্যাভেনস্‌উড দুর্গ হইতে উহার ব্যবধান তিন চারি মাইল হইতে পারে।

দুই জন ব্যক্তির মধ্যে এক জনের বয়স প্রায় ৪০। তাঁহার আকার দীর্ঘ এবং কৃশ। তাঁহার চক্ষুযুগলের তারকা কৃষ্ণবর্ণ এবং দৃষ্টি অন্তর্ভেদী। লোকটিকে খুব চতুর বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। মুখমণ্ডলে ধূর্ত্ততার চিহ্ন প্রকটিত। অপর ব্যক্তির বয়স পঁচিশ। তিনি খর্ব্বকায়, মোটা-সোটা। এই যুবকের কেশরাজি ঈষৎ লোহিতাভ। চক্ষু-যুগল আয়ত, দৃষ্টি নির্ভীক। উভয়ে নীরবে সুরাপান করিতেছিলেন।

অনেকক্ষণ পরে বয়ঃকনিষ্ঠ যুবক বলিলেন, "মাষ্টার এখনো আস্‌ছেন না কেন? সম্ভবতঃ তিনি ব্যর্থকাম হ'য়ে থাকবেন—তুমি আমাকে তাঁর সঙ্গে যেতে দিলে না কেন?"

অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠ বলিলেন, "তাঁর ওপর যে অন্যায় হয়েছে, তার প্রতিকার এক জনের দ্বারাই হ'তে পারবে। এ সব ব্যাপারে আমরা যে সাহস ক'রে এসেছি, এই যথেষ্ট।"

বয়ঃ-কনিষ্ঠ যুবক বলিলেন, "নেহাৎ কাপুরুষ, ক্রেগেন্ গেল্‌ট। লোকে তোমাকে তাই ভেবে থাকে।"

তরবারীর হাতলে হাত রাখিয়া ক্রেগেন্ গেল্‌ট বলিলেন, "কিন্তু একথা আমার মুখের সামনে কেউ বল্‌তে সাহস করেনি। তবে যে লোক তাড়াতাড়ি কোন কাজ করে, তাকে আমি নির্ব্বোধ বলেই মনে করি। আমার ইচ্ছে করে—"

অপর ব্যক্তি ধীরভাবে বলিলেন, "কি ইচ্ছে করে তোমার? আর তা তুমি কর্‌ই বা না কেন?"

তরবারি ঈষৎ কোষমুক্ত করিয়া আবার তাড়া-তাড়ি কোষবদ্ধ করিবার পর ক্রেগেন্ গেল্‌ট বলিলেন, "কারণ, তার গভীর অর্থ আছে। তোমার মত নির্ব্বোধ তা বুঝতে পারবে না।"

তাঁহার সঙ্গী বলিলেন, "একথা ঠিক বলেছ। জরিমানা ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়ার পর আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়েছি। তুমি আশ্বাস দিয়েছিলে, আমাকে আইরিশ সেনাদলে আমার একটা কাজ করে দেবে। এখন দেখছি, সবই ফাঁকি। তোমাকে বিশ্বাস করাই আমার ভুল হয়েছিল। আইরিশ সেনাদলের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি? আমি খাঁটি স্কটম্যান্। আমার বাবাও তাই ছিলেন। তা ছাড়া আমার মাতামহী লেডী গিরনিংটন্ চিরদিন কিছু বেঁচে থাকবেন না।"

ক্রেগেন্গেলট বলিলেন, "বাক্‌লো, শোন শোন। তোমার মাতামহী আরো বেশী দিন বেঁচে থাকবেন না কে বললে। তোমার বাবার জমিজমা ছিল। তিনি যত দিন বেঁচে ছিলেন, পাওনাদারদের টাকা চুকিয়ে দিতেন, ভালভাবেই জীবন কাটিয়ে গেছেন।"

বাক্‌লো বলিলেন, "আমি কেন তেমন ভাবে কাটাতে পারলাম না? কার দোষে তা হলো না? দোষ শয়তানের আর তোমার। তোমাদের পরামর্শেই আমার সর্ব্বস্ব গিয়েছে। এখন তোমার ভরসায় এর ওর তার ঘাড়ে চেপে জীবন কাটাতে হচ্ছে।"

ক্রেগেন্গেলট বলিলেন, "তুমি ভাবছ, কি চমৎকার বক্তৃতাই তুমি করছ। আমার ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে ভাবছ, ভারী বুদ্ধির পরিচয় দিলে। আমি যে ভাবে জীবন কাটাচ্ছি, সেটা কি না খেয়ে মরা বা ফাঁসী যাওয়ার চেয়ে ভাল নয়?"

"ক্রেগেন্গেলট, না খেয়ে মরা ঢের ভাল। আর ফাঁসী—তাতে ত জীবনের শেষ হয়ে যায়। কিন্তু এই বেচারা র‍্যাভেন্সউডকে নিয়ে তুমি যে কি করতে চাও, তার মানে আমি বুঝতে পারছি না। তাঁর জমীদারী সব বন্ধক বা বিক্রী হয়ে গেছে। সুদ যা তাঁকে দিতে হয়, তাতে তাঁর আয় সবই চ'লে যায়। তাঁর ব্যাপার নিয়ে থাকলে কি যে লাভ হবে, তা ত আমি বুঝিনে।"

ক্রেগেনগেলট বলিলেন, "ওহে বাপু, অত অধীর হয়ো না। আমার ব্যাপার আমিই ভাল জানি। ওঁর নাম এবং ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে ওঁর বাবা যে কাজ করেছিলেন, তাতে ভার্সেল ও সেণ্টজার্ম্মেন্স্—দু' জায়গাতেই ভাল কাজ হবে। তা ছাড়া যুবক র‍্যাভেন্সউড তোমার মত ছোকরা নন। তাঁর বুদ্ধি আছে, বিদ্যা আছে, সাহস আছে এবং প্রতিভাও অসামান্য। তিনি শুধু ভাল শিকারী নন। বিদেশে তিনি যথেষ্ট বুদ্ধি ও সামর্থ্যের পরিচয় দিতে পারবেন।"

শেষোক্ত যুবা বলিলেন, "তিনি বুদ্ধিমান হয়েও তোমার পাল্লায় পড়লেন কি ক'রে? রাগ করো না, ভাই; যুদ্ধ করবার শক্তি তোমার নেই, তা তুমিও ভাল জান। তলোয়ার খাপে গুঁজে রেখে সোজা কথায় আমায় বল ত, মাষ্টারকে তুমি বোঝালে কি ক'রে?"

ক্রেগেন্গেলট বলিলেন, "ওঁর মনে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে দিয়ে। উনি বরাবরই আমাকে অবিশ্বাস করতেন; কিন্তু আমি হাল ছাড়ি নি। যখন সুযোগ পেলুম, তখন ওঁর মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বালিয়ে দিলুম। এখন তিনি সার উইলিয়ম অ্যাসটনের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার জন্য গেছেন। আমি বলছি, উনি যদি বুড়োর দেখা পান, আর আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র ধারণ করেন, তা হ'লে মাষ্টার তাঁকে ঠিক মেরে ফেলবেন। অন্ততঃ এমন একটা কাণ্ড ক'রে বসবেন যে, বর্ত্তমান সরকারের সঙ্গে মাষ্টারের বিরোধ বেধে যাবে। স্কটল্যাণ্ডে তখন ওঁর বাস করা চলবে না। সুতরাং ফ্রান্স ওঁর সাহায্য পাবে। আমরা সবাই ফরাসী জাহাজে চ'ড়ে এখান থেকে চলে যাব। আইমাউথে সে জাহাজ অপেক্ষা করছে।"

বাক্‌লো বলিলেন, "খুসী হলুম তোমার কথা শুনে। এ দেশে আমারও আর কোন আশা করবার নেই। ফ্রান্সে গিয়ে যদি ভাল ভাবে থাকতে পাই, সেখানেই যাব। লর্ড কিপারের বুকে যদি উনি গুলী মারেন, আমি খুসীই হব। এ রকম দু' একজন বদমাস্কে প্রতি বছরে মেরে ফেলা উচিত। তা হ'লে লোক শায়েস্তা হয়ে যায়।"

ক্রেগেন্গেলট বলিলেন, "যা বলেছ ভাই, আমাদের ঘোড়াগুলো ঠিক তৈরী আছে কি না দেখে আসি। যদি ঐ রকম কোন ব্যাপার ঘটে, তা হ'লে মোটেই দেরী করা চলবে না।" দরজার দিকে অগ্রসর হইয়া তিনি ফিরিয়া আসিয়া উৎকণ্ঠিতস্বরে বলিলেন, "দেখ ভাই, যাই ঘটুক না কেন, তুমি ভাই মনে ক'রে রেখো যে, আমার কথা শুনে মাষ্টার কোন কাণ্ড করে বসেছেন, এ কথা যেন কাউকে বলো না। কারণ, আমি তাঁকে প্রতিহিংসায় উত্তেজিত করি নি।"

"না, না, এমন কথা আমি বলব কেন? অপরাধজনক কাজে উৎসাহ দেওয়া এবং সহকারিতার অংশ গ্রহণ এ দুটো ভীষণ শব্দের মধ্যে যে বিপদ আছে, তা তুমি ভালই জান বোধ হয়।" এই কথা বলিয়া তিনি একটা গানের কলি আবৃত্তি করিলেন। তাহার

অর্থ—ঘড়ি কোন কথা বলিল না বটে, কিন্তু কৌশলে ইঙ্গিত করিল এবং হত্যার নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাজিয়া উঠিল।

উৎকণ্ঠাভরে ক্রেগেন্‌গেল্‌ট বন্ধুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তুমি বিড় বিড় ক'রে কি বলছ, ভাই ?"

"ও কিছু না। থিয়েটার দেখ্‌তে গিয়ে গানের কলি শুনেছিলুম, তাই মনে পড়ল।"

ক্রেগেন্‌গেল্‌ট বলিলেন, "বাক্‌লো, সময় সময় আমার মনে হয়, তুমি অভিনেতা হলেই ভাল হ'ত। সব সময়ে তুমি ফষ্টি-নষ্টি করতে ভালবাস।"

বাক্‌লো বলিলেন, "আমারও তাই মনে হয়। তোমার সঙ্গে সাংঘাতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকা অপেক্ষা সেটা বরং অনেক নিরাপদ ব্যাপার। কিন্তু যাও ভাই, আর দেরী করো না। তোমার ভূমিকা ভাল করে অভিনয় ক'রে এস—ঘোড়াগুলোকে দেখে এস। সহিসের কাজ তোমার আসে।" আপনমনে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "নাটক অভিনেতা—থিয়েটারের অভিনেতা! কিন্তু ক্রেগেন্‌গেল্‌ট একজন কাপুরুষ।"

এমন সময় ক্রেগেন্‌গেল্‌ট ঘরের মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি বলিলেন, "বাক্‌লো, আমাদের সর্ব্বনাশ হলো দেখছি! মাষ্টারের ঘোড়া আস্তাবলে ফাঁস জড়িয়ে পড়ে খোঁড়া হয়ে গেছে। তিনি যে ভাড়াটে ঘোড়ায় চড়ে গেছেন, সারাদিনের পরিশ্রমে একবারে কাবু হয়ে পড়বে। তাঁর আর কোন তাজা ঘোড়া নেই। সুতরাং পালান অসম্ভব।"

বাক্‌লো বলিলেন, "তা হলে ত তাড়াতাড়ি পালান যাবে না! তবে এক কাজ করলে হয়। তোমার ঘোড়া তাঁকে দেও না।"

ক্রেগেন্‌গেল্‌ট বলিলেন, "বটে! আর আমি এখানে ধরা পড়ি! বাঃ, চমৎকার প্রস্তাব করলেন ত!"

বাক্‌লো বলিলেন, "বাঃ, তা কেন! ধর, যদি হঠাৎ লর্ড কিপারের কিছু হয়েই থাকে—আমার ত মনে হয় না, মাষ্টার একজন নিরস্ত্র বুড়াকে গুলী ক'রে মারবেন—কিন্তু দুর্গে যদি এমন একটা কিছু ব্যাপার ঘটেই থাকে, তুমি ত জান, সে ব্যাপারে তোমার কোন সংস্রবই নেই। তবে তোমার ভয় কিসের ?"

বিব্রতভাবে অপর ব্যক্তি বলিলেন, "তা বটে, তা বটে! কিন্তু সেই জার্ম্মানের দৌত্য সম্বন্ধে আমার কথাটা ভেবে দেখ।"

"আরে, সেটা ত তোমার মনগড়া ব্যাপার হে। লোকে তাই বলে। যাক্, তোমার ঘোড়া যদি তাঁকে তুমি নাই দেও, আমার ঘোড়াটা দেব।"

"তোমার ?"

বাক্‌লো বলিলেন, "হ্যাঁ, আমার ঘোড়া। এ কথা আমাকে যেন কেউ বল্‌তে না পারে যে, এক জন ভদ্রলোককে সাহায্য করব বলে কথা দিয়ে, তা পালন করতে পারিনি।"

"তোমার ঘোড়া তাঁকে দেবে ? এতে যে ক্ষতি হবে, সেটা দেখেছ কি ?"

"ক্ষতি! অবশ্য গ্রেগিল্‌বার্ট ঘোড়াটা কিন্‌তে প্রায় ৩শত টাকা পড়ছে সত্য, তবে তাঁর ভাড়া করা ঘোড়াটারও ত দাম আছে। আর তাঁর ব্লাকমুর ঘোড়াটা ভাল অবস্থায় থাকলে তার দাম ত ছ'শ টাকা—আমার ঘোড়ার দ্বিগুণ দাম ত বটেই। তুমি ইতিমধ্যে ঘোড়াটাকে ভাল করে মালিশ করো। তাতে তার পার আঘাতটা ভাল হয়ে যেতে পারে।"

"সে কথা ঠিক। কিন্তু তার পর ভাল হবার আগেই ত তোমাকে গ্রেপ্তার ক'রে ফেলবে। বুঝে দেখ, র‍্যাভেন্‌সউডকে ধরবার জন্য জবর চেষ্টা হবে। হায়! হায়! যদি সমুদ্রতীরের কাছা-কাছি জায়গায় আমাদের আড়গড়া ঠিক করা যেত!"

বাক্‌লো বলিলেন, "তা হলে এক কাজ করা যাক্। আমি এখুনি বেরিয়ে পড়ি, আমার ঘোড়াটা তাঁর জন্য রেখে যাই। দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমি ঘোড়ার খুরের শব্দ পাচ্ছি। তিনিই আসছেন বোধ হয়।"

ক্রেগেন্‌গেল্‌ট বলিলেন, "তুমি ঠিক বলছ ত? একটা ঘোড়ার খুরের শব্দ পাচ্ছ নাকি ? আমার ত মনে হয়, তাঁকে তাড়া ক'রে আস্‌ছে। মনে হচ্ছে, ৩.৪টা ঘোড়া যেন ছুটে আস্‌ছে! হ্যাঁ, তাই, অনেক-গুলা ঘোড়ার পায়ের শব্দই যেন পাওয়া যাচ্ছে।"

"আরে না না! ক্যাপ্টেন, তোমার এ সব কাজ ছেড়ে দেওয়া উচিত! একটুতেই তুমি ভয়ে সারা হ'য়ে যাও। ঐ দেখ মাষ্টার র‍্যাভেন্‌সউড একাই আস্‌ছেন। ওঁর মুখ নবেম্বর মাসের রাত্রির মত গম্ভীর

মাষ্টার র‍্যাভেনসউড ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন অঙ্গাবরণে তাঁহার দেহ আবৃত, দুই বাহু পরস্পর সম্বদ্ধ—দৃষ্টি কঠোর, মুখে ক্লান্তির চিহ্ন। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই তিনি অঙ্গাবরণ খুলিয়া ফেলিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। গভীর চিন্তায় তিনি নিমগ্ন হইয়া গেলেন।

ক্রেগেনগেল্‌ট ও বাক্‌লো সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হলো? কি করেছেন আপনি?"

"কিছু না।"

"কিছুই না? আর সেই বদমাস্‌টা আপনার, আমাদের ও দেশের কত ক্ষতিই না করেছে? তার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল কি?"

"হয়েছে।"

"দেখা হয়েছে, অথচ তার হিসাব-নিকাশ শেষ করেন নি? মাষ্টার র‍্যাভেনস্‌উডের কাছে এ রকমটা আমরা প্রত্যাশা করিনি।"

বাকলোর উত্তরে র‍্যাভেনস্‌উড বলিলেন, "আপনি কি আশা করেছেন বা না করেছেন, তাতে আমার প্রয়োজন নেই। আমার কি করা উচিত না উচিত, তার কৈফিয়ৎ আমি আপনাকে দেব না।"

সঙ্গীকে বাধা দিয়া ক্রেগেনগেল্‌ট বলিলেন, "অধীর হয়ো না, বাক্‌লো। উনি হয় ত কাজে বাধা পেয়েছেন। তবে বন্ধুরা তাঁর কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন, সুতরাং বন্ধুদের উৎসুক্য হ'লে সেটা উনি ক্ষমা করবেন।"

উদ্ধতভাবে র‍্যাভেনস্‌উড বলিলেন, "বন্ধুরা! ক্যাপ্টেন ক্রেগেনগেল্‌ট, আপনাদের সঙ্গে আমার যতটুকু পরিচয়, তাতে ঐ শব্দটা আপনারা ব্যবহার করতে পারেন না। আমার মনে হয়, আমরা এক-সঙ্গে স্কটল্যাণ্ড ছেড়ে চ'লে যেতে চেয়েছি, ঐটুকুই বন্ধুত্বের পরিচায়ক ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে যাবার আগে বর্ত্তমান দুর্গাধিকারীর সঙ্গে দেখা ক'রে যাব, এইমাত্র কথা ছিল। তাঁকে আমি দুর্গস্বামী বল্‌তে রাজি নই।"

বাক্‌লো বলিলেন, "খুব ঠিক কথা, মাষ্টার। আমরা ভেবেছিলুম যে, আপনি সে সময় এমন কোন কাজ ক'রে বস্‌বেন, যাতে আপনার বিপদ ঘটতে পারে। তাই আমি ও ক্রেগী আপনার জন্য বিলম্ব করছিলাম। অবশ্য তাতে আমাদেরও বিপদের আশঙ্কা ছিল। অবশ্য ক্রেগী যে দিন থেকে জন্মেছে, ওর ললাটে ফাঁসী লেখা হয়ে গেছে। কিন্তু অন্য কোন ভদ্র লোকের জন্য আমি নিজের বংশমর্য্যাদাকে ওভাবে কলঙ্কিত হ'তে দিতে চাইনে।"

মাষ্টার র‍্যাভেনস্‌উড্‌ বলিলেন, "ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের অসুবিধা ঘটলে আমি দুঃখিত; কিন্তু এ কথা ব'লে রাখি, আমার নিজের ব্যাপারের জন্য আমি কারও কাছে কোন কৈফিয়ৎ দিতে রাজি নই। আমার মতের পরিবর্ত্তন হয়েছে, আমি এ সময়ে দেশ ছেড়ে যেতে চাইনে।"

ক্রেগেনগেল্‌ট বলিলেন, "মাষ্টার, আপনি দেশ ত্যাগ করবেন না, অথবা এজন্য আমাকে এত খরচ, এত বিপদ মাথা পেতে নিতে হয়েছে!"

মাষ্টার র‍্যাভেনস্‌উড বলিলেন, "মশাই, আমি তাড়াতাড়ি দেশ ছেড়ে যেতে চেয়েছিলুম। আপনি আমার যাবার বন্দোবস্তের ভার নিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে আমি এমন কোন সর্ত্ত করিনি যে, আমার মতের পরিবর্ত্তন ঘটবে না। আমার জন্য আপনি কষ্ট স্বীকার করেছেন, এজন্য আমি দুঃখিত। তবে আপনাকে সেজন্য ধন্যবাদ দিচ্ছি। খরচের কথা বল্‌ছেন? তা বেশ, এই আমার মুদ্রাধার, এ থেকে আপনার যা খরচ হয়েছে, নিতে পারেন।" এই বলিয়া র‍্যাভেনস্‌উড তাঁহার মুদ্রাধার তাঁহার দিকে ফেলিয়া দিলেন।

কিন্তু বাক্‌লো বাধা দিয়া বলিলেন, "ক্রেগী, তোমার হাত নিস্‌পিস্‌ করছে বুঝেছি। কিন্তু ভগবানের শপথ নিয়ে বল্‌ছি, তুমি যদি ওটা স্পর্শ কর, তা হলে তোমার আঙ্গুলগুলো এখুনি কেটে ফেল্‌ব। মাষ্টারের যখন মতের পরিবর্ত্তন হয়েছে, তখন আর আমাদের এখানে থাকা উচিত নয়। কিন্তু তাঁকে একটা কথা বল্‌তে চাই—"

"তা তোমার যা বল্‌তে ইচ্ছে হয় বল, কিন্তু আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করায় তাঁর যে অসুবিধা হবে, এখানে থাক্‌লে তাঁকে যে বাধা-বিঘ্ন সহ্য করতে হবে, ভার্সেল এবং সেণ্ট জার্ম্মেন্‌সেও তাঁকে পরিচিত করার জন্য আমাকে যে বেগ পেতে হয়েছে, সে সব কথা ত ভেবে দেখা উচিত।"

বাক্‌লো বলিলেন, "তা ছাড়া বন্ধুবিচ্ছেদ—অন্ততঃ এক জন সাংঘাতিক সম্মানিত বন্ধুর বিচ্ছেদ।"

র‍্যাভেনস্‌উড বলিলেন, "ভদ্রমহোদয়গণ, আমায় বল্‌তে দিন, আপনারা যতখানি দাবী জানাচ্ছেন, আপনাদের সঙ্গে ক্ষণস্থায়ী সম্পর্কে তা হয় নি। আমি যদি কখনো বিদেশের সাহায্য প্রার্থনা করি, তখন কোন কৌশলী ভবঘুরে বা উত্তপ্তমস্তিষ্ক গোঁয়ার-গোবিন্দর সহায়তার প্রতীক্ষা করবো না।"

কথাগুলি বলিয়াই তিনি কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ক্রেগেনগেল্‌ট বলিলেন, "হায় হায়, লোকটা হাত-ফস্‌কে গেল!"

"হাঁ, বঁড়শী ছিঁড়ে মাছ পালালো। কিন্তু আমি ওর পেছনে চল্‌লুম। এ অপমান আমি সহ্য করব না।"

বাক্‌লো বন্ধুর সাহায্য উপেক্ষা করিয়াই তাড়াতাড়ি অশ্বারোহণে চলিয়া গেলেন।

সপ্তম পরি

Now, Billy Bewick, keep good heart,
And of thy talking let me be,
But if thou, art a man, as I am sure
thou art,
Come over the dike, and fight with me.
Old Ballad.

তাঁহার ব্যবহৃত অশ্ব খঞ্জ হওয়ায় মাষ্টার র্যাভেনস্উড ভাড়াটিয়া অশ্বে আরোহণ করিয়াই মন্থরগতিতে উলফক্র্যাগ অভিমুখে চলিতেছিলেন। সহসা তিনি পশ্চাতে অশ্বপদশব্দ শুনিতে পাইলেন। মুখ ফিরাইয়া তিনি দেখিলেন, বাক্‌লো দ্রুতবেগে তাঁহার দিকে আসিতেছেন। বাক্‌লো বলিলেন, "দাঁড়ান, মশাই। আমি কোন রাজনীতিক দলের চর নই—ক্যাপ্টেন ক্রেগেনগেল্‌টও নই। তিনি আত্মসম্মান রক্ষার জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করতে রাজি নন। আমি ফ্রাঙ্ক হেস্‌টন বাক্‌লো। কোন লোক কথা, ইঙ্গিত বা দৃষ্টির দ্বারা আমার মর্য্যাদাহানি ক'রে চ'লে যাবে, এ আমি সহ্য করবো না। আমি তার কৈফিয়ৎ চাই।"

উদাসীনভাবে এবং শান্তকণ্ঠে র্যাভেনস্উড বলিলেন, "এ ত ভাল কথা, মিঃ হেস্‌টন বাক্‌লো। কিন্তু আপনার সঙ্গে ত আমার কোন বিরোধ নেই, করবার ইচ্ছেও নেই। আমাদের পরস্পরের গন্তব্য পথ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সুতরাং জীবনে হয় ত পরস্পরের সঙ্গে আর কখনো দেখাই হবে না।"

"তাই না কি? কিন্তু আপনি আমাদের কৌশলী ভবঘুরে বলেছেন।"

"মিঃ হেস্‌টন, আপনি ভাল ক'রে ভেবে দেখুন, আপনার সঙ্গী সম্বন্ধেই ও কথা বলেছি। আপনিও জানেন, সে ঐ রকম লোকই বটে।"

"তাতে কি? উনি ত আমার সঙ্গী। আমার সঙ্গীকে কেউ আমার সাক্ষাতে ঐ রকম অপমান করবেন, আমি তা সহ্য করবো না।"

র্যাভেনস্উড প্রশান্তভাবে বলিলেন, "তা হ'লে আপনি সঙ্গিনির্ব্বাচনে সতর্ক হবেন। নইলে ঐ রকম সঙ্গীর সর্দার হ'তে গেলে আপনাকে মুস্কিলে পড়তে হবে। আপনি বাড়ী যান, ভাল ক'রে ঘুমিয়ে পড়ুন। পরদিন সকালে দেখবেন, আপনার রাগের কোন কারণই নেই।"

"তা হবে না, মাষ্টার। এ রকম কথায় গোল মিটবে না। তা ছাড়া আপনি আমাকে উত্তপ্তমস্তিষ্ক গোঁয়ার-গোবিন্দ বলেছেন। কথাটা আপনাকে প্রত্যাহার করতে হবে।"

র্যাভেনস্উড বলিলেন, "আমার ভুল হয়েছে, এটা যদি যুক্তির দ্বারা প্রমাণ ক'রে দিতে পারেন—এখনও তা পারেন নি—তা হলে করা যাবে বৈ কি।"

বাক্‌লো বলিলেন, "আপনি যদি প্রত্যাহার না করেন বা আপনার অশিষ্ট আচরণের যুক্তি না দেখান, তা হ'লে আপনার মত গুণী ব্যক্তিকে বলতে হয় যে, একটা জায়গার নাম করুন, নয় ত এখানেই শক্ত কথার বিনিময়ে শক্ত আঘাত গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত হোন্।"

র্যাভেনস্উড বলিলেন, "কোনটারই দরকার হবে না। আপনার সঙ্গে কোন গোলযোগ যাতে না ঘটে, তার জন্য আমি যা করেছি, তাতে আমি নিজেই খুসী আছি। তবে আপনি যদি সত্য সত্যই ওটা চান, তা হ'লে এখানেই তা হতে পারে—অন্য জায়গার দরকার নেই।"

ঘোড়া হইতে অবতরণ করিয়া বাক্‌লো অসি নিষ্কাশিত করিয়া বলিলেন, "তা হলে ঘোড়া থেকে নেমে তরবারি কোষমুক্ত করুন। আমি জানি, আপনি ভাল লোক। অন্য ভাবে আপনার সম্বন্ধে লোকের কাছে বলতে গেলে আমি দুঃখই অনুভব করতুম।"

অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া র্যাভেনস্উড আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "না, তা আপনাকে কোন দিন বলবার অবকাশ দেব না।"

উভয়ের তরবারির সংঘর্ষ হইল। বাক্‌লো অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ; তিনি আগ্রহভরে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করিলেন। এ ক্ষেত্রে তিনি আত্মহারা হইয়াছিলেন, কাজেই বিশেষ সতর্কতা সহকারে প্রতিপক্ষের আক্রমণ নিবারণের দিকে লক্ষ্য না করিয়া তাঁহাকে আহত করিবার দিকেই ঝোঁক দিয়াছিলেন, মাষ্টার র্যাভেনস্উড আদৌ বিচলিত হন নাই। তিনি ধীরভাবে প্রতিদ্বন্দ্বীর আঘাতই নিবারণ করিতেছিলেন। দুই একবার আততায়ীকে আঘাত করিবার সুযোগ পাইয়াও তিনি বাক্‌লোকে অস্ত্রাঘাত করিতে বিরত হইলেন। বাক্‌লো অবশেষে অধীরভাবে র্যাভেনস্উড্‌কে নিহত করিবার উদ্দেশে তাঁহার দিকে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন; কিন্তু সহসা তাঁহার পা পিছলাইয়া গেল। তিনি সশব্দে তৃণাচ্ছন্ন ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িলেন। র্যাভেনস্উড বলিলেন, "মশাই, আপনার জীবন দান দিলাম। এখন থেকে সতর্ক হবেন।"

ধীরে ধীরে ভূমিশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতে করিতে বাক্লো বলিলেন, "মাষ্টার, আমার জীবন-দানের জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার হাত ধরুন। আমি আপনার বিরুদ্ধে কোন মন্দ অভিপ্রায় পোষণ করি না। আমার চেয়ে যে আপনি অস্ত্রবিদ্যায় বহুগুণে পণ্ডিত, এজন্যও আমার মনে কোন ক্ষোভ নেই।"

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে প্রতিযোগীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া র‍্যাভেনস্‌উড প্রসারিত কর গ্রহণ করিলেন। তিনি বলিলেন, "বাক্‌লো, আপনি মহাশয় ব্যক্তি, আমি আপনার সম্বন্ধে অন্যায় আচরণ করেছি। আমার যে উক্তির জন্য আপনি মনে ব্যথা পেয়েছেন, তা আমি প্রত্যাহার করছি, সে জন্য ক্ষমা চাইছি। এখন আমার বিশ্বাস হয়েছে, আমি যা বলেছি, তা আপনার প্রতি প্রযোজ্য হ'তে পারে না।"

বাক্লোর মুখমণ্ডলের স্বাভাবিক বর্ণরাগ ফিরিয়া আসিল। তিনি বলিলেন, "আপনি সত্য বলছেন, মাষ্টার? এতটা আমি আশা করিনি, মাষ্টার। লোকে বলে, আপনি সহসা আপনার মতের বা কথার পরিবর্ত্তন করেন না।"

"ভাল ক'রে বিবেচনা না ক'রে করি না বটে।"

"তা হ'লে আপনি আমার চেয়ে বেশী জ্ঞানী। কারণ, আগে আমি বন্ধুদের সন্তুষ্ট করি, পরে কৈফিয়ৎ দেই। আমাদের মধ্যে আগে যিনি ভূতল-শায়ী হন, সব হিসাব সেই সঙ্গেই মিটে যায়। যদি তা না হয়, শান্তিস্থাপনের জন্য সকলেই ব্যগ্র হয়ে পড়ে। কিন্তু ও ছোকরা কি চায় বলুন ত?"

বাক্লোর কথা শেষ না হইতেই গর্দ্দভারূঢ় এক বালক সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিল, "মশাইরা, আপনারা পালান। সরাইওয়ালী আমাকে ব'লে দিলে যে, ক্যাপ্টেন ক্রেগেন্‌গেল্‌টকে ওখানে এনে লোকজন পাকড়াও করেছে আর বাক্লোর খোঁজ করছে। কিন্তু মশাই ত পালিয়ে এসেছেন।"

বাক্লো বলিলেন, "ঠিক কথা বলেছ ভাই, এই নেও বক্‌শিস্, কোন্ দিকে পালাব, তা যদি ব'লে দিতে পার, এর দ্বিগুণ বক্‌শিস্ দেব।"

র‍্যাভেনস্‌উড বলিলেন, "বাক্‌লো, সে পথ আমি তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এস, উলফ্‌স্‌ক্র্যাগে থাকবে চল। যদি হাজার লোকেও তোমায় ধরতে আসে, তবু তোমার সন্ধান পাবে না।"

"কিন্তু তা হ'লে ত আপনাকেও বিপদে পড়তে হবে, আমি সেটা চাইনে।"

"কোন চিন্তা নেই। আমার ভয়ের কোন কারণই হবে না।"

"তা হ'লে আমি আপনার সঙ্গে আনন্দে যাব। সত্যি কথা বলতে কি, আজ রাত্রে ক্রেগি আমায় কোন্ আড্ডায় নিয়ে ফেলত, তা আমি জানি না। তার পর যদি সত্যই সে ধরা প'ড়ে থাকে, তা হ'লে নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য সে আমার সব পরিচয় ফাঁস ক'রে দেবে, আর আপনার বিরুদ্ধেও নানা মিথ্যা কথা বানিয়ে বলবে।"

উভয়ে অশ্বারোহণ করিয়া, সাধারণ পথ দিয়া না গিয়া, মাঠজঙ্গলের অব্যবহার্য্য পথ দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। র‍্যাভেনস্‌উড এ পথ ভাল করিয়া চিনিতেন, কিন্তু অন্যের পক্ষে সে পথ চিনিয়া অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। কিছুক্ষণ নীরবে পথ অতিবাহন করিবার পর, তাঁহারা অশ্বের গতি মন্থর করিয়া দিলেন। তখন রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতে-ছিল। তখন কেহ তাঁহাদিগকে অনুসরণ করিবে, সেরূপ সম্ভাবনা ছিল না।

বাক্লো বলিলেন, "এখন কদমে কদমে চলছি, এবার মাষ্টার, আপনাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই।"

র‍্যাভেনস্‌উড বলিলেন, "আপনি যা ইচ্ছে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, তবে উপযুক্ত না বুঝলে আমি উত্তর দেব না। সেজন্য আমায় ক্ষমা করতে হবে।"

"কথাটা এই। আপনি এক জন বিখ্যাত লোক। কিন্তু ক্রেগেনগেল্টের ন্যায় এক জন বদমাইস, দুর্ব্বৃত্ত, আর বাক্লোর ন্যায় অকর্ম্মণ্য লোকের সঙ্গে মিশলেন কি ক'রে?"

"আমি নিজে মোরিয়া হয়ে পড়েছিলুম, সেজন্য মোরিয়া লোকের সাহায্য চেয়েছিলুম।"

বাক্লো জিজ্ঞাসা করিলেন, "শেষ মুহূর্ত্তে তাদের সঙ্গ ত্যাগ করলেন কেন?"

"কারণ, আমার মতের পরিবর্ত্তন ঘটেছে। যা করবো ভেবেছিলুম, তা আর এখন করবো না। আপনার প্রশ্নের ত আমি স্পষ্ট উত্তর দিলুম, এখন বলুন ত, আপনি কেন ক্রেগেনগেল্টের সঙ্গে মিশেছিলেন? সে বংশ-মর্য্যাদা এবং প্রকৃতিতে আপনার অপেক্ষা নিকৃষ্ট।"

বাক্লো বলিলেন, "আমি নির্ব্বোধ ভাই। সে জুয়া খেলে আমার জমিদারী বিকিয়ে দিয়েছে। আমার মাতামহী লেডী গিরনিংটন্ এখন নতুন পথ ধ'রে চলেছেন। শাসনপদ্ধতির পরিবর্ত্তন ঘটলে আমার কিছু অর্থসম্পদ পাবার আশা আছে।

জুয়ার আড্ডায় ক্রেগীর সঙ্গে আমার পরিচয়। সে আমার অবস্থাটা বুঝেছিল। সে আমাকে নানা মিথ্যাকথা বলে ভার্সেল ও সেন্ট জার্মেনস্‌এ তার প্রতিপত্তি আছে, তাই বুঝিয়েছিল। সে প্যারী সহরে আমাকে সেনাদলে ক্যাপ্টেনের পদ দেবে ব'লে অঙ্গীকার করেছিল। আর আমি বোকা গাধা, তাই বিশ্বাস করেছিলুম। আমি বলতে পারি, এতক্ষণে সরকার পক্ষের কাছে সে আমার নামে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যাকথা বলেছে। মদ, মেয়েমানুষ, জুয়া আর শিকারের ফলে আজ আমার এই অবস্থা।"

মাষ্টার বলিলেন, "হ্যাঁ, বাক্‌লো, তোমার বুকে যে সাপ পুষে রেখেছিলে, সে এখন তোমাকে দংশন করছে।"

সঙ্গী বলিলেন, "সে কথা সত্য, মাষ্টার। কিন্তু আপনিও বুকে একটা সাপ পুষেছিলেন। সেও সব গ্রাস ক'রে ফেলেছে, এখন আপনাকেও গ্রাস ক'রে না ফেলে।"

মাষ্টার র‍্যাভেনস্‌উড বলিলেন, "আমি তোমার কথায় বাধা দেব না। কিন্তু বল ত, রূপক দিয়ে তুমি যে কথাটা বললে, তার নাম কি ?"

"মশাই, তার নাম প্রতিহিংসা। বুড়ো মানুষকে গুলী ক'রে মারা ঠিক নয়।"

র‍্যাভেনস্‌উড্ বলিলেন, "আমার সে রকম ইচ্ছে মোটেই ছিল না। দেশ ছেড়ে চ'লে যাবার আগে আমার নির্য্যাতকের সঙ্গে মুখোমুখী দেখা করবার বাসনা ছিল। সেজন্য তাঁকে তিরস্কার করবো, এমন ভাবটাও মনে ছিল। আমার উপর যে অন্যায় আচরিত হয়েছে, সে কথা তাঁকে বললে তাঁর অন্তর কেঁপে উঠ্‌ত।"

বাক্‌লো বলিলেন, "হ্যাঁ, সে কথা শুনে তিনি আপনার গলা চেপে ধরে সাহায্যের জন্য চীৎকার করতেন, আর আপনি তাঁর প্রাণটি বের ক'রে দিতেন বোধ হয়। আপনাকে দেখলেই বুড়োর প্রাণ খাঁচাছাড়া হয়ে যেত।"

র‍্যাভেনস্‌উড বলিলেন, "আমাকে কি রকম অতিষ্ঠ করে তুলেছিল, সে কথাটা ভেবে দেখ : তাঁর নিষ্ঠুরতায় আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে, সর্ব্বস্ব গিয়েছে, আমার বাবা মারা গেছেন। প্রাচীন যুগে কোন স্কট এ সব ব্যাপার দেখে নিশ্চেষ্ট ব'সে থাক্‌লে তাকে কাপুরুষ বলত, লোকের কাছে সে মুখ দেখাতে পারত না।"

"মাষ্টার, শয়তান অন্যকে যেমন কৌশলে প্রতারিত করে, আমাকেও তাই করে। আমি যখন কোন নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ করি, তখন ভাবি, তারই বীরত্বের কাজই করছি। আপনিও আর একটু হলে নরহন্তা ব'লে পরিচিত হতেন—পিতৃস্মৃতির সম্মান রক্ষা করতে গিয়ে আপনি নরঘাতক ব'লে পরিচিত হতেন।"

মাষ্টার বলিলেন, "বাক্‌লো, তোমার কাজ অপেক্ষা তোমার কথার মূল্য অনেক বেশী দেখছি। সত্যই শয়তান যেমন সুন্দর রূপ ধরে মানুষকে প্রলোভিত করে, পাপও তেমনি মোহনীয় রূপ ধরে আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদিগকে প্রলুব্ধ করে। যতক্ষণ আমরা পাপ কাজ করে না ফেলি, ততক্ষণ পাপের ভীষণতা উপলব্ধি করা যায় না।"

"কিন্তু আমরা পাপকে ঝেড়ে ফেল্‌তে পারি। তাই আমি করব ভাবছি। অর্থাৎ লেডী গিরনিংটন মারা গেলে ঐভাবে চল্‌তে থাক্‌ব।"

র‍্যাভেনস্‌উড বলিলেন, "তুমি ইংরেজ ধর্ম্মযাজকের কথা শুনেছ কি ? সদিচ্ছা মনে হলেও সেটা কার্য্যতঃ করা হয়ে ওঠে না।"

বাক্‌লো বলিলেন, "কিন্তু আজ রাত থেকেই আমি আরম্ভ করবো। আপনার প্রাসাদে যদি ক্লারেট মদ থাকে, আমি মাত্র এক পাইন্টের বেশী পান করবো না।"

মাষ্টার বলিলেন, "উলফ্‌স্‌ক্রাগে লোভনীয় কিছুই পাবে না। শুধু আশ্রয় দেওয়া ছাড়া বেশী কিছু দিতে পারব বলে আমার আশা নেই। বাবার শ্রাদ্ধের সময় আমাদের ভাণ্ডারের সব সুরা শেষ হয়ে গেছে।"

এমন সময় সমুদ্র-গর্জ্জন তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল।

র‍্যাভেনস্‌উড বলিলেন, "এইবার আমরা এসে পড়েছি। ঐ উলফ্‌স্‌ক্রাগ দেখা যাচ্ছে। বাড়ীতে যা কিছু অবশিষ্ট আছে, তুমি অবশ্য তা পাবে।"

সমুদ্র-তরঙ্গের ভৈরব-কল্লোল, শৈলসমাকীর্ণ তটভাগে তরঙ্গোচ্ছ্বাস শ্রুত হইল। অবশ্য তখনও অধিক রাত্রি হয় নাই বটে, কিন্তু কোথাও জনমানবের সাড়া পাওয়া যাইতেছিল না। শুধু দূরে পর্ব্বতশিখরস্থ দুর্গাবাসের কোনও বাতায়ন-পথে স্বচ্ছ আলোক-রশ্মি নির্গত হইতেছিল।

র‍্যাভেনস্‌উড বলিলেন, "র‍্যাভেনস্‌উড পরিবারের একমাত্র পুরুষ ঐখানে আছে। সে যদি না থাক্‌ত, তা হলে আলো কিম্বা আগুন পাবার আজ আর আশা ছিল না। খুব সাবধানে আমার পেছনে পেছনে এস, ভাই। পথটা বড়ই সঙ্কীর্ণ।

একটা ঘোড়া ছাড়া দুটোর পাশাপাশি যাবার উপায় নেই।"

দুর্গটি যেখানে অবস্থিত, তথায় যাইতে হইলে ঠিক একটি যোজকের উপর দিয়া যাইতে হয়। দুর্গকে সুরক্ষিত রাখিবার জন্য স্কটল্যাণ্ডের ব্যারণরা এইরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিতেন।

অতি সতর্কভাবে সঙ্কীর্ণপথে চলিয়া উভয়ে দুর্গের প্রাঙ্গণে উপনীত হইলেন। রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করিয়া র‍্যাভেনস্‌উড কিন্তু কোনও উত্তর পাইলেন না।

তিনি বলিলেন, "বুড়োটা হয় মরেছে, নয় ত মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছে। আমি যে রকম শব্দ কর্‌ছি, তাতে পাড়ায় যদি লোক থাকৃত, তারাও জেগে উঠ্‌তো।"

অতঃপর মনুষ্যকণ্ঠ শ্রুত হইল, "মাষ্টার—মাষ্টার র‍্যাভেনস্‌উড এসেছেন কি?"

"হাঁ, ক্যালেব, আমি। শীঘ্র দরজা খোল।"

"কিন্তু আপনি কি সশরীরে এসেছেন? তা হ'লে আমি দরজা খুলবো না।"

র‍্যাভেনস্‌উড বলিলেন, "আরো বোকা, আমিই ডাক্‌ছি। ঠাণ্ডায় যে জমে গেলাম, শীঘ্র দরজা খোল।"

উপরতলের বাতায়ন হইতে আলোক-শিখা সরিয়া গেল। ছিদ্রপথে আলোকরেখা দেখিয়া অনুমিত হইল, লোকটা সিঁড়ি বহিয়া নেমে অবতরণ করিতেছে—তাহার বিলম্ব দেখিয়া র‍্যাভেনস্‌উড অধীর হইয়া নানাবিধ মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ক্যালেব দ্বার মুক্ত করিবার পূর্ব্বে আবার থামিল। সে জানিতে চাহিল, এত রাত্রিতে যাহারা ভিতরে আসিতে চাহিতেছেন, তাহারা দেহধারী মানুষ ত?

বাক্‌লো বলিয়া উঠিলেন, "বোকা বুড়ো, আমি যদি তোমার পাশে থাকতেম ত দেখিয়ে দিতাম আমরা দেহধারী মানুষ কি না।"

ক্যালেবের মনিব স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "ক্যালেব, দরজা খোল।" তিনি জানিতেন, ক্রোধ করিলে কোন ফল হইবে না। তিনি এই বিশ্বস্ত পুরাতন ভৃত্যকে ভাল করিয়াই চিনিতেন।

অবশেষে কম্পিতহস্তে বৃদ্ধ দ্বার খুলিয়া দিল। ভারী লৌহ-কপাট উদ্‌ঘাটিত হইলে তাহার শ্বেতশ্মশ্রুমণ্ডিত মাথা দেখা গেল। এক হাতে বাতি ধরিয়া অপর হস্তে সে কম্পিত আলোকশিখাকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আগন্তুকদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সে বলিল, "প্রভু, আপনি সত্যি তবে এসেছেন? নিজের বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে, এজন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু এত শীগ্‌গির আপনি ফিরে আসবেন ভাবিনি। সঙ্গে একজন ভদ্রলোক। অবশ্য—"

র‍্যাভেনস্‌উড বলিলেন, "অবশ্য এখন আমাদের ঘোড়া আস্তাবলে রাখ্‌তে হবে; আর আমাদেরও বিশ্রামের দরকার। এত তাড়াতাড়ি আমাকে ফিরে আসতে দেখে তুমি দুঃখিত হওনি ত?"

"দুঃখ, প্রভু! তিন শ বছর ধরে আপনার পূর্ব্ব-পুরুষরা আমাদের মনিব। আমি আপনাকে নিজের বাড়ীতে দেখে দুঃখিত হব, হুজুর?" তার পর বাক্‌লোর দিকে ফিরিয়া সে বলিল, "এটা আপনাদের ভাল বাড়ী নয়। শুধু গোলমালের সময় এখানে এসে হুজুরেরা থাকেন। ওঁদের প্রাসাদ পল্লীতে আছে। তাহলেও উলফ্‌সক্রাগ বাসের পক্ষে ছোট নয়।"

র‍্যাভেনস্‌উড বলিলেন, "তুমি কি এই শীতে আমাদের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখতে চাও না কি?"

বাক্‌লো বলিলেন, "ওহে বন্ধু, বাইরের যা কিছু পরে দেখা যাবে, এখন আমাদের ভেতরে যেতে দেও, আর ঘোড়াগুলকে আস্তাবলে পাঠাতে হবে।"

"হাঁ, মশাই—তা ত বটেই, মশাই। আমার মনিব এবং তাঁর মাননীয় অতিথি—"

বাক্‌লো বলিলেন, "বন্ধু, আমাদের ঘোড়াগুলোর ব্যবস্থা কি? বেশীক্ষণ এই শীতে দাঁড়িয়ে থাকলে ওরা যে মরে যাবে। সুতরাং ঘোড়াগুলোর ব্যবস্থা কর।"

"হাঁ মশাই, এই ত সহিসদের ডাকি।" ক্যালেব তখন সহিসকে ডাকিতে লাগিল, "এই জন—উইলিয়ম—সাণ্ডার্স!—না, ছোঁড়াগুলো হয় বাইরে কোথাও গেছে, নয় ত কুম্ভকর্ণের মত ঘুমুচ্ছে! না, মনিব বাড়ী নেই, সব বেটা কোথায় গিয়ে মরেছে দেখছি। যাক, আমি নিজেই ওদের ব্যবস্থা করছি।"

র‍্যাভেনস্‌উড বলিলেন, "তাই কর। তা না হলে ওদের ভাগ্যে কিছুই হবে না।"

মনিবকে একান্তে লইয়া অত্যন্ত কাতরভাবে ক্যালেব বলিল, "হুজুর, দয়া ক'রে শুনুন। নিজের ইজ্জতকে যদি আপনি গ্রাহ্য না করেন, আমার ইজ্জতটাকে রক্ষা করুন। আজ রাতটা ভদ্রভাবে কাটান মুস্কিল, এমনি অবস্থা; মুখে যাই বলি না কেন, হুজুর।"

প্রভু বলিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা। এখন আস্তাবলে যাও, ঘাস ও দানা বোধ হয় আছে?" প্রকাশ্যে

উচ্চস্বরে ক্যালেব বলিল, "অনেক আছে, হুজুর। কিন্তু নিম্ন স্বরে বলিল, "শ্রাদ্ধকার্য্যের পর মাত্র গাটা দুই আঁটিখড় হয়ত পড়ে আছে, হুজুর।"

ভৃত্যের অনিচ্ছুক হস্ত হইতে আলোকবর্ত্তিকা লইয়া র‍্যাভেনসউড বলিলেন, "বেশ! এখন এঁকে আমি পথ দেখিয়ে ওপরে নিয়ে যাচ্ছি।"

ক্যালেব বলিল, "তা হতে পারে না, হুজুর। যদি আপনারা পাঁচ মিনিট, কি দশ মিনিট কিংবা বড় জোর মিনিট পনের ধরে চাঁদের আলোতে বাইরের শোভাটা দেখেন, তা হলে ঘোড়া দুটকে দানা পানি দিয়ে রেখে এসে আপনাদের উপরে নিয়ে যাব। তা ছাড়া আমি বাতিদান ও বাতিগুলো বন্ধ করে রেখেছি—এ আলোটা আপনাদের যোগ্য—"

র‍্যাভেনসউড বলিলেন, "এতেই এখন কাজ চলে যাবে। আর আস্তাবলে তোমার আলোর দরকার হবে না। কারণ, আমার যতটা মনে পড়ে, আধখানা ছাদ প'ড়ে গেছে।"

বিশ্বস্ত পরিচারক সহজাত বুদ্ধিবলে তখনই উত্তর দিল, "হুজুর ঠিক বলেছেন আলুসে মিস্ত্রীগুলো

দিন

উপর তলের পথ দেখাইয়া চলিতে চলিতে র‍্যাভেনসউড বলিলেন, "আমার দুর্দ্দশা সম্বন্ধে একটু ঠাট্টা-তামাসা যদি করি, বেচারা ক্যালেব অমনি নানা অজুহাত সৃষ্টি করে সেটা ঢেকে রাখবার চেষ্টা করবেই। বর্ত্তমান অবস্থাটা সে কোন মতেই বুঝতে দিতে চায় না। বংশের গৌরবের দিকে তার ঝোঁক খুব বেশী। যেটা নেই, সেটা সে বুঝতে দিতে চায় না। আমাদের এ দুর্গটা খুব বড় না হলেও, কোন্ ঘরে আগুন আছে, সেটা ওর সাহায্য ব্যতীত এখন খুঁজে পাওয়াই মুস্কিল।"

বলিতে বলিতে তিনি একটা প্রকাণ্ড হলঘরের দরজা খুলিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, "এখানে দেখ্‌ছি আগুনও নেই, বসবার জায়গাও নেই।"

বাস্তবিক সেই বিরাট হলঘরটি ছন্নছাড়া অবস্থায় ছিল। ব্যারণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর এখানে যে ভোজের উৎসব হইয়াছিল, তাহার পর এ ঘরটিকে পরিষ্কার করিবার কোন ব্যবস্থাই হয় নাই কোথাও জলের সরাই কাত হইয়া আছে, কোথাও পানপাত্রগুলি স্তূপীকৃত হইয়া আবর্জ্জনার সৃষ্টি করিয়াছে। ভাঙ্গা পেয়ালা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত—চারিদিকে অপব্যয় ও দুর্দ্দশার চিত্রই পরিস্ফুট।

সেই হলঘর ত্যাগ করিয়া তাঁহারা উপরতলে চলিলেন। দুই তিনটি দরজা খুলিবার পর র‍্যাভেনসউড একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন, এখানে এক কোণে আগুন জ্বলিতেছিল। বৃদ্ধা পরিচারিকা মাইসী, ক্যালেবের ইঙ্গিতক্রমে কোনমতে আগুন জ্বালিবার ব্যবস্থা করিয়া ফেলিয়াছিল। র‍্যাভেনসউড বলিলেন, "তোমাকে আরাম দিতে পারব না। অনেক দিন ধরে আরাম কি জিনিষ, তা আমি নিজেই জানি না। তবে নিরাপদে আশ্রয় আমি তোমাকে দিতে পারব।"

বাক্‌লো বলিলেন, "এই যথেষ্ট, মাষ্টার! আজ রাত্রিতে এক গ্রাস আহার্য্য ও এক ঢোক সুরা পেলেই আমার চলে যাবে।"

মাষ্টার বলিলেন, "নৈশ ভোজ তোমার পক্ষে আমি যৎসামান্যই ব্যবস্থা করতে পারব। বেচারা ক্লাওার ষ্টোন কাণে কম শোনে। কাজেই সে চুপি চুপি যে কথা বলে, তা অন্যে শুনতে পায়, বিশেষতঃ যাদের কাছে অবস্থা-দৈন্য গোপন রাখ্‌তে চায়, তারা সবই শুনে ফেলে! ঐ শোন!"

তাঁহারা শুনিতে পাইলেন, মাইসীর সহিত ক্যালেব কথা বলিতেছিল—"যা আছে তাই ঠিক করে ফেল; ওতেই এক রকম করে কাজ চালিয়ে নেওয়া যাবে।"

"কিন্তু বুড়ো মুরগী—ওর মাংস যে চামড়ার মত হয়ে গেছে!"

"আহে, মাইসী, বললেই হবে তুমি ভুল করে ফেলেছ! নিজের ঘাড়ে দোষ নিও, কিন্তু এ বাড়ীর মান বজায় রাখতেই হবে।"

মাইসী প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "কিন্তু মুরগীটা কোথায় এসে ডিমে তা দিচ্ছে, তা অন্ধকারে দেখব কি ক'রে? বাড়ীতে ত আর আলো নেই। যেটা ছিল, সেটা ত মাষ্টার হাতে করে নিয়ে গেছেন। যদি কোনমতে মুরগীটাকে পাই, অন্ধকারে তার মাংস বানাব কি ক'রে? আগুনের কুণ্ডটা ত একটাই। সেখানে ত ওরাই ব'সে আছেন।"

ক্যালেব বলিল, "আচ্ছা, মাইসী [illegible]। তুমি একটু দাঁড়াও আমি কৌশলে [illegible] আলোটা ওঁদের কাছ থেকে নিয়ে আসছি।"

ক্যালেব ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সে জানিত না, তাহাদের কথাবার্ত্তা সবই তাঁহারা শুনিয়াছেন মাষ্টার বলিলেন, "ক্যালেব, বন্ধু, আজ কিছু খেতে পাওয়া যাবে ত?"

কথায় জোর দিয়া ক্যালেব বলিল, "খেতে পাবেন না, হুজুর! এ কি কথা! আমরা থাকতে, হুজুর এমন কথা বললেন! তবে এখন কশাইয়ের

দোকানের মাংস পাওয়া যাবে না। বাড়ীতে মুরগী আছে,—তাই রান্না ক'রে দিচ্ছি।"

বেচারা ভৃত্যকে অব্যাহতি দিবার জন্য বাক্‌লো বলিলেন, "তার দরকার নেই। একটু ঠাণ্ডা মাংস যদি থাকে, কিংবা রুটীর টুক্‌রো—"

দুশ্চিন্তা হইতে মুক্তি পাইয়া ক্যালেব বলিল, "তা পাবেন বৈ কি। তবে ঘরে যত মাংস, রুটী ছিল, সব গরীবদের বিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। যা হোক্‌—"

র‍্যাভেনস্‌উড বলিলেন, "শোনো ক্যালেব, ইনি বাক্‌লোর জমীদার; নাম বাক্‌লো। এখানে ইনি আত্মগোপন ক'রে থাকবেন।"

ক্যালেব বলিল, "ওঃ, উনি এখন বিপন্ন। তা এখানে সে বেশ হবে। এখন খাবার কি দেওয়া যায়? মিথ্যা বলে লাভ কি বলুন, ভেড়ার মাংস খানিকটা আছে; রুটী মাখনও দিচ্ছি।" এই বলিয়া সে তাড়াতাড়ি তাক হইতে যৎসামান্য খাদ্য-দ্রব্য যাহা ছিল, তাহা বাহির করিয়া ছোট টেবলের উপর সাজাইয়া দিল। উভয়ে তাহা খাইতে আরম্ভ করিলেন। ক্যালেব সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

মাংসের খানিকটা উদরস্থ করিয়া বাক্‌লো বলিলেন যে, এল্‌ মদ্য তিনি কিছু চান।

ক্যালেব বলিল, "ঘরে যে এল্‌ সুরা আছে, তা এখন দেওয়া যায় না। কারণ, জিনিষটা খারাপ ক'রে তৈরী করা। তা ছাড়া গত হপ্তায় খুব ঝড়-জল বজ্রাঘাত হয়েছিল। কিন্তু আমাদের দুর্গের কুয়ার জল খুব ভাল। খেয়ে ভারী তৃপ্তি হবে।"

বাক্‌লো বলিলেন, "এল্‌ মদ যদি খারাপ হয়ে গিয়ে থাকে, তা'হলে অন্য কোন মদ দিতেও পার।"

"মদ!—যথেষ্ট মদ ছিল; এত মদ ছিল যে, ঢেলে দিলে তার উপর পানসী ভাসিয়ে দেওয়া চল্‌ত। উলফস্‌ক্র্যাগে মদের অভাব কোন দিন হয় নি।"

র‍্যাভেনস্‌উড বলিলেন, "তা হলে বেশী বকবক্‌ না করে, খানিকটা নিয়ে এস।"

ক্যালেব বীরদর্পে সুরা আনিতে চলিল।

কিন্তু সর্ব্বত্র খুঁজিয়া বহু বোতল উপুড় করিয়া সে আধারে মাত্র আধ পোয়াটাক সুরা সংগ্রহ করিল। তাহাও বহুদিনের পুরাতন। তবে কৌশলী, প্রভুভক্ত ভৃত্য সহসা একটা শূন্য বোতল মাটীতে সশব্দে নিক্ষেপ করিবার পর মাইসীকে ডাকিয়া বলিল, মেঝেতে যে মদ পড়িয়া গিয়াছে, তাহা যেন সে মুছিয়া ফেলে। অন্য পাত্রটি সে টেবলের উপর আনিয়া রাখিল। বাক্‌লো আগ্রহভরে এক ঢোক পান করিয়াই আর উহা পান করিতে চাহিলেন না। কারণ, সুরা সম্পূর্ণ বিস্বাদ হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং সাদা কূপোদক পান করিয়াই বাক্‌লো দুগ্ধের স্বাদ ঘোলে মিটাইলেন।

এইবার তাঁহার নিদ্রার ব্যবস্থা করিতে হইল। গুপ্তকক্ষে তিনি রাত্রি যাপন করিবেন স্থির হইল। কক্ষমধ্যে শয্যা ও অন্যান্য বিলাসদ্রব্যের অভাব সম্বন্ধে ক্যালেব কৈফিয়ৎ দিবারও সুযোগ পাইল।

সে বলিল, "গুপ্তকক্ষ যে ব্যবহার করবার জন্য দরকার হবে, তা ত কেউ জানত না। গৌরী ষড়যন্ত্রের পর থেকে ও ঘরটা কেউ কখনো ব্যবহার করেনি। ঐ ঘরে যাবার পথ কোন চাকর-চাকরাণীও জানে না। কারণ, তাহলে আর ওটাকে গুপ্তঘর বলা চল্‌বে না। সবাই জেনে ফেল্‌বে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

The hearth in hall was black and dead,
No board was dight in bower within,
Nor merry bowl, nor welcome bed;
"Here's sorry cheer", quoth the
Heir of Linne.
Old Ballad.

প্রাচীন গানে লিনির অমিতব্যয়ী উত্তরাধিকারীর সমস্ত ঐশ্বর্য্য নষ্ট হইবার পর মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল এবং নির্জ্জন কুটীরে বাস করিবার সময় তাঁহার যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহার সহিত জনহীন দুর্গের অধিস্বামী র‍্যাভেনস্‌উডের সৌসাদৃশ্য আছে। তবে কিংবদন্তীতে কথিত উত্তরাধিকারীর সহিত তাঁহার পার্থক্য ছিল। তাঁহার দুর্দ্দশা তাঁহারই কর্ম্মফলের জন্য উদ্ভূত হয় নাই—তাঁহার পিতা উত্তরাধিকারসূত্রে উহা পুত্রকে দিয়া গিয়াছিলেন।

র‍্যাভেনসউড নিজের দুর্দ্দশার কথা ভাবিতে-ছিলেন। গতকল্য তিনি যেরূপ উত্তেজিত অবস্থায় ছিলেন, পরদিন প্রভাতে সূর্য্যালোকিত প্রকৃতির দৃশ্য দেখিয়া তাঁহার সে উত্তেজনা হ্রাস পাইয়াছিল।

মনকে সুস্থির করিয়া তিনি গুপ্তকক্ষে বাক্‌লোর সহিত দেখা করিতে গেলেন। তিনি বলিলেন, "কি রকম, বাক্‌লো? নির্ব্বাসিত আর্ল অ্যাঙ্গস্‌ যে কোচে বিশ্রাম করেছিলেন, তাতে শুয়ে কেমন বোধ হ'ল? রাজার সেনাদল যখন তাঁর সন্ধানে ব্যস্ত, তখন এই আরাম-শয়নে তিনি পরম নিরাপদে ছিলেন।"

নিদ্রাত্যাগ করিয়া বাক্‌লো বলিলেন, "অত বড় লোক যেখানে ঘুমিয়েছিলেন, তার জন্য আমার অভিযোগ করবার কিছু নেই। তবে ইঁদুরগুলো ভারী উৎপাত করেছে। ঐ জানালাটার যদি কপাট, আর বিছানায় মশারি থাক্‌ত, তা হ'লে আর বলবার কিছু ছিল না।"

ক্ষুদ্র কক্ষটির চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মাষ্টার বলিলেন, "জায়গাটা ভারী নির্জ্জন। যাক্, এখন উঠে এস, ক্যালেব প্রাতরাশের কি যোগাড় করলে, দেখা যাক্।"

শয্যাত্যাগের পর বেশভূষা সম্পন্ন করিতে করিতে বাক্‌লো বলিলেন, "খাবার কথা কিছু ভাববেন না। এখন আপনার বুকের ভেতর যে সাপটা ছিল, তাকে জব্দ করতে পেরেছেন কি? আপনি দেখছেন, আমার বুকের ভেতর যারা ছিল, তাদের অনেকটা কায়দা ক'রে এনেছি।"

"হ্যাঁ, বাক্‌লো, আমিও আরম্ভ করেছি। এক সুন্দরী পরী-কন্যাকে স্বপ্নে দেখেছি। তিনি আমাকে সাহায্য করবার জন্য স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন।"

"আমার কিন্তু স্বপ্ন দেখার কোন সৌভাগ্য হয়নি।"

র‍্যাভেনস্‌উড সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া ক্যালেবের সন্ধানে গেলেন। অনেক কষ্টে তাহাকে তিনি একটা অন্ধকার ঘরে দেখিতে পাইলেন। সে তখন সীসা ও দস্তা-নির্ম্মিত একটি সুরাপাত্রকে মাজিয়া ঘষিয়া অনেকটা রৌপ্যপাত্রের মত দাঁড় করাইয়াছিল। সে আপন মনে বলিতেছিল, "এতেই হবে—চ'লে যাবে এতে।" এমন সময় মালিকের কণ্ঠস্বর সে শুনিতে পাইল। তিনি বলিলেন, "এটা নেও, যা দরকার, সব কিনে আন।" এই বলিয়া তিনি মুদ্রাধারটি ভৃত্যের দিকে বাড়াইয়া দিলেন। ক্রেগেনগেলটের হাত হইতে উহা অতি কষ্টে রক্ষা পাইয়াছিল। মুদ্রাধারটি হাতে করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া উৎকণ্ঠাভরে ভৃত্য বলিল, "এতে যা আছে, তাই কি সব?"

প্রফুল্লতার ভাণ করিয়া মনিব বলিলেন, "আপাততঃ তাই বটে। কিন্তু ক্যালেব, কালে আমাদের এ অবস্থা থাকবে না।"

"কিন্তু তার আগে বুড়ো চাকর হয় ত চ'লে যাবে। টাকার থলি আপনি রাখুন। দরকার হলে লোকের সামনে ওটা বের করবেন। আপনার টাকা আছে দেখলে সবাই আমাদেরও বিশ্বাস করবে।"

"[illegible] আমি [illegible]ছি, শীঘ্র এ দেশ ছেড়ে চ'লে যাব। যা[illegible] আমি অঋণী হয়ে যেতে চাই। অবশ্য আমার নিজের কৃত কোন দেনা আমি রাখতে চাই না।"

"তা আপনি যেতে পারবেন। বুড়ো ক্যালেব সব ভার নিয়ে থাক্‌বে। এ বংশের যাতে মান বজায় থাকে, তা আমার দ্বারা হবে। আপনি কিছু ভাববেন না।"

মনিব ভৃত্যকে বুঝাইতে চাহিলেন যে, সে তাঁহার হইয়া সমুদয় ঋণ নিজের স্কন্ধে লইবে, ইহা তিনি চাহেন না। কিন্তু ক্যালেব তাহা কিছুতেই বুঝিবে না। তাহাকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া তিনি অবশেষে হাল ছাড়িয়া দিলেন।

ক্যালেব বহু চেষ্টা করিয়া তিন চারি দিন যেরূপ আহার্য্য পরিবেষণের ব্যবস্থা করিয়াছিল, তাহা যে চমৎকার, এমন কথা বলা যায় না। তবে সেজন্য কোনও অসুবিধা বা সমালোচনার কারণ ঘটে নাই। বরং ক্যালেবের ব্যবহারে যুবক দুই জন পরম কৌতুকই অনুভব করিয়াছিলেন।

বাক্‌লো সকল প্রকার আমোদ-প্রমোদ হইতে বঞ্চিত হইয়া দুর্গের মধ্যে নিজেকে সংগুপ্ত রাখিয়াছিলেন। বাহিরে যাইবার উপায় নাই, পাছে ধরা পড়েন। র‍্যাভেনস্‌উড নিজের চিন্তাতেই বিভোর থাকিতেন; প্রথম দর্শনে লুসী অ্যাস্‌টন তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারেন নাই, কিন্তু চিন্তার ক্ষেত্রে এই তরুণীর সুন্দর আকৃতি ও মধুর ব্যবহার তাঁহার মনকে প্রভাবিত করিতে লাগিল। যে মনোবৃত্তির দ্বারা প্রণোদিত হইয়া তিনি এই তরুণীর পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, তাহার উগ্রতা ক্রমেই প্রশমিত হইয়া আসিয়াছিল। র‍্যাভেনস্‌উড উক্ত তরুণীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ হইলেই তিনি নিজের ব্যবহারকে সমর্থনের অযোগ্য বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। এই সুন্দরী যেরূপ আগ্রহভরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং শিষ্ট ব্যবহার করিয়াছিলেন, র‍্যাভেনস্‌উড তাহা ঘৃণাভরেই প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। সার উইলিয়ম অ্যাস্‌টনের নিকট হইতে তিনি অন্যায় ও অবিচার পাইলেও, তাঁহার বিবেক বলিয়া দিল যে, পিতার দোষে কন্যার প্রতি তিনি যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা নিতান্তই অশোভন হইয়াছে। এইরূপে তিনি নিজের ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত হইতেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে লুসী অ্যাসটনের মধুর প্রকৃতি ও বরণীয় আকৃতি তাঁহার চিত্তে আসন গ্রহণ

করিতেছিল। যতই এই সুন্দরীর কথা তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই তিনি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

এই সময় কেহ যদি তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিত যে, কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি সার উইলিয়ম অ্যাস্টনের বংশের সকলেরই উপর প্রতিশোধ লইবেন বলিয়া সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা হইলে তিনি সে অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতেন এবং বলিতেন, এরূপ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। কিন্তু আত্মবিশ্লেষণ করিবার পর তাঁহাকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইত যে, এরূপ অভিযোগ ভিত্তিহীন নহে। তবে তিনি ভাবিয়া উঠিতে পারিতেন না, কি করিয়া তিনি এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন।

ইদানীং তাঁহার হৃদয়ে দুইটি পরস্পরবিরোধী প্রকৃতির উদ্ভব হইয়াছিল—পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ এবং শত্রুকন্যার অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের প্রতি অনুরাগ। প্রথম প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া তিনি অনেকটা সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে তিনি আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন—সে স্মৃতিকে সংযত করিতে কোনও চেষ্টা করেন নাই। কারণ, ইহার অস্তিত্ব বিষয় সম্বন্ধে তিনি কোন সন্দেহই করেন নাই। এই উভয় ব্যাপার বশতঃই তিনি স্কটল্যাণ্ড ত্যাগ করিবার জন্য সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু দিনের পর দিন চলিয়া গেল, তথাপি তিনি উল্‌ফসক্রাগ ত্যাগ করিলেন না। তবে এ কথা সত্য যে, তিনি দুই এক জন আত্মীয়কে স্কটল্যাণ্ডত্যাগের সংকল্পের কথা জানাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে এক জন মার্ক্‌ইস এ—। বাক্‌লো যখন তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, তখন র‍্যাভেনস্‌উড জানাইলেন যে, মার্ক্‌ইসের নিকট হইতে উত্তরের প্রতীক্ষায় তিনি রহিয়াছেন। এই ধনবান্ ও প্রতিপত্তিশালী আত্মীয়টি স্কটল্যাণ্ডের প্রান্তদেশে বহুদূরে অবস্থান করিতেন।

এই মার্ক্‌ইস ধনবান্ ও শক্তিশালী। বিপ্লবের পর যে দেশীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধবাদী হইলেও তিনি লর্ড কিপারের দলভুক্তগণকে পরাজিত করিয়া নিজের দলের প্রভুত্ব স্থাপনের মত শক্তি প্রকাশে সাহস করেন নাই। এমন শক্তিশালী আত্মীয়ের পরামর্শ না লইয়া কোন কার্য্য করা উচিত নহে, র‍্যাভেনস্‌উড এ কথাটা বাক্‌লোকে বুঝাইয়াছিলেন। সে জন্য তিনি উল্‌ফসক্রাগ ত্যাগ করিতে পারিতেছিলেন না।

তাহা ছাড়া একটা প্রবল জনরব উঠিয়াছিল যে, স্কটল্যাণ্ডের শাসন-ব্যাপারে মন্ত্রিপরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। অবশ্য কেহ কেহ এই জনরবের বিশেষ সমর্থন করিত; আবার কেহ কেহ প্রতিবাদও করিত।

অবশ্য বাক্‌লো এ বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদও করিতে পারিতেছিলেন না এবং চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেও অসুবিধা বোধ করিতেছিলেন। দিন এমনই ভাবে কাটিতেছিল, এমন সময় এক দিন র‍্যাভেনস্‌উড একখানি পত্র আনিয়া বাক্‌লোর হাতে দিলেন। পত্রখানি মার্ক্‌ইস এ—তাঁহার নিকট বিশ্বস্ত লোকের দ্বারা সেই দিন সকালে পাঠাইয়াছিলেন। পত্রখানি এইরূপ—

"প্রিয় ভ্রাতঃ, ইতিপূর্ব্বে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার কার্য্যের প্রশংসা করিয়াছি। এখন তোমার কল্যাণকল্পে আমাদের যে স্বার্থ আছে, তাহাই তোমাকে জানাইতেছি। আমাদের শুভেচ্ছা, তোমার স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমাদের কমনীয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমরা যে বিশেষ সাফল্য দেখাইতে পারি নাই, তাহাতে এমন মনে করিও না যে, আমাদের আন্তরিকতার অভাব আছে। বিদেশে যাইবার জন্য তুমি বিশেষ উৎসুক। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমরা তোমাকে বিদেশে যাইতে দেওয়া সঙ্গত বলিয়া মনে করি না। কারণ, যাহারা তোমার অনিষ্ট কামনা করে, এই ব্যাপার লইয়া তাহারা তোমার বিদেশগমন সম্বন্ধে এমন উদ্দেশ্যের আরোপ করিতে পারে, যাহা উপযুক্ত স্থানে তোমার পক্ষে ক্ষতিজনক হইতে পারে। সুতরাং এ সময়ে তোমার বিদেশযাত্রা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি না।

"আমরা মনে করিতেছি যে, উল্‌ফসক্রাগে তুমি এখন থাকিলে তোমার এবং তোমার পিতৃবংশের সম্বন্ধে সুবিধাজনক হইবে। পত্রে এখন সব কথা লেখা নিরাপদ নহে। এখানে তোমাকে আসিতে বলিতে পারিতাম, কিন্তু বিশেষ দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, আপাততঃ সে ব্যবস্থাও সঙ্গত হইবে না। আমাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হইলে যে আনন্দ লাভ করা যাইত, তাহা ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া দিতে হইল। তবে এ কথা তোমাকে জানাইতেছি যে, আত্মীয়রূপে আমরা তোমার শুভকামনাই করিতেছি এবং করিতে থাকিব। ইতি।

তোমার স্নেহাস্পদ ভ্রাতা ও

"এ—স।"

র‍্যাভেন্‌সউড বলিলেন, "বাক্‌লো, এ চিঠি প'ড়ে তোমার কি মনে হয়?"

বাক্‌লো বলিলেন, "সত্যি বলতে কি, মার্কুইসের হাতের লেখাও যেমন দুর্ব্বোধ্য, তাঁর পত্রের কথাও তেমনি ধাঁধায় ভরা। তিনি দয়া ক'রে আপনাকে এই অভিশপ্ত দেশে থাকতে বলছেন, অথচ তাঁর প্রাসাদে আশ্রয় দিতে নিষেধ করছেন! আমার মনে হয়, তাঁর মাথায় একটা মতলব আছে, আপনার দ্বারা সেই মতলব তিনি হাঁসিল করতে চান। তাই তিনি আপনাকে হাতের কাছে রাখতে চান। যখন তাঁর ষড়যন্ত্র পেকে উঠবে, আপনাকে দিয়ে কার্য্যসিদ্ধি করিয়ে নেবেন। আর যদি ষড়যন্ত্র ফেঁসে যায়, তা হলে আপনাকে ভাসিয়ে দেবেন।"

র‍্যাভেন্‌সউড বলিলেন, "ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছেন? তা হলে তোমার মনে হয়, সেটা রাজদ্রোহজনক ব্যাপার?"

বাক্‌লো বলিলেন, "তা ছাড়া আর কি বলব? সেন্টজার্মানের দিকে অনেক দিন থেকেই তাঁর নজর আছে, এ সন্দেহ অনেক দিন ধরেই অনেকের মনে প্রবল হয়ে উঠেছে।"

র‍্যাভেন্‌সউড বলিলেন, "এমন দুঃসাহসিক ব্যাপারে তিনি অবিবেকীর মত আমাকে জড়াবেন ব'লে মনে হয় না। প্রথম ও দ্বিতীয় চার্লসের কথা, শেষ রাজা জেমসের কথাও আমার মনে পড়েছে। তাঁদের বংশধরদের জন্য আমি তরবারি কোষমুক্ত করব, এটা আমি সঙ্গত বলে মনে করিনে।"

বাক্‌লো মাথা নাড়িয়া একটা গ্রাম্য সঙ্গীতের কয়েক কলি গাহিয়া উঠিলেন।

র‍্যাভেন্‌সউড বলিলেন, তুমি বড়-গলা করে যতই গান কর না, আমি মার্কুইসকে খুব জ্ঞানী লোক বলেই জানি। তিনি কারও ঘাড়ে বোঝা চাপাবেন না। আমার সন্দেহ হয়, স্কটল্যাণ্ডের প্রিভিকাউন্সিল সম্বন্ধে বিদ্রোহের আভাসই দিয়েছেন—বৃটিশ রাজা সম্বন্ধে নয়।"

বাক্‌লো বলিলেন, "রাজনীতিক ব্যাপার উৎসন্ন যাক্। আমি টেনিস্ খেলার ভক্ত, যুদ্ধ আমার প্রিয়। আমি টেনিস্ র‍্যাকেট আর তরবারির সাহায্যেই আমার জীবিকার্জ্জন করব। আপনারও মন রাষ্ট্রনীতির হাঙ্গামা চায় না বলেই আমার ধারণা।"

র‍্যাভেন্‌সউড বলিলেন, "হয় ত তুমি আমাকে ভাল ক'রে চিনেছ, আমি নিজেকে হয় ত চিনতে পারি নি। যাক্, ক্যালেব আমাদের ডিনারের ঘণ্টা বাজাচ্ছে। চল যাওয়া যাক।"

নবম পরিচ্ছেদ

Ay, and when huntsmen
wind the merry horn,
And from its covert starts the
fearful prey,
Who, warm'd with youth's blood
in his swelling veins,
Would, like a lifeless clod,
outstretched lie,
Shut out from all the fair
creation offers?
Ethwald, Scene I. Act. I.

পরদিবস প্রভাতে বাক্‌লো তাঁহার গৃহস্বামীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন।

"উঠুন, উঠুন। শিকারীরা বেরিয়েছে, এ মাসে এমন দৃশ্য আমি দেখিনি। মাষ্টার, আপনি এখনো বিছানায় শুয়ে আছেন।"

উপাধান হইতে অনিচ্ছাভরে মাথা তুলিয়া র‍্যাভেন্‌সউড বলিয়া উঠিলেন, "সারা রাত্রি ধরে চিন্তা করে, সবে একটু ঘুম এসেছে। এখন এ বিশ্রামসুখ ছেড়ে উঠবার ইচ্ছে আমার নেই।"

"বাজে কথা! উঠুন! শিকারী কুকুরগুলো চারিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে—আমি ঘোড়ার পিঠে নিজেই জিন চড়িয়েছি। ক্যালেব সহিসদের হাঁকা-হাঁকি করে ডাকছিল; কিন্তু একশ মাইলের মধ্যেও তারা নেই। উঠুন, মাষ্টার- শিকার আরম্ভ হয়ে গেছে। বাক্‌লো দ্রুত চলিয়া গেলেন।

ধীরে ধীরে শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া র‍্যাভেনস্-উড আপন মনে বলিলেন, "আমার কোন বিষয়েই আগ্রহ নেই। এখানে কে শিকারী কুকুরের দল নিয়ে এলেন?"

ক্যালেব বলিল, "লর্ড বিটলব্রেনের শিকারীদল।"

র‍্যাভেনসউড বলিলেন, "ক্যালেব, আমার ক্লোকটা দাও। বেচারা বাক্‌লো এখানে এসে মন-মরা হয়ে আছেন। তাঁর শিকার-তৃষ্ণা নিবারণ করা আমার উচিত।"

"হুজুর, কোন্ পোষাকটা দেব?"

"যেটা ইচ্ছে দেও। আমার পোষাকের ভাণ্ডারে ত বেশী কিছু নেই।"

"বলেন কি, হুজুর! মখমলের পোষাক—"

"আহা, সেটা ত তোমাকে দিয়েছি। আর কিছু

নেই। কাল যেটা পরেছিলুম, সেই পোষাকটাই আমায় দেও।"

"যা খুসী হয়, তাই করুন। কিন্তু নীচে দেখলুম, ভদ্রমহিলারা শিকারীর দলে আছেন।"

"ভদ্র মহিলা? কে তাঁরা?"

"তা জানিনে, হুজুর।"

"আচ্ছা ক্যালেব। এখন ক্লোকটা হাত বাড়িয়ে দেও। কোমরবন্ধ, তলোয়ার ওগুলোও নিয়ে এস। ও কিসের শব্দ হচ্ছে, ক্যালেব?"

"আজ্ঞে, বাক্‌লো ঘোড়া নিয়ে এসেছেন। তাদের পায়ের শব্দ। আমি যেন ঘোড়া নিয়ে আসতে পারতাম না!"

"ক্যালেব, তোমার ইচ্ছা আর সামর্থ্য যদি সমান হত, আমাদের কোন অভাবই থাকত না।"

র‍্যাভেনস্‌উড্ তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেলেন। ক্যালেব কাছে আসিয়া বলিল, "হুজুর, একটু দাঁড়ান, কথা আছে।"

অধীরভাবে প্রভু বলিলেন, "কি বল্‌বে বল?"

"কথাটা এই, যদি কোন ভদ্রলোককে বাড়ীতে নিয়ে আসেন, তাই বলছি। বাড়ীতে আন্‌লে আমাদের না খেয়ে থাক্‌তে হবে। কিন্তু গ্রামের হোটেলে যদি লর্ড বিটলব্রেন্‌সের দলকে নিয়ে নিয়ে খাওয়ান, তখন হোটেলওয়ালাকে বলে দেবেন যে, তাড়াতাড়িতে টাকার থলিটা আন্‌তে ভুলে গেছেন। ওর কাছে আপনি খাজনার টাকা পাবেন, তাই হিসেব ক'রে শোধ দেওয়া যাবে।"

র‍্যাভেনস্‌উড্ বলিলেন, "অথবা যত কিছু মিথ্যা আছে বলা যেতে পারে, কেমন? আচ্ছা, ক্যালেব, এখন বিদায়। বংশের মানসম্ভ্রম তোমার উপরই দিয়ে গেলাম।" এই বলিয়া অশ্বারোহণ করিয়া তিনি বাক্‌লোর অনুসরণ করিলেন। বাক্‌লো তখন উচ্চাবচ পথ দিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিয়াছিলেন।

বাক্‌লো তখন উত্তেজিতভাবে অশ্বকে ধাবিত করিয়াছিলেন। র‍্যাভেনস্‌উড্ অপেক্ষাকৃত মন্থর-গতিতে অগ্রসর হইতেছিলেন।

পুনঃ পুনঃ তূর্য্য-ধ্বনি হইতেছিল। শিকারী কুকুরদিগের ডাক শুনা যাইতেছিল। র‍্যাভেনস্‌উড অশ্বকে ধাবিত করিলেন। তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার পার্শ্বে একটি বেগবান অশ্বে আরূঢ় হইয়া এক ব্যক্তি আসিতেছে।

সে ব্যক্তি বলিল, "আপনার ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে পড়েছে দেখ্‌ছি। দয়া ক'রে আমার এই ঘোড়াটাতে আপনি চড়বেন কি?"

এরূপ প্রস্তাবে সুখী না হইয়া বিস্মিতভাবে র‍্যাভেনস্‌উড বলিলেন, "মশাই, আপনার মত অপরিচিতের কাছে আমি কি করে এত অনুগ্রহ লাভের যোগ্য হলুম, তা বুঝতে পারছি না।"

বাক্‌লো পাশেই ছিলেন। তিনি বলিলেন, "মাষ্টার, প্রশ্নের প্রয়োজন নেই। যাক্, আপনি আমার ঘোড়াতে চেপে বসুন। ওঁর ঘোড়াটা আমিই নিচ্ছি।"

কথার সঙ্গে সঙ্গেই বাক্‌লো নিজের তেজস্বী অশ্ব হইতে নামিয়া উহা র‍্যাভেনস্‌উডকে প্রদান করিলেন এবং অপরিচিত ব্যক্তির অশ্বপৃষ্ঠে চাপিয়া বসিলেন। তারপর দ্রুতবেগে অশ্বকে ধাবিত করিলেন।

মাষ্টার বলিলেন, "আপনি ওঁকে কি বিশ্বাসে আপনার ঘোড়া দিলেন, বন্ধু?"

লোকটি বলিল, "এ ঘোড়া যাঁর, তিনি আপনাকে সম্মান করেন, সুতরাং আপনার যে কোন বন্ধুও তাঁর কাছে শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি এ ব্যাপারে বিশেষ আনন্দ লাভ করবেন।"

র‍্যাভেনস্‌উড জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁর নাম—?"

"আপনি আমায় ক্ষমা করবেন। তিনি নিজেই আপনার কাছে সে পরিচয় দেবেন। এখন দয়া ক'রে আপনার বন্ধুর ঘোড়ায় চেপে বসুন। হরিণ শিকারের পর আবার আমাদের সাক্ষাৎ হবে।"

"বেশ, বন্ধু, তাই ভাল।" এই বলিয়া র‍্যাভেনস্‌উড বাক্‌লোর ঘোড়ার পিঠে চাপিয়া বসিলেন এবং দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন।

নির্দ্দিষ্ট স্থানে বাক্‌লোই সর্ব্বাগ্রে পৌঁছিলেন। মৃগটি তখন পলায়নের পথ না পাইয়া এক স্থানে দাঁড়াইয়া শিকারী কুকুরদিগের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবার সুযোগ খুঁজিতেছিল। ক্রোধে ও শঙ্কায় মৃগের চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার সে মূর্ত্তি দেখিয়া সকলেই ভয় পাইয়াছিল। একে একে শিকারীরা সকলেই সেখানে সমবেত হইল এবং তাহাকে নিহত করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল। এ ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। কুকুরের দল দূরে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছিল। তাহারাও হরিণের আক্রমণোদ্যত শৃঙ্গ দেখিয়া ভীত হইয়াছিল। মৃগ যে স্থানে দাঁড়াইয়াছিল, সেখানে অতর্কিতভাবে অগ্রসর হইবার উপায় ছিল না। শিকারীরা প্রত্যেকেই মনে করিতেছিল, অপর কেহ পশুটিকে বধ করিবার চেষ্টা করিবে। এমন সময় বাক্‌লো সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি তাড়াতাড়ি অশ্ব-পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া এক লম্ফেই মৃগের নিকট

উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার করধৃত ছোট তরবারির সাহায্যে তাহার পশ্চাতের পদে আঘাত করিলেন। মৃগবর অমনই ভূতলে নিপতিত হইল। কুকুরের দল তখনই তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। মুহূর্তমধ্যে সব শেষ হইয়া গেল।

শিকারীরা অতঃপর সারমেয়দিগকে নিহত মৃগদেহের সান্নিধ্য হইতে দূরে লইয়া গেল। শ্বেত অশ্বারূঢ়া এক সুন্দরী নারীর সম্মুখে শিকারী ছোরা লইয়া নতজানু হইয়া বসিল। সেই নারীমূর্ত্তি তখন ভয়ে স্পন্দিতদেহা। তাঁহার মুখমণ্ডল কালো রেশমী-অবগুণ্ঠনে আবৃত ছিল। তাঁহার মূল্যবান পরিচ্ছদ এবং অশ্বিনীর চেহারা দেখিয়া বাক্‌লো বুঝিলেন, আজিকার মৃগয়াক্ষেত্রে তিনিই প্রধানা অভিনেত্রী।

অবগুণ্ঠনাবৃতা মহিলা বাক্‌লোর শিকার-নৈপুণ্যে প্রীতা হইয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন। বাক্‌লো স্বভাবত নারী-সমাজে লজ্জাশীল। তথাপি অনেক কষ্টে বাক্‌লো সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া সুন্দরী তরুণীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "দেখুন ম্যাডাম, অনেকবার আমি হরিণ শিকার করেছি। কিন্তু একবারও হরিণকে যুদ্ধের জন্য ফিরে দাঁড়াতে দেখিনি। এরকম অবস্থায় মৃগ শিকার ভারী সাংঘাতিক। দু দিকে ধারাল অস্ত্র ছাড়া এ অবস্থায় মৃগকে আঘাত করতে যাওয়া আদৌ নিরাপদ নয়। কারণ, কোন রকমে ব্যর্থ হলে শৃঙ্গাঘাতে প্রাণ যাবার সম্ভাবনা।"

তরুণী বলিলেন, "আপনার সাহস প্রশংসনীয়। যাক্, আমার বাবার প্রীতির জন্য লর্ড বিটলরেনস্ এই শিকারোৎসবের আয়োজন করেছেন। আপনি অভিজ্ঞ শিকারী, বাদ বাকি কাজটা আপনি শেষ করে ফেলুন।"

অশ্বপৃষ্ঠ হইতে সুকুমারভঙ্গিতে অভিবাদন করিয়া তরুণী দুই জন অনুচর সহ অন্যদিকে ঘোড়া চালাইলেন। বাক্‌লো তখন হরিণের দেহে ছোরা চালাইয়া তাঁহার নৈপুণ্য প্রকাশে মন দিলেন।

র‍্যাভেনস্‌উড দূর হইতে এই শিকার-দৃশ্য দেখিয়াছিলেন। তিনি বুঝিলেন, বাক্‌লো শীঘ্র ফিরিবেন না, কিন্তু যে ভদ্রলোক তাঁহাকে অশ্ব সরবরাহ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে তাঁহার অশ্ব ফিরাইয়া দিবার আগ্রহ র‍্যাভেনস্‌উডের মনে জাগিল। তজ্জন্য তিনি সমবেত শিকারীদিগের অভিমুখে অশ্বচালনা করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় আর একজন অশ্বারোহী তাঁহার কাছে উপস্থিত হইলেন। তিনিও দর্শকের ন্যায় শিকার-দৃশ্য উপভোগ করিতেছিলেন—শিকারে যোগ দেন নাই।

আগন্তুকের বয়স হইয়াছে, মাথার কেশে পাক ধরিয়াছে, তাঁহার অঙ্গে রক্তবর্ণ অঙ্গরাখা। গলদেশের উপরিভাগ পর্য্যন্ত বোতাম আঁটা। মাথার টুপি মুখমণ্ডলকে অর্দ্ধাবৃত করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার অশ্বটি মূল্যবান ও তেজস্বী। ভদ্রলোকের অদূরে একজন অনুচর আসিতেছিল। দেখিলেই মনে হইবে, এই পরিণতবয়স্ক ভদ্রলোক অভিজাতবংশ-সম্ভূত এবং পদস্থ। ভদ্রলোক ঈষৎ বিব্রত, কিন্তু শিষ্টাচার সহকারে র‍্যাভেনস্‌উডকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনাকে খুব সাহসী যুবক বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু শিকারে আপনি যোগ দেন নি। আমার মত পরিণত বয়সে লোক এ সব ব্যাপারে যেরূপ নিরুৎসাহ হয়ে থাকে, আপনাকে যেন সেই রকম দেখ্‌ছি।"

মাষ্টার বলিলেন, "অন্য সময় আমি এসব ব্যাপারে উৎসাহ সহকারে যোগ দিয়ে থাকি। কিন্তু সম্প্রতি আমার কোন পারিবারিক ব্যাপারে আমি আর এ বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশ করতে পারিনি। এই আমার কৈফিয়ৎ। তা ছাড়া শিকারে যোগ দেবার মত আমি সাজসজ্জা করিনি।"

নবাগত বলিলেন, "আমার এক জন অনুচর আপনার বন্ধুকে অশ্ব জুগিয়ে দেবার মত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে।"

র‍্যাভেনস্‌উড বলিলেন, "সে জন্য আপনার কর্ম্মচারী এবং আপনাকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমার বন্ধু মিঃ হেস্‌টন্ বাক্‌লো শিকার-শেষে ঘোড়াটি ফিরিয়ে দেবেন।"

কথা শেষ করিয়াই র‍্যাভেনসউড গৃহাভিমুখে অশ্ব ফিরাইলেন। কিন্তু নবাগত ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিলেন না। তিনিও অশ্বের মুখ ফিরাইলেন এবং র‍্যাভেনস্‌উডের পাশে পাশে চলিতে লাগিলেন। যুবকও তাঁহাকে এড়াইয়া যাওয়া অভদ্রতা মনে করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলেন।

অপরিচিতব্যক্তি অধিক কাল নীরব না থাকিতে পারিয়া বলিলেন, "স্কটল্যাণ্ডের ইতিহাসে যে উলফস-ক্র্যাগের বর্ণনা দেখ্‌তে পাই, এটা বুঝি সেই প্রাচীন দুর্গ?"

র‍্যাভেনস্‌উড ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, উহা সেই দুর্গ বটে।

যুবকের আগ্রহহীন ব্যবহারে কিছুমাত্র বিব্রত না হইয়া নবাগত বলিলেন, "শুনেছি, সম্মান-ভাজন র‍্যাভেনস্‌উড-বংশের এ দুর্গটি পুরাতন সম্পত্তি।"

"খুব প্রাচীন সম্পত্তি—আর বোধ হয় সর্ব্বশেষও বটে।"

কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া লইয়া নবাগত বলিলেন, "আমি—আমি, তা মনে করিনে, মশাই। এই প্রধান বংশের কাছে স্কটল্যাণ্ড যে বিশেষ ঋণী, তা স্কটল্যাণ্ড জানে: বহুবার এই বংশ মাতৃভূমির অশেষ প্রকার সাহায্য করেছে। রাণীর কাছে এ বিষয়ে যথাসময়ে জানালে এই বংশের পূর্ব্ব সৌভাগ্য ফিরে আস্‌তে পারে।"

উদ্ধতভাবে যুবক বলিলেন, "এ বিষয়ের আলোচনা হতে আপনাকে রেহাই দেওয়া উচিত। এই ভাগ্যহত বংশের আমিই উত্তরাধিকারী—আমিই মাষ্টার র‍্যাভেনস্‌উড। মশাই, আপনি শিক্ষিত ভদ্রলোক, সুতরাং আপনি বুঝতে পারবেন যে, অসুখী হওয়ার পর অন্যের দয়া আরও বেশী কষ্টকর মনে হয়।"

অপরিচিত ব্যক্তি বলিলেন, "আমায় ক্ষমা করবেন—আমি জানতাম না—জানলে এসব কথা তুলে আপনার মনে কষ্টদেবার অভিপ্রায় আমার আদৌ—"

র‍্যাভেনস্‌উড বলিলেন, "না, না, আপনাকে ক্ষমা চাইতে হবে না। আচ্ছা, আমরা পরস্পর ভিন্ন দিকে এখান থেকেই যাব। আপনার কথায় আমি কিছু মনে করিনি।"

যুবক অতঃপর একটা সঙ্কীর্ণপথ ধরিয়া উলফস্‌ক্রাগের দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু অপরিচিত অশ্বারোহীর নিকট হইতে সরিয়া যাইবার পূর্ব্বেই অশ্বারূঢ়া তরুণী সুন্দরী, অপরিচিত অশ্বারোহীর কাছে আসিয়া পড়িলেন। অনুচরটিও সঙ্গে আসিল।

অবগুণ্ঠনাবৃতা তরুণীকে সম্ভাষণ করিয়া অপরিচিত অশ্বারোহী কাছে আসিয়া পড়িলেন। অনুচরটিও সঙ্গে আসিল।

অবগুণ্ঠনাবৃতা তরুণীকে সম্বোধন করিয়া অপরিচিত কহিলেন, "মা, ইনিই মাষ্টার র‍্যাভেনসউড।"

র‍্যাভেনস্‌উড এই তরুণী সুন্দরীকে দেখিয়া অশ্বরজ্জু সংযত করিলেন। কিন্তু কাহার সাহত তিনি এমনভাবে পরিচিত হইলেন এবং কেই বা পরিচয় দিবেন, সে বিষয়ে প্রশ্ন করিতে তিনি ভুলিয়া গেলেন। ঠিক সেই সময়ে, দিগন্তপ্রান্তে যে কালো মেঘমালা জমিয়া উঠিয়াছিল, তাহা চারিদিক ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল। জলস্থল কালো মেঘের ছায়ায় যেন নিকষ-কালো মূর্ত্তি ধারণ করিল। গাঢ় অন্ধকারে দূরের বস্তু অদৃশ্য হইয়া গেল। আকাশে চপলার নৃত্য এবং অশনির গুরু গর্জ্জন ধ্বনিয়া উঠিল।

সুন্দরী তরুণীর অশ্ব সেই শব্দে অস্থিরতা প্রকাশ করিতে লাগিল দেখিয়া র‍্যাভেনসউড তাঁহাদিগকে তদবস্থায় ফেলিয়া চলিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য মনে করিলেন না। তিনি তরুণীর অশ্ববল্গা স্বহস্তে ধারণ করিয়া তাহাকে সংযত করিলেন। সেই সময় বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলিলেন যে, ঝটিকার বেগ ক্রমেই বাড়িতেছে—তাঁহারা লর্ড বিটল্‌ব্রেন্‌সএর প্রাসাদ হইতে বহুদূরে রহিয়াছেন, এখন যদি মাষ্টার র‍্যাভেনস্‌উড নিকটবর্ত্তী কোনও আশ্রয়-স্থানের নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে কন্যাসহ তিনি সেখানে ঝটিকার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন। সেই সঙ্গে তিনি উলফসক্রাগ দুর্গের দিকে সাগ্রহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। যুবক র‍্যাভেনসউডের পক্ষে তখন আর উপায়ান্তর রহিল না। তিনি আগন্তুকদিগকে তাঁহার ভগ্নপ্রায় দুর্গে আশ্রয় লইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। সুন্দরী তরুণী আসন্ন ঝটিকার আশঙ্কায় তখন শিহরিয়া উঠিতেছিলেন—তাঁহার সে অবস্থা দর্শনে কোনও পুরুষ তাঁহাকে আশ্রয় না দিয়া পারে না।

আমি বলিতে পারি না, মাষ্টার র‍্যাভেনস্‌উডের মনে উক্ত তরুণীর ন্যায় আশঙ্কা জাগিয়াছিল কি না। তিনি বলিলেন, "উলফস্‌ক্রাগে আশ্রয় দেওয়া ছাড়া আর কিছু দিতে পারি কি না জানিনে। যদি শুধু আশ্রয় আপনারা চান, তা হ'লে—"

অপরিচিত ব্যক্তি বাধা দিয়া বলিলেন, "এখন ঝড় থেকে রক্ষা পাওয়াই দরকার। মেয়ের স্বাস্থ্য ভাল নয়। কিছুদিন আগে মেয়ে আমার একটা বিপদের ধাক্কা সামলে উঠেছে। এখনও ভাল ক'রে তার শরীর ও মন সুস্থ হয়নি। কন্যাকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়াই প্রধান লক্ষ্য।"

ফিরিবার আর উপায় নাই। র‍্যাভেনস্‌উড পথ দেখাইয়া চলিলেন। মহিলার অশ্বরজ্জু ধারণ করিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন। পাছে বজ্রনাদে ভয় পাইয়া অশ্ব লাফাইয়া উঠে, এজন্য এই সতর্কতা। সুন্দরীর মুখমণ্ডলের যে অংশ অনাবৃত ছিল, তাহাতে পাণ্ডুর রাগ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এখন সেখানে ঈষৎ গোলাপী আভা দেখা দিল। যুবকের মুখেও তাহার ছোঁয়াচ যেন লাগিল। আগন্তুক যুবকের এই ভাব-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেন। দুর্গ-প্রাঙ্গণে পৌছিয়া র‍্যাভেনস্‌উড ভৃত্য ক্যালেবের নাম ধরিয়া আহ্বান করিলেন।

ক্যালেব আসিল। আগন্তুকদিগকে দেখিয়া তাহার মুখের বর্ণ বদলাইয়া গেল। ডিনারের সময়

আসন্ন, এমন সময় তাহার প্রভু এক দল লর্ড ও লেডীকে লইয়া উপস্থিত। প্রভু কি সব ভুলিয়া গিয়াছেন ?

সে প্রভুর কাছে আসিয়া বলিল যে, শিকার দর্শনে বাড়ার ভৃত্যরা বাহিরে গিয়াছে। মনিবের ফিরতে রাত্রি হইতে পারে ভাবিয়া হয় ত তাহাদের ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইবে—তাহারা না-ও আসিতে পারে !

তীক্ষ্ণ উগ্রকণ্ঠে র‍্যাভেনস্‌উড বলিলেন, "চুপ কর, বালডারষ্টোন্। তোমার বোকামীর এ জায়গা নয়। মহাশয়, মহাশয়া, এই বৃদ্ধ এবং এক অথর্ব্ব বৃদ্ধা আমার পরিচারক ও পরিচারিকা—তা ছাড়া আর কেউ নেই। আমার ভৃত্যের যেমন দুর্দ্দশা, আপনাদের ক্ষুৎপিপাসা দূর করবার ব্যবস্থাও ততোধিক শোচনীয়; গৃহের অবস্থাও দেখছেন। এখানে আশ্রয় যদি নিতে চান, আদেশ করুন।"

দুর্গের শোচনীয় অবস্থা এবং চারিদিকের হাবভাব দেখিয়া আগন্তুকের মনে হয় ত অনুতাপ জাগিয়াছিল—কেন তিনি কন্যাকে লইয়া এখানে আশ্রয়প্রার্থী হইয়াছিলেন ? কিন্তু এখন আর ফিরিবার কোন উপায় ছিল না।

মনিব নিজের দুর্দ্দশা সোজা কথায় ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন দেখিয়া ক্যালেব দুই মিনিট স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু সে দমিবার পাত্র
সে অগ্রসর হইয়া বলিল, ভদ্র মহিলার জন্য কিছু ভাল মদ, কিংবা—"

তীক্ষ্ণ স্বরে র‍্যাভেনস্‌উড বলিলেন, "দেখ, এ সময়ে ওরকম ভাঁড়ামি করো না। ঘোড়াগুলো আস্তাবলে বেঁধে রাখ। তোমার বাজে কথ ব'লে আমাকে বাধা দিও না।"

ক্যালেব বলিল, "হুজুরের হুকুম অবশ্যই তামিল হবে। তা হলেও ওঁদের জন্য—"

এই সময় বাক্‌লোর কণ্ঠস্বর ও অশ্বখুরের শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। শিকারীদিগকে লইয়া তিনি দুর্গাভিমুখে আসিতেছেন, তাহা বুঝা গেল।

ক্যালেব বলিয়া উঠিল, "এইবার সেরেছে দেখছি ! এতগুলো লোক এখানে এলেই সর্ব্বনাশ ! এরা সব ব্রাণ্ডি চাইবে—জলের মত দেদার মদ খাবে। দেখি, এখনও সময় আছে। ওদের ফিরিয়ে দিতে পারি কি না।"

সে কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিল, পরের পরিচ্ছেদে পাঠকগণ তাহা জানিতে পারিবেন।

দশম পরিচ্ছেদ

With throat unslaked, with
black lips baked
Agape they heard him call ;
Gramercy they for joy did grin,
And all at once their breath drew in,
As they had been drinking all !

Coloridge's Ruin of the Ancient Mariner.

যখন শিকারীর দল জানিতে পারিল যে, আজিকার মৃগয়ার প্রধান ব্যক্তিরা উলফসক্র্যাগ অভিমুখে গমন করিয়াছেন, তখন তাহারা বলিল যে, হরিণ-মাংস সেখানেই লইয়া যাইতে হইবে। বাক্‌লো সে প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এতগুলি লোক দেখিয়া ক্যালেব কিরূপ বিপন্ন হইবে, তাহা মনে ভাবিয়া বাক্‌লো মনে মনে কৌতুক অনুভব করিলেন। কিন্তু র‍্যাভেনস্‌উডকে একজন্য কিরূপ বিব্রত হইতে হইবে, তাহা তিনি একবারও ভাবিয়া দেখিলেন না। কিন্তু ক্যালেব তাহার মনিব-পরিবারের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য সকল রকম কৌশলই অবলম্বন করিতে পারে, এ কথাটা তাঁহার মনে হয় নাই।

ক্যালেব তোরণ-সন্নিধানে আসিয়া আপন মনে বলিল, "বাতাসে একটা কপাট আপনা হতেই বন্ধ হয়েছে, বাকি কপাটটা আমিই বন্ধ ক'রে দিতে পারব।"

কিন্তু দুর্গের মধ্যে আগন্তুকের যে কয় জন অনুচর ছিল, তাহাদিগকে দুর্গের বাহির করিয়া দিতে হইবে। চতুরতায় ক্যালেব অদ্বিতীয়। সে বলিল, "ওরা যখন হরিণের মাথা অত সম্মান সহকারে আনছে, তখন আমাদের উচিত দরজার বাইরে গিয়ে ওদের অভ্যর্থনা করা।"

অনুচরগণ এ কথা শুনিবামাত্র তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেল। তাহারা ক্যালেবের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে নাই। তাহারা বাহিরে যাইবামাত্র ক্যালেব অপর কপাটটি সশব্দে বন্ধ করিয়া তার অর্গলাবদ্ধ করিল। তার পর একটি ছিদ্রপথে মুখ রাখিয়া সে বুঝাইয়া দিল যে, তাহার মনিব অতিথিদিগের সঙ্গে ভোজনে বসিয়াছেন। দুর্গের বিধান অনুসারে এখন আর দুর্গদ্বার মুক্ত করা চলিবে না। সকলে এখন উলফসহেড পান্থনিবাসে গিয়া ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করুক ; তাহার মনিব পরে খরচপত্রের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। বংশের সম্মান রক্ষার জন্য মিথ্যা

কথা বলিতেও ক্যালেবের বিন্দুমাত্র সঙ্কোচবোধ হইত না।

এ সংবাদ শুনিয়া সকলে বিস্মিত হইল, কেহ কেহ হাসিয়া উঠিল। অনেকে বলিল যে, তাহাদের মনিব যখন দুর্গে আছেন, তখন তাহারা মনিবের কাছে থাকিতে বাধ্য। কিন্তু ক্যালেব কাহারও কথায় কর্ণপাত করিল না। যুক্তিতর্ক তাহার কাছে ব্যর্থ হইয়া গেল।

অবশেষে বাক্‌লো আগাইয়া আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিতে আদেশ করিলেন।

ক্যালেব বলিল, "স্বয়ং রাজা যদি এখন বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেন, তা হ'লেও আমি দরজা খুলে র‍্যাভেন্সউড পরিবারের প্রচলিত নিয়ম ভাঙ্গবো না।"

বাক্‌লো ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িলেন। তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া ক্যালেবকে গালি পাড়িতে লাগিলেন। এত বড় অপমান কেন তিনি সহ্য করিবেন?

কিন্তু কোন কথাতেই ক্যালেব কর্ণপাত করিল না, সে তাহার বক্তব্য জানাইয়া দিয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

আর এক ব্যক্তি অদৃশ্য থাকিয়া ক্যালেবের কার্য্যাবলী দর্শন করিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি অপরিচিত বৃদ্ধের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী। তিনি প্রভুর উদ্দেশ্য জানিতেন। এই ব্যক্তিই বাক্‌লোকে তেজী ঘোড়া ধার দিয়াছিলেন। ক্যালেব চলিয়া গেলে তিনি ছিদ্র-পথে মুখ বাড়াইয়া বলিলেন যে, শিকারীর দল উলফস-হেডএ চলিয়া যাক্। যাহা খরচ পড়িবে, তিনি গিয়া মিটাইয়া দিবেন।

তাঁহার কথায় শিকারীর দল সে স্থান পরিত্যাগ করিল। যাইবার সময় কেহ দুর্গস্বামীকে কৃপণ, অভদ্র বলিয়া উল্লেখ করিল, কেহ গালি দিল। বাক্‌লো খুব বিরক্ত এবং অপমানিত হইয়াছিলেন। তিনিও ক্রোধভরে গর্জ্জন করিতে করিতে উলফসহেডএর দিকে অশ্ব চালনা করিলেন। পান্থশালায় আসিয়া তিনি ক্রেগেনগেলুটের দেখা পাইবেন।

তিনি বলিলেন, "বাক্‌লো, তুমি অনেক দিন বাঁচবে। জগৎটা মন্দ, কিন্তু তবু এখানে ভাললোকের থাকবার জায়গার অভাব নেই।"

"তা ঠিক, নইলে তুমি এখানে আস্‌বে কেন?"

ক্রেগেনগেলুট বলিলেন, "কেন, কি হয়েছে? আমি ত এখন স্বাধীন—মুক্ত। এক হপ্তার বেশী ওরা আমায় আটকে রাখতে পারেনি—ছেড়ে দিয়েছে।"

"বাজে কথা বলো না। সত্য বল ত, তুমি মুক্ত, নিরাপদে আছ?"

"নিশ্চয়। আর তোমাকেও বলি, আত্মগোপন ক'রে তোমার আর থাকবার দরকার নেই।"

বাক্‌লো বলিলেন, "তা হ'লে তোমাকে এখন বন্ধুজন বলা যেতে পারে বল?"

"বন্ধু! তুমি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু, এ কথা বল্‌লেই চলে। আমি জীবনে মরণে তোমারই।"

"আচ্ছা, পরখ ক'রে দেখা যাক্। টাকা তোমার কাছে সব সময়েই থাকে। তা যেমন ক'রেই হোক্ না কেন, তুমি টাকা সংগ্রহ ক'রে থাক। দুটো মোহর দেও ত ভাই, একবার ওদের কিছু মদ খাইয়ে দেই। তার পর—"

"দুটো—মোটে দুটো! কুড়িখানা মোহর নেও—আরও বেশী কুড়িখানা দিচ্ছি।"

বাক্‌লোর মনে সন্দেহ জাগিল। এতটা উদারতা প্রকাশের অর্থ কি? তিনি বলিলেন, "ক্রেগ, হয় তুমি ভাল লোক, নয় ত নও। যাই হোক, ভারী চালাক তুমি।"

"হাত দিয়ে দেখ ভাই, সোণার টাকা দেখলেই চিন্‌তে পারবে।"

বাক্‌লোর পকেটে তিনি না গণিয়া এক মুঠা মোহর ফেলিয়া দিলেন।

বাক্‌লো তখন সঙ্গিগণকে আহ্বান করিলেন।

সকলে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, "বাক্‌লোর দীর্ঘ-জীবন হোক্!"

এক জন বলিয়া উঠিল,—"আর যে লোক শিকার থেকে ফেরা শিকারীদের বাড়ীর দরজা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তার নিপাত হোক্।"

জনৈক বৃদ্ধ বলিল, "এককালে র‍্যাভেনসউড পরিবার খুব ভদ্র ছিল, কিন্তু সম্পত্তি হারিয়ে সে পরিবার এখন কৃপণ হয়ে পড়েছে।"

বাক্‌লো খুব ফুর্ত্তির সহিত শিকারীদিগকে মদ্য বিতরণ করিতে লাগিলেন। আহার্য্যাদিও আসিল। সকলে পরমানন্দে পানাহার করিতে লাগিল।

ঠিক এই সময়ে উল্‌ফস্‌ক্রাগে সম্পূর্ণ বিপরীত দৃশ্যের অভিনয় হইতেছিল। মাষ্টার র‍্যাভেনসউড ক্যালেবের কার্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া অতিথি-দিগকে কিরূপে অভ্যর্থনা করিবেন, এই চিন্তা লইয়া তাঁহাদিগকে উপরতলে লইয়া চলিলেন।

ক্যালেব সেই দিন সকাল হইতে যথাসাধ্য চেষ্টা সহকারে হলঘরটাকে অপেক্ষাকৃত সুশৃঙ্খল-ভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু যৎসামান্য

আসবাবপত্রের সাহায্যে সে গৃহের দৈন্য দূরীভূত করিতে পারে নাই।

র‍্যাভেনস্‌উড, যুবতী সুন্দরীকে উপর তলের কক্ষে লইয়া গিয়া আসনে বসাইলেন। সুন্দরীর পিতা দ্বারের সন্নিধানে তখনও দাঁড়াইয়াছিলেন। এমন সময় শৃঙ্গধ্বনি শুনিয়া তিনি বাতায়নপথে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন, তাঁহার দলবলকে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল না। দুর্গ-তোরণ সশব্দে রুদ্ধ হইয়া গেল।

গম্ভীরভাবে র‍্যাভেনস্‌উড বলিলেন, "আপনি ভয় পাবেন না। এই গৃহে আপনি নির্ভয়ে আশ্রয় নিতে পারেন। অবশ্য আপনাদের রুচিকর এ স্থান হবে না, তা জানি। এখন দয়া ক'রে জানাবেন কি, আমার দীন আবাসে কে এসে আশ্রয় নিলেন?"

তরুণী যুবতী নিস্পন্দ ও নির্বাক্‌ভাবে রহিলেন। তাঁহার পিতাও প্রথমতঃ কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না। তিনি যেন বিষম বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আকাশ তখন অখণ্ড নিবিড় মেঘে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। র‍্যাভেনস্‌উডের মনে অধীরতা প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিবার পর বলিলেন, "আমার মনে হচ্ছে, সার উইলিয়ম অ্যাষ্টন্, উপলক্ষ্যে নিজের পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হচ্ছেন।"

লর্ড কিপার বলিলেন, "পরিচয় দেবার প্রয়োজন আমি অনুভব করি নি। আপনি কথা ব'লে নীরবতা ভঙ্গ করায় আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ, মাষ্টার র‍্যাভেনস্‌উড। দুর্ভাগ্য বশতঃ আত্মপরিচয় দেওয়া আমার পক্ষে কষ্টকর হবে উঠেছিল।"

গম্ভীরভাবে মাষ্টার বলিলেন, "আমাদের এই সাক্ষাৎকার কি দৈবঘটনা ব'লে মনে করব?"

লর্ড কিপার বলিলেন, "ব্যাপারটা একটু খোলসা ক'রে বলা যাক্। অনেক দিন ধরেই আগ্রহভরে আপনার এখানে আসবার ইচ্ছে আমার ছিল। তবে আজ যদি ঝড় না উঠত, তা হ'লে হয় ত এখানে আসবার সুযোগ হ'ত না। আপনি আমার ও আমার কন্যার প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। আপনার মত সাহসী বীরকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাবার ইচ্ছা খুবই প্রবল হয়েছিল।"

উভয় প্রসিদ্ধ বংশের মধ্যে যে বিরোধজনিত বিদ্বেষ চলিয়া আসিতেছিল, তাহার তিক্ততা অবশ্য হ্রাস পাইল না। কিন্তু সেজন্য প্রকাশ্য প্রতিশোধ-স্পৃহার কোনও কারণও দেখা গেল না। লুসী অ্যাসটনের প্রতি যুবকের মনোভাব সত্ত্বেও, অতিথিসৎকার-প্রবৃত্তি সত্ত্বেও, তাঁহার উভয় প্রবৃত্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব চলিতে লাগিল। পিতৃ-শত্রুকে নিজের আয়ত্তের মধ্যে পাইয়াছেন—তিনি দ্বার-সন্নিধানে দাঁড়াইয়া। এই ব্যক্তিই তাঁহার বংশের সর্ব্বনাশসাধন করিয়াছেন। যুবক একবার কন্যা, আরবার পিতার দিকে চাহিলেন—কোনও সংকল্পই তিনি স্থির করিতে পারেন নাই। সার উইলিয়ম অ্যাস্টন তাঁহাকে স্থির-সঙ্কল্প হইবার অবকাশ দিলেন না। অশ্বারোহণের পরিচ্ছদ খুলিয়া ফেলিয়া তিনি কন্যার অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়া দিলেন।

"লুসী, মা আমার, এস, আমরা মাষ্টারের কাছে আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।"

লুসী বলিলেন, "উনি কি তা গ্রহণ করবেন?" এমন সুমিষ্ট স্বরে তরুণী কথাগুলি বলিলেন যে, র‍্যাভেনসউডের চিত্ত তাহাতে যেন আর্দ্র হইয়া গেল। তিনি অস্ফুটস্বরে বিস্ময়দ্যোতক কয়েকটি কথা বলিলেন, যুবতীর প্রসারিত কর সাগ্রহে গ্রহণ করিলেন এবং সসম্মানে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। উভয়ের গণ্ডে গণ্ড স্পৃষ্ট হইল, তখনই উভয়ে মুখ সরাইয়া লইলেন। কিন্তু র‍্যাভেনসউড সুন্দরীর কর-পল্লব ত্যাগ করিলেন না। লুসীর কপোলদেশ আরক্ত হইয়া উঠিল। সেই সময় কক্ষটি বিদ্যুতালোকে অকস্মাৎ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সেই আলোকে কক্ষস্থ প্রত্যেক পদার্থ দৃষ্ট হইল। পরক্ষণেই কক্ষ অন্ধকারসমাচ্ছন্ন হইল, সঙ্গে ভীম-নাদে বজ্রগর্জ্জন করিয়া উঠিল। উহাতে দুর্গের পুরাতন যুগের ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত যেন ভীষণভাবে আন্দোলিত হইয়া উঠিল। যেন সমগ্র অট্টালিকা ভাঙ্গিয়া তাঁহাদের ঘাড়ে পতিত হইল। ভগ্ন জীর্ণ দুর্গের দুই এক খণ্ড প্রস্তর স্থানচ্যুত হইয়া নীচে তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্রগর্ভে পতিত হইল। মনে হইল, যেন দুর্গের প্রথম স্থাপয়িতা বায়ুর স্কন্ধে চড়িয়া নিজে অসন্তোষ জ্ঞাপন করিতেছেন। দুই শত্রু-পরিবারের এই মিলন যেন তাঁহার অনভিপ্রেত।

সকলেই এই ব্যাপারে যেন ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিপার এবং র‍্যাভেনস্‌উড লুসীকে মূর্চ্ছাতুরা দেখিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। ব্যাপারে মাষ্টার নিজেকে যেন বিপন্ন অনুভব করিলেন। আর একবার তাঁহাকে এই কোমলাঙ্গী তরুণীর দেহ স্পর্শ করিতে হইয়াছিল সে দৃশ্য তিনি শয়নে স্বপনে এখনও উপভোগ করিয়া থাকেন। দুর্গের অশরীরী অধীশ্বর, এই তরুণীর সহিত তাঁহার বংশধরের মিলন যদি অবাঞ্ছনীয় মনে

করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার অনিচ্ছা প্রকাশের এই উপায়টি প্রশংসনীয় নহে। তরুণীর মূর্চ্ছা অপনোদন এবং তাঁহাকে সুস্থ করিবার জন্য মাষ্টার র‍্যাভেন্‌স্‌উডকে তাঁহার বংশের শত্রুর সহিত এমন ভাবে মিশিতে হইল, যাহাতে উভয়ের মধ্যের বাঁধ যেন ভাঙ্গিয়া গেল। ইতিমধ্যে লসী সুস্থ হইয়া, উভয় বাহু প্রসারিত করিয়া উভয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। তখন মাষ্টারের মনে হইল, লর্ড কিপারের বিরুদ্ধে তাঁহার বৈরভাব যেন অনেকটা প্রশমিত হইয়াছে।

সে দিন লর্ড বিটলব্রেনস-গৃহে লসীর ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল। এমন ঝড়-বৃষ্টি এবং অনুচর প্রভৃতির অভাব বশতঃ এখন সে কার্য্য সম্ভবপর নহে। সুতরাং দুর্গস্বামী পিতা ও কন্যাকে তাঁহার গৃহে রাত্রিযাপনের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি এ কথাও জানাইলেন যে, তাঁহাদের পরিচর্য্যার উপযুক্ত আয়োজনও তাঁহার সাধ্যাতীত।

লর্ড কিপার বলিলেন, "ও সব কথা ধর্ত্তব্য নয়। আপনি বিদেশযাত্রার জন্য প্রস্তুত, সুতরাং আপনার এখানে বর্ত্তমানে সকল জিনিষের অভাব হওয়াই স্বাভাবিক। তবু যদি আপনি অসুবিধার কথা তোলেন, তা হ'লে বাধ্য হয়ে আমাদের গ্রামেই আশ্রয় নিতে হবে।"

দুর্গস্বামী উত্তর দিতে যাইতেছেন, এমন সময় দ্বার খুলিয়া ক্যালেব ব্যালডারস্টন ঘরে প্রবেশ করিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

Let them have meat enough.
woman—half a hen
There be old rotten pilchards—
put them off too :
'Tis but a little new anointing of them,
And a strong onion, that
confounds the savour.
Love's pilgrimage.

যে বজ্রপাতে সকলেই স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, পরিচারক ক্যালেবের উদ্ভাবনী শক্তি তাহাকেই অবলম্বন করিয়া সুযোগ সৃষ্টি করিয়া লইল। শব্দ থামিবার পূর্ব্বেই ক্যালেব বলিয়া উঠিল, "জয় ভগবান্। এতেই কার্য্যসিদ্ধি।" লর্ড কিপারের সহচরকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া ক্যালেব রন্ধনাগারের দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। সে আপন মনে বলিল, "কি বিপদ, এ আপদটা আবার কোথা থেকে এল! ওগো মাইসী, ওখানে ব'সে তুই কি করছিস? এ দিকে আয়—নয় ত ওখান থেকেই চেঁচাতে সুরু ক'রে দে! প্রাণপণে চীৎকার করতে থাক—হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব জোরে—ভদ্রলোকরা যেন তোর চীৎকার শুনতে পান। আরে, জোরে চেঁচাও। তারপর বাসনপত্র সব মাটীতে ছুড়ে ফেলে দে—"

বলিতে বলিতে সে তাক হইতে কতক গুলি বাসনপত্র ভূমিতলে ফেলিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে সেও চীৎকার করিতে লাগিল। মাইসী তাহার কাণ্ড দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "আরে, লোকটা ক্ষেপে গেল না কি? মাষ্টারের জন্য শূয়োরের মাংস ছিল, দুধ ছিল, সব ফেলে দিলে! এখন তাঁকে কি খেতে দেব? না, লোকটা সত্যি ক্ষেপে গেছে!"

নিজের কার্য্যে খুসী হইয়া ক্যালেব বলিল, "তুই থাম্, মাগী। বাজ প'ড়ে সব খাবার নষ্ট হয়ে গেছে, তুই কি করবি বল্?"

"আহা বেচারা, সত্যি পাগল হয়ে গেছে দেখছি। ভগবান্ ওকে ভাল ক'রে দিন।"

সমস্যার সমাধান করিতে পারিয়াছে ভাবিয়া ক্যালেব বলিল, "ওরে হতভাগা বুড়ী, ঐ নতুন লোকটাকে বান্নাঘরে আসতে দিবিনে, বুঝলি? তুই বলবি, চিম্‌নি দিয়ে বাজ প'ড়ে সব খাবার নষ্ট ক'রে দিয়েছে—ভেড়ার মাংস, ছাগলের মাংস, বুনো মুরগীর মাংস রান্না করা ছিল, সব বাজ প'ড়ে খারাপ হয়ে গেছে বল্‌বি। কিন্তু লোকটাকে এখানে ঢুকতে কোনমতেই দিবিনে।"

এই বলিয়া যে ঘরে লুসী অ্যাসটন ছিলেন, সেখানে দৌড়িয়া চলিয়া গেল। সেখানে তাঁহার অবস্থা দেখিয়া সে নীরবে দাঁড়াইল। কিন্তু যখন সে দেখিল যে, সুন্দরী প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন, তখন সে পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিতভাবে দ্রুত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

সে বলিল, "হায়, এ কি হ'ল! র‍্যাভেন্‌স্‌উড-বংশের এ ব্যাপার আমাকে বেঁচে থেকে দেখতে হ'ল!"

তাহার ভাবভঙ্গীতে ভীত হইয়া র‍্যাভেনস্‌উড বলিলেন, "কি হয়েছে, ক্যালেব? দুর্গের একটা অংশ কি ভেঙ্গে পড়েছে?"

"দুর্গ ভেঙ্গেছে! না, না, শুধু চিম্‌নি দিয়ে বাজ প'ড়ে খানা নষ্ট ক'রে দিয়েছে। সব জিনিষ মিশে

একাকার হয়ে গেছে। খেতে দেবার মত কোন জিনিষই আর নেই।"

র‍্যাভেনস্উড বলিলেন, "তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি, ক্যালেব।"

ক্যালেব যেন তিরস্কার-মিশ্রিত দৃষ্টিতে কাতরভাবে চাহিয়া মনিবকে বলিল, "তিন রকম মাংস আর ফল খেতে দেব ব'লে ঠিক করা ছিল, সবই মাটী হয়ে গেছে।"

মাষ্টার তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "ও সব বোকামীর কথা আর বলো না।" এই সময় লর্ড কিপারের ভৃত্য তথায় আসিয়া তাহার মনিবের কাণে কাণে কি বলিতে লাগিল। সেই অবসরে ক্যালেব তাহার মনিবকে অনুচ্চকণ্ঠে বলিল, "হুজুর, আপনি কথা বল্বেন না। মিথ্যা কথা ব'লে যদি এ বংশের মানসম্রম রক্ষা করতে চাই, তাতে আপনি বাধা দেবেন না।"

র‍্যাভেনসউড ভাবিলেন, প্রভুভক্ত ভৃত্যের কোন কথা বা কার্য্যের প্রতিবাদ না করাই ভাল।

ক্যালেব তখন বড় গলা করিয়া তিন চারি রকমের মাংস, চারি পাঁচ প্রকার ফল প্রভৃতির নাম করিয়া বলিল যে, চারি জনের উপযুক্ত আহার্য্য প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু সবই বাজ পড়িয়া কালো ঝুল হইয়া গিয়াছে।

এ দিকে মিস্ অ্যাস্টন সুস্থ হইয়াছিলেন। তিনি আগ্রহভরে ক্যালেবের বর্ণনা শুনিতেছিলেন। পরিচারক কল্পনাবলে যে আহার্য্যের বর্ণনা করিতেছিল, তাহা শুনিয়া যুবতী অসঙ্কুলকে হাসিয়া উঠিলেন। তাঁহার পিতাও সে হাসিতে যোগ দিলেন। মাষ্টার র‍্যাভেনসউডও না হাসিয়া পারিলেন না। পুনঃপুনঃ হাস্যতরঙ্গে কক্ষতল আলোড়িত হইতে লাগিল। ক্যালেব গম্ভীরভাবে কিন্তু ক্রুদ্ধ হইয়া নিজের বক্তব্য পুনঃপুনঃ বলিয়া যাইতে লাগিল। ইহাতে দর্শকদল আরও আমোদ অনুভব করিলেন।

অবশেষে হাস্যবেগ প্রশমিত হইলে ক্যালেব বলিয়া উঠিল, হাস্য করা সহজ, কিন্তু এখন কি ভাবে সে আহার্য্য যোগাইবে, তাহাই ভাবিয়া সে অস্থির হইয়াছে।

মিস্ অ্যাস্টন অবশেষে বলিলেন, "এ সব ভাল খাবার এমনভাবে নষ্ট হয়েছে যে, তার টুকরা-টাকরাও পাওয়া যাবে না?"

ক্যালেব বলিল, "কি বলেন? কালি-ঝুল হয়ে গেছে সব। আপনি রান্নাঘরে গিয়ে নিজে বরং দেখে আসুন। দেখবেন, সব কি হয়ে গেছে। ঝোল মাটীতে প'ড়ে গেছে; তার চিহ্ন দেখ্তে পাবেন। আমি আঙ্গুল দিয়ে চেখে দেখেছি, বিস্বাদ হয়ে গেছে। বাজ প'ড়ে যদি এ না হবে, তবে কিসে এমন হ'তে পারে, তা আমি জানিনে। এই ভদ্রলোক বাসনপত্রের ঝনঝন শব্দ শুনেছেন। কেমন, তিনিই বলুন না!"

পরিচারক এ ব্যাপারে বিব্রত হইয়া শুধু নীরবে ঘাড় নাড়িল।

লর্ড কিপার ভাবিলেন, এরূপ দৃশ্য আর কিছুক্ষণ চলিলে র‍্যাভেনস্উড হয় ত অত্যন্ত বিরক্ত হইতে পারেন। তাই তিনি বলিলেন, "ওহে, এক কাজ কর। আমার চাকর লকহার্ডের সঙ্গে যাও। দুজনে যুক্তি ক'রে দেখ, আজকের মত অন্যত্র থেকে খাবার যোগাড় করতে পার কি না।"

অন্যের সাহায্য লইয়া কোন কাজ করিতে ক্যালেব যেন অভ্যস্ত নহে; তাই ক্যালেব উন্নত মস্তকে বলিল, "হুজুর, মনিবের সম্মান রক্ষার জন্য অন্যের উপদেশ আমার প্রয়োজন হবে না।"

মাষ্টার বলিলেন, "ক্যালেব, এ সাহায্য প্রত্যাখ্যান করা উচিত নহে। তুমি ত কৈফিয়ৎ দিলে তাতে আমাদের পেট ভরবে না! বজ্রাঘাতে খাবার যখন নষ্ট হয়ে গেছে, তখন মিঃ লকহার্ডের বুদ্ধির উপর নির্ভর করলে, আজকের মত খাবার জুটতে পারে।"

ক্যালেব বলিল, "হুজুর, আমি একবার যদি উলফস্হেডএ যেতে পারি, ৪০ জনের খাবার যোগাড় ক'রে আন্তে পারি।"

"তাই যাও,—দুজনে পরামর্শ ক'রে কাজ কর। গ্রামে গিয়ে যা ভাল বোঝ, তাই কর। আমার অতিথিদের আমি না খাইয়ে রাখতে পারব না। আচ্ছা, আমার টাকার থলিটা নেও। এর সাহায্যে তোমার কাজ হবে।"

কক্ষ হইতে ক্রোধভরে নিষ্ক্রান্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ক্যালেব বলিল, "টাকা নেব? আপনার নিজের জমীদারীতে আপনার টাকা খরচ করতে হবে? এর জন্য টাকার দরকার হবে না।"

উভয় ভৃত্য সেখান হইতে চলিয়া গেল। তাহারা চলিয়া গেলে লর্ড কিপার বলিলেন যে, তিনি উচ্চহাস্য করিয়াছেন, সেজন্য রূঢ়তা প্রকাশ পাইয়াছে; র‍্যাভেনস্উড তাহা যেন ক্ষমা করেন। লুসীও বলিলেন যে, বিশ্বস্ত পরিচারকের ব্যবহারে তিনি হাসিয়াছেন বলিয়া তিনি কাহাকেও আহত করিতে চান নাই।

"ম্যাডাম, দারিদ্র্যজনিত অভাবের ফলে যে বিদ্রূপের অবস্থার উদ্ভব হয়, তা পরিপাক করতে আমিও জানি, আমার ভৃত্যও জানে।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "মাষ্টার র‍্যাভেনস্উড, আপনি নিজের উপর অবিচার করছেন। আমার বিশ্বাস, আমি আপনার চেয়েও আপনার অবস্থার সংবাদ বেশী রাখি। আপনার অবস্থার সম্বন্ধে আমার আগ্রহ কম নয়। আপনার অবস্থা আপনি যত মন্দ ভাবছেন, প্রকৃতপ্রস্তাবে তা সত্য নয়, এ কথা আমি প্রমাণ ক'রে দিতে পারি। দুর্দ্দশার মধ্যেও যিনি উপবাসকে বরণ ক'রে সম্মান বজায় রাখেন, তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি।"

লর্ড কিপার বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য অতিমাত্রায় আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। মাষ্টার র‍্যাভেনস্উড গম্ভীরভাবে দুই একটি উত্তর দিয়া তখনকার মত কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

তিনি অতিথিদগকে পরিচর্য্যা করিবার অভিপ্রায়ে পরিচারিকা মাইসীর সহিত পরামর্শ করিতে গেলেন। নিজের শয়নগৃহ লুসীর জন্য ছাড়িয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া মাইসাকে তাঁহার পরিচর্য্যার জন্য যাইতে বলিলেন। সে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া মিস্ অ্যাসটনের কাছে গমন করিল। র‍্যাভেনস্উড তার পর বাক্‌লোর সংবাদ লইলেন। তিনি গ্রামে শিকারীদের সহিত গমন করিয়াছেন জানিতে পারিয়া ক্যালেবকে বলিয়া দিলেন যে, সে যেন এখানকার বর্ত্তমান অবস্থার সব কথা বাক্‌লোকে জানাইয়া দেয়। বাক্‌লো যদি গ্রামেই রাত্রি যাপন করিবার ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারেন ত খুবই ভাল হয়। কারণ, তিনি যে কক্ষে নিদ্রা যাইতেন, উহা অতিথিকে প্রদান করা হইবে। নিজে র‍্যাভেনস্উড হলঘরে কোনও মতে নিশা যাপন করিবেন।

লকহার্ড মনিবের অনুমতিক্রমে পান্থনিবাস হইতে খাদ্য সংগ্রহের আদেশ পাইয়াছিলেন। এখন ক্যালেবকে মনিব-বংশের মান-মর্য্যাদা রক্ষার জন্য নিজের বুদ্ধি-কৌশলের উপর নির্ভর করিতে হইবে। মাষ্টার দ্বিতীয়বার তাঁহার মুদ্রাধার ক্যালেবকে দিতে গেলেন; কিন্তু সে উহা গ্রহণ করিল না। কারণ, বিদেশী লকহার্ডের কাছে সে আত্মমর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ হইতে দিতে পারে না।

এ দিকে মাইসী ঘরে যাহা ছিল, তদ্দ্বারা অতিথিদিগের সম্বর্দ্ধনা করিল। রাত্রির ভোজের ব্যবস্থা ত হইতেছে। মাষ্টার দুর্গশিরে সার জন অ্যাসটনকে লইয়া গেলেন। তখন ঝটিকাবেগ কতকটা প্রশমিত হইয়াছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

"Now dame," quoth he, Jo vous dis
 sans doute,
Had I nought of a capon but the liver,
And of your white bread nought
 but a shiver,
And after that a roasted pigge's head,
(But I ne wold for me no beast
 were dead)
Then had I with you homely sufferaunce.

Chaucer, Sumner's Tale.

ক্যালেব গ্রামের দিকে যাত্রা করিল বটে, কিন্তু তাহার মনে দুর্ভাবনা জাগিয়া রহিল। ত্রিবিধ হাঙ্গামার সে আশঙ্কা করিতেছিল। বংশের সম্মান-রক্ষার জন্য আজ সে বাক্‌লোকে অপমানিত করিয়াছিল—তাহাকে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। কিন্তু সে কথা মনিবকে জানাইতে সে সাহস করে নাই। তার পর সে মনিবের মুদ্রাধার প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। উহা তাড়াতাড়ি না করিলেই ভাল ছিল। তৃতীয়তঃ মিঃ হেসটনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাহার সাহস হইতেছিল না। সম্ভবতঃ সুরাপান করিয়া বাক্‌লো এখন প্রকৃতিস্থ হয় ত নাই।

প্রভু-বংশের সম্মান রক্ষা করিবার জন্য ক্যালেবের সাহসের অন্ত ছিল না। কিন্তু বৃথা গণ্ডগোল করিবার মত সাহসও তাহার ছিল না। কাজেই সে সঙ্কল্প করিল যে, লকহার্ডের সাহায্য না লইয়াই সে আজিকার অতিথিসৎকারের উপযোগী আহার্য্যদ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া লইবে।

যে গ্রামের অভিমুখে সে চলিয়াছিল, সেখান হইতে অনুরূপ বিপৎকালে সে অনেক রকম সাহায্য পাইয়াছিল।

গ্রামের নাম উলফস্ হোপ। গ্রামের লোকসংখ্যা অল্প। গ্রামবাসীরা দুই তিনখানি নৌকার সাহায্যে মৎস্য শিকার করিত এবং শীতকালে গোপনে জিন্ ও ব্রাণ্ডি আনিয়া বিক্রয় করিত। র‍্যাভেনস্উড-পরিবারের প্রতি তাহাদের বংশানুক্রমিক শ্রদ্ধা

ছিল। কিন্তু উক্ত পরিবারের দুরবস্থার সময় অধিকাংশ গ্রামবাসীই সম্পত্তি মৌরসী করিয়া লইয়াছিল। কাজেই জমিদারকে তাহারা বড় কিছু খাজনা দিত না। প্রজা হইলেও তাহারা স্বাধীন প্রজাভাবেই বাস করিত।

ক্যালেব কিন্তু ছাড়িবার পাত্র ছিল না। সে মনিবের জন্য মাঝে মাঝে প্রজাদের নিকট হইতে নানা উপায়ে টাকা আদায় করিয়া লইত। গ্রামবাসীরা ইহাতে আপত্তি করিত না। কিন্তু ক্রমশঃ তাহারা আপত্তি উত্থাপন করায় ক্যালেব তাহাদের নিকট হইতে টাকার পরিবর্তে ডিম্ব, মাখন প্রভৃতি লইতে রাজি হইয়াছিল। কিন্তু গ্রামের এক জন মাতব্বরের চেষ্টায় অবশেষে প্রতিপন্ন হইয়াছিল যে, র‍্যাভেনস্উড পরিবার তাহাদের নিকট হইতে কিছুই দাবী করিতে পারেন না। সেই দিন হইতে ক্যালেব আর গ্রামের অভিমুখে যায় নাই। অথচ গ্রামবাসীরা তাহাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত। তাহাদের উৎসবাদিতে ক্যালেবের উপস্থিতি তাহাদের নিকট প্রার্থনীয় ছিল।

উভয় পক্ষের মধ্যে এইরূপ ব্যাপার ঘটার পর অদ্য প্রথম ক্যালেব গ্রামের পথে প্রবেশ করিল। সে জানিত, গ্রাম হইতে কিছুই পাওয়া যাইবে না! কিন্তু লকহার্ডের কাছে সে দীনতা-স্বীকার মৃত্যুর অপেক্ষাও মর্ম্মান্তিক। তাই সে চিন্তিতভাবে গ্রামের পথে পদার্পণ করিল।

লকহার্ডকে সে অন্যত্র প্রেরণ করিবার সঙ্কল্প করিল। অদূরে যে পান্থনিবাস হইতে আলোক-রশ্মি নির্গত হইতেছিল, সেই পান্থনিবাসে লকহার্ডকে সে অগ্রে যাইতে বলিল। সে বলিল, "আপনি ওখানে যান, শিকারীরা ঐখানেই আছে। আমি মিঃ বাক্‌লোর শোবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে আপনার সঙ্গে মিলিত হব। ওখানে সবাই মদ পান করছে! আপনি যদি বুদ্ধিমান্ হন, ওখানে গিয়ে দু'এক গ্লাস পান ক'রে নেবেন। কারণ, আমাদের বাড়ীর মদ বাজ পড়ে বিস্বাদ হয়ে গেছে।"

লকহার্ডকে বিদায় করিয়া দিয়া ক্যালেব অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হইল। কিন্তু কাহার গৃহে গিয়া সে আহার্য্য সংগ্রহ করিবে, তাহাও সে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না।

অবশেষে গিবি গির্ডারের বাড়ীর কাছে আসিয়া সে ফটকের দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। রান্নাঘরের কাছে আসিয়া সে ভিতরের দৃশ্য দেখিতে পাইল। গিবি গির্ডারের যুবতী পত্নীকে সে এক পাশে উপবিষ্ট দেখিল। সে তখন পুডিং তৈয়ার করিতেছিল। তাহার মাতা লকি লুপ দি ডাইক অগ্নিকুণ্ডের ধারে বসিয়া রন্ধনাগারের কাজ পরিদর্শন করিতেছিল। গিবি গির্ডারের এক জন শিক্ষানবীশ ছোকরা ভেড়ার মাংস যেখানে সিদ্ধ হইতেছিল, সেখানে বসিয়াছিল। আর একটি বালক যেখানে মুরগী পাক হইতেছিল, সেখানে উপবিষ্ট ছিল। অদূরে টেবল পাতা, সেখানে খানার আয়োজন হইতেছে। কাঁটা চামচ প্রভৃতি টেবলের উপর ঝক্-ঝক্ করিতেছে।

ক্যালেব ইহা দেখিয়া আপন মনে বলিল, "এত খাবার! এর খানিকটা যদি উল্‌ফ্‌স্‌ক্রাগে আমার সঙ্গে না যায়, ত আমার নাম ক্যালেব ব্যালডারস্টন নয়!"

এইবার সে সাড়া দিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়াই মেয়েরা লাফাইয়া উঠিয়া আনন্দধ্বনি করিল। সযত্নে ও সমাদরে তাহারা ক্যালেবকে ডাকিয়া বসাইল এবং এত দিন তাহার দেখা পায় নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। মাতা ও কন্যা উভয়েই ক্যালেবের গলা জড়াইয়া ধরিয়া হর্ষানন্দ প্রকাশ করিল।

ক্যালেব বলিল, "তোমাদের অনেক দিন দেখিনি বটে। একটা কাজে এ দিকে এসেছিলুম, ভাবলুম দেখে যাই। কিন্তু আমি ব্যস্ত, এখন ত বস্‌তে পারব না।"

বৃদ্ধা বলিল, "সে কি হয়, কত দিন পরে তুমি এসেছ, একটু ব'স। আমার জামাই আসুক, তার সঙ্গে দেখা ক'রে যাও। কিছু খাবার খাও।"

ক্যালেব বলিল, "কিন্তু আমার ত বড় তাড়া।" তাহারা ক্যালেবকে জোর করিয়া চেয়ারে বসাইয়া দিল। "খাবার কথা বলছ, তা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খেয়ে খেয়ে মারা যেতে বসেছি!"

লকি লাইটবডি বলিল, "তা আমাদের তৈরী পুডিং খানিকটা খেয়ে দেখ। তোমাকে বলতেই হবে, এ পুডিং ভারী চমৎকার।"

ক্যালেব বলিল, "গন্ধ পাচ্ছি। তা থেকেই বুঝেছি ভাল জিনিষ। কিন্তু ব'সে খাবার সময় ত হবে না। তা তোমাদের সুখী করবার জন্য, আমি এইটুকু বল্‌তে পারি, আমার রুমালে খানিকটা বেঁধে দাও। বাড়ী গিয়ে খেয়ে দেখব। তার পর লকি, তুমি ত বেশ আছ দেখছি। বয়স হলেও আমার চেয়ে তোমাকে দেখতে ভাল লাগছে। তোমার মেয়েও বেশ। মা ও বেটী দুজনেই সমান সুন্দরী।"

নারী আত্মপ্রশংসা শুনিলে সুখী হয়। মাতা ও পুত্রীর মুখে হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। এ দিকে এক খণ্ড তোয়ালের দ্বারা ক্যালেব পুডিংটা ভাল করিয়া বাঁধিয়া লইল। বাড়ী হইতে আসিবার সময় সে তোয়ালেখানা সঙ্গেই আনিয়াছিল।

মাতা প্রশ্ন করিল, "এখন দুর্গের খবর কি বল?"

"দুর্গের খবর? খুব ভাল। লর্ড কিপার আমার প্রভুর প্রাসাদে অতিথি হয়েছেন। সঙ্গে তাঁর রূপসী মেয়েও আছেন। যে রকম দেখা যাচ্ছে, তাতে র‍্যাভেনস্‌উডকে তিনি পেটি কোটের প্রান্তে বেঁধে ফেলবেন।"

"তাই না কি? মিস্ অ্যাসটনকে তা হ'লে মাষ্টারের ভাল লেগেছে? তাঁর চুলের রঙটা কি রকম বল ত?"

"আরে বাপ রে! একঝুড়ি প্রশ্ন ক'রে বসেছ? এক মিনিটে কি সব কথার উত্তর দেওয়া যায়! আমার ত আর এক মিনিটের বেশী থাকবার উপায় নেই। ভাল কথা, বাড়ীর কর্ত্তা কোথায়?"

"পাদরী মশাইকে আনবার জন্য গেছে। আজ এ বাড়ীতে একটা উৎসব আছে। তুমি থেকে যাও।"

"বেশ, বেশ! তা আচ্ছা, শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমি থাকব। কর্ত্তা এর মধ্যে যদি ফেরে, তা হ'লে তার সঙ্গে দেখা করেই যাব।"

তখন মিঃ গির্ডারের স্ত্রী বলিল, "তা হ'লে মিস্ অ্যাসটনকে প্রভুর মনে ধরেছে?"

"তাই ত মনে হচ্ছে।"

এমন সময় মাতা-পুত্রী কি কাজে গৃহান্তরে চলিয়া গেল। ক্যালেব বসিয়া রহিল। সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া এক টীপ নস্য গ্রহণের পর ক্যালের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইল।

একাদশবর্ষীয় বড় বালকটিকে উদ্দেশ করিয়া সে বলিল, "ছোকরা, এই পয়সাটা নেও, এটা নিয়ে মিসেস্ মাট্রাচার হোটেলে যাও। তাকে বলা আছে, সে আমার জিনিষগুলি দেবে। তোমাকেও বিসকুট খেতে দেবে। তোমার মাংস সিদ্ধ হচ্ছে কি না, আমি ততক্ষণ দেখছি।"

বড় ছোকরাটি চলিয়া যাইবামাত্র, ছোট ছেলেটির দিকে চাহিয়া, ক্যালেব আগুনের উপর হইতে সিদ্ধ মুরগীটা তুলিয়া লইল। তার পর টুপীটা মাথায় পরিয়া সে দ্রুতপদে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। হোটেলের কাছে গিয়া এক জন লোককে দিয়া সে বলিয়া পাঠাইল যে, আজ রাত্রিতে মিঃ হেস্‌টন বাক্‌লোর দুর্গে রাত্রিবাসের স্থান হইবে না।

ক্যালেব এ সংবাদ সংক্ষেপে জানাইয়া গেল বটে; কিন্তু যে লোকটি বাক্‌লোকে এ সংবাদ দিল, সে তেমন গুছাইয়া বলিতে না পারায়, বাক্‌লো নিজেকে অপমানিত বোধ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। ক্যাপ্টেন ক্রাগেনগেলট্‌ বলিলেন যে, বুড়ো ক্যালেবকে এখনই শিক্ষা দেওয়া উচিত। ইহাতে সমবেত সকলেরই সমর্থন পাওয়া গেল। কিন্তু লকহার্ড তাহার প্রভু এবং লর্ড বিটলব্রেন্‌সএর অনুচরদিগকে বুঝাইয়া দিল যে, র‍্যাভেন্‌সউডের বাড়ীর কাহারও সামান্যরূপ অনিষ্ট করিলে সার উইলিয়ম্ অ্যাস্টন কাহাকেও ক্ষমা করিবেন না। এই বলিয়া লকহার্ড তাহাদিগকে নিরস্ত করিল এবং দুই জন অনুচরের সাহায্যে খাদ্যদ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া দুর্গাভিমুখে প্রস্থান করিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

Should take aught of you?—'
'tis time I begged now;
And, what is worse than that,
I stole a kindness;
And, what is worst of all,
I lost my way in 't.
Wit without Money.

যে বালকটি ক্যালেবের কার্য্যাবলী লক্ষ্য করিয়াছিল, তাহার মুখমণ্ডলের ভাব তখন চিত্রশিল্পীর উপভোগ্য। সে ভূত দেখার মত নিশ্চলভাবে বসিয়া রহিল। সে নিজের কর্ত্তব্য ভুলিয়া গেল। আগুনের উপর মেষমাংস চড়ান ছিল, বালকের অমনোযোগিতায় তাহা পুড়িয়া কাল হইয়া গেল। বৃদ্ধা লাইটবয় ঘরে ঢুকিয়া আসিবামাত্র বালকের স্তব্ধভাব কাটিয়া গেল।

বৃদ্ধা বলিল, "ওরে মুখপোড়া ছেলে, মাংস যে পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে, দেখ্‌তে পাস্ নি?"

বালক কহিল, "কই দেখিনি।"

"গাইলস্, সে বদমাস্ ছোঁড়াটা কোথায় গেল?"

বিস্মিত বালক বলিল, "তা কে জানে?"

"মিঃ বাল্‌ডারষ্টোন্ কোথায় গেলেন, জানিস? আরে, যে মুরগীটা আগুনে চড়ান ছিল, সেটাই বা গেল কোথায়?"

মিসেস্ গির্ডার এই সময় মাতার কাছে ফিরিয়া আসিল। উভয়ে মিলিয়া এমন চীৎকার সুরু করিয়া

দিল যে, বালকটি ভেবাচেকা খাইয়া আসল কথাই ভুলিয়া গেল। ইতিমধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ বালকটি ফিরিয়া আসিলে তাহারা আসল ব্যাপারটা যেন কতক বুঝিয়া লইল।

বৃদ্ধা মাতা বলিল, "ক্যালেব বালডারষ্টোন এরকম খেলা খেল্‌লে কেন ?"

"তার কথা এখন থাক্! কর্ত্তা বাড়ী এলে, আমি এখন কি বলব, তাই ঠিক কর। সে ত বাড়ী এসে এ কথা শুন্‌লেই আমায় আজ আস্ত রাখ্‌বে না।"

মা বলিল, "তুই ত ভারী বোকা মেয়ে। আমার সাক্ষাতে তোকে মারবে? সে যে আমাকেই মারা হবে। সে আমি কোনমতে হ'তে দেব না।"

এই সময়ে অশ্বপদশব্দ শ্রুত হইল। কর্ত্তা ধর্ম্মযাজক সহ আসিতেছে বুঝা গেল। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়াই তাহারা রন্ধনাগারে প্রবেশ করিল। সেখানে আগুন জ্বলিতেছিল। আজ শীতও প্রচণ্ড। সকলেই বৃষ্টিধারায় সিক্তদেহ। যুবতী পত্নী স্বামীর নিকট হইতে প্রথম অপমান প্রত্যাশা করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহার মাতাও পার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিল। কন্যার প্রতি আক্রমণ হইলে সে তাহাকে আগেই রক্ষা করিবে, এই উদ্দেশ্য। উভয়েরই চেষ্টা মুরগী চুরী এবং ভেড়ার মাংস নষ্ট হওয়ায় দৃশ্যটা যত বিলম্বে কর্ত্তার দৃষ্টি-গোচর হয়, ততই ভাল। উভয়ে তাহাদিগকে প্রশ্ন করিল যে, জলঝড়ে বোধ হয় তাহারা বড় কষ্ট পাইয়াছে—শীতে ধরিয়াছে।

যুবতীর স্বামী বলিল, "শীত? আগুনের ধারে যেতে না দিলে জ'মে বরফ হ'য়ে যাব।"

গির্ডার নারীদিগকে সরাইয়া দিয়া অগ্নিকুণ্ডের দিকে অগ্রসর হইল। তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রথমেই দুইটি লোভনীয় খাদ্যের অভাব দেখিতে পাইয়া বলিল, "ব্যাপার কি, ওরে মাগী, শয়তানের খেলা—"

উভয়েই বলিয়া উঠিল, "লজ্জা করে না ওরকম কথা বল্‌তে? মিঃ বাইড দি বেণ্টের সাম্‌নে যা তা বলছ?"

"আমার ঘাট হয়েছে। কিন্তু—"

মিঃ বাইড দি বেণ্ট বলিলেন, "আমাদের আত্মার শত্রুর নাম মুখে আনা ভারী অন্যায়।"

"অপরাধ স্বীকার করছি।"

ধর্ম্মযাজক বলিলেন, "না, না, এরকম করা বড় দোষ।"

কর্ত্তা বলিল, "আমি ত দোষ স্বীকার ক'রে নিলুম। আর কি করতে পারি, মশাই? কিন্তু মেয়েমানুষদের জিজ্ঞাসা করছি, আমরা আসবার আগেই মাংস ভরা আগুন থেকে নামিয়ে রাখলে কেন?"

স্ত্রী বলিল, "গিল্‌বার্ট, আমরা নামিয়ে রাখিনি। একটা বিপদ ঘটেছে।"

উদ্দীপ্ত-নয়নে গিলবার্ট বলিল, "বিপদ? সে আবার কি? সেগুলো নষ্ট হয়ে যায়নি অবশ্য?"

স্ত্রী স্বামীকে ভয় করিত। কাজেই সে কোন উত্তর দিল না। কিন্তু তাহার মাতা কন্যার সাহায্য করিতে আগাইয়া আসিল। সে বলিল, "আমার এক জন জানা লোককে সেগুলো দিয়েছি। এখন কি বল্‌তে চাও তুমি?"

গির্ডার মুহূর্ত্ত স্তব্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। তার পর বলিল, "আমাদের আজকের খানার মধ্যে যা ভাল জিনিষ, তাই তুমি বিলিয়ে দিয়েছ? কাকে দিলে শুনি?"

যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া বৃদ্ধা বলিল, "উলফস্ ক্র্যাগের মিঃ ক্যালেব বাল্‌ডারষ্টনকে।"

গির্ডার ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল। ক্যালেবের উপর সে প্রসন্ন ছিল না। কাজেই সে রাগে ফুলিতে লাগিল। সে হাতে বেত উঠাইয়া ধরিল—শাশুড়ীকে প্রহার করিতে সে অপ্রস্তুত নহে। বৃদ্ধার হাতেও একটি লৌহদণ্ড ছিল। সেও সেটা কায়দা করিয়া ধরিল। তাহার হাতের জোরও কম নহে। সুতরাং বেগতিক দেখিয়া সে পত্নীর উপর আপতিত হইল। ধর্ম্মযাজক ইহা দেখিয়া বিচলিত হইলেন। গির্ডার বলিল, "ওরে বোকা মাগী, তুই সেই হতভাগাটাকে এমন ভাল মাংস বিলিয়ে দিতে দিলি কেন? আমি তোকে আচ্ছা রকম শিক্ষা দিচ্ছি, দাঁড়া।"

ধর্ম্মযাজক গির্ডারকে বাধা দিলেন। লাইট বয় লৌহদণ্ড হস্তে কন্যার রক্ষার জন্য সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সে দণ্ড আস্ফালন করিতে লাগিল।

ক্রোধভরে গির্ডার বলিল, "আমার বউকে আমি শাসন করতে পারব না?"

বৃদ্ধা বলিল, "তোমার পরিবারকে তুমি গালা-গালি দিতে পার, কিন্তু তার গায় হাত তুল্‌তে পার না। আমার সামনে আমার মেয়েকে তুমি মারবে, এত বড় আস্পর্দ্ধা?"

ধর্ম্মযাজক বলিলেন, "ভারী লজ্জার কথা, মিঃ গির্ডার! তোমার এ রকম ব্যবহার আমি আশা করিনি। নিজের ধর্ম্মপত্নীর উপর তোমার এ রকম

ব্যবহার অমার্জ্জনীয় অপরাধ। বিশেষতঃ আজকার দিনে। তোমার পুত্রের নামকরণের শুভ দিনে, কোন খৃষ্টানের এমন কাজ সমর্থনযোগ্য নয়। তার পর সামান্য মাংসের জন্য! ছিঃ, ছিঃ!"

"সামান্য! এমন বুনো মুরগী হঠাৎ পাওয়া যায়, মশাই?"

ধর্ম্মযাজক বলিলেন, "হলই বা ভাল জিনিষ, বন্ধু। ঘরে ত আরও অনেক রকম খাবার জিনিষ আছে। তাই দিয়েই সকলের খাওয়া বেশ চল্‌বে।"

গৃহকর্ত্তা নিরুপায় হইয়া বলিল, "সব বুঝলুম, কিন্তু ঐ রকম একটা ভবঘুরেকে অমন ভাল জিনিষ দেওয়া——"

ধর্ম্মযাজক বলিলেন, "শোন, গিলবার্ট! এ ব্যাপারে ভগবানের বিচারফল দেখতে পাচ্ছ না? যারা ধর্ম্মভীরু, তারা ভিক্ষে ক'রে খায় না। তোমাদের অত্যাচারী জমিদারের ছেলে এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছেন যে, তোমার প্রাচুর্য্যপূর্ণ সংসার থেকে ভিক্ষা ক'রে জীবন যাপন করছেন!"

স্ত্রী বলিল, "লর্ড র‍্যাভেনস্‌উডকে শুধু মাংস দেওয়া হয়নি। তাঁর বাড়ীতে লর্ড কিপার আজ অতিথি। তাঁর জন্যই দেওয়া হয়েছে।"

গির্ডার সবিস্ময়ে বলিল, "সার উইলিয়ম্ অ্যাস্টন উলফস্‌ক্রাগে এসেছেন?"

লাইট বয় বলিল, "শুধু তাই নয়। র‍্যাভেনস্‌উডের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছে।"

কর্ত্তা বলিল, "যত সব বাজে কথা! লর্ড কিপার আর র‍্যাভেনস্‌উডএর মধ্যে বন্ধুত্ব? কুকুর আর বেরালে বন্ধুত্ব করবে? খরগোসের সঙ্গে কুকুরের মিলন!"

শাশুড়ী বলিল, "আমি বল্‌ছি, লর্ড কিপারের মেয়ের সঙ্গে মাষ্টারের যে বিয়ে, শুনে রাখ, মহারাণীর ভাঁড়ারী পিটার পন্‌চিয়ম মারা গেছে। সেই জায়গায়———"

গির্ডার বলিল, "সব বাজে কথা!"

তখন মাতা ও পুত্রী সমস্বরে নিজেদের কথাই বজায় রাখিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

গির্ডারের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী এই সময় সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বলিল, "গিন্নীমা ঠিক কথাই বলছেন, লর্ড কিপারের চাকরদের আমি নাকি স্মাট্রাসের হোটেলে খানাপিনা করতে দেখেছি।"

গির্ডার বলিল, "ওদের মনিব তা হ'লে উলফ্‌স-ক্রাগে আছেন?"

বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"র‍্যাভেনস্‌উডের সঙ্গে তা হলে মিতালী হয়েছে?"

সে বলিল, "সেই রকমই ত মনে হচ্ছে, কর্ত্তা। তিনি ওখানেই ত বাসা নিয়েছেন।"

"পিটার পন্‌চিয়ন্ তা হ'লে মারা গেছে?"

"হ্যাঁ, কর্ত্তা, তাই! কিন্তু মুরগী নিয়ে মিঃ ব্যালডারষ্টোন্ চ'লে গেছেন। হুকুম হয় ত আমি ঘোড়ায় চেপে তাঁকে এখনও ধরতে পারি—মুরগীটা ফিরিয়ে আন্‌তে পারি! তিনি বোধ হয় এখনো গ্রাম পার হ'তে পারেন নি।"

"উইন্, তাই যাও। তাঁর দেখা পেলে তুমি কি করবে, তা ব'লে দিচ্ছি।"

সেখান হইতে সরিয়া গিয়া সে তাহার ভৃত্যকে গোপনে কি বলিয়া দিল।

শাশুড়ী ঘরের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া বলিল,— "খুব ভাল কাজ করলে বটে। নিরীহ ছোকরাকে তুমি সশস্ত্র লোকের সঙ্গে পাঠালে। মিঃ ব্যালডারষ্টোনের কোমরে তলোয়ার আছে, তা জান?"

ধর্ম্মযাজক বলিলেন—"কাজটা তুমি ভাল করলে না ক, মিঃ গির্ডার।"

গির্ডার বলিল,—"ভাল বিপদে পড়া গেছে। এক দিকে স্ত্রীর ফোঁস-ফোঁসানি, অপর দিকে পুরুতের ভ্যান্ ভ্যান্! আমার কাজ আমি ভাল বুঝি। জেয়ান্, এখন আমাদের খেতে দেও, আর ও সব কথা নয়।"

এ বিষয়ে আর একটি কথারও আলোচনা হইল না।

এ দিকে মালিকের অশ্বপৃষ্ঠে সমারূঢ় হইয়া ছোকরা জোরে ঘোড়া হাঁকাইয়া দিল। ক্যালেব পথিমধ্যে কোথাও মুহূর্ত্তমাত্র দেরী করে নাই। শুধু সে মিঃ লকহার্ডকে বলিয়াছিল যে, গির্ডারের পত্নী তাঁহাকে মুরগীটা দিয়াছে। মাইসী পাছে খারাপ করিয়া ফেলে, এজন্য আগুনে আধা-কাঁচা ভাজা করিয়া দিয়াছে। ক্যালেব এত দ্রুত চলিতেছিল যে, তাহার সঙ্গীরা তাহার সহিত তাল রাখিয়া হাঁটিতে পারিতে-ছিল না। গ্রাম ও উলফসক্রাগের মাঝখানের উচ্চ-ভূমির উপর উঠিয়া ক্যালেব আপনাকে অনেকটা নিরাপদ মনে করিল। ঠিক এই সময়ে সে অশ্বপদ-ধ্বনি ও সেই সঙ্গে কাহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল— "মিঃ ক্যালেব—মিঃ ব্যালডারষ্টোন্—মিঃ ক্যালেব ব্যালডারষ্টোন্—একটু থামুন।"

ক্যালেব সে ডাকে কর্ণপাত করিল না। যেন সে শুনিতেই পায় নাই, এখনই ভাবে সোজা চলিতে লাগিল। অবশেষে পুনঃ পুনঃ চীৎকারে সে অগত্যা থামিল। সে সংগৃহীত দ্রব্যগুলি দৃঢ়হস্তে ধারণ করিয়া বেশ সম্ভ্রমভরে আগন্তুকের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সে প্রাণত্যাগ করিবে, তথাপি একটি জিনিষও ফিরাইয়া দিবে না।

এমন সময় সে সবিস্ময়ে দেখিল, গির্ডারের ভৃত্য সম্মান সহকারে তাহাকে সম্বোধন করিয়া সেখানে আসিয়া ঘোড়া থামাইল। সে বলিল যে, তাহার মালিক উপস্থিত ছিলেন না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। ছেলের নামকরণের উৎসব ছাড়িয়া তাঁহার পক্ষে আসা অসম্ভব, এজন্য তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। কিছু ব্রাণ্ডি ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যও তাহার সঙ্গে দিয়াছেন। কারণ, তিনি শুনিয়াছেন, দুর্গে মহামান্য অতিথি আসিয়াছেন, অথচ তাঁহাদের সেবার উপযোগী দ্রব্যাদির অভাব আছে।

ক্যালেব এ কথা শুনিয়া আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। সে গম্ভীরভাবে তাহাকে কাণে কাণে বলিল যে, সে যেন ঐ জিনিষগুলি দুর্গে লইয়া যায়। বালক ক্যালেবকে মৃদুস্বরে এ কথাও বলিল যে, লর্ড র‍্যাভেন্সউড যেন গির্ডারের কথা মনে রাখেন। পিটার পনচিয়ন মারা গিয়াছে। সেই পদে যদি গির্ডারকে নিযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে তিনি কৃতার্থ হইবেন।

মুরুব্বীয়ানা চালে ক্যালেব তাহাকে বলিল, "আচ্ছা, সে কথা যাক। তোমার মনিব যেরকম ভদ্র ব্যবহার করেছেন, তাতে আমি মনিবের কাছে তাঁর কথা বেশ গুছিয়েই জানাব। আপাততঃ তুমি জিনিষগুলো নিয়ে দুর্গের মধ্যে ঢুকে ডানদিকে রেখে দেবে। চাকরবাকররা বাড়ীতে নেই, কাজেই কাকেও দেখতে পাবে না।"

ছোকরা আদেশমত ঘোড়া ছুটাইয়া দিল। কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া ফিরিবার পথে সে ক্যালেবকে টুপী খুলিয়া সেলাম বাজাইয়া চলিয়া গেল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

As, to the Autumn breeze's
bugle sound,
Various and vague the dry leaves
dance their round;
Or, from the garner-door,
on ether borne,
The chaff flies devious from the
winnow'd corn;
So vague, so devious,
at the breath of heaven,
From their fix'd aim are mortal
counsels driv'n.

Anonymous.

র‍্যাভেন্সউড পরিবারের সম্মান রক্ষা করিতে গিয়া সকল বিষয়ে সফলতা লাভ করায় ক্যালেব অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। সে যখন নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য টেবলে সাজাইয়া দিল, তখন তাহার খুসীর সীমা ছিল না। বহুদিন এমন খাদ্য উলফস্‌ক্র্যাগে দেখা যায় নাই। তাহার মনিব ও অতিথিরা পূর্ব্বে তাহার কথায় সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এজন্য সে তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহাদের দিকে চাহিতেও মিঃ লকহার্ডকেও সে তাহার প্রভুবংশের ক্ষমতা গর্ব্বের নানা কাহিনী শুনাইয়া দিতেও ছাড়ে নাই।

"জানেন মশাই, এ দেশের কোন প্রজা যদি গরু বা ভেড়া কিনে আনত, অমনি সে আগে লর্ড র‍্যাভেনসউডকে জিজ্ঞাসা করত, তিনি সেগুলো রাখবেন কি না। তিনি অনুমতি দিলে তবে তারা গরু-ভেড়া ঘরে তুলত। অবশ্য আগের সে দিন এখন আর নেই। তবু প্রজারা মনিবকে ভয় ক'রে চলে। এঁদের প্রতাপ কতখানি, তা বুঝুন।"

লকহার্ড বলিল, "দেখুন মিঃ ক্যালেব, আমাদের মনে হয় যে, আমার মনিব-কন্যার সঙ্গে আপনার মনিবের বিয়ে হ'লে সব দিকে রক্ষা পায়। স্যর উইলিয়ম তা হ'লে আপনার মনিবের সব সম্পত্তি মেয়েকেই আবার দান ক'রে ফেলবেন। এই যুবকযুবতীর মিলন হ'লে সব দিক দিয়েই ভাল হবে।"

মাথা নাড়িয়া ক্যালেব বলিল, "তা যদি হ'ত, ভালই হ'ত। কিন্তু এ বংশের সম্বন্ধে একটা ভবিষ্যদ্বাণী আছে। সেটা ভাল নয়।"

লকহার্ড বলিল, "ও সব বাজে কথা। এঁরা যদি পরস্পরকে ভালবাসেন, তা হ'লে এঁদের মিলন সুখেরই হবে। কিন্তু সত্য কথা বল্‌তে কি, আমাদের বাড়ীর গিন্নী সব কাজেই বাধা দিতে মজবুত। যাই হোক্, ওঁদের স্বাস্থ্য কামনা ক'রে পান করতে ত দোষ নেই।"

রন্ধনাগারে বসিয়া পরিচারকরা এই ভাবে স্ফূর্ত্তি করিতেছিল; ও দিকে হলঘরেও অতিথিরা বেশ স্বচ্ছন্দে আহার্য্য ভক্ষণ করিতেছিলেন। মাষ্টার র‍্যাভেনস্‌উডকে খুসী করিবার জন্য লর্ড কিপারের আগ্রহের অন্ত ছিল না। মাষ্টারও পূর্ব্ব-শত্রুতা যেন সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছিলেন, অবশ্য মিস্ অ্যাস্টনের যে ইহাতে প্রভাব ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

লর্ড কিপার দক্ষ রাজনীতিক ছিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর মধুর। তিনি এমন ভাবে আলাপ করিতে লাগিলেন যে, মাষ্টার র‍্যাভেন্‌স্‌উডও তাহাতে মুগ্ধ না হইয়া পারিলেন না। মিস্ অ্যাস্টন বেশী কথা বলিতেছিলেন না; কিন্তু তাঁহার মুখে অনুক্ষণই মিষ্ট হাসি লাগিয়াছিল। সে হাসি যুবককে বিচলিত করে নাই, এমন নহে।

এইরূপে পান-ভোজন ও আলাপ-আলোচনা চলিতে চলিতে বিশ্রামের সময় সমাগত হইল। কিপার এবং তাঁহার কন্যা স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কক্ষে গমন করিলেন। শয়নকক্ষ দুইটি যথাসাধ্য সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। মাইসী মিস্ অ্যাস্টনের পরিচর্য্যায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিল।

দেশের প্রচলিত প্রথা অনুসারে ক্যালেবকে সঙ্গে লইয়া মাষ্টার লর্ড কিপারের শয়নকক্ষে তাঁহার অনুসরণ করিলেন। টেবলের উপর বাতি ও বাতি-দান সজ্জিত ছিল। ক্যালেব ইতিমধ্যে দুইটি পাত্র পূর্ণ করিয়া সুরা আনয়ন করিল।

লর্ড কিপার বলিলেন, "ক্যালেব, তুমি বরং এক কাজ কর! তুমি এক পাত্র সাদা জল আমার জন্য এনে দাও।"

ক্যালেব বলিল, "হুজুর, তা কি হ'তে পারে? আপনি র‍্যাভেনস্‌উড দুর্গে মাননীয় অতিথি। আপনি সাদা জল পান করবেন?"

মাষ্টার সহাস্যে বলিলেন, "তা হোক্, উনি যখন চাচ্ছেন, তখন তাই এনে দেও। কিছুদিন আগেও অতিথিকে সাদা জল পান করতে দেওয়া হয়েছে ব'লে আমার মনে হচ্ছে।"

ক্যালেব বলিল, "তা সত্যি।" এই বলিয়া ত্বরিতে পাত্রপূর্ণ জল লইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "এমন জল হুজুর হঠাৎ পাবেন না। এ জল ভারী মিষ্টি। তা ছাড়া—"

"তা ছাড়া, এখন লর্ড কিপারকে বিশ্রাম করতে দেও।"

মনিবের কথায় তটস্থ হইয়া ক্যালেব কক্ষত্যাগের উপক্রম করিল। মনিবকে লইয়া যাইবার জন্য দরজা খুলিয়া ধরিল।

বাধা দিয়া লর্ড কিপার বলিলেন, "ক্যালেব, মাষ্টার র‍্যাভেনস্‌উডের সঙ্গে আমার একটা কথা আছে। তুমি এখানে না থাক্‌লেও চল্‌বে।"

ক্যালেব সেই মুহূর্ত্তেই অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল। মাষ্টার নিস্পন্দভাবে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ইতস্ততঃ করিয়া সার উইলিয়ম্ বলিলেন, "মাষ্টার র‍্যাভেনস্‌উড, আশা করি, আপনার ক্রোধ আপনি দমন করেছেন?"

আরক্ত মুখে যুবক বলিলেন, "এমন কিছু আজ ঘটেনি—যাতে ক্রোধ প্রকাশ পেতে পারে। সে জন্য ক্রোধ দমনের প্রয়োজন হয়নি।"

অতিথি বলিলেন, "আমি অন্য রকম ভেবেছিলুম। আপনার পরলোকগত পিতার সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে যে অবাঞ্ছনীয় মামলা-মোকদ্দমা চলেছিল, তা মনে ক'রে হয় ত আপনার মন বিরূপ থাক্‌তে পারে।"

উত্তেজিতভাবে র‍্যাভেনস্‌উড বলিলেন, "মাই লর্ড, আমার পিতৃগৃহে ব'সে এ সব বিষয়ের আলোচনা বোধ হয় সঙ্গত হবে না। সে কাজ অন্যত্র, অন্য সময় হ'তে পারবে।"

সার উইলিয়ম বলিলেন, "অন্য সময় বা অন্যত্র ও বিষয়ের আলোচনা করতে হয় ত আমারই বাধ-বাধ ঠেকবে। আমার যা বক্তব্য, তা এখনই বল্‌তে চাই—আমি অনেকবার আপনার পিতার সঙ্গে আগ্রহভরে দেখা করতে চেয়েছিলুম। যদি দেখা হ'ত, তা হ'লে তাঁর ও আমার মনের অনেক অকৌশল হয় ত থাক্‌ত না।"

ঈষৎ চিন্তা করিয়া যুবক বলিলেন, "এ কথা সত্য যে, আপনি আমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন?"

"প্রিয় মাষ্টার, শুধু প্রস্তাব করেছিলুম?—না, আমি তাঁর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেছিলুম। ভিক্ষা চেয়েছিলুম। আমাদের উভয়ের মধ্যে স্বার্থান্বেষী লোকরা যে ব্যবধান রচনা ক'রে দিয়েছিল, সে ব্যবধান আমি ভেঙ্গে চূরে ফেল্‌তে চেয়ে-ছিলুম। যুবকবন্ধু, হ্যাঁ, এখন থেকে আমি

আপনাকে ঐ বলেই সম্বোধন করব, আজ আপনার সঙ্গে আমি যেমন মিলিত হবার অবকাশ পেয়েছি, এই রকম মিলনের অবকাশ যদি তাঁর সঙ্গে সম্ভবপর হ'ত, তা হ'লে আমাদের দেশ এত শীঘ্র তাঁর মত এক জন গুণী ও মানী লোককে হারাত না। আমি তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতুম, ভক্তি করতুম যদি মিলনের অবকাশ পেতাম, তা হ'লে তিনি আমাকে তাঁর শত্রু মনে ক'রে ইহলোক ত্যাগ করতেন না।"

লর্ড কিপার নয়নে রুমাল চাপিয়া ধরিলেন ব্যাভেনসউডও বিচলিত হইলেন।

লর্ড কিপার বলিয়া চলিলেন, "এটা সঙ্গত এবং প্রয়োজনীয় যে, আইনসঙ্গত আমার কতখানি অধিকার আছে—আদালতের ডিক্রী অনুসারে কতখানি আমি দাবী করতে পারি, তা জানা দরকার। বিচারালয়ের আদেশ সত্ত্বেও, আমার এমন অভিপ্রায় ছিল না যে, যাহা ন্যায়সঙ্গত, তার বেশী আমি দাবী করি।"

র‍্যাভেনসউড ব'ললেন, "মাই লর্ড, এ বিষয়ের আর আলোচনার প্রয়োজন নেই। আইনতঃ আপনার যা প্রাপ্য, ও আইনে আপনি যা পেয়েছেন, তা আপনি ভোগ করবেন, দখল করবেন। আমার বাবা বা অন্য কারও দয়াদত্ত দানের প্রত্যাশী হতাম না।"

"দয়া? না, না, আপনি আমায় ভুল বুঝছেন। তবে আপনি ত আইন-ব্যবসায়ী নন। আইনে যাকে স্বত্ব বলে, তার সবটা নিতে কোন মানী ব্যক্তি রাজি হয় না।"

মাষ্টার বলিলেন, "শুনে আমি দুঃখিত হচ্ছি।"

"না, না, আপনি অনভিজ্ঞ আইন-ব্যবসায়ীর মত কথা বলছেন। বুদ্ধির আগেই আপনার মন চ'লে যাচ্ছে। আপনার ও আমার মধ্যে অনেক কিছু মীমাংসিত হ'তে পারে। আপনার মত এক জন অভিজাত-বংশের বাড়ীতে আমি অতিথি! আমি বুড়া হয়েছি, এ বয়সে কি আমি শান্তি ছাড়া অন্য কোন জিনিষের ভক্ত হ'তে পারি? বিশেষতঃ যিনি আমার ও আমার কন্যার প্রাণ রক্ষা ক'রে আমাদের কৃতজ্ঞতা-পাশে বেঁধে ফেলেছেন, তাঁর সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত মীমাংসা করতে আমার আকাঙ্ক্ষা ও উৎকণ্ঠা হওয়া কি স্বাভাবিক নয়?"

বৃদ্ধ তখনও যুবকের হাত চাপিয়া ধরিয়াছিলেন। যুবক অগত্যা রাজি না হইয়া পারিলেন না। রাত্রির মত 'বিদায়-সম্ভাষণ জানাইয়া তিনি কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

র‍্যাভেনসউড দ্রুতপদে হলঘরে চলিয়া গেলেন। সেখানেই তিনি রাত্রিযাপন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। আজ তাঁহার গৃহে তাঁহার বংশের চিরশত্রু। কিন্তু তাঁহার মনে আজ শত্রুতার ভাবও ছিল না। তাঁহার মনে হইল যে, তিনি তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পারেন না, অথবা প্রতিশোধ লইতেও পারেন না। মনের মধ্যে দুইটি ভাবের দ্বন্দ্ব চলিতেছিল—পিতার অপমানের জ্বালা এবং শত্রু-কন্যার প্রতি আকর্ষণ। চন্দ্রালোকে পাদচারণা করিতে করিতে যুবক আপনাকে ধিক্কার দিলেন। বাতায়নের কপাট সজোরে খুলিয়া ফেলিয়া তিনি ঘরের মধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার উত্তেজিত হৃদয় শান্ত হইল।

তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এই ব্যক্তি যদি অনুতপ্ত হইয়া আমার সহিত রফা করিতে চাহেন, তাহা হইলে বাবার অভিযোগ করিবার কি থাকিতে পারে? আমারই বা অভিযোগের কি আছে? এই লোককে আগে আমি অন্য রকম ভাবিতাম। এখন তিনি তাহা নহেন দেখিতেছি। ইঁহার কন্যা—কিন্তু না, আমি তাঁহার কথা চিন্তা করিব না।

সর্বাঙ্গে অঙ্গাবরণ জড়াইয়া তিনি শুইয়া পড়িলেন এবং লুসী অ্যাসটনের স্বপ্নে বিভোর হইলেন সমস্ত রজনী এই ভাবে অতীত হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

"We worldly men, when we see
friends and kinsmen
Past hope sunk in their fortunes,
lend no hand
To lift them up, but rather set our foot
Upon their heads to press them to
the bottom,
As I must yield with you I practised it;
But now I see you in a way to rise,
I can and will assist you."

New Way to Pay Old Debts.

লর্ড কিপার যেরূপ শয্যায় শয়নে অভ্যস্ত, তদপেক্ষা কঠিন শয্যায় দেহ বিছাইয়া দিয়াছিলেন। সমস্ত রজনী তিনি চিন্তায় অতিবাহিত করিলেন। রাজনৈতিক ঝটিকার মধ্যে তিনি জাহাজ চালাইতে অভ্যস্ত ছিলেন। বায়ুর গতি বুঝিয়া, বিপরীত

তরঙ্গের মধ্যেও তিনি নিজের জাহাজকে বানচাল হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তিনি অবস্থা বুঝিয়া কার্য্য করিতে জানিতেন। যে দল যখন প্রবল হইত, তিনি তাহার সহিত মিত্রতা করিয়া চলিতেন। এই ভাবেই তিনি সারাজীবন চলিয়া আসিয়াছেন।

তিনি যে সময় বুঝিয়া চলিতে জানেন, এ কথা সর্ব্বজনবিদিত ছিল। আইন সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান অফুরন্ত ছিল। এজন্য সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত।

মার্কুইস এ—স্কটল্যাণ্ডের মন্ত্রিসভার পরিবর্ত্তন আনিবার চেষ্টা করিতেছেন, এ কথা প্রচার হইয়াছিল। তিনি ক্ষমতাশালী লোক, তাঁহার ধনবল ও জনবল আছে, ইহা সর্ব্বজনবিদিত সত্য। তাঁহার প্রচেষ্টা সফল হইতে পারে, ইহা লর্ড কিপার আশঙ্কা করিয়াছিলেন।

তাঁহার কোনও রাষ্ট্রনৈতিক বন্ধু র‍্যাভেনস্‌উড দুর্গে লর্ড কিপারের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। লর্ড কিপার তখন মাষ্টার র‍্যাভেনস্‌উড হইতে বিপদের আশঙ্কা করিতেছিলেন। তাঁহার ভয় হইয়াছিল, পাছে মাষ্টার তাঁহাকে হত্যা করেন। এলিস, অন্ধ বৃদ্ধা ইঙ্গিতে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিবার পর হইতে তিনি মনে মনে সত্যই শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

যে বন্ধুটি র‍্যাভেনস্‌উড দুর্গে আসিয়াছিলেন, তিনি মার্কুইসেরও রাষ্ট্রনৈতিক দলের এক জন। তিনি বুঝিলেন যে, লর্ড কিপারের মনে শঙ্কা জন্মিয়াছে। তখন প্রকৃত মনের ভাব গোপন করিয়া তিনি লর্ড কিপারের সেই শঙ্কাকে আরও বাড়াইয়া দিলেন। এমন ভাবেও ইঙ্গিত করিলেন যে, মাষ্টার র‍্যাভেনস্‌উড তাঁহাকে হত্যা করিতে পারেন। ইহাতে লর্ড কিপার অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন; তবে বাহিরে কিছুই প্রকাশ করিলেন না।

এ দিকে মার্কুইসের রাষ্ট্রনৈতিক চর অবস্থা বুঝিয়া তাঁহার মনে অন্যবিধ আশঙ্কাও জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে, লর্ড কিপার মোকদ্দমায় জয়লাভ করিলেও এমন কতকগুলি ব্যাপার আছে, যাহাতে মাষ্টার র‍্যাভেনস্‌উড রাজদ্বারে প্রতিকারপ্রার্থী হইলে, তিনি প্রতিকার পাইতে পারিবেন। লর্ড কিপার প্রথমতঃ যুক্তিতর্ক, প্রমাণ লইয়া আপত্তি করিলেও অবশেষে স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে, পার্লামেণ্টে যদি প্রকৃতপ্রস্তাবে এ ব্যাপারের আলোচনা হয়, তাহা হইলে মাষ্টার র‍্যাভেনস্‌উড সাফল্য লাভ করিতে পারেন; কিন্তু পার্লামেণ্টে কে তাঁহার হইয়া এ বিষয় উত্থাপন করিবেন?

তখন বন্ধু বলিলেন, "ভাই, বৃথা আশায় মনকে স্তোক দিও না। আগামী অধিবেশনে র‍্যাভেনস্‌উডের পক্ষে বন্ধুর দল এত বেশী হবে যে, তোমার কোন আশা নেই।"

বিদ্রূপভরে লর্ড কিপার বলিলেন, "সে দৃশ্যটা উপভোগ্য হ'তে পারে বটে!"

বন্ধু বলিলেন, "অসম্ভব ব'লে ভাবছ? কিন্তু এ রকম ঘটনা আমাদের আমোলেই ঘটেছে। এখন যারা সকল বিষয়ে ক্ষমতা পরিচালনা করছে, কয়েক বছর আগে তাদের অনেকেই আত্মগোপন ক'রে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন।"

লর্ড কিপার দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে বলিলেন, "স্কটল্যাণ্ডে এ রকম ঘটনা বিরল নয়, সে কথা ঠিক।"

বন্ধু বলিলেন, "ভাই, তুমি দীর্ঘকাল সরকারের সেবা ক'রে এসেছ। আইন সম্বন্ধেও তোমার অসাধারণ জ্ঞান; কিন্তু একটা কথা ব'লে রাখি, মার্কুইস এ—যদি তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়ান, তা হ'লে তোমার সম্পত্তি যে তোমারই থাকবে, তা বলা যায় না। মার্কুইসের দল পার্লামেণ্টে প্রবল হয়ে উঠছে। মৃত র‍্যাভেনস্‌উডের তিনি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। আমি জানি, তিনি মাষ্টার র‍্যাভেনস্‌উডের পক্ষ সমর্থন করবেনই। কেন করবেন না বল? মাষ্টার উৎসাহী যুবক, কথায় ও অস্ত্রে তিনি আত্মরক্ষায় মজবুত। যদি পার্লামেণ্টের লর্ড সভায় র‍্যাভেনস্‌উডের বিষয় আলোচিত হয়, মার্কুইস সদলবলে তারই সমর্থন করবেন।"

"সেটা কিন্তু ভাল হবে না। এত দিন আমি সরকারের সেবা করেছি, মার্কুইস পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি পোষণ ক'রে এসেছি—তাঁকেও যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি।"

মার্কুইসের চর বলিলেন, "তাতে হবে না, বন্ধু। যা অতীত, তাকে আঁকড়ে ধ'রে থাকলে চলবে না। যা করেছ, তা ত অতীত হয়ে গেছে। বর্ত্তমানে তাঁর কি সেবা করেছ, তাঁকে কি শ্রদ্ধা দেখিয়েছ বল? মার্কুইস নগদ সেবা চান, অতীতের দোহাই তিনি মানবেন না।"

লর্ড কিপার তাঁহার বন্ধুর কথার ভাব বুঝিলেন। কিন্তু তিনিও বুদ্ধিমান্; তাই কোন জবাব দিলেন

না। সার উইলিয়ম্ অ্যাস্টন কথার মোড় ফিরাইয়া দিলেন। ও বিষয় আর আলোচনা করিবার অবকাশ দিলেন না।

বন্ধু যখন ফিরিয়া গিয়া মার্কুইসকে সকল কথা জানাইলেন, তখন উভয়েই স্বীকার করিলেন যে, লর্ড কিপারকে শান্তিতে থাকিতে দেওয়া হইবে না। নূতন নূতন শঙ্কা লর্ড কিপারের মনে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। বিশেষতঃ যত দিন তাঁহার স্ত্রী দূরে আছেন, তত দিন সুযোগ ত্যাগ করা হইবে না। স্ত্রীর সহিত মিলিত হইলে লর্ড কিপারের সাহস ফিরিয়া আসিবে। লেডী অ্যাস্টন যেরূপ চক্রান্তকারিণী, কৌশলময়ী এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধিধারিণী, তাহাতে তিনি স্বামীকে সহসা অন্যের কবলে পড়িতে দিবেন না।

লেডী অ্যাস্টন তখন এডিনবরা সহরে বাস করিতেছিলেন : সম্প্রতি তিনি লণ্ডনে গিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য—মার্কুইসের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া দেওয়া। রাজসভায় তাঁহার এক প্রতিপত্তিশালিনী বান্ধবী ছিলেন। মার্লবরোর ডচেস্ সারা তাঁহার অন্তরঙ্গ সখী। তাঁহার সহিত লেডী অ্যাস্টনের চরিত্রগত সাদৃশ্য ছিল। স্ত্রী ফিরিয়া স্বামীর সহিত সম্মিলিত হইবার পূর্ব্বে লর্ড কিপারকে চাপ দেওয়া প্রয়োজন। সেই জন্যই মার্কুইস্ মাষ্টার র‍্যাভেনসউডকে ঐ ভাবে পত্র লিখিয়াছিলেন। অতি সাবধানতার সহিত মার্কুইস্ পত্রের ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন : তাঁহার উদ্দেশ্যের অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় অবস্থাতেই তিনি যাহাতে কাজ করিতে পারেন, এমনই ভাষায় পত্রখানি লিখিয়াছিলেন। মাষ্টার র‍্যাভেনসউডকে লর্ড কিপারের ভীতি উৎপাদকরূপে বর্ণনা করাই তাঁহার অভিসন্ধি ছিল।

পত্র-বাহককে বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, লর্ড কিপারের বাড়ীর কাছ দিয়াই সে যেন গমন করে; সন্নিহিত গ্রামে ঘোড়ার খুর মেরামত করিবার অছিলায় সে যেন যায় এবং এমন ভাব প্রকাশ করে, বিলম্ব হইলে তাহার বিশেষ কার্য্যক্ষতি হইবে। কথায় কথায় সে যেন এমন কথাও প্রকাশ করিয়া ফেলে যে, মার্কুইস এ—র নিকট হইতে সে জরুরী পত্র লইয়া মাষ্টার র‍্যাভেনসউডের কাছে যাইতেছে। পথে বিলম্ব হইলে বিশেষ সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা।

এ সংবাদ যথাসময়ে লর্ড কিপারের কাছে গিয়া পৌঁছিল। তাঁহার চর সর্ব্বত্র ফিরিত। অবশ্য অনেকটা অতিরঞ্জিত হইয়াই কথাটা লর্ড কিপারের কর্ণগোচর হইল। লর্ড কিপার সব শুনিয়া নীরবে রহিলেন। কিন্তু গোপনে লর্ড কিপার তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য লকহার্ডকে বলিয়া দিলেন যে, পত্রবাহকের প্রত্যাবর্ত্তন সে যেন লক্ষ্য করে এবং মদ পান করাইয়াই হউক অথবা যে কোনও প্রকারে হউক, পত্রে কি লেখা আছে, দূতের নিকট হইতে তাহা যেন জানিয়া লয়। কিন্তু মার্কুইস পূর্ব্ব হইতেই এইরূপ সম্ভাবনার কথা ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন। তাই দূত ভিন্ন পথে তাঁহার কাছে ফিরিয়া গেল। লকহার্ড তাহার পাত্তা পাইল না।

যাহা হউক, মার্কুইসের পত্র যে মাষ্টার পাইয়াছেন, সে সম্বন্ধে ক্যালেবের চটুল রসনা হইতে সংবাদ বাহির হইয়া গেল। লর্ড কিপার তখন সত্য সত্যই ভীত হইয়া পড়িলেন। তিনি বুঝিলেন, মাষ্টার র‍্যাভেনসউড তাঁহার সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার জন্য যদি ইংলিশ পার্লামেণ্টে আবেদন করেন, তাহা হইলে তাঁহার অনুকূলে রায় বাহির হওয়া অসম্ভব নহে। তাহাতে লর্ড কিপারের বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। তিনি আরও সংবাদ পাইলেন যে, মার্কুইস যে ভাবে চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে লর্ড কিপারের পক্ষে আশাপ্রদ অবস্থা নহে। তখন তিনি কি উপায়ে এই ঝটিকার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন, তাহার উপায় উদ্ভাবনে মন দিলেন। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, মাষ্টার র‍্যাভেনসউডের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, এ বিষয়ে তাঁহার অভিপ্রায় কিরূপ, তাহা অবগত হইতে পারিলে ভাল হয়। হয় ত যুবকের সহিত একটা রফাও হইয়া যাইতে পারে। যদি মাষ্টারের সঙ্গে একটা বুঝা-পড়া হইয়া যায়, তাহা হইলে মার্কুইসকে তিনি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিতে পারিবেন। তাহা ছাড়া অভিজাতবংশের যুবককে দারিদ্র্য হইতে উদ্ধার করাও মহৎ কর্ম্ম।

তাহা ছাড়া তিনি ভাবিলেন যে, মাষ্টার র‍্যাভেনসউড যদি আংশিক সম্পত্তি পান, তখন তাঁহার সহিত কন্যা লুসার বিবাহ দিয়া উভয় বংশের মধ্যে আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠা করিয়া লইবেন। তখন তিনি আরও শক্তিশালী হইয়া উঠিবেন।

এই সকল কল্পনা করিয়া তিনি লর্ড বিটলব্রেনস্-এর আতিথ্য গ্রহণ করেন। লর্ড কিপারের মনে মনে সংকল্প ছিল, শিকার-ব্যপদেশে মাষ্টার র‍্যাভেনসউডের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। লকহার্ডও উলফস্ক্রাগ দুর্গের কাহারও সহিত পরিচয় করিয়া যেন লয়। ঘটনাক্রমে ঝটিকার সুযোগে তিনি চির-বৈরীর বাড়ী আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। এ সুযোগ যেন বিধাতার প্রেরিত বলিয়া তাঁহার মনে হইল।

মাষ্টারের আতিথেয়তায় লর্ড কিপার আশ্বস্ত হইলেন। মাষ্টার র‍্যাভেন্‌স্‌উডকে কিছু সম্পত্তি ছাড়িয়া দিয়া রক্ষা করিবার জন্য তিনি ব্যগ্র হইলেন। তদনুসারে তিনি শয়নের পূর্ব্বে প্রস্তাবও করিলেন। কন্যার সহিত র‍্যাভেনস্‌উডের বিবাহ দিবার সংকল্পও তাঁহার মনে জাগিল। কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর দিক হইতে প্রতিবাদ আসিতেও পারে, সে কথাটাও তাঁহার মনে হইল। সে পরের কথা। তখন অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা যাইবে, ইহা ভাবিয়া রাত্রির মত তিনি নিদ্রার ক্রোড়ে আত্মসমর্পণ করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

"A slight note I have about me for you, for the delivery of which you must excuse me. It is an offer that friendship calls upon me to do, and no way offensive to you, since I desire nothing but right upon both sides."

King and no King.

পরদিন প্রভাতে অতিথির সহিত মাষ্টার র‍্যাভেন্‌স্‌উডের যখন সাক্ষাৎ হইল, তখন মাষ্টারের চিত্তে বিষণ্ণতার ছায়া আংশিক ভাবে ফিরিয়া আসিয়াছিল। তিনিও সারারাত্রি ঘুমাইতে পারেন নাই—শুধু চিন্তায় কাটিয়াছে। বংশের চিরশত্রুর সহিত নিজের বাড়ীতে বন্ধুভাবে ব্যবহার করা, অতিথিসৎকার করা, মিষ্ট কথা বলা যেন তাঁহার নিকট হীনতার দ্যোতক বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। কাজেই সমস্ত রাত্রি তাঁহাকে মনের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল।

লর্ড কিপার দেখিলেন, তুষার যখন গলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন কালবিলম্ব না করিয়া, সেই অবস্থায় তাহাকে রাখিতে হইবে—আবার যেন জমিয়া না উঠে। সেই উদ্দেশ্যে লর্ড কিপার, মাষ্টার র‍্যাভেন্‌স্‌উডকে ঘরের এক প্রান্তে ডাকিয়া লইয়া গিয়া ব্যাপারটা বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে বুঝিবার ভুলেই ভূতপূর্ব্ব লর্ড র‍্যাভেন্‌স্‌উডের সহিত তাঁহার বিরোধ ঘটিয়াছিল। লর্ড র‍্যাভেন্‌স্‌উডের মত সম্মানভাজন ব্যক্তি আর নাই। সুতরাং লর্ড কিপার নিজের ভুলের জন্য অনুতপ্ত। যুবক নীরবে সকল কথা শুনিয়া গেলেন। লর্ড কিপার বলিলেন যে, তাঁহার পিতা, ভূতপূর্ব্ব লর্ডের পিতাকে ২০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা অগ্রিম দিয়াছিলেন। সেই টাকা সুদে আসলে কিরূপে বাড়িয়াছিল, তাহাও তিনি বিবৃত করিতে লাগিলেন।

এমন সময় যুবক বাধা দিয়া বলিলেন, "দেখুন, এই বাড়ীতে ব'সে আপনার কৈফিয়ৎ শোনাটা আমার ভাল দেখায় না। এখানে—এই বাড়ীতে আমার বাবা ভগ্ন-হৃদয়ে দেহত্যাগ করেছেন। সুতরাং এখানে ব'সে কি ব্যাপারে তাঁর এ দুরবস্থা হয়েছিল, তার কারণ অনুসন্ধান করা আমার পক্ষে সঙ্গত হবে না। আমি যে তাঁর পুত্র, সে কথাটা হয় ত আমি ভুলে না যেতেও পারি—তার ফলে গৃহীর কর্ত্তব্যে বাধা ঘট্‌তে পারে। আমার মনে হয়, এ সব বিষয়ে আমরা অন্যত্র আলোচনা করলেই ভাল হয়। এখানে নয়।"

লর্ড কিপার বলিলেন, "বেশ, আপনি যখন বলবেন, যেখানে বল্‌বেন, সেখানে সেই সময়ে আলোচনা করা যাবে। আমি ন্যায়বিচার চাই।"

মাষ্টার বলিলেন, "সার উইলিয়ম আস্টন্, যে জমীদারীর আপনি এখন মালিক হয়েছেন, ঐ সম্পত্তি আমার পূর্ব্বপুরুষ অস্ত্রবলে রাজার কাছ থেকে যৌতুকস্বরূপ পেয়েছিলেন। রাজার পক্ষে, ইংরেজের বিপক্ষে তিনি অস্ত্রধারণ করেছিলেন। তার পর কি ক'রে কেমনভাবে আমাদের সম্পত্তি সুদের চাপে আমাদের হাত থেকে স'রে গেল, তা আমার চেয়ে আপনি ভাল বোঝেন। আপনার স্পষ্ট কথা শুনে আমার মনে হয়েছে যে, এত দিন আপনার সম্বন্ধে আমার যে ধারণা ছিল, তা ঠিক নয়।"

লর্ড কিপার বলিলেন, "প্রিয় মাষ্টার র‍্যাভেন্‌স্‌উড, আপনার সম্বন্ধেও আমি ভুল কথা শুনেছিলুম। লোকে আমার কাছে বলেছিল যে, আপনি অতি হিংস্রপ্রকৃতির, গোঁয়ার গোছের যুবা পুরুষ। আপনি আমার সম্বন্ধে ভুল ধারণা করেছিলেন, আমারও আপনার সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা জন্মেছিল। এখন আপনি আমার মত এক জন বুড়ো ব্যবহারাজীবের কথা শুনুন—আমি সব কথা আপনাকে বুঝিয়ে দিতে পারি। তা হ'লে আমাদের মতের অনৈক্য আর থাক্‌বে না।"

র‍্যাভেনস্‌উড বলিলেন, "না, সার উইলিয়ম্। এ সব বিষয়ে আলোচনা হবে বৃটিশ পার্লামেণ্টে। সেখানে আমরা উভয়েই স্বাধীনভাবে যে যার নিজের কথা জানাব। বৃটিশ পার্লামেণ্টের সভ্যরা আমাদের বিবাদের নিষ্পত্তি ক'রে দেবেন। তাঁরাই ব্যবস্থা

করবেন, এত দিনের পুরাতন এই অভিজাত বংশ তাদের অস্ত্রবলে অর্জ্জিত সম্পত্তি হ'তে বঞ্চিত হ'তে পারে কি না। যদি উত্তমর্ণের অর্থকৃচ্ছ্রতার কবলে এত বড় সম্মানিত বংশ তাদের সম্পত্তি বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য, এ কথা তাঁরা বিচার ক'রে বলেন, তা হ'লে সেই ব্যবস্থাই মাথা পেতে নেব। তখন আমার এই তরবারি, এই অঙ্গাবরণ নিয়ে যেখানে তূর্য্যধ্বনি শুনতে পাব, সেখানে গিয়ে যোগ দেব।"

দৃঢ় অথচ বিষাদগম্ভীর কণ্ঠে এই কথাগুলি উচ্চারণের পর তিনি নয়ন তুলিয়া চাহিতেই লুসী অ্যাস্টনের সহিত তাঁহার দৃষ্টি বিনিময় হইল। যুবতী তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। র‍্যাভেনস্উডের কথা শুনিয়া তিনি বিস্ময়াভিভূতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। র‍্যাভেনস্উডের দীর্ঘ, সুন্দর, বলিষ্ঠ অবয়ব আত্মসম্মানজ্ঞান ও আভিজাত্য-গৌরবে দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছিল। যুবক ও যুবতীর দৃষ্টি-বিনিময় হইতেই উভয়ে যেন আভ্যন্তরীণ উত্তেজনা-বশে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেন।

সার উইলিয়ম অ্যাস্টন কিন্তু উভয়ের ভাব-বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি মনে মনে বলিলেন, "পার্লামেণ্ট বা আপত্তি কিছুরই ভয় আর করিনে, এই উদ্ধতচেতা যুবককে বশ করবার অস্ত্র আমার হাতেই আছে দেখছি। বঁড়শীতে মাছ গাঁথা গেছে। যাক্, এখন সুতো টানাটানি করবার দরকার নেই; —যদি ফসকে যায়! দেখা যাক্, এ মাছটাকে গেঁথে তোলার প্রয়োজন হবে কি না।"

এইরূপ স্বার্থপরতাপূর্ণ চিন্তায় কিপারের মন পূর্ণ হইল।

এমন সময় ক্যালেব ব্যালডারষ্টোন আসিয়া জানাইল, প্রাতরাশ প্রস্তুত। সেই সঙ্গে সে বলিল, "ফটকের দ্বারে এক জন লোক দর্শনপ্রার্থী হয়ে রয়েছে, হুজুর কি তার সঙ্গে দেখা করবেন?"

"তিনি কি আমার সঙ্গে কথা বল্‌তে চান, ক্যালেব?"

ক্যালেব বলিল, "আপনার সঙ্গে কথা না বলে সে যাবে না বলুছে। কিন্তু আগে জানালা দিয়ে আপনি একবার লোকটা কে, তা দেখে নিন। তার পর আমি ফটক খুলে দেব। দুর্গের মধ্যে যাকে তাকে ঢুকতে দেওয়া উচিত নয়।"

র‍্যাভেনস্উড বলিলেন, "কি! তুমি কি ভেবেছ, কেউ আমাকে ঋণের দায়ে গ্রেপ্তার করতে এসেছে?"

"আপনাকে টাকার জন্য আপনার দুর্গে গ্রেপ্তার করতে আসবে? এ কি কথা বলুছেন, হুজুর? আপনি বুড়ো ক্যালেবের সঙ্গে বিদ্রূপ করছেন না কি?" তার পর মনিবের কাণে কাণে সে বলিল, "আমি কোন ভদ্রলোককে আপনার কাছে অপদস্থ করতে চাইনে। তবে যাকে তাকে দুর্গে আস্‌তে দিতেও আমি নারাজ।"

যে লোকটি আসিয়াছিলেন, তাঁহার নাম ক্যাপ্টেন ক্রেগেনগেল্‌ট। অশ্বারোহণেই তিনি আসিয়াছিলেন। কটিদেশে পিস্তল।

তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া মাষ্টার ফটক খুলিয়া দিতে বলিলেন। কাছে আসিয়া তিনি বলিলেন, "খুব জরুরী কোন কথা আছে ব'লে ত মনে হয় না, ক্যাপ্টেন। আজ আমার বাড়ীতে অতিথি আছেন। তাঁদের কাছে আপনাকে নিয়ে যাওয়াও চল্‌বে না। সুতরাং আপনার যা বলবার, এখানেই দাঁড়িয়ে বল্‌তে পারেন।"

এই ভাবে অভ্যর্থিত হইয়া ক্রেগেনগেল্‌ট যেন একটু লজ্জা অনুভব করিলেন। তিনি বলিলেন যে, মাষ্টার র‍্যাভেনস্উডের আতিথেয়তার উপর তিনি জবরদস্তী করিতে রাজি নহেন। তিনি কোনও বন্ধুর তরফ হইতে সংবাদ লইয়া আসিয়াছেন মাত্র। নহিলে তিনি এমন সময় মাষ্টার র‍্যাভেনস্উডকে বিরক্ত করিতেন না।

মাষ্টার বলিলেন, "বেশ। কিন্তু সংক্ষেপে আপনার বক্তব্য শেষ ক'রে ফেলুন। আপনার মত ব্যক্তিকে দূত ক'রে পাঠিয়েছেন, সেই সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি কে বলুন ত?"

ক্রেগেনগেল্‌ট বলিলেন, "মিঃ হেস্‌টন বাক্‌লো আমার বন্ধু। তিনি আপনার কাছ থেকে যে ব্যবহার পেয়েছেন, তাতে তিনি অপমান বোধ করেছেন, তাই তিনি আপনার কাছ থেকে সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দাবী করেন। তিনি তাঁর তরবারির মাপ পাঠিয়েছেন। আপনি কোন বন্ধুকে নিয়ে অস্ত্রসহ তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন। এই দুর্গের এক মাইলের মধ্যে যে কোন জায়গায় দেখা করতে পারেন। আমি তাঁর পক্ষে থাক্‌ব।"

বাক্‌লোর সহিত র‍্যাভেনস্উড এমন কোনও ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না,—যে জন্য তিনি দ্বন্দ্বযুদ্ধ চাহিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "ক্যাপ্টেন ক্রেগেনগেল্‌ট, আমি সত্যি বলছি, আপনি কল্পনাবশে এ সব ব্যাপার ঘটাচ্ছেন। এমন সংবাদ বাক্‌লো কেন আমার কাছে পাঠালেন, তা বুঝতে পারছি না।"

"সে কথা তিনি ব'লে দিয়েছেন। আপনার এখানে তিনি অতিথি ছিলেন। বিনা কারণে আপনি তাঁকে এখানে আসতে নিষেধ ক'রে দিয়েছিলেন, তাই—"

মাষ্টার বলিলেন, "প্রয়োজন ব্যাপারটা যে তাঁর কাছে অপমানজনক বোধ হবে, এত বড় নির্বোধ তাঁকে মনে করতে আমার কষ্ট বোধ হচ্ছে। তার পর আপনার মত এক জন লোককে বিচারক নিযুক্ত ক'রে পাঠানও দেখ ছি তাঁর ভুল হয়েছে। আপনি অতি অবিবেচক এবং লঘুচিত্ত লোক।'

কণ্ঠস্বর উচ্চে তুলিয়া ক্রেগেনগেলুট বলিলেন, "আমি লঘুচিত্ত, অবিবেচক! আমার বন্ধু আগে যদি আপনাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান না করতেন, তা হ'লে—"

"ক্যাপ্টেন ক্রেগেনগেলুট, আপনার কোন কথা আমি বুঝতে পারলাম না। আপনার কৈফিয়ৎ অতি তুচ্ছ। এখন দয়া ক'রে এখান থেকে চ'লে যান।"

"এই সংবাদ নিয়ে আমায় যেতে বলেন না কি?"

"আপনি বাকলোকে বলবেন, যদি তাঁর প্রকৃত অভিযোগের কথা কোন যোগ্য ব্যক্তির মারফৎ আমায় জানান, তখন আমি বিবেচনা ক'রে দেখ্‌ব যে, তাঁর কাছে কৈফিয়ৎ দেব, কিংবা আমার ব্যবহারের সমর্থন করব।"

"তা হ'লে মাষ্টার, বাক্‌লোর যে সব জিনিষপত্র আছে, আমার কাছে দিয়ে দিন। আমি নিয়ে যাব।"

মাষ্টার বলিলেন, "বাক্‌লোর যদি কিছু জিনিষপত্র এখানে থেকে থাকে, আমার চাকর দিয়ে তাঁর কাছে পরে আমি পাঠিয়ে দেব। আপনি এমন কোন প্রমাণ আমাকে দেখাতে পারেন নি—যাতে ক'রে আমি আপনার কাছে তাঁর জিনিষ দিতে পারি।"

ক্রেগেনগেলুট অত্যন্ত ঈর্ষাভাবে বলিয়া উঠিলেন, "মাষ্টার, আজ আপনি আমার বড়ই অপমান করলেন। আহা, এটা আবার দুর্গ না কি? মানুষকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে যারা পথিকের সর্ব্বস্ব হরণ করে, তাদের বাড়ীও এর চেয়ে ঢের ভাল।"

হাতের যষ্টি উত্তোলিত করিয়া র‍্যাভেনসউড বলিলেন, "উদ্ধত রাস্কেল! তুমি এখনি যদি এখান থেকে চ'লে না যাও, তোমাকে মেরে হাড় ভেঙ্গে দেব।"

মাষ্টার তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া, ক্রেগেনগেলুট তাড়াতাড়ি ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া যেমন ঘোড়া চালাইতে যাইবেন, অমনই তিনি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইলেন। কিন্তু শরীরের কোথায় ব্যথা লাগিল, তাহা গ্রাহ্য না করিয়াই তিনি পুনরায় অশ্বারোহণ করিয়া বিদ্যুদ্বেগে উহাকে চালিত করিলেন।

র‍্যাভেনসউড প্রাঙ্গণ ত্যাগ করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন যে, লর্ড কিপার হলে নামিয়া আসিয়া সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

লর্ড কিপার বলিলেন, "ঐ ভদ্রলোকের মুখ আমি দেখেছি। ওঁকে আমি চিনি—ওঁর নাম—ক্রেগ—ক্রেগ—ঐ রকম নাম হবে।"

মাষ্টার বলিলেন, "লোকটার নাম ক্রেগেনগেলুট। অন্ততঃ ঐ নামে সে আত্মপরিচয় দিয়ে থাকে।"

ক্যালেব বলিল, "ওর নাম—ক্রেগ—ইন্, গিল্ট। ওর মুখে শয়তানের ছাপ আঁকা আছে, আমি বলব।"

লর্ড কিপার হাসিয়া বলিলেন, "মিঃ ক্যালেব, তুমি মানুষ চেন দেখ্‌ছি। পক্ষকাল পূর্ব্বে এডিনবরায় ঐ নামধারী লোকটাকে প্রিভিকাউন্সিলে খুব জেরা করা হয়েছিল।"

কৌতূহলপরবশ হইয়া র‍্যাভেনসউড প্রশ্ন করিলেন, "কেন বলুন ত?"

বলিবার জন্যই লর্ড কিপার সুযোগের অন্বেষণ করিতেছিলেন। তিনি মাষ্টারের বাহু ধারণ করিয়া বলিলেন, "ব্যাপারটা যদিও অতিশয় হাস্যোদ্দীপক, কিন্তু আপনাকে ছাড়া আর কারুর কাছে সেটা প্রকাশযোগ্য নয়।"

উভয়ে হলঘরে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহারা এক খোলা বাতায়নের ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন। এখানে মিস অ্যাসটনের আসিবার আশঙ্কা নাই।

৫

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

—Here is a father now,
Will truck his daughter for a
foreign venture,
Make her the stop-gap to some
canker'd feud,
Or fling her o'er, like Jonah,
'to the fishes,
To appease the sea at highest.
Anonymons.

লর্ড কিপার তাঁহার কথা আরম্ভ করিলেন। তিনি দৃষ্টি রাখিলেন, কথাটা শুনিয়া যুবক র‍্যাভেন্‌স্‌উডের কিরূপ মনের ভাব হয়।

লর্ড কিপার বলিলেন, "তরুণ বন্ধু, আপনি হয় ত জানেন, বিশৃঙ্খল অবস্থায় মানুষ সন্দেহের দাস হয়ে থাকে। যদি কৌশলী বদমাস তাতে ইন্ধন যোগায়, তবে অবিশ্বাস আরও তীব্র হয়ে উঠে। সে সময় যদি বদমাসদের কথায় কাণ দিতুম, কিংবা আপনি আমাকে যে রকম কৌশলী রাষ্ট্রনীতিক ব'লে বিশ্বাস করেছিলেন, আমি যদি হতুম, তা হ'লে মাষ্টার র‍্যাভেন্‌সউড আপনি স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে এডিনবরা গারদে আবদ্ধ থাকতেন। আর যদি আপনি তার আগেই দেশত্যাগ করতেন, তা হ'লে, বিদেশে গিয়ে আপনাকে আত্মগোপন ক'রে থাকতে হ'ত।"

যুবক বলিলেন, "লর্ড কিপার, এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চয় তামাসা করবেন না; কিন্তু তবু ব্যাপারটা অসম্ভব ব'লে মনে হচ্ছে।"

"বিশ্বাস হচ্ছে না? আচ্ছা, আমি প্রমাণ দিচ্ছি। বোধ হয়, প্রমাণগুলো আমার কাছেই আছে। লকহার্ট, শোন!"—অনুচর ঘরে আসলে, লর্ড কিপার বলিলেন, আমার চাবিবন্ধ যে চিঠির বাক্সটা আছে, সেটা নিয়ে এস ত। আমি তোমার কাছে সেটা রাখতে দিয়েছিলুম। শুনতে পেয়েছ?"

"হাঁ, হুজুর।" লকহার্ড চলিয়া গেল। লর্ড কিপার আপন মনে বলিয়া চলিলেন, "বোধ হয়, কাগজপত্রগুলো সঙ্গেই আছে। এ অঞ্চলে আসবো ব'লে সেগুলো সঙ্গে রাখতে বলেছিলুম। যদি সঙ্গে না-ও থাকে, দুর্গেতে নিশ্চয় আছে। আপনি যদি দয়া ক'রে—"

ইতিমধ্যে লকহার্ড সেখানে আসিল। তাহার হাতে একটা চামড়ার বাক্স। উহা খুলিয়া তিনি খানকয়েক কাগজ বাহির করিলেন। আলান লর্ড র‍্যাভেন্‌স্‌উডের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় যে দাঙ্গার মত ব্যাপার ঘটিয়াছিল, সে সম্বন্ধে প্রিভি কাউন্সিলে যে বিবরণ প্রেরিত হইয়াছিল, লর্ড কিপার ব্যাপারটিকে লঘু করিয়া যুবকের অনুকূলে উহার সমাপ্তির জন্য যে পত্রাদি লিখিয়াছিলেন এবং তাহার বিচারফল যাহা হইয়াছিল, এই দলিলগুলিতে তাহার প্রমাণ ছিল। র‍্যাভেন্‌স্‌উডের কৌতূহল যাহাতে উদ্রিক্ত হয়, সেই ভাবের কাগজ-পত্রই লর্ড কিপার সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সার উইলিয়ম অ্যাসটন যে প্রকৃতপ্রস্তাবে যুবক র‍্যাভেন্‌স্‌উডের পক্ষেই ওকালতী করিয়াছিলেন, এই সত্য ঐ সকল কাগজপত্র পাঠে যুবক বুঝিতে পারিলেন। এ দিকে লর্ড কিপার কাগজপত্র সরবরাহ করিয়া স্বয়ং প্রাতরাশের টেবলে কন্যার পার্শ্বে গিয়া বসিলেন। ক্যালেবের সহিত তিনি এমন সদয় ও সুমিষ্ট ব্যবহার করিতে লাগিলেন যে, তাহাতে বৃদ্ধ পরিচারকের মনও তাহার মনিববংশের এই চির-শত্রুর প্রতি অনেকটা কোমল হইয়া আসিল।

কাগজ-পত্রগুলি পাঠের পর মাষ্টার র‍্যাভেন্‌স্‌উড দুই তিন মিনিট ধরিয়া ললাট চাপিয়া ধরিলেন। গভীর চিন্তায় তিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন। পরে আবার তিনি ঐ পত্রগুলি পড়িয়া লইলেন। দ্বিতীয়বার পাঠের পর তাঁহার ধারণা সুদৃঢ় হইল। তিনি তখন দ্রুতপদে লর্ড কিপারের সন্নিহিত হইয়া, তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন যে, তিনি লর্ড কিপারের সম্বন্ধে বিরুদ্ধ ধারণা হৃদয়ে পোষণ করিয়া যে অন্যায় করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি তাঁহাকে যেন ক্ষমা করেন। লর্ড কিপার গুরু বিপদ হইতে যথার্থই তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন।

কূটরাষ্ট্রনীতিক সার উইলিয়ম এই ব্যাপারে এমন বিস্ময়ের অভিনয় করিলেন—যেন ব্যাপারটা তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। তার পর সুস্পষ্ট আত্মীয়তার সহিত যুবকের সহিত ব্যবহার করিতে লাগিলেন। এই অভাবনীয় দৃশ্যে লুসীর চক্ষুযুগল অশ্রুসিক্ত হইল। মাষ্টার র‍্যাভেন্‌স্‌উডকে এ যাবৎ তিনি উদ্ধত ও গম্ভীর দেখিয়া আসিতেছিলেন; তাঁহার বিশ্বাস ছিল, এই যুবক তাঁহার পিতার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। এ জন্য পিতাকে তিনি বারংবার যুবকের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হইতে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ক্রমে তিনি দেখিলেন, দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাতে লুসী অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন

পিতা বলিলেন, "লুসী, মা আমার, তুমি চোখ মুছে ফেল। তোমার বাবা এক জন ব্যবহারাজীব হলেও, তিনি যে ন্যায়বান্ এবং সাধুতার ভক্ত, এ কথা জেনে তোমার চোখে জল আস্‌বে কেন? প্রিয় মাষ্টার, আপনিই বা আমাকে ধন্যবাদ দেবেন কেন? আপনিও কি আমার সম্বন্ধে এই রকম কাজ করতেন না? আমি যখন আইন অধ্যয়ন করি, তখন থেকেই ন্যায়ের পক্ষপাতী হ'তে শিখেছিলুম। তা ছাড়া, ভেবে দেখুন ত, আপনি আমার মেয়ের প্রাণ রক্ষা ক'রে আমাকে চাক্ষার গুণ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।"

অনুতাপক্ষুব্ধ কণ্ঠে যুবক বলিলেন, "কিন্তু আমি যে আপনার মেয়েকে রক্ষার জন্য পশুবধ করেছিলাম, সেটা আমার পাশবিক মতির ফলেই হয়েছিল। কিন্তু আপনি যে আমার তরফে ওকালতী করেছিলেন, তাতে আপনি মহত্ত্বেরই পরিচয় দিয়েছিলেন। কারণ, আপনি আমাকে আপনার চির-শত্রু জেনেও আমার রক্ষার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। সুতরাং আপনার কাজটা উদারতা, এবং মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে অনেক বড়।"

লর্ড কিপার বলিলেন, "আমরা যে চার দিক দিয়েই কাজ ক'রে গিয়েছিলুম। আপনি সাহসী বীরের ন্যায়, আর আমি ন্যায়বর্ম্মী ব্যবহারাজীবের ন্যায়।"

র‍্যাভেনসউড বলিলেন, "সদাশয় বন্ধু!"

যুবক সর্ব্বপ্রথম বংশের চিরশত্রুকে এই ভাবে সম্বোধন করিলেন।

যুবক র‍্যাভেনস্‌উড প্রেম ও কৃতজ্ঞতার কাছে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। ইহাই ছিল তাঁহার প্রকৃতি। পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় তিনি যে শপথ করিয়াছিলেন, এখন তাহা তিনি সম্পূর্ণ মন হইতে বাহির করিয়া দিলেন। কিন্তু ভাগ্যলিপিতে তাহা দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল।

এই অভিনব দৃশ্যের ক্যালেব একজন দর্শক। সে এই ব্যাপার হইতে বুঝিল যে, উভয় পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক বন্ধন সুদৃঢ় হইতে চলিয়াছে, নহিলে এমন ব্যাপার সম্পূর্ণ অসম্ভব। লুসী, র‍্যাভেনসউডের ঐরূপ আচরণ লক্ষ্য করিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে হাসিয়া উঠিলেন। তিনি নিজের কোমল করপল্লব যুবকের মুষ্টিমধ্যে ছাড়িয়া দিলেন। উভয় পরিবারের মধ্যে পিতা এবং তাঁহার জীবন-রক্ষকের মধ্যে প্রীতির ভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা বুঝাইবার জন্য যুবতী তাঁহার হাত সরাইয়া লইলেন না। এ দৃশ্যে লর্ড কিপারও বিচলিত হইলেন। যুবক যেভাবে পূর্ব্ব শত্রুতা বিসর্জ্জন করিয়া তাঁহার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হইতেছেন, তাহাতে তাঁহার মন উদ্বেল হইয়া উঠিল। যুবক ও যুবতীর দিকে চাহিয়া তিনি বুঝিলেন, উভয়েই উভয়ের যোগ্য। এই বীর যুবক তাঁহার জামাতা হইলে তাঁহার শক্তি কিরূপ বৃদ্ধি পাইবে, তাহাও তিনি কল্পনা-নেত্রে দেখিয়া লইলেন। তিনি আরও বুঝিলেন, এই যুবকের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলে, তাঁহার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তমা কন্যা সুখী হইবে। হাঁ, তাঁহার কোমলাঙ্গী তন্বী কন্যার পক্ষে এমনই এক জন বলিষ্ঠ-দেহ ও দৃঢ়মনা জামাতার প্রয়োজন। তিনি ভাবিলেন, এ বিবাহ একরূপ সুনিশ্চিত। কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরে পত্নীর কথা এবং মাষ্টারের দৈন্য দশার কথা মনে পড়ায় তাঁহার চিত্ত আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল। মাষ্টারের দারিদ্র্য লেডী অ্যাস্টন হয় ত এরূপ বিবাহে অসন্তুষ্ট হইতে পারেন।

খানিক পরে লর্ড কিপার বলিলেন, "মাষ্টার র‍্যাভেনসউড, আমাকে ভাল লোক ভেবে আপনি অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়েছেন। তাই কেগেন্‌গেল্‌টের সম্বন্ধে আপনার আর কৌতূহল দেখছি না। অথচ ঐ লোকটাই আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছিল।"

র‍্যাভেনসউড বলিলেন, "ঐ শয়তানটা!—ওর সঙ্গে আমার অল্পক্ষণের আলাপ। লোকটা আমার সম্বন্ধে কি বলেছিল?"

"যা বলেছিল, তাই যথেষ্ট। ও বলেছিল যে, আপনি ফ্রান্সের সেনাদলে কাজ নেবেন। ঐ রকম অনেক কথা বলেছিল, সব আমার মনে নেই। আপনার আত্মীয় মার্কুইস এ—তিনি আপনার পরম বন্ধু বোধ হয়, কিন্তু আমি জানি, কেউ কেউ ব'লে থাকে, তিনি আপনার ঘোর শত্রু। তিনি অবশ্য এ সব কথা শুনতে চান্‌নি।"

লর্ড কিপারের করকম্পন করিয়া মাষ্টার বলিলেন, "আমার মাননীয় বন্ধুর কাছে আমি কৃতজ্ঞ হলেও, আমার সম্মানভাজন শত্রুর কাছে—আরও বেশী ঋণী।"

লর্ড কিপার প্রসারিত করপল্লব চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "থাক সে কথা। কিন্তু মিঃ হেস্‌টন বাক্‌লো—এ ছোকরা কিন্তু অসৎ সংসর্গে পড়েছে।"

মাষ্টার বলিলেন, "বাক্‌লো কচি খোকা নন, তিনি নিজেকে সাম্‌লে নিতে পারবেন।"

লর্ড কিপার বলিলেন, "বয়স হয়েছে বটে, কিন্তু পাকেনি। ঐ লোকটাকে পরামর্শদাতা ক'রে তিনি সুবুদ্ধির পরিচয় দেননি।"

মাষ্টার বলিলেন, "বাক্‌লো খুব ভাল লোক। যা কিছু নীচ কাজ, তা তিনি কখনো করবেন না।"

"কিন্তু অযৌক্তিক অনেক কাজ তিনি ক'রে ফেল্‌তে পারেন। সম্ভবতঃ বৃদ্ধা লেডী গিরনিংটনের মৃত্যু হলেই উনি প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী হবেন। বোধ হয়, এত দিন তাঁর মৃত্যু হয়ে থাক্‌বে। দুজন ধনী আত্মীয়ের সম্পদ তিনি পেয়েছিলেন। আমি ঐ লেডীর জমিদারীর কথা ভালই জানি। আমার জমিদারীর সংলগ্ন জমিদারী তাঁর। বেশ বড় জমিদারী।"

র‍্যাভেনস্‌উড বলিলেন, "শুনে সুখী হলুম। আমি জানি, সম্পত্তির অধিকারী হবার পরে তাঁর অভ্যাসও বদলে যাবে। ক্রেগেনগেলটের সংসৰ বিষদৃষ্ট; ও লোকটার সঙ্গে আলাপ থাকলে ভদ্রতা চ'লে যায়।"

লর্ড কিপার বলিলেন, "লোকটা অত্যন্ত অপয়া। ওর গায়ের গন্ধে জেলখানার দুরমনের দুর্গন্ধ আছে। কিন্তু আমরা প্রাতরাশে না বসায় মিঃ ক্যালেব আমাদের উপর চটে যাচ্ছে!"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

Sir, stay at home, and take an
old man's Counsel;
Seek not to bask you by a stranger's
hearth;
Our own blue smoke is warmer than
their fire;
Domestic food is wholesome, though
'tis homely;
And foreign dainties poisonous,
though tasteful.

The French Courtezan.

সুযোগ বুঝিয়া মাষ্টার র‍্যাভেনস্‌উড অতিথিদিগকে বিদায় দিবার আয়োজন করিতে গেলেন। সেই সঙ্গে তিনি উলফসক্র্যাগে অনুপস্থিত থাকিবেন, তাহারও ব্যবস্থা করিবার সংকল্প করিলেন। ক্যালেবকে এ বিষয়ে জানান প্রয়োজন। ক্যালেব যখন শুনিল যে, অতিথিরা চলিয়া যাইতেছেন, তখন সে খুবই খুসী হইল। উহারা না আসিলে মনিবকে সে কত দিন ভালভাবে আহার যোগাইতে পারিত, তাহার খসড়াও সেই সঙ্গে সে করিয়া ফেলিল। সে আপন মনে বকিয়া চলিয়াছে, এমন সময় র‍্যাভেনস্‌উড তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন যে, তিনিও অতিথিদিগের সহিত র‍্যাভেনস্‌উড-দুর্গ পর্য্যন্ত গমন করিবেন। সেখানে দুই এক দিন থাকিতেও পারেন।

পরিচারকের মুখমণ্ডল এই কথা শুনিবামাত্র বিবর্ণ হইয়া গেল। সে বলিল, "ভগবান রক্ষা করুন!"

যুবক বলিলেন, "ক্যালেব, এ কথা বলছ কেন? আমি লর্ড কিপারের সঙ্গে যাব, তাতে ভগবান বাধা দেবেন কেন?"

ক্যালেব বলিল, "হাঁ, মশাই!—হাঁ মিঃ এডগার! আমি আপনার চাকর আপনাকে কোন কথা বলা আমার অন্যায়। কিন্তু আমি অনেক দিনের পুরোনো, বুড়ো চাকর। আপনার বাবা, আপনার ঠাকুর্দ্দার সেবা করেছি। আপনার বাবার ঠাকুর্দ্দারও সেবা করবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তখন আমি জন্মাইনি।"

মাষ্টার বলিলেন, "এ সব কথা বলছ কেন, ব্যালডারষ্টোন? আমি সাধারণ ভদ্রতা হিসাবে প্রতিবেশীর সঙ্গে যাচ্ছি। তার সঙ্গে এ সব কথার সম্পর্ক কি?"

"হায়, মিঃ এডগার! হায়, আমার প্রভু! আপনার নিজের বিবেকই ব'লে দেবে যে, আপনি পিতার পুত্র হয়ে ঐ রকম প্রতিবেশীর সঙ্গে যাওয়া অন্যায়—এটা আপনাদের বংশে শোভা পায় না। উনি এখন রফা করতে চেয়েছেন, আপনার অংশ ফিরিয়ে দিতে চেয়েছেন। আপনার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চাইছেন। এতে আমি না বল্‌তে পারব না—কারণ, ঐ তরুণী বড় ভাল—কিন্তু নিজের মর্য্যাদা রেখে চলুন, তাতে ওঁরা আপনাকে আরও সম্মান করবেন।"

হাসিয়া নিজের মনোভাব উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া মাষ্টার বলিলেন, "ক্যালেব, তুমি আমার চেয়েও বেশীদূর এগিয়ে গেছ দেখ্‌ছি। যে বাড়ীতে তুমি আমায় যেতে দিতে চাও না, সেই বাড়ীর মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে তুমি গররাজি নও। এর মানে কি? তা ছাড়া তোমার মুখ যেন মৃতব্যক্তির মত শাদা হয়ে গেছে।"

ক্যালেব বলিল, "মশাই! সে কথা শুনে আপনি হাসবেন। কিন্তু চারণ টমাসের কথা মিথ্যে হবার নয়। আজ যদি আপনি র‍্যাভেনস্‌উডএ যান, তার কথা ফলে যাবে। হা, ভগবান! আমার সময়েই এটা ঘট্‌তে চল্‌লো!"

বৃদ্ধ-পরিচারককে সান্ত্বনা দিবার জন্য যুবক বলিলেন, "ক্যালেব, ব্যাপারটা কি বল ত?"

ক্যালেব উত্তর করিল, "কোন জ্যান্ত মানুষের কাছে সে কথা সে বলেনি—বুড়ো পুরুত তাকে সে কথা বলেছিল। সেই বুড়ো পুরুতের কাছে লর্ড আলানের বাবা সে কথা ব্যক্ত করেছিলেন। তখন আপনাদের বংশ ক্যাথলিক সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু অনেক বার আমি সে কথা আবৃত্তি করেছি—কে জানত যে, আমার জীবদ্দশায় এটা ঘটবে!"

"বাজে বকো না, ক্যালেব। তোমার মাথায় কি আছে, সে কথা আমায় খুলে বল।"

কম্পিতকণ্ঠে ক্যালেব বলিল—

"শেষ দুর্গাদিপ যবে র্যাভেন্‌স্‌উড্‌এ যাবে,
মৃত কুমারীর তরে প্রণয় যাচিবে,
কেল্‌পির চোরা বালি গ্রাসিবে ঘোড়ায়।
তার নাম না রহিবে নিখিল ধরায়!"

মাষ্টার বলিলেন, "আমি কেল্‌পির চোরা বালির কথা জানি। উল্‌ফ্‌স্‌হোপ্‌ এবং আমাদের এই দুর্গের মাঝখানে যে চোরা-বালির সমুদ্র আছে, তুমি তাই মনে করেই বলে কিন্তু [illegible]ন থাক কোন্‌ মানুষ সেখানে ঘোড়া নিয়ে যাবে-

"এই ভবিষ্যদ্বাণীর মানে [illegible] তা আমি জানি, হুজুর। আপনি বাড়ী থাকুন। ওঁরা নিজেরাই র্যাভেনস্‌উডএ ফিরে যান। ওঁদের জন্য আমরা যথেষ্ট করেছি। এর বেশী কিছু করতে গেলে এ বংশের মান-সম্ভ্রম বজায় থাক[illegible]।"

মাষ্টার বলিলেন, "শোন, ক্যালেব। তোমার এ উপদেশ বেশ মূল্যবান্‌। কিন্তু জেনে রাখ, আমি র্যাভেনস্‌উডএ বিয়ের কনে খুঁজতে যাচ্ছি না, সে মৃতাই হোক্‌ বা জীবিতাই হোক্‌। কেলপির চোরা বালিতে আমি কখনো ঘোড়া বাঁধতে যাব না, সেটা ঠিক জেনে রাখ। কারণ, দশ বছর আগে একদল সেনা ঐ চোরা-বালিতে প'ড়ে প্রাণ হারিয়েছিল, আমি তা দেখেছি! দুর্গের ছাদ থেকে বাবা ও আমি দেখেছিলুম, সেনাদল প্রাণ-রক্ষার জন্য কি চেষ্টাই না করেছিল। কিন্তু এক জনও প্রাণে বাঁচেনি।"

ক্যালেব বলিল, "তাদের খুব শাস্তি হয়েছিল। কেন তারা এদিকে এসেছিল? ডাণ্ডি নিয়ে গ্রামের গরীব বেচারারা দু'পয়সা ক'রে খায়, তাদের ধরবার জন্য যেমন এসেছিল, তেমনি ফল পেয়েছে।"

ক্যালেব তখন ইংরেজ-সেনাদলের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপিত করিল। সে যখন এইরূপ চিন্তায় মসগুল, তখন র্যাভেনস্‌উড যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। অশ্ব সজ্জিত হইলে র্যাভেনস্‌উড উহার পৃষ্ঠদেশ অধিকার করিলেন।

ক্যালেব দুর্গের ফটক খুলিয়া দিল। লর্ড কিপার ক্যালেবকে মোটা বকশিস প্রদান করিলেন। লুসী বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া মিষ্ট হাসি বিতরণ করিলেন। যাত্রা সুরু হইল।

মাষ্টার র্যাভেনস্‌উড, লুসীর অশ্বের পার্শ্বে অশ্ব লইয়া আসিলেন।

এমন সময় ফটকের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ক্যালেব তাহার মনিবকে ডাকিল। সে যেন কোনও কথা তাঁহাকে জানাইতে চাহে। একটু অধীর ভাবেই র্যাভেনস্‌উড পরিচারকের কাছে ফিরিয়া আসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন সে তাঁহাকে ডাকিতেছে? ক্যালেব বলিল, "শুনুন হুজুর, শুনুন। অত লোকের সামনে ত বলা যায় না, এই নিন্‌—" বলিয়া সে মনিবের হস্তে তিনটি স্বর্ণমুদ্রা গুঁজিয়া দিল। এই মাত্র সে উহা বকশিসস্বরূপ পাইয়াছিল—যুবক উহা তাহাকে ফিরাইয়া দিতে যাইতেছেন দেখিয়া ক্যালেব বলিল, "না বলবেন না। পথে যেতে যেতে সহরে ওগুলো ভাঙ্গিয়ে নেবেন।"

মাষ্টার বলিলেন, "ক্যালেব, তুমি ভুলে যাচ্ছ যে, আমার কাছে স্বর্ণমুদ্রা কিছু আছে। এগুলো তুমি রাখ, বন্ধু। তোমার কাজে লাগ্‌বে।"

ক্যালেব বলিল, "আচ্ছা, থাক, আর এক সময় কাজে লাগ্‌বে। কিন্তু—টাকা ঠিক আছে ত? চাকরদের বকশিস দিতে হবে। যদি বাজি রাখবার দরকার হয়, মুদ্রাধার খুলে বলবেন, রাজি আছি। বলেই মুদ্রাধারটা পকেটে রাখবেন—"

"না, ক্যালেব, বড় অসহ্য বোধ হচ্ছে। আমি চ'লে যাই।"

কাতরকণ্ঠে ক্যালেব বলিল, "সত্যি আপনি যাবেন? আমি দৈবজ্ঞের কথা বলেছি, তা শুনেও আপনি যাবেন? মৃতকুমারী, কেলপির চোরা বালি? ঝোঁক যখন ধরেছে, কে বাধা দেবে! কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন—মারমেডেন উৎসের জল যেন পান করবেন না—যাক্‌, চ'লে গেলেন! তীরের মত ঘোড়া ছুটিয়ে চ'লে যাচ্ছেন!"

বৃদ্ধ-পরিচারক বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মনিবের গতিশীল মূর্তির দিকে চাহিতেছিল। "ঐ ত উনি সুন্দরীর ঘোড়ার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। ধার্ম্মিক পুরুষ ঠিকই বলেছেন—'এর দ্বারা জেনে রাখ যে, নারী সকল পুরুষের উপরেই প্রভুত্ব

ক'রে থাকে। এই বালিকাই আমাদের সর্ব্বনাশ করবে।"

বিষাদিতচিত্তে ক্যালেব দুর্গে প্রবেশ করিল—নিজের কাজে মন দিল। দূরে অশ্বারোহীদিগের মূর্ত্তি অদৃশ্য হইল।

এ দিকে অশ্বারোহীরা প্রসন্নচিত্তে অগ্রসর হইলেন। মাষ্টার র‍্যাভেনস্‌উড যাহা ধরেন, তাহা করেন, ইতস্ততঃ করেন না। মিস্ অ্যাসটনের সঙ্গে তিনি আপনাকে বিলাইয়া দিলেন। লর্ড কিপার মাষ্টারের ভাব-পরিবর্ত্তনে খুব খুসী হইলেন। প্রবল শত্রুকে তিনি বশ করিতে পারিয়াছেন। এখন তিনি নিশ্চিন্ত।

এই যুবকের সহিত লুসীর বিবাহের কথাই তিনি ভাবিতেছিলেন। কিন্তু স্ত্রী যদি প্রতিবাদ করেন! আপন মনে তিনি বলিলেন, "আর কি তিনি প্রত্যাশা করেন? এমন মহৎ, বীর, সাহসী এবং অভিজাত বংশ! কার না এমন জামাতা কাম্য? কিন্তু হায়!" তাঁহার মনে হইল, লেডী অ্যাসটন সকল সময় যুক্তিতর্কের ধার ধারেন না। তিনি আবার ভাবিলেন, "লেডী অ্যাসটন হয় ত একজন খেতাবধারী অপদার্থ যুবককে জামাই করতে চাইবেন। এমন যোগ্য-পাত্রকে উপেক্ষা করতে পারেন। পাগলামীর ছিট তাঁর মাথায় আছে।"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সকলে বিটল্‌-ব্রেন্‌সএর বাড়ী পৌঁছিলেন। এইখানে আহারাদি সারিয়া তাঁহারা আবার যাত্রা করিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই করা ছিল।

সেই গৃহে সকলেই সমাদরে অভ্যর্থিত হইলেন। র‍্যাভেনস্‌উডের প্রতি সমধিক মনোযোগ প্রদত্ত হইল। ইহা দেখিয়া লর্ড কিপার ভাবিলেন, "লেডী অ্যাসটন এ দৃশ্য দেখ্‌তে পেলে ভাল হ'ত।"

আহারাদির পর আবার যাত্রারম্ভ হইল। যখন র‍্যাভেনস্‌উড-দুর্গের বৃক্ষবহুল পথে তাঁহারা উপস্থিত হইলেন, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল, সন্ধ্যার বাতাসে বৃক্ষশাখাগুলি দুলিতেছিল। যেন তাহারা পূর্ব্ব দুর্গস্বামীকে দেখিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছিল। মাষ্টারের মনেও হয় ত সেই প্রকার কোনও চিন্তা জাগিয়া উঠিয়াছিল। তিনি মহিলার পার্শ্বে আসিতেছিলেন, এখন কিছু পিছাইয়া পড়িলেন। তাঁহার বেশ মনে পড়িল, এইরূপ সন্ধ্যায় পিতার সঙ্গে অশ্বারোহণে তিনি এই পথে কতবার যাতায়াত করিয়াছেন। তার পর এক দিন এমনই সময়ে পিতা ও পুত্র এই দুর্গ হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় লইয়াছিলেন। যুবকের মুখ অসম্ভব গম্ভীর হইল।

লর্ড কিপার যুবককে সাদরে অভ্যর্থনা করিবার সময় মাষ্টারের গম্ভীর মুখমণ্ডল লক্ষ্য করিলেন। তিনি বেশী কথা না বলিয়া শুধু প্রয়োজনীয় কথা বলিয়া তাঁহাকে অশ্ব হইতে অবতরণ করিতে অনুরোধ করিলেন।

দুই জন উচ্চপদস্থ পরিচারক প্রকাণ্ড রৌপ্য-নির্ম্মিত বাতিদানে আলোক উৎপাদন করিয়া তাঁহাদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। দুর্গের কক্ষগুলি সুসংস্কৃত ও সুসজ্জিত হইয়াছিল। এ দৃশ্য র‍্যাভেনস্‌উড লক্ষ্য করিলেন। পূর্ব্বে প্রাচীর-গাত্রে র‍্যাভেনস্‌উড পরিবারের যে সকল চিত্র ছিল, তাহার পরিবর্ত্তে এখন রাজা উইলিয়ম ও রাণী মেরীর এবং আরও কতিপয় স্কটল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীবের চিত্র প্রাচীর-গাত্রে বিলম্বিত রহিয়াছে। লর্ড কিপারের পিতা ও মাতার চিত্রও বিদ্যমান।

নীরবতা ভঙ্গ করিয়া সার উইলিয়ম্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাষ্টার, কিছু জলযোগ করবেন কি?"

কিন্তু তিনি কোন উত্তর পাইলেন না। যুবক তখন ঘরের মধ্যে বিবিধ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছিলেন। লর্ড কিপারের কথা তাঁহার কর্ণগোচর হয় নাই। প্রশ্ন পুনরায় উত্থাপিত হইবামাত্র র‍্যাভেনস্‌উড নিজের দুর্ব্বলতার জন্য লজ্জিত হইলেন। তিনি তখন অবিচলিত ভাব দেখাইয়া সার উইলিয়মের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

"সার উইলিয়ম, ঘরের সাজ-সজ্জার পরিবর্ত্তনে যে উন্নতি হয়েছে, তা দেখে আমার কৌতূহল হয়েছে, এ কথা শুনে আপনি হয় ত বিস্মিত হবেন না। বাবার আমলে, এই ঘরে আমি খেলা করতুম। ঐ কোণে আমার খেলার জিনিষ—ছুতোর মিস্ত্রীর যন্ত্রগুলি সাজানো থাকত। ক্যালেব ঐ সব জিনিষ আমায় যোগাড় ক'রে দিয়েছিল। আর ঐ কোণে আমার মাছ ধরবার ছিপ থাকত। একধারে তীর, ধনুক, সড়কি এই সব থাকত।"

লর্ড কিপার বলিলেন, "আমার ছোট ছেলেটিও ঐ রকম ধরণের। সে মাঠে বনে যেতে না পেলে খুসী হয় না। সে গেল কোথায়? লকহার্ড, শোন, উইলিয়ম শকে পাঠাও মিঃ হেনরীকে ডেকে আনুক। সে হয় ত এখন লুসীর কাছেই আছে।"

কিন্তু র‍্যাভেনস্‌উড এ প্রসঙ্গেও নিজের কথা বলিতে ভুলিলেন না। তিনি বলিলেন, "কতকগুলি অস্ত্র ও বর্ম্ম আমরা এখানে ফেলে যেতে বাধ্য হয়েছিলুম। সে-গুলো কোথায় আছে বল্‌তে পারেন, সার উইলিয়ম?"

ইতস্ততঃ করিয়া লর্ড কিপার বলিলেন, "দেখুন, আমি আইনজীবী মানুষ। ঘর যখন সাজানো হয়, আমরা কেউ এখানে ছিলাম না। আমার বিশ্বাস, সেগুলো কোথাও গুছিয়ে রাখা হয়ে থাকবে। আমার যতটা মনে পড়ে, সেই রকম উপদেশই আমি দিয়েছিলুম। সেগুলো পাওয়া গেলে আমি আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব "

একবার মাথা ঈষৎ আনত করিয়া মাষ্টার আবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন :

এমন সময় আদুরে দুলাল পঞ্চদশবর্ষীয় হেনরী ঝড়ের বেগে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পিতার কাছে গেল। সে বলিল, "বাবা, দেখুন, লুসী যেন কেমন হয়ে গেছে। সে আমার নতুন টাট্টু ঘোড়া দেখ্‌বার জন্য আস্তাবলে গেল না।"

কিপার বলিলেন, "তাকে তোমায় বিরক্ত করা উচিত হয়নি।"

বালক বলিল, "আপনিও দেখ্‌ছি, বাবা, লুসীর মত হয়েছেন। মা ফিরে এলে আপনাদের দু'জনকেই সিধে ক'রে দেবেন।"

পিতা বলিলেন, "চুপ কর, শঠ তোমার শিক্ষক কোথায়?"

"ডানবারে এক বিয়ের নেমন্তন্নে গেছেন। আমার বিশ্বাস, তিনি যেতে পাবেন না।"

লর্ড কিপার বলিলেন, "মিঃ কর্ডেরি খুব শিক্ষা দিচ্ছেন দেখ্‌ছি। আচ্ছা, হেনরী, আমি এখানে যখন ছিলুম না, তখন কে তোমার ভার নিয়েছিল?"

"নর্ম্যান আর বব্ উইলসন্।"

"এক জন হ'ল সহিস, আর এক জন হলেন বন-রক্ষক! বা! চমৎকার শিক্ষক পেয়েছ বটে! তোমার কিছু হবে না, খালি হরিণ মারবে, আর মাছ ধরবে—"

পিতার কথায় বাধা দিয়া বালক বলিল, "বাবা, নর্ম্যান একটা হরিণ মেরেছে, আমি তার শিং লুসীকে দেখিয়েছি! আটটা শাখা তার আছে। লুসী বলছিল, আপনি নাকি একটা হরিণ মেরেছেন, তার দশটা দাঁড়া? সত্যি কথা, বাবা?"

"হেন্‌রী, তার বিশটা দাঁড়া থাকতে পারে। ঐ ভদ্রলোকটির কাছে যাও। উনি এ সম্বন্ধে তোমাকে অনেক খবর দিতে পারবেন। যাও, ওঁর সঙ্গে কথা বল গিয়ে। ওঁর নাম মাষ্টার র‍্যাভেন্‌স্‌উড।"

যুবক তখন উভয়ের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া একটা চিত্র দেখিতেছিলেন। হেনরী তাঁহার কাছে ছুটিয়া গিয়া তাঁহার কোটের প্রান্তদেশ ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ, মশাই, আপনি দয়া ক'রে বলুন—" কিন্তু যুবক তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইতেই বালক সহসা স্তব্ধ হইয়া গেল। সে দুই চারিপদ পিছাইয়া গেল এবং যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

যুবক বলিলেন, "আমার কাছে এস। আমি শিকারের সব গল্প বল্‌ব।"

পিতা বলিলেন, "ওঁর কাছে যাও, হেনরী। তুমি ত এত লাজুক ছিলে না, কোন দিন।"

কিন্তু আমন্ত্রণ অথবা পিতার নির্দেশ বালকের মনে কোনও প্রভাব বিস্তার করিল না। মাষ্টারের আকৃতি পর্য্যবেক্ষণের পর বালক সতর্ক পাদবিক্ষেপে পিতার অন্তরালে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। র‍্যাভেনস্‌উড যখন দেখিলেন, পিতা পুত্রকে তিরস্কার করিতেছেন, তখন তিনিও মুখ ফিরাইয়া চিত্রখানির দিকে মনোনিবেশ করিলেন।

লর্ড কিপার মৃদুস্বরে পুত্রকে বলিলেন, "বোকা ছেলে, তুমি মাষ্টারের সঙ্গে আলাপ করলে না কেন?"

অত্যন্ত মৃদুস্বরে বালক বলিল, "আমার ভয় কে

গলা ধরিয়া ঈষৎ নাড়া দিয়া বলিলেন, "ভয়! কি বোকা তুমি! কিসের ভয়?"

ফিস্ ফিস্ করিয়া হেনরী বলিল, "সার মালিস্ র‍্যাভেনস্‌উডের ছবির সঙ্গে ওঁর ভয়ানক মিল হ'ল কি ক'রে?"

"ছবির সঙ্গে মিল? আমার ধারণা ছিল, তুই আদুরে দুলাল হয়ে মাটী হয়ে গিয়েছিস্। এখন দেখছি তুই জন্ম-বোকা।"

"আমি ত আপনাকে বলেছি, বুড়ো মালিস্ র‍্যাভেনস্‌উডের সঙ্গে ওঁর হুবহু মিল আছে। যেন ছবি থেকে উনি মাটীতে নেমে এসে দাঁড়িয়েছেন। শুধু পোষাকের তফাৎ। আর এঁর দাড়ি নেই, ছবিতে দাড়ি আছে।"

লর্ড কিপার বলিলেন, "ওরে বোকা ছেলে, পূর্ব্ব-পুরুষের মত ওঁর চেহারা হবে না কেন?"

"তাই নাকি! তবে ঐ ছবির র‍্যাভেনস্‌উডের মত, উনি যদি বিশ জন লোককে ছদ্মবেশে সঙ্গে এনে থাকেন, আর মালিস্ যেমন পূর্ব্ব দুর্গাধিপকে মেরে ফেলেছিলেন, উনিও যদি তাই করেন!"

কিপার এ প্রসঙ্গ শুনিয়া বিশেষ সুখী হইলেন না, তিনি বলিলেন, "চুপ কর বোকা ছেলে! মাষ্টার, লকহার্ড এসে খাবার আয়োজনের কথা জানাচ্ছে, চলুন।"

ঠিক সেই মুহূর্তে লুসী অন্য দরজা দিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বেশ-পরিবর্ত্তনে তাঁহার দেহের সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। র‍্যাভেনস্‌উড এই মনোহারিণী তরুণীর দিকে চাহিয়া ভাবিলেন, স্বর্গ হইতে যেন কোন দেবকন্যা পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়াছেন। সৌন্দর্য্যের এমনই বিচিত্র শক্তি

নবিংশ পরিচ্ছেদ

—I do too ill in this,
And must not think but that
a parent's plaint
Will move the heavens to pour
forth misery
Upon the head of disobediency.
Yet reason tells us, parents are O'erseen,
When with too strict a rein they
do hold in
Their child's affection, and control
that love
Which the high powers divine inspire
them with.

The Hog Hath Lost His Pearl.

র‍্যাভেনস্‌উড দুর্গের ভোজ-ব্যাপারে প্রচুর আয়োজন হইয়াছিল। উলফস্‌ক্র্যাগে অর্থাভাবে যেমন সামান্য আয়োজন হইয়াছিল, এখানে ভোজের প্রাচুর্য্য তেমনই বিস্ময়কর ইহাতে লর্ড কিপার মনে মনে একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বাহিরে সে ভাব প্রকাশ পাইতে দিলেন না। বরং তিনি এমন ভাব প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহার স্ত্রী-পুত্ররা যদি সম্মত হইত, তাহা হইলে সাদাসিধা ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার ব্যবস্থা তিনি নিজ পরিবারে প্রচলিত করিতেন। তাঁহার পিতার আমলে তাই ছিল।

ইহার উত্তরে র‍্যাভেনস্‌উড বলিয়াছিলেন যে, মানুষের আর্থিক অবস্থার অনুপাতে মানুষ জীবন-ধারণের চেষ্টা করিয়া থাকে। এ পার্থক্য থাকিবেই।

এরূপ কথার পর লর্ড কিপার আর ঐ প্রকার আলোচনার অবকাশ দেন নাই। রাত্রিকালটা বেশ স্বচ্ছন্দভাবেই কাটিল। এমন কি, হেনরীও র‍্যাভেনস্‌উডের সঙ্গে অনেকটা ভাব করিয়া ফেলিয়াছিল।

পরদিবস শিকারের পালা। তার পর ভোজের আয়োজন। র‍্যাভেনস্‌উডকে আর এক দিন থাকিবার জন্য অনুরোধ করা হইল। তিনি ভাবিলেন. অন্ধ এলিসের সঙ্গে একবার দেখা করিয়া যাইবেন। এই বৃদ্ধা তাঁহাদের বংশের অত্যন্ত অনুরাগিণী।

লুসী তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার ভার লইলেন। হেনরীও তাঁহাদের সঙ্গে চলিল। অরণ্যপথে তিন জনে চলিলেন। হেনরী নিজের খেয়াল লইয়া এমন ব্যস্ত যে, সে অপর দুই জনের কথাবার্ত্তার দিকে কাণ দিল না।

উভয়ে তখন নানাবিধ আলোচনা করিতে করিতে পথ চলিতেছিলেন এক দিন যিনি এই সকল স্থানের মালিক ছিলেন, তাঁহার পক্ষে এ সকল দৃশ্য কিরূপ বিমর্ষতা আনিয়া দেয়, লুসী তাহা বুঝিয়াছিলেন। র‍্যাভেনসউড দুই একটা অন্তরের কথা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তিনি বুঝিলেন যে, লুসীর প্রতি প্রেম নিবেদন করিবার মত মানসিক অবস্থা আসিয়াছে, অমনই তিনি আত্মসংবরণ করিলেন।

অদূরে এলিসের বাড়ী দেখা যাইতেছিল। স্যার উইলিয়ম সে বাড়ীর সংস্কার করাইয়া দিয়াছিলেন। নির্দ্দিষ্ট আসনে বৃদ্ধা বসিয়াছিল। পদশব্দ পাইয়া সে মুখ ফিরাইল। সে বলিল, "মিস্ অ্যাসটন আপনার পায়ের শব্দ আমি চিনতে পেরেছি। কিন্তু আপনার সঙ্গে যে ভদ্রলোক এসেছেন, তিনি আপনার বাবা কিন্তু নন।"

লুসী বলিলেন, "তুমি কি ক'রে জানলে, এলিস? পায়ের শব্দ শুনে তুমি কি ক'রে তা বুঝলে?"

"বাছা, চোখে দেখতে পাইনে, তাই আমার শুনবার শক্তি বেড়ে গেছে"

লুসী বলিলেন, "আচ্ছা, ধ'রে নিলাম তুমি একজন পুরুষের পায়ের শব্দ শুনেছ। কিন্তু সে শব্দ যে আমার বাবার পায়ের শব্দ নয়, তা তুমি কি ক'রে বুঝলে?"

বৃদ্ধা বলিল, "বুড়ো মানুষের পায়ের শব্দ এক রকম —সে শব্দ মৃদু, সতর্ক। কিন্তু যিনি এসেছেন, তিনি বুড়ো তাঁর পায়ের শব্দ দ্রুত এবং দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক। আমার মনে হচ্ছে, পায়ের শব্দ র‍্যাভেনস্‌উড বংশের কারও।"

র‍্যাভেনস্‌উড বলিলেন, "ঠিক বলেছ, এলিস। তোমার কাণ ঠিকই শুনেছে। কিন্তু এ অদ্ভুত ব্যাপার

আমি বিশ্বাস করতাম না, যদি না নিজে প্রত্যক্ষ করতাম : আমি মাষ্টার র‍্যাভেনসউড—তোমার পূর্ব্ব মালিকের পুত্র।"

বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া বৃদ্ধা বলিল, "আপনি! আপনি মাষ্টার র‍্যাভেনসউড—আপনি এখানে এসেছেন, এবং মিস্ অ্যাসটনের সঙ্গে এসেছেন? এ যে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না—দেখি, আপনার মুখে হাত বুলিয়ে দেখি—দেখলেই বুঝতে পারব।"

মাষ্টার তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। সে তাঁহার মুখমণ্ডলে কম্পিতহস্ত বুলাইয়া দিল।

সে বলিল, "হ্যাঁ, আপনিই বটে। সেই কণ্ঠস্বর। কিন্তু আপনি এখানে কেন, মাষ্টার র‍্যাভেনসউড? —আপনার শত্রুর রাজত্বে এলেন কেন, তাঁর কন্যার সঙ্গেই বা এসেছেন কেন?"

এলিস যে স্বরে কথা বলিতেছিল, লুসীর তাহা ভাল লাগিল না। তিনি বলিলেন, "মাষ্টার র‍্যাভেনসউড আমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।"

বিস্ময়ভরে এলিস বলিয়া উঠিল, "বটে!"

লুসী বলিলেন, "তোমার কুটীরে ওঁকে পথ দেখিয়ে আনলে উনি খুসী হবেন, তাও আমি জানতুম।"

র‍্যাভেনসউড বলিলেন, "এলিস, সত্য কথা বলতে কি, তোমার কাছে আমি এর চেয়ে বেশী অন্তরঙ্গতাপূর্ণ অভ্যর্থনা পাব ভেবেছিলুম।"

বৃদ্ধা আপন মনে বলিয়া চলিল, "ভারী আশ্চর্য্য ব্যাপার! কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা বুঝবার শক্তি মানুষের নেই। তিনি কার উপর কি শাস্তি দেন, কি ভাবে, তাও মানুষ জানে না। দুজনেরই পিতা জন্মশত্রু—কিন্তু অসৎ লোক কেউ নন। অতিথি-সৎকার করবার অছিলায় কেউ কারও সর্ব্বনাশ করবার মত লোক ছিলেন না। লুসী অ্যাসটনের সঙ্গে আপনার কি প্রয়োজন? দুজনে একসঙ্গে পাশাপাশি হয়ে এসেছেন কেন? সার উইলিয়ম অ্যাসটনের কন্যার কণ্ঠে যে ধ্বনি উঠেছে, আপনার কণ্ঠের ধ্বনিও তার অনুরূপ কেন? যুবক, যে মানুষ অসৎ উপায়ে প্রতিহিংসা নিতে চায়——"

দৃঢ়কণ্ঠে র‍্যাভেনসউড বলিলেন, "চুপ কর নারী! তোমার কণ্ঠে কি শয়তান বাসা করেছে? তুমি কি জান এই মহিলার যদি কেউ ক্ষতি করতে বা অপমান করতে চায়, পৃথিবীতে এমন কোন বন্ধু নেই, যে আমার চেয়ে প্রাণ দিয়ে ওঁকে তা থেকে রক্ষা করতে চাইবে।"

কাতরস্বরে বৃদ্ধা বলিল, "এতদূর দাঁড়িয়েছে? তা হলে ভগবান তোমাদের রক্ষা করুন।"

লুসী বলিলেন, "তথাস্তু, এলিস।" তিনি বৃদ্ধার কথার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। তাই বলিয়া ফেলিলেন, "তোমার বুদ্ধি ভগবান ফিরিয়ে দিন। তোমার রসবোধশক্তি কোথায় গেল? এই রকম রহস্যপূর্ণভাবে যদি তুমি কথা বল, বন্ধুদের এই রকম ভাবে অভ্যর্থনা কর, তা হ'লে লোকে তোমার সম্বন্ধে যে সব কথা বলে, তোমার বন্ধুরাও তোমার সম্বন্ধে সেই রকম ধারণা পোষণ করবে।"

র‍্যাভেনসউড বলিলেন, "এলিসের সম্বন্ধে অন্য লোক কি বলে?"

হেনরী অ্যাসটন তখন সেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। সে র‍্যাভেনসউডের কাণে কাণে বলিল, "লোকে বলে, ও বুড়ী ডাইনী। ওকে পুড়িয়ে মারা উচিত ছিল।"

বালকের দিকে মুখ ফিরাইয়া বৃদ্ধা বলিল, "কি বলছ তুমি? বুড়ী ডাইনী, তাকে পুড়িয়ে মারা উচিত?"

হেনরী বলিল, "দেখলেন ত? আমি কাণে কাণে বললাম, অথচ ও শুনতে পেল।"

"যারা পরের জিনিষ কেড়ে নেয়, পরের উপর উৎপীড়ন করে, পুরাতন জিনিষের মর্য্যাদা নষ্ট করে, পুরাতন বংশকে উজাড় ক'রে দেয়, তারাও আমার মত। আমি বলতে পারি, আমার সঙ্গে তাদেরও ঘরে আগুন জ্বলে উঠুক।"

লুসী বলিলেন, "এ সব ভয়ানক কথা। এলিসের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ওকে আগে কখনো এমন অবস্থায় দেখিনি। এস হেনরী, আমরা চ'লে যাই। এলিস এখন মাষ্টারের সঙ্গে গোপনে কথা বলতে চায়। বাড়ীর দিকে যেতে যেতে বিশ্রাম করা যাবে। আমরা মারমেডেনের উৎসের কাছে অপেক্ষা করব।"

এলিস এতক্ষণ আর কোন কথা বলে নাই। যখন সে বুঝিল যে, ভ্রাতা ও ভগিনী চলিয়া গিয়াছে, তখন সে র‍্যাভেনসউডের দিকে ফিরিয়া বলিল, "আপনিও আমার উপর রেগেছেন। যারা নবাগত, তারা রাগতে পারে, কিন্তু আপনিও রাগ করলেন!"

মাষ্টার বলিলেন, "না, আমি রাগ করিনি, শুধু বিস্মিত হয়েছি। তোমার খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আছে বলেই আমি জানতুম, কিন্তু তুমি ভিত্তিহীন সন্দেহের উপর নির্ভর ক'রে আপত্তিজনক কথা বলবে, এ আমি ভাবিনি।"

এলিস বলিল, "আপত্তিজনক? হায়, সত্য কথামাত্রেই আপত্তিজনক—কিন্তু ভিত্তিহীন তাকে নিশ্চয় বলা চলে না।"

র‍্যাভেনস্‌উড বলিলেন, "আমি তোমায় বলছি, সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।"

"তা হ'লে বুঝতে হবে, পৃথিবী তার গন্তব্যপথে চলা বন্ধ করেছে এবং র‍্যাভেনস্‌উড তাঁর বংশের ভাবধারা বদলে ফেলেছেন। র‍্যাভেনস্‌উড বংশের কোন্ লোক শত্রুর বাড়ীতে প্রতিহিংসাসাধন করা ব্যতীত গিয়েছে বল্‌তে পারেন? অথচ আপনি এখানে এসেছেন, এডগার র‍্যাভেনস্‌উড, হয় মর্ম্মান্তিক ক্রোধ নিয়ে, নয় ত ততোধিক সাঙ্ঘাতিক প্রেম নিয়ে।"

র‍্যাভেনস্‌উড বলিলেন, "দুটোর কোনটাই নয়। আমি শপথ ক'রে বল্‌তে পারি—অর্থাৎ আমি তোমাকে আশ্বাস দিতে পারি যে, কোনটাই ঠিক নয়।"

এলিস যুবকের লজ্জারক্ত গণ্ডদেশ দেখিতে পাইল না, কিন্তু সে তাঁহার ইতস্ততঃ ভাব কথায় লক্ষ্য করিল। তিনি শপথ করিতে গিয়া তাহা এড়াইয়া গেলেন, ইহা তাহার অগোচর রহিল না।

সে বলিল, "ও, তাই বটে! তাই বুঝি মারমেডেন উৎসের কাছে লুসী অপেক্ষা করবেন জানিয়ে গেলেন। ঐ জায়গাটা কিন্তু র‍্যাভেনস্‌উড পরিবারের পক্ষে মারাত্মক: বহুবার তার প্রমাণ পাওয়া গেছে কিন্তু বর্ত্তমান যুগে সেটা যে আবও প্রমাণিত হবে, এমন সংঘটন আর দেখা যায় না।"

র‍্যাভেনস্‌উড বলিলেন, "এলিস, তুমি আমাকে পাগল ক'রে তবে ছাড়বে দেখছি। বুড়ো ব্যালডারষ্টোন হতেও তোমার কুসংস্কার বেশী। তোমার মত খৃষ্টান নারীর মনে এ কথা কি স্থান পায় যে, আমি অ্যাসটন পরিবারের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করব? সে কালে ও রকম হ'ত বটে তোমার কি এখনও বিশ্বাস যে, এক জন যুবতীর সঙ্গে বেড়াতে গেলেই অমনি আকণ্ঠ প্রেমে নিমজ্জিত হয়ে যাব?"

এলিস্ বলিল, "আমার চিন্তা আমার নিজের। আমার চোখে দৃষ্টি নেই, তাই আমি সামনের জিনিষও দেখতে পাইনে; কিন্তু ভবিষ্যৎ আমি ভাল করেই দেখতে পাই! আপনার বাপের সামনে যে জিনিষ নিজের ছিল, সেখানে সব নীচের আসনে বসতে আপনি রাজি আছেন কি? আর এক জনের দয়ার আপনি জীবন-ধারণ করতে পারবেন? তাঁর কূট চক্রান্তজালে বদ্ধ হয়ে তাঁর নির্দ্দিষ্ট সঙ্কীর্ণ-পথে আপনি চল্‌তে পারবেন—তাঁর চিন্তার ধারায় নিজের চিন্তাধারাকে বিসর্জ্জন দিতে পারবেন? আপনার পিতার যিনি হত্যাকারী, তাঁকে শ্বশুর ব'লে স্বীকার করতে পারবেন? তাঁকে আপনার মুরুব্বী ব'লে স্বীকার ক'রে নিতে পারবেন ত? মাষ্টার র‍্যাভেনস্‌উড, আপনাদের পরিবারের আমি অতি পুরাতন পরিচারিকা, আপনি এ সব করবার আগে আমি আপনার মৃত্যু কামনা করি!"

র‍্যাভেনস্‌উডের মনের অস্থিরতা অতিমাত্রায় বাড়িয়া গেল। হৃদয়ের যে তন্ত্রীর ঝঙ্কারকে তিনি অতি আয়াসে স্তব্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, আজ তাহাতে যেন এলিস ঝঙ্কার তুলিয়া দিল। দ্রুতপদে যুবক সেখানে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। তার পর এলিসের সম্মুখে নত হইয়া বলিলেন, "মৃত্যুর দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে, নারী, তুমি তোমার প্রভুর পুত্রকে প্রতিহিংসা ও রক্তপাতে উত্তেজিত করতে সাহস কর?"

বিষণ্ণভাবে এলিস্ বলিল, "ভগবান্ রক্ষা করুন! সে উদ্দেশ্য আমার আদৌ নেই। ওরকম ব্যাপারে আপনি লিপ্ত হন, আমি মোটেই চাইনে। কারণ, তার ফল শুভ হবে না। আমার সামর্থ্য থাকলে অ্যাসটন পরিবারকে আপনার আক্রমণ থেকে আমি নিজের এই জরাজীর্ণ হাত দিয়ে ঢেকে রাখতে রাজি উভয় পক্ষকেই ক্রোধ ঘৃণা থেকে আর ঢেকে । ওদের সঙ্গে আপনার কোন বিষয়েই মিল্ নেই- থাকতে পারে না। তাই বলি, আপনি ওদের সংস্রব ত্যাগ ক'রে চ'লে যান। ভগবান্ যদি ওদের শাস্তি দেন, সে শাস্তি যেন আপনার কাছ থেকে না আসে।"

অপেক্ষাকৃত সংযতভাবে র‍্যাভেনস্‌উড বলিলেন, "তোমার কথা আমি ভেবে দেখব, এলিস। আমার বিশ্বাস, তুমি আমার মঙ্গলের জন্যই এ কথা বলছ। যাক, এখন বিদায়। যদি ভগবান্ কোন দিন আমায় সুদিন দেন, তোমার সুখের দিকে আমার দৃষ্টি থাকবে।"

এক খণ্ড স্বর্ণমুদ্রা তিনি এলিস্‌কে দিতে গেলেন। সে উহা গ্রহণে স্বীকৃত হইল না। সেই অবকাশে স্বর্ণমুদ্রা ভূমিতলে পড়িয়া গেল।

এলিস্ বলিল, "ওটা খানিক মাটীতেই প'ড়ে থাকুক। আমার কথা বিশ্বাস করুন। আপনি যাকে ভালবাসেন, ওটা তারই প্রতিরূপ। সে নারী অত্যন্ত মূল্যবান, তা আমি জানি। কিন্তু তাকে লাভ করতে গেলে আপনি অপমানিত হবেন। টাকায়

আমার প্রয়োজন নাই। আমার কাছে সর্ব্বাপেক্ষা স্পৃহণীয় সংবাদ কি শুনবেন? এডগার র্যাভেনস্‌উড তাঁর পূর্ব্বপুরুষের বাসস্থান থেকে শত মাইল দূরে গেছেন, এ সংবাদ জানতে পারা। শুধু তাই নয়, তিনি জীবনে আর সেখানে ফিরে আসবেন না, এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তিনি যদি করেন।"

মাষ্টার বলিলেন, "এলিস, আমি শুনেছি, আমার মা তোমার বুদ্ধির খুব প্রশংসা করতেন। তোমার বিশ্বস্ততা এবং দূরদর্শিতার প্রশংসায় তিনি পঞ্চমুখ ছিলেন। ছায়া দেখে ভয় পাবার মত স্ত্রীলোক তুমি নও। বুড়ো ক্যালেবের মত কুসংস্কারও তোমার নেই। তুমি স্পষ্ট ক'রে বল, আমার বিপদ কোথায় এবং কিসে? আমার নিজের উপর বিশ্বাস আছে। মিস্ অ্যাসটন সম্বন্ধে আমার মনোভাব নিয়ে তুমি যা অভিযোগ করছ, তা হ'তে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত। সার উইলিয়মের সহিত আমার প্রয়োজনীয় কাজ আছে—সেটা ঠিক হয়ে গেলেই আমি এখান থেকে চ'লে যাব, এখানে ফিরে আসা আমার কাছে বড়ই দুঃখের। সুতরাং আমি এখানে কোন দিনই ফিরে আসব না।"

এলিস কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে নতদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল—সে যেন কি ভাবিতে লাগিল। অবশেষে মাথা তুলিয়া সে বলিল, "আমি সত্য কথাই বলব। আমার মনে যে কারণে যে ধারণা জন্মেছে, তা খুলেই বলব। জানি না, তাতে ভাল হবে কি মন্দ হবে। লুসী অ্যাসটন আপনাকে ভালবাসেন, মাষ্টার র্যাভেনস্‌উড!"

মাষ্টার বলিলেন, "অসম্ভব!"

অন্ধ নারী বলিল, "হাজার রকমে আমি সে প্রমাণ পেয়েছি। যে দিন আপনি তাঁকে মৃত্যু হ'তে বাঁচিয়েছেন, সেই দিন থেকে তিনি আর কারও কথা মনে স্থান দেন না। তাঁর সঙ্গে কথা কয়েও আমি ঐ বুঝেছি। সব আপনাকে বললাম। এখন আপনি যদি ভদ্রলোক হন—বাপের ব্যাটা হন, তা হ'লে এ সংবাদ জানবার পর তার সান্নিধ্য থেকে পলায়ন করবেনই। কালে তিনি সব ভুলে যাবেন, ইন্ধন না পেলে আগুন আর জ্বলবে না। কিন্তু আপনি যদি এখানে থাকেন, তা হ'লে তাঁর অথবা আপনার, অথবা দুজনেরই ধ্বংস অনিবার্য্য। অনিচ্ছা সত্ত্বে এ গোপন কথা আমি ব্যক্ত ক'রে দিলুম। অবশ্য কিছুদিন পরে আপনি নিজেই এটা লক্ষ্য করতে পারবেন। তবে আমার কাছ থেকে যে আপনি জানলেন, এটা ভালই হ'ল। আমার গোপন কথা জেনে ফেলেছেন, এখন আপনি চ'লে যান, মাষ্টার র্যাভেনস্‌উড। আর এক ঘণ্টাও যদি সার উইলিয়ম অ্যাসটনের বাড়ীতে থাকেন, আর এলিসের পাণি প্রার্থনা না করেন, তা হ'লে বুঝব, আপনি অতি শঠ, প্রতারক। অতিশয় নির্ব্বোধ যদি আপনি না হন, তা হ'লে আর এখানে থাকবেন না।"

কথাগুলি বলিবার পর বৃদ্ধা, অন্ধ নারী সে স্থান হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল। লাঠিতে ভর দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ঘরের মধ্যে গিয়া সে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। বাহিরে দাঁড়াইয়া র্যাভেনস্‌উড চিন্তা করিতে লাগিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

Lovelier in her own retired abode
——Than Naiad by the side
Of Grecian brook—or Lady of the Mere
Lone sitting by the shores of Old
romance.

Wordsworth.

র্যাভেনসউড গভীর চিন্তা নিমগ্ন হইলেন। তিনি বুঝিলেন যে,বাস্তবিক সমস্যা তাঁহার সম্মুখে বিদ্যমান। লুসীর সঙ্গ তাঁহার কাছে স্পৃহণীয় বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু পিতৃ-শত্রুর কন্যার সহিত তাঁহাকে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইতে হইবে, এ চিন্তা তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। সার উইলিয়ম অ্যাসটনকে তিনি ক্ষমা করিলেও, তাঁহার কন্যাকে তিনি বিবাহ করিতে পারেন না। তিনি ভাবিলেন যে, এলিস ঠিক কথাই বলিয়াছে: হয় তিনি এখনই র্যাভেনসউড দুর্গ পরিত্যাগ করিবেন, নয় ত এলিসের পাণি প্রার্থনা করিবেন। বিবাহ-প্রস্তাব করিলে, লুসীর ধনী পিতা তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন। অ্যাসটন-বংশের কন্যাকে পত্নীরূপে প্রার্থনা করিয়া প্রত্যাখ্যাত হওয়ার মত লজ্জাজনক ব্যাপার আর হইতে পারে না। যুবক আপন মনে বলিলেন, "লুসীর মঙ্গল হউক। তার জন্য আমি তার বাবার অপরাধ ক্ষমা করলাম—কিন্তু না, এ জীবনে আর লুসীকে দেখিব না।"

এই সঙ্কল্প করায় তাঁহার হৃদয়ে ব্যথা লাগিল। চলিতে চলিতে দুইটি পথের সংযোগস্থলে তিনি আসিয়া দাঁড়াইলেন। একটি পথ ধরিয়া চলিলে মারমেডেন উৎসে পৌঁছান যায়। সেখানে লুসী তাঁহার অপেক্ষা করিতেছেন। অন্য পথ ধরিয়া

চলিলে, একটু ঘুরিয়া দুর্গে পৌঁছান যায়। একটু থামিয়া তিনি দ্বিতীয় পথে চলিবার জন্য পা বাড়াইলেন। কি কৈফিয়ৎ দিবেন, তাহাও একবার মনে মনে ভাবিয়া লইলেন। এডিনবরা হইতে হঠাৎ খবর পাওয়া গিয়াছে, বিশেষ প্রয়োজন, এইরূপ একটা কথা বলিলেই চলিবে। কিন্তু আর এখানে বিলম্ব করা হইবে না। তিনি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় কিশোর হেনরী তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিল। রুদ্ধনিশ্বাসে সে বলিল, "মাষ্টার, মাষ্টার, আপনি লুসীকে নিয়ে বাড়ী যান। আমি তাকে নিয়ে যেতে পারব না। নর্ম্মান আমার জন্য দাঁড়িয়ে [illegible] তার সঙ্গে আমার এক জায়গায় যেতেই হবে [illegible] লুসী একা যেতে ভয় পাবে- [illegible] নু ঐ অঞ্চলে এখন আর নেই [illegible] তার কাছে তাড়াতাড়ি যান

[illegible] ততক্ষণ চক্ষুর অন্তরালে চলিয়া গিয়াছে। যুবক [illegible] সমস্যায় পড়িলেন। তিনি ভাবিলেন, 'বনের [illegible] ধ্য যুবতীকে নিরাশ্রয় রেখে চ'লে যাওয়া হতেই পারে না [illegible] থাক,—আর একবার দেখা হ'লে এমন কি ক্ষতি হবে? [illegible] -ত্যাগের কথাটাও জানিয়ে রাখব।'

কর্ত্তব্য পালন করিতে [illegible] াবিয়া তিনি উৎসের পথ ধরিলেন। [illegible] তিনি সেই দিকে চলিলেন। উৎস নিকটে [illegible] পৌঁছিয়া তিনি দেখিলেন, লুসী সেই [illegible] মর্ম্ম [illegible] রের ঘাসের উপর একা বসিয়া আছে।

যুবতী জলের স্রোতের [illegible] দিকে চাহিয়া বসিয়াছিলেন। রৌদ্রালোকে জলস্রোত উচ্ছলভাবে নৃত্যচ্ছন্দে বহিয়া চলিয়াছিল। কুসংস্কারসম্পন্ন কোন লোক সেই সময় [illegible] ই সুন্দরীকে দেখিলে মনে করিত, কিংবদন্তীর [illegible] জলদেবী [illegible] মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সে [illegible] উপবিষ্টা [illegible] কিন্তু র্যাভেনস্উড দেখিলেন, [illegible] উপবিষ্টা [illegible] তরুণী কি চমৎকার মনোমোহিনীরূপে বসিয়া আছেন। এই যুবতী তাঁহার অনুরাগিণী, সে কথাটাও যুবকের মনে জাগিল। তিনি যখন লোকমোহিনী সুন্দরীকে দেখিতেছিলেন, তখন তাঁহার মনের সংকল্প যেন সূর্য্যালোকে গলিয়া উঠিয়া গেল। যুবক তাড়াতাড়ি সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। যুবতী তাঁহাকে অভিনন্দন করিলেন, কিন্তু স্থান ত্যাগ করিলেন না।

লুসী বলিলেন, "আমার ক্ষ্যাপাভাই আমাকে এখানে রেখে চ'লে গেছে, কিন্তু সে এখুনি ফিরে আসবে। বেশীক্ষণ সে কোন জিনিষে মন দিতে পারে না।"

র্যাভেনস্উড এ কথা বলিতে পারিলেন না যে, তাঁহার ভ্রাতা তখন বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে এবং শীঘ্র ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা নাই। তিনি ঘাসের উপর বসিয়া পড়িলেন; যুবতী তাঁহার অনতিদূরে উপবিষ্টা। উভয়ে কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

নীরবতা অসহ্য বোধ হওয়ায় লুসী বলিলেন, "এ জায়গাটা আমার বড় ভাল লাগে। উৎস-ধারার কলধ্বনি, গাছের সর-সরশব্দ, প্রচুর তৃণ ও ফুল যেন স্বপ্নরাজ্য সৃষ্টি ক'রে রেখেছে। এ স্থান সম্বন্ধে যে গল্প আছে, তা আমি শুনেছি। তাতে এ জায়গাটা আমার কাছে আরও চমৎকার।"

র্যাভেনস্উড বলিলেন, "লোকে বলে, এ জায়গাটা আমাদের বংশের পক্ষে সাংঘাতিক। আমারও তাই মনে হয়। কারণ, মিস্ অ্যাস্টনকে এখানেই আমি প্রথম দেখি। আর এখানেই তাঁর কাছ থেকে আমায় বিদায় নিতে হবে।"

সুন্দরীর কপোলে [illegible] রক্তোচ্ছ্বাস দেখা দিয়াছিল, কথার শেষ ভাগ শুনিয়া [illegible] তাহা তখনই অন্তর্হিত হইল।

লুসী সবিস্ময়ে বলিলেন, "মাষ্টার, আমাদের ছেড়ে চ'লে যাবেন! কেন আপনি চ'লে যাবেন, কি [illegible] ? আমি জানি এলি [illegible] ঘৃণা করে—আমার বাবাকে [illegible] করে না—আজ তার কথার ভাব আমি [illegible] । ভারী রহস্যপূর্ণ তার কথা। কিন্তু আপনি [illegible] আমাদের যে মহৎ উপকার করেছেন, সেজন্য বাবা আপনার [illegible] ছে আন্তরিক কৃ[illegible] আমার আশা [illegible] আপনার বন্ধুত্ব অতি কষ্টে অর্জ্জন করে [illegible] আমরা বঞ্চিত হব না।"

র্যাভেনস্উড বলিলেন, [illegible] হারাবেন কেন? আমি অদৃষ্টক্রমে যেখানে [illegible] না কেন, যাই আমার অদৃষ্টে ঘটুক [illegible] জানবেন, আমি আপনাদের বন্ধুই থাকব। তবে এমনি বিধিলিপি যে, আমাকে যেতেই হবে, নইলে আমার জন্য অপরের সর্ব্বনাশ হবার আশঙ্কা আছে।"

লুসী যুবকের কোটের প্রান্তে হাত রাখিয়া তাঁহাকে যেন ধরিয়া রাখিতে চাহিতেছেন, এমনই ভাব প্রকাশ করিয়া সহজভাবে বলিলেন, "না মাষ্টার, আপনি যেতে পাবেন না। আপনাকে আমরা ছাড়ব না। আমার বাবা শক্তিমান। তাঁর অনেক বন্ধুজন আছেন। আগে দেখুন, বাবার

কৃতজ্ঞতার ফলে আপনার কি ব্যবস্থা হয়, তার পর যা হয় করবেন। আমার কথা বিশ্বাস করুন, বাবা এর মধ্যেই আপনার জন্য মন্ত্রিসভায় কাজ আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন।"

গম্ভীরভাবে মাষ্টার বলিলেন, "তা হ'তে পারে, কিন্তু আপনার পিতার চেষ্টার উপর নির্ভর ক'রে আমার ভাগ্য-ফেরাবার চেষ্টা না ক'রে, আমার নিজের চেষ্টায় আমার ভাগ্য-পরীক্ষা করতে হবে। আমার সব আয়োজন ঠিক হয়ে গেছে—তরবারি ও বর্ম্ম, নির্ভীকহৃদয় এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও সবল হস্ত—এরাই আমার সহায়।"

লুসী উভয় করতলে মুখ আচ্ছাদিত করিলেন। চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি অশ্রুপ্রবাহকে বাধা দিয়া রাখিতে পারিলেন না—অঙ্গুলির ফাঁক দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। যুবক তরুণীর দক্ষিণ বাহু স্পর্শ করিলেন। যুবতী প্রথমে বাধা দিলেন, কিন্তু শেষে আর সে চেষ্টা করিলেন না। বাম হস্তে তিনি চক্ষু আবৃত করিয়া রাখিলেন। যুবক বলিলেন, "আমায় ক্ষমা করুন। আমি অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার করেছি। আপনার মত কোমল-হৃদয়ার সহিত এ রকম ব্যবহার মার্জ্জনার অযোগ্য। আমার মত কঠোরহৃদয় লোকের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল, সে কথা ভুলে যান। আমার পথে আমায় চলতে দিন, তবে এ কথা ঠিক যে, আপনার কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার মত দুর্ভাগ্য আমার জীবনে কখনো আসবে না।"

লুসী তখনও অশ্রুপাত করিতেছিলেন, কিন্তু দুঃখটা তখন তত তীব্র ছিল না। মাষ্টার তাঁহার বিদায়-গ্রহণের উদ্দেশ্য যতবার বুঝাইতে গেলেন, ততবারই প্রমাণ পাওয়া গেল যে, তিনি থাকিতেই ইচ্ছুক। অবশেষে বিদায় গ্রহণের পরিবর্ত্তে তিনি চিরজীবন তাঁহারই হইয়া থাকিবেন, এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলেন। পরিবর্ত্তে লুসীও সেই প্রতিশ্রুতি দিলেন। এই সকল ব্যাপার এত শীঘ্র এবং আকস্মিক ভাবে ঘটিয়া গেল যে, র‍্যাভেনস্‌উড পরিণাম-চিন্তার অবকাশ পাইলেন না। উভয়ের ওষ্ঠ পরস্পর মিলিত হইল এবং পরস্পর হাত ধরিয়া শপথ করিলেন, তাঁহারা পরস্পরকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসেন।

যুবক বলিলেন, "এখন আমার কর্ত্তব্য, সার উইলিয়ম অ্যাসটনকে এ কথা জানান—আমরা যে পরস্পরের বাগ্‌দত্ত, সেটা বলা দরকার। তাঁর কন্যার প্রতি গোপন ভালবাসা নিয়ে র‍্যাভেনস্‌উড এক মুহূর্ত্তও তাঁর বাড়ীতে বাস করতে পারেন না।"

স্তিমিতভাবে লুসী বলিলেন, "আপনি কি আমার বাবাকে এ কথা বলতে চান? না, না, এখন বলবেন না! আগে আপনার ভাগ্য নির্ণীত হোক—আপনার পদমর্য্যাদা ও ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যাক্, তার পর বাবাকে বলবেন। আমি জানি, বাবা আপনাকে ভালবাসেন—তিনি মত দেবেন, তা জানি, কিন্তু আমার মা—!"

লুসী মাতার অভিপ্রায় সম্বন্ধে কোন অভিমত প্রকাশ করিতে যেন লজ্জা অনুভব করিলেন। এই মহিলার সম্মতি ব্যতিরেকে কিছুই যে হইবার নহে, তাহা তিনি জানিতেন।

র‍্যাভেনস্‌উড বলিলেন, "আমার লুসী, তোমার মা ডগলাস-বংশের মেয়ে। এ বংশের সঙ্গে বহুবার আমাদের বংশের আদান-প্রদান হয়েছে, এমন কি, অত্যন্ত যশঃ ও গৌরবের যুগেও। আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে তাঁর আপত্তি হবে কেন?"

লুসী বলিলেন, "আমি ত আপত্তির কথা বলিনি। কিন্তু তিনি মাতৃত্বের দাবী ও অধিকার সম্বন্ধে বড়ই সজাগ। আগে তাঁর মত না নিয়ে কোন কাজই হতে পারে না।"

র‍্যাভেনস্‌উড বলিলেন, "বেশ, তাই হবে! লণ্ডন অনেক দূরে হলেও এক পক্ষের মধ্যে উত্তর এসে যাবে। আমি লর্ড কিপারকে এখুনি উত্তর দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করব না।"

ইতস্ততঃ করিয়া লুসী বলিলেন, "কিন্তু আর কয়েক সপ্তাহ অপেক্ষা করা কি ভাল নয়? মা আপনাকে দেখলে, আপনার সঙ্গে কথা বললে পর নিশ্চয় তাঁর আপনাকে পছন্দ হবে। তাঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় নেই। তা ছাড়া দুই পরিবারের মধ্যে দীর্ঘকালের ঝগড়া—"

র‍্যাভেনস্‌উড তীক্ষ্নদৃষ্টিতে যুবতীর দিকে চাহিলেন; তাঁহার অন্তরের কথা পাঠ করিবার চেষ্টা করিলেন।

তিনি বলিলেন, "লুসী, দীর্ঘকালের প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি আমি ত্যাগ করেছি, শুধু তোমারই জন্য। তোমার মূর্ত্তির পাদপীঠে, তোমাকে না বুঝবার আগেই সবই বিসর্জ্জন দিয়েছি। আমার বাবার অন্ত্যেষ্টিকালে, আমার একগাছা চুল ছিঁড়ে, আগুনে পোড়াবার সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, শত্রুর প্রতিশোধ না নিয়ে আমি নিবৃত্ত হব না।"

বিবর্ণ-মুখে লুসী বলিলেন, "এ রকম শপথ করা পাপ।"

র‍্যাভেনস্‌উড বলিলেন, "তা আমিও স্বীকার করি। ঐ রকম শপথ মনে পুষে রাখা মহাপাপ। শুধু তোমারই জন্য আমি সে শপথ ভঙ্গ করেছি। তোমার প্রভাবেই আমি বিবেক হারিয়ে ফেলেছি। তোমার জন্য আমি প্রতিজ্ঞাও ভুলেছি।"

লুসী বলিলেন, "ও সব কথা কেন এখন মনে করছেন? আমার জন্য আপনার যে মনোভাব, তার সঙ্গে ও কথা ত খাপ খায় না তবে কেন ও সব কথা ভাবছেন?"

যুবক বলিলেন, "বলছি কেন, শুনবে? তোমার প্রেম লাভ করবার জন্য আমি যে মূল্য দিয়েছি, সে কথাটা তোমায় বুঝিয়ে দেবার জন্য। তুমি যে আমারই থাকবে, তার একটা দাবী ত আমার আছে। এ কথা আমি বলব না যে, তোমার প্রেমের জন্য আমার বংশের সম্মান জলাঞ্জলি দিয়েছি। আমার শেষ সম্বল আমি তোমাকে দিয়েছি, সে কথা আমি নিজে বললেও জগৎ ত জানতে চাইবে!"

লুসী বলিলেন, "তাই যদি আপনার মনের ভাব হয়, তা হ'লে আপনি আমার সঙ্গে নিষ্ঠুর খেলা খেলেছেন। তবে এখনও সময় আছে—আপনার অঙ্গীকার ফিরিয়ে নিন। যা হয়ে গেছে, তার আর চারা নেই—আমাকে আপনি ভুলে যান—আমিও আপনাকে ভুলবার চেষ্টা করব।"

মাষ্টার র‍্যাভেনসউড বলিলেন, "তুমি আমাকে ভুল বুঝছো। সত্যি তুমি আমার সম্বন্ধে অবিচার করছ তোমার প্রেম কি মূল্য দিয়ে আমি কিনেছি, এ কথাটা বলেছি ব'লে অন্য রকম কেন ভাবছ? ও কথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে, আমাদের পরস্পরের যে বিয়ে হবে, তার একটা দৃঢ় অভিজ্ঞান থাকা দরকার। তুমি আমাকে ভুলে যাবে না, তার নিদর্শন

লুসী বলিলেন, "র‍্যাভেনস্‌উড, আমি তোমাকে ভুলবো, এটা তুমি কি ক'রে ভাবলে? তোমার প্রতি অবিশ্বাসিনী হব, এ চিন্তা তোমার মনে এল কেন? আমি শুধু বলেছি, একটু দেরী ক'রে বাবার কাছে প্রস্তাব করো, এই জন্য? কি অঙ্গীকার আমাকে করতে হবে, তুমি ব'লে দেও।"

র‍্যাভেনস্‌উড ক্ষমা চাহিলেন, কাতরভাবে নিবেদন করিলেন, যুবতীকে প্রসন্ন করিবার জন্য জানু পাতিয়া বসিয়া অনুনয়-বিনয় করিলেন। লুসীর মনে তখন অন্য কোন পুরুষের ছায়াপাত হয় নাই। তিনি স্বল্পেই যুবককে ক্ষমা করিলেন। এলিসকে যে স্বর্ণমুদ্রা যুবক প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা র‍্যাভেনস্‌উডের কাছেই ছিল, উহা ভাঙ্গিয়া দুই খণ্ড করিয়া প্রণয়ের নিদর্শনস্বরূপ উভয়ে ভাগাভাগি করিয়া লইলেন।

লুসী বক্ষোদেশে উহা রক্ষা করিয়া বলিলেন, "এ জিনিষ কোন দিন আমার বুক-ছাড়া হবে না। এডগার র‍্যাভেনস্‌উড, যত দিন তুমি এটা ফিরিয়ে না চাবে, তত দিন আমার কাছেই থাকবে। আর যত দিন আমি এটা ধারণ ক'রে থাকব, তোমার প্রেম ছাড়া আর কেউ আমার প্রাণস্পর্শ করতে পারবে না।"

র‍্যাভেনস্‌উডও বাকি অর্দ্ধখণ্ড অনুরূপ প্রতিজ্ঞা-সহকারে বক্ষের ভিতর রাখিলেন। এমন সময় তাঁহাদের হঠাৎ মনে হইল যে, অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের অদর্শনে দুর্গে আলোচনা হইবার সম্ভাবনা। উভয়ে উৎস-সন্নিধান ত্যাগ করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় একটা তীর শন্ শন্ শব্দে চলিয়া গেল। একটি পুরাতন ওক বৃক্ষে একটি দাঁড়কাক বসিয়াছিল, তীর তাহাকে বিদ্ধ করিল—পক্ষ ধড়ফড় করিতে করিতে লুসীর পদতলে আসিয়া জীবন ত্যাগ করিল। তাহার দেহের কয়েক ফোঁটা রক্ত লুসীর পরিচ্ছদে লিপ্ত হইল।

মিস অ্যাসটন ইহাতে ভয় পাইয়া গেলেন। র‍্যাভেনস্‌উড বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন—কে এই তীর নিক্ষেপ করিল? যে এই পাখীটি শিকার করিয়াছে, তাহার লক্ষ্যভেদ-কৌশল প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। হেনরী ধনুহস্তে সেখানে আসিল।

সে বলিল, "আমি জানতুম, সবাইকে চমকে দেব। আপনারা কথায় এমন মসগুল ছিলেন। ভেবেছিলুম, লুসীর মাথায় পাখীটা প'ড়ে যাবে। মাষ্টার তোমাকে কি বলছিলেন, লুসী?" শঙ্কা

লুসীকে কোন কথা বলিবার অবকাশ দিকোপালি-
যুবক বলিলেন, "আমি তোমার বোনকে, উভয়ের মধ্যে
যে, তুমি কি আলসে ছেলে। এউঠিত।
তুমি আমাদের এখানে বসিয়ে রেখেছ হইলেও, এই সকল
"আমার জন্য অপেক্ষা কর লাভ করিতে পারেন
আমি ত আপনাকে ব'লে দিয়েছিভেনস্‌উড সম্বন্ধে একটা
লুসীকে দুর্গে নিয়ে যান। নর্যাভেনস্‌উডের মত এমন
যাব আমি, তাতে আমার (লুসী এ যাবৎ দেখেন
আপনারা এখানে কুড়ের মত ইহাঁকে শঙ্কামিশ্রিত শ্রদ্ধা
আর ওদিকে আমি সারা জঙ্গল ঘু লুসীর কোমল মন

র‍্যাভেনস্‌উড বলিলেন, "আচ্ছা, বেশ, মিঃ হেন্‌রী। কিন্তু দাঁড়কাকটাকে তুমি কেন মারলে বল ত? তুমি কি জান না যে, যত দাঁড়কাক আছে, সব লর্ড র‍্যাভেনস্‌উডের রক্ষাধীন? তাঁদের কারও সামনে সেই পাখীকে হত্যা করলে সেটা এতই অকল্যাণকর যে, তাঁদেরই বুকে ছুরী মারা হয়।"

বালক বলিল, "নর্ম্মানও তাই বল্‌ছিল। সে আমার সঙ্গে এতক্ষণ ছিল। জ্যান্ত মানুষ দেখেও দাঁড়কাক এমন চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌তে পারে, এ দৃশ্য সে কখনো আগে দেখেনি। সে বলেছিল, এটা শুভাদৃষ্টের লক্ষণ। দাঁড়কাক পোষ মানে না, তারা উড়ে-উড়েই বেড়ায়। এটা হয় ত পোষা পাখী হতে পারে। আমি চুপি চুপি এলুম, খুব কাছে এসেই তীর ছুড়লুম। তার ফল ঐ দেখুন। খুব ভাল তাক হয় নি কি? অথচ তীর-ধনুক নিয়ে আমি বেশী শিক্ষা করিনি।"

র‍্যাভেনস্‌উড বলিলেন, "তোমার লক্ষ্যভেদ চমৎকার হয়েছে। তুমি যদি ভাল ক'রে অভ্যাস কর, খুব ভাল তীরন্দাজ হবে।"

বালক বলিল, "নর্ম্মানও তাই বলে। আমি যে অভ্যাস করতে পারিনে, সেটা আমার দোষ নয়। আমাকে এ সব করতে দেখ্‌লে বাবা রাগ করেন, শিক্ষক মশাই বকেন। শুধু মিস্ লুসী আমায় বাধা দেয় না। লুসী কিন্তু চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌তেই ভালবাসে। কোন সুন্দর পুরুষ দেখ্‌লে তার সঙ্গে গল্প করতে ভালবাসে। আমি ওকে অনেকবার ঐ রকম করতে দেখেছি।"

সহোদরার দিকে সে চাহিয়া দেখিল। ঐরূপ মিথ্যা বাজে কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইল, সে তাহার ভগিনীর হৃদয়ে ব্যথা দিয়াছে।

সে বলিল, "লুসী, রাগ করো না, ভাই।
মি যদি বাজে কথা কিছু ব'লে থাকি, এখুনি তা
দিলেন।
র ক'রে নেব তোমার যদি একশটা প্রণয়-
ভাবে ঘটি
তাতে মাষ্টার র‍্যাভেনস্‌উডের কি এসে
অবকাশ প।
ওরকম করছ কেন?"
মিলিত হইল এ
যা র‍্যাভেনস্‌উডের মন অবশ্যই প্রসন্ন
লেন, তাঁহারা পর
তাঁহার মনে হইল, পিতা-মাতার
যুবক বলিলেন,
এ সব উক্তি অর্থহীন—বাজে।
অ্যাসটনকে
ঘাত দিবার জন্য এইরূপ বাণ
পরস্পরের বাগ্‌দত্ত,
হার মনে এমন একটা অস্পষ্ট
কন্যার প্রতি গোপন
ুমান বাগ্‌দান ব্যাপারে তিনি
এক মুহূর্ত্তও তাঁর বাড়
ক্রর অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন না

ত? কিন্তু লুসীর নির্ম্মল দৃষ্টি দেখিয়া তাহা ত মনে হয় না। তবে গর্ব্বিত মন এবং দরিদ্র অবস্থা মানুষকে এমনই অভিভূত করিয়া ফেলে।

সকলে দুর্গে উপনীত হইলেন। তাঁহাদের প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব দেখিয়া সার উইলিয়ম শঙ্কিত-হৃদয়ে হলঘরে অপেক্ষা করিতেছিলেন।

তিনি বলিলেন যে, অন্য কাহারও সঙ্গে লুসী বাহির হইলে, এতক্ষণ তিনি তাহাদের সন্ধানে লোক পাঠাইতেন। কিন্তু মাষ্টার র‍্যাভেনস্‌উডের সঙ্গে থাকায় তাঁহার মনে কোনও শঙ্কা জাগে নাই।

লুসী কৈফিয়ৎ দিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বিবেকের দংশন ছিল, কাজেই তিনি এলোমেলো ভাবে বলিতে লাগিলেন। তাঁহার দুর্দ্দশা দেখিয়া র‍্যাভেনস্‌উড কৈফিয়ৎ দিয়া ব্যাপারটাকে সহজ করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তিনিও গোলমাল করিয়া ফেলিলেন। সুবিজ্ঞ ব্যবহারাজীবের নয়নে ধূলি-নিক্ষেপ সহজ নহে। তিনি ব্যাপারটি হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইলেন। মনুষ্য-চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। র‍্যাভেনস্‌উডকে বাঁধিয়া ফেলা তাঁহার অভিপ্রেত। কিন্তু তিনি নিজে ধরা দিতে চাহেন না। তাঁহার মনে এমন কথা জাগে নাই যে, তাঁহার চক্রান্ত ব্যর্থ করিবার জন্য র‍্যাভেনস্‌উডের মনে লুসী প্রেম জাগাইয়া তাহার বিনিময় দিয়াছেন, যদি র‍্যাভেনস্‌উডের প্রতি লুসীর আসক্তি জন্মিয়া থাকে এবং লেডী অ্যাসটন যদি তাহাতে আপত্তি করেন, তাহা হইলে লুসীকে প্রশ্রয় দেওয়া পরামর্শ-সঙ্গত হইবে না। সেরূপ ক্ষেত্রে লুসীকে একবার এডিনবরায় লইয়া গেলে, অথবা লণ্ডনে যাত্রা করিলে, জনকয়েক প্রেমিকের প্রণয়-গুঞ্জনে লুসীর মনে আর সে ভাব থাকিবে না। চরম অবস্থায় এই উপায়ই তিনি অবলম্বন করিবেন স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। তবে যদি মন্দটা নাই ঘটে, তাহা হইলে এই যুবককে আয়ত্ত করিবার জন্য যাহা কিছু পারা যায় করা দরকার। সুতরাং নিরুৎসাহ না করাই বাঞ্ছনীয়

সেইটাই অনেকটা সম্ভবপর। কারণ, লুসী ও র‍্যাভেনস্‌উড বেড়াইতে বাহির হইবার পর তিনি যে পত্র পাইয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম র‍্যাভেনস্‌উডকে জানাইবার জন্য তিনি তাড়াতাড়ি তাঁহার কাছে আসিলেন। লর্ড কিপারের কাছে এক জন পত্র-বাহক আসিয়াছিল। পত্রখানি তাঁহার বন্ধুর নিকট হইতে প্রেরিত। তিনি গোপনে একদল যোদ্ধা

গড়িয়া তুলিতেছিলেন, তাহার নেতৃত্ব করিয়াছিলেন, সার উইলিয়মের শক্তিশালী প্রতিপক্ষ মার্কুইস এ—। এই বন্ধুর চেষ্টার ফলে সার উইলিয়ম তাঁহার বক্তব্যগুলিতে রাজি হইয়াছিলেন ইহাতেই বুঝা গিয়াছিল যে, সার উইলিয়ম অনেকটা দমিয়া গিয়াছেন। সুযোগ বুঝিয়া মার্কুইস তাঁহাকে চারিদিক হইতে চাপিয়া ধরিবার সংকল্প করিয়াছিলেন।

যে পত্র আসিয়াছিল, তাহাতে কিপারের বন্ধু লিখিয়াছিলেন যে, মার্কুইস এ দিকে আসিতেছেন, লর্ড কিপারের আতিথ্যও গ্রহণ করিতে পারেন। লর্ড কিপার ইহাতে উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। তিনি এই স্বেচ্ছা-নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

তিনি দুইটি ব্যাপারে বিশেষ আনন্দ লাভ করিলেন। প্রথমতঃ র‍্যাভেনস্‌উড এখানে উপস্থিত; দ্বিতীয়তঃ তাঁহার পত্নী অনুপস্থিত। র‍্যাভেনস্‌উডকে তাঁহারই বাড়ীতে দেখিলে, তাঁহার শক্তিশালী আত্মীয় মার্কুইস এ—বিশেষ খুসী হইবেন। লুসী নিশ্চয়ই যুবককে এখানে থাকিবার জন্য অনুরোধ জানাইবেন, তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন না, ইহা কিপারের বিশ্বাস ছিল। আর গৃহিণীপণাতেও লুসী সব দিক্ বজায় রাখিতে পারিবেন।

কিপারের মনে উৎকণ্ঠা ছিল যে. র‍্যাভেনস্‌উড যেন তাঁহার পরমাত্মীয়কে অভ্যর্থনা করিবার জন্য এখানে থাকেন। কারমেভেসের উৎসের ব্যাপার হইতে যুবক আর তাড়াতাড়ি যাইবার জন্য প্রস্তুতও ছিলেন না। তখন লুসী ও লক্‌হার্ডের উপর যাবতীয় আয়োজনের ভার পড়িল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

Marall. Sir, the man of honours Come,
Newly alighed—
Overreach. In without reply,
and do as I command—
Is the loud music I gave order for
Ready to receive him—

New Way to Pay Old Debts.

সার উইলিয়ম অ্যাস্টন বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ব্যবহারাজীব হইলেও, তাঁহার মধ্যে ঐশ্বর্য্য ও ধন-মত্ততা ছিল—উহা দেখাইতে ভালবাসিতেন। মার্কুইসের অভ্যর্থনার জন্ম তিনি ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ দেখাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ইহাতে র‍্যাভেনস্‌উডের মন তিক্ততায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

এক দিন র‍্যাভেনস্‌উড বিরক্তিভরে বলিয়াই ফেলিলেন, "মার্কুইসের সম্মানের জন্য সার উইলিয়ম খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁর জন্য এই আয়োজন হচ্ছে, এটা ক্ষমার্হ। কিন্তু সত্য বলতে কি, এই সব খুঁটিনাটি পারিপাট্যের ব্যাপার দেখে আমার বিরক্তি বোধ হচ্ছে। এর চেয়ে উলফ্‌সক্র্যাগের দারিদ্র্য আমার কাছে ঢের সহনীয়—র‍্যাভেনস্‌উড-দুর্গের এই বিলাস-আড়ম্বর আমি সহ্য করতে পারছি না।"

লুসী বলিলেন, "কিন্তু এই রকম খুঁটিনাটি ব্যাপারে বাবার মন আছে বলেই তিনি সম্পত্তি অর্জ্জন—"

র‍্যাভেনস্‌উড বলিলেন, "উপেক্ষার জন্য যে সম্পত্তি আমার পূর্ব্ব-পুরুষ বিক্রয় ক'রে ফেলেছেন। তাই হবে। তবু যে মুটে, সে মোট বহেই থাকে—সোণার মোট হলেও।"

লুসী দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহার প্রণয়-পাত্র তাঁহার পিতার আচার-ব্যবহারের প্রতি বীতস্পৃহ। অথচ এই পিতাকে তিনি নিজের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ও স্নেহশীল বলিয়া জানেন। মাতার নিকট হইতে লুসী ঘৃণা, উপেক্ষা এবং কঠোরতা পাইয়া আসিতেছেন। শুধু পিতাই তাঁহাকে স্নেহ করিয়া থাকেন।

প্রণয়িযুগল অবিলম্বে আবিষ্কার করিলেন যে, পরস্পরের মধ্যে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ে মতভেদ বিদ্যমান। ধর্ম্ম সম্বন্ধেও উভয়ের ধারণা পরস্পর-বিরোধী। লর্ড কিপার হুইগ দলের, এজন্য তিনি প্রেসবিটারিয়ান মতাবলম্বী। তাঁহার পরিবারভুক্ত সকলেই সেই মত পোষণ করেন, তদনুসারে শিক্ষা পাইয়া আসিয়াছেন। র‍্যাভেনস্‌উড এপিসকোপালিয়ান মতানুবর্ত্তী। সুতরাং ধর্ম্মমত লইয়া উভয়ের মধ্যে প্রায়ই একটা পার্থক্য প্রকট হইয়া উঠিত।

পরস্পর পরস্পরের অনুরাগী হইলেও, এই সকল ব্যাপারে উভয়েই বিশেষ শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই। মনে মনে লুসী র‍্যাভেনস্‌উড সম্বন্ধে একটা শঙ্কা পোষণ করিতেন। র‍্যাভেনস্‌উডের মত এমন উন্নতচরিত্র মহৎহৃদয় যুবক লুসী এ যাবৎ দেখেন নাই। এজন্য তিনি তাঁহাকে শঙ্কামিশ্রিত শ্রদ্ধা করিতেন। র‍্যাভেনস্‌উডও লুসীর কোমল মন

ও মধুর স্বভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, এই যুবতীকে যে ভাবে গঠন করা যাইবে, তেমনই ভাবে তিনি গড়িয়া উঠিবেন। তাঁহার মনে হইত যে, তিনি যেরূপ প্রকৃতির লোক, তাহাতে তাঁহাকে সুপরিচালিত করিবার জন্য এক জন স্বাধীনচেতা জীবনসঙ্গিনীর প্রয়োজন। তিনিই তাঁহাকে সংসারপথে চালাইয়া লইয়া যাইতে পারিবেন। লুসীর ভিতরে সে দৃঢ়তার অভাব ছিল। কিন্তু এমন অপূর্ব্বসুন্দরী তাঁহার একান্ত অনুরাগিণী জানিয়া তাঁহার প্রতি আরও আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার এক একবার মনে হইত, এমন কোমলহৃদয়া যুবতীকে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকেই রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে।

কোন কোন বিষয়ে মতদ্বৈধ থাকিলেও, উভয়ের মধ্যে প্রেম প্রগাঢ় হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ উভয়ে অঙ্গীকারপাশে আবদ্ধ, সুতরাং কেহ কাহাকেও ত্যাগ করিতে পারেন না। তবে লুসীর মনে এমন শঙ্কা জাগিত যে, তাঁহার প্রণয়পাত্র যেরূপ গর্ব্বিত, তাহাতে হয় ত তিনি লুসীকে ভালবাসিয়াছেন, বিবাহ করিতে চাহিয়াছেন বলিয়া ক্ষুব্ধ হইবেন না। র‍্যাভেনস্উডের মনেও এমন একটা উদ্বেগ জন্মিয়াছিল যে, লুসী যেরূপ দুর্ব্বলচিত্তা, তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের পীড়াপীড়িতে হয় ত যুবতী এক দিন বাগ্‌দান ফিরাইয়া লইতে পারেন।

এক দিন প্রেমিকের মুখে এরূপ ভাবের কথার ইঙ্গিত পাইয়া লুসী বলিলেন, "ও ভয় ক'র না। দর্পণ বা স্বচ্ছ সুদৃঢ় পদার্থে প্রতিবিম্ব পড়লে তা হয় ত থাকে না, কিন্তু কোমল বস্তুতে যে ছাপ পড়ে, তা জীবনে মিশিয়ে যায় না।"

র‍্যাভেনস্উড বলিলেন, "ওটা কবিতার কথা। কবিতায় অনেক ফাঁক পাওয়া যায়, অনেক সময় কল্পনায় পর্য্যবসিত হয়।"

লুসী বলিলেন, "আমার কথায় বিশ্বাস কর। আমি গম্ভ করেই বলছি যে, বাবা-মার অনুমোদন না হ'লে আমি কাকেও বিয়ে করব না, এ কথা সত্য; কিন্তু আমি তোমাকে যে অধিকার দিয়েছি, তুমি তা ত্যাগ করতে না বললে, জোর ক'রে আমাকে কেউ তা ত্যাগ করাতে পারবে না।"

প্রেমিকযুগল এইরূপ আলোচনা করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইতেন। হেনরী ইদানীং তাহার শিক্ষক অথবা বনরক্ষকের সহিতই অধিকাংশ সময় যাপন করিত। লর্ড কিপার সকালবেলা চিঠি পত্র প্রভৃতি লইয়াই কাটাইতেন। কোথায় কি হইতেছে—রাজনীতিকদল কি ভাবে পুষ্ট হইতেছে, কোন্ দল প্রবল হইয়া উঠিতেছে, এই সকল সংবাদ লইয়াই তিনি বিব্রত থাকিতেন। তাহা ছাড়া মার্কুইস্ এ—শীঘ্র আসিবেন বলিয়া তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য মনঃসংযোগ করিতেন। দুইবার মার্কুইস বিশেষ প্রয়োজনীয় কারণে এখানে আসি আসি করিয়াও আসিতে পারেন নাই।

উল্লিখিত কারণে লর্ড কিপার কন্যার কি অবস্থা হইতেছে—প্রেমিক যুবক কি অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাহা লক্ষ্য করিবার জন্য ব্যস্ত হন নাই। অবশ্য প্রতিবেশীরা তাঁহার ব্যবহারের সমালোচনা করিত—কন্যা এক জন যুবকের সাহচর্য্যে দিনরাত রহিয়াছে, ইহা সমালোচনার বিষয়ীভূত ব্যাপার হইয়াছিল। এ বিষয়ে লর্ড কিপার কাণ দিতেন না। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, মার্কুইস এ—তাঁহার আত্মীয় সম্বন্ধে প্রকৃত কি মনোভাব পোষণ করেন এবং তিনি কতদূর শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা ভালরূপে পরীক্ষা না করিয়া নিজের মতামত প্রকাশ করিবেন না। বহু ধূর্ত্ত ব্যক্তি যেমন অতি-মাত্র সতর্কতার জন্য পরিণামে শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়া থাকেন, লর্ড কিপারেরও সেই অবস্থা আসিয়া দাঁড়াইল।

যাহারা সার উইলিয়ম অ্যাস্টনের ব্যবহারের তীব্র সমালোচনা করিত—যুবক-যুবতীকে বেপরোয়া-ভাবে ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য নিন্দা করিত, তাহাদের মধ্যে গিবিংটনের নূতন ভূস্বামী ও ক্রেগেনগেলূট প্রধান। বাক্‌লো তাঁহার আত্মীয়ার বিয়োগে প্রচুর সম্পত্তির মালিক হইয়াছিলেন। ক্রেগেনগেলূট তাঁহার পার্শ্বচর ও মদের সঙ্গী হইয়াছিলেন।

এই কুটবুদ্ধি ক্যাপ্টেন যুবক বাক্‌লোকে অনেক বিষয়ে পরামর্শ দিতেন, কিন্তু বাক্‌লো ঠেকিয়া শিখিয়াছিলেন বলিয়া বাজে খরচের দিকে বড় একটা ভিড়িতেন না। তবে এই সঙ্গীটিকেও তিনি পরিহার করিতে পারেন নাই।

ক্রেগেনগেলূট র‍্যাভেনস্উডের কাছ হইতে অপমানিত হইয়া বিতাড়িত হইয়াছিলেন। সেজন্য ঐ যুবককে তিনি কোনও দিন ক্ষমা করিতে পারেন নাই। তিনি প্রতিশোধ লইবার উপায় অন্বেষণ করিতে-ছিলেন। প্রায়ই তিনি বাক্‌লোকে উত্তেজিত করিতেন।

বাক্‌লো এক দিন বলিলেন, "মাষ্টার আমার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করেন নি। তবে একটা কথা, এক দিন তিনি আমার প্রাণরক্ষা করেছিলেন। এখন আমি তাঁর সমকক্ষ হয়েছি। এবার যদি

তিনি আমার পথে এসে পড়েন, তখন দেখা যাবে।"

ক্রেগেনগেল্‌ট বলিলেন, "তুমি তরবারি চালাতে তার সমকক্ষ হয়েছ। আমার বিশ্বাস, তিন চক্র শেষ হবার আগেই তুমি তাকে শেষ ক'রে দিতে পারবে।"

বাক্‌লো বলিলেন, "তা হ'লে তুমি অস্ত্রক্রীড়ার কিছুই বোঝ না। বিশেষতঃ তাঁর অস্ত্রনৈপুণ্য কখনো দেখনি।"

"আমি তলোয়ার চালাতে জানি না? ঠাট্টা করছ বুঝি? আমি র‍্যাভেনস্‌উডের অস্ত্রশিক্ষা-কৌশল কখনো দেখিনি এ কথা ঠিক, কিন্তু মসিয়ে সেগুনের স্কুলে কি অস্ত্রবিদ্যা আমি শিখিনি? তার পর সেনর পোকোর মেলা ফ্লোরেন্সে দেখেছি। ভিয়েনায় মিনহার ডরচ্‌ষ্টোগেনের অস্ত্রবিদ্যাও কি দেখিনি?"

বাক্‌লো বলিলেন, "তুমি দেখেছ কি দেখনি, সে কথা হচ্ছে না। যদি দেখেই থাক, তাতে কি?"

"আমার কথাটা হচ্ছে এই—ফরাসী, ইটালীয়, ডচ্‌ম্যান্ যেই হোক না কেন, তোমার সঙ্গে কেউ পারবে না।"

বাক্‌লো বলিলেন, "না, তোমার কথা আমি সত্য ব'লে মানি না। তা সে যাই হোক্, আমি অস্ত্র ধরতে জানি। অন্ততঃ ভদ্রলোকের যা জানা দরকার, তা আমার আছে।"

ক্রেগেনগেল্‌ট তখন একটা গল্প ফাঁদিয়া বসিলে বাক্‌লো বলিলেন যে, বড় গল্প শুনিবার অবকাশ তাঁহার নাই। বরং মদ্যপানের ব্যবস্থাই ... প্রিয়।

সুরা ঢালিয়া লইয়া বাক্‌লো বলিলেন, "কার স্বাস্থ্য পান করা যাবে বল?"

ক্রেগেনগেল্‌ট বলিলেন, "তুমি নাম কর।"

বাক্‌লো বলিলেন, "তা হলে ব'ল, মিস্ লুসী অ্যাসটনের স্বাস্থ্য পান করা যাক্।"

ক্যাপ্টেন সোল্লাসে বলিলেন, "চমৎকার! এমন সুন্দরী এ অঞ্চলে নেই। কিন্তু কি দুঃখের কথা বল ত, ভাই, সুন্দরীর হতচ্ছাড়া বাবা একটা ভিখিরী, যার চাল চুলো নেই, সেই র‍্যাভেনস্‌উডের হাতে তাকে সঁপে দিতে যাচ্ছে!"

উপেক্ষার ভাণ করিয়া বাক্‌লো বলিলেন, "সেটা কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছেনা।"

ক্যাপ্টেন্ বলিলেন, "আমি কিন্তু ভেবেছিলাম, সব পাকা হয়ে গেছে। ওরা দুজনে সব সময়েই এক জায়গায় থাকে। এ অঞ্চলে সবাই ওদের কথা নিয়ে আলোচনা করে।"

"যার যা খুসী বলুক না কেন। আমি ভালই জানি। তাই আবার মিস্ লুসী অ্যাসটনের স্বাস্থ্য পান করা যাক্।"

ক্রেগেনগেল্‌ট বলিলেন, "আমি নতজানু হ'য়ে তাঁর স্বাস্থ্য পান করছি। অমন মেয়ে—সে যদি ঐ লোকটাকে প্রেম না দেখায়।"

গম্ভীরভাবে বাক্‌লো বলিলেন, "দেখ, প্রেম ও মিস্ অ্যাস্টনের নাম একসঙ্গে মিশিও না। ওটা আমি ভালবাসিনে।"

ক্রেগেন্‌গেল্‌ট বলিলেন, "তাই নাকি? আমি কি প্রেম কথাটা ব'লে ফেলেছি। আরে না, না, আমি বলেছি প্রত্যাখান। আমার বিশ্বাস, ছেঁড়া তাসের ন্যায় তাকে মিস্ অ্যাসটন প্রত্যাখ্যান করবেন। আর হৃদয়ের রাজাকে বরণ ক'রে নেবেন! কিন্তু তবু—"

"তবু কি?"

"তবু আমি জানি। ওরা দুজন দিন-রাত এক জায়গায় থাকে—বনে বেড়াতে যায়, মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ায়।"

"ওটা সুন্দরীর বোকা বাবার খেয়াল—দুদিনেই ও সব খেয়াল বন্ধ হয়ে যাবে। এখন গ্লাস ভর্তি ক'রে ফেল, ক্যাপ্টেন। তোমাকে সুখবর শোনাব—গোপন কথা, বন্ধনের কথা।"

ক্রেগেনগেল্‌ট বলিলেন, "বিয়ের ব্যাপার নাকি?" বলিতে বলিতে তাহার মুখ বিবর্ণ হইল। বাক্‌লোর বিবাহ হইলে, এ বাড়ীতে আর তাঁহার স্থান হইবে না, এইরূপ আশঙ্কা তাহার মনে বোধ হয় প্রবল হইয়া থাকিবে।

বাকলো বলিলেন, "হাঁ, তাই। কিন্তু বিয়ের কথা শুনে তোমার এত উৎসাহ লোপ পেল কেন? গালের সে আরক্ত আভা আজ গেল কোথায়? তোমার ত ভাবনার কিছু কারণ নেই। তোমার জন্য টেবলে খাবারের জায়গা, মদের বোতল সবই থাকবে। লোথিয়ানের যুবতী-সমাজ তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করলেও, তোমার কিছু করতে পারবে না। আমি সে ছেলে নই যে, আমার কেউ নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরোবে।"

ক্রেগেনগেল্‌ট বলিলেন, "ও কথা সবাই আগে বলে থাকে, ভাই। আমার কয়েক জন অন্তরঙ্গ বন্ধুও অমন কথা বলেছিল। কিন্তু কোন মেয়েমানুষই আমায় সহ্য করতে পারে না। বিয়ের পর মধুযামিনী কাটতে না কাটতেই বন্ধুর কাছ থেকে আমায় বিদায় নিতে হয়েছে।"

বাক্‌লো বলিলেন, "মধুযামিনী শেষ হওয়া পর্য্যন্ত তুমি যদি টিকে থাক্‌তে পারতে, তা হলে তোমার বছরের ভাত-কাপড় বন্ধ হ'ত না।"

ক্যাপ্টেন বলিলেন, "কিন্তু তা আমি পারিনি। আমার বন্ধু লর্ড কাসলকুম্ভির কথাই ধর—দুই বন্ধুর এক প্রাণ ছিল—তার ঘোড়া চ'ড়ে বেড়াতাম, তার কাছ থেকে টাকা ধার করতাম, তার জন্য টাকাও ধার ক'রে এনে দিতাম—এত গলাগলি ভাব। হঠাৎ তার খেয়াল হ'ল, বিয়ে করবে! কেটি গ্রেগ্‌এর সঙ্গে বিয়ে হ'ল, আমারই জানা মেয়ে। ভাবলাম, সে আমার সঙ্গে অন্য রকম ব্যবহার করতে পারবে না। কিন্তু প্রথম পক্ষ শেষ হবার আগেই আমাকে যেন বাড়ী থেকে ঘাড় ধ'রে বার ক'রে দিলে।"

বাক্‌লো বলিলেন, "কাস্‌লকুম্ভি আমি নই, আর লুসীও কেটি গ্রেগ হবে না। একটা কথা জেনে রাখ, তোমার পছন্দ হলেই বা কি, আর না হলেই বা কি, এ ব্যাপার ঘটবেই। এখন কথা হচ্ছে, তুমি আমার কাজে লাগ্‌তে চাও কি না?"

ক্যাপ্টেন বলিলেন, "তোমার কাজে লাগব না? আরে কও কথা, তুমি হলে জমিদার, আমার প্রাণের বন্ধু, তোমার জন্য আমি খালি পায়ে সারা পৃথিবী ঘুরতে রাজি। শুধু বল কি করতে হবে—কোথায়, কবে, কখন্, কি প্রণালীতে—ব্যস, দেখে নিও তোমার কাজে লাগি কি না।"

বাক্‌লো বলিলেন, "তোমাকে ঘোড়ায় চ'ড়ে দুশো মাইল যেতে হবে।"

অনুগত স্তাবক বলিলেন, "হাজার মাইল মাছির মত উড়ে যাব। এখুনি আমি ঘোড়ায় জিন চড়িয়ে আস্‌ছি।"

বাক্‌লো বলিলেন, "আগে শোন, কোথায় যেতে হবে—কি তোমায় করতে হবে, তবে ত যাবে। তুমি জান, নরদামবরল্যাণ্ডে আমার এক আত্মীয়া আছেন। তাঁর নাম লেডী ব্রেক্কেন্‌সপ। অনেক দিনের পরিচয়, কিন্তু আমার যখন দৈন্যদশা, তখন তিনি আমায় ভুলে গিয়েছিলেন। তার পর যেই জমিদারী পেয়েছি, অমনি তিনি আমার সঙ্গে হেসে আলাপ জমিয়েছিলেন।"

বীরের ন্যায় উত্তেজিতকণ্ঠে ক্রেগেনগেল্‌ট বলিলেন, "ও সব হতভাগাদের কথা আর তুলো না। এমন কথা আমার সম্বন্ধে তুমি বল্‌তে পার না। তোমার ভাল মন্দ সব অবস্থাতেই আমি তোমার পাশে

"আরে না, না, তোমার গুণ কি আমি ভুলে গেছি। যখন আমার ঘোর দুর্দ্দশা, তুমি তখন আমাকে ফরাসীরাজের চাকরীতে বহাল ক'রে দেবার চেষ্টা করেছিলে। তা ছাড়া আমাকে তুমি মোহর ধার দিয়েছিলে—অবশ্য তখন শুনেছিলে যে, লেডী গিরনিংটন মরতে বসেছেন। জন্, ভাই, অত মনমরা হয়ো না। ওতে হয়েছে কি? তুমি তোমার মতই আমাকে ভালবাসতে, এ কথা ত মিথ্যে নয়। এখনো তোমার মত বন্ধু আমার আর কেউ নেই। যাক, এখন লেডী ব্রেক্কেন্‌সপ্‌এর কথাই হোক্! তুমি হয় ত শুনেছ যে, তিনি ডচেস্ সারার এক জন পরামর্শদাত্রী—তাঁর দলের মেয়ে।"

"অ্যাঁ, বল কি! সল্ জেনিংস্? তিনি ত খাসা মেয়েমানুষ।"

"বাজে বকো না। ডচেস্ মারলবরো আমার আত্মীয়াকে লেডী অ্যাস্‌টনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন! লেডী অ্যাস্‌টন হচ্ছেন, লর্ড কিপারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। এই সব মহিলার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, তাঁরা স্বামীদের তোয়াক্কা রাখেন না—সার উইলিয়মের সঙ্গে পরামর্শ না করেই এঁরা লুসী অ্যাস্‌টনের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবার প্রস্তাব করেছেন। আমার সম্বন্ধে তাঁরা এই সব ব্যাপার করছেন দেখে প্রথমে আমি বিস্মিত হয়েছিলুম। আমার মত না নিয়েই তারা অগ্রসর হয়েছেন। বুঝেছ ব্যাপার?"

"বটে! তা তুমি কি উত্তর দিয়েছ?"

"প্রথমেই আমি এ সন্ধিসত্ত ভেঙ্গে দেব ভেবেছিলুম। দ্বিতীয় চিন্তায় ব্যাপারটাকে হেসে উড়িয়ে দিলুম। কিন্তু তৃতীয়বার চিন্তার পর, ঠিক করলুম—ব্যাপারটা সঙ্গত, আমার মনের মতও বটে।"

"কিন্তু, ভাই, তুমি ত মেয়েটিকে একবারের বেশী দেখোনি। তাও তিনি তখন ছদ্মবেশে, মুখ ঢেকেছিলেন।"

"তা ঠিক। কিন্তু তাতেই আমার পছন্দ হয়েছিল। তারপর র‍্যাভেনস্‌উড আমার সঙ্গে ঐ রকম নোংরা ব্যবহার করলে আমি চটেছিলুম। লর্ড কিপার ও তাঁর মেয়েকে অতিথি পেয়ে লোকটা আমায় তার ভাঙ্গা দুর্গে ঢুকতেও দিল না। তাকে শিক্ষা না দিয়ে আমি ছাড়ছি না।"

ক্রেগেনগেল্‌ট এ' প্রস্তাবে বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "এই ত চাই। তুমি যদি ঐ রূপসীকে তার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পার, তা হ'লে তার বুক ভেঙ্গে যাবে।"

বাক্লো বলিলেন, "আরে না, না। তার সারা জীবনটা যুক্তি ও দার্শনিক তত্ত্বে যেন ইস্পাতের মত দুর্ভেদ্য হয়ে আছে। আমার চেয়ে তুমি তাকে ভাল ক'রে জান না। এতে তার দর্প—চূর্ণ হবে—আমি তাই চাই।"

ক্রেগেনগেল্ট বলিলেন, "এখন বুঝতে পারছি, কেন সে তোমাকে তার ভাঙ্গা দুর্গে ঢুকতে দেয় নি। সে তোমার সাহচর্য্যে লজ্জা পাবে ব'লে তা করেছিল? আরে না, না, তার ভয় হয়েছিল, পাছে তুমি ঐ মেয়েটিকে তোমার রূপে ভুলিয়ে ফেলে কেড়ে নেও।"

বাক্লো বলিলেন, "দূর পাগল, ক্রেগ্! তাই তুমি ভেবে রেখেছ? না, তা নয়! সে আমার চেয়ে দেখ্তে হাজার গুণ ভাল।"

ক্যাপ্টেন বলিলেন, "আরে রাগঃ! তুমিও যেমন! সে দেখ্তে কালো ঝুল! আর যে লম্বা!—তার চেয়ে মাঝারি গোছের মোটা লোক——"

বাধা দিয়া বাক্লো বলিলেন, "তুমি যে দেখ্ছি, আমাকে কুঁজো বানিয়ে ছাড়ছ। যাক্, র‍্যাভেনস্উডের কথাই বলি: সে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখেনি—আমিও রাখব না। যদি মেয়েটিকে তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া সম্ভব হয়, তা আমি নেব।"

"কি বলছ, তাকে কেড়ে নেওয়া? তোমাকে তা করতেই হবে। তুমি ভুরুপের গোলাম—ছোঁড়াকে জব্দ ক'রে ছেড়ে দিতে হবে।"

বাক্লো বলিলেন, "ভাই, ওসব জুয়াড়ীর বুলি এখন বন্ধ কর। ব্যাপার যা এখন দাঁড়িয়েছে, আমার আত্মীয়ার প্রস্তাব আমি মেনে নিয়েছি, এখন লেডী অ্যাসটনের কাছে সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব পাঠাতে হবে। কারণ, তিনিই তাঁর মেয়ে ও ছেলের কর্ত্তা। এখন আমি কোন বিশ্বস্ত লোকের মারফতে একখানা চিঠি পাঠাব, এই তাঁর অভিপ্রেত।"

ক্যাপ্টেন চীৎকার করিয়া বলিলেন, "এই সুরা-সুধা পান করেই আমি জগতের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘোড়া হাঁকিয়ে যেতে রাজি। সবই ভাই, তোমার জন্য!"

"দেখ, তোমাকে আমার জন্য আরো কিছু করতে হবে, আর তোমার নিজের জন্যও বটে। চিঠি আমি যাকে তাকে দিয়ে পাঠাতে পারি; কিন্তু তোমাকে তা ছাড়া আরো কিছু করতে হবে। লেডী অ্যাসটনের কাছে কথায় কথায় ব'লে ফেল্বে, র‍্যাভেনসউড তাঁর স্বামীর বাড়ী অতিথি হয়ে আছে। তাঁর মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তাব চল্ছে। তুমি আরও বল্তে পার, মার্কুইস এ—শীঘ্র সেখানে যাবেন। তিনি গেলেই র‍্যাভেনস্উডের সঙ্গে মিস্ অ্যাসটনের বিয়ে পাকা হয়ে যাবে। এ সব শুনে তিনি কি বলেন, তা আমি জানতে চাই। বাজি কে জিতবে, তা হতেই সব বুঝে নেব।"

"তা সে পারবে না, আমি বাজি রাখ্তে পারি।"

"দেখ, ক্রেগ, তুমি সেখানে যাচ্ছ, তাঁরা বড় বরাগ।। সেখানে গিয়ে তোমার ঐ সব বদখত কথা বলো না যেন। আমি পরে লিখে দেব, তোমার ভদ্রতা-জ্ঞান অল্প; সাদাসিধে লোক।"

"তাই লিখে দিও। সৈনিকপুরুষ, সামাজিক জ্ঞানের ধার ধারি না।"

"তুমি খুব ভাল মানুষ যে, তা ত নও। তবে তোমার সাহায্য আমার প্রয়োজন। লেডী অ্যাসটনের গতিবেগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।"

"তা আমি খুব পারব। দেখো, ঘোড়া ছুটিয়ে তাকে এনে ফেল্ব।"

"শোন, ক্রেগ, তোমার টাকার দরকার। এই নাও, এ থেকে সরাইখানায় মদ খেও।"

টাকা পকেটস্থ করিয়া ক্রেগেনগেল্ট বলিলেন, "দেখ ভাই, তুমি আমার সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করছ না। টাকার কি দরকার ছিল? যাই হোক্, নিলাম।"

"এখন, যাও, ঘোড়ার পিঠে চেপে বস। ভাল ঘোড়াটা তোমাকে বকশিস দিলাম।"

দূত তখন বলিলেন, "আমার দৌত্য সফল হোক্।"

"দেখ ভাই, ঐ তাকটায় ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দের ভাল মদের বোতল আছে। গোটা কয়েক পেড়ে আন। আজ ঐ সুরা পান ক'রে রাত কাটাব।"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

And soon they spied the
merry men green,
And eke the coach and four.

Duke upon Duke.

যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ হইবামাত্র ক্রেগেনগেল্ট যাত্রা করিলেন। যথাসময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে তিনি পৌঁছিলেন। মিঃ হেস্টন বাক্লোর পরিচয়-পত্র সহ তিনি আসিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার আদর-অভ্যর্থনার ত্রুটি হইল না। ক্রেগেনগেল্ট উত্তম বেশভূষা করিয়া আসিয়াছিলেন। সৈনিক বলিয়া

পরিচিত হওয়ায় তাঁহার দোষ-ত্রুটি মহিলাগণের কাছে গুণ হইয়া দাঁড়াইল।

ক্যাপ্টেন দেখিলেন যে, তিনি সমাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছেন, তখন তিনি বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষকের কার্য্য উদ্ধারের উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিলেন, লেডী অ্যাসটন বাক্‌লোর পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছেন। লেডী রেভেন্সউড সে কাৰ্য্য আগাইয়া রাখিয়াছিলেন। কাজেই ক্যাপ্টেন সহজেই কার্য্যোদ্ধার হইবে ভাবিলেন। বাক্‌লোর মত ধনী জামাই তিনি খুঁজিতেছিলেন, ইহাতে তাঁহার কন্যা সুখে থাকিবে, লেডী অ্যাসটন ইহাই ভাবিয়া লইয়াছিলেন। তিনি আরও দেখিলেন, ডগলাস-বংশের জমিদারী যে অঞ্চলে, বাক্‌লোর সম্পত্তিও সেখানে। সুতরাং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সোল্‌টো ঐ অঞ্চল হইতে বৃটিশ পার্লামেন্টের প্রতিনিধি হিসাবে দাঁড়াইলে সহজে সে কার্য্য সিদ্ধ হইবে। কাজেই বাক্‌লোর সহিত কন্যার বিবাহের প্রয়োজনীয়তা তাঁহার কাছে ঈপ্সিত বলিয়া মনে হইল।

ক্রেগেনগেল্‌ট অতি চতুর ব্যক্তি। তিনিও লেডী অ্যাসটনের অভিপ্রায় বুঝিলেন। তিনিও নানা উপায়ে ইন্ধন জোগাইতে লাগিলেন। বাক্‌লোর ক্ষমতা কিরূপ, তাঁহার লোকবল এবং ভোটের সংখ্যা কত বেশী, সে সব জানাইয়া বুঝাইয়া দিলেন, বাক্‌লো শিকারেরই ভক্ত, পার্লামেন্টের সভ্য হওয়ার দিকে তাঁহার কোন ঝোঁক নাই।

লেডী অ্যাসটন সে সব কথা কাণ দিয়া যেন গিলিতে লাগিলেন। জামাতাকে মুঠার মধ্যে ভরিয়া পুত্রের ভাগ্যপথ-নির্ণয়ের সুবিধা কিরূপে হইতে পারে, তাহাও তিনি মনে মনে ছকিয়া রাখিলেন।

ধূর্ত্ত ক্যাপ্টেন যখন বুঝিলেন, লেডী অ্যাসটন তাঁহার ফেলা টোপ গিলিয়াছেন, তখন বন্ধুর উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য র‍্যাভেনসউড ও মিস্ অ্যাসটনের অন্তরঙ্গতা—বিবাহের সম্ভাবনা প্রভৃতির কথা কৌশলে অবতারণা করিলেন। সে অঞ্চলের সকলেই এ কথা লইয়া আলোচনা করিতেছে, তাহাও জানাইতে ভুলিলেন না। লেডী অ্যাসটনের আরক্ত মুখমণ্ডল, দীপ্ত নেত্র এবং স্খলিত কণ্ঠস্বরে তিনি বুঝিলেন যে, ঔষধ ধরিয়াছে। লেডী অ্যাসটন স্বামীর নিকট হইতে বিশেষ পত্রাদি পাইতেন না। উলফস্‌ক্রাগে কন্যাসহ কিপারের গমন, তথায় অধিষ্ঠান, মাষ্টারকে লইয়া দুর্গে প্রত্যাবর্ত্তন, কন্যার সহিত র‍্যাভেনসউডের ঘনিষ্ঠ মেলামেশা, এ সকল সংবাদ তিনি কিছুই পান নাই। মাতাকে না জানাইয়া কন্যাকে অন্য পাত্রে অর্পণের এই প্রচেষ্টা লেডী অ্যাসটনের নিকট ভীষণ বিদ্রোহ বলিয়া বিবেচিত হইল। তিনি স্থির করিলেন, স্বামীকে তাঁহার প্রভাব ভালরূপে বুঝাইয়া দিবেন।

ক্যাপ্টেন দেখিলেন, লেডী অ্যাসটন সেই দিনই স্বগৃহে ফিরিবার আয়োজন করিতেছেন, যাত্রার আয়োজন তখনই স্থির হইয়া গেল।

হায় হতভাগ্য লর্ড কিপার! তিনি জানিতেন না, ঝটিকা আসন্ন। ছয়টি অশ্ববাহিত যানে আরোহণ করিয়া তাঁহার গৃহকর্ত্রী তাঁহার সমস্ত সঙ্কল্পকে চূর্ণ করিবার জন্য আসিতেছেন, এ সংবাদ তাঁহার অগোচর রহিয়া গেল। তিনি তখন মার্কুইস এর শুভাগমনের প্রত্যাশাই করিতেছিলেন মার্কুইস দুর্গে আসিতেছেন, এ সংবাদই তিনি চরমুখে শুনিতে পাইলেন: সুতরাং তাঁহার অভ্যর্থনার আয়োজনেই তিনি ব্যস্ত।

দুর্গ হইতে সোজা যে রাস্তা, সে দিকে সকলেই ক্ষণে ক্ষণে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। অনতিবিলম্বে দেখা গেল, দুই জন শ্বেত পরিচ্ছদে ভূষিত পদাতিক অগ্রে অগ্রে আসিতেছে। তাহাদের পশ্চাতে একখানি অশ্বযোজিত শকট। সকলেরই মনে হইল, মার্কুইস আসিতেছেন।

অন্য আর একটি পথ দিয়া আর একখানি গাড়ী আসিতেছিল, কেনরা তাহা দেখিতে পাইল। দুই বিভিন্ন দিক দিয়া যে দুইখানি শকট আসিতেছে, তাহার কোন্‌টিতে মার্কুইস এ—আছেন? লর্ড কিপারের মনে দুশ্চিন্তার উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন, তাঁহার পত্নী আসিতেছেন না ত?

লুসী বলিয়া উঠিলেন, "মাও আসছেন দেখ্‌ছি!" তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

র‍্যাভেনসউড বলিলেন, "যদি লেডী অ্যাসটনই এসে থাকেন, তাতে সকলের মনে এত উৎকণ্ঠা হবার কারণ কি? বাড়ীর গিন্নী এত দিন পরে ফিরে আস্‌ছেন, এতে অন্য রকম ভাব হবারই কথা—ভয় হবে কেন?"

মিস্ অ্যাস্‌টন বলিলেন, "তুমি আমার মাকে জান না। তোমাকে এখানে দেখলে তিনি কি বলবেন?"

গর্ব্বিতভাবে র‍্যাভেনসউড বলিলেন, "আমার এখানে অনেক দিন থাকা হয়ে গেছে, এই কথা তিনি

ভাববেন কি? প্রিয় লুসী, তুমি বৃথা ভয় পাচ্ছ। তিনি বড়-বংশের মেয়ে, সংসারের রীতি-নীতি জানেন। স্বামী ও তাঁর অতিথির মর্য্যাদা-বোধও তাঁর আছে।"

লুসী মাথা নাড়িলেন। মাতার গাড়ী তখনও অর্দ্ধ মাইল দূরে, কিন্তু র‍্যাভেনস্উডের সান্নিধ্য হইতে তিনি চলিয়া গেলেন। তাঁহাকে লইয়া ছাদের অপর অংশে তিনি গমন করিলেন। লর্ড কিপারও নীচে নামিয়া ফটকের ধারে গেলেন। র‍্যাভেনস্উডকে যাইবার সময় তিনি আহ্বান করিলেন না। যুবক একাকী ছাদে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ইহাতে তাঁহার মনে আঘাত লাগিল। আপন মনে তিনি বলিলেন, "লুসী ছেলে মানুষ, তাকে আমি ক্ষমা করতে পারি। মার অমতে পতি নির্ণয় করার জন্য তার মনে লজ্জা ও শঙ্কা হবারই কথা। কিন্তু তবু তার মনে রাখা উচিত ছিল, কার সঙ্গে এ সম্বন্ধ হচ্ছে। তার মনে এ জন্য লজ্জা বা সঙ্কোচ হবে কেন? কিন্তু লর্ড কিপার অমন হয়ে গেলেন কেন? স্ত্রীর গাড়ী দেখেই তাঁর বুদ্ধি যেন হ'রে গেছে ব'লে মনে হ'ল। দেখা যাক্ শেষ কি দাঁড়ায়। ওঁরা যদি মনে করেন যে, আমি অবাঞ্ছনীয় অতিথি, তা হ'লে তখনি চ'লে যাব।"

এইরূপ সন্দেহ-দোলায় দুলিতে দুলিতে ছাদ হইতে নামিয়া যুবক সোজা আস্তাবলে চলিয়া গেলেন এবং তাঁহার অশ্বকে সুসজ্জিত করিতে আদেশ দিলেন। প্রয়োজন হইলে তখনই তিনি চলিয়া যাইবেন, এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া রাখিলেন।

দুই বিভিন্ন দিক্ হইতে দুই দল একই পথের সংযোগ-স্থলে আসিবামাত্র লেডী অ্যাসটন আদেশ করিলেন, তাঁহার গাড়ী যেন আগে-ভাগেই অগ্রসর হয়। স্বামীর সহিত সর্ব্বাগ্রে দেখা করাই তাঁহার প্রথম প্রয়োজন। মার্কুইসের অশ্বচালক যখন দেখিল, অপর গাড়ী তাহাকে অতিক্রম করিয়া অগ্রে যাইবার চেষ্টা করিতেছে, তখন সে-ও অগ্রে যাইবার জন্য জোরে গাড়ী চালাইল।

লর্ড কিপার দেখিলেন, এ বিপদ হইতে উদ্ধারের একমাত্র উপায়, যদি এক জনের গাড়ী ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু সে সম্ভাবনা অচিরে দূর হইল। লেডী অ্যাসটন দেখিলেন, অতিথির গাড়ীর সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া অগ্রসর হওয়া নিতান্ত উপহাসের বিষয়। সুতরাং মার্কুইসের গাড়ীকে আগে যাইবার জন্য পথ ছাড়িয়া দিতে কোচম্যান্কে আদেশ দিলেন। মার্কুইসের গাড়ীর ঘোড়াগুলি তখনও শ্রান্ত হয় নাই। তেজস্বী অশ্বগুলি সবেগে গাড়ী টানিয়া লইয়া চলিল। লেডী অ্যাসটনের গাড়ী অপেক্ষাকৃত মন্থরগতিতে চলিতে লাগিল।

দুর্গের সম্মুখে তোরণপার্শ্বে সার উইলিয়ম অ্যাসটন পুত্র ও কন্যা সহ অত্যন্ত বিচলিতভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন। তকমা-শোভিত অনুচরবর্গ অপর পার্শ্বে তটস্থভাবে অবস্থান করিতেছিল। স্কটল্যাণ্ডের অভিজাতবর্গ সে যুগে অসংখ্য অনুচর বেতন দিয়া রাখিতেন। তখন অল্প বেতনে লোক মিলিত।

সার উইলিয়ম্ অ্যাসটনের মত সুচতুর ও অভিজ্ঞ লোক অধিকক্ষণ বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া থাকিবার লোক নহেন। মার্কুইস গাড়ী হইতে নামিবামাত্র তিনি তাঁহাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। প্রকাণ্ড হলঘরে তাঁহাকে লইয়া গিয়া সার উইলিয়ম জিজ্ঞাসা করিলেন, পথে তাঁহার বিশেষ কষ্ট হয় নাই ত? মার্কুইস দীর্ঘাকার এবং সুগঠিত দেহ। তাঁহার আননে বুদ্ধিমত্তার দীপ্তি। যৌবনের উত্তেজনা হ্রাস পাইয়া নয়নে উচ্চাকাঙ্ক্ষার দীপ্তি সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। লর্ড কিপারের প্রশ্নের যথাযথ শিষ্ট উত্তর দিলেন। লর্ড কিপারের মনে তখন স্ত্রীর চিন্তাই প্রবল হইয়াছিল। কাজেই কন্যাকে মার্কুইসের সহিত পরিচিত করিয়া দিবার সময় তাঁহাকে তাঁহার পত্নী—লেডী অ্যাসটন বলিয়া উল্লেখ করিয়া ফেলিলেন।

লুসীর মুখ লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল। এত অল্পবয়সের গৃহকর্ত্রী দেখিয়া মার্কুইস বিস্ময়বিমূঢ় হইলেন। লর্ড কিপার অতি কষ্টে নিজের ভ্রম সংশোধন করিয়া লইবার জন্য বলিলেন, "মাই লর্ড, ভুল হয়েছে, আমার বলা উচিত ছিল, আমার কন্যা; কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, আপনার গাড়ী বৃক্ষ-বীথির মধ্যে প্রবেশ করবার পরই আমার স্ত্রীর গাড়ী ঐ পথে আসছে দেখ্তে পেয়েছিলুম, আর—"

অতিথি বলিলেন, "মাই লর্ড, কৈফিয়ৎ অনাবশ্যক। আমি অনুরোধ করছি, আপনার পত্নীর সম্বর্দ্ধনায় আপনি যান। আমি ততক্ষণ মিস্ অ্যাসটনের সঙ্গে আলাপ করি। আমাদের মহামান্যা কর্ত্রীর গাড়ীর আগে আমার গাড়ী এসেছে, এ জন্য আমার লোকজনের ব্যবহারে আমি মর্ম্মাহত হয়েছি। কিন্তু আপনি হয় ত জানেন যে, আমার ধারণা ছিল, আপনার পত্নী এখনো দক্ষিণাঞ্চলে আছেন। এখন অনুগ্রহ ক'রে আপনি আপনার গৃহকর্ত্রীর অভ্যর্থনায় চ'লে যান, আমার জন্য এখানে থাকবার প্রয়োজন হবে না।"

লর্ড কিপার ঠিক ইহাই চাহিতেছিলেন। মার্কুইসের অনুমতি পাইবামাত্র তিনি হলঘর ত্যাগ করিলেন। লেডী অ্যাসটনের সহিত দেখা করিয়া গোপনে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়াছিলেন। অবাঞ্ছনীয় অতিথিদিগের সহিত ব্যবহারে লেডী অ্যাসটন যাহাতে ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন না করেন, ইহাই লর্ড কিপারের প্রধান লক্ষ্য ছিল। লেডী অ্যাসটনের গাড়ী আসিবামাত্র লর্ড কিপার তাঁহাকে নামাইয়া লইবার জন্য বাহু বাড়াইয়া দিলেন। স্বামীকে যেন দেখিতে পান নাই, এমনই ভাব করিয়া লেডী অ্যাসটন তাঁহার বাহু অন্য দিকে রক্ষা করিলেন। তিনি ক্যাপ্টেন ক্রেগেনগেল্টের বাহুর সন্ধান করিলেন।

ক্যাপ্টেন তাঁহার লেসযুক্ত টুপী বাম বগলে চাপিয়া ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন।

তিনি অমনই তাড়াতাড়ি বাহু বাড়াইয়া দিলেন। লেডী অ্যাসটন তাঁহার বাহুতে ভর করিয়া অগ্রসর হইলেন। শুধু পরিচারকদিগকে দুই একটি আদেশ করা ছাড়া তিনি অন্য কথা কাহারও সহিত কহিলেন না; সার উইলিয়মকে ত লক্ষ্যই করিলেন না। স্বামী পত্নীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ হলঘরের দিকে চলিলেন; সেখানে মার্কুইস মাষ্টার র‍্যাভেনসউডের সহিত নিবিষ্ট মনে কি আলোচনা করিতেছিলেন। লুসী প্রথম সুযোগ পাইয়াই সেখান হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। মার্কুইস এ—র মুখমণ্ডলে কোন প্রকার ভাবান্তর ছিল না; তাহা ছাড়া প্রত্যেকেরই আননে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার ছায়া ঘনীভূত হইয়াছিল। এমন কি, ক্রেগেনগেল্টও র‍্যাভেনসউডকে দেখিয়া ভয়ে যেন দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন।

সার উইলিয়ম অ্যাসটন তাঁহাকে পরিচিত করাইয়া দিবেন, এই প্রত্যাশায় মুহূর্তমাত্র থামিয়া অবশেষে মার্কুইস নিজেই নিজের পরিচয় দিলেন। লেডী অ্যাসটনকে নতি জানাইয়া মার্কুইস বলিলেন, "লর্ড কিপার একটু আগে তাঁর মেয়েকে স্ত্রী ব'লে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন—এখন তিনি লেডী অ্যাসটনকে তাঁর কন্যা ব'লে আলাপ করিয়ে যদি দেন, তাতে ক্ষতি হবে না। কারণ, কয়েক বছর আগে আমি লেডী অ্যাসটনকে যেমন দেখেছিলাম, এখন তার বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হয়নি। লেডী অ্যাসটন কি তাঁর পূর্ব্বপরিচিতকে অতিথি হিসাবে গ্রহণ করবার সুযোগ দেবেন?"

তিনি এমন সুন্দর ভঙ্গী সহকারে লেডী অ্যাসটনকে অভিবাদন করিলেন যে, তাহার পর তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করা চলে না। তাহার পর তিনি পুনরায় বলিলেন, "লেডী অ্যাসটন, পরস্পরের মধ্যে শান্তি-প্রতিষ্ঠার জন্যই আমার এই আগমন। তাই আমি আমার জ্ঞাতি ভ্রাতা যুবক মাষ্টার র‍্যাভেনসউডকে আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। আশা করি, আপনি তাকে সুনজরে দেখবেন।"

শিষ্টাচার প্রদর্শন করা ছাড়া লেডী অ্যাসটনের তখন গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু সেই প্রত্যভিবাদনের অন্তরালে এমন একটা দাম্ভিকতাপূর্ণ ভাব ছিল যে, তাহাতে বিদ্রূপ করা প্রত্যাখ্যানই যেন প্রস্ফুট হইয়া উঠিল। র‍্যাভেনসউডের পক্ষেও নমস্কার করা ছাড়া অন্য পথ ছিল না। কিন্তু তিনিও যে ভাবে অভ্যথিত হইলেন, তাঁহার নমস্কারেও ঠিক তদনুরূপ অবজ্ঞা প্রকাশ পাইল।

লেডী অ্যাসটন বলিলেন, "আমার বন্ধুর সহিতও আপনার পরিচয় করিয়ে দেই," বলিয়া তিনি স্বামীর দিকে ফিরিলেন; এতক্ষণে এই তিনি প্রথম স্বামিসম্ভাষণ করিলেন। লেডী বলিলেন, "সার উইলিয়ম্, তুমি ও আমি বিচ্ছিন্ন হবার পর, নতুন নতুন লোকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। ভাগ্যক্রমে আমি যে বন্ধু পেয়েছি, তিনি এই ক্যাপ্টেন ক্রেগেনগেল্ট।"

লর্ড কিপার যে তাঁহাকে পূর্ব্বে দেখিয়াছেন, সেরূপ কোনও ভাব প্রকাশ না করিয়া ক্যাপ্টেনকে অভিবাদন করিলেন; তিনি ভাবিলেন, উভয় প্রতিযোগী পক্ষের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই প্রয়োজনীয়। তাই তিনি বলিলেন, "ক্যাপ্টেন, আপনার সঙ্গে মাষ্টার র‍্যাভেনসউডের পরিচয় করিয়ে দেই।" কিন্তু মাষ্টার উন্নত-শিরে সোজা-ভাবে দাঁড়াইলেন এবং ক্রেগেনগেল্টের দিকে ভাল করিয়া দৃষ্টিপাত না করিয়াই বিশিষ্ট স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ক্যাপ্টেন ক্রেগেনগেল্টের সঙ্গে আমি অনেক আগে থেকেই ভালরূপে পরিচিত আছি।"

মৃদু গুঞ্জনে স্খলিতকণ্ঠে ক্যাপ্টেন বলিলেন, "সে কথা খুব ঠিক।"

লকহার্ড তিন জন পরিচারকসহ নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য ও সুরা লইয়া সেখানে প্রবেশ করিল। ডিনারের পূর্ব্বে এই প্রকার জলযোগের ব্যবস্থা সেখানে প্রচলিত ছিল। লেডী অ্যাসটন বলিলেন যে, স্বামীর সহিত তাঁহার বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা আছে, তাই তাঁহাকে লইয়া তিনি অন্য কক্ষে

যাইতেছেন, এজন্য অতিথিরা যেন ক্ষুণ্ণ না হন। মার্কুইস্ লেডী অ্যাসটনকে সেজন্য কুণ্ঠা প্রকাশ না করিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। ক্রেগেনগেলৃট দুই এক পাত্র সুরা পান করিয়াই তাড়াতাড়ি হলঘর হইতে চলিয়া গেলেন। মার্কুইস এবং র‍্যাভেনস্‌উডের কাছে একা থাকিতে তাঁহার বক্ষোদেশ শঙ্কাভরে স্পন্দিত হইতেছিল। বিশেষতঃ মাষ্টারের নিকট হইতে দৈহিক পীড়নের আশঙ্কাই তাঁহাকে আরও অধীর করিয়া তুলিয়াছিল।

নিজের ঘোড়া ও আসবাবপত্র সম্বন্ধে ব্যবস্থা করার প্রয়োজন, এইরূপ কৈফিয়ৎ দিয়াই তিনি সেখান হইতে সরিয়া পড়িলেন। কিন্তু লেডী অ্যাসটন বিশেষভাবে লকহার্ডকে আদেশ দিয়াছিলেন যে, ক্যাপ্টেনের সম্বন্ধে সে যেন বিশেষ যত্ন লয়। মার্কুইস ও র‍্যাভেনসউড হলঘরে বসিয়া তাঁহাদের কিরূপ অভ্যর্থনা হইল, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। এ দিকে লেডী অ্যাসটন স্বামীকে লইয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন। গুরু অপরাধে অপরাধীর ন্যায় লর্ড কিপার স্ত্রীর অনুবর্ত্তী হইলেন।

নিজের প্রসাধনাগারে স্বামিসহ প্রবেশ করিয়াই তিনি দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। এতক্ষণ বাহ্য সংযমে যে ক্রোধকে তিনি দমন করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা আর বাধা মানিল না। তিনি ক্রোধারক্ত মুখে উদ্ধতভাবে বলিয়া উঠিলেন, "লর্ড মহোদয়, আমার অনুপস্থিতিতে তুমি যে সব মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছ, তাতে আমি বিশেষ বিস্মিত হইনি। তোমার যেমন বংশে জন্ম এবং যে ভাবে লালিত হয়েছ, এমন সম্বন্ধ তারই উপযুক্ত বটে! এর বেশী তোমার কাছে আর কি প্রত্যাশা করা যেতে পারে? তুমি আমাকে সম্পূর্ণভাবে নিরাশ ক'রে দিয়েছ, এতে আর সন্দেহ নেই।"

লর্ড কিপার বলিলেন, "প্রিয়তমে লেডী অ্যাসটন—প্রাণাধিকা ইলিনর, মনস্থির ক'রে কথাটা শোন। আমার বংশের মানমর্য্যাদা ও স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই আমি সব কাজ করেছি তোমাকে আমি তা বুঝিয়ে দিচ্ছি।"

ক্রুদ্ধা মহিলা বলিলেন, "তোমার বংশের স্বার্থরক্ষার জন্য তুমি যা খুসী করতে পার, তোমার বংশের ইজ্জৎ রক্ষার জন্যও পার; কিন্তু এ ব্যাপারে আমার পিতৃ-বংশের মান-মর্য্যাদার সংস্রব আছে যে। সুতরাং সেটা রক্ষা করবার জন্য আমার মনঃসংযোগ করা দরকার

স্বামী বলিলেন, "কি চাই তোমার, লেডী অ্যাসটন? তুমি অসন্তুষ্ট হচ্ছ কেন? এত কাল পরে ঘরে ফিরে এসে, তুমি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছ কেন?"

"তোমার বিবেককে জিজ্ঞাসা কর, সার উইলিয়ম। তোমার রাজনীতিক দলকে ত্যাগ ক'রে, তোমার রাজনীতিক অভিপ্রায় পরিহার ক'রে, কেন তুমি অন্য দলে যোগ দিয়েছ? কেন তুমি তোমার একমাত্র মেয়েকে ভিখিরী, দেউলে, জ্যাকোবাইট ছোঁড়ার সঙ্গে বিয়ে দিতে চলেছ? আর সে ব্যক্তি তোমার বংশের চির-শত্রু।"

স্বামী বলিলেন, "তা হ'লে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, ম্যাডাম, তুমি কি করতে বল? ভদ্রতা ও সাধারণ বুদ্ধির মর্য্যাদা রেখে তুমি কি আমাকে বল ... ন ভদ্রলোকের ছেলেকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেব? অথচ ঐ যুবক সে দিন আমার ও আমার মেয়ের প্রাণরক্ষা করেছেন।"

লেডী বলিলেন, 'তোমার প্রাণরক্ষা করেছে! আমি শুনেছি। একটা ক্ষেপা গরু দেখে লর্ড কিপার ভয় পেয়েছিলেন, আর ঐ ছোকরা তাকে মেরে ফেলেছে। তা হ'লে বল যে, হ্যাডিংটনের একটা কশাইও তোমার কাছে ঐ কাজের জন্য সম্মান পাবে?"

কিপার স্খলিত কণ্ঠে বলিলেন, "লেডী অ্যাসটন, এ অসহ্য। তবে আমি তোমার জন্য সব স্বার্থই ত্যাগ করতে পারি—এখন বল, কি করতে হবে?"

মদগর্ব্বিতা মহিলা বলিলেন, "তোমার অতিথিদের কাছে চ'লে যাও। গিয়ে বল যে, ক্যাপ্টেন ক্রেগেনগেলৃট এবং আরও কয় জন অতিথি আসছেন, সুতরাং এ অবস্থায় র‍্যাভেন্‌সউডকে দুর্গে স্থান দেওয়া সম্ভবপর নয়। মিঃ হেস্‌টন বাক্‌লোও এখানে শীঘ্র আসছেন।"

স্বামী সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "হা ভগবান্! ম্যাডাম, তুমি এ কি বলছ? একটা ভবঘুরে জুয়াড়ী আর গুপ্তচরের জন্য র‍্যাভেনস্‌উডকে তাড়াতে হবে? লোকটাকে যে আমি এখনও বের ক'রে দিই নি, এই যথেষ্ট! তোমার সঙ্গে যে ঐ লোকটার পরিচয় হয়েছে, এতেই আমি অবাক হয়ে গেছি।"

তাঁহার গৃহকর্ত্রী বলিলেন, "তুমি সঙ্গে আসতে দেখেছ ব'লে ঐ রকম বলছ। কিন্তু লোকটা মিশবার উপযুক্ত। আর র‍্যাভেনসউডের কথা—আমার এক জন শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু কিছুদিন ওঁর অতিথি হয়েছিলেন—তাঁর সম্বন্ধে ঐ ছোকরা যে রকম ব্যবহার করেছিল,

আজ তার সম্বন্ধেও আমি ঐ রকম ব্যবহার করছি। সে যাই হোক্, এখন তুমি স্থির কর, কি করবে। ও যদি এখানে থাকে, তা হ'লে আমি এখান থেকে চ'লে যাব।"

অত্যন্ত উত্তেজিত ও বিচলিতভাবে সার উইলিয়ম কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে পাদচারণ করিলেন। তাঁহার আননে শঙ্কা, লজ্জা, ক্রোধ পর্য্যায়ক্রমে দেখা দিল। কিন্তু পত্নীর সহিত এই প্রকার মতানৈক্য প্রায়ই হইত। পরিণামে যাহা হইয়া থাকে, তাহাই হইল।

তিনি বলিলেন, "শোন, ম্যাডাম, আমি স্পষ্ট ব'লে দিচ্ছি, মাষ্টার র‍্যাভেনস্‌উড সম্বন্ধে তুমি যে অভদ্র ব্যবহার করতে আমায় বলছ, তা আমি পারব না, আমার দ্বারা হবে না—আমার কাছে এ রকম ব্যবহার পাবার প্রত্যাশা তাঁর হ'তে পারে না। তোমার নিজের বাড়ীতে এমন এক জন গুণী লোকের অপমান করবার ইচ্ছে যদি তোমার হয়ে থাকে, আমি তোমাকে বাধা দিতে পারিনে; কিন্তু এ রকম অসঙ্গত ব্যাপারে আমার কোন যোগ নেই।"

লেডী বলিলেন, "তা হ'লে তুমি পারবে না?"

"না, ভগবান্ জানেন, আমার দ্বারা তা হবে না, ম্যাডাম। সাধারণ ভদ্রতার দিক্ দিয়ে তুমি আমায় যা করতে বলবে, তা আমি করতে রাজি, ধীরে ধীরে তাঁর সঙ্গে সংস্রব বর্জ্জন করতে বল, তা হয় ত পারব, কিন্তু তাঁকে আমার বাড়ী থেকে চ'লে যেতে বলব, সে আমার দ্বারা হবে না—আমি পারব না।"

"তা' হলে এ ভার আমার নিজের হাতেই নিতে হবে। বংশের সম্মান রক্ষা করবার জন্য এর আগেও এমন কাজ অনেকবার করতে হয়েছে।"

আসন গ্রহণ করিয়া দ্রুত হস্তে তিনি কয়েক ছত্র কি লিখিলেন। তিনি যখন দরজা খুলিয়া পাশের ঘরে উপবিষ্টা তাহার পরিচারিকাকে আহ্বান করিতে যাইবেন, লর্ড কিপার পুনরায় তাঁহাকে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "আর একবার ভাল ক'রে ভেবে দেখ, লেডী অ্যাসটন—তুমি এক জন যুবককে সাংঘাতিক শত্রু ক'রে তুলতে যাচ্ছ। সহস্র উপায়ে তিনি আমাদের অনিষ্ট করতে——"

বিদ্রূপভরে লেডী বলিলেন, "শত্রুকে কোন ডগলাস কখন ভয় করেছে শুনেছ?"

"তা বটে, কিন্তু ডগলাসের চেয়েও তাঁর প্রতিহিংসা সাংঘাতিক—শত শত শয়তান তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে। আর একটা রাত ভাল ক'রে ভেবে দেখ।"

লেডী বলিলেন, "এক মুহূর্ত্তও নয়। মিসেস্ পাটুলো, শোন। এই চিরকুটটা যুবক র‍্যাভেনস্‌উডকে দিয়ে এস।"

মিসেস্ পাটুলো বলিল, "মাষ্টারকে ম্যাডাম?"

"তাকে যদি ঐ বলেই ডাক, তবে তাই। তাকেই।"

কিপার বলিলেন, "এতে আমার কোন যোগাযোগ নেই—যা বোঝ কর। এখন আমি বাগানে গিয়ে দেখি গে জার্ডিন কি সব ফল পেড়েছে।"

অসহ্য ঘৃণা ভরে স্বামীর দিকে চাহিয়া লেডী অ্যাসটন বলিলেন, "তাই দেখ গে। তবে ভগবানকে ধন্যবাদ দেও যে, বংশের মান ইজ্জৎ রক্ষার জন্য অন্ততঃ এক জন আছে। তুমি ফল পাড়া দেখ গে।"

লর্ড কিপার বাগানে অনেকক্ষণ রহিলেন। যখন বুঝিলেন, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে—স্ত্রীর কার্য্যে র‍্যাভেনস্‌উডের প্রথম ক্রোধোচ্ছ্বাস শেষ হইয়াছে, তখন তিনি হলঘরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, মার্কুইস্ তাঁহার কোন কোন পরিচারককে কি আদেশ দিতেছেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে তীব্র অসন্তোষের চিহ্ন প্রকটিত। সার উইলিয়ম এতক্ষণ না আসার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

মার্কুইস্ বলিলেন, "সার উইলিয়ম, আমার পরমাত্মীয় র‍্যাভেনস্‌উডকে আপনার স্ত্রী যে পত্র দিয়েছেন, তার মর্ম্ম আপনি জানেন বোধ হয়। সুতরাং আপনিও আমার বিদায় অভিনন্দন গ্রহণ করুন। এমন বিশ্রী অপমানের পর আমার আত্মীয় মৌখিক ভদ্রতা প্রকাশে বিদায় নেবার প্রয়োজন অনুভব করেন নি। তিনি চ'লে গেছেন।"

পত্রখানি হাতে লইয়া সার উইলিয়ম বলিলেন, "না, লর্ড মহোদয়, আমি এ পত্রে কি লেখা আছে, তার কিছুই জানিনে। আমি এই জানি, লেডী অ্যাসটন ভারী বদরাগী এবং তাঁর মনে যা খেয়াল আসে, তিনি তাই করেন। বাস্তবিক আমি এজন্য বড়ই দুঃখিত ও অনুতপ্ত হচ্ছি। কিন্তু আপনি বিবেচনা ক'রে দেখবেন, এক জন মহিলা——"

কথাটা পূর্ণ করিবার জন্য মার্কুইস বলিলেন, "মহিলার মনে রাখা উচিত, সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের সঙ্গে, বিশিষ্ট মর্য্যাদার লোকের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হয়।"

বেচারা কিপার বলিলেন, "ঠিক কথা, লর্ড মহোদয়। কিন্তু লেডী অ্যাসটন মেয়েমানুষ ছাড়া——"

বাধা দিয়া মার্কুইস্ বলিলেন, "তা হ'লে তাঁকে সেই রকম শিক্ষা দেওয়া উচিত। পদমর্য্যাদার

উপযোগী কর্ত্তব্য শিক্ষা তাঁর থাকা চাই। যাক্, ঐ ত তিনি আস্ছেন। ওঁর মুখ থেকেই শোনা যাক্, এমন অদ্ভুত আচরণ তিনি কেন আমার আত্মীয়ের সঙ্গে করলেন। আমরা দুজনেই তাঁর অতিথি।"

লেডী অ্যাসটন তখনই সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন স্বামীর সঙ্গে বিতণ্ডা ও তাহার পরেই কন্যার সহিত দেখা করা সত্ত্বেও প্রসাধন-পারিপাট্যের প্রতি অবহেলা তিনি করেন নাই বেশ সাজিয়া-গুজিয়া আসিয়াছিলেন।

সগর্ব্বে মার্কুইস লেডী অ্যাসটনকে নমস্কার করিলেন। তিনিও সেইভাবে তাহা ফিরাইয়া দিলেন। সার উইলিয়মের হাত হইতে চিঠিখানি লইয়া মার্কুইস কথা কহিতে উদ্যত হইতেই, লেডী অ্যাসটন বলিয়া উঠিলেন, "একটা অপ্রীতিকর বিষয়ের আলোচনা আপনি করতে চাইছেন, মাই লর্ড। এ সময়ে এমন একটা ব্যাপার ঘটায় আমি বড়ই দুঃখিত। আপনার মত মাননীয় অতিথির অভ্যর্থনায় এজন্য বাধা প'ড়ে গেছে। ব্যাপার শুনুন, মিঃ এড্গার র‍্যাভেনসউডকে আমি ঐ পত্র দিয়াছি। তিনি অতিথির হিসাবে এখানে থেকে, তার অমর্য্যাদা করেছেন। সার উইলিয়ম কোমল প্রকৃতির লোক দেখে, পিতামাতার অনুমোদন না নিয়েই আমার মেয়েকে ভুলিয়ে তার কাছ থেকে তিনি বিবাহের সম্মতি নিয়েছেন। অথচ মেয়ের বাপ-মা এ বিয়েতে কখনই সম্মতি দিতে পারেন না।"

মার্কুইস ব'ললেন, "আমার আত্মীয় এমন কাজ কখনই করতে পারে না।"

কিপার বলিলেন, "আমার মেয়ে লুসীর পক্ষেও এটা অসম্ভব।"

লেডী অ্যাস্টন উভয়কে বাধা দিয়া বলিলেন, "প্রিয় মার্কুইস, আপনার আত্মীয় মিঃ র‍্যাভেন্সউড অনভিজ্ঞা বালিকাকে ভুলিয়ে তার প্রেম গোপনে প্রার্থনা করেছেন; সার উইলিয়ম অ্যাস্টন, তোমার মেয়ে এমন অযোগ্য পাত্রে যথেষ্ট প্রশ্রয় দিয়েছে।"

লর্ড কিপার তাঁহার অত্যন্ত ধৈর্য্য হারাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "ম্যাডাম, যদি ভাল কথা বলবার কিছু নাই থেকে থাকে, তা হ'লে পারিবারিক গোপন কথা গোপন রাখলেই পারতে।"

শান্তভাবে লেডী বলিলেন, "সার উইলিয়ম, আমাকে তুমি ক্ষমা কর। মহৎহৃদয় মার্কুইস্ যাকে আপন আত্মীয় ব'লে জানেন, তাঁর প্রতি আমার এ রকম ব্যবহারের কারণ জান্তে চাইছেন ত

লর্ড কিপার বলিলেন, "ফল ফলবার পর কারণটা আবির্ভূত হয়েছে। যদি কারণ থেকেই থাকে, লেডী অ্যাসটন যখন চিঠি লেখেন, তখন তিনি সেটা জানতেন না।

মার্কুইস্ বলিলেন, "এ কথা মি এই প্রথম শুনলুম। কিন্তু আপনি লেডী অ্যাস্টন, যখন কথাটা তুলেইছেন, আমাকে বলবার অবকাশ দিন, আমার আত্মীয় যে বংশে জন্মেছেন এবং যে রকম উচ্চ সমাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তাতে তাঁর কাছ থেকে ধৈর্য্য ধরে কথাটা শোনা ত উচিত ছিল। তার পর ভদ্রভাবে প্রত্যাখ্যান করলেই চল্ত। তিনি যে সার উইলিয়ম অ্যাসটনের কন্যার পাণিপ্রার্থনারূপ উচ্চাশা হৃদয়ে পোষণ করেছিলেন, তার জন্যও তাঁর কথাটা শোনা উচিত ছিল।"

লেডী বলিলেন, "মাই লর্ড, আপনি এ কথাও স্মরণ রাখবেন, মিস্ লুসী অ্যাসটনের দেহে তার মাতৃরক্ত বিরাজিত।"

মার্কুইস্ বলিলেন, "খুব জানি যে, আপনার পূর্ব্বপুরুষরা অ্যাঙ্গরস্ বংশের ছোট শাখা থেকে উদ্ভূত। লেডী মহোদয়া আমাকে মার্জ্জনা করবেন, আপনারও ভোলা উচিত হবে না যে, র‍্যাভেনসউড বংশ তিন তিন বার প্রধান বংশের সঙ্গে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। শুনুন, ম্যাডাম, এখন আমি বুঝতে পেরেছি, ব্যাপারটা কি দাঁড়িয়েছে— অনেক দিন ধ'রে যে বিতৃষ্ণার আগুন জ্ব'লে আস্ছে, তা হতে মুক্তি পাওয়া কঠিন—আমি সেটা জানি। তা না হ'লে আমার আত্মীয় যে ভাবে এ বাড়ী থেকে অপমানিত হয়ে চ'লে গেছেন, হ তাঁকে একা যেতে আমি দিতুম না। তবে আমার মনে উভয় পরিবারের মধ্যে শান্তিপ্রতিষ্ঠার কল্পনা আছে। তাই আমি আপনাদের এ রকম ক্রুদ্ধ অবস্থায় রেখে যেতে পাচ্ছিনে। বিকালবেলার আগেও আমি যাব না। কয়েক মাইল দূরে র‍্যাভেনসউড আমার প্রতীক্ষায় থাকবেন, আমি তাঁর কাছে যাব। শান্তভাবে এ বিষয়ে আমরা আলোচনা ক'রে দেখি।"

আগ্রহভরে সার উইলিয়ম বলিলেন, "আমারও তাই প্রার্থনা। লেডী অ্যাসটন, আমরা লর্ডকে অসন্তোষভরে যেতে দেব না। দুর্গে যাতে তিনি ডিনার ভোজে উপস্থিত থাকেন, তা আমরা করব।"

লেডী বলিলেন, "এই দুর্গের যথাসর্ব্বস্ব লর্ড মহোদয়ের প্রীতির জন্য রয়েছে। যতক্ষণ তাঁর ইচ্ছা হবে, আমরা সমাদরে তাঁর পরিচর্য্যা করব; কিন্তু অবাঞ্ছনীয় বিষয়ের আলোচনায়—"

মার্কুইস বাধা দিয়া বলিলেন, "ক্ষমা করবেন, লেডী, এমন দরকারী বিষয়ে তাড়াতাড়ি কোন অভিমত প্রকাশ করবেন না। দেখছি আরও অনেক অতিথি আসছেন। লেডী অ্যাসটনের সঙ্গে পূর্ব্ব-পরিচয় আবার যখন নতুন ক'রে ঝালিয়ে নেওয়া গেছে, তখন সেটাকে বিপন্ন করা সঙ্গত হবে না। অন্ততঃ ভালভাবে আলোচনার আগে নয়।"

লেডী বসিলেন এবং মার্কুইসের দিকে হাত বাড়াইয়া দিলেন। তাঁহাকে লইয়া ভোজনাগারের দিকে মার্কুইস অগ্রসর হইলেন।

সেখানে বাকলো, ক্রেগেনগেল্ট এবং আরও অনেক প্রতিবেশী সমবেত হইয়াছিলেন। লর্ড কিপার তাঁহাদিগকে মার্কুইসের সহিত দেখা করাইবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। লুসীর শরীর অসুস্থ বলিয়া তিনি যোগ দিতে পারিবেন না বলিয়া লর্ড কিপার দুঃখ প্রকাশ করিলেন। লুসীর আসন শূন্যই রহিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

Such was our fallen father's fate,
Yet better than mine own :
He shared his exile with his mate,
I'm banished forth alone.

Waller.

পূর্ব্বপুরুষগণের অধিকৃত দুর্গ ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় র‍্যাভেনস্‌উড দুঃখ ও ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। লেডী অ্যাস্টন যে ভাবে তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার পর আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া এক মুহূর্ত্তও সেখানে থাকা চলে না। মার্কুইসের মনেও সেই ভাব জাগিয়াছিল, কিন্তু আর একবার মিটমাটের চেষ্টা করিয়া দেখিবার তাঁহার সঙ্কল্প ছিল। তিনি যুবক আত্মীয়কে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি যেন তাঁহার জন্য টডস্‌হোলে অপেক্ষা করেন। সেখানে তিনি তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন। র‍্যাভেনস্‌উড-দুর্গ হইতে উক্ত পান্থশালা ৫ মাইল দূরে অবস্থিত। সেখান হইতে উল্‌ফস্‌ক্র্যাগ আরও পাঁচ মাইল দূরে।

যুবক র‍্যাভেনস্‌উড বৃক্ষবীথির মধ্য দিয়া দ্রুতবেগে অশ্বকে ধাবিত করিলেন। দ্রুতধাবনে বুকের মধ্যে যে মনোভাব জাগিতেছিল, তাহাকে তিনি স্তব্ধ করিতে যাইতেছিলেন। কিন্তু পথ যতই জনবিরল ও অরণ্যসমাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল, ততই তিনি অশ্বের গতিবেগ হ্রাস করিয়া দিলেন। যে পথে তিনি চলিতেছিলেন, উহা মারমেডেন উৎস অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। র‍্যাভেনস্‌উড আপনমনে বলিলেন, "এলিস্ ঠিকই বলেছিল। র‍্যাভেনস্‌উড-দুর্গের শেষ দুর্গস্বামী যে গোঁয়ারতুমি করেছে, মারমেডেন উৎস তার সাক্ষী। সে যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, আমার সেই অবস্থাই ঘটেছে। অপমানের চূড়ান্ত হয়েছে—যে আমার বংশের সর্ব্বনাশ করেছে, আমি তারই মেয়ের পাণিপ্রার্থী হয়ে উপেক্ষিত হয়েছি।"

আমরা যে ভাবে গল্পটি শুনিয়াছি, তাহাই বিবৃত করিতেছি। র‍্যাভেনস্‌উড যখন জনহীন উৎস অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন তিনি নিম্নলিখিত দৃশ্য দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার অশ্ব ধীরে ধীরে চলিতেছিল। সহসা তাহার গতিরোধ হইল এবং কোনমতেই অগ্রসর হইতে চাহিল না। সে যেন কোনও বিভীষিকা দেখিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। উৎসের দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র র‍্যাভেনস্‌উড একটি নারী-মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন; তাহার পরিধানে শ্বেত পরিচ্ছদ। ঠিক যে স্থানে লুসী অ্যাসটন বসিয়াছিলেন এবং প্রেমিকের প্রেম-সম্ভাষণ শুনিয়াছিলেন, নারী-মূর্ত্তি সেইখানেই উপবিষ্ট ছিল। যুবকের মনে হইল, লুসী অ্যাসটনই গোপনে তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য এখানে প্রতীক্ষা করিতেছেন। এই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া র‍্যাভেনস্‌উড অশ্বপৃষ্ঠ হইতে লাফ দিয়া অবতীর্ণ হইলেন এবং একটি বৃক্ষে অশ্বের বল্গা, অশ্বকে আবদ্ধ করিয়া তিনি দ্রুতপদে অগ্রসর হইলেন—ডাকিলেন, "মিস্ অ্যাসটন লুসী!"

সম্বোধিত হইয়া মূর্ত্তি ফিরিয়া চাহিল। যুবক দেখিলেন, সে মূর্ত্তি লুসীর নহে—এক বৃদ্ধা অন্ধ এলিসের। তাহার পরিচ্ছদের বিশেষত্ব দেখিয়া উহা যে জীবিতা নারীর পরিচ্ছদ, তাহা মনে হইল না—উহা যেন আচ্ছাদনবস্ত্র। তাঁহার বোধ হইল, মূর্ত্তিটি যেন অপেক্ষাকৃত বড়। অন্ধ বৃদ্ধা নারী এত দূর কি করিয়া আসিল, ভাবিয়া যুবক বিস্মিত হইলেন। বিস্ময় শেষে ভীতিতে পরিণত হইল। তাঁহাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া মূর্ত্তিও উঠিয়া দাঁড়াইল। হাত উর্দ্ধে তুলিয়া তাঁহাকে নিকটে আসিতে মূর্ত্তি যেন নিষেধ করিল। তাহার শীর্ণ ওষ্ঠ যেন কি বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কোনও শব্দ বাহির

হইল না। র‍্যাভেনস্‌উড থামিলেন। পরমুহূর্তে যেই তিনি অগ্রসর হইলেন, ঐ মূর্ত্তিও যেন পশ্চাদ্দিকে সরিয়া যাইতে লাগিল। তাহার মুখ তাঁহারই দিকে ফেরান। অনতিবিলম্বে গাছের অন্তরালে তাহার মূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া গেল। র‍্যাভেনস্‌উডের তখন মনে হইল, এ মূর্ত্তি শরীরিণী নহে—অন্য জগতের। মনে হইবামাত্র তিনি সেইখানে স্থাণুর মত দাঁড়াইলেন। অবশেষে সাহস সঞ্চয় করিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন—মূর্ত্তি যেখানে বসিয়াছিল, সেখানে গেলেন; কিন্তু সেখানে মানুষ বসিবার কোনও লক্ষণ তিনি দেখিতে পাইলেন না। তিনি বুঝিলেন, যাহা তিনি দেখিয়াছেন, তাহা ভৌতিক দেহ, রক্তমাংসবিশিষ্ট মূর্ত্তি নহে।

অশরীরী মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, ইহা চিন্তা করিতে করিতে তিনি অশ্বের কাছে ফিরিয়া আসিলেন। বার বার পশ্চাতে তিনি চাহিয়া দেখিতেছিলেন. মনে হইতেছিল, আবার হয় ত সেই মূর্ত্তির দেখা তিনি পাইবেন। কিন্তু সে মূর্ত্তির দেখা আর মিলিল না। ভ[illegible]হার অশ্বের দেহে স্বেদ নির্গত হইতেছিল; ঘোড়াটি যে অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ ছি[illegible] চলিলেন।

ব্যাপারটা কি, তা[illegible]নিবার জন্য তাঁহার অদম্য কৌতূহল জন্মিল[illegible] আপন মনে বলিলেন, "আমার কি [illegible] অথবা এলিস্ সত্য-সত্যই তেমন [illegible]টা ভাব ভাণ মাত্র? কিন্তু সে জাগ্রত মানুষের ম[illegible]ত চলিতেছে না? না, ব্যাপারটার শেষ দেখতে হবে[illegible] আমার দৃষ্টি-বিভ্রম কখনো হয় নি।"

অশ্বারোহণে তিনি এলিসের কুটীরের কাছে উপস্থিত হইলেন। সে প্রত্যহ যে গাছের তলায় বসিয়া থাকিত, সে আসন আজ শূন্য পড়িয়া আছে, সূর্য্য তখনও মাথার উপর আলো দিতেছিল। এরূপ দিনে এলিস্ কোন কালেই ঘরের মধ্যে বসিয়া থাকে না। কুটীরের কাছে উপস্থিত হইয়া তিনি নারীকণ্ঠের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন। কে যেন দুঃখভরে কাঁদিতেছে। তিনি দ্বারে করাঘাত করিলেন, কেহ উত্তর দিল না। তখন তিনি দ্বার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তিনি দেখিলেন, মলিন শয্যায় র‍্যাভেনস্‌উড-পরিবারের শেষ পরিচারিকার মৃতদেহ শায়িত। অল্পক্ষণ হইল, তাহার প্রাণবিয়োগ হইয়াছে। তাহার সঙ্গিনী বালিকা মৃতদেহ-পার্শ্বে বসিয়া বিলাপ করিতেছিল।

মাষ্টার তাহাকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিলেন। বালিকা খানিক পরে শান্ত হইয়া বসিয়া বলিল যে, বড় বিলম্বে তিনি আসিয়াছেন। প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলেন যে, মৃত্যু-যন্ত্রণা আরম্ভ হইতেই এলিস, র‍্যাভেনস্‌উডকে ডাকিয়া আনিবার জন্য এক জন লোক পাঠাইয়াছিল। এলিস তাঁহার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া অপেক্ষা করিতেছি[illegible] প্রভুপুত্রকে তাহার বিশেষ একটা ব[illegible]লিবার ছিল। লোকটা অত্যন্ত অলসপ্রকৃতির[illegible] পরে জানা গিয়াছিল, সে [illegible] গিয়া আমোদ-প্রমোদ দেখিতে এত ব্যস্ত ছিল যে র‍্যাভেনসউড দুর্গ ত্যাগ করিবার আগে তাঁহার [illegible]হিত দেখা করে নাই। এ দিকে শেষ সতর্কবা[illegible] শুনাইবার জন্য এলিস অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহার সাধ পূর্ণ হইল [illegible]র ঘড়িতে একটা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যায়। র‍্যাভেনস্‌উডের মনে পড়িল, তিনিও ঘটিকাযন্ত্রের শব্দ শ্রবণ করিয়াছিলেন। তাহার পরেই তিনি উৎস-সন্নিধানে এলিসের প্রেতমূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছিলেন।

পরলোকগত এলিস নির্জ্জন গির্জ্জার সমাধিক্ষেত্রে তাহার দেহ সমাহিত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিল। র‍্যাভেনসউড তাহা জানিতে পারিয়া তথায় মৃতদেহ পাঠাইবার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। বালিকাকে তিনি সন্নিহিত গ্রামে লোক-সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করিলেন। নিজে শবের কাছে রহিলেন।

বালিকা আদেশ পালন করিবার জন্য চলিয়া গেলে মাষ্টার একা তথায় রহিলেন। তিনি সাহসী বীরপুরু[illegible] হইলেও পূর্ব্বদৃষ্ট প্রেতযোনির কথা মনে করিয়া বি[illegible] বিচলিত হইয়াছিলেন। আপন মনে তিনি বলি[illegible], "সে আমাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিল, তাই কি সে আমায় দেখা দিয়েছিল? এ রহস্যের কে মীমাংসা করবে?"

মৃতদেহের উপর তিনি একখানি বস্ত্র আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন। তাহার মুখের দিকে তিনি আর চাহিয়া থাকিতে পারিতেছিলেন না। তিনি একখানি পুরাতন কেদারায় উপবেশন করিলেন। উহাতে তাঁহাদের বংশের বর্ম্মাদির চিহ্ন ক্ষোদিত ছিল। মাষ্টারের পিতা যখন র‍্যাভেনসউড-দুর্গ ত্যা[illegible] করিয়া যান, তখন অনেক কৌশলে এলিস এই কেদারাখানি নিজের জন্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল। তিনি শঙ্কার ভাব এড়াইবার চেষ্টা করিলেন। নিজের অবস্থার কথা ভাবিতে লাগিলেন। পুসী

অ্যাসটনের ভাবী স্বামী হওয়ার পরিবর্ত্তে আজ তিনি উপেক্ষিত, বিতাড়িত।

তিন জন নারী শবদেহ বহনের জন্য আসিল। তন্মধ্যে এক জন অশীতিপর বৃদ্ধা। দ্বিতীয়া নারী পক্ষাঘাত-রোগগ্রস্তা, তৃতীয়া খঞ্জ। কিন্তু অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া-সম্পাদন স্কটল্যাণ্ডের একটা পবিত্র প্রথা। অসামর্থ্য সত্ত্বেও কেহ শবের সৎকারে বিমুখ হয় না।

বৃদ্ধা স্ত্রীলোকগণ মাষ্টারকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিল। র‍্যাভেনস্‌উডের মনে হইল, ম্যাকবেথ যে তিন জন ডাকিনীকে ফরেস্ প্রান্তরে দেখিয়াছিলেন, ইহারাও যেন সেইরূপ। যুবক তাহাদের হাতে কিছু অর্থ প্রদান করিয়া কোথায় শবদেহ সমাহিত হইবে, তাহা বলিয়া দিলেন। কোথায় সমাধি-রক্ষকের দেখা পাওয়া যাইবে, তাহাও তিনি তাহাদিগের নিকট জানিয়া লইলেন।

মাষ্টার কুটীর ত্যাগ করিয়া যে বৃক্ষে তাঁহার ঘোড়া বাঁধা ছিল, তথায় গমন করিলেন। তিনি যখন ঘোড়ার সজ্জা সুবিন্যস্ত করিতেছিলেন তখন বৃদ্ধা নারীদিগের কথোপকথনের অনেকটা শুনিতে পাইলেন। তাহারা তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই। বাগানে ফুল তুলিতেছিল।

অ্যানী-উইনী বলিল, "মাষ্টার ভারী সরল ও সাদাসিধে মানুষ। চেহারাটা বড় সুন্দর। ওঁর কাঁধ কি চওড়া দেখেছিস্? ওঁর শবদেহ কাপড় দিয়ে জড়াতে আমার সাধ যায়।"

অশীতিপর বৃদ্ধা বলিল, "ওঁর কপালে লেখা আছে যে, কোন পুরুষ বা নারী ওঁর শবদেহ স্পর্শ করবে না। আমি খুব ভালো লোকের কাছে শুনেছি।"

"আলসি গোরলে, তা হলে কি উনি যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যাবেন? তলোয়ার না গুলী, কিসের আঘাতে ওঁর মৃত্যু হবে?"

প্রাচীনা বলিল, "কোন কথা আর শুনতে চেয়ো না—ও সব ওঁর অদৃষ্টে ঘটবে না।"

"আলসি গোরলে, আমি জানি, তুমি অন্য লোকের চেয়ে জ্ঞানী, কিন্তু এ কি কথা তুমি বলছ?"

"অ্যানী উইলা, আর বেশী কথা নয়। আমি যা জানি, তা বলেছি।"

"ঐ শোন ঘোড়ার খুরের শব্দ, কিন্তু শব্দে শুভ চিহ্ন ত শুনতে পাচ্ছি না।"

কুটীর হইতে পক্ষাঘাতগ্রস্তা চীৎকার করিয়া বলিল, "আর দেরী করো না। এর পর মড়া দেখে আমরাই ভয় পাব।"

র‍্যাভেনস্‌উড ততক্ষণ বহু দূরে চলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা প্রভৃতির প্রতি বিদ্বিষ্ট ছিলেন—বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু সে দিন তিনি যে দৃশ্য দেখিয়াছিলেন, তাহার স্মৃতি হইতে মনকে মুক্ত করিতে পারিতেছিলেন না। দ্রুতগতিতে তিনি টডস্‌হোম পান্থনিবাস অভিমুখে গমন করিলেন।

সমাধিক্ষেত্রের রক্ষক মর্ট সিউয়ের সহিত দেখা করিবার জন্য পান্থনিবাসে কিছু জলযোগ করিবার পর গমন করিলেন। তিনি জানিতে পারিলেন, সমাধিরক্ষক কোন বিবাহের নিমন্ত্রণ রাখিবার জন্য গিয়াছে। সকালবেলা তিনি আসিবেন, এইরূপ সংবাদ সমাধিরক্ষকের বাড়ীতে দিয়া তিনি পুনরায় পান্থনিবাসে ফিরিয়া গেলেন।

টডসহোমের মার্কুইসের নিকট হইতে এক জন বার্ত্তাবহ আসিল। সে জানাইয়া গেল যে, মার্কুইস পরদিবস সকালে এইখানে আসিয়া মাষ্টারের সহিত মিলিত হইবেন। অগত্যা উল্‌ফস্‌ক্রাগে না গিয়া মাষ্টার সেইখানেই রাত্রিযাপনের সংকল্প করিলেন।

চতুর্বিংশতি পরিচ্ছেদ

Hamlet. Has the fellow no feeling of his business?—he sings at grave making.

Horatio. Custom hath made it in him a property of business.

Hamlet. 'Tis e'en so; the hand of little employment hath the daintier sense.

Hamlet, Act V, Scene I.

র‍্যাভেনস্‌উড সারারাত্রি ভাল ঘুমাইতে পারিলেন না—বিভীষিকাপূর্ণ স্বপ্ন দেখিয়া মাঝে মাঝে নিদ্রা ভাঙ্গিতে লাগিল। নানা প্রকার দুঃখময় ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া তিনি অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিলেন। সামান্য পান্থশালার শয্যাও ভাল ছিল না, কিন্তু সে জন্য তিনি একবারও অভিযোগ করেন নাই। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মন বাহিরের কোনও অভাব বোধ করিতে পারে না। অতি প্রত্যূষে তিনি শয্যা ত্যাগ করিলেন। সমাধিক্ষেত্রের দিকে তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন।

কুটীর হইতে ধূম নির্গত হইতে দেখিয়া মাষ্টার ভাবিলেন, গৃহস্বামী নিশ্চয়ই ফিরিয়া আসিয়াছে।

তিনি ক্ষুদ্রাকার সমাধিক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন, বৃদ্ধ একটি অর্দ্ধ-সমাপ্ত কবর-খনন কার্য্যে নিযুক্ত। র‍্যাভেনস্‌উড ভাবিলেন যে, তাঁহার এমনই অদৃষ্ট যে, যেখানে তিনি যান, মৃত্যুর দৃশ্য সেখানেই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। কিন্তু এবার তিনি বিচলিত হইবেন না বলিয়া সঙ্কল্পবদ্ধ হইলেন। তাঁহাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া কবর-খননকারক কোদালের উপর ভর দিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। আগন্তুককে নির্ব্বাক্ দেখিয়া কবরখনক নিজেই প্রশ্ন করিল;—"বিয়ের ব্যাপার নিয়ে আপনি এলেন নাকি ?"

মাষ্টার বলিলেন, "বন্ধু, তুমি কি দেখে এ রকম মনে করলে ?"

বৃদ্ধ বলিল, "আমার দুটি ব্যবসা নিয়ে ঘর করতে হয়—বাঁশী আর কোদাল! জগৎকে পূর্ণ করি, আর মাটী তুলে জগৎকে খালি ক'রে দেই। কাজেই ওরকম খরিদ্দারকে আমি তাদের মাথা দেখে চিন্‌তে পারি। এ কাজ ত্রিশ বছর ধ'রে করছি।"

র‍্যাভেনস্‌উড বলিলেন, "কিন্তু আজ সকালে তুমি ভুল ক'রে বসেছ।"

তাঁহার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া সে বলিল, "তাই না কি ? তা হবে। আপনার ললাট দেখে মনে হচ্ছে, কি যেন তাতে দাগ পড়েছে। বিয়ের চিহ্নের সঙ্গে মৃত্যুর চিহ্নের খুব মিল আছে। বেশ, বেশ! বাঁশী ও বেহালার মত কোদাল-শাবলও আমি আপনাকে যোগাড় দিতে পারব।"

র‍্যাভেনস্‌উড বলিলেন, "এক জন বুড়ী মারা গেছে। তার কবর দেওয়ার ব্যাপারে তোমাকে যত্ন করতে হবে। র‍্যাভেনস্‌উড পার্কে এলিস্ গ্রে থাকত। সেই মারা গেছে।"

বৃদ্ধ বলিল, "এলিস গ্রে! অন্ধ এলিস! সত্যি কি সে মারা গেছে ? তবে ত আমাকে প্রস্তুত হ'তে হয়। তাকে যখন হ্যারি গ্রে বিয়ে ক'রে এ দেশে আনে, তখনকার কথা আমার মনে হচ্ছে। দেখতে সে খুব ভাল ছিল। আমাদের দেখে আগে আগে সে নাক সিঁটকুতো। শেষে সে অনেকটা নরম হয়ে এসেছিল। সেও তবে চ'লে গেল ?"

"হ্যাঁ, কাল মারা গেছে। তার ইচ্ছে যে, তার স্বামীর পাশে তার গোর দেওয়া হয়। তার কবর কোথায়, তা বোধ হয় তুমি জান ?"

"তা আর জানিনে ? এখানে যাদের কবর দেওয়া হয়েছে, সকলেরই সমাধি আমি চিনি। আপনি এলিসের গোর দেওয়ার কথা বলছিলেন বোধ হয় ?—সাধারণ কবরে তার কুলাবে না। সে যখন বেঁচে ছিল, লোকে তাই বলত। ছ'ফুট কবরে তার কুলাবে না। বড় করা চাই, কিন্তু তার দাম দেবে কে ?"

"যা তোমার ব্যয় পড়বে, সবই আমি দেব, বন্ধু।"

"সব দেবেন ? যা কিছু সঙ্গত খরচ—সব ? তা হ'লে ধরুন, মাটী খোঁড়া, ঘণ্টা বাজান, (অবশ্য ঘণ্টা ভেঙ্গে গেছে, এখন বাজে না) তার পর মাটী চাপা দেওয়া—আমার দিনের মজুরী—এখানকার ভাড়া—কিছু রাত্তি, যারা কবর দেবে, তাদের দাম!"

"এই নাও, কিছু বেশী করেই দিলাম। এলিসের স্বামীর কবরটা কোথায়, তা তুমি জান ত ?"

বৃদ্ধ বলিল, "আপনি বুঝি তার বাপের বাড়ীর দিকের আত্মীয় ? আমি শুনেছি যে, সে বড় ঘরাণার মেয়ে ছিল, তার চেয়ে নীচ বংশে সে বিয়ে করেছিল। সে যখন বিয়ে করেছিল, তখন তাকে ত্যাগ করা ঠিকই হয়েছিল। এখন মারা গেছে, তাকে ভাল ভাবে গোর দেওয়াই উচিত। কারণ, তাতে আপনারই মান বাড়বে। মানুষ ভুল করলে তার কোন সন্ধান না নেওয়টা দোষের নয়, বরং সঙ্গত। কিন্তু যখন সে ম'রে যায়, তাকে কুকুর-বিড়ালের মত যেখানে সেখানে কবর দেওয়া ঠিক নয়। তা হ'লে আত্মীয়দের দুর্নাম রটে। যে ম'রে গেছে, সে ত আর কিছু জান্‌তে পারে না।"

কবর-খনকের দার্শনিক জ্ঞান দেখিয়া র‍্যাভেনস্‌উড কৌতুক অনুভব করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, "বিয়ের সময় আত্মীয়রা বর বা কনেকে যদি উপেক্ষা করে, তাও বোধ হয় তুমি চাও না ?"

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিল, "বিয়ের ব্যাপারটা ত সোজা নয়, এ থেকে সৃষ্টির ব্যাপার ঘটে। সুতরাং উৎসবটা খুব জমকালো ভাবে করা উচিত। বন্ধুরা যোগ দেবে, বাঁশী বাজবে, নৃত্য-সঙ্গীত হবে!"

র‍্যাভেনস্‌উড বলিলেন, "বাঁশী যদি থাকে, তা হ'লে আর কারও না থাকলে চলে বোধ হয় ?"

বৃদ্ধ আবার তাঁহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "তাতে সন্দ নেই মশা'ই, সন্দ নেই। তবে যদি ভাল ক'রে বাজান যায়। ঐ দেখুন, ওখানে আলবার্ট গ্রের বাড়ী ছিল। ও র‍্যাভেনস্‌উড পরিবারে কাজ করত। এই গোরস্থানে ওদের অনেকের কবর আছে। তবে এটা তাঁদের আসল গোরস্থান নয়।"

মাষ্টার বলিলেন, "এই র‍্যাভেনস্‌উড পরিবারের লোকরা তোমার প্রিয়পাত্র নয় বুঝি ?"

কবর-খনক বলিল, "কে তাঁদের ভালবাসে, তা আমি জানিনে ! যখন তাঁদের জমিদারী ছিল, লোকজন ছিল, তাঁরা তখন ভাল মতে চলেন নি ! এখন তাঁরা প'ড়ে গেছেন ! তাঁরা যে আমার মত হবেন, খুব কম লোক সে কথা ভাবে।"

র‍্যাভেনস্‌উড বলিলেন, "তাই না কি ! আমি ত কখনো শুনিনি, এই ভাগ্যহত বংশ দেশের লোকের কাছে এত অপ্রিয় ! তারা যে দরিদ্র হয়ে পড়েছে, তা আমি—তাতেই বোধ হয় সবাই তাদের ঘৃণা করে।"

বৃদ্ধ বলিল, "আমি তাঁদের তা মনে করিনে। আমি তাঁদের তিন পুরুষের কাজ করেছি।"

"আমার ধারণা ছিল, দেশের লোকের কাছে তাঁরা সমাদৃত হয়ে এসেছেন।"

"চরিত্রের কথা বলছেন ? বুড়ো লর্ডের কাছে আমি চাকরী করেছি, তখন আমি খুব ছেলেমানুষ। তখন বাঁশী বাজাতে পারতাম না। তার পর শিখে-ছিলুম। কিন্তু ক্রমেই সঙ্গীত নেমে যাচ্ছে।"

মাষ্টার বলিলেন, "বন্ধু, লর্ড র‍্যাভেনস্‌উডের সঙ্গে এ সব বিষয়ের সম্বন্ধ কি ? বাঁশী বাজান ক্রমে খারাপ হয়ে যাচ্ছে, তার সঙ্গে তাঁর কি সম্পর্ক ?"

"কথাটা এই, মশাই। তাঁর কাছে কাজ করবার সময় আমার দম্ কমে যায়। আমি দুর্গে বাঁশীবাদক ছিলুম। ভোর বেলা বাঁশী বাজাতাম ব'লে মাইনে পেতুম। অন্য সময়েও বাজাতে হ'ত। আমার কেরামতী দেখে লর্ড খুব খুসী হতেন। সেনাদলের সঙ্গেও আমাকে বাঁশী বাজাতে হ'ত।"

"সে ত ঠিকই। তুমি তাঁর ভৃত্য ছিলে, তাই ত ঐ কাজ করতে হ'ত।"

"ছিলামই ত, মশাই। ঘোড়ায় চ'ড়ে আমি বাঁশী বাজাতাম। সেনাদল চলত শিকারে, সে দলে ক্যালেব ধাল্ডারষ্টোনও ছিল। সে এখনো বেঁচে আছে। এলান র‍্যাভেনস্‌উড তখন যুবক। তাঁর হাতে পিস্তল। বুড়ো লর্ড তলোয়ার ঘুরিয়ে চলেছেন।"

মাষ্টার বলিলেন, "অল্প কথায় তোমার গল্প শেষ কর।"

"তাই ত বলছি, মশাই। শিকার করতে গিয়ে আমার ঘোড়া জলে প'ড়ে গেল। সেই সময় আমার কাণের পাশ দিয়ে গুলী চ'লে গেল। বুড়ো লর্ড কাছে এলেন।"

র‍্যাভেনস্‌উড বলিলেন, "তুমি বুড়ো লর্ডের খুব বাধ্য ছিলে বোধ হয় ?"

"তা আর বলতে ! সেই পতন থেকেই আমার দম চ'লে যায়।"

"তা হ'লে বাঁশী বাজাবার কাজ থেকে তুমি রেহাই পাও ?"

"হ্যাঁ, আমার কাজ গেল বটে। তবু আমি কাজ করছিলুম, টাকা পেতুম, কিন্তু শেষে লর্ড এলান্ র‍্যাভেনস্‌উডের সময় থেকে সব যায়।"

মাষ্টার বলিলেন, "কি বললে—আমার বাবা—অর্থাৎ, বুড়ো লর্ডের ছেলে শেষ লর্ড র‍্যাভেনস্‌উড কি তাঁর বাবার দেওয়া বৃত্তি বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন ?"

"একরকম তাই বই কি। কারণ, তিনি সব সম্পত্তি হারাতে লাগলেন, এখনকার সার উইলিয়ম্ অ্যাসটনকে সব ছেড়ে দিলেন। তিনি সব বন্ধ ক'রে দিলেন আমাকে ছাড়িয়ে দিলেন।"

মাষ্টার বলিলেন, "লর্ড র‍্যাভেনস্‌উড যত দিন পেরেছিলেন, তাঁর লোকজনকে আশ্রয় দিয়ে রেখে-ছিলেন। সেজন্য তাঁর স্মৃতির বিরুদ্ধে কারুর কিছু বলা উচিত নয়।"

"আপনার যা খুসী, তা আপনি বলতে পারেন। কিন্তু আপনি আমাকে বোঝাতে পারবেন না যে, তিনি তাঁর কর্ত্তব্য পালন করেছিলেন। নিজের সম্বন্ধেও করেন নি, যারা তাঁর আশ্রিত, তাদের সম্বন্ধেও না।"

"খুব সত্য কথা। আয় বুঝে ব্যয় না করার শাস্তি তিনি পেয়েছেন, অপরকেও সেজন্য ভুগতে হচ্ছে।"

"যাই হোক, এখন যুবক এডগার তার শোধ নেবেন।"

"তাই না কি ? কি ক'রে তুমি জানলে ?"

"সকলে বলে, তিনি লেডী অ্যাসটনের মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন। তা হলেও তাঁকে জামায়ের কাছে মাথা নত করতে হবে। এই যুবক যদি চালাক হন, তা হ'লে তিনি কালে নিজের পৈতৃক সম্পত্তি আবার ফিরিয়ে নিতে পারবেন।"

র‍্যাভেনস্‌উড আর দাঁড়াইলেন না। এলিসের সংকার সম্বন্ধে কবর-খনককে উপদেশ দিয়া তিনি স্থানত্যাগের চেষ্টা করিলেন।

তিনি আপন মনে বলিলেন, "লোকে এই সব কথা আলোচনা করে, অথচ আমাকে প্রত্যাখ্যান করা হ'ল। লুসী ! তোমার নিষ্ঠা কতখানি দেখা যাক্। লোকের কাছে আমি যতই হেয় হই, তুমি যদি ঠিক থাক, তা হ'লে ক্ষতিপূরণ অনেকটা হবে।"

চলিতে চলিতে চোখ তুলিয়া চাহিবামাত্র তিনি দেখিলেন, মার্কুইস এ—আসিতেছেন। তিনি টডস্‌হোমএ আসিয়া মাষ্টারের সন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন।

পরস্পর অভিবাদনাদির পর মার্কুইস, গত কল্য আসিতে পারেন নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি আসতুম, কিন্তু তোমাদের প্রণয়-ব্যাপার জান্‌তে পেরে আমাকে থাক্‌তে হয়েছিল। আমি বংশের প্রধান—"

র‍্যাভেন্‌স্‌উড বলিলেন, "আপনি আমার জন্য যথেষ্ট করছেন, কিন্তু তবু আমি বল্‌তে চাই যে, আমার বংশের আমিই প্রধান ব্যক্তি।"

মার্কুইস্ বলিলেন, "তা জানি, তা জা বংশধারা অনুসারে তাই ঠিক, আমার বলবার উদ্দে এই যে, আমিই তোমার এক রকম অভিভাবক।"

"লর্ড মহোদয়, আমি বল্‌তে চাই— ময় কবরখনক সেখানে আসিয়া বাঁশী শুনাইতে চাহিল।

মাষ্টার সংক্ষেপে বলিলেন, "ও সব শুনবার সম এখন আমাদের নেই" কবর-খনক তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া পুনঃ পুনঃ বাঁশী জাইবার দাবী জানাইল।

মার্কুইস বলিলেন, "বলছি দরকার তুমি চ'লে যাও"

বৃদ্ধ নাছোড়বন্দ। সে তথাপি বাজাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল।

"ওহে বাপু, তুমি স'রে পড়। আমাদের আলোচনায় বাধা দিও না।"

বৃদ্ধ বলিল, "এখানে না হোক্, ঐ সরাইখানায় গিয়ে বাজাব।"

মার্কুইস তাহাকে বলিলেন, "তাই যাও।"

লোকটা চলিয়া গেল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

True love, an thou be true,
Thou hast ane kittle part to play
For fortune, fashion, fancy and thou,
Maun strive for many a day.
I've kend my mony a friend's tale,
Far better by this heart of mine,
What time and change of fancy avail
A true-love knot to untwine.

Hendersoun

মার্কুইস বলিলেন, "আমার পরমাত্মীয় তুমি; ঐ অসভ্য বাঁশীওয়ালা এখন চ'লে গেছে, আমি তোমাকে বলছি যে, সার উইলিয়ম্ অ্যাসটনের মেয়ের সঙ্গে তোমার প্রণয়-ব্যাপার নিয়ে আমি আলোচনা করতে চেয়েছিলুম। আজ মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য মেয়েটির দেখা আমি পেয়েছিলুম। ওঁর গুণের কোন পরিচয় আমি পাইনি, সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে কোন কথা বলা চলে না। তবে আমার ধারণা, আরও ভাল মেয়ে তুমি নির্ব্বাচিত করলে পারতে।"

র‍্যাভেনস্‌উড বলিলেন, "লর্ড মহোদয়, আমার জন্য আপনি যে এত করছেন, এজন্য আমি আপনার কাছে বিশেষ ঋণী। তবে মিস্ অ্যাসটন সম্বন্ধে আপনি মাথা ঘামাবেন, এটা আমার ইচ্ছা নয়। আপনি ঘটনাক্রমে আমার সঙ্গে মিস্ অ্যাসটনের বাগ্‌দানের কথা জান্‌তে পেরেছেন। আমি গোড়া থেকেই জান্‌তুম যে, অ্যাসটন পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করতে গেলে অনেক আপত্তি উঠবে। তা জেনেও যখন আমি এতদূর অগ্রসর হয়েছি, তখন তার বিশেষ কোন কারণ আছে জেনে আঁপনাদের সন্তোষ লাভ করা

মার্কুইস বলিলেন, "মাষ্টার, আমার সব কথাটা যদি আগে তুমি শুনে নিতে, তা হ'লে এ মন্তব্য তোমাকে প্রকাশ করতে হ'ত না। সব রকম আপত্তি সত্ত্বেও তুমি যখন এ বিষয়ে অগ্রসর হয়েছ, এখন এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তোলাই আমার অভিপ্রেত নয়। আমি শুধু এইটুকু চেয়েছিলুম যে, তুমি যা চাও, সে বিষয়ে আমি অ্যাসটনদের বোঝাতে চেয়েছিলুম।"

র‍্যাভেনস্‌উড বলিলেন, "আপনার এ রকম অযাচিত মধ্যবর্ত্তিতার জন্য আমি ভারী কৃতজ্ঞ হলুম। তবে আমি এটুকু জানি যে, সীমা অতিক্রম ক'রে আপনি এ বিষয়ে অগ্রসর হনান নিশ্চয়।"

মার্কুইস বলিলেন, "সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমার সঙ্গে আত্মীয়তা-সূত্রে সংশ্লিষ্ট এক জন ভদ্রলোককে অ্যাসটনদের কাছে হেয় করতে আমি পারিনে। আমি শুধু তাঁদের কাছে এইটুকু বলেছিলুম যে, স্কটল্যাণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মানিত বংশে কন্যাদান করলে তাঁদের কি লাভ হবে। আমাদের সঙ্গে র‍্যাভেনস্‌উড পরিবারের কি রকম সম্বন্ধ, তাও বলেছিলুম। পার্লামেণ্ট এই বংশের কিরূপ প্রভাব, পরের অধিবেশনে তা প্রকাশ করবে, তারও আভাস দিয়েছিলুম। রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপার কোন্ পথে গিয়ে দাঁড়াবে, তারও আঁচ দিয়েছিলুম। তা ছাড়া বলেছিলুম যে, আমি তোমাকে নিজের ছেলে বা

ভাইপোর মত দেখি; অর্থাৎ তোমার বিষয়টা আমার নিজের মনে করেই আমি সব কথা তাঁদের জানিয়েছিলুম।"

"তাতে তাঁরা কি বল্লেন?"

"লর্ড কিপার রাজি হচ্ছিলেন। পার্লামেন্টে তাঁর আসন বজায় রাখবার জন্য ভারী ঝোঁক। সত্য কথা বল্‌তে কি, তিনি তোমায় পছন্দই করেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তোমাকে জামাইরূপে পাওয়া তাঁর পক্ষে লাভের হবে। কিন্তু তাঁর স্ত্রী—তিনি—"

"বলুন, লেডী অ্যাসটন কি বল্লেন? আমি সব সহ্য করতে পারব।"

মার্কুইস্ বলিলেন, "শুনে সুখী হলুম। তিনি যা বলেছেন, তার অর্দ্ধেক কথাও তোমাকে বল্‌তে আমার লজ্জা হচ্ছে, তবে এ কথা ঠিক, তিনি সংকল্প স্থির করেছেন। অতি উপেক্ষার সঙ্গে তিনি এ প্রস্তাব পরিহার করেছেন। তোমার সম্বন্ধে আমি যত কথাই বলেছিলুম, সবই তিনি উপেক্ষা করেছেন। জানি না, তাঁর উদ্দেশ্য কি। এ রকম সম্মানজনক সম্বন্ধ কোথাও পাবেন না। তাঁর স্বামী জমিদারী, টাকাকড়ি ভাল বোঝেন, তিনি সে সবের ধার ধারেন না। আমার মনে হয়, তুমি বংশ-গৌরবে তাঁর স্বামীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলেই তিনি তোমাকে ঘৃণা করেন। আর তা' ছাড়া তাঁর স্বামীর মত তোমার ধনদৌলত নেই, সেটাও একটা কারণ। যাক্, এ বিষয়ে আর বেশী কথা বল্‌লে তুমি বিরক্ত হবে—এই যে আমরা এসে পড়েছি।"

র‍্যাভেনস্‌উড বলিলেন, "লর্ড মার্কুইস্, আমি আগেই বলেছি, ঘটনাক্রমে আমার গোপন কথা জান্‌তে পেরেছেন। নইলে আরও কিছুদিন এটা আপনার কাছে গোপনই থাক্‌ত। যাই হোক, আপনি আমার আত্মীয় ও বন্ধু, আপনি এটা যখন জেনেছেন, তখন আমার আর দুঃখ করবার নেই।"

মার্কুইস্ বলিলেন, "মাষ্টার র‍্যাভেনস্‌উড, এ গোপন কথা গোপনই থাকবে, সেজন্য তুমি চিন্তা ক'রো না। কিন্তু একটা কথা, এ সম্বন্ধে আর অগ্রসর হ'তে গেলে তোমাকে অনেক নীচে নেমে যেতে হবে। সে সম্বন্ধে তোমার কি মত, তা জানতে চাই।"

"সে সম্বন্ধে ভেবে-চিন্তে কাজ করব। সার উইলিয়ম বা লেডী অ্যাসটনের সঙ্গে এ সম্বন্ধে আমার কোন প্রয়োজন নেই। মিস্ অ্যাসটনের সঙ্গেই আমার বন্দোবস্ত হয়েছে। শুধু তিনি কি করেন, তাই আমি দেখব। আমাকে গরীব দেখেও, তাঁর আত্মীয়-স্বজনের উপদেশ সত্ত্বেও যদি তিনি আমাকে পতিত্বে বরণ করতে চান, তা হ'লে বংশ-মর্য্যাদা এবং চিরন্তন শত্রুতা ভুলেও তাঁকে গ্রহণ করব। আর যদি তিনি মত-পরিবর্ত্তন করেন, তা হ'লে আমার নৈরাশ্যে আমার বন্ধুরা নীরব থাকবেন, এবং আমিও শত্রুর সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হয়, তা জানি।"

মার্কুইস্ বলিলেন, "এই ত বীরের মত কথা। সে বিশ্বাস তোমার উপর আমার আছে। এই সার উইলিয়ম অ্যাসটন এক জন পাটোয়ারী বুদ্ধির আইনজীবী। ২০ বছর ধ'রে লড়াই ক'রে এখন তিনি বেশ নাম ক'রে নিয়েছেন। তাঁর কাছ থেকে যা কিছু পাবার, তা পাওয়া গেছে। কোন সরকারই তাঁর মত লোককে মর্য্যাদা দিয়ে রাখতে পারেন না। এবার তাঁর আসন বজায় রাখা কঠিন হবে। মিস অ্যাসটন সম্বন্ধে আমি কোন কথা বলব না। তবে এ কথা ঠিক, তাঁকে বিয়ে ক'রে তুমি ওঁর বাপের দিক দিয়ে বিশেষ লাভবান্ হবে না। শুধু তোমার বাবার যে সব সম্পত্তি উনি লুণ্ঠন ক'রে নিয়েছেন, তার কিছু ফেরৎ পেতে পারবে। সে সব ওঁকে উগ্‌রে দিতে হবে। আমার কথা শোন, লর্ড-সভায় তুমি যদি ওঁর প্রতিযোগিতা কর, আমি তোমার সাহায্য করব, তা হ'লে ওঁকে বেশ ঠকিয়ে দিতে পারবে। তখন উনি বুঝতে পারবেন, তোমাকে মেয়ে না দিয়ে উনি ওঁর নিজের কি অনিষ্ট করেছেন।"

এই সব কথার মধ্যে গূঢ় অর্থ নিহিত ছিল। র‍্যাভেনস্‌উড বুঝিলেন, ভিতরে আরও কিছু ব্যাপার আছে। মার্কুইস্ যে অ্যাসটনের উপর এত বিরক্ত হইয়াছেন, তাহার অন্য কোনও গূঢ় কারণও বিদ্যমান। কিন্তু তাহা জানিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন না। তিনি ভাবিলেন, মিস অ্যাসটনের সঙ্গেই তাঁহার সম্বন্ধ, অন্য কাহারও সহিত নহে। কাহারও অর্থে ধনবান্ হইতেও তিনি চাহেন না। তিনি শুধু মার্কুইস্‌কে ইহাই জানাইলেন যে, ভবিষ্যতে কি ঘটে, তাহা তিনি মার্কুইস্‌কে জানাইবেন।

মার্কুইস্ অতঃপর নানা কৌতূহলপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিলেন। এক জন পত্র-বাহক এডিনবরা হইতে জরুরী সংবাদ লইয়া আসিয়াছিল। র‍্যাভেনস্‌উড দুর্গে মার্কুইসের দেখা না পাইয়া সে টডস্ হোমএ আসিল, পত্রে সু-সংবাদ ছিল। তাঁহার উদ্দেশ্যানুরূপ সুফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে,

মার্কুইস উক্ত পত্রে তাহার সংবাদ পাইলেন। উভয়ে উৎকৃষ্ট পান-ভোজনে ব্যাপৃত হইলেন। তাঁহাদের যে সময় সেখান হইতে যাত্রা করিবার কথা ছিল, তাহাতে বিলম্ব ঘটিয়া গেল।

মার্কুইস্ বলিলেন, "যুবক বন্ধু, তোমার দুর্গ উলফস্‌ক্রাগ এখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে, তোমার আত্মীয়কে সেখানে নিয়ে চল। আজ তোমার আতিথ্য গ্রহণ করব। সার উইলিয়ম অ্যাসটনকে তুমি স্থান দিয়েছিলে, আমাকেও দিতে হবে।"

র‍্যাভেনস্‌উড বলিলেন, "সার উইলিয়ম জোর ক'রে দুর্গে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু দুর্গ-জয়ের আনন্দ তিনি উপভোগ করতে পারেন নি।"

লর্ড এ—বলিলেন, "আরে তা হোক। উলফস্‌ক্রাগে যুবতী মহিলাটি যে শয্যা গ্রহণ করেছিলেন, আমিও তাতেই শয়ন করব। তাঁর মত আমার হাড়গুলো অত নরম নয়, সুতরাং বিচার ক'রে দেখা যাবে, প্রেমে তিনি কঠোর শয্যাকে কেমন কোমল ক'রে নিতে পেরেছিলেন।"

র‍্যাভেনস্‌উড বলিলেন, "আপনার মরজি। নিজে যদি ইচ্ছে ক'রে কষ্টভোগ করতে চান, উপায় নেই। কিন্তু আপনাকে ব'লে রাখছি, আমার বুড়ো চাকর, হঠাৎ আপনাকে নিয়ে উপস্থিত হয়েছি দেখলে, নিজে উপরতলা থেকে ঝাঁপ খেয়ে হাড়গোড় ভেঙ্গে ফেলবে। আপনাকে সত্যই বলছি, সেখানে আমাদের কোন আয়োজনই নেই।"

কিন্তু মার্কুইস্ সে সকল কথা কাণেই তুলিলেন না। দুর্গটি তিনি দেখিবেনই, সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন যে, ঐ দুর্গে তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষ, র‍্যাভেনস্‌উডের পূর্ব্ব-পুরুষের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেখানে পরম সমাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন। উভয়ে ফ্লডেনের যুদ্ধক্ষেত্রে একসঙ্গেই প্রাণত্যাগ করেন। মার্কুইসকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া মাষ্টার প্রস্তাব করিলেন যে, তিনি অগ্রে অশ্বারোহণে গিয়া মাননীয় অতিথির পরিচর্য্যার বন্দোবস্ত করিবেন। কিন্তু মার্কুইস্ সে কথা কাণে তুলিলেন না—উভয়ে একসঙ্গে যাইবেন, স্থির করিলেন। তখন একজন লোককে তাঁহাদের আগমন-সংবাদ জানাইবার জন্য প্রেরণ করা হইল।

তার পর উভয়ে মার্কুইসের গাড়ীতে আরোহণ করিয়া যাত্রা করিলেন। পথে যাইতে যাইতে মার্কুইস্ মাষ্টারকে একটা গোপন কথা বলিলেন। এক জন বিশ্বাসী এবং কর্ম্মঠ লোককে সমুদ্রপারে প্রেরণের প্রয়োজন আছে। র‍্যাভেনস্‌উড ব্যতীত তিনি আর কাহারও উপর সে কার্য্যের ভার বিশ্বাস করিয়া ন্যস্ত করিতে পারেন না। মাষ্টার সমস্ত শুনিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন।

যে লোক ক্যালেবের কাছে প্রেরিত হইয়াছিল, পথে তাহার সহিত দেখা হইল। সে জানাইল যে, ক্যালেব বলিয়াছে যে, উপযুক্তভাবে লর্ডের অভ্যর্থনা হইবে।

কিন্তু মাষ্টার তাঁহার এই প্রভুভক্ত ভৃত্যকে ভাল করিয়াই জানিতেন। তিনি মার্কুইসকে বলিলেন যে, ইহাতে আশ্বস্ত হইবার মত কিছু নাই। হয় ত গিয়া দেখিতে হইবে যে, অভ্যর্থনা অন্য প্রকারে হইয়াছে।

মার্কুইস বলিলেন, "মাষ্টার, তুমি ক্যালেবের সম্বন্ধে অবিচার করছো, অথবা তুমি আমাকে বিস্মিত ক'রে দেবে ব'লে ঠিক করেছ। এখান থেকে একটা খুব উজ্জ্বল আলো দেখা যাচ্ছে। যেখানে আলো জ্বলছে, ওখানেই উলফস্ ক্রাগ দুর্গ। এ থেকেই বুঝছি, আমাদের অভ্যর্থনার জন্য বড় রকমের আয়োজন হয়েছে। তোমার বাবা যখন বেঁচে ছিলেন, তিনিও আমাকে ঐ রকম ভঙ্গীতে অভ্যর্থনা করেছিলেন। সে আজ বিশ বছর আগের কথা। সেখানে আমি পরম আনন্দে শিকার ক'রে বেড়িয়েছিলুম।"

র‍্যাভেনস্‌উড বলিলেন, "কিন্তু লর্ড মহোদয়, আমার ভয় হচ্ছে, বর্ত্তমান দুর্গস্বামীর পক্ষে বন্ধুদের পরিচর্য্যা করবার শক্তি ক'মে গেছে, অবশ্য ইচ্ছা পূর্ণমাত্রাতেই আছে বটে। উলফস্‌ক্রাগে এমন উজ্জ্বল আলোকরশ্মির হেতু আমি কিন্তু বুঝতে পারছি না। দুর্গের জানালার সংখ্যা কমও বটে, আর তাহা আকারেও ছোট। নীচের তলার জানালাগুলো প্রাচীরের অন্তরালে ঢাকা। সুতরাং এ রকম আলোর হেতু নির্দ্দেশ করা অসম্ভব।"

শীঘ্রই রহস্যের উদ্ভেদ হইল। সঙ্গে সঙ্গে ক্যালেবের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সে গাড়ীর খড়খড়ির কাছে দাঁড়াইয়া বলিল, "হায়! হায়! উলফস্‌ক্রাগে আগুন ধ'রে গেছে। চারিদিকে আগুন লেগেছে। ছবি, আসবাবপত্র সবই আগুনে পুড়ে গেল। ডানদিকে গাড়ী চালাও। লকি স্মাটার্সের ওখানে খাবার আয়োজন হয়েছে। হায় হায়! আমি বেঁচে থাকতে এও দেখতে হ'ল!"

তাহার কণ্ঠস্বর দুঃখে ভারী হইয়া পড়িয়াছিল।

র‍্যাভেনস্‌উড্ এ সংবাদ শুনিয়া প্রথমে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু মুহূর্ত্ত চিন্তার পর তিনি

গাড়ী হইতে লম্ফ দিয়া নীচে নামিলেন। আত্মীয়ের কাছে বিদায় লইয়া তিনি তাড়াতাড়ি দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলেন। আগুন তখন আকাশপথে উঠিয়াছিল।

মার্কুইস্ বলিলেন, "একটা ঘোড়া নেও, আমিও ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছি।" এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় তিনিও অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি ভৃত্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সবাই চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে কেন, সবাই চল, যা কিছু পারা যায় বাঁচাতে হবে।"

ভৃত্যগণ প্রস্তুত হইল। ক্যালেবকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবার জন্য তাহারা স্ব স্ব অশ্বে কশাঘাত করিল। সকলের কণ্ঠস্বরকে ডুবাইয়া ক্যালেবের গলা শোনা গেল। সে বলিল, "আসুন, আসুন! ওদিকে যাবেন না, প্রাণে মারা পড়বার ভয় আছে: বুড়ো কর্ত্তার আমলে, ত্রিশ ব্যারেল বারুদ ডনবাক থেকে এসেছিল, সেগুলো নীচের গুদামঘরে জমা আছে। আগুন সে দিকেও লেগেছে। ডাইনে ঘোড়া চালাও, ডাইনে। দুর্গের একখানা পাথর যদি ছুটে বেরোয়, তা হ'লে ডাক্তার কিছু করতে পারবে না।"

এ সংবাদ শুনিবামাত্র মার্কুইস তাঁহার ভৃত্যবর্গকে লইয়া ক্যালেবের প্রদর্শিত পথে যাইবার আয়োজন করিলেন, র‍্যাভেনসউডকেও টানিয়া লইলেন। মাষ্টার কিন্তু ব্যাপারটা বুঝিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বারুদ! কোন্ বারুদ? আমি জানিনে অথচ দুর্গে বারুদ আছে, এ কি রকম কথা?"

মার্কুইস তাঁহার কাণে কাণে বলিলেন, "আমি বুঝতে পেরেছি। ক্যালেবকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করো না। দোহাই ভগবানের, ওকে আর প্রশ্ন করবার দরকার নেই।"

মনিবের বাহুপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া ক্যালেব বলিল, "ঐ শুনুন, লর্ড মহোদয় সাক্ষ্য দিচ্ছেন যখন, তখন বিশ্বাস করুন।"

মার্কুইস বলিলেন, "বন্ধু, চুপ কর। তোমার মনিবকে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি, তুমি ব্যস্ত হয়ো না।"

র‍্যাভেনসউড বলিলেন, "আগুন বাড়বার আগে উলফস্‌হোপের কোন লোক তোমাকে সাহায্য করতে আসেনি, ক্যালেব?"

ক্যালেব বলিল, "অনেকেই এসেছিল, হুজুর। কিন্তু তাদের দুর্গের ভেতর যেতে দেইনি। অনেক দামী জিনিষ ভেতরে রয়েছে যে।"

বিরক্তি দমন করিতে না পারিয়া র‍্যাভেনসউড বলিলেন, "গোল্লায় যাও, তুমি মিথ্যাবাদী! সেখানে এক টুকরা—"

মনিবের কণ্ঠস্বরকে ডুবাইয়া দিয়া ভৃত্য বলিয়া উঠিল, "আগুন তখন জোর ক'রে উঠেছে। উৎসব-ভোজের ঘরের কড়িকাঠ তখন ধ'রে উঠেছিল। বারুদ আছে শুনে কেউ আর সাহস ক'রে এগুলো না।"

মার্কুইস র‍্যাভেনসউডকে বলিলেন, "তোমাকে অনুরোধ করছি, ও বেচারাকে আর কোন প্রশ্ন করো না।"

"একটা কথা শুধু বলব, বেচারা মাইসীর কি হলো?"

ক্যালেব বলিল, "মাইসী? সে দিকে নজর দিতে আমি পারিনি। সে হয় ত দুর্গেই আছে—হয় ত তার সমাধি হয়ে গেছে।"

র‍্যাভেনসউড বলিলেন, "এ সব আমি কিছু বুঝতে পারছি না। বিশ্বাসী চাকরাণীর জীবন বিপন্ন—মাই লর্ড, আমাকে আর ধ'রে রাখবেন না। আমি ঘোড়ায় চ'ড়ে চ'লে যাই। দেখি গিয়ে, এই লোকটা যা বলছে, বিপদ তত গুরুতর কি না।"

ক্যালেব বলিল, "তা হ'লে শুনুন, মাইসী নিরাপদে আছে, ভাল আছে। আমি দুর্গ থেকে যখন চ'লে আসি, তার আগেই তাকে আমি বেরিয়ে যেতে দেখেছি। আমি কি বুড়ো ঝির কথাটা ভুলে থাকতে পারি?"

মাষ্টার বলিলেন, "তবে এতক্ষণ অন্য রকম বলছিলে কেন?"

ক্যালেব বলিল, "তাই বলেছি না কি? তা হ'লে হয় ত আমি স্বপ্ন দেখছিলুম। অথবা এই ভীষণ রাত্রিতে আমার বিবেচনাবুদ্ধি লোপ পেয়েছিল,—কিন্তু সে নিরাপদে আছে। তার কিছুই হয়নি।"

দুর্গের চরম পরিণতি দেখিবার দুর্দমনীয় বাসনা সত্ত্বেও, র‍্যাভেনসউডকে তাঁহার আত্মীয়ের সহিত চলিয়া যাইতে হইল। উলফস্‌হোপএ সকলে গমন করিলেন। সেখানে তাঁহাদের পরিচর্য্যার সুবন্দোবস্ত হইয়াছিল।

এখানে একটা কথার উল্লেখ করিতে হইবে। উহা পূর্ব্বে বলিতে ভুলিয়াছি। লকহার্ড অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছিল, ক্যালেব কি উপায়ে সে দিনের ভোজ্যাদি সংগ্রহ করিয়াছিল। সে গোপনে লর্ড কিপারকে সকল কথা নিবেদন করিয়াছিল। লর্ড কিপার তখন র‍্যাভেনসউডকে প্রসন্ন করিবার জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে ব্যগ্র ছিলেন। তিনি

গোপনে উল্‌ফস্‌হোপের কুপারকে সরকারী পদে নিযুক্ত করিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন। কুপার তাহার ফলে ঐ পদে নিযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু ক্যালেব এ সকল কথা কিছুই জানিত না। মিঃ গির্ডার সরকারী পদ লাভ করিয়া ভাবিয়াছিল, ক্যালেব সে দিন যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, তাহারই ফলে সে এই সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে! এ জন্য সপরিবারে সে ক্যালেবের উপর কৃতজ্ঞ হইয়াছিল।

কার্য্যানুরোধে এক দিন ক্যালেবকে উল্‌ফস্‌হোপএ আসিয়া মিঃ গির্ডারের বাড়ীর পাশ দিয়া যাইতে হইয়াছিল। সে মনে মনে জানিত, মিঃ গির্ডারকে সে মিথ্যা আশা দিয়া আসিয়াছিল। এ জন্য কোনও মতে পাশ কাটাইয়া সরিয়া যাইবার উপায়ই সে অন্বেষণ করিতেছিল। মিঃ গির্ডারের বাড়ীর পাশ দিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই সে শুনিতে পাইল, সম্মিলিত পুরুষ ও নারী-কণ্ঠে তাহার নাম ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে—"মিঃ ক্যালেব—মিঃ ক্যালেব—মিঃ ক্যালেব ব্যাল্ডারষ্টোন! শুকনো মুখে আমাদের বাড়ী ছেড়ে যাবেন না, আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।"

ক্যালেব ভাবিল, তাহাকে বিদ্রূপ করা হইতেছে। কাজেই সে যেন কাহারও ডাক শুনিতে পায় নাই, এমনই ভাব প্রকাশ করিয়া সোজা চলিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতেও নিস্তার নাই। সকলে আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

মিসেস্ গির্ডার বলিল, "আসুন, মিঃ ব্যালডারষ্টোন!"

তাহার মাতা বলিল, "পুরোনো বন্ধুদের এমন ক'রে ফেলে যাবেন না!"

মিঃ গির্ডার বলিল, "আমাদের ধন্যবাদ না নিয়ে কোথায় যাবেন আপনি? মিঃ ব্যালডারষ্টোন, আপনি ত আমার উপর রাগ করেন নি? আমি সে চাকরী পেয়েছি। আপনার দৌলতেই হয়েছে।"

ক্যালেব ঠিক বুঝিতে না পারিয়া বলিল, "বন্ধুগণ, এমন কেন তোমরা করছ? বন্ধুর ভালর জন্য বন্ধু চেষ্টা ক'রে থাকে—কখনও সফল হয়, কখনও হয় না। আমাকে কেন এত বিনয় দেখাচ্ছ?"

গির্ডারের শাশুড়ী বলিল, "আপনি কি সনদ পাবার কথা শোনেননি? জন রাণীর কাছে কাজ পেয়েছে।"

ক্যালেব তখন ব্যাপারটা বুঝিয়া লইল। সে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমি শুনিনি!"

রমণী বলিল, "তাই ত বলি, আপনি আবার শোনেননি।"

ক্যালেব বলিল, "আমার কি না শুনে যাবার যো আছে। জো, এস তোমায় চুমো দেই। তোমার চাকরী হয়েছে; সে জন্য আমি খুসী, কারা তোমার বন্ধু, তা জান ত। না হয়ে যাবার উপায় ছিল কি?"

ক্যালেবকে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে হইল। পাড়া-প্রতিবেশী অনেকেই ভোজে আমন্ত্রিত হইল। সকলের কাছে ক্যালেব যেন মস্ত পয়গম্বর। ক্যালেব তখন যাহা খুসী বলিয়া যাইতে লাগিল। লর্ড কিপার, মন্ত্রিসভা, সপারিষদ রাজা—কত কথাই সে বলিয়া চলিল। এই ব্যাপার হইতেই সে গ্রামের মধ্যে আবার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ফিরিয়া পাইল। সকলেই তাহাকে তুষ্ট করিবার জন্য ব্যস্ত হইল। ধূর্ত ক্যালেব মনে মনে খুব খুসী হইল।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

Why flames yon far summit—
why shoot to the blast
Those embers, like stars
from the firmament cast?—
'Tis the fire-shower of ruin,
all dreadfully driven
From thine eyry, that beacons
the darkness of Heaven.

Campbell.

পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত অবস্থার জন্য, উল্‌ফ্‌স্‌হোপ গ্রামের অধিবাসীরা সানন্দে মার্ক্‌ইস ও র‍্যাভেনস্‌উডের অভিনন্দনের আয়োজন করিয়াছিল। ক্যালেব যখনই গ্রামবাসীদিগকে জানাইয়াছিল যে, দুর্গে আগুন লাগিয়াছে, অমনই সকলে অগ্নি নির্ব্বাণের জন্য তথায় সমবেত হইয়াছিল। বৃদ্ধ তাহাদিগকে জানাইয়া দিয়াছিল যে, দুর্গে বহু বারুদ সঞ্চিত রহিয়াছে, ইহাতে তাহারা ভয় পাইয়া আর দুর্গের আগুন নিভাইবার জন্য চেষ্টা করিতে পারে নাই। তবে দুর্গস্বামী ও মার্ক্‌ইস সদলবলে আসিতেছেন, তাঁহাদের পরিচর্য্যা প্রয়োজন, ইহা জানিবামাত্র গ্রামবাসীরা অতিথি-সংকারের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল। নানা প্রকার ভোজ্য প্রস্তুত হইল। উল্‌ফ্‌স্‌হোপের প্রত্যেক বাড়ীতে অতিথিদিগের

রাত্রিবাসের জন্য ঘর সজ্জিত হইল। গ্রাম্য যাজক তাঁহার গৃহে মাননীয় অতিথিদিগকে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু ক্যালেব তাহা ঘটিতে দিল না। সে মিঃ গির্ডারকেই সেই সম্মানজনক আতিথ্যসৎকার করিবার আদেশ দান করিল। ইহাতে গির্ডার অত্যন্ত গর্ব অনুভব করিল। তাহার বাড়ীতে অনেকগুলি ঘর ছিল। সেই সকল ঘর সাজাইয়া গুছাইয়া অতিথিদিগের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিল।

র‍্যাভেনস্উড্ একা হইবা মাত্র তাড়া-তাড়ি দুর্গের পরিণতি দেখিবার জন্য সন্নিহিত উচ্চভূমির দিকে গমন করিলেন। কৌতূহলপরবশ হইয়া কতিপয় গ্রাম্য বালকও অগ্নিকাণ্ড দেখিবার জন্য সে দিকে দৌড়িতেছিল।

বিমর্ষচিত্তে র‍্যাভেনস্উড উচ্চভূমির উপর উঠিতেছেন, এমন সময় কেহ তাঁহার কোটের প্রান্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিল।

র‍্যাভেনস্উড্ বিরক্তিভরে কহিয়া উঠিলেন, "কি চাও তুমি, কুকুর ?"

যে কোট ধরিয়া আকর্ষণ করিয়াছিল, সে ক্যালেব। বৃদ্ধ বলিল, "আমি কুকুর ত বটেই—বুড়ো কুকুর।"

র‍্যাভেনস্উড তখন শৈলশৃঙ্গের উপর পৌঁছিয়াছিলেন। সেখান হইতে দুর্গ বেশ দেখা যায়। তখন অগ্নিশিখা আর জ্বলিতেছিল না। শুধু আকাশটা তখনও লাল দেখাইতেছিল। ইহাতে যুবক অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

যুবক বলিলেন, "দুর্গটা ত ভেঙ্গে পড়েনি, দেখ্ছি। ভেঙ্গে গেলে তার শব্দ নিশ্চয় শুন্তে পেতুম। যত বারুদ ওখানে আছে ব'লে তুমি বলছিলে, তার সিকি অংশও যদি ওখানে থাক্‌ত, তা হ'লে বিস্ফোরণের শব্দ বিশ মাইল দূর থেকেও শোনা যেত।"

শান্তভাবে ক্যালেব বলিল, "তা ঠিক।"

"তা হ'লে আগুন বারুদের ঘরে পৌঁছোয় নি ?"

রহস্যপূর্ণ গাম্ভীর্য্য সহকারে ক্যালেব বলিল, "তা হ'তে পারে।"

মাষ্টার বলিলেন, "শোন ক্যালেব। এ সব আমার সহ্য হচ্ছে না। আমি নিজে গিয়ে দেখে আসি, দুর্গের অবস্থা কি রকম ?"

"আপনি তা হ'লে যাচ্ছেন ?"

"কেন যাব না ? কে আমায় বারণ করবে ?"

দৃঢ়তা সহকারে ক্যালেব বলিল, "বন্ধ করব আমি নিজে।"

মাষ্টার বলিলেন, "তুমি, ব্যালডারষ্টোন্! তুমি নিজের অবস্থা ভুলে যাচ্ছ দেখছি।"

ক্যালেব বলিল, "না, ভুলিনি। আমি এখান থেকে ব'লে দিচ্ছি, দুর্গ কি অবস্থায় আছে। আপনি শুধু দয়া ক'রে লোকের কাছে—মার্কুইসের কাছে নিজেকে খেলো করবেন না।"

যুবক বলিলেন, "খুলে বল, কি হয়েছে। তোমার কথা আমি বুঝতে পাচ্ছি না। সব কথা খুলে বল আমায়।"

"তবে শুনুন। আপনি যে সময় দুর্গ ছেড়ে আসেন, তখন তার অবস্থা যেমন ছিল, এখনও ঠিক তাই আছে।"

র‍্যাভেনস্উড বলিলেন, "বটে!—তা হ'লে আগুন ?"

"আগুন লাগেই নি। শুধু কাঠের ও ঘাসের আগুন।"

"তা থেকে অত আগুন উঠলো কি ক'রে ? দশ মাইল দূর থেকে আগুন দেখা যাচ্ছিল।"

"যত জঞ্জাল ছিল, জড় ক'রে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলাম। আপনি লোক পাঠাবার পরই ঐ সব করেছিলুম। এর পর আপনি যদি ঐ রকম ক'রে লোকজন নিয়ে আসেন, তা হ'লে এ পরিবারের অপমান দেখবার আগেই আমি দুর্গে আগুন ধরিয়ে দেব। বংশের অপমান আমি সহ্য করতে পারব না।"

মনিব হাস্য দমন করিতে না পারিয়া বলিলেন, "ক্যালেব, তোমার প্রস্তাব শুনে আমি খুসী হলুম। কিন্তু বারুদ কোথায় পেলে ? সত্যি সত্যি কি বারুদ দুর্গে আছে ? মার্কুইস্ বলছিলেন, তিনিও যেন জানেন।"

"হা, হা, হা! বারুদ! হা, হা, হা! মার্কুইস্! আপনাকে যখন কোনমতে বোঝাতে পারলুম না, তখন মার্কুইসের কাছে বারুদের কথা বলি। শুনে তিনি নিজেই সব ভার নিলেন।"

অধীরভাবে র‍্যাভেনস্উড বলিলেন, "তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর ত দিলে না। বারুদ কোথা থেকে এল ? সে বারুদ কোথায় ?"

ক্যালেব যেন আরও রহস্যময় হইয়া উঠিল। সে বলিল, "বারুদ ওখানে জমা ছিল! এ দেশে বিদ্রোহ হবার কথা ছিল। তখন রাতারাতি অনেক তলোয়ার, বন্দুক, বারুদ এখানে আস্‌ত। মার্কুইস্ এবং উত্তরদিকের আরও অনেক বড় বড় লর্ড তা

জান্‌তেন। দুর্গে সে সব জমা হ'ত। সকলে জান্‌তে পারলে বিপদ হবে, তাই বেশী লোক জান্‌ত না। আপনি যখন বাড়ী যাবেন, আপনাকে সব বল্‌ব।"

মাষ্টার বলিলেন, "এই সব ছোকরা, এরা কি সারা রাত এখানে ব'সে ব'সে কষ্ট পাবে না কি? কখন্ দুর্গ ভেঙ্গে পড়বে, তাই দেখবার জন্য ওরা ব'সে আছে।"

"না, না, ওরা থাকবে কেন? ধীরে সুস্থে, ঘুমিয়ে ওরা দেখতে পারে। দেখুন না, সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি।"

ক্যালেব বালকদিগের কাছে গিয়া বলিল যে, মাষ্টার র‍্যাভেন্‌স্‌উড এবং মার্ক্‌ইস হুকুম দিয়াছেন, আজ দুর্গ ভূমিসাৎ হইবে না। কাল হইবে। এই কথা শুনিয়া বালকের দল মহোল্লাসে যে যাহার বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

র‍্যাভেন্‌স্‌উড বলিলেন, "ক্যালেব, কিন্তু অস্ত্র-শস্ত্র ও বারুদের কি হ'ল, তা ত তুমি আমায় বল্‌লে না?"

ক্যালেব বলিল, "অস্ত্র-শস্ত্র? সেগুলো কতক পূর্বে, কতক পশ্চিমে, কতক বা এদিকে ওদিকে গেছে। আর বারুদ? সেগুলা দিয়ে আমি রাত্তি জিন সংগ্রহ ক'রে আপনাদের খাইয়েছি। তবে আপনার শিকারের প্রয়োজনে কিছু বারুদ আমি আলাদা ক'রে রেখে দিয়েছি। যাক্, এখন আপনার রাগ আর নেই। এখন বলুন ত আমার কাজ ঠিক হয়েছে কি না? এই ব্যাপার করেছিলুম, তাই ত আজ এতগুলো অতিথি পরম আরামে থাকতে পেয়েছেন।"

"ক্যালেব, তোমার কাজ ঠিকই হয়েছে ব'লে মনে হচ্ছে। কিন্তু একটা কথা—আমি দুর্গের মালিক, সুতরাং সত্যি অথবা মিথ্যে যে করেই হোক, যদি দুর্গ ধ্বংস করতে চাও, আগে আমাকে তা জানান দরকার।"

ক্যালেব বলিল, "ছিঃ ছিঃ! তা কি হয়! আমি হাজার রকমের মিথ্যে কথা বল্‌তে পারি; কিন্তু আপনি তা কি পারেন? তা ছাড়া যারা যুবক, তাদের বিশ্বাস করা যায় না। ঠিক হিসাব ক'রে তারা কাজ করতে পারে না, কথাও বল্‌তে জানে না। ধরুন না, এই আগুনের ব্যাপারটাই ধরুন না। এর জন্য আমরা সকলের কাছে যা খুসী, তাই বল্‌তে পারব। এর জন্য অনেক ব্যাপারের সম্মানজনক মীমাংসাও হয়ে যাবে, বংশের মান ইজ্জতও বজায় থাকবে। এখন আর সারা দিনে বিশটা মিথ্যে কথা বল্‌তে হবে না।"

"তোমার কথা বুঝতে পারলুম না, ক্যালেব। আগুনের ব্যাপারে তোমার ইজ্জৎ কিসে বাড়বে, তাও ধারণা করতে পারছি না।"

ক্যালেব বলিল, "এই শুনুন না বলি। ছোকরার দলের মন তাজা, তারা ধাপ্পাবাজি বোঝে না, অথচ আসল জিনিষ জান্‌তে চায়। যদি বেশ ভালভাবে এই আগুনের ব্যাপারটার ব্যাখ্যা করা যায়, তা হ'লে এ বংশের মান ইজ্জৎ বজায় রাখবার ভারী সুবিধা হয়েছে বৈ কি। সবাই হয় ত জিজ্ঞাসা করবে, দুর্গের ছবিগুলো গেল কোথায়—আমি বল্‌ব, উলফস্‌ক্রোগে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হয়েছিল, তাতে সব গেছে। কেউ হয় ত জিজ্ঞাসা করবে, এত বড় পুরাণো ধনী বংশ, এঁদের বাসনপত্র সব গেল কোথায়? উত্তর দেব, আগুনে সব নষ্ট হয়েছে। কেউ যদি বলে, কাপড়-চোপড় রাখবার আলমারী, ভাল ভাল কাপড়-চোপড় নেই কেন? বিছানা-পত্র, ঝালর, পরদা, সাজ-সরঞ্জাম গেল কোথায়? উত্তর হবে—আগুন। আগুনের ব্যাপারটা সকলকে সমঝে দিতে পারলে, বংশগৌরবকে বাঁচিয়ে রাখা চল্‌বে।"

র‍্যাভেন্‌সউড ক্যালেবকে ভাল করিয়া চিনিতেন। সুতরাং তিনি এ বিষয় লইয়া আর বিতণ্ডা সৃষ্টি করিলেন না। ক্যালেবকে সাফল্যলাভের আনন্দে মশগুল রাখিয়া মাষ্টার পল্লীতে ফিরিয়া আসিলেন। মার্ক্‌ইস্ এবং গির্ডারের শাশুড়ী র‍্যাভেন্‌স্‌উডের অদর্শনে উৎকণ্ঠাভরে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া সকলেই নিশ্চিন্ত হইলেন।

নৈশ আহারের আয়োজন হইল। বন্দোবস্ত ভালই হইয়াছিল। গির্ডার তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। এমন মাননীয় অতিথি-দিগকে গৃহস্থদম্পতি নিজ গৃহে পাইয়াছে, ইহা তাহাদের অতীব সৌভাগ্যের বিষয়।

মার্ক্‌ইস ও র‍্যাভেন্‌স্‌উডের শয্যাগৃহ উত্তমরূপে সজ্জিত হইয়াছিল। নৈশ আহারের পর সকলেই যে যাহার নির্দিষ্ট শয়ন-কক্ষে গমন করিলেন।

পরদিবস গ্রামত্যাগের আয়োজন হইল। র‍্যাভেন্‌স্‌উড গোপনে ক্যালেবকে ডাকিয়া জানাই-লেন যে, তিনি কিছু দিনের মধ্যে বিদেশে যাইবেন। তাঁহার মুদ্রাধার হইতে অধিকাংশ অর্থ ক্যালেবকে প্রদান করিলেন। ক্যালেব উহা গ্রহণে আপত্তি

করিলে, তিনি তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহার অর্থাভাব হইবে না। যথেষ্ট অর্থ-প্রাপ্তির সুযোগ ঘটিয়াছে, তবে তিনি ক্যালেবকে সতর্ক করিয়া দিলেন যে, ভবিষ্যতে সে যেন এমন ভাবে গ্রামবাসীদিগকে আর বিব্রত না করে, ইহাতে ক্যালেব সহজেই স্বীকৃতি প্রদান করিল। সে এত সহজে সম্মত হইবে, তাহা মাষ্টার আশা করেন নাই। এ জন্য তিনি একটু বিস্মিত হইলেন।

ভৃত্যের নিকট হইতে বিদায় লইয়া র‍্যাভেনসউড মার্কুইসের গাড়ীতে আরোহণ করিলেন। গাড়ী তখন অশ্বযোজিত হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল।

মহিলাদিগের নিকট বিদায় লওয়া হইল। উভয়ে মিসেস্ গির্ডার ও তাহার জননীকে সে যুগের প্রথামত চুম্বন করিলেন।

অশ্বারূঢ় অনুচরগণে পরিবৃত হইয়া শকট গ্রাম পরিত্যাগ করিল। সকলে দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া সে দৃশ্য দর্শন করিল।

জন গির্ডারও দ্বারসন্নিধানে দাঁড়াইয়া সে দৃশ্য দেখিতেছিল। সে এক একবার নিজের দক্ষিণ করের দিকে চাহিতেছিল। এক জন মার্কুইস এবং এক জন বনেদী বংশের লর্ড তাহার এই করকম্পন করিয়াছেন। সে কি তাহাতে ধন্য হয় নাই?

সে তার পর তাহার বদন ব্যাদান করিয়া বলিল, "পুরুষ ও মেয়েরা, এখন যে যার কাজে চ'লে যাও। এখন আর মার্কুইস, লর্ড, ডিউক, কেউ আর নেই। সব গরীব দুঃখীকে বিলিয়ে দেও। আর তোমাদের ব'লে রাখি, পরিবার, শাশুড়ী ঠাকরুণ, ভাল মন্দ কোন কথা এখন আমাকে বলো না। আমার মাথা এখন ঠিক নেই।"

জনের আদেশ অমান্য করিবার নহে। সকলে যে যাহার কাজে চলিয়া গেল। জন এ দিকে বসিয়া বসিয়া আকাশে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে লাগিল। এবার সে রাজসভায় সমাদৃত হইবে।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

Why, now I have Dame Fortune
by the forelock,
And if she escapes my grasp,
the fault is mine:
He that hath buffeted with
stern adversity,
Best knows to shape his course
to favouring breezes.

Old play.

আমাদের পথিকগণ যথাসময়ে এডিনবরায় পৌঁছিলেন। পথে অন্য কোন ঘটনা ঘটে নাই। পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা অনুসারে মাষ্টার র‍্যাভেনসউড তাঁহার আত্মীয়ের প্রাসাদেই উঠিলেন।

ইতিমধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক সঙ্কট-মুহূর্ত উপস্থিত হইল। টোরী দল স্কটল্যাণ্ড এবং ইংলণ্ডে রাণী অ্যানের সভায় ক্ষণস্থায়ী প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিলেন। ইহার কারণ ও ফলাফলের সহিত আমাদের আখ্যায়িকার কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়া আমরা উহার আলোচনায় বিরত হইলাম।

তবে রাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে যে পরিবর্ত্তন ঘটিল, তাহার ফলে মার্কুইসের চেষ্টায় র‍্যাভেনসউডের সম্পত্তির কিয়দংশ ফিরিয়া পাইবার ব্যবস্থা হইল। লর্ড টরনৃটিশেট, সার উইলিয়ম অ্যাসটনের নিকট হইতে একটা সম্পত্তি বন্ধক লইয়াছিলেন। বাধ্য হইয়া তাঁহাকে সে সম্পত্তি র‍্যাভেনসউডকে ফিরাইয়া দিতে হইল। অবশ্য তিনি অনেক আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না।

র‍্যাভেনসউডের অন্যান্য সম্পত্তি লাভ করিয়া যাহারা ধনী হইয়াছিল, তাহাদের বিরুদ্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবার উপক্রম ঘটিল। সার উইলিয়ম অ্যাসটনের নামে পিয়ার্স সভায় আবেদন করিবার ব্যবস্থা হইতে লাগিল। তিনি র‍্যাভেনসউড দুর্গ ও তাহার অন্তর্গত সম্পত্তি বিচারফলে লাভ করিয়াছিলেন। উহা বৈধ নহে বলিয়া আবেদনে ব্যবস্থা হইয়াছিল। মাষ্টার তাঁহার সম্বন্ধে লুসীর জন্য অনেকটা উদারতা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ভূতপূর্ব্ব লর্ড কিপারকে—সে পদ হইতে সার উইলিয়ম ইতিমধ্যে বিচ্যুত হইয়াছিলেন—স্পষ্টভাবে মাষ্টার পত্র লিখিলেন। তিনি সরলভাবে জানাইয়া দিলেন যে, লুসীকে তিনি

বিবাহ করিতে চাহেন, এজন্য সার উইলিয়মকে বিশেষ সুবিধা দিবার তাঁহার অভিপ্রায় আছে।

যে পত্রবাহক এই পত্র লইয়া গেল, তাহারই হাতে লেডী অ্যাসটনের নামে মাষ্টার আর একখানি পত্র দিলেন। উহাতে তিনি লিখিলেন যে, লেডী অ্যাসটনের তিনি বিরাগভাজন হইতে চাহেন না। যদি অজ্ঞাতসারে তিনি অপ্রীতিজনক কোনও ব্যবহার করিয়া থাকেন, তবে তিনি যেন তাহা বিস্মৃত হন। মিস অ্যাসটনের পাণিগ্রহণের তাঁহার একান্ত আগ্রহ। সুতরাং লেডী অ্যাসটনের ন্যায় সম্ভ্রান্ত মহিলা পূর্ব্বকথা বিস্মৃত হইয়া তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া, পরিবারের এক জন বলিয়া গ্রহণ করিলে মাষ্টার অনুগৃহীত ও সুখী হইবেন। পরিণামে তিনি দেখিতে পাইবেন, এডগার মাষ্টার র‍্যাভেনস্উড তাঁহার অনুগত হইয়া পড়িয়াছেন।

তৃতীয় আর একখানি পত্র তিনি লুসীকে লিখিলেন। পত্রবাহককে বলিয়া দিলেন যে, এ পত্রখানি অতি গোপনে যেন মিস্ অ্যাসটনের হাতে দেওয়া হয়। এই পত্রে মাষ্টার তাঁহার একনিষ্ঠ গভীর প্রেমের কথা ব্যক্ত করিলেন। অপহৃত সম্পত্তি তিনি ফিরাইয়া পাইতেছেন, সুতরাং অতঃপর উভয়ের মিলনে আর কোন বাধা থাকিবে না। পরে তিনি লিখিয়া দিলেন যে, লুসীর পিতা-মাতার অসন্তোষ দূরীভূত করিবার জন্য তিনি তাঁহাদিগকেও পত্র লিখিয়াছেন। তাঁহার আশা আছে যে, তাঁহার প্রার্থনা সুফল প্রসব করিবে। যদি তাহা না হয়, তথাপি তিনি আশা করেন, স্কটল্যাণ্ডে তাঁহার অনুপস্থিতিকালে, সকল বিতৃষ্ণা দূর হইয়া যাইবে। কারণ, তিনি যে প্রয়োজনীয় কাজের জন্য বিদেশে যাইতেছেন, তাহার ফল ভালই হইবে। ইতিমধ্যে মিস্ অ্যাসটন যেন তাঁহার উপর বিশ্বাস অটুট রাখেন। তার পর উভয়ের মিলনের পথে যাবতীয় বাধা অপসারিত হইবে। এই তিনখানি পত্রের উত্তর যথাসময়ে র‍্যাভেনস্উড পাইলেন।

লেডী অ্যাসটন পত্র পাইবামাত্র লোক মারফতেই তাহার উত্তর প্রদান করিলেন, তাঁহার পত্র এইরূপ :—

"অপরিচিত মহাশয়,—এডগার, মাষ্টার র‍্যাভেনস্উড স্বাক্ষরিত একখানি পত্র আমি পাইয়াছি। লেখক সম্বন্ধে আমার নিশ্চিত কোন ধারণা নাই।' ভূতপূর্ব্ব লর্ড এলান র‍্যাভেনস্উড রাজদ্রোহের অপরাধে বংশগৌরব হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন বলিয়াই লেখক সম্বন্ধে আমার সংশয় জাগিয়াছে। মহাশয়, আপনি যে নাম ব্যবহার করিয়াছেন, আপনি যদি সেই ব্যক্তিই হন, তাহা হইলে আপনি জানিয়া রাখুন যে, আমি মিস্ অ্যাসটনের জননী বলিয়া সম্পূর্ণ দাবী রাখি। আমি সেই দাবী পূর্ণমাত্রায় প্রয়োগ করিতেছি। আপনার বংশের কোন লোক আমার কন্যার পাণিপ্রার্থী হইলে আমি সে প্রস্তাবে কর্ণপাত করিব না। কারণ, এই বংশের সন্তানগণ চিরকাল প্রজার স্বার্থবিরোধী কাজ করিয়া আসিয়াছেন। আপনি সম্পত্তিলাভে ধনী হইয়াছেন বা হইতেছেন বলিয়া আমার মতের পরিবর্ত্তন ঘটিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। এরূপ ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের সহিত আমি পরিচিত। ভদ্রলোক শক্তিশালী হইলেই তাহার সহিত সম্বন্ধ করিতে হইবে, ইহা আমার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। সুতরাং এই সকল কথা মনে রাখিয়া আপনি লুসীর সম্বন্ধে কোনপ্রকার আশা রাখিবেন না। এ বিষয়ে আপনি আমাদের কাছে অপরিচিতই থাকিয়া যাইবেন। ইতি—

মার্গারেট ডগলাস, ওরফে অ্যাসটন।"

এইরূপ সন্তোষবিহীন উত্তর পাইবার দুই দিবস পরে মাষ্টার র‍্যাভেনস্উড এডিনবরার রাজপথ দিয়া যখন ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময় লকহার্ডের সহিত তাহার দেখা হইয়া গেল। সে অভিবাদনানন্তর তাঁহার হাতে একখানি পত্র দিয়া চলিয়া গেল। ঘনসন্নিবিষ্ট হস্তাক্ষরপূর্ণ চারি পৃষ্ঠাব্যাপী পত্রখানি সার উইলিয়ম তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন।

পত্রে সার উইলিয়ম, মাষ্টারের অশেষ গুণ এবং মর্য্যাদার কীর্ত্তন করিয়া বন্ধুত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন। যদি ইংরেজ লর্ডসভা বিচার করিয়া তাঁহাকে সম্পত্তি হইতে বিচ্যুত করেন, তাহা হইলে তিনি বিশেষ ব্যথিত হইবেন সন্দেহ নাই। লর্ড কিপারের পদ হইতে তিনি তাড়াতাড়ি বিচ্যুত হইয়াছেন, এজন্য তিনি মর্ম্মাহত হইয়াছেন। তাঁহাকে কৈফিয়ৎ দিবার সুযোগ পর্য্যন্ত প্রদান করা হয় নাই। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, বর্ত্তমান সরকারকে তিনি ব্যবহারাজীব হিসাবে সাহায্য করেন, কিন্তু সে অবকাশ তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই। র‍্যাভেনস্উড ও তাঁহার কন্যার বাগ্‌দান প্রসঙ্গে সার উইলিয়ম সোজাভাবে কোন কথা লিখেন নাই। এত তাড়াতাড়ি উভয়ের বাগ্‌-দান-ব্যাপার অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত হয় নাই বলিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি এ বিষয়ে মাষ্টারকে কোনও উৎসাহ প্রদান করেন নাই, সে

কথাটা স্পষ্ট করিবার জন্য র্যাভেনসউডকে অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহার কন্যা সাবালিকা নহে। কাজেই আইনের দিক দিয়া এই বাগ্‌দান-ব্যাপার না-মঞ্জুর হইবারই কথা। কারণ, অভিভাবকদিগের সম্মতি ইহাতে গৃহীত হয় নাই। ইহাতে লেডী অ্যাসটনের মন অত্যন্ত বিরূপ হইয়া পড়িয়াছে। অতএব বর্ত্তমানে তাঁহার মনের ভাবের পরিবর্ত্তনের কোনও সম্ভাবনা নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কর্ণেল ডগলাস অ্যাসটনও মাতার মতের সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতিসম্পন্ন। সুতরাং স্ত্রী ও পুত্রের মতের বিরুদ্ধে সার উইলিয়ম বর্ত্তমানে কিছু করিতে পারেন না। ইহাতে সংসারে অশান্তি ও বিচ্ছেদ ঘটিবার আশঙ্কা আছে। তবে তিনি আশা করেন, সময়ে হয় ত ইহার প্রতিকার সম্ভবপর।

কোনও অপরিচিত পত্র-বাহকের মারফত লুসীর পত্র আসিল। তাহাতে লেখা ছিল :—"আপনার পত্র পাইয়াছি, তবে ইহাতে বিপদের সম্ভাবনা ছিল। ভাল সময় না আসা পর্য্যন্ত আপনি আমাকে পত্র লিখিবার কোন চেষ্টা করিবেন না। আমি বড় দুঃখ পাইতেছি, কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা হইতে আমি ভ্রষ্ট হইব না। অন্ততঃ যতক্ষণ জ্ঞান থাকিবে, কেহ আমাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিবে না। আপনার উন্নতি হইতেছে, আপনি সুখের স্বাদ পাইতেছেন, ইহাতেই অনেকটা সান্ত্বনা। আমার অবস্থায় ইহার প্রয়োজন আছে।" পত্রে স্বাক্ষর ছিল, এল, এ।

এই পত্র পাইয়া র্যাভেনসউড অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। লুসীর নিষেধ সত্ত্বেও তিনি তাঁহাকে পত্র লিখিবার অনেক চেষ্টা করিলেন; দেখা করিবারও বহু চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহার সমুদয় চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তিনি জানিতে পারিলেন, উভয়ের পত্র-বিনিময় যাহাতে না হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থাও হইয়াছে। মাষ্টার ইহাতে অত্যন্ত বিচলিত ও বিব্রত হইয়া পড়িলেন। স্কটল্যাণ্ডে আর থাকাও তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। অনতিবিলম্বেই তাঁহাকে বিদেশে যাইতে হইবে। অতি জরুরী কার্য্যের ভার তাঁহার উপর অর্পিত। দেশত্যাগের পূর্ব্বে মার্কুইসের হাতে তিনি সার উইলিয়মের পত্রখানি প্রদান করিলেন। তিনি হাস্যবদনে বলিলেন যে, সার উইলিয়মকে দয়া প্রদর্শনের সময় অতীত হইয়াছে। এখন তিনি বুঝুন, কত ধানে কত চাউল হইতে পারে। অনেক চেষ্টায় মাষ্টার, মার্কুইসের নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া লইলেন যে, যদি লুসী অ্যাসটনের সহিত তাঁহার পরিণয়-সম্ভাবনা ঘটে, তাহা হইলে সার উইলিয়মের বিরুদ্ধে পার্লামেণ্টে যে নালিশ চলিতেছে, তাহা আপোষে মিটাইয়া লইতে হইবে।

মার্কুইস্ বলিলেন, "দেখ, তোমার জন্মের দাবী তুমি এমনভাবে ছুড়ে ফেলে দেবে, এতে আমি মত দিতে রাজি নই। আমি ঠিক জানি, লেডী অ্যাসটন বা লেডী ডগলাস যে নামেই তিনি নিজের পরিচয় দিন না কেন, নিজের জেদ বজায় রাখবেনই। তাঁর স্বামী কোন দিনই স্ত্রীর কাজের বিরুদ্ধে মত দিতে পারবেন না।"

মাষ্টার বলিলেন, "কিন্তু তবু আপনি কি মিস্ অ্যাসটনের সঙ্গে আমার বাগ্‌দান-ব্যাপারটাকে পবিত্র ব'লে মনে করেন না?"

মার্কুইস বলিলেন, "আমার কথা বিশ্বাস কর। তোমার বোকামি হ'লেও আমি বন্ধুর মত সে ব্যাপারে তোমার সাহায্য করব। আমার মনের কথা তোমায় জানালাম। প্রয়োজন-কালে, তোমার অভিপ্রায়মত আমি তোমায় সাহায্য করব, এ-কথা জেনে রাখ।"

মাষ্টার র্যাভেনসউড পরমাত্মীয়কে গভীর শ্রদ্ধাভরে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার উপর সকল কাজের ভার অর্পণ করিয়া তিনি দৌত্যকার্য্যে স্কটল্যাণ্ড ত্যাগ করিলেন। কয়েক মাস তাঁহাকে বিদেশে থাকিতে হইবে।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

Was ever woman in this humour wooed?
Was ever woman in this humour won?
I'll have her.

Richard the Third.

মাষ্টার র্যাভেনসউডের বিদেশযাত্রার পর দ্বাদশ মাস অতীত হইয়াছে। শীঘ্রই দেশে ফিরিবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও তাঁহাকে সাগর-পারে থাকিতে হইয়াছিল। ইতিমধ্যে সার উইলিয়ম অ্যাসটনের পরিবারে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহা বাক্‌লো এবং তাঁহার বোতলের সঙ্গী বিখ্যাত ক্যাপ্টেন ক্রেগেনগেলটের নিম্নলিখিত আলোচনা হইতে অবগত হওয়া যাইবে।

গিরনিংটনের ভবনের অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে উভয়ে উপবেশন করিয়াছিলেন। টেবলের উপর বোতল ও গ্লাস সজ্জিত। অগ্নিকুণ্ডে আগুন জ্বলিতেছে। সুরাপানসত্ত্বেও বাক্‌লোর মুখে সন্দেহ ও দুশ্চিন্তার

ছায়া ঘনায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। পার্থদ ক্রেগেন-গেল্‌ট বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহার পৃষ্ঠপোষকের মুখে প্রসন্নতার দীপ্তি ফুটাইয়া তুলিতে পারিতেছিলেন না। অবশেষে সহচর বলিলেন, "বরের মত তোমার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না, ভাই। তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, যেন তোমার ফাঁসীর হুকুম হয়েছে।"

বাক্‌লো বলিলেন, "তোমার এই উপমার জন্য ধন্যবাদ দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু বন্ধু ক্রেগেন-গেল্‌ট, দুঃখের সময়েও আমাকে স্ফূর্তি করতে হবে, এ কেমন কথা ?"

ক্রেগেনগেল্‌ট বলিলেন, "তাতেই ত আমার বিরক্তি বোধ হচ্ছে। তোমার বিয়ের কথা হচ্ছে, খুব ভাল সম্বন্ধই বল্‌তে হবে, আর তোমারও তাই ইচ্ছে। যখন এটা পাকাপাকি হয়ে যাচ্ছে, অমনি তুমি হাঁড়ির মত মুখ ক'রে ব'সে রয়েছ।"

যুবক বলিলেন, "বুঝতে পারছি না, এ ব্যাপারটা পাকা করব কি না। অনেক দূর কথা এগিয়েছে, এখন ফিরে আসা মুস্কিল, তাই ভাবছি।"

"ফিরে আসবে! তার মানে ? এই মেয়েটির যৌতুক—"

বাধা দিয়া বাক্‌লো বলিলেন, "যুবতী ভদ্র মহিলা বল।"

"না, না, আমি তাকে অসম্মান করছি না। যুবতী মহিলাই বটে। মিস্ অ্যাসটন কি এমন যৌতুক পাবেন না, যা লোথিয়ানের কোন মেয়ে পায় ?"

বাক্‌লো বলিলেন, "মান্‌লাম, তিনি অনেক টাকা যৌতুক পাবেন। কিন্তু আমি এক কপর্দ্দকেরও প্রত্যাশী নই। আমার যথেষ্ট অর্থ আছে।"

"মেয়ের মা তোমাকে নিজের ছেলের মত ভালবাসেন।"

"তাও ঠিক। তাঁর অনেক সন্তানের চেয়ে আমায় স্নেহ করেন। তা না হ'লে অন্য পাত্রকে নিয়ে যুদ্ধ বাধত না।"

"কর্ণেল সোলটো ডগলাস্ অ্যাসটন ত এ বিয়ের খুব পক্ষপাতী, তাই নয় কি ?"

বাক্‌লো বলিলেন, "তিনি যে আমার সাহায্যে এ অঞ্চল থেকে সদস্য হ'তে চান ভাই।"

"মেয়ের বাবাও তো তোমার হাতে মেয়েকে দিতে চান।"

বাক্‌লো বলিলেন, "দ্বিতীয় ভাল পাত্র আর পাচ্ছেন কোথায় ? র‍্যাভেনস্‌উড দুর্গ দখলে রাখ্‌তে গেলে মেয়েকে মাষ্টারের হাতে দিতে হয়। তা ত হবার নয়, তাই তিনি রাজি হয়েছেন। দুটিই ত তাঁর হাত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।"

ক্রেগেনগেল্‌ট বলিলেন, "পাত্রীর কথাটা ভেবে দেখেছ ? সারা দেশের মধ্যে এমন সুন্দরী মেয়ে আর নেই। তিনি তোমার প্রতি এতদিন বিরূপ ছিলেন। এখন তিনিই তোমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছেন। র‍্যাভেনসউডকে ছেড়ে দিতে তিনি সম্মত। এখন তুমি বেঁকে দাঁড়াচ্ছ। নিশ্চয় তোমাকে ভূতে পেয়েছে। মেয়ে যখন রাজি, তখন তুমি রাজি নও, এ কেমন কথা ?"

ঘরের মধ্যে পাদচারণা করিতে করিতে বাক্‌লো বলিলেন, "তাই ত ভাবছি, মিস্ অ্যাসটন হঠাৎ তাঁর মত বদলালেন কেন ?"

"তাতে তোমার দরকার কি ? তিনি তোমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছেন, এই যথেষ্ট।"

বাক্‌লো বলিলেন, "দেখ, তোমায় আমার মনের কথা বলি। এ রকম যুবতীর সঙ্গে কখনও আমার কোন কারবার হয়নি। আমার বিশ্বাস, এ রকম নারীরা খামখেয়ালী। কিন্তু মিস্ অ্যাসটনের এই পরিবর্ত্তনের কিছু রহস্য আছে। এমন হঠাৎ ডিগবাজি খাওয়ার নিশ্চয় কোন হেতু আছে। আর সেটা উপেক্ষা করবার নয়। আমি জানি, লেডী অ্যাসটনের হাতে এমন যন্ত্র আছে, যার প্রভাবে তিনি মেয়েটির মন ভেঙ্গে চূর্ণ ক'রে দিয়েছেন। তিনি তা পারেন।"

"আরে, তা যদি না হবে, তা হ'লে বুনো ঘোড়া-গুলোকে আমরা বশ করব কি রকমে ?"

"তাও ঠিক। তবে আর একটা কথা আছে। র‍্যাভেনস্‌উড এখনও মাঝখানে আছে। তুমি কি মনে কর, সে এত সহজে লুসীর বাগ্‌দানের ব্যাপার ভুলে যাবে, না দাবী ছেড়ে দেবে ?"

ক্রেগেনগেল্‌ট বলিলেন, "না দিয়ে করবে কি ? সে আর এক জনকে বিয়ে করতে যাচ্ছে। মিস্ অ্যাসটন কেন অন্যকে বিয়ে করবেন না ?"

বাক্‌লো বলিলেন, "কথাটা তুমি কি বিশ্বাস কর ? তিনি বিদেশী মহিলাকে বিয়ে করবেন, এ কথাটা কি বিশ্বাসযোগ্য ?"

"আরে, তুমি ত নিজের কাণেই সে কথাটা শুনেছ। ক্যাপ্টেন ওয়েষ্টেনহো নিজেই ত বলেছেন যে, বিয়ের উদ্যোগ-আয়োজন হচ্ছে।"

বাক্‌লো বলিলেন, "ক্যাপ্টেন ওয়েষ্টেনহো তোমার দলের লোক। তার কথা বিশ্বাসযোগ্য

নয়। তার মিথ্যে কথা বলতে মোটেই বাধে না। ওর কথা বিশ্বাস করা চলে না।"

ক্রেগেনগেলুট বলিলেন, "কিন্তু কর্ণেল ডগলাস অ্যাসটনের কথা ত বিশ্বাস করবে? তিনি মার্কুইসকে বলতে শুনেছেন যে, র‍্যাভেনস্উড একটা পাগল ঐশ্বর্য্যচ্যুত লোকের মেয়ের বিবর্ণ মুখের জন্য তাঁর বাপের ঐশ্বর্য্য বিলিয়ে দিতে পারেন না। র‍্যাভেনস্উড যে জুতো প'রে ফেলে দিয়েছেন, বাক্লো সেই ছেঁড়া জুতো এখন পরতে পারে।"

বাক্লো হঠাৎ ক্রোধে অন্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তাই বলেছে না কি? আমি শুনলে কিন্তু তখুনি মার্কুইসের জিভ কেটে ফেলতাম। ওর লোকজনকেও মানতাম না। অ্যাসটন তখনি কেন তার বুকে তলোয়ার বসিয়ে দেয় নি?"

"তাই করাই উচিত ছিল। কিন্তু লোকটা বুড়ো মানুষ, তায় সে মন্ত্রী। তার সঙ্গে ঝগড়া করা ত সুবিধার হ'ত না। মিস্ অ্যাসটনের এতে যে অপমান হয়েছে, এখন তোমার তাঁকে রক্ষা করা উচিত। সুতরাং বুড়ো মেরে খুনের দায়ে না পড়ে, বোনের বিয়ে দেওয়াই ভাল। তা ছাড়া মার্কুইস এত উঁচুতে যে, তাঁর নাগাল পাওয়া চলবে না।"

বাক্লো বলিলেন, "কিন্তু নাগাল পেতেই হবে; আর ওঁর আত্মীয় র‍্যাভেনস্উডকে এর জবাবদিহি করতে হবে। এখন মিস্ অ্যাসটনের মান বাঁচান দরকার। ব্যাপারটা ভারী বিশ্রী, কিন্তু যা হোক্ ক'রে শেষ ক'রে ফেলা দরকার। মিস্ অ্যাসটনের সঙ্গে কি ক'রে কথা পাড়বো, তাই ভাবছি। যাক্, এখন এক গেলাস ঢাল। তাঁর স্বাস্থ্য পান করা যাক্। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, এক গেলাস ক্লারেট এখন বেশ লাগবে।"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

It was the copy of our conference.
In bed she slept not, for my urging it:
At board she fed not, for my urging it;
Alone, it was the subject of my theme;
In Company I often glanced at it.

Comedy of Errors.

পরদিবস বাক্লো, বিশ্বস্ত সহকারী ক্রেগেনগেলুট সহ র‍্যাভেনস্উড দুর্গে দর্শন দিলেন। কর্ত্তা ও গৃহিণী পরম সমাদরে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। বংশের উত্তরাধিকারী কর্ণেল অ্যাসটনও তাঁহাদিগকে সমাদর করিতে ভুলিলেন না। বাক্লো ইতিপূর্ব্বে সম্ভ্রান্ত পরিবারে বড় একটা মিশিবার অবকাশ পান নাই। এজন্য সলজ্জভাবে স্খলিতবচনে তিনি জানাইলেন যে, আসন্ন পরিণয়-ব্যাপারে তিনি মিস্ অ্যাসটনের সহিত কিছু আলোচনা করিতে চাহেন। সার উইলিয়ম এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র, লেডী অ্যাসটনের দিকে চাহিলেন। তিনি বেশ শান্তভাবে বলিলেন, "এখুনি লুসীকে ডেকে পাঠাচ্ছি। তবে লুসী এখনও ছেলেমানুষ, বিশেষতঃ সম্প্রতি অন্য এক জনের সঙ্গে বিবাহ হবার কথা হয়েছিল। অবশ্য সে জন্য সে বিশেষ লজ্জিত। সুতরাং তার ইচ্ছা যে, আমাদের প্রিয় বাক্লোর সঙ্গে আলোচনাকালে আমি উপস্থিত থাকি।'

বাক্লো বলিলেন, "আমারও তাই ইচ্ছে। কারণ, এ সকল ব্যাপারে আমি মোটেই অভ্যস্ত নই। আপনি উপস্থিত থাকলে আমারই সুবিধা হবে। কোন্ কথা কি ভাবে ব'লে ফেলব, হয় ত ভুলভ্রান্তি ক'রে বসব। আপনি উপস্থিত থাকলে আমার মনের কথাটা আপনি বুঝিয়ে বলতে পারবেন।"

বাক্লোর মনে পূর্ব্বে যে সন্দেহ জাগিয়াছিল, হয় ত লেডী অ্যাসটনের পীড়াপীড়িতে মিস্ লুসী তাঁহাকে বিবাহে স্বীকৃত হইয়াছেন, সে সন্দেহ নিরাকৃত হইবার সুযোগ এই ব্যবস্থায় তিনি হারাইলেন। কিন্তু এ কথাটা তখন তাঁহার মনে হইল না। তিনি যদি লুসীকে নির্জ্জনে প্রশ্ন করিতেন, তাহা হইলে প্রকৃত তথ্য অবগত হইবার সুযোগ পাইতেন।

সে-ঘর হইতে তখন আর সকলে চলিয়া গেলেন।

অল্পক্ষণ পরে লেডী অ্যাসটন মিস্ অ্যাসটনকে সঙ্গে লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। লুসীর মুখমণ্ডলে কোনও প্রকার উত্তেজনার চিহ্ন ছিল না। অন্য সময়ে যেমন স্বাভাবিকভাবে থাকিতেন, বাহ্যতঃ তেমনই প্রশান্তভাব তাঁহার আননে দেখা গেল। কিন্তু বাক্লোর অপেক্ষা নিপুণ ও অভিজ্ঞ বিচারক তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া স্থির করিতে পারিতেন, ঐ প্রকার নিশ্চিন্ততা হতাশাজনিত কি উপেক্ষা-প্রসূত। কিন্তু বাক্লো নিজেই অত্যন্ত উত্তেজিত ও বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কাজেই তিনি সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে তরুণী মহিলার ভাববৈচিত্র্য লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। আম্তা আম্তা করিয়া তিনি কথা আরম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু আলোচনা শেষ করিবার পূর্ব্বেই থামিয়া গেলেন। মিস্ অ্যাসটন তাঁহার কথা

শুনিতে লাগিলেন, অথবা শুনিবার অভিনয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন কথারই উত্তর দিলেন না। তিনি তখন একটা সূক্ষ্ম সূচিকার্য্য লইয়া নিবিষ্টমনে বয়ন করিতেছিলেন। লেডী অ্যাসটন অদূরে বসিয়াছিলেন। তিনি অস্ফুটস্বরে কন্যাকে বলিলেন, "লুসী, তুমি বাকলোর কথাগুলো শুনেছ ত?"

মাতা যে সেখানে উপস্থিত আছেন, এ কথাটা দুঃখ-বিষণ্ণচিত্তা কিশোরীর তখন মনেই ছিল না। তিনি চমকিয়া উঠিলেন, সূচটি তাঁর হাত হইতে পড়িয়া গেল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ ম্যাডাম্—না না—মাই লেডী—আমায় ক্ষমা করুন, আমি শুনতে পাইনি।"

সম্মুখে অগ্রসর হইয়া লেডী অ্যাসটন্ বলিলেন, "না, মা, এতে লজ্জা পাবার কোন কারণ নেই। অত ভয়ই বা কিসের? আমরা জানি, কুমারীর কাণে ভদ্রলোকের কথা সব প্রবেশ করে না। কিন্তু মিঃ হেসটন এমন একটা প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন, যে বিষয়ে তুমি অনুকূল অভিমত প্রকাশ করতে আগেই স্বীকৃত হয়েছিলে। তুমি বোধ হয় জান যে, আমি ও তোমার বাবা অনেক দিন ধরেই এমন বাঞ্ছ ব্যাপার যাতে ঘটে, তা আশা ক'রে আছি।"

লেডী অ্যাসটনের কণ্ঠস্বরে এমন একটা দৃঢ়তা ছিল, যাহা বাহ্য মাধুর্য্যের আবরণে আত্মগোপনের প্রয়াস পাইতেছিল। এ অভিনয়টি বাকলোর জন্য। কিন্তু লুসী এই ইঙ্গিত হইতে মাতার পীড়নপ্রভাব অনুভব করিতে পারিলেন।

মিস অ্যাসটন চেয়ারের উপর সোজা হইয়া বসিলেন। তার পর চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সে দৃষ্টিতে আতঙ্ক পরিস্ফুট হইয়া উঠিল, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ নীরব রহিলেন। বাকলো তখন ঘরের মধ্যে পাদচারণা করিয়া আত্মস্থ হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি লুসীর আসনের দুই তিন গজ দূরে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "মিস্ অ্যাসটন, আমি একটা নিরেট গাধা। যুবতীদের সঙ্গে সাধারণ মানুষ যেমন ক'রে কথা ক'য়ে থাকে, আমি সেই ভাবেই কথাটা বলবার চেষ্টা করেছি। আমার মনে হয়, আমার কথা আপনি বুঝতে পারেন নি। কারণ, আমি নিজেই বুঝতে পারছি না! যা' হোক, আমি সোজাভাবেই বলছি, আপনার মা ও বাবার যখন মত আছে, আপনি যদি এক জন সাধাসিধে লোককে আপনার স্বামিরূপে বরণ করতে অসম্মত না থাকেন, তা হ'লে আমি আপনাকে আমার গৃহের কর্ত্রীরূপে পেতে চাই—আপনাকে আমি মাথায় ক'রে রাখ্‌ব। আপনার কোন কাজে কখনো বাধাও দেব না। আপনি লেডী গিরনিংটনের প্রাসাদেই থাকবেন, সেখানে ইচ্ছা যাবেন, বেড়াবেন, যা ইচ্ছা করবেন। আমাকে শুধু ঘরের এক কোণে স্থান দেবেন। আর আমার এক জন বন্ধু আছেন, তাঁর নাম ক্রেগি, তাঁকেও বাড়ীতে স্থান দেবেন।"

লেডী অ্যাসটন বাধা দিয়া বলিলেন, "বাক্‌লো, তুমি এ কি কথা বলছো? ক্যাপ্টেন ক্রেগেনগেলটের মত ভাল, সচ্চরিত্র লোকের উপর লুসীর বিতৃষ্ণা হবে কেন?"

বাকলো বলিলেন, "ম্যাডাম, ক্রেগি সত্যই বিশ্বাসভাজন বন্ধু, তার আন্তরিকতা, সদ্ব্যবহারের প্রশংসা করতে হয়। এই লোকটা আমার রীত-চরিত্র সম্বন্ধে সব জানে। এ জন্য তাকে আমার প্রয়োজন। সে না হ'লে আমার চলবে না। কিন্তু এ সব কথা থাক্। এখন আমি যেমন সরলভাবে সব কথা বললাম, আশা করি, মিস্ অ্যাসটনও তেমনি সরলভাবে আমার প্রস্তাবের জবাব দেবেন। তাঁর নিজের মুখ থেকেই উত্তরটা আমি পেতে ইচ্ছে করি।"

লেডী অ্যাসটন বলিলেন, "প্রিয় বাকলো, লুসী লজ্জা পেয়েছে, তার কথা ধরো না। আমি ওর সামনেই বলছি যে, ও বাপ-মায়ের নির্দ্দেশমতই এ ব্যাপারে মত দিতে চেয়েছে। লুসী, মা আমার, বল এ কথা ঠিক কি না?"

শুষ্ক রসহীন কণ্ঠে লুসী বলিলেন, "তোমার কথা মেনে চল্‌ব বলেছি, তবে একটা সর্ত্ত আছে।"

বাকলোর দিকে ফিরিয়া লেডী অ্যাসটন বলিলেন, "ওর কথার মানে, ও সেই লোকটাকে ভিয়েনা কি রাটিস্‌বোঁ, অথবা প্যারীতে সংবাদ পাঠিয়েছে। ও সেই লোকটার কাছ থেকে উত্তর প্রতীক্ষা করছে। লোকটা ওকে বাগ্‌দান ক'রে জড়িয়ে রেখেছে, সেটা থেকে ও মুক্তি পেতে চায়। তুমি বাবা, এ জন্য ওকে দোষ দিও না। আমাদের সকলের পক্ষেই সেটা দরকার।"

বাকলো বলিলেন, "খুব সত্য কথা। এ-ত সঙ্গত ব্যবস্থা।" সঙ্গে সঙ্গে তিনি গুণ গুণ করিয়া গাহিয়া উঠিলেন,

"নূতন প্রেম করবার আগে
পুরোণো প্রেম বিদায় মাগে।"

তার পর বলিয়া চলিলেন, "কিন্তু আমি ভেবেছিলেম, র‍্যাভেনস্‌উডের কাছ থেকে এর মধ্যে অন্ততঃ

হু'বার উত্তর এসে গেছে। এক একবার আমার ইচ্ছে হচ্ছে যে, আমি নিজেই এই দৌত্য নিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে উত্তর আনি।"

লেডী অ্যাসটন বলিলেন, "তা হতেই পারে না। ডগলাসও যেতে চেয়েছিল; তাকে অনেক কষ্টে থামিয়ে রেখেছি। সে গেলে ভালই হ'ত, কিন্তু এমন গোঁয়ার্তুমি করতে তাকে দিতে পারিনে। অমন সাংঘাতিক লোকের কাছে যাদের ভালবাসি, তাদের যেতে দিতে পারিনে। সত্যি কথা বল্‌তে কি, আমরা সকলেই একমত যে, সে যখন উত্তর দিচ্ছে না, তখন তাতেই তার সম্মতি আছে ব'লে ধরে নিতে হবে। লুসীরও তাই ভেবে নেওয়া উচিত। তা'ছাড়া যখন অপর পক্ষ আপত্তি জানাচ্ছে, তখন তার মনে করাই উচিত এ সম্বন্ধ হ'তে পারে না। সার উইলিয়ম সবজান্তা। তিনিও তাই বলেন। সুতরাং লুসী মা আমার—"

অনভ্যস্ত উত্তেজনা সহকারে লুসী বলিয়া উঠিলেন, "ম্যাডাম্, আর আমাকে এ বিষয়ে প্ররোচনা দিও না। যদি এই অসুখকর সম্বন্ধ ভেঙ্গে যায়, আমাকে যা করতে বল্‌বে, তাই করব; কিন্তু সেটা না হওয়া পর্য্যন্ত তোমরা আমাকে যা করতে বল্‌ছ তা যদি করি, তা হ'লে ভগবান এবং মানুষ সকলের কাছেই আমি মহাপাতকী ব'লে গণ্য হব।"

"কিন্তু মা আমার, যদি এ লোকটা জেদ ক'রে নীরব—"

লুসী বলিলেন, "না, তা তিনি থাকবেন না। প্রায় দেড় মাস হ'ল, আমি ভাল লোকের হাত দিয়েই আমার আগের চিঠির নকল পাঠিয়ে দিয়েছি।"

লেডী অ্যাস্‌টন এতক্ষণ যে অভিনয় করিতেছিলেন, তাহা বিস্মৃত হইয়া তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "তা তুমি পার না—তোমার অন্যায় হয়েছে,—" কিন্তু পরক্ষণেই আপনাকে সংযত করিয়া ভিন্ন স্বরে বলিলেন, "প্রাণাধিকা লুসী, এ কাজ তুমি কি ক'রে করলে?"

বাক্‌লো বলিলেন, "তাতে কোন দোষ হয় নি। মিস অ্যাস্‌টনের মনোভাবের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। আমার শুধু সাধ হচ্ছে যে, আমি যদি দূত হয়ে যেতে পারতাম।"

বিদ্রূপভরে লেডী অ্যাস্‌টন বলিলেন, "তা হ'লে এখন দয়া ক'রে বল, মিস্ অ্যাস্‌টন, তোমার প্রেরিত দূতের জন্য আর কত দিন অপেক্ষা করতে হবে? আমাদের দূত—রক্ত-মাংসের শরীরবিশিষ্ট সংবাদদাতার উপর ত তোমার বিশ্বাস নেই।"

মিস্ অ্যাসটন বলিলেন, "আমি দিন, ঘণ্টা, মিনিট গণনা ক'রে রেখেছি। তিনি যদি মারা না গিয়ে থাকেন, এক সপ্তাহের মধ্যেই উত্তর আসবে। মশাই, সে সময় পর্য্যন্ত আপনি আমার মাকে এ বিষয়ে আমাকে পীড়াপীড়ি করতে বারণ ক'রে দেবেন।"

শেষের কথাগুলি যুবতী বাক্‌লোকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন।

বাক্‌লো বলিলেন, "লেডী অ্যাসটনকে আমি এ বিষয়ে বিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি। ম্যাডাম্, আপনার মনোভাবের প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে। আপনার মনে যদি ব্যথা লাগে, তা হ'লে আমি নিজে ভদ্রসন্তান—এ কথা বলছি যে, আমি আমার সব দাবী পরিত্যাগ করতে রাজি আছি।"

ক্রোধে লেডী অ্যাসটনের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, "আপনার ওকথা আমি বুঝতে পারলাম না। মেয়ের সুখ মায়ের কাম্য, তা ত জানেন? আচ্ছা, মিস অ্যাসটন, শেষ চিঠিখানা তুমি কি ভাবে লিখেছ?"

লুসী বলিলেন, "আগের চিঠির মতই; তুমি সে চিঠিতে যা লিখ্‌তে বলেছিলে, ঠিক তাই এ চিঠিতেও লিখেছি।"

কণ্ঠস্বর আবার মোলায়েম করিয়া লেডী অ্যাসটন বলিলেন, "৮ দিন চ'লে গেলে তুমি আর আমাদের সন্দেহ-দোলায় দোলাবে না?"

বাক্‌লো বলিলেন, "ম্যাডাম্, মিস্ অ্যাসটনকে অত তাড়া দেবেন না। পথে মানুষটার নানা কারণে বিলম্ব হয়েও যেতে পারে। আমি জানি, ঘোড়ার খুর হঠাৎ ফুলে যাওয়ায় পথে একটা দিন বিলম্ব হয়ে যায়। আচ্ছা, আমি পাজি দেখে বল্‌ছি—আজ থেকে ২০ দিনের দিন সেণ্ট জুডের উৎসব দিন। তার আগের দিন একটা আত্মীয়ের বিয়ের ব্যাপার আছে। যাক, আমি ঐ উৎসবের দিন আসব। ইতিমধ্যে আমি মিস্ অ্যাসটনকে দেখা দিয়ে বিপন্ন করব না। আপনি এবং সার উইলিয়ম ও কর্ণেল ডগলাস্ মনস্থির করবার জন্য সময় দেবেন।"

মিস্ অ্যাস্‌টন বলিলেন, "মশাই, আপনার অত্যন্ত দয়া।"

বাক্‌লো বলিলেন, "ম্যাডাম্, আমি সোজা মানুষ। আপনাকে আগেই বলেছি যে, যদি আপনি অনুমতি করেন, তা হ'লে আমি আপনাকে সুখী করবার চেষ্টা করব। আপনি শুধু দেখিয়ে দেবেন, কিসে আপনি সুখী হবেন।"

যুবক অতঃপর বিশেষ উত্তেজনাভরে লুসীকে অভিবাদন করিয়া বিদায় লইলেন। লেডী অ্যাস্টনও সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যাইবার জন্য উঠিলেন। বাক্‌লোকে বলিলেন, তিনি যেন চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে সার উইলিয়মের সঙ্গে দেখা করিয়া যান। কারণ, সেণ্ট জুডের পর্ব্বদিনে সকলকেই স্বাক্ষর করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। শেষের কথাটা বলিবার সময় মাতা একবার কন্যার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন।

দ্বার বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে লুসী প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিলেন, "স্বাক্ষর ও শীলমোহর! হ্যাঁ, তাই, সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ বিসর্জ্জন।" করে কর চাপিয়া তিনি নৈরাশ্যভরে চেয়ারে দেহ এলাইয়া দিলেন। অনেকক্ষণ স্থাণুর মত তিনি বসিয়া রহিলেন।

কনিষ্ঠ সহোদর হেনরী চেঁচামেচি করিতে করিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবার পর তাঁহার দেহে স্পন্দন ফিরিয়া আসিল। বালক তাহার দিদির কাছে প্রতিশ্রুত জিনিষ লইবার জন্য আসিয়াছিল। আলমারী খুলিয়া লুসী প্রার্থিত-দ্রব্য ভ্রাতাকে প্রদান করিলেন।

তিনি আলমারী বন্ধ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় হেনরী বলিল, "দিদি, এখুনি বন্ধ করো না। খানিকটা রূপার তার দেও। আমার নতুন বাজ পাখীর পায়ে ঘণ্টা বাঁধবার জন্য দরকার। কিন্তু দিদি, এ পাখীটা কোন কাজের নয়। তিতির পাখীর ঝাঁকের মধ্যে প'ড়ে সে খানিকটা রক্তারক্তি করে, তার পর তিতিরগুলো উড়ে যায়। এ রকম পাখী নিয়ে কি লাভ! এর পর দেখা যাবে সে কোন ঝোপের ভেতর ম'রে প'ড়ে আছে।"

বিষণ্ণভাবে লুসী বলিলেন, "ঠিক কথা, হেনরী, বড় ঠিক কথা। কিন্তু তোমার বাজ পাখীর চেয়ে ঢের বেশী পাখী আছে—যারা আহত হয়ে নিরাশায় মরতে চায়। তাদের ঝোপঝাড়ও জোটে না।"

বালক বলিল, "তোমার কল্পনা থেকে এই সব বক্তৃতা করা হচ্ছে। সোল্‌টো বলে যে, উপন্যাস আর কবিতা প'ড়ে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ঐ শোন, নর্ম্যান শিষ দিয়ে পাখীকে ডাকছে। আমি আর দেরী করতে পারব না। এখুনি পাখীর পায়ে ঘণ্টা বেঁধে দিতে হবে।"

সহোদরার বাহুবন্ধন হইতে আপনাকে ছিন্ন করিয়া লইয়া, রূপার তারসহ হেনরী দ্রুত চলিয়া গেল। তাহার দিদি একা নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিতে লাগিলেন।

তিনি আপন মনে বলিলেন, "ভগবান্ এই বিধানই আমার জন্য করেছেন। আমার যারা ভালবাসার পাত্র, সবাই আমাকে ত্যাগ ক'রে চ'লে যায়। আমার দিকে চাইবার কেউ নেই। তবে তাই হোক্। আমি একা, কেউ আমার উপদেশ দেবার নেই, বিপদের মধ্যে সবাই আমাকে ফেলে রেখে চ'লে গেছে। একা আমাকে এই বিপদ থেকে মুক্তিলাভ করতে হবে, নয় ত আমায় মরতে হবে!"

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

—What doth ensue
But moody and dull melancholy,
Kins man to grin and
comfortless despair,
And, at her heels, a huge
infections troop
Of pale distemperatures,
and foes to life?

Comedy of Errors.

বাক্‌লো সব ভারই লেডী অ্যাসটনের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। এই যুগে স্কটল্যাণ্ডের পারিবারিক ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠোর নিয়ম-প্রথার অধীন ছিল।

ফরাসী বিদ্রোহের পূর্ব্বে ফ্রান্সের সামাজিক ব্যবস্থার অনুরূপ ব্যবস্থা স্কটল্যাণ্ডে ছিল। বিবাহের পূর্ব্বে কোনও অভিজাতবংশের তরুণীই সমাজে স্বাধীনভাবে মিশিতে পারিতেন না। পিতা-মাতাই কন্যার ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের অধিকারী ছিলেন। আইন ও সামাজিক ব্যবস্থা উহার সমর্থক ছিল। কন্যার মতামতের প্রতি পিতামাতা বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। তাঁহারা যে পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে সঙ্কল্প করিতেন, বাধ্য হইয়া কন্যাকে সেই পাত্রেই আত্মসমর্পণ করিতে হইত। পরিণয়-প্রার্থী যুবকরাও এজন্য ভাবী পত্নীর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে পারিতেন না; ভবিতব্যের উপর নির্ভর করিয়া পত্নী গ্রহণ করিতে হইত। বিবাহের পূর্ব্বে যুবক-যুবতীর অন্তরঙ্গভাবে মিশিবার কোন অবকাশই ঘটিত না। অনেকটা লটারী খেলার মতই বিবাহ করিতে হইত।

বাক্‌লো কোন দিন ভাল সমাজে মিশেন নাই। সুতরাং পত্নী সম্বন্ধে অন্য ভাবপ্রবণ যুবকের ন্যায় তাঁহার কোন ভাল-মন্দ বিচার ছিল না। তিনি

ছলেন যে, লুসীর পিতামাতা আত্মীয়-স্বজন যখন তাঁহার দিকে, তখন লুসীকে তিনি পাইবেনই।

এ দিকে মার্কুইস্ ও র‍্যাভেনস্উডের বিদেশ-গমনের পর, এমন আচরণ আরম্ভ করিয়াছিলেন যে, তাহাতে লুসী অ্যাসটনের সহিত মাষ্টারের মিলনের অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছিল। মার্কুইস সত্যই র‍্যাভেনস্উডের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। কিন্তু তিনি আত্মীয়ের মনের দিকটা ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি শুধু র‍্যাভেনস্উডের পার্থিব স্বার্থের দিকই ভাল করিয়া দেখিতেছিলেন।

মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হইয়া মার্কুইস বৃটিশ পিয়ার্স হাউসে এক আবেদন পেশ করেন। র‍্যাভেনস্উডের বংশগত সম্পত্তি দখল করিয়া সার উইলিয়ম অ্যাসটন অন্যায় করিয়াছেন, অধিকারীকে প্রত্যর্পণ করা হউক, ইহাই আবেদনের সরমার্থ। স্কটল্যাণ্ডের আইন-জগতে ইহা সম্পূর্ণ নূতন। এ জন্য বিরুদ্ধ পক্ষ উহাকে অসঙ্গত বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। সার উইলিয়ম সম্পত্তি হইতে বিচ্যুত হইবার আশঙ্কায় নিতান্ত নৈরাশ্যপীড়িত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র এ সংবাদে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। পিতৃসম্পত্তি হইতে বিচ্যুত হইবার দুর্ভাবনায় তাঁহার ক্রোধ সীমাহীন হইয়া উঠিয়াছিল। লেডী অ্যাসটন এ সংবাদে দুর্নিবার প্রতিহিংসা-পরবশ হইয়া উঠিয়াছিলেন। সকল সময়ে আত্মীয়-স্বজন এ জন্য র‍্যাভেনস্উডকে দায়ী করায় লুসীর শান্ত চিত্তও অবিচলিত ছিল না। র‍্যাভেনস্উডের এ ব্যবহার অত্যন্ত অনুদার বলিয়া তাঁহার মনে হইল। তিনি আপন মনে বলিতেন, "আমার বাবাই তাঁকে এখানে নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছিলেন—দু'জনে তাই অন্তরঙ্গভাবে মিশতে পেয়েছিলুম। এ কথাটা কি তাঁর মনে হয় না? তিনি আরও একটু উদারতার সঙ্গে তাঁর দাবীর কথা কি জানাতে পারতেন না? তাঁর জন্য আমি এর দ্বিগুণ সম্পত্তি হারাতেও দুঃখ বোধ করতুম না। তিনি যে রকম উৎসাহে সম্পত্তি ফিরে পাবার চেষ্টা করছেন, তাতে বোঝা যাচ্ছে যে, আমি এ ব্যাপারে কতদূর সংশ্লিষ্ট, তা তিনি ভুলে গেছেন।"

লুসী নিজের মনেই এমন কথা বলিতেন; প্রকাশ্যভাবে কোন কিছু উচ্চারণ করিতেন না। কারণ, তাহাতে তাঁহার প্রণয়পাত্রের উপর সকলের রোষ-বহ্নি আরও উদ্দীপ্ত হইবে। এই ব্যাপার উপলক্ষে তাঁহার উপর আরও তীব্রভাবে পীড়ন চলিতেছিল—র‍্যাভেনস্উডের সহিত সকল সম্বন্ধ যাহাতে তিনি ছিন্ন করেন, সেজন্য চারিদিক হইতে উপদেশরাশি বর্ষিত হইত।

লুসীর অন্তর অত্যন্ত উন্নত ছিল। তাঁহার পিতা সকল সময়েই র‍্যাভেনস্উডের অকৃতজ্ঞতার কথা উল্লেখ করিতেন। বাগ্‌দান ভঙ্গের শত দৃষ্টান্ত দেখাইতেন, লুসী একা—সে সব অভিযোগ সহ্য করিয়া থাকিতে পারিতেন। ভ্রাতা কর্ণেল অ্যাসটনের অভিযোগ, বন্ধুগণের পরামর্শ সবই তিনি উপেক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেন। কিন্তু লেডী অ্যাসটনের অক্লান্ত উৎপীড়ন সহ্য করা তাঁহার সহনাতীত হইয়া উঠিয়াছিল। এই মহিলা সকল সময়েই র‍্যাভেনস্উডের সহিত সম্বন্ধ বিশ্লিষ্ট করিবার জন্য এমন চাপ দিতেছিলেন যে, তাহাতে লুসীর পক্ষে ধৈর্য্য রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ র‍্যাভেনস্উডের সহিত লুসীর যাহাতে কোনও মতেই মিলন না ঘটে, এবং বাক্‌লোর সহিত তাঁহার পরিণয় যাহাতে হয়, এ জন্য লেডী অ্যাসটনের প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। মনুষ্য-চরিত্র সম্বন্ধে লেডী অ্যাসটনের অসাধারণ জ্ঞান ছিল। কি উপায়ে নারী-চিত্তকে ধীরে ধীরে চূর্ণ করা যায়, তাহা এই কৌশলময়ী নারী ভালরূপই জানিতেন। র‍্যাভেনস্উডের প্রতি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে হইলে, তাহার কন্যার সাহায্যেই তাঁহাকে উহা সম্পন্ন করিতে হ...।

এজন্য সকল সময়ে কন্যা সহিত আলোচনা উত্থাপন করিয়া তি... র গোপন কথা জানিবার চেষ্টা করিতেন। ... মনের দৃঢ়তা চূর্ণ করিবার জন্য নানাপ্রকার কৌশল উদ্ভাবন করিতে তিনি ভুলেন নাই।

প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে যাহাতে কোনও মতেই সংবাদ আদান-প্রদান চলিতে না পারে, লেডী অ্যাসটন তাহার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। কোনও কৌশলে কন্যা যাহাতে উৎকোচাদি দিয়া তাঁহার অনুগত জনগণের দ্বারা র‍্যাভেনস্উডকে সংবাদ পাঠাইতে না পারেন এবং র‍্যাভেনস্উডের সংবাদ জানিতে না পারেন, অপূর্ব্ব কৌশলে এই চক্রান্তকারিণী মহিলা তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে কন্যার হৃদয়-দুর্গকে তিনি বাহির হইতে এমনভাবে অবরোধের দ্বারা সুদৃঢ় করিয়াছিলেন যে, লুসীর কাছে র‍্যাভেনস্উডের কোন সংবাদই পৌঁছিত না। অথচ বাহিরে এমন ব্যবস্থা হইয়াছিল যে, লুসী বুঝিতে পারিতেন না যে, পিতৃগৃহে তিনি সম্পূর্ণভাবে বন্দিনী। এই জন্য র‍্যাভেনস্উড লুসীকে যত পত্র লিখিয়াছিলেন,

তাহার একখানিও লুসীর হস্তগত হয় নাই, এবং লুসীর পত্রও র‍্যাভেনস্‌উডের কাছে যাইতে পারে নাই। র‍্যাভেনস্‌উড লুসীকে জানাইয়াছিলেন, কি অনিবার্য্য কারণে তিনি দেশে ফিরিতে পারিতেছেন না—বিদেশে বিলম্ব ঘটিতেছে। প্রত্যেক পত্র মাতার হস্তগত হইতেছিল। পত্র পড়িয়া লেডী তাহা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতেন।

সমুদ্রপার হইতে একটা রটনা হইল যে, র‍্যাভেনস্‌উড কোনও ধনবতী বিদুষী ফরাসী কন্যাকে বিবাহ করিতেছেন। সংবাদের কোনও ভিত্তি ছিল না, কিন্তু বর্ণবাহুল্যচিত্রিত এই সংবাদ স্কটল্যাণ্ডে রটিয়া গেল।

কথাটা মার্কুইসের কাণে গেল। তিনি এ সংবাদ শুনিয়া যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহা ক্রেগেনগেলুটের বর্ণিত মন্তব্যের আদৌ অনুরূপ নহে। মার্কুইস শুধু বলিয়াছিলেন যে, সংবাদটি সত্য হতেও পারে। এমন বিবাহ র‍্যাভেনস্‌উডের পক্ষে অপেক্ষাকৃত ভাল কারণ, এক জন ব্যবহারাজীবের কন্যার অপেক্ষা এরূপ [illegible] বা র‍্যাভেনস্‌উডের মত উৎসাহী যুবকের পক্ষে অধিকতর সম্মানপ্রদ হইতে পারে।

কি

তাহা স্যার উইলিয়মের পরিবারে প্রকাশ করিল। র‍্যাভেনস্‌উড লুসীর প্রতি প্রেম নিবেদন করিয়া, অপর যুবতীকে পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিতে যাইতেছেন, ইহার মত ঘৃণিত অবজ্ঞাজনক কাজ আর নাই।

লুসীকে এ কথাটা শুনাইবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল লেডী অ্যাস্টন তাঁহার বালক পুত্র হেনরীকে এই দৌত্যে প্রেরণ করিলেন। সে বেচারা কিছুই জানিত না সে তাহার দিদিকে কথাটা শুনাইল। লুসী একেই মানসিক যন্ত্রণার অসহনীয় পীড়া অনুভব করিতেছিলেন; সংবাদটা শুনিয়া তথাপি তিনি সহোদরকে বলিলেন, "বেচারা হেনরী, ওরা যা তোমাকে বলেছে, তুমি তাই বলেছ।" বলিতে বলিতে যুবতী উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদিয়া উঠিলেন। বালক ইহাতে বিচলিত হইয়া বলিল, "এ রকম খবর আমি আর কখনও তোমাকে শোনাবো না। তোমাকে আমি সব চেয়ে ভালবাসি। আমি তোমাকে আমার ধূসর রঙ্গের টাটুটা চড়তে দেব। যদি তুমি ইচ্ছা কর, তা হ'লে গ্রামের বাইরেও ওতে চ'ড়ে যেতে পারবে।"

লুসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি ঘোড়ায় চ'ড়ে যেখানে খুসী যেতে পারব না, তোমাকে কে বলেছে, ভাই?"

বালক বলিল, "সেটা গোপন কথা। কিন্তু গ্রামের বাইরে তুমি যেতে পাবে না। যাবার আগেই দেখবে, তোমার ঘোড়ার পায়ের খুরের লো খুলে গেছে, বা অমনি দুর্গের ঘণ্টা বেজে উঠেছে। আর অমনি সবাই গিয়ে তোমায় বাড়ী ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু আর বেশী বলবো না। তা হ'লে ডগলাস্ আমাকে যে জিনিস দেবে বলেছিল, তা দেবে না। সুতরাং এখন আমি আসি।"

এই আলোচনার পর লুসীর মন আরও বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। এত দিন তাঁহার মনে একটা সন্দেহ ছিল, কিন্তু এখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, পিতৃগৃহে তিনি সত্য সত্যই বন্দিনী। সকলে তাঁহাকে ঘৃণা করে, সন্দেহ করে—সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। যে র‍্যাভেনস্‌উডের জন্য তাঁহার এই দুর্দ্দশা, তিনিও তাঁহার সম্বন্ধে বিশ্বাসহীন হইয়াছেন।

এই সময়ে ক্রেগেনগেলুটের এক জন পরিচিত বন্ধু ওয়েষ্টেনহো নামক এক জন সামরিক কর্ম্মচারী সাগরপার হইতে স্কটল্যাণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন। লেডী অ্যাস্টনের সহিত পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও, তিনি ঐ মহিলাটির নির্দ্দেশ অনুযায়ী তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে, র‍্যাভেনস্‌উডের বিবাহ আসন্ন।

এই প্রকারে চারিদিক হইতে আক্রান্ত হইয়া লুসীর মনের দৃঢ়তা ঘুচিয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার মুখের প্রসন্ন হাসি, প্রশান্তি সবই অন্তর্হিত হইয়া গেল। তিনি সম্মুখে বসিয়া কি ভাবিতেন। স্বাভাবিক প্রকৃতিরও পরিবর্ত্তন [illegible] কখনও কখনও তিনি হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন; কখনও ভীষণভাবে সঙ্গিনীদিগকে তিরস্কার করিতেন। লুসীর স্বাস্থ্য দিন দিন ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িতে লাগিল। তাঁহার আরক্ত আনন ও সদাচঞ্চল নয়নের দিকে চাহিলেই মনে হইবে, তাঁহার আত্মা যেন জ্বরের উত্তেজনায় উদ্দীপ্ত হইয়া রহিয়াছে। অন্য কোনও জননী কন্যার এইরূপ ভাববিপর্য্যয় দর্শনে শঙ্কিত হইয়া উঠিতেন, কিন্তু লেডী অ্যাস্টন সে জাতীয়া জননী ছিলেন না। তিনি বুঝিলেন, লুসীকে তিনি আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা শ্লথ হইয়া পড়িয়াছে। দুর্গ-দখল বিষয়ে জননী নিঃসন্দেহ হইলেন। শিকারী যখন বৃহৎ মৎস্যকে ছিপে গাঁথিয়া জলে অনেকক্ষণ ধরিয়া খেলাইবার পর বুঝিতে পারে, শিকার ক্রমশঃ হতবল হইয়া পড়িতেছে, তখন তাহাকে ধীরে ধীরে কৌশলে টানিয়া ডাঙ্গায় তুলিবার

আয়োজন করে। লেডী অ্যাস্টনও ঠিক সেইরূপ ভাবিয়া আনন্দিত হইলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

* * * *

In which a witch did dwell,
in loathly weeds,
And wilful want all careless
of her needs:
So choosing solitary to abide,
Far from all neighbours,
that her devilish deeds
And hellish arts from people
she might hide,
And hurt far off, unknown,
whome'er she envied.

Fairy Queen.

লুসী অ্যাস্টনের স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখিয়া লেডী অ্যাসটন তাঁহার পরিচর্য্যার জন্য এলসি গোর্লেকে নিযুক্ত করিলেন। এই নারীর বিচারবুদ্ধির দৃঢ়তা দেখিয়া লেডী অ্যাস্টন তাহাকে কন্যার জন্য মনোনীত করিয়াছিলেন।

অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে এল্‌সি গোর্লে এক জন বিচক্ষণ ভৌতিক চিকিৎসক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। সাধারণ চিকিৎসকগণ যে সব রোগ নিরাময় করিতে পারিতেন না, এই স্ত্রীলোকটি না কি তাহা আরোগ্য করিতে পারিত। কতকগুলি গাছ-গাছড়া কোন কোন নির্দ্দিষ্ট তিথিতে সংগ্রহ করিয়া মন্ত্র-তন্ত্র দ্বারা সে রোগীর উপর প্রয়োগ করিত। তাহাতেই না কি অনেক সময় রোগীর মনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিত। এজন্য প্রতিবেশীরা এবং ধর্ম্মযাজকগণ তাহাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতেন। গোপনে সে ইন্দ্রজাল বা যাদু-বিদ্যার চর্চ্চা করিত; কিন্তু তাহা সে প্রকাশ করিত না। প্রকৃতপ্রস্তাবে সে শয়তানের উপাসনা করিত।

লেডী অ্যাসটন ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাকে লুসীর জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অন্য কোন সাধারণ গৃহস্থ এরূপ কার্য্য করিলে জনসাধারণ সে বিষয়ে প্রতিকূল আলোচনা করিত। কিন্তু লেডী অ্যাস্টনের বেলা তেমন আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারিল না।

গোর্লে মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিল। লুসীর উপর তাহার মনে একটা ঘৃণা ছিল। কারণ, অন্ধ এলিসের মৃতদেহ পার্শ্বে গোর্লের কদাকার চেহারা দেখিয়া লুসী শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন। এই মায়াবিনী লুসীর সঙ্গিনী হিসাবে নিযুক্ত হইবার পর, লুসী তাহার কুৎসিত মূর্ত্তি দেখিয়া শিহরণ অনুভব করিলেও, ঐন্দ্রজালিকা বাহিরের সহানুভূতিপূর্ণ মিষ্ট ব্যবহারে লুসীকে বশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার কৌশলে ক্রমে লুসী তাহার কথায় কর্ণপাত করিতে লাগিলেন। সে অনেক কাহিনী জানিত। বর্ণনা-কৌশলে সে এমনভাবে কল্পনার সাহায্যে কাহিনী-গুলির উল্লেখ করিত যে, লুসীর তাহা শুনিতে ভাল লাগিত।

ধীরে ধীরে মায়াবিনা বহুবিধ বীভৎস কাহিনী লুসীকে শুনাইতে লাগিল। র‍্যাভেনসউড পরিবারের সহিত কত চমৎকার কাহিনী বিজড়িত ছিল, তাহাও সে লুসীকে শুনাইতে লাগিল। র‍্যাভেনস্‌উড পরি-বারের শেষ বংশধর উৎস-সন্নিধানে মৃত কুমারীর প্রণয় যাচ্ঞা করিবেন, সে কথাও সে শুনাইতে ভুলিল না। র‍্যাভেনস্‌উড এলিসের প্রেতাত্মা উৎস-সমীপে দেখিবার পর এলিসের কুটীরে অনবধানতা প্রযুক্ত যে সব প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহাও চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়াছিল। গোর্লে সেই ব্যাপারের উপর রং চড়াইয়া লুসীকে অনেক কথা শুনাইয়া দিল।

অন্য কোনও পরিবার সম্বন্ধে লুসী এরূপ কাহিনী শুনিলে উপেক্ষাভরে উড়াইয়া দিতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহার মানসিক অবস্থা এমন সীমায় পৌঁছিয়া-ছিল যে, তিনি মনে করিলেন, এই প্রেমের ব্যাপারে তাঁহার কখনই কল্যাণ হইবে না। এই চিন্তা প্রবল হওয়ায় তিনি অন্য কিছুই আর ভাবিয়া উঠিতে পারিলেন না। কুসংস্কারের প্রভাব অসামান্য। সুতরাং দুঃখপীড়িত চিত্ত এই সংস্কারের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারিল না। কুহকিনীর সহিত অনবরতঃ বসবাস করিয়া, তাহার গল্প শুনিতে শুনিতে তিনি অনেকটা তাহার কবলে গিয়া পড়িলেন। সে নানাভাবে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ব্যাখ্যা করিয়া লুসীকে শুনাইত, ঐন্দ্রজালিক বিদ্যার প্রভাবে প্রণয়পাত্রের চিত্র মুকুরে দেখাইত। অনেকের পাণিপ্রার্থী তিনি হইতেছেন, সেরূপ দৃশ্যও দেখাইত। ইহাতে লুসীর যে দৃঢ়তা অবশিষ্ট ছিল, তাহাও বিলুপ্ত হইয়া গেল।

দিন দিন লুসীর স্বাস্থ্যহীনতার লক্ষণ প্রকাশিত হইতে দেখিয়া, তাহার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি এবং অসলংগ্ন বাক্য শুনিয়া সার উইলিয়ম শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন।

ঐন্দ্রজালিকার প্রভাবে এই সব ঘটিতেছে মনে করিয়া তিনি অবশেষে তাহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেন। কিন্তু তখন তীর যথাস্থানে বিদ্ধ হইয়াছে —আহতা হরিণী তখন বিদীর্ণ হৃদয়ে যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছে।

উক্ত স্ত্রীলোকটির বিতাড়নের অব্যবহিত পরেই পিতামাতার পীড়াপীড়িতে লুসী এক দিন উত্তেজনা-ভরে বলিয়া উঠিলেন, "স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও নরক ষড়যন্ত্র ক'রে র‍্যাভেনস্উডের সঙ্গে আমার মিলনে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। কিন্তু তবু আমি যে সর্ত্ত করেছি, তা ভাঙ্গবার নয়। সুতরাং র‍্যাভেনস্উডের সম্মতি না হ'লে সে বন্ধন ছিন্ন হবে না। তিনি আমাকে মুক্তি দিলে, তোমরা যে পথে ইচ্ছে আমাকে যাকে তাকে বিলিয়ে দিতে পার। হীরা যদি হারিয়ে যায়, তখন হীরকাধারের কি মূল্য থাকে?"

যেরূপ তীক্ষ্ণোজ্জ্বল এবং উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া লুসী কথাগুলি বলিলেন, তাহাতে আর কেহ কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপিত করিতে পারিল না। সেই সময়ে লেডী অ্যাসটনের প্ররোচনায় এবং নির্দ্দেশক্রমে লুসী র‍্যাভেনস্উডকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু সময় অতীত হইলেও উত্তর আসিল না। তখন লেডী অ্যাসটন আর এক জনের শরণ লইলেন।

রেভারেণ্ড মিঃ বাইড্-দি-বেণ্ট নামক এক জন প্রেসবিটারীয় ধর্ম্মযাজককে তিনি লুসীর সংস্রবে আনিয়া ফেলিলেন। এই বৃদ্ধ ধর্ম্মযাজক অত্যন্ত গোঁড়া ছিলেন। কিন্তু লেডী অ্যাসটন তাঁহাকে আনিয়া পরে নিজের ভুল বুঝিতে পারিলেন। এক দিন লুসীর সহিত গোপনে আলোচনা করিয়া বৃদ্ধ ধর্ম্মযাজক অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি স্পষ্টই লেডী অ্যাসটনকে বলিয়া দিলেন যে, র‍্যাভেনস্উডের সহিত সরাসরি পত্র-ব্যবহার না করিয়া এ বিবাহ ভঙ্গ হইতে পারে না। লুসী বৃদ্ধকে জানাইলেন যে, হয় ত র‍্যাভেনস্উড তাঁহার পত্র পান নাই। তখন ধর্ম্মযাজক স্বয়ং পত্র পাঠাইবার ভার লইলেন। প্রথম পত্রের অনুযায়ী পত্র লিখিয়া লুসী বৃদ্ধকে দিলেন। তিনি তাঁহার শিষ্য সণ্ডার্স মুলসাইন্ নামক এক জন সমুদ্রগামী ব্যক্তিকে ঐ পত্র র‍্যাভেনস্উডের হাতে পৌছাইয়া দিবার আদেশ করিলেন। সে জানাইল যে, র‍্যাভেনস্উড যে রাজদরবারে আছেন, সেইখানেই তাঁহাকে পত্র পৌছাইয়া দিবে।

ইহার পর যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা পূর্ব্ব-অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

লুসীর অবস্থা তখন ঝটিকাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত নাবিকের মত। যদি একখানি কাষ্ঠদণ্ড তাঁহার হস্তগত হয়, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া জীবন রক্ষা করিবেন। কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তেই আশা ক্ষীণতর হইতে লাগিল। সম্মুখে শুধু ঘনান্ধকারময়ী রজনী—বিদ্যুতের দীপ্তিতে ফেনাঙ্কিতশীর্ষ উত্তালতরঙ্গমালার ভীষণ দৃশ্য চক্ষুর সমক্ষে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। হয় ত পর-মুহূর্ত্তেই অনন্ত বারিরাশির মধ্যে তাঁহার সমাধিলাভ ঘটিবে।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ—দিনের পর দিন চলিয়া গিয়া নির্দ্দিষ্ট দিন সমাগত হইতে লাগিল, কিন্তু র‍্যাভেনস্উডের কোনও সংবাদ নাই।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

How far these names,
how much unlike they look
To all the blurr'd subscriptions
in my book!
The bridegroom's letters stand in
row above,
Tapering, yet straight, like pine trees
in his grove;
While free and fine the bride's
appear below,
As light and slender as her
jessamines grow.

Crabbe.

সেণ্ট জুডের উৎসবাদিন সমাগত হইল। লুসী এই দিনের মধ্যে সংবাদ পাইবেন বলিয়া সময় লইয়াছিলেন। কিন্তু সে দিনও কোন সংবাদ আসিল না। র‍্যাভেনস্উড সম্পূর্ণ নীরব। কিন্তু বাক্‌লো ও ক্রেগেনগেল্ট সেই দিন সকালেই দুর্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রয়োজনীয় দলিল স্বাক্ষর করিয়া উহা সম্পাদনের জন্য তাঁহারা আসিলেন।

সার উইলিয়ম অ্যাস্টন স্বয়ং উহা সযত্নে সম্পাদন করিয়াছিলেন। লুসীর স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শুধু যাঁহারা উপস্থিত না থাকিলেই নয়, তাঁহারাই উপস্থিত হইয়াছিলেন। সার উইলিয়ম আর কাহাকেও আহ্বান করেন নাই। দলিল স্বাক্ষরিত হইবার চারি দিন পরেই বিবাহ-ব্যাপার সম্পন্ন

হইবে, এইরূপ স্থির হইয়াছিল। লেডী অ্যাস্টনই এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, পাছে লুসী আবার বাঁকিয়া বসেন, এই জন্যই এই প্রকার সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছিল! কিন্তু লুসীর ব্যবহারে সেরূপ কোনও লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। প্রশান্ত উপেক্ষা-ভরে লুসী সকল কথাই শুনিতেছিলেন। তখন তাঁহার চিত্ত যেন মোহাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। বাক্‌লোর মত অনভ্যস্ত লোকের দৃষ্টিতেও ইহা গোপন রহিল না যে, লুসীর ব্যবহারে লাজনম্র বধূর কোনও লক্ষণই প্রকাশ পাইল না।

সকালবেলা পরস্পরের সাক্ষাতের পর মিস্ অ্যাস্টন একাই বসিয়া রহিলেন। মাতা আসিয়া জানাইলেন যে, মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই দলিলে সহি করিতে হইবে। তাহা হইলে বিবাহের ফল শুভই হইবে।

লুসীর সঙ্গিনীরা তাঁহার প্রসাধন ও বেশভূষা সম্পন্ন করিয়া দিল। লুসী কোনও প্রকার প্রতিবাদ করিলেন না। শ্বেত পরিচ্ছদে লুসীর দেহ আচ্ছাদিত হইল। অঙ্গে মণিমুক্তার অলঙ্কার শোভিত হইল। তাহাদের ঔজ্জ্বল্যে লুসীর বিবর্ণ মুখের বিচিত্র শোভা হইল। তাঁহার চঞ্চল নয়নে মনঃপীড়ার দৃষ্টি ফুটিয়া

প্রসাধন সমাপ্ত হইতে না হইতেই হেন্‌রী আসিয়া জানাইল যে, তাহার দিদিকে অন্য ঘরে যাইতে হইবে। সেখানে দলিল স্বাক্ষরিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। সে বলিল, "দিদি, বাক্‌লোর সঙ্গে তোমার বিয়ে হচ্ছে, এতে আমি খুসী। র‍্যাভেনস্‌উডের সঙ্গে হয়নি, সে ভালই হয়েছে। তাকে দেখলে আমার ভয় করে। আজ তিনি সমুদ্রপারে রয়েছেন, সে জন্য আমার আনন্দই হচ্ছে। বল না দিদি, তাঁর সঙ্গে বিয়ে না হওয়াতে তুমি কি খুসী হও নি?"

হতভাগিনী সহোদরা বলিলেন, "হেন্‌রী, আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা ক'র না। এ জগতে আমার সুখ-দুঃখ ব'লে আর কিছু নেই।"

হেনরী বলিল, "সব বিয়ের কনেই ঐ রকম ব'লে থাকে। লুসী, তুমি অমন মনমরা হয়ে থেকো না, ভাই। এখন থেকে বছরখানেক পরে তুমি আর এক রকম কথা বলবে। আমি কনের পাশে থাকব। আর তোমার আগে ঘোড়ায় চ'ড়ে যাব। বাক্‌লো এবং আর সকলে পরে পরে যাবে। লাল কোর্ত্তা আমি পরব। একটা ছোরা আমার কোমরে থাকবে; একখানা তলোয়ারও পাব। কিন্তু বাবা আমায় তলোয়ার দিতে চান না। আমার সব জিনিষ আজ এডিনবরা থেকে আসবে। এলে পর সব তোমাকে দেখাব।"

লেডী অ্যাস্টন ঘরে প্রবেশ করায় বালকের কথা বন্ধ হইল। কন্যার বিলম্ব দেখিয়া তিনি শঙ্কিত হইয়াছিলেন। মিষ্ট হাসি হাসিয়া লেডী অ্যাস্টন কন্যার বাহু ধারণ পূর্ব্বক কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

বাহিরের বড় ঘরে সার উইলিয়ম, কর্ণেল ডগলাস, ক্রেগেনগেল্‌ট এবং বরের পোষাকে বাক্‌লো উপস্থিত ছিলেন। রেভারেণ্ড মিঃ বাইড-দি বেণ্টও ঘরের মধ্যে বসিয়াছিলেন। তাঁহার উপস্থিতি অনিবার্য্যরূপে প্রয়োজনীয়।

টেবলের উপর খাদ্য ও সুরার বোতল গ্লাস প্রভৃতি সজ্জিত ছিল। দলিল টেবলের উপর বিস্তৃত হইয়া স্বাক্ষরের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

স্বাক্ষরের পূর্ব্বে ধর্ম্মযাজক সকলকে উপাসনার জন্য আহ্বান করিলেন। প্রার্থনা উপলক্ষে ধর্ম্মযাজক কন্যার মনের ক্ষত যাহাতে আরোগ্য হয়, তাহার জন্য সরলভাবে ভগবানের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন—বরের [illegible] সকল দোষ-ত্রুটি আছে, তাহা হইতে তিনি যেন মুক্ত হউন। আনন্দময় দীর্ঘস্থায়ী দাম্পত্য-জীবন উপভোগ করেন। সার উইলিয়ম এবং লেডী অ্যাস্টনের [illegible] বক্তৃতা করিলেন।

[illegible] হইল। সার উইলিয়ম দলিলে স্বাক্ষর [illegible]। তাঁহার পুত্রও নাম সহি করিলেন। বাক্‌লো এবং ক্রেগেনগেল্‌টও যথানিয়মে স্বাক্ষর সম্পন্ন করিলেন।

তার পর লুসী অ্যাস্টনের পালা। লেডী অ্যাস্টন কন্যাকে টেবলের ধারে সাবধানে লইয়া গেলেন। প্রথমতঃ লুসী কালিশূন্য লেখনীতে লিখিলেন। যখন সকলে বলিলেন যে, বিনা কালিতে তিনি লিখিতেছেন, তখন কয়েক মিনিট লুসী কালিতে কলম ডুবাইবার জন্য ইতস্ততঃ করিলেন। কয়েক-বার চেষ্টার পর ব্যর্থমনোরথ হইলে, লেডী অ্যাস্টন তাঁহাকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। আমি সে দলিল দেখিয়াছি। উহাতে মিস অ্যাস্টনের লেখা অস্পষ্ট হইয়া অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে। কারণ, সেই সময় বাহিরে দ্রুতগামী অশ্ব-পদশব্দ শ্রুত হইয়াছিল। পর-মুহূর্ত্তে বাহিরে দ্রুত-পদধ্বনি এবং বজ্রগম্ভীরস্বরে ভৃত্যগণকে সরিয়া দাঁড়াইবার আদেশ প্রদত্ত হইল। কুমারীর হস্ত হইতে লেখনী ভূমিতলে পড়িয়া গেল, তিনি ক্ষীণকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "তিনি এসেছেন—তিনি এসেছেন!"

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

This by his tongue should be a
Montague !
Fetch me my rapier, boy ;
Now, by the faith and honour
of my kin,
To strike him dead I hold it
not a sin,
Romeo and Juliet.

মিস্ অ্যাস্টনের হস্ত হইতে লেখনী বিচ্যুত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কক্ষের দ্বার সজোরে উন্মুক্ত হইল। মাষ্টার র‍্যাভেনস্‌উড ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

লকহার্ড এবং অন্য আর এক জন ভৃত্য তাঁহাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে না দিবার জন্য ব্যর্থ বাধা দিয়াছিল। তাহারা বিস্ময়বিমূঢ়ভাবে দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া রহিল। কর্ণেল সোলটো অ্যাসটন ক্রোধে অধীর হইলেন, বাক্‌লো গর্ব্বিত উপেক্ষার সহিত তাঁহাকে দেখিলেন। এমন কি, লেডী অ্যাস্টন পর্য্যন্ত যেন শঙ্কায় বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। অন্য সকলের ত কথাই নাই। লুসী এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে যেন পাথরের ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন। র‍্যাভেনস্‌উড এমন ভাবে আসিয়াছিলেন, যেন তিনি ইহ-জগতের কেহ নহেন।

কক্ষের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া যেন র‍্যাভেনসউড অনুকম্পা ও ক্রোধে হতবাক হইয়া গয়াছিলেন। তাঁহার পরিধেয় মহামূল্য পরিচ্ছদ পর্য্যটনের ফলে অবিন্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার বাম কটিতটে তরবারি, দক্ষিণ কটিতটে একজোড়া পিস্তল। তাঁহার আকৃতি দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, তিনি দীর্ঘ দিন পীড়া ভোগ করিয়া উঠিয়াছেন। আননে দৃঢ়তা ও রোষের প্রদীপ্ত জ্বালা। একটি কথাও তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইল না। সমবেত ব্যক্তিবৃন্দও কয়েক মুহূর্ত্ত কোন কথা বলিতে পারিলেন না।

লেডী অ্যাস্টনই সর্ব্বপ্রথম আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া বলিলেন যে, এমন ভাবে অনাহূত হইয়া মাষ্টার কেন এখানে আসিলেন ?

তাঁহার পুত্র বলিলেন, "মা, সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার আমারই অধিকার বেশী। আমি মাষ্টার র‍্যাভেনস্‌উডকে আহ্বান করছি, তিনি আমার সঙ্গে অন্য ঘরে গিয়ে সে কথার উত্তর দেবেন।"

বাক্‌লো বাধা দিয়া বলিলেন, "মাষ্টারের কাছে এ প্রশ্নের উত্তর আমিই প্রথম নিতে চাই। আর কারও সে অধিকার নেই। ক্রেগেন্‌গেল্ট, তুমি ভূতের মত দাঁড়িয়ে কি দেখছ ? আমার তরবারি নিয়ে এস।"

কর্ণেল অ্যাস্টন বলিলেন, "না, সে অধিকার আমি আর কাকেও দিতে পারব না। আমার পরিবারে প্রবেশ ক'রে যিনি অমার্জ্জনীয় অপরাধ করেছেন, তার জবাবদিহি আমিই তাঁর কাছে থেকে নেবো।"

কঠোরভাবে তাঁহাদের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া, সকলকে হস্তেঙ্গিতে নীরব হইতে বলিয়া র‍্যাভেনস্‌উড বলিলেন, "ভদ্রমহোদয়গণ, ধৈর্য্যধারণ করুন। আমার মত যদি আপনাদেরও জীবনে বিতৃষ্ণা এসে থাকে, তা হ'লে আমি আপনাদের প্রত্যেকের অথবা সকলেরই সাধ মেটাবার জন্য সময় নির্দ্দেশ ক'রে দেব। এখন আমি বাজে লোকের সঙ্গে কথা ব'লে সময় নষ্ট করতে পারব না।"

তরবারি অর্দ্ধ কোষোন্মুক্ত করিয়া কর্ণেল বলিলেন, "বাজে লোক !" বাক্‌লোও ক্রেগেন্‌গেল্টের হাত হইতে তরবারি লইয়া তাহা মুঠার দ্বারা চাপিয়া ধরিলেন।

পুত্রকে নিরাপদে রাখিবার জন্য সার উইলিয়ম্ ভীতভাবে উভয়ের মাঝে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "পুত্র, তোমাকে আদেশ করছি—বাক্‌লো, তোমাকে মিনতি ক'রে বলছি, রাণী ও আইনের দোহাই, তোমরা শান্ত হও !"

ধর্ম্মযাজক অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "দোহাই ধর্ম্মের, দোহাই ভগবানের, তোমরা পরস্পরের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ সংবরণ কর। রক্তপিপাসু মানুষকে ভগবান ঘৃণা করেন। যে অস্ত্রাঘাত করে, অস্ত্রে তারই মৃত্যু হয়।"

তাঁহার দিকে ফিরিয়া সক্রোধে কর্ণেল বলিলেন, "আপনি কি আমাকে কুকুর মনে করেন, মশাই ? আমার পিতৃগৃহের এই অপমান আমি সহ্য করব, এত বড় নির্ব্বোধ আমি ? বাক্‌লো, আমায় ছেড়ে দেও ! ওঁকে আমার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। যদি ছেড়ে না দেও, আমি এখানেই ওঁকে অস্ত্রাঘাত করবো।"

বাক্‌লো বলিলেন, "না, এখানে তুমি ওঁর গাত্র-স্পর্শ করতে পারবে না। এক দিন উনি আমার জীবন রক্ষা করেছিলেন। আজ শয়তানের রূপ ধ'রে এসে উনি যদি বাড়ীর সকলকে নিয়ে পলায়ন করেন, তবু ওঁর সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করতে হবে।"

উভয় যুবকের এই প্রকার বাদানুবাদে র‍্যাভেনস্‌উড সময় পাইলেন। তিনি দৃঢ় কঠোর কণ্ঠে বলিলেন, "চুপ কর ! বিপদকে যিনি বরণ করতে চান,

তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়া করবার সময় আমি দেব। আমার এখানকার কাজ শেষ হ'তে বেশী-সময় লাগ্‌বে না। ম্যাডাম, এ লেখা কি আপনার?" সঙ্গে সঙ্গে কোমল কণ্ঠে মিস অ্যাসটনের শেষ পত্র তিনি লুসীর দিকে বাড়াইয়া দিলেন।

বিস্মিত কণ্ঠে উত্তর হইল, "হ্যাঁ।"

পরস্পরের চুক্তিপত্র বাহির করিয়া দিয়া যুবক বলিলেন, "এটাও আপনার লেখা?"

লুসী নীরব রহিলেন। ভয়ে ও অন্যবিধ ভাবের আতিশয্যে তিনি এমন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, প্রশ্নটা যে তাঁহাকে করা হইয়াছিল, ইহা যেন তিনি বুঝিতেই পারেন নাই।

সার উইলিয়ম্‌ অ্যাসটন বলিলেন, "ঐ কথাটাকে যদি আপনি আইনসঙ্গত ব'লে মনে ক'রে থাকেন, তা হ'লে মশাই, কোন উত্তর পাবার প্রত্যাশা করবেন না।"

র‍্যাভেনসউড বলিলেন, "সার উইলিয়ম্‌ অ্যাসটন, অনুগ্রহ ক'রে আমাকে ভুল বুঝবেন না। এই যুবতী ভদ্র মহিলা যদি নিজের স্বাধীন ইচ্ছাবশে এই সর্ত্তটাকে ফিরিয়ে আন্‌তে চান, ওঁর পত্রের মর্ম্ম সেই রকম, তা হলে জীর্ণ পাতার মত আমার কাছে ওর কোন মূল্যই নেই; কিন্তু আমি ওঁর মুখ থেকেই সে কথা শুন্‌তে চাই। তা না শোনা পর্য্যন্ত এ স্থান আমি ত্যাগ করব না। হয় ত অনেক লোক মিলে আপনারা আমায় হত্যা করতে পারেন; কিন্তু আমি সশস্ত্র, তা ত দেখছেন। তা ছাড়া আমি মোরিয়া হয়েছি—উপযুক্ত প্রতিশোধ না নিয়েও আমি মরব না। এই আমার দৃঢ় সংকল্প। আমি ওঁর মুখ থেকেই ওঁর মনের কি ইচ্ছে, তা জান্‌তে চাই। ওঁর নিজের মুখ থেকে শুন্‌বো—কেউ এখানে থাক্‌বে না। আমি সাক্ষী থাকতে কাকেও এখানে দেব না। এখন আপনারা বিবেচনা ক'রে দেখুন।" বলিতে বলিতে তিনি তরবারি কোষমুক্ত করিলেন এবং একটা পিস্তল বাম হস্তে তুলিয়া লইয়া তাহাতে টোটা ভরিলেন। কিন্তু তরবারি ও পিস্তল মাটীর দিকে নামাইলেন। তার পর বলিলেন, "এখন বিবেচনা ক'রে দেখুন. ঘরের কোণেতে রক্তের স্রোত বহাবেন, না আমার বাগ্‌দত্ত কন্যার সহিত আমাকে নির্জ্জনে এ বিষয়ে আলোচনা করতে দেবেন? দেশের আইন ও ভগবানের অভিপ্রায় দুইয়েরই দাবী মতে আমি এ অধিকার পেতে পারি।"

তাঁহার কণ্ঠস্বরে সকলেই পিছাইয়া গেল। তাঁহার কথায় এমন দৃঢ়তা ছিল যে, কেহ প্রতিবাদ করিতে সাহস করিলেন না। নীরবতা ভঙ্গ করিয়া সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মযাজকই কথা কহিলেন। তিনি বলিলেন, "ভগবানের দোহাই, শান্তিস্থাপনের জন্য নিম্নতম, হীনতম ঈশ্বরের দাসের কথাও শোনা উচিত। এই ভদ্রলোক বলপ্রয়োগের কথা বলা সত্ত্বেও আমার মনে হচ্ছে, ওঁর কথায় যুক্তি আছে। লুসী নিজের মুখেই ওঁকে জবাব দিন যে, মায়ের আদেশ পালন করতে তিনি আইনতঃ ও বস্তুতঃ বাধ্য। উনি জান্‌তে পারলে নিজেই চ'লে যাবেন—শান্তি স্থাপিত হবে। তা হ'লে মাষ্টার র‍্যাভেনস্‌উডের সর্ত্তমত ওঁকে এখানে থাকতে দিন—লুসীর সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ দেওয়া হোক্‌। অবশ্য বাপ-মায়ের কথা মত লুসী অঙ্গীকারে আবদ্ধ ব'লে ওঁর মনে একটু যাতনা হতে পারে। কিন্তু সে ত ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং তাই হোক্‌; ওঁর কথামত সকলে এ ঘর থেকে চ'লে যান।"

শঙ্কা ও বিস্ময়ের প্রভাব অতিক্রম করিয়া লেডী অ্যাসটন প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন। তিনি সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, "না, তা হ'তে পারে না। আমার মেয়ে অন্যের বাগ্‌দত্তা পত্নী, তার সঙ্গে এই লোকটিকে আমি একলা কথা বল্‌তে দিতে পারব না। যার যেতে হয়, সে এখন থেকে চ'লে যাক্‌, আমি এখানে থাক্‌বই। আমি ওর রাগ বা অস্ত্রকে ডরাই না।" এই বলিয়া তিনি পুত্র কর্ণেল অ্যাসটনের দিকে অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিলেন। তার পর বলিলেন, "যদিও দেখছি, আমার নাম ধারণ ক'রেও কেউ-কেউ ভয়ে আড়ষ্ট হয়েছেন।"

ধর্ম্মযাজক বলিলেন, "ম্যাডাম, দোহাই তোমাদের, আপনি আগুনে আর ইন্ধন দেবেন না। মাষ্টার আপনার উপস্থিতিতে বোধ হয় আপত্তি করবেন না। কারণ, এই যুবতীর স্বাস্থ্য ভাল নয়, আর মায়ের একটা কর্ত্তব্যও আছে। আমিও এখানে থাক্‌ব; কারণ, আমার পলিত কেশ দেখে ক্রোধ দূরে স'রে যাবে।"

র‍্যাভেনস্‌উড বলিলেন, "আপনি থাক্‌তে পারেন। লেডী আসটন যদি সঙ্গত মনে করেন, তিনিও থাক্‌তে পারেন। কিন্তু আর সকলকে যেতে হবে।"

ঘরের বাহিরে যাইবার সময় কর্ণেল অ্যাসটন বলিলেন, "র‍্যাভেনস্‌উড, শীঘ্র তোমাকে এর জবাব-দিহি করতে হবে।"

র‍্যাভেনস্‌উড বলিলেন, "তথাস্তু—যখন বলবেন, আমি রাজি।"

অর্দ্ধহাস্যবিকসিতমুখে বাকলো বলিলেন, "কিন্তু আমার দাবী সকলের আগে অনেক দিনের দাবী।"

র‍্যাভেনস্উড বলিলেন, "ইচ্ছামত সময় নির্দ্দেশ আপনি করতে পারেন। কিন্তু আজকের দিন আমায় রেহাই দিন। কাল সকালে আপনাদের সবাইকে আমি সন্তুষ্ট করবো।"

সকলেই চলিয়া গেলেন, শুধু স্যর উইলিয়ম ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তিনি আপোষ মীমাংসার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "মাষ্টার র‍্যাভেনস্উড, আমি আশা করিনি, এমন ভাবে কেলেঙ্কারী আমার পরিবারে আপনার দ্বারা ঘটবে! আপনি যদি তরবারি কোষবদ্ধ করেন, আর আমার সঙ্গে পড়বার ঘরে যান, আমি সঙ্গতভাবে আপনার কাজের অসঙ্গতি প্রমাণ ক'রে দিতে——"

বাধা দিয়া র‍্যাভেনস্উড বলিলেন, "কাল, কাল স্থিরভাবে আপনার সকল কথা শুনব। আজকে যে পবিত্র কাজ বাকি, তা আমাকে করতে দিন।"

তিনি দ্বারদেশে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিলেন। স্যর উইলিয়ম কক্ষত্যাগ করিলেন।

র‍্যাভেনস্উড তরবারি খাপের মধ্যে ভরিলেন, পিস্তল বামকটিতটে যথাস্থানে রাখিলেন, তার পর কক্ষদ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া তিনি ঘরের মাঝখানে টুপী খুলিয়া দাঁড়াইলেন। লুসীর দিকে ম্লানভাবে চাহিতেই তাঁহার আনন হইতে ক্রোধের রেখা মুছিয়া গেল। মুখের উপর হইতে কেশদাম পশ্চাতের দিকে সরাইয়া দিয়া তিনি কোমলকণ্ঠে বলিলেন, "মিস্ অ্যাসটন, আপনি আমাকে চেনেন?—আমি সেই এড্গার র‍্যাভেনস্উড।" লুসী নীরব হইয়া রহিলেন। পূর্ব্বাপেক্ষা কণ্ঠস্বরে জোর দিয়া মাষ্টার বলিলেন, "আমি এখনও সেই এড্গার র‍্যাভেনস্উড্। আপনার স্নেহে মুগ্ধ হয়ে আমি প্রতিহিংসা ভুলে ছিলুম। আপনারই জন্য আমি এড্গার র‍্যাভেনস্উড, আমার বংশের চিরবৈরীর হাত বন্ধুভাবে গ্রহণ করেছিলুম—যে লোক আমার বাবার সম্পত্তি এবং বাবাকে হত্যা করেছিলেন, তাঁকে আপনার জন্যই বন্ধুজন ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েছিলুম।"

বাধা দিয়া লেডী অ্যাসটন বলিলেন, "আমার মেয়ে আপনি যে সেই ব্যক্তি, তা ত অস্বীকার করছে না। আপনার ভাষায় যে বিষ উথলে উঠেছে, তা থেকে যে বুঝতে পারছি, আপনি তার বাবার চিরশত্রু।"

র‍্যাভেনস্উড বলিলেন, "ম্যাডাম, প্রার্থনা করি, আপনি ধৈর্য্য ধ'রে থাকুন! আমার প্রশ্নের উত্তর ওঁর মুখ থেকেই শুনতে আবার বলি—মিস্ অ্যাসটন, আমি সেই র‍্যাভেনস্উড, যার সঙ্গে আপনি শপথ ক'রে বাগ্‌দত্তা হয়েছিলেন। এখন আপনি সে সর্ত্ত, সে অঙ্গীকার ভাঙ্গতে চান?"

লুসীর রক্তলেশশূন্য ওষ্ঠাধর হইতে শব্দ বাহির হইল, "আমার মা এ সব করেছেন।"

লেডী অ্যাসটন বলিলেন, "লুসী ঠিকই বলেছে। আইনতঃ লোকতঃ, ধর্ম্মতঃ আমি ওকে উপদেশ দিয়েছিলুম, এ সর্ত্ত ভাঙ্গতে হবে। ধর্ম্মপুস্তকেও এ বিধান আছে।"

উপহাসস্বরে র‍্যাভেনস্উড বলিলেন, "ধর্ম্মপুস্তক!"

ধর্ম্মযাজকের দিকে মিনতি জানাইয়া লেডী অ্যাসটন বলিলেন, "ওঁকে ধর্ম্মপুস্তকের বিষয়টা শুনিয়ে দিন। আপনিই সেই বিধান দেখিয়ে এই ভয়ঙ্কর লোকটার সঙ্গে সম্বন্ধ ভাঙ্গবার ব্যবস্থা দিয়েছিলেন।"

বাইবেল তুলিয়া লইয়া ধর্ম্মযাজক পড়িতে লাগিলেন, "কোনও স্ত্রীলোক আকাশকে সাক্ষী রাখিয়া যদি কোন বন্ধনে আবদ্ধ হয়, সে সময় যদি তাহার পিতা গৃহে থাকে, তাহার পিতা সে অঙ্গীকারের কথা জানিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার (স্ত্রীলোকের) আত্মা সেই বন্ধনকে স্বীকার করিতে বাধ্য—সে বন্ধন অটুট থাকিবে এবং তদনুসারে সেই স্ত্রীলোক কার্য্য করিবে।"

বাধা দিয়া র‍্যাভেনস্উড বলিলেন, "আমাদের সম্বন্ধে কি ঠিক তাই হয়নি?"

ধর্ম্মযাজক বলিলেন, "যুবক, অত অধীর হবেন না। পরের কথাটা শুনুন।" এই বলিয়া তিনি আবার পড়িতে লাগিলেন, "কিন্তু স্ত্রীলোকের পিতা যে দিন সেই অঙ্গীকারের কথা জানিতে পারিবেন, সেই দিন যদি উহাতে আপত্তি করেন, তাহা হইলে সে বন্ধন অস্বীকৃত হইবে। যে স্ত্রীলোক পিতার অনুমতি না পাইয়া অঙ্গীকারপাশে আবদ্ধ হইবে, সে অঙ্গীকারের কোন [illegible] নাই কারণ, তাহার পিতা সে [illegible] স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই।"

লেডী অ্যাসটন বলিলেন, "ধর্ম্মপুস্তকে যা আছে, তা কি আমাদের পক্ষে নয়? এ লোকটা কি তা অস্বীকার করতে পারে? লুসীর মা-বাপ যখনই জানতে পারেন, তখুনি কি আমরা আপত্তি জানাইনি? পত্র লিখে আমাদের আপত্তি জানিয়েছিলুম। উনি কি তা অস্বীকার করতে পারেন?"

লুসীর দিকে চাহিয়া র‍্যাভেনস্-উড বলিলেন, "এই কি সব? আপনি যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ, তাকে কি এই রকম ক'রে ভঙ্গ করতে চান? স্বাধীন ইচ্ছাকে

কি এই রকম ভণ্ডামীভরা উক্তির দ্বারা উড়িয়ে দিতে চান? পরস্পরের স্নেহ-প্রেমের এই মূল্য?"

ধর্ম্মযাজকের দিকে চাহিয়া লেডী অ্যাসটন বলিলেন, "শুনলেন ত? ধর্ম্মের নিন্দা করছে এই লোকটা, তা শুনলেন?"

ধর্ম্মযাজক বলিলেন, "ভগবান ওঁকে ক্ষমা করুন, ওঁর অজ্ঞতা আছে, ভগবান ওঁকে জ্ঞান দেবেন!"

তখনও লুসীকে লক্ষ্য করিয়া র‍্যাভেনসউড বলিতেছিলেন, "আপনার নাম ক'রে যে স্বীকৃতি ওঁরা দিচ্ছেন, তার আগে আমার স্বার্থত্যাগ—আপনার জন্য স্বার্থত্যাগের কথাগুলো বিচার ক'রে দেখুন। একটা প্রাচীন বংশের সম্মান, অন্তরঙ্গ বিশ্বস্ত বন্ধুদের সতর্কবাণী, কিছুই আমার সংকল্পকে টলাতে পারেনি। যুক্তিতর্ক অথবা ফলপ্রদ কুসংস্কার—সবই আমার কাছে ব্যর্থ হয়েছে, আপনার প্রতি আমার নিষ্ঠা বিন্দুমাত্র টলেনি। মৃত ব্যক্তির আত্মা আমাকে সতর্ক ক'রে গেছে, আমি তা উপেক্ষা করেছি। আমি একান্ত নির্ভরতার সঙ্গে আপনাকে বিশ্বাস করেছিলুম, আজ সেই অস্ত্রেই কি আপনি আমার হৃদয় বিদ্ধ ক'রে খণ্ড খণ্ড করতে চান?"

লেডী অ্যাসটন বলিলেন, "মাষ্টার র‍্যাভেনসউড, আপনার যা জিজ্ঞাসা করবার দরকার ছিল, তা আপনি করেছেন। আপনি দেখছেন যে, আমার মেয়ের পক্ষে আপনার প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। ওর হয়ে আমিই আপনার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। সে উত্তরে আপনার 'না' বলবার কিছুই থাকবে না। আপনি জানতে চেয়েছেন, লুসী অ্যাসটন স্বাধীন ইচ্ছাবশে আপনার সঙ্গে প্রতিশ্রুত সম্বন্ধ ভঙ্গ করতে চাইছে কি না। তার নিজের হাতের লেখাই আপনার কাছে আছে, তাতে সে লিখেছে, তাকে আপনি নিশ্চয়ই মুক্তি দেবেন। তা ছাড়া আজ সকালেই মিঃ হেসটন বাকলোর সঙ্গে বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হবার চুক্তিপত্রে সে নিজের হাতে সই করেছে—এই ধর্ম্মযাজক তার সাক্ষী।"

ভূতগ্রস্তের ন্যায় র‍্যাভেনসউড সেই দলিলের উপর দৃষ্টিপাত করিলেন। তার পর ধর্ম্মযাজকের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মিস্ অ্যাসটন স্বেচ্ছায় এই দলিলে সই করেছেন? এতে কোন বাধ্যবাধকতা বা জুয়াচুরী নেই?"

ধর্ম্মযাজক বলিলেন, "আমি শপথ ক'রে বলতে পারি, তা নেই।"

কঠোর কণ্ঠে র‍্যাভেনসউড বলিলেন, "ম্যাডাম, এ প্রমাণ অস্বীকার করবার উপায় নেই। এ সম্বন্ধে প্রতিবাদ ক'রে বা ভর্ৎসনা ক'রে একটা কথারও অপব্যয় করা সম্ভ্রমহানিকর এবং নিষ্প্রয়োজন!" লুসীর সম্মুখে তাঁহার স্বাক্ষরিত অঙ্গীকারপত্র এবং আধখানা স্বর্ণমুদ্রা রক্ষা করিয়া তিনি বলিলেন, "এই নিন, ম্যাডাম্। এই আপনার প্রথম বিয়ের অঙ্গীকারপত্র এবং তার নিদর্শন; এখন যে দলিল সম্পন্ন করেছেন, তার প্রতি আপনি যেন নিষ্ঠা ও বিশ্বাস দেখাতে পারেন। আপনি কষ্ট ক'রে অনুরূপ পত্র ও নিদর্শন আমাকে ফিরিয়ে দিন। আমি ভুল ক'রে আপনার উপর বিশ্বাস ন্যস্ত করেছিলুম—ওগুলো আমার মারাত্মক নির্ব্বুদ্ধিতার নিদর্শন।"

প্রণয়পাত্রের ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টির বিনিময়ে লুসী তাঁহার দিকে শূন্য-দৃষ্টিতে চাহিলেন। কিন্তু তিনি যে তাঁহার বক্তব্যের অর্থ কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার হাতের ভঙ্গী হইতেই প্রমাণিত হইল। লুসী নিজের গলদেশে বিলম্বিত নীল ফিতা-সংলগ্ন মুদ্রাখণ্ড খুলিবার প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু তিনি উহা পারিলেন না। লেডী অ্যাসটন, একটানে উহা খুলিয়া লইয়া, লুসীর অঙ্গাবরণে রক্ষিত পত্রখণ্ড বাহির করিয়া গর্ব্বিত শিষ্টাচারের সহিত দুইটি জিনিষই মাষ্টারকে ফিরাইয়া দিলেন। সেগুলি হস্তগত হওয়ার পর র‍্যাভেনসউডের উগ্রভাব যেন অনেকটা প্রশমিত হইল।

আত্মগতভাবেই তিনি বলিলেন, "আশ্চর্য্য! এখনো এমনভাবে উনি এ জিনিষ বুকে ধ'রে রেখেছেন। যখন,—কিন্তু অভিযোগ নিষ্ফল।" সঙ্গে সঙ্গে নয়নে সঞ্চিত অশ্রুবিন্দু হাতের দ্বারা তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া, দৃঢ় এবং কঠোর ভাব ধারণ করিলেন। অগ্নিকুণ্ডের ধারে দৃঢ়চরণে অগ্রসর হইয়া তিনি পত্র ও মুদ্রাখণ্ড উহাতে নিক্ষেপ করিলেন। যাহাতে সম্পূর্ণরূপে উহা দগ্ধ হয়, সেজন্য জুতা দিয়া অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে চাপিয়া দিয়া তিনি পা উঠাইয়া লইলেন। তার পর বলিলেন, "আর এখানে অনধিকারীর মত আমি থাকছি না। লেডী অ্যাসটন, আপনার দুষ্ট অভিপ্রায় এবং কুৎসিত কাজ সাফল্য লাভ করেছে—আশা করি, এ ব্যাপারে এই যেন আপনার শেষ চক্রান্ত হয়। নিজের মেয়ের সম্মান ও সুখকে নষ্ট করবার জন্য আর যেন ওরকম খেলা আপনি না খেলেন। আর আপনাকেও বলি, ম্যাডাম, বেশী কথা বলব না, শুধু এইটুকু ব'লে যাই, এ রকম ইচ্ছাকৃত জুয়াচুরীর জন্য ভগবান যেন আপনাকে জগতের বিস্ময়করী নারী ব'লে না ঘোষণা

করেন।" কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে র‍্যাভেনস্‌উড কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

সার উইলিয়ম বহু চেষ্টা করিয়া পুত্র ডগলাস্ ও বাক্‌লোকে দুর্গের অন্য দিকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। র‍্যাভেনস্‌উডের সহিত তাঁহাদের আর যাহাতে দেখা না হয়, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সোপান-পথে র‍্যাভেনসউড যখন অবতরণ করিতেছিলেন, তখন লকহার্ড সোলটো ডগলাস অ্যাস্‌টন স্বাক্ষরিত একখানি পত্র দিলেন। তাহাতে লেখা ছিল, আজ হইতে চারি পাঁচ দিন পরে কোথায় তাঁহার সহিত সোলটো অ্যাস্‌টনের সাক্ষাৎ হইবে। পারিবারিক প্রয়োজনীয় ব্যাপার শেষ হইবার পরই তিনি র‍্যাভেনস্‌উডের সহিত বুঝাপড়া করিয়া লইতে চাহেন।

শান্তভাবে র‍্যাভেনস্‌উড বলিলেন, "কর্ণেল অ্যাস্‌টনকে ব'লে দিও, যখন তাঁর অবকাশ হবে, আমাকে উলফ্‌সক্র্যাগে পাবেন।"

সেখান হইতে নামিয়া আর একটা সোপান-পথে যখন তিনি নীচে নামিতেছিলেন, সেই সময় ক্রেগেনগেলট্ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি বাকলোর তরফ হইতে মাষ্টারকে জানাইলেন যে, মাষ্টার দশ দিনের মধ্যে যেন স্কটল্যাণ্ড ত্যাগ না করেন। কারণ, বাকলো তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অভিলাষ করেন।

ক্রোধভরে মাষ্টার বলিলেন, "তোমার মনিবকে বলো যে, সময় যেন নির্দ্দেশ করেন। আমাকে তিনি উলফ্‌স্ক্র্যাগেই পাবেন।"

নিম্নতলে কর্ণেল ও বাকলোকে দেখিয়া সাহসভরে ক্রেগেনগেলট্ বলিয়া উঠিলেন, "আমার মনিব? এ জগতে এ রকম কেউ নেই যে, আমার মনিব হতে পারে। আপনাকে এ রকম কথা বলবার অধিকার আমি দেব না।"

"তবে তোমার মনিবের সন্ধানে নরকে যাও।" বলিয়া উন্মত্ত ক্রোধভরে তিনি তাঁহাকে এমন জোরে ধাক্কা দিলেন যে, বেচারা গড়াইতে গড়াইতে নীচের ধাপে পড়িয়া চৈতন্য হারাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে মাষ্টার বলিয়া উঠিলেন, "কি নির্ব্বোধ আমি! এমন একটা অপদার্থের উপর আমার ক্রোধ প্রকাশ ঠিক হয় নি।"

প্রাঙ্গণে আসিয়া তিনি নিজের ঘোড়ার পিঠে চাপিয়া বসিলেন। অতি ধীর মন্থরগতিতে তিনি বাক্‌লো ও কর্ণেল অ্যাস্‌টনের পাশ দিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় উভয়ের জন্যই তিনি মাথার টুপি খুলিয়া অভিবাদন জানাইতে ভুলিলেন না। তাঁহারাও তেমনই কঠোর ভঙ্গীতে প্রত্যভিবাদন করিলেন। শেষ তোরণ হইতে বাহির হইয়া তিনি ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া দুর্গের দিকে চাহিলেন। তিনি যে উভয়কে এড়াইয়া যাইতেছেন না, বরং তাঁহাদের সহিত সংগ্রামে ইচ্ছুক, ইহা তাঁহার ব্যবহারে প্রকাশ পাইল। অবশেষে যখন তিনি দেখিলেন, কেহই আসিতেছেন না, তখন তিনি অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিয়া পলায়মান দৈত্যের ন্যায় ঝড়ের বেগে চলিয়া গেলেন।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

Who comes from the bridal chamber?
It is Azrael, the angel of death.

Thalaba.

দুর্গে পূর্ব্বাধ্যায়-বর্ণিত ঘটনার পর, লুসীকে তাঁহার শয়নকক্ষে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। সেখানে তিনি কিছুক্ষণ মূর্চ্ছিতের ন্যায় পড়িয়া রহিলেন। পরবর্ত্তী দিবসে তিনি যেন আত্মচেতনা লাভ করিলেন। তিনি যেন পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া পাইতেন। তবে কখনও কখনও তিনি নীরব হইয়া থাকিতেন। কখনও বা গভীর বিষাদে অভিভূতা হইলেন, আবার কোনও সময়ে বা অতিমাত্রায় চঞ্চল হইয়া উঠিতেন। এরূপ ব্যবহার কিন্তু তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। লেডী অ্যাস্‌টন কন্যার এরূপ অবস্থা দেখিয়া শঙ্কিত হইলেন—গৃহচিকিৎসকগণকে ডাকা হইল। নাড়ীর গতি দেখিয়া চিকিৎসকগণ শরীরের কোনও পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারিলেন না। মানসিক অসুস্থতা বশতঃ এইরূপ হইতেছে বলিয়া তাঁহারা লুসীকে প্রফুল্ল রাখিবার জন্য এবং কোমল ব্যবহার দেখাইবার জন্য উপদেশ দিলেন। মিস্ অ্যাসটন কাহারও কাছে সে দিনের ঘটনার কথা উল্লেখ করেন নাই। সম্ভবতঃ সে দিনের ঘটনার সম্বন্ধে তাঁহার কোন ধারণাই ছিল না, এমন অনুমিত হইল। কারণ, প্রায়ই তিনি গলদেশে হাত দিয়া ফিতা খুঁজিতেন। উহা দেখিতে না পাইয়া অসন্তোষভরে তিনি বলিতেন, "আমার জীবনটা যে তাতে বাঁধা ছিল।"

এইরূপ বিশিষ্ট লক্ষণ সত্ত্বেও লেডী অ্যাসটন কন্যার অসুস্থ অবস্থাতেই তাঁহার • বিবাহ-ব্যাপার সম্পন্ন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কারণ, বাক্‌লোর মনে কোনও সন্দেহ যাহাতে না জন্মিতে

পারে, এজন্য তাঁহাকে অনেক প্রকার কৌশল ও চেষ্টার আশ্রয় লইতে হইল। তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন যে, কন্যার অনিচ্ছার ভাব আছে, ইহা জানিতে পারিলেই, বাক্‌লো বাঁকিয়া দাঁড়াইবেন এবং লুসীকে বিবাহ করিতে চাহিবেন না। ইহাতে লেডী অ্যাস্টনের লজ্জা ও অপমানের সীমা থাকিবে না। এ জন্য তিনি সংকল্প করিলেন যে, যে তারিখে বিবাহ হইবে বলিয়া কথা ছিল, কন্যার বর্ত্তমান অবস্থা সত্ত্বেও সেই তারিখে বিবাহ দিতেই হইবে। তাঁহার মনে এইরূপ ধারণা জন্মিল যে, অবস্থাভেদে ও স্থানবৈচিত্র্যে লুসীর এই প্রকার অব্যবস্থিতচিত্ততার অবসান ঘটিবে। সুতরাং চিকিৎসকগণ ধীরে ধীরে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বলিয়াছিলেন, সে ব্যবস্থার তিনি অনুমোদন করিলেন না। সার উইলিয়ম্‌ অ্যাসটনও মার্ক্‌ইসের কবল হইতে সম্পত্তি রক্ষার লোভে তাড়াতাড়ি বাকলোর ন্যায় সম্পত্তি ও প্রভাবশালী পাত্রের সহিত শীঘ্র শীঘ্র কন্যার বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন। তাহা না হইলে, তিনিও এত তাড়াতাড়ি এ কাজ করিতে চাহিতেন না। বাকলো এবং কর্ণেল অ্যাসটন জানাইলেন যে, যেরূপ ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার পর নির্দ্ধারিত দিনের এক দিন পরের জন্যও বিবাহ স্থগিত রাখা সঙ্গত হইবে না। কারণ, তাহাতে অপমানের আশঙ্কা অত্যন্ত অধিক। তাঁহারা উভয়েই র‍্যাভেনস্‌উডের ব্যবহারের প্রতিশোধ লইতে চাহেন।

বাকলো যদি লুসীর প্রকৃত অবস্থার কথা জানিতেন, তাহা হইলে হয় ত তিনি এত তাড়াতাড়ি করিতেন না। কিন্তু দেশীয় তদানীন্তন প্রথা অনুসারে বিবাহের পূর্ব্বে কন্যা ও বরের সাক্ষাতের বিধান ছিল না। লেডী অ্যাসটনের ব্যবস্থায় বাকলো এক দিনও লুসীর দেখা পান নাই, বা তাঁহার শরীর ও মনের অসুস্থ অবস্থার কথা জানিতে পারেন নাই।

যে দিন বিবাহ হইবে, তাহার পূর্ব্বদিবস, সহসা লুসী বালিকাসুলভ কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার বিবাহকালীন পরিচ্ছদ প্রভৃতি কিরূপে হইয়াছে, তাহা দেখিতে চাহিলেন।

বিবাহের দিন সূর্য্যালোকে চারিদিক হাসিয়া উঠিল। দূরবর্ত্তী স্থান হইতে নিমন্ত্রিতগণ কন্যার গৃহে সমাগত হইলেন। শুধু সার উইলিয়ম ও লেডী অ্যাস্টনের সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজন যে আসিয়াছিলেন, তাহা নহে, ৫০ মাইল দূরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ প্রেসবিটারীয় পরিবারের অনেকেই বিবাহোপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। মার্ক্‌ইস এ—র উপর জয়ডঙ্কা বাজাইবার জন্য এইরূপ আয়োজন। তাঁহারা উপস্থিত হইলে প্রচুর ভোজে তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করা হইল। তার পর সকলে অশ্বারোহণ করিলেন। মাতা ও কনিষ্ঠ-ভ্রাতা উভয়পার্শ্বে থাকিয়া লুসীকে বাহিরে আনিলেন। সেদিন লুসীর নয়নে এক অপূর্ব্ব জ্যোতি এবং আননে গোলাপরাগ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এমন দৃশ্য বহুদিন কেহ দেখে নাই। মহার্ঘ বসন-ভূষণে অলোকসামান্যা সুন্দরীকে যেন দেবকন্যার মত দেখাইতেছিল। পুরুষ ও মহিলাদল সকলেই তাঁহার রূপের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সকলে যখন অশ্বারোহণ করিতেছেন, তখন সার উইলিয়ম কনিষ্ঠ পুত্র হেনরীকে অনুযোগ করিলেন, তাহার বয়সের উপযোগী তরবারি না লইয়া সে তাহার দাদার তরবারি কটিদেশে ঝুলাইয়াছে কেন? ইহাতে তাহাকে ভাল মানায় নাই।

পিতা বলিলেন, "তোমার যদি আজ তলোয়ার নেবারই ইচ্ছে ছিল, তবে এডিনবরা থেকে যে ছোট তলোয়ার এসেছিল, সেটা নেওনি কেন?"

বালক বলিল যে, সে অস্ত্র পাওয়া যাইতেছে না।

সার উইলিয়ম বলিলেন, "সেটা তুমি যত্ন ক'রে আলাদা ক'রে নিশ্চয় রেখেছিলে। সেটা খুব ভাল জিনিষ, এমন কি, সার উইলিয়ম্‌ ওয়ালেসেরও যোগ্য—যাক্‌, এখন ঘোড়ায় চড়ে তোমার বোন্‌টির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখ।"

বালক উপদেশ মত অশ্বারোহিদলের মধ্যস্থানে রহিল। সে নিজের বেশভূষা লইয়াই ব্যস্ত ছিল, তাই অন্য দিকে দৃষ্টি ছিল না। কিন্তু পরে, তাহার মৃত্যু-কাল পর্য্যন্ত তাহার মনে ছিল, তাহার সহোদরার যে হাত সে স্পর্শ করিয়াছিল, তাহা যেন মৃতের হাতের ন্যায় হিম-শীতল বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

পাহাড় ও উপত্যকা উত্তীর্ণ হইয়া যথাসময়ে বর ও কন্যাকে লইয়া সঙ্গীর দল গির্জ্জায় পৌঁছিলেন। পরিচারকবর্গ ছাড়াও প্রায় একশত নরনারী সে বিবাহ-উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রেসবিটারীয় মতে বিবাহের যাবতীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইল।

গির্জ্জার বাহিরে সমবেত ভিক্ষুক ও দরিদ্রদিগকে খাদ্য ও অর্থাদি বিতরিত হইল। ডেম্‌ গোর্লে ও তাহার দুই জন সঙ্গিনী—ইহারা অন্ধ এলিসের ক্রিয়ার সময় উপস্থিত ছিল—একটা পাথরের উপর বসিয়াছিল। তাহারাও যথাযথভাবে ভিক্ষা পাইল।

আলোচনা প্রসঙ্গে এলসি গোর্লে বলিল, "ওরা যে ভিক্ষে দেছে, তা আমাদের ভালবাসে ব'লে নয়। আমরা খেতে পাইনে, কষ্টে আছি, তার জন্যও নয়।

ওদের নিজের নাম কিনবার জন্যই এই ভিক্ষে দেওয়া। অথচ ওরা ভাবছে, এর জন্য আমরা ওদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।"

সঙ্গিনীরা বলিল, "তা কথাটা ঠিকই বলেছ।"

এক জন বলিল, "কিন্তু গোর্লে, তুমি ত আমাদের চেয়ে বয়সে বড়। এমন জাঁক-জমকের বিয়ে আগে কখনো দেখেছ ?"

কুৎসিতদর্শনা বৃদ্ধা বলিল, "না, তা দেখিনি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, শীঘ্র এর চেয়েও জাঁক-জমকের মড়া দেখব।"

অ্যানী উইলী বলিল, "তাতে আমার খুব স্ফূর্তি হবে। তাতে এর চেয়ে বড় রুটী আমরা পাব।"

অপরা বলিল, "আচ্ছা লকি গোর্লে, তুমি আমাদের বড়, জানও অনেক, যারা আমোদ করছে, তাদের কে আগে মারা যাবে !"

গোর্লে বলিল, "ঐ যে সব চেয়ে অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়ে খুব জাঁকজমকের পোষাক প'রে রয়েছে—শাদা ঘোড়ায় চড়েছে, ঐ আগে মারা যাবে।"

সঙ্গিনী যেন ঈষৎ অনুকম্পা-মিশ্রিত স্বরে বলিল, "আরে, ও যে বিয়ের কনে। এমন তাজা, এমন সুন্দর, এমন জোরাল মেয়ে আগে মারা যাবে ?"

"আমার কথা বিশ্বাস কর—ওর দিন ঘনিয়ে এসেছে। গাছের পাতা ঝরে পড়ছে, ওকে যার পাতা সাজানো দেখতে হবে না, ব'লে রাখলুম !

"তুমি না দিন কতক ওঁর কাজ করেছিলে ? দুখানা মোহরও পেয়েছিলে ?"

"তা পেয়েছি, সত্যি। সার উইলিয়ম্ অ্যাসটন আমাদের একটা লাল গাউন দেবেন বলেছিলেন কিন্তু তা দেন নি। এবার লাল গাউন ওঁর মেয়ের জন্যই কিন্‌তে হবে।"

এমন সময় জন মর্টসিও সেখানে আসিয়া বলিল, "ওরে ডাইনী মাগীরা, তোরা কি বলছিস ? বর কনের ক্ষতির চেষ্টা করছিস্। দাঁড়া, তোদের আমি ডাইনী ব'লে চালান দেব।"

ডাইনী গোর্লে বলিল, "ও মশাই, আমরা কালো পোষাকে রয়েছি, তাই বলছিলাম। আমাদের যেন ক্ষিদে তেষ্টা কিছুই নেই ! আপনি ত বাঁশী বাজিয়ে বেড়ান।"

মর্টসিও বলিল, "ওরে, তোরা সব সাক্ষী। আমার বাঁশীর যদি কোন ক্ষতি হয়, তা হ'লে তোদের আস্ত রাখব না। জানিস্, আমি এখন এখানকার কর্তা ?"

বৃদ্ধারা সেখান হইতে পলায়ন করিল।

লুসী ধনী ও দরিদ্র-পরিবৃত হইয়া দুর্গে ফিরিয়া আসিলেন। বাক্‌লো তাঁহার পশ্চাতেই ছিলেন। কিন্তু নব-বিবাহিতা পত্নীর সহিত আলাপের অবসর পাইলেন না। সকলে নিরাপদে দুর্গে পৌছিলেন। চারিদিকে জয়ধ্বনি হইতে লাগিল।

সে যুগে বিবাহের উৎসব প্রকাশ্যভাবে সম্পাদিত হইত, পরবর্ত্তী যুগে সে প্রথা রহিত হইয়াছে। বিবাহ-উৎসবে সমাগত অতিথিদিগকে ভূরি ভোজনে পরিতৃপ্ত করিবার ব্যবস্থা সার উইলিয়ম্ করিয়াছিলেন। যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা সমাগত সকলের মধ্যে বিতরিত হইল, এবং মদ্যের স্রোত বহিয়া গেল। সে যুগে ভদ্রলোকরা আকণ্ঠ সুরা পান করিয়া আনন্দ করিতেন। সুরাপানের পর বল-নৃত্যের আয়োজন হইল। মহিলারা সে জন্য প্রস্তুত হইলেন। নৃত্য-গৃহে সকলে সমবেত হইলেন। পুরুষরা তরবারি খুলিয়া রাখিয়া নৃত্যে যোগদান করিবার জন্য আয়োজন করিলেন। তখন বাদ্যযন্ত্রসমূহে সুরতরঙ্গ উত্থিত হইতেছিল। প্রচলিত ব্যবস্থা অনুসারে বিবাহের কন্যাই সর্ব্বপ্রথম নৃত্য সুরু করিবেন। কিন্তু কন্যার শারীরিক অসুস্থতার অজুহাত দেখাইয়া লেডী অ্যাসটন জামাতার সহিত নাচিবার প্রস্তাব করিলেন।

নৃত্যের জন্য প্রস্তুত হইয়া লেডী অ্যাসটন্ যেমন উপরের দিকে চাহিয়াছেন, অমনই গৃহ-প্রাচীরের চিত্র-সজ্জার পরিবর্ত্তন দেখিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন। তিনি বিস্ময়ভরে বলিয়া উঠিলেন, "ছবি বদলালে কে ?"

সকলেই চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহাদেরও মনে বিস্ময় জাগিল। সার উইলিয়ম্ অ্যাসটনের পিতার তৈলচিত্র যেখানে টানানো ছিল, সেখানে সার ম্যালিস্ র‍্যাভেনসউডের তৈলচিত্র বিরাজিত—তিনি যেন ভ্রুকুটিভঙ্গি করিয়া নিমন্ত্রিতগণকে দেখিতেছিলেন। ঘরে যখন কেহ ছিল না, সেই সময় এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকিবে। আলোর সাহায্যে তাহা এখন ধরা পড়িল। সমবেত সকলেই এই চিত্র-পরিবর্ত্তনে বিষম উত্তেজিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা জানিতে চাহিলেন, কেন এমন হইল ? ইহাতে গৃহকর্ত্তার প্রতি ঘোর অসম্মান ও অসম্ভ্রম প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু লেডী অ্যাসটন আত্ম-সম্বরণ করিয়া লইয়া বলিলেন যে, দুর্গে এক জন আধপাগলা লোক আছে, সেই হয় ত ইহা করিয়াছে। যাহা হউক, তৈলচিত্র সেখান হইতে অপসৃত করা হইল, সার উইলিয়মের পিতার চিত্র সেখানে

পুনরায় স্থাপিত হইল। তার পর যথানিয়মে বল-নৃত্য সুরু হইয়া গেল। পরিণত বয়সেও লেডী অ্যাসটন ললিত নৃত্যের পরিচয় দিয়া সকলকে আনন্দোৎফুল্ল করিয়া তুলিলেন।

আসন গ্রহণ করবার পর লেডী অ্যাসটন সহসা দেখিতে পাইলেন, কন্যা লুসী সে কক্ষে নাই। তাঁহার মনে আশঙ্কা জন্মিল যে, তৈলচিত্র পরিবর্ত্তনের ফলে কন্যার কল্পনায় কোনও কিছু ঘটিয়া যায় নাই ত! তিনি কন্যার সন্ধানে চলিয়া গেলেন। তিনি যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার ভাব দেখিয়া বুঝা গেল না যে, তিনি কোন প্রকার অত্যাহিতের আশঙ্কায় অভিভূত। তিনি বরকে একান্তে ডাকিয়া লইয়া তাঁহার কাণে কাণে কি বলিয়া দিলেন। বর তখন নৃত্য ছাড়িয়া সে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। বাদ্যযন্ত্রগুলি তখন উচ্চসপ্তকে সঙ্গত করিতেছিল—তরুণ-তরুণীরা পরমোৎসাহে নৃত্য করিতেছিল। ঠিক এমনই সময়ে একটা আর্ত্ত-চীৎকার শোনা গেল। মুহূর্ত্তমধ্যে নৃত্য ও সঙ্গীত থামিয়া গেল। সকলেই নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। আবার আর্ত্তনাদ শ্রুতিগোচর হইবামাত্র, কর্ণেল অ্যাসটন্ এক জনের হাত হইতে একটা প্রজ্বলিত মশাল কাড়িয়া লইয়া, বাসরঘরের চাবি হেন্‌রীর নিকট হইতে চাহিয়া লইলেন। হেন্‌রীই কন্যার তরফের সকল ভার পাইয়াছিল। কর্ণেল অ্যাসটন বাসরঘরের দিকে ছুটিয়া চলিলেন। সার উইলিয়ম ও লেডী অ্যাসটনও তাঁহার অনুগমন করিলেন। দুই তিন জন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ও তাহাদের অনুবর্ত্তী হইলেন। বিবাহে নিমন্ত্রিত আর সকলে নৃত্যগৃহে বিস্ময়স্তব্ধভাবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

বাসরঘরের দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ ছিল। কর্ণেল অ্যাসটন দ্বারে করাঘাত করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। কোন উত্তর আসিল না—শুধু একটা গোঙ্গানির শব্দ আসিল। তখন দ্বার খুলিতে কর্ণেল আর দ্বিধা বোধ করিলেন না, কিন্তু তাঁহার বোধ হইল, কপাটের উপর কি যেন বাধা রহিয়াছে। বলপূর্ব্বক দ্বার ঠেলিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিলেন, রক্তাক্ত মৃতদেহে বর চৌকাঠের উপর পড়িয়া আছেন। ভূমিতলে রক্তের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। উপস্থিত সকলের মুখ হইতে একটা আতঙ্কজনিত বিস্ময়-ধ্বনি উত্থিত হইল। তখন সকলেই শয়নঘরের দিকে ভীতভাবে ছুটিয়া গেলেন। প্রথমেই কর্ণেল অ্যাসটন তাঁহার জননীর কাণে কাণে বলিলেন, "লুসীকে আগে খুঁজে দেখ। সেই ওকে মেরেছে।" সঙ্গে সঙ্গে তিনি তরবারি নিষ্কোষিত করিয়া দ্বারপথ রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি বলিয়া দিলেন, ধর্ম্মযাজক ও ডাক্তার ছাড়া আর কাহাকেও ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিবেন না। বাক্‌লোর তখনও শ্বাসপ্রশ্বাস বহিতেছিল। সকলে তাঁহাকে সাবধানে তুলিয়া ধরাধরি করিয়া অন্য কক্ষে লইয়া গেলেন। কথাটা বাকলোর বন্ধুদের কাণেও গিয়া পৌঁছিল। তাঁহারা সন্দেহাকুলচিত্তে ডাক্তারের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার অভিমত জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিতভাবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এদিকে লেডী অ্যাসটন, সার উইলিয়ম এবং বিশ্বস্ত পরিচারিকারা মিলিয়া সমস্ত ঘর খুঁজিয়া দেখিলেন, কিন্তু লুসীর দেখা মিলিল না। সে ঘর হইতে বাহির হইবার কোনও গুপ্ত দ্বার ছিল না। তখন সকলেরই মনে হইল, বাতায়নপথে লুসী হয় ত নীচে ঝাঁপ খাইয়া পড়িয়াছেন। সেই সময় এক জন আলোক লইয়া খুঁজিতে খুঁজিতে চিম্‌নির পার্শ্বে একটা সাদা পুঁটলীর মত কোন বস্তু আবিষ্কার করিল। লুসীই সেখানে লুকাইয়াছিলেন। সকলে তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিল। তাঁহার কেশপাশ আলুলায়িত, রাত্রিবেশের উপর রক্তচিহ্ন—তাঁহার নয়নে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, সমস্ত শরীর তীব্র স্পন্দনবেগে কাঁপিতেছিল—উন্মাদরোগে তরুণী আক্রান্তা বলিয়া অনুমিত হইল। লুসী যখন দেখিলেন, তাঁহাকে সকলে দেখিতে পাইয়াছে, তখন তিনি মুখভঙ্গী করিয়া রক্তাপ্লুত অঙ্গুলিগুলি দেখাইয়া দিলেন। তখন যেন তাঁহাকে ভূতাবিষ্ট বলিয়া মনে হইল।

পরিচারিকারা সেখানে আসিয়া পড়িল। সকলের চেষ্টায় তরুণীকে আয়ত্ত করা হইল। দ্বার-পথে যখন সকলে তাঁহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল, তখন যেন এক বীভৎস উৎসাহভরে তিনি হাসিয়া উঠিলেন, "তোমরা তা হলে তোমাদের বরকে নিয়ে গেছ?" পরিচারিকারা তাঁহাকে দুর্গের প্রান্তবর্ত্তী একটি কক্ষে লইয়া গেল। সকলে তাঁহাকে সতর্কভাবে পাহারা দিতে লাগিল। পিতামাতার মনের যন্ত্রণা ভাষায় ব্যক্ত করিবার নহে—দুর্গস্থ সকলেরই মুখে আতঙ্কের চিহ্ন। বন্ধুর দল তখন ক্রোধে উন্মত্ত।

গোলযোগের মধ্যে চিকিৎসকের কথাই সকলে অপেক্ষাকৃত ধৈর্য্য সহকারে শ্রবণ করিল। তিনি জানাইয়া দিলেন, বাক্‌লোর আঘাত সাংঘাতিক এবং অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইলেও একেবারে মারাত্মক নহে। তবে সকলে যদি এই রকম গোলমাল করেন, তাহা

হইলে তাঁহাকে বাঁচান যাইবে না। এই কথা শুনিয়া বাক্‌লোর বন্ধুর দল নিরস্ত হইলেন। ইঁহারা প্রথমতঃ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, বাক্‌লোকে দুর্গ হইতে অন্যত্র লইয়া যাইবেন। এখন তাঁহারা বলিলেন, চারিজন বন্ধু রোগশয্যার পার্শ্বে অনুক্ষণ থাকিবেন—তাঁহাদের মনে আর বিশ্বাস নাই। কর্ণেল অ্যাস্টন ও সার উইলিয়ম এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন বরের অন্যান্য বন্ধু দুর্গ ত্যাগ করিয়া গেলেন। অতঃপর ডাক্তার লুসীর অবস্থা পরীক্ষা করিলেন। তিনি বলিলেন, লুসীর অবস্থা অত্যন্ত সাংঘাতিক। অন্য চিকিৎসকও অনতিবিলম্বে আনীত হইল। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া লুসী প্রলাপ বকিতে লাগিলেন। প্রভাতের দিকে তাঁহার চৈতন্য সম্পূর্ণ তিরোহিত হইল। পরদিন অপরাহ্ণকাল জীবন-সঙ্কটের সন্ধিক্ষণ বলিয়া চিকিৎসকরা ঘোষণা করিলেন। অবস্থা সেইরূপই দাঁড়াইল। যদিও একবার তাঁহার চৈতন্য সম্পাদিত হইল, এবং কোন রকমে তাঁহার দেহ হইতে নৈশবাস খুলিয়া লইয়া অন্য বসন পরান হইল, কিন্তু যখনই তিনি কণ্ঠদেশে হাত দিয়া কি খুঁজিতে গিয়া পাইলেন না, তখন আর তাঁহার দেহ ও মনে শক্তির অবশেষ রহিল না। উৎক্ষেপের পর উৎক্ষেপ তাঁহার দেহে দেখা দিল। অবশেষে মৃত্যু আসিয়া সব শেষ করিয়া দিল। সেই ভীষণ দৃশ্যের সম্বন্ধে তাঁহার মুখে একটি কথাও শোনা গেল না।

যুবতীর মৃত্যুর পরদিবস বিভাগীয় বিচারপতি তদন্তের জন্য আসিলেন। কর্ত্তব্য অত্যন্ত কঠোর। সুতরাং সেইরূপ শোচনীয় পারিবারিক দুর্ঘটনা সত্ত্বেও যথাসাধ্য কোমলভাবে ঘটনার তদন্ত করিলেন. উন্মাদরোগের আকস্মিক আক্রমণে কন্যা বরকে হত্যা করিয়াছেন, এইরূপ অনুমানমূলক সিদ্ধান্ত ছাড়া আর কিছুই নির্দ্ধারিত হইল না। যে অস্ত্রসাহায্যে বর আহত হইয়াছিলেন, ঘরের মধ্যেই তাহা আবিষ্কৃত হইল। হেনরী যে ক্ষুদ্র তীক্ষ্ণধার তরবারি ধারণ করিয়া বিবাহ উৎসবে যোগ দিবে বলিয়া এডিনবরা হইতে উহা সংগৃহীত হইয়াছিল, লুসী তাহা কোনও কৌশলে সরাইয়া রাখিয়াছিলেন।

বাক্‌লোর বন্ধুবর্গ আশা করিয়াছিলেন যে, আরোগ্য-লাভের পর তিনি এই ঘন তমসাবৃত কাহিনীর উপর আলোকপাত করিবেন। এজন্য সকলেই তাঁহাকে ব্যাপারটা জানিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিবেন। কিন্তু তিনি শারীরিক দুর্ব্বলতার দোহাই দিয়া সে প্রশ্নজাল এড়াইয়া যাইতেন। তার পর একটু সুস্থ হইবার পর যখন তাঁহাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হইল, তখন জিজ্ঞাসু বন্ধুগণকে ডাকাইয়া আনিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে বন্ধুবর্গের উৎকণ্ঠা ও যত্ন-চেষ্টার জন্য তিনি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, "বন্ধুগণ, আপনারা আমার কথাটা প্রণিধান ক'রে দেখবেন—কোন গল্প আপনাদের শোনাবার মত নেই, আমার আঘাতের জন্য প্রতিহিংসা নেবারও অবকাশ নাই। এর পর যদি কোন মহিলা বন্ধু আমাকে সেই শোচনীয় রজনীর ঘটনা জানবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন, আমি এ হ'লে তাঁর কথার কোন জবাব দেব না। কিন্তু মনে করব তিনি আমার বন্ধুত্ব চান না। আর যদি কোন পুরুষ বন্ধু এ রকম প্রশ্ন করেন, তা হ'লে তাঁর সে রকম অভদ্রতার ফল হবে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান। এই কথা মনে রেখে তাঁরা যেন আমার সঙ্গে ব্যবহার করেন।"

এরূপ চরম সিদ্ধান্তের পর আর কোনও মন্তব্য করা চলে না। তার পর দেখা গেল, রোগশয্যা ত্যাগ করিবার পর বাক্‌লো যেন গম্ভীর, বিষণ্ণ এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছেন। তাঁহার এরূপ পরিবর্ত্তন সম্পূর্ণ বিচিত্র। ক্রেগেনগেলটকে তিনি অর্থ দিয়া বিদায় দিলেন।

অতঃপর বাক্‌লো প্রবাসে গমন করিলেন। জীবনে তিনি আর স্কটল্যাণ্ডে ফিরিয়া আসেন নাই। যত দিন তিনি জীবিত ছিলেন, বিবাহরজনীর সাংঘাতিক ব্যাপারের প্রসঙ্গ তিনি কখনও উত্থাপিত হইতে দেন নাই। অনেকে হয় ত লেখকের এই উক্তিকে কল্পনামূলক অসত্য ব্যাপার বলিয়া ভাবিতে পারেন—পাঠকের কৌতূহলতৃপ্তির জন্য লেখক বাজে কথা লিখিয়াছেন বলিয়া মনে করিবেন। কিন্তু ঐ সময়কার স্কটল্যাণ্ডের পারিবারিক ইতিহাস পাঠ করিবার সুযোগ যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহারা বুঝিবেন, উপন্যাসে বর্ণিত প্রকৃত কাহিনীই কল্পিত ছদ্মনামে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

Whose mind's so marbled,
and his heart so hard,
That would not, when this huge
mishap was heard,
To th' utmost note of sorrow
set their song,
To see a gallant, with so great a grace,
So suddenly unthought on, so o'er thrown,
And so to perish, in so poor a place,
By to rash riding in a ground unknown!

Poem, in Nisbet's Heraldry, Vol II.

বাক্লোর আরোগ্য লাভ করিতে সময় লাগিয়াছিল, কিন্তু তাই বলিয়া লুসীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কার্য্য বন্ধ ছিল না। একদা কুহেলিসমাচ্ছন্ন হেমন্তের প্রভাতে অতি সামান্যভাবে লুসীর দেহ সমাহিত করিবার জন্য সমাধিক্ষেত্রে নীত হইয়াছিল। অল্প কয়েক জন নিকটাত্মীয় ব্যতীত আর কেহ শবাধারের সহিত আগমন করেন নাই। যে গির্জ্জায় তাঁহার পরিণয়-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছিল, সেখানেই তাঁহাকে সমাহিত করিবার জন্য আনয়ন করা হইয়াছিল। এই সমাধিক্ষেত্রে কোন রূপ আড়ম্বর না করিয়া অপূর্ব্ব সুন্দরী লুসীর দেহ সমাহিত হইল—সমাধি-সৌধের গাত্রে কোনও লিপি উৎকীর্ণ হইল না। অত্যাচারে উৎপীড়িতা হইয়া অকালে এই সুন্দরী কিশোরী ইহজগৎ হইতে বিদায় লইয়াছিলেন। যখন সকলে শোক প্রকাশ করিতেছিল, তখন সেই তিনটি গ্রাম্য বৃদ্ধা সেই প্রত্যূষেও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দেখিতে সমাগত হইয়াছিল।

ডেম্ গোর্লে বলিল, "কেমন, আমি বলেছিলুম না, বিয়ের উৎসবের পরেই গোর দেবার ব্যবস্থা?"

বৃদ্ধা উইনী বলিল, "আরে, ওতে আর বড়াই কিসের? এতদূর এসে প্রায় খালি হাতেই ফিরে যেতে হবে। আমরা পেলাম কি?"

বুড়ী গোর্লে বলিল, "তুই থাম্। ওরা যতই দান করুক না কেন, প্রতিশোধ ত পেয়েছে। সেটাই মোটা লাভ। দেখছ না, ওরা কেমন মন-মরা হয়ে আছে। মিস্ লুসী অ্যাস্টন আমাকে দেখে নাক সিটকাতো। এখন কেমন! লেডী অ্যাস্টনের বুকে এখন নরকের আগুন জ্বল্ছে। সার উইলিয়ম্ এখন টের পাচ্ছেন, ডাইনীর মায়া কি রকম।"

পক্ষাঘাতগ্রস্তা বৃদ্ধা বলিল, "এ কথা কি সত্যি যে, কনেকে ভূতগুলো চিম্‌নির ভেতর টেনে নিয়ে গিয়েছিল? আর বরের ঘাড় মুচড়ে দিয়েছিল?"

"আরে, কি হয়েছিল, কে করেছিল, তা জেনে দরকার কি?"

অ্যানী উইনী বলিল, "দিদি, তুমি ত সবই জান। আচ্ছা, বল দেখি বুড়ো সার ম্যালিস্ র্যাভেনস্‌উডের ছবি হলঘরের মেঝেতে নেমে এসে ওদের সকলের সাম্‌নে দিয়ে চ'লে গিয়েছিল, এ কথা কি ঠিক?"

"না, তা নয়। তবে ঘরে ছবি টানান হয়েছিল—কি ক'রে ও ছবিখানা হলঘরে এসেছিল, তা আমি জানি। ওদের সাবধান ক'রে দেবার জন্য ছবিখানা টানান হয়েছিল—অত দর্প ভাল নয়, সে কথাটা জানাবার জন্যই হয়েছিল। কিন্তু ও কথা থাক্, ওদের দিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখ্।"

"দেখে কি হবে, দিদি?"

"দেখ্ না, ওরা বারো জন এসেছিল। এখন দেখ্‌ছি তের জন। ওরা কিন্তু তা জানে না। কিন্তু ১৩ জন যেখানে থাকে, তার মধ্যে এক জনকে শীগ্‌গিরই মরতে হবে। যাক্, ভাই, এখন স'রে পড়া যাক্। ওরা আমাদের দেখ্‌তে পেলে এখুনি ধ'রে হয় ত চালান দেবে।"

তিনটি বৃদ্ধা সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

প্রকৃতপ্রস্তাবে শববাহিগণ অবশেষে আবিষ্কার করিলেন যে, এক জন লোক দলে বেশী হইয়াছে। একটি স্তম্ভের উপর ভর দিয়া কৃষ্ণপরিচ্ছদধারী এক ব্যক্তি নীরবে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার তখন বাহ্য-চেতনা ছিল না। সকলে তখন কানাকানি করিতে লাগিলেন, নবাগত লোকটি কে? তাঁহার মুখ দেখা যাইতেছিল না। বাধা দিয়া কর্ণেল অ্যাসটন বলিলেন, "উনি কে, তা আমি জানি। ওঁর সম্বন্ধে যা কিছু করবার, তা আমি করব। আপনাদের ব্যস্ত হ'তে হবে না। আপনারা এখানকার কাজ শেষ ক'রে চলুন।" অতঃপর তিনি অপরিচিত ব্যক্তির অঙ্গাবরণে হাত দিয়া টানিয়া বলিলেন, "আমার সঙ্গে আসুন।"

কণ্ঠস্বরে চকিত হইয়া অপরিচিত ব্যক্তি যন্ত্রচালিতবৎ কর্ণেলের অনুবর্ত্তী হইলেন। উভয়ে সমাধিক্ষেত্রের নির্জ্জনতম অংশে পৌঁছিবার পর, কর্ণেল অ্যাসটন প্রশান্তভাবে কঠোর ভাষায় বলিলেন, "আমি জানি, মাষ্টার র্যাভেনস্‌উডের সঙ্গে আমি কথা বল্‌ছি।" কোনও উত্তর অপর ব্যক্তির নিকট হইতে আসিল না। তখন উদ্ধত ক্রোধভরে কর্ণেল

বলিলেন, "আমার বোনের হত্যাকারীর সঙ্গে আমি কথা বলছি কি?"

কম্পিতকণ্ঠে র‍্যাভেনস্উড বলিবেন, "আপনি ঠিক আমাকে চিনতে পেরেছেন।"

কর্ণেল বলিলেন, "আপনার যদি অনুতাপ হয়ে থাকে, ভগবানের সঙ্গে তা নিয়ে বোঝাপড়া করবেন। কিন্তু আমার কাছে ও সব চলবে না।" একখণ্ড কাগজ তাঁহার হাতে দিয়া কর্ণেল বলিলেন, "এটা আমার তরবারির মাপ। কটার সময় আমরা মিলিত হব, তাও এতে লেখা আছে। কাল সূর্য্যোদয়ের পর উলফস্হোপের পূর্বদিকের সীমানায় আমাদের দেখা হবে।"

র‍্যাভেনস্উড কাগজখানি হাতে লইয়া খানিক ইতস্ততঃ করিলেন। তার পর বলিলেন, "যে লোক মরিয়া হয়েছে, তাকে আরও মরিয়া ক'রে তুলবেন না। যত দিন পারেন, জীবনকে ভোগ করুন। আমার মৃত্যু আমি অন্যের কাছ থেকে চেয়ে নেব।"

ডগলাস্ অ্যাস্টন বলিলেন, "না, তা হ'তে পারে না। হয় আপনি আমার হাতে প্রাণ হারাবেন, নয় ত আমাদের পরিবারের ধ্বংসসাধন আপনার হাতেই হবে। আপনি যদি আমার প্রস্তাবে রাজি না হন, তা হ'লে আমি আপনার কাপুরুষতার কথা রটিয়ে দেব। একেই র‍্যাভেনস্উড পরিবারের দুর্নাম ছড়িয়ে পড়েছে, আপনি নিজ পরিবারের দুর্নাম আরও তা হ'লে বাড়াবেন।"

উত্তেজিতভাবে র‍্যাভেনস্উড বলিলেন, "তা আমি হ'তে দেব না। আমি যে বংশের সন্তান, সে বংশকে কেউ কলঙ্কিত করতে পারবে না। বেশ, আমার সঙ্গে সঙ্গেই আমার পিতৃপুরুষের নাম শেষ হয়ে যাবে। আপনার দ্বন্দযুদ্ধ আমি মেনে নিলাম। ঐ সময়ে ঐখানেই আমার দেখা পাবেন। আমরা ছাড়া আর সেখানে কেউ থাকবে না ত?"

"না, শুধু আমি ও আপনি। সেখান থেকে মাত্র দু জনের এক জন ফিরে আসবে।"

র‍্যাভেনস্উড বলিলেন, "তা হ'লে যিনি মারা যাবেন, ভগবান তাঁর আত্মার যেন সদ্গতি করেন।"

কর্ণেল অ্যাসটন বলিলেন, "বেশ, তাই হবে। যে লোককে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি, তার সম্বন্ধে আবার এতটা অনুগ্রহ করলুম। তার কারণও আছে। যাক্, এখন স'রে পড়ুন। ওরা সব এখুনি এসে পড়বে। উলফস্হোপের পূর্ব্বদিকে সমুদ্রতীরের কাছে, কথাটা যেন স্মরণ থাকে। সময় সূর্য্যোদয়—অস্ত্র শুধু তরবারি।"

মাষ্টার বলিলেন, "যথেষ্ট হয়েছে। আমি ঠিক যাব।"

উভয়ে পরস্পরের নিকট হইতে সরিয়া গেলেন। কর্ণেল অ্যাসটন তাঁহার দলের লোকের কাছে ফিরিয়া গেলেন। গির্জ্জার বাহিরে একটি বৃক্ষকাণ্ডে র‍্যাভেনস্উডের অশ্ব বাঁধা ছিল। তিনি তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। কর্ণেল অ্যাস্টন দুর্গে ফিরিয়া গিয়া কোন একটা অজুহাতে সকলের নিকট বিদায় লইলেন। তার পর বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া অশ্বারোহণে সেই দিন সন্ধ্যায় উলফস্হোপের পান্থনিবাসে আশ্রয় লইলেন। সকালেই যাহাতে প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হইতে পারেন, তাই এই ব্যবস্থা।

র‍্যাভেনস্উড সমস্ত দিনটা কি ভাবে কাটাইয়াছিলেন, তাহা কেহ জানে না। অনেক রাত্রিতে তিনি উলফস্ক্র্যাগে আসিয়া বৃদ্ধ পরিচারক ক্যালেব ব্যাল্ডারষ্টোনকে ঘুম হইতে জাগাইলেন। সে ভাবে নাই, সে রাত্রিতে তাহার প্রভু ফিরিয়া আসিবেন। বৃদ্ধ নানা লোকের মারফত মিস অ্যাস্টনের মৃত্যু সম্বন্ধে নানাপ্রকার জনরব শুনিয়াছিল। সে জন্য সে উৎকণ্ঠায় কালযাপন করিতেছিল। কারণ, লুসীর মৃত্যুতে প্রভুর মনের অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহা সে কতকটা অনুমান করিয়া লইয়াছিল।

র‍্যাভেনস্উডের ব্যবহার দেখিয়া সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। বৃদ্ধ তাঁহাকে কিছু আহার্য্য দিতে চাহিলে,র‍্যাভেনস্উড প্রথমে কোন উত্তরই দিলেন না। তার পর অকস্মাৎ সুরা পান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। স্বভাবতঃ তিনি পরিমিতভাবে সুরা পান করিতেন। কিন্তু আজ অনেকটা মদ পান করিয়া ফেলিলেন। অন্য কোন আহার্য্য গ্রহণে প্রভুর বিরাগ দেখিয়া বৃদ্ধ অবশেষে তাঁহাকে বাতি ধরিয়া তাঁহার শয়নকক্ষে লইয়া যাইতে চাহিল। বারবার সে কথা স্মরণ করাইয়া দিলেও র‍্যাভেনস্উডের চৈতন্য হইল না। অবশেষে ভৃত্যের অভিপ্রায় অনুসারে তিনি তাহার অনুবর্ত্তী হইলেন। বিদেশ হইতে আসিবার পর ক্যালেব মনিবের শয়নগৃহ ভাল করিয়া সাজাইয়া ফেলিয়াছিল। দ্বারসন্নিধানে আসিয়াই র‍্যাভেনস্উড বলিলেন, "না, এখানে নয়। বাবা যে ঘরে মারা গিয়েছিলেন, সেই ঘরে আমায় নিয়ে চল। সেই ঘরেই মিস্ লুসী এক দিন ঘুমিয়েছিলেন।"

"কে বললেন, হুজুর?"

"মিস্ লুসী, মিস্ অ্যাস্টন! বারবার তাঁর নাম উচ্চারণ করিয়ে তুমি কি আমায় মেরে ফেলতে চাও?"

সে ঘর বে-মেরামত অবস্থায় আছে, ক্যালেব এই-রূপ কি আপত্তি তুলিল। কিন্তু মাষ্টার তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে ইঙ্গিত করিলেন। বৃদ্ধ তখন আলো ধরিয়া তাঁহাকে সেই কক্ষে লইয়া গেল। কোন রকমে একটা শয্যা পাতিয়া দিয়া, বাতিটা টেবলের উপর রাখিয়া ক্যালেব নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মাঝে মাঝে সে আসিয়া দেখিয়া যাইতে লাগিল, প্রভু শয়ন করিয়াছেন কি না। সে তাঁহার পদধ্বনি ঘরের মধ্যে শুনিতে পাইল। তিনি পাদ-চারণা করিতেছেন এবং মাঝে মাঝে গভীর কাতর-ধ্বনি করিতেছেন। গভীর শোকে যে তিনি অধীর হইয়াছেন, ভৃত্য তাহাই বুঝিল। বৃদ্ধ ভাবিতে লাগিল, আজিকার নিশি বোধ হয় আর প্রভাত হইবে না। কিন্তু সময় কাহারও অপেক্ষা করে না। সমুদ্রের উপর উষার আলোক দেখা দিল। নভেম্বর মাসের প্রথম, আবহাওয়া অত্যন্ত প্রতিকূল। সমুদ্রতরঙ্গ দুর্গের খুব নিকটে আসিয়া আছাড় খাইতেছিল।

প্রথম আলোকপাতের সঙ্গে সঙ্গেই ক্যালেব মনিবের কক্ষদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। সে ছিদ্রপথে দেখিল, প্রভু কয়েকখানি তরবারি লইয়া মাপিয়া দেখিতেছেন। সহসা মাষ্টার বলিয়া উঠিলেন, "মাপে এখানা একটু ছোট—তা হোক্, আমি তাকে একটু সুবিধাই দেব। সব দিকেই তার সুবিধা।"

ক্যালেব ব্যাপার দেখিয়া বুঝিল, তাহার প্রভু কি করিতে চলিয়াছেন। সে আরও বুঝিল, বাধা দিতে যাওয়া বৃথা। সে সরিয়া দাঁড়াতেই মাষ্টার তাড়াতাড়ি সোপান-পথে নীচে নামিয়া আস্তাবলে গেলেন। বিশ্বস্ত পরিচারক তাঁহার পশ্চাতে চলিল। তাঁহার আচরণ ও বিশৃঙ্খল বেশভূষা দেখিয়া সে বুঝিল, সমস্ত রাত্রি তাহার প্রভু অনিদ্রায় যাপন করিয়াছেন। মাষ্টার তখন ঘোড়া লইয়া তাহার সাজ পরীক্ষা করিতেছিলেন। ভৃত্য তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইল। র‍্যাভেনস্উড তাহার সাহায্য গ্রহণ করিলেন না। ঘোড়াটাকে প্রাঙ্গণে আনিয়া যখন তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিতে যাইবেন, অমনই বিশ্বস্ত ভৃত্য তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া বলিল, "হুজুর,আমায় মেরে ফেলুন,কিন্তু আপনি এমন ভীষণ কাজে যাবেন না। আজকের দিন আপনি থাকুন—মার্ক্ইস কাল আসবেন, তখন সব ঠিক হয়ে যাবে।"

তাহার বাহুপাশ হইতে পদদ্বয় মুক্ত করিবার সময় মাষ্টার বলিলেন, "ক্যালেব, এখন থেকে আর কেউ তোমার মনিব রইল না। যে দুর্গ প'ড়ে যা তা ধ'রে তুমি কেন রয়েছ?"

ক্যালেব বলিল, "আমার মনিব আছেন—যতক্ষণ র‍্যাভেনস্উড-পরিবারের উত্তরাধিকারী বেঁচে আছেন, আমার মনিব আছেন। আমি শুধুই চাকর; কিন্তু ততক্ষণ আমি আপনার বাবার, আপনার ঠাকুর্দার সেবা করেছি। এই পরিবারে চাকরী করবার জন্যই আমার জন্ম। আমি তাঁদের জন্যই এত দিন বেঁচে আছি। তাঁদের জন্যই আমি প্রাণ দেব। বাড়ী ছেড়ে যাবেন না। তা হ'লে সবই ভাল হবে!"

"শোন, মূর্খ, শোন! আমার জীবনে সুখ কোন দিন আসবে না। যত শীঘ্র আমার মৃত্যু হয়, সেই সময়টাই আমার পক্ষে সুখের!"

বলপূর্ব্বক আপনাকে বিশ্লিষ্ট করিয়া লইয়া তিনি অশ্বপৃষ্ঠে চাপিয়া বসিলেন। তোরণ পর্য্যন্ত গিয়া তিনি তখনই আবার ফিরিয়া আসিলেন। ক্যালেব ছুটিয়া আসিতেই তিনি একটা ভারী মুদ্রাধার তাহার দিকে নিক্ষেপ করিলেন।

রসলেশহীন ভাবে হাসিয়া তিনি বলিলেন, "ক্যালেব, তোমাকে আমার অছি নিযুক্ত ক'রে গেলাম।" পরমুহূর্ত্তে তিনি পাহাড় হইতে অবতরণ করিতে লাগিলেন।

স্বর্ণমুদ্রার থলি সেখানেই পড়িয়া রহিল। ক্যালেব তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া দেখিতে লাগিল, মনিব কোন্ দিকে যাইতেছেন। সে দেখিল, দ্রুতগতিতে তাহার মনিব সমুদ্রের দিকের পথ ধরিয়াছেন। ক্যালেব পূর্ব্বে যে ভবিষ্যৎবাণীর কথা বলিয়াছিল, সেই কেল্‌পিব চোরাবালি সমুদ্রের তীর ও পাহাড়ের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত। সে দেখিল তাহার প্রভু সেই সাংঘাতিক স্থানে পৌঁছিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে উহা অতিক্রম করিতে সে দেখিল না।

প্রতিশোধ-স্পৃহায় অধীর হইয়া কর্ণেল অ্যাস্টন নির্দ্দিষ্ট স্থানে পদচারণা করিতেছিলেন। সূর্য্যো-দয়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেখিতে পাইলেন, এক জন অশ্বারোহী পাহাড় হইতে তীরবেগে নামিয়া আসি-তেছে। অকস্মাৎ অশ্বারোহী ও অশ্ব তাঁহার দৃষ্টিপথ হইতে শূন্যে মিলাইয়া গেল। চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া তিনি আবার চাহিলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাওয়া গেল না। অশ্ব ও অশ্বারোহীর কোন চিহ্নই দেখা গেল না। ব্যালডারষ্টোনও অপরদিক হইতে আসিতেছিল। কর্ণেলও তাহার দিকে অগ্রসর হই-লেন। অশ্বারোহী তাড়াতাড়ি আসিবার উৎকণ্ঠা বশতঃ চোরাবালির স্থানটা এড়াইতে পারেন নাই। তাঁহার টুপী-সংলগ্ন একটা কৃষ্ণবর্ণের পক্ষীর পালক

শুধু বালুকারাশির উপর পড়িয়াছিল। উহা তরঙ্গাঘাতে ক্যালেবের পদতলে নিক্ষিপ্ত হইল।

বৃদ্ধ উহা তুলিয়া লইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া নিজের বক্ষোদেশে রক্ষা করিল।

উলফস্ক্রাগের অধিবাসীরা ভয় পাইয়া সেখানে সমবেত হইল। বহু অনুসন্ধান চলিল, কিন্তু চোরাবালি তাহার শিকার কক্ষচ্যুত করিল না।

আমাদের গল্প শেষ হইয়া আসিয়াছে। মার্কুইস পরদিবস আসিয়া নানা উপায়ে মৃতদেহ আবিষ্কারের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুই হইল না। অবশেষে রাষ্ট্রনীতির গোলমালে তিনি তাঁহার আত্মীয়ের কথা বিস্মৃত হইয়া গেলেন।

ক্যালেব তাহার মনিবের কথা ভুলিল না। সে সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মনিবের দুর্গে ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইত। সে তাহার শয্যায় শয়ন করিত, কিন্তু নিদ্রার আরাম একদিনও ভোগ করে নাই। পশুর মধ্যে এমন বিশ্বস্ততা দেখা যায় বটে, কিন্তু মানবজাতির মধ্যে এরূপ দৃষ্ট অত্যন্ত বিরল।

র‍্যাভেনস্‌উডের পর অ্যাসটন-পরিবার বেশী দিন বাঁচে নাই। সার উইলিয়ম তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের অন্যত্র যুদ্ধে মৃত্যুর পর কিছুদিন বাঁচিয়াছিলেন। হেনরী কুমার অবস্থায় মারা যায়। লেডী অ্যাসটন অত্যন্ত বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত বাঁচিয়াছিলেন। কিন্তু বাহিরে তিনি নিজের শোক কখনও প্রকাশ করিতেন না। মৃত্যুর পর সমাধিক্ষেত্রে মর্ম্মর-প্রস্তরে ক্ষোদিত তাঁহার নাম দেখা যাইত। কিন্তু তিনি যাহাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন, তাহারা জগতে অপরিজ্ঞাত হইয়াই রহিয়া গেল।

সমাপ্ত

"এ লিজেণ্ড অব মনট্রোজ"

(মনট্রোজের কাহিনী)

প্রথম পর্ব

Such as do build their faith upon
The holy text of pike and gun,
Decide all controversies by
Infalliable artillery,
And prove their doctrine orthodox,
By apostolic blows and knocks.

Butler.

সপ্তদশ শতাব্দীতে বৃটেনে যে দীর্ঘকালব্যাপী শোণিতলিপ্ত গৃহযুদ্ধ বাধিয়াছিল, সেই সময়ে আমাদের এই আখ্যায়িকার সূত্রপাত। এই সাংঘাতিক, আত্মবিনাশী ধ্বংসলীলা হইতে স্কটল্যাণ্ড তখনও পর্য্যন্ত মুক্ত ছিল। তবে অধিবাসীদিগের রাষ্ট্রনীতিক মতভেদ বিশেষভাবে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকেই পার্লামেণ্ট ষ্টেটের শাসন পাশে আবদ্ধ থাকিয়া শ্রান্ত, ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এবং শাসনকর্ত্তৃপক্ষের স্বৈরাচারে বিরক্ত হইয়া পার্লামেণ্টের সাহায্যকল্পে বিরাট সেনাদল প্রেরণ করিয়াছিল। তাঁহারা সংকল্প করিয়াছিলেন যে, প্রথম সুযোগ পাইবামাত্র তাঁহারা রাজার পক্ষে দাঁড়াইয়া এমন অবস্থার সৃষ্টি করিবেন যে, জেনারেল লেসলীর সেনাদল ইংলণ্ড হইতে অপসৃত হইবে। এই সংকল্পের বশীভূত হইয়া উত্তরাঞ্চলের ওমরাহদল এবং হাইল্যাণ্ডের অনেক সম্ভ্রান্ত সর্দ্দার একযোগে কার্য্য করিতেছিলেন। রাজশক্তির সহিত সহযোগ করিলে তাঁহাদের স্বার্থসিদ্ধি হইবে ভাবিয়াই তাঁহারা সমবেত হইয়াছিলেন! প্রেসবিটারীয় ধর্ম্মমত তাঁহাদের চক্ষুশূল হইয়া উঠিয়াছিল। সে সময়ে সমাজে পূর্ণ সভ্যতা জাগে নাই—অনেকটা অর্দ্ধ-সভ্যতা তাঁহাদের মধ্যে ছিল। কাজেই এই যুগের অভিজাত সম্প্রদায় শান্তি অপেক্ষা যুদ্ধকেই বরণীয় বলিয়া মনে করিতেন।

এইরূপ কারণে দেশের মধ্যে সর্ব্বদাই গোলযোগ ও উত্তেজনার আতিশয্য ছিল। হাইল্যাণ্ডের লোকেরা, নিম্নভূমির লোকদের উপর ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে প্রায়ই অভিযান করিত। এ জন্য সামরিক প্রণালীতে সেনা-সমাবেশের একটা ব্যবস্থাও ক্রমশঃ প্রচণ্ডভাবে বর্দ্ধিত হইতেছিল।

এরূপ অভিযানে যে বিপদের আশঙ্কা ছিল না, এমন কথা কর্ত্তাদেরও অগোচর ছিল না। সুতরাং বিপদ উপস্থিত হইলে তাহা কি ভাবে দূর করিতে হইবে, তাঁহারা তাহা ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিয়া প্রস্তুতও হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মনে এইটুকু সন্তোষ ছিল যে, কোনও দলপতি বা নামজাদা কোন ব্যক্তির নাম তাঁহারা জানিতে পারেন নাই—সুতরাং রাজকীয় পক্ষভুক্তদিগের সেনাদল কাহারও বিরুদ্ধে গঠিত হয় নাই। যাহারা দল বাঁধিয়া লুণ্ঠন করিত, তাহারা রাজনীতিক উদ্দেশ্য-সিদ্ধি অপেক্ষা লুণ্ঠন-প্রবৃত্তিরই সমধিক পরিচয় দিত। কাজেই তাহাদের দমনের জন্য কোনও সেনাদলকে দ্রুত প্রেরণের প্রয়োজনীয়তাও তখন উপলব্ধ হয় নাই। সকলেরই মনে এই আশা ছিল যে, হাইল্যাণ্ডের বা পার্ব্বত্য অঞ্চলের সন্নিহিত নিম্নভূমিতে উপযুক্ত সেনাদল রাখিয়া দিলেই পার্ব্বত্য দুর্গাধিপগণকে দমনে রাখিতে পারা যাইবে। ও-দিকে আরল ম্যারেশ্চাল, সুপ্রসিদ্ধ ফর্ব্বেশ, লেসলি, আর্ভিন, গ্রাণ্টস্ বংশ এবং প্রেসবিটারীয় অন্যান্য সম্প্রদায়—উত্তরাঞ্চলের বহুতর ব্যারণ (ইঁহারা কভেনাণ্টের সমর্থক) সম্মিলিতভাবে কাজ করিলেও গিলভি, গ্রাণ্টস, বিঙ্কারডাইন্ প্রভৃতি শক্তিশালী দলকে প্রশমিত রাখিতে সমর্থ হইবে।

পশ্চিম হাইল্যাণ্ডে শাসক-সম্প্রদায়ের বহু শত্রু ছিল। কিন্তু এই সকল অসন্তুষ্ট দলের সঙ্ঘশক্তি ভগ্ন হইয়াছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করিয়াছিলেন। আর্গাইলের মার্ক্যুইসের প্রভাবে ঐ সকল দুর্গাধিপের উদ্যমও হ্রাস পাইয়াছিল। শেষ শান্তি-সংস্থাপনের সময় উক্ত মার্ক্যুইস রাজার নিকট হইতে অনেক সুবিধা আদায় করিয়া লইয়া আরও শক্তিমান হইয়া উঠিয়াছিলেন। আর্গাইল বিশেষ সাহসী ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার রাষ্ট্রনীতিক শক্তির আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত

প্রবল ছিল। নানা প্রকার কৌশল-উদ্ভাবনে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তিনি বিরুদ্ধবাদী, সংঘর্ষকামী পার্ব্বত্য দুর্গাধিপগণকে তেমন শাসনও করিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহার অনুবর্ত্তী যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা সংখ্যায় যেমন বেশী, শক্তিতেও তেমনই অপরাজেয় ছিলেন। তাঁহারাই দলপতিকে সকল বিষয়ে পরিচালিত করিতেন। ক্যাম্বেলরা প্রতিবেশী দুর্গাধিপগণকে যে ভাবে পরাজিত করিয়াছিলেন, তাহাতে সহজে কেহ আর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে, সে সম্ভাবনা ছিল না।

এইরূপে স্কটল্যাণ্ডের সমগ্র পশ্চিম ও দক্ষিণাংশ তাঁহাদের করতলগত হইয়া পড়িয়াছিল। এই অংশই সমগ্র রাজ্যের মধ্যে ঐশ্বর্য্যবিভবে শ্রেষ্ঠতম ছিল। ফাইফ শায়ার অঞ্চলটি তাঁহাদেরই একান্ত নিজস্ব হইয়াছিল। 'ফোর্থ' এবং 'টের' উত্তরাঞ্চলের যাবতীয় শক্তিশালী বন্ধু তাঁহাদের পক্ষেই ছিলেন। এইরূপে শক্তিশালী হইয়া "স্কটিশ কনভেনসন অব ষ্টেট্স্" ভাবিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের অবলম্বিত নীতির পরিবর্ত্তনের কোন প্রয়োজন হইলে, এবং যে ২০ হাজার সৈনিক ইংলিশ পার্লামেণ্টের বন্ধুগণের সাহায্যার্থ প্রেরিত হইয়াছে, তাহা দেশে ফিরাইয়া আনিবার প্রয়োজনও তাঁহারা অনুভব করেন নাই।

যে কারণে কনভেনসন অব ষ্টেট্স্ ইংলণ্ডের গৃহবিবাদের সময় এইরূপ সতর্কতা ও শক্তির কৌতূহল প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এখানে তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। রাজার নিকট হইতে তাঁহাদের নূতন কোন ক্ষতি হইবার আশঙ্কা ছিল না। রাজা চার্লস এবং স্কটল্যাণ্ডের প্রজাবর্গের সহিত যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহা সযত্নে রক্ষিত হইত। কিন্তু স্কটল্যাণ্ডের শাসকগণ ভালরূপই জানিতেন যে, ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টারী দলের সাহায্যে তাঁহারা রাজার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করাইয়া লইয়াছিলেন। অবশ্য রাজা চার্লস এই প্রাচীন রাজ্যের রাজধানীতে স্বয়ং দর্শন দিয়াছিলেন, ধর্ম্মমতের নূতন সংস্কারে অভিমতও প্রদান করিয়াছিলেন, বিরুদ্ধ দলের নেতৃগণকে খেতাবও বিতরণ করিয়াছিলেন, এ সবই সত্য; কিন্তু তাঁহাদের মনে এই সন্দেহ সদা জাগ্রত ছিল যে, সুযোগ আসিলেই রাজা ঐ সব অনিচ্ছা-প্রাপ্ত অধিকার আবার কাড়িয়া লইতেও পারেন। ইংরেজ পার্লামেণ্টের দুর্ব্বলতা তাঁহারা শঙ্কিতভাবেই লক্ষ্য করিতেছিলেন। তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, বিদ্রোহী ইংরেজদিগকে কাবু করিবার সুযোগ পাইলেই রাজা চার্লস স্কটদিগের উপর প্রতিশোধ লইতে দ্বিধা করিবেন না। যাহারা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে, তাহাদিগকে শাস্তি না দিয়া তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইবেন না। এই কারণেই তাঁহারা ইংলণ্ডে একটা বিপুল বাহিনী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ইংলিশ পার্লামেণ্টের বন্ধুগণের সাহায্যার্থ ঐ সেনাদল পাঠাইবার সময় একটি ঘোষণালিপিতে তাঁহারা সে কথাও জানাইয়া দিয়াছিলেন। ইংলিশ পার্লামেণ্টের সভ্যগণ তাঁহাদের বন্ধুজনই ছিলেন, ভবিষ্যতেও তাঁহারা সে বন্ধুত্ব রক্ষা করিবেন। রাজা চার্লস অবশ্য কনভেনসন অব ষ্টেটসের অভিলাষানুযায়ী তাঁহাদের ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠার অধিকার দিলেও, রাজার ঘোষণালিপিতে সে কথার উল্লেখ ছিল না। সুতরাং রাজার অঙ্গীকার ও কার্য্যাবলীতে অসামঞ্জস্যই প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহাদের ঘোষণালিপিতে ছিল, "বিবেকের তুলনায় ভগবানই আমাদের কাছে শ্রেষ্ঠ। উভয় জাতির মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য, রাজার সম্মান-রক্ষার জন্য আমরা ভগবানের বিভূতিই প্রধান লক্ষ্যীভূত ব্যাপার বলিয়া মনে করি। আমাদের সাধু উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য আমরা সকল প্রকার উপায় ব্যর্থ দেখিয়া অবশেষে ইংলণ্ডে এক দল সেনা পাঠাইয়াছি। ইহা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।"

সর্ত্তকারীদিগের মধ্যে এক দল, পবিত্র সন্ধিসর্ত্ত লঙ্ঘনের জন্য সন্দেহকেই পর্য্যাপ্ত হেতু বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল কি না, সে বিষয়ের ভার আমরা তত্ত্বজ্ঞের উপর নির্ভর করিলাম। তবে এ ক্ষেত্রে দুইটি ঘটনার উল্লেখ প্রাসঙ্গিক বলিয়া মনে করি। রাজার বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে স্কটল্যাণ্ডের শাসকগণ ও স্কটজাতি কোনও সন্দেহ পোষণ করিত কি না, তাহার বিচার ইহা হইতেই করা যাইতে পারিবে।

প্রথম ঘটনাটি এইরূপ—তাঁহাদের সেনাদলের প্রকৃতি ও অবস্থা। সেনাদলের পুরোভাগে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা সম্ভ্রান্তবংশীয়, কিন্তু দরিদ্র। তাঁহাদের পরিচালনাধীন স্কটিশ সেনাদল বেতনভুক্ত ব্যতীত অন্য কিছু নহে। জার্ম্মাণ-যুদ্ধে জার্ম্মাণীর পক্ষে যুদ্ধ করিয়া তাহাদের রাষ্ট্রনৈতিক মর্য্যাদাবোধ বা অভিমত কিছুই ছিল না। এমন কি, দেশাত্মবোধ পর্য্যন্ত তাহারা বিসর্জ্জন দিয়াছিল। তাহারা বুঝিত, যে বেতন দেয়, তাহার প্রতি বিশ্বাসভাজন থাকিতে হইবে। কে অর্থ দিতেছে, কেন রাজার বেতনভুক্ত তাহারা, সে কথা তাহারা ভাবিতে ভুলিয়া গিয়াছিল।

সুতরাং বিরোধ-ব্যাপারে ন্যায় অন্যায়ের কোনও ধার তাহারা ধারিত না, অথবা সে ব্যাপারে তাহাদের নিজেদের কোন সংস্রব থাকিতে পারে, সে বিচারও তাহারা করিত না। এইরূপ বেতনভুক্ত সেনাদল এবং তাহাদের লুব্ধ নায়কগণ সর্ব্বদাই লাভের জন্য উন্মুখ হইয়া থাকিত। ইংলণ্ডে তাহারা বিনা ভাড়ায় বাসভবন, আহার্য্য এবং বেতন পাইত। তাহার উপর প্রতিদিন ১২ হাজারেরও অধিক টাকা পাইবার লোভে তাহাদের নীতিজ্ঞান বলিয়া আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না।

ইংলণ্ডের ঐশ্বর্য্য যেমন এই সেনাদলকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল, জাতির মনেও সেইরূপ একটা প্রবল উত্তেজনা জাগিয়াছিল। উভয় প্রকার ধর্ম্মমতের সম্বন্ধে এত অধিক বক্তৃতা ও রচনা বাহির হইয়াছিল যে, জনসাধারণের মন তাহাতে পূর্ণমাত্রায় প্রভাবিত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রিলাটিষ্ট এবং প্রেস্‌বিটারীয়গণের মধ্যে যাহারা অত্যন্ত গোঁড়া, তাহারা পোপের মতের অনুসারীদিগের মতই সঙ্কীর্ণচেতা হইয়া পড়িয়াছিল। নিজ নিজ ধর্ম্মমতের সাহায্যে আত্মার মুক্তি যদি হয় হউক, নচেৎ অন্য ধর্ম্মমতে মুক্তির সম্ভাবনা নাই, এইরূপ অন্ধবিশ্বাসে তাহারা মোরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল। উভয় দলেরই এই কথা—ভগবান্ তাহাদেরই হাতে মুক্তির সনদ পাঠাইয়া দিয়াছেন। প্রেস-বিটারীয়রা ইংলিশ পার্লামেণ্টে দলে ভারী হইয়া রাজার বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করিতেছিল। ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দল তখন অপেক্ষাকৃত ধনবান শক্তিশালী দলের আশ্রয়েই অবস্থান করিতেছিল। উহারা পরিণামে ক্রমওয়েলের পতাকাতলে সমবেত হইয়া অস্ত্রসাহায্যে স্কটল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডের প্রেস্‌বিটারীয় আদর্শকে ভূলুণ্ঠিত করিয়া দিয়াছিল।

কিন্তু সে সকল ঘটনা তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত ছিল। বর্ত্তমানে স্কটিশ পার্লামেণ্ট ইংলণ্ডের ন্যায়-পরায়ণতা, বুদ্ধিবিবেচনা এবং সততার উপর নির্ভর করিয়া উহার সহিত সহযোগিতা করিয়াছিল। সামরিক ব্যবহারে তাহাদের উদ্দেশ্যমত ফল ফলিতেছিল। ফেয়ারফ্যাক্স্ ও ম্যাঞ্চেষ্টারের সেনাদলের সহিত স্কটিশ সেনাদলের সম্মেলন-ঘটায়, পার্লামেণ্টারী দল ইয়র্ক অবরোধে সমর্থ হইয়াছিল। সে যুদ্ধে প্রিন্স রুপার্ট এবং নিউকাসলের মার্কুইসের সেনাদল পরাভূত হয়। ডেভিড লেসলি অশ্বারোহী সেনাদল সহ বিপুল-বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিল। ক্রমওয়েলের সেনাদলও অপূর্ব্ব বিক্রম দেখাইয়াছিল। ইহারই ফলে সে দিন যুদ্ধজয় হয়। কিন্তু প্রিন্স রুপার্টের প্রবল আক্রমণে লরেনের বৃদ্ধ আরল্ পরাভূত হইয়া ত্রিশ মাইল দূরে পলায়ন করেন। তিনি যখন স্কটল্যাণ্ডের দিকে পূর্ণ বেগে পলায়ন করিতেছিলেন, সেই সময় সংবাদ পান যে, তাঁহাদের পক্ষ সে দিন জয়লাভ করিয়াছে।

ইংলণ্ডে প্রেস্‌বিটারীয় প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় এই বেতনভুক্ত সেনাদল অনুপস্থিত থাকায়, স্কটল্যাণ্ডের "কন্‌ভেনশন অব ষ্টেট্‌স্"এর শক্তি অনেকটা হ্রাস পাইয়াছিল। তাহারই ফলে তাঁহাদের বিরুদ্ধ-দলের আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

His mother could for him as cradle set
Her husband's rusty iron corselet;
Whose jangling sound could hush
her babe to rest,
That never plain'd of his uneasy nest
Then did he dream of dreary
wars at hand,
And woke, and fought,
and won, ere he could stand.
Hall's Satires"

আমরা যে অব্যবস্থিত ও উৎকণ্ঠাপূর্ণ অবস্থার কথা বর্ণনা করিয়াছি, সেই সময়ে, একদা গ্রীষ্মের অপরাহ্ণে, এক জন সম্ভ্রান্ত যুবক, সশস্ত্রভাবে সুশিক্ষিত অশ্বে আরোহণ করিয়া পার্ব্বত্য পথে চলিতেছিলেন। তাঁহার পশ্চাতে দুই জন পরিচারকও সশস্ত্রভাবে অশ্বারোহণে আগমন করিতেছিল। একটা হ্রদের তীর-ভূমি দিয়া এই তিন জন অশ্বারোহী ধীরে ধীরে চলিতেছিল পশ্চিম দিক্‌চক্রবালের সূর্য্যকিরণ, হ্রদের জলরাশিকে অনুরঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছিল। অতি কষ্টে অশ্বারোহীরা অসমতল পথে চলিতেছিল। হ্রদের উত্তরদিকে পাহাড়, কিন্তু দুরারোহ নহে। পাহাড় অরণ্যে সমাবৃত। প্রকৃতির অনবদ্য শোভা পথিকের মন হরণ করিবার উপযোগী হইলেও দেশের সঙ্কট-সঙ্কুল অবস্থায় অশ্বারোহীরা সে মাধুর্য্য উপভোগ করিবার মত মানসিক অবস্থায় ছিলেন না।

দলের যিনি প্রভু, তিনি মাঝে মাঝে অনুচরের সহিত কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। সম্ভবতঃ বর্ত্তমান রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপার লইয়াই প্রথম

অশ্বারোহী অনুচর-যুগলের সহিত আলোচনা করিতেছিলেন।

হ্রদের অর্দ্ধ-পথ অতিক্রম করিবার পর পুরোবর্ত্তী অশ্বারোহী সঙ্গীদিগকে একটি স্থান অঙ্গুলির সাহায্যে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন যে, তাঁহারা যে দিকে যাইবেন, উত্তরদিকে সেই পথটি দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। তাঁহারা হ্রদের তীর ত্যাগ করিয়া দক্ষিণদিকের একটি খাদের উপর উঠিতে লাগিলেন। এমন সময়ে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, তটভূমি হইতে এক জন অশ্বারোহী তাঁহাদের দিকেই আসিতেছে। সূর্য্যালোক তাহার শিরোভূষণে ঝলমল করিয়া উঠায়, তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, লোকটি অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। সুতরাং লোকটির আগমনের উদ্দেশ্য না জানিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া তাঁহারা সঙ্গত মনে করিলেন না। যুবক ভদ্রলোক বলিলেন, "লোকটা কে, তা আমাদের জানা দরকার। ও কোথায় যাবে, সেটাও জেনে নিতে হবে।" যুবক অশ্বদেহে পদাঘাত করিয়া লোকটির দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার অনুচরযুগলও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল। পথ যেখানে দ্বিধা-বিভক্ত হইয়াছে, সেই খানে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা লোকটির প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

নবাগত অশ্বারোহী তাঁহাদিগকে তাহার দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতে দেখিয়া অশ্বের গতিবেগ সংযত করিয়া চলিতে লাগিল। উভয় পক্ষই তখন পরস্পরকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিবার সুযোগ পাইল। নবাগত ব্যক্তি শক্তিশালী অশ্বপৃষ্ঠে সমারূঢ় ছিল। তাহার মাথার শিরোভূষণ ধাতুনির্ম্মিত, তাহাতে পালক সন্নিবিষ্ট ছিল। অশ্বপৃষ্ঠে জিনের সম্মুখে পিস্তল ঝুলিতেছিল—পিস্তলগুলি আকারে বৃহৎ। কটিবন্ধে তরবারি ও ছোরা, পৃষ্ঠদেশে বন্দুক ও গুলীভরা বন্ধনী। লোকটি যে সশস্ত্র বীরপুরুষ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

লোকটি বেশ বলিষ্ঠ এবং মধ্যমাকৃতিবিশিষ্ট। বয়স চল্লিশ বা তদূর্দ্ধ হইতে পারে। নবাগত লোকটি ৩০ গজ দূরে ঘোড়া থামাইল। ঘোড়ার রেকাবে ভর দিয়া সোজাভাবে বসিয়া সে অপর পক্ষকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। উদ্দেশ্য কি, বুঝিতে না পারিয়া নবাগত উহা বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং পৃষ্ঠবিলম্বিত বন্দুকটি দক্ষিণহস্তে গ্রহণ করিল।

এক মিনিট ধরিয়া নীরবে পর্য্যবেক্ষণের পর যুবক প্রশ্ন করিলেন, "কোন্ দলের লোক?"

নবাগত সৈনিক বলিল, "আপনারা দলে পুরু, সুতরাং আগে আপনারাই বলুন, আপনারা কোন্ পক্ষের লোক?"

প্রথম বক্তা বলিলেন, "আমরা ভগবানের ও রাজা চার্লসের সেবক। এখন আপনার পরিচয় দিন।"

নবাগত অশ্বারোহী বলিল, "আমি ভগবান এবং আমার পতাকার তাঁবেদার।"

এ পক্ষের নেতা বলিলেন, "কোন্ পতাকার ভক্ত—ক্যাভালিয়ার না রাউণ্ডহেড, রাজা না কনভেনশন?"

সৈনিক পুরুষ বলিল, "মিথ্যা পরিচয় দিতে আমি রাজি নই। আমি কোন্ দল অবলম্বন করব, তা এখনো ঠিক করতে পারিনি।"

প্রথম যুবক বলিলেন, "আমি ভেবেছিলাম, যখন রাজানুগত্য এবং ধর্ম্মমত বিপন্ন, তখন কোন ভদ্রলোক বা মানী লোক কোন্ দলে যাবেন, তা স্থির না করেই থাকতে পারেন না।"

সৈনিক পুরুষ বলিল, "সত্য কথা বলতে কি, মশাই, আপনি যদি আমার সম্মান বা ভদ্রবংশে জন্ম সম্বন্ধে কোন প্রকার ইঙ্গিত করেন, তা হলে, আপনারা ৩ জন হলেও আমি আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। কিন্তু আপনি যদি যুক্তিতর্কের দিক দিয়ে কথাটা ব'লে থাকেন—তা হ'লে আমি এই বলতে পারি যে, কোন পক্ষ আমি এ পর্য্যন্ত অবলম্বন করিনি, তার প্রধান কারণ, ভেবে চিন্তে না দেখে কোন পক্ষে যোগ দেওয়া সঙ্গত নয় বলেই আপাততঃ স্থির ক'রে রেখেছি। আমি এ যাবৎ গষ্টেভস্—যিনি উত্তরদিকের সিংহ ব'লে বিখ্যাত, তাঁর অধীনে যুদ্ধ করেছি; লুধাবেন, ক্যালভিনিষ্ট, প্যাপিষ্ট এবং আর্ম্মিনিয়ান্ প্রভৃতি বীর নেতাদের অধীনেও সংগ্রাম করেছি।"

যুবক অশ্বারোহী অনুচরদিগের সহিত নিম্ন স্বরে কয়েকটি কথার আলোচনা করিয়া বলিলেন, "এমন চিত্তাকর্ষক ব্যাপারে আপনার সঙ্গে গোটা-কয়েক কথা আলোচনা করতে চাই। আমি যে পক্ষভুক্ত, আপনাকে সে দলে টেনে আনতে পারলে খুসী হব। এখান থেকে তিন মাইল দূরে আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে আজ যাচ্ছি। আপনি যদি আমার সঙ্গে আসেন, রাত্রে থাকবার ভাল জায়গা পাবেন। সকালবেলা যদি আমাদের দলে যোগ দিবার ইচ্ছে না থাকে, আপনি যেখানে খুসী চ'লে যেতে পারবেন।"

সৈনিক পুরুষ বলিল, "যিনি আমাকে আশ্বাস দিচ্ছেন, তাঁর পরিচয় ত জানা দরকার। না বুঝে কাজ করলে শেষে বিপদে পড়তে হতে পারে ত!"

যুবাপুরুষ বলিলেন, "লোকে আমাকে আর্ল-মেন্‌টিথ্ ব'লে ডেকে থাকে। আমার কথা আপনার বিশ্বাস হবে ত?"

সৈনিক পুরুষ বলিল, "আপনার কথায় আমার খুব বিশ্বাস হবে।" সঙ্গে সঙ্গে সে বন্দুকটা পৃষ্ঠদেশে ঝুলাইয়া রাখিয়া তাঁহাদের দিকে অগ্রসর হইল। তার পর সামরিক-প্রথায় যুবককে অভিবাদন করিয়া বলিল, "আমি এ কথা জানাতে পারি—আপনি বিশ্বাস করুন—হুজুরের আমি সঙ্গী হব। বিপদে সম্পদে সব সময় আপনার পাশে পাশে থাকব। যে রকম দুর্দ্দিন পড়েছে, তাতে চুপচাপ ব'সে থাকা ঠিক নয়। তা ছাড়া মন্ময়-প্রাসাদে থাকার চেয়ে যোদ্ধবেশে থাকা আরো নিরাপদ।"

আর্ল মেন্‌টিথ্ বলিলেন, "আপনার চেহারা দেখে মনে হ'চ্ছে, আপনার রক্ষণশীল থাকা বিশেষ লাভজনক। আমি আপনাকে বন্ধুর আশ্রয়ে নিয়ে যাব, সে সম্বন্ধে কোন দুর্ভাবনা করবেন না।"

সৈনিক পুরুষ বলিল, "নিরাপদ আশ্রয় অবশ্যই প্রার্থনীয়। তবে তার চেয়ে ভাল বেতন এবং লাভের আশা যেখানে,সেখানে থাকা আরও বাঞ্ছনীয়। লর্ড মহোদয়, আপনি আমার ও আমার ঘোড়ার জন্য আজ রাত্রে আশ্রয়স্থান দিতে চাচ্ছেন, এজন্য আমি কৃতজ্ঞ।"

আর্ল মেন্‌টিথ্ বলিলেন, "আপনার পরিচয়টা জানতে পারি কি?"

সৈনিক বলিল, "নিশ্চয় জানবেন। আমার নাম ডুগাল্ড ডাল্‌গেটি—রিটমাষ্টার, ডুগাল্ড ডালগেটি। ড্রমথ্‌ওয়াকেটএ আমার বাড়ী। আমার নাম হয় ত 'গ্রালো বেলজিকুম' 'সুইডিস্ ইন্‌টেলিজেন্সার,' বা 'লিপ্‌জিক ফ্রিন্‌জেন্‌ডেন্ মারকুয়েরার'এ দেখে থাকতে পারেন। আমার বাবা বিশেষ কিছু রেখে যেতে পারেন নি। যা কিছু ছিল, তার সাহায্যে ১৮ বছর বয়স পর্য্যন্ত আমি এবাডিন ম্যারেশচাল কলেজে পড়েছিলুম। তার পর আমার বলিষ্ঠ বাহু ও পদের সাহায্যে জার্ম্মাণযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলুম। বুড়ো সার লুডোভিক্ লেসলির অধীনে প্রথমতঃ সামান্য সৈনিকের কাজ করি।"

আর্ল মেনটিথ্ বলিলেন, "আপনি যুদ্ধ করেছেন ত?"

"নিশ্চয়, কিন্তু নিজের মুখে নিজের বীরত্বের কথা বলা ভাল দেখায় না। তবে ফ্রান্‌কফোর্ট, স্পায়্‌হিম, নুরেম্‌বার্গ প্রভৃতি রণক্ষেত্রে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল।"

"আপনার বীরত্ব দেখিয়ে পরে নিশ্চয় পদোন্নতি হয়েছিল?"

"হয়েছিল বৈ কি, তবে খুব ধীরে ধীরে। প্রথম ছয় বছর আমি সাধারণ সৈনিকই ছিলুম। তার পর ৩ বছর বল্লমধারী সেনাদলে উন্নীত হই। তার পর অশ্বারোহী দলে প্রবেশ ক'রে লেফ্‌টেনাণ্টের পদ পাই। গষ্টেভস্ সিংহের অধীনে যুদ্ধ করবার সময় আমি রিট মাষ্টার পদে উন্নীত হই।"

আর্ল মেনটিথ্ বলিলেন, "ক্যাপ্টেন ডেল্‌গেটি, রিট মাষ্টার মানে লেফ্‌টেন্যাণ্ট ত?"

"আজ্ঞে, ঠিক তাই।"

আর্ল বলিলেন, "আপনি ইচ্ছা ক'রে গ্রেজ গষ্টেভসের কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন কি?"

"হাঁ, তিনি মারা যাবার পর, আর তাঁর দলে থাকা সঙ্গত মনে করলাম না। আর, অশ্বারোহী যোদ্ধার পক্ষে পেটে না খেয়ে থাকাও সম্ভবপর নয়। আমাদের মাহিনা বেশী ছিল না। মাসে মাত্র ৬০ ডলার। গষ্টেভস্ কিন্তু তার তিনভাগের একভাগ মাত্র ঋণ হিসেবে দিতেন। আমি যুদ্ধের সময় দেখেছি, সেনাদল টাকা না পাওয়ায় বিদ্রোহী হয়েছে।"

লর্ড মেন্‌টিথ্ বলিলেন, "আচ্ছা,আপনাদের বাকি বেতন কি তার পর দেওয়া হ'ত না?"

ডালগেটি বলিল, "এক পাইও আর কেউ পায় নি। অপরাজেয় গষ্টেভসের কাছে আমি যত দিন চাকরী করেছি, আমার প্রাপ্যের ২০ ডলারও আমি পাইনি। তবে নগরজয়ের পর কোন নগর-লুণ্ঠনকালে মাসে মাসে কিছু লাভ হয়েছে।"

লর্ড মেনটিথ্ বলিলেন, "ভারী আশ্চর্য্য কথা যে, এতদিন সুহৃদ্‌দের কাজ করবার পর আপনাকে সে সংস্রব ত্যাগ করতে হয়েছে।"

"আমার ইচ্ছে ছিল না। যুদ্ধে বীর গষ্টেভস্ যে রকম জয়লাভ করতেন, তাতে খুব উৎসাহ পেতাম। কিন্তু লুজেনের যুদ্ধে তিনটি গুলীর আঘাতে তিনি ঘায়েল হলেন। তখন টাকাকড়িও আর পেতাম না। শেষে ওয়ালেনসটিনের সঙ্গে ওয়ালটার বাটলারের আইরীশ সেনাদলে যোগ দিলাম।"

লর্ড কৌতূহলভরে প্রশ্ন করিলেন, "নতুন মনিবের কাছে গিয়ে আপনার কেমন লাগল?"

ক্যাপ্টেন বলিল, "অমনি একরকম। গষ্টেভস যেরকম ভাবে টাকা দিতেন, সম্রাট যে তার চেয়ে

ভাল ভাবে টাকা দিতেন, তা নয়। টাকার জন্য অনেক অসুবিধা হোত। বাধ্য হয়ে পুরোনো পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের সাহায্য নিতে হত। তবে রাজকীয় সেনাদলে থাকায়, ভেতরে ভেতরে আমরা কোথায় কি করতাম, না করতাম, তার খোঁজ কেউ রাখত না। এটাই ছিল সুবিধার বিষয়! অভিজ্ঞ যোদ্ধার পক্ষে এই একটা সুবিধা ছিল যে, সম্রাটের কাছে বেতন না পেলেও অন্য রকমে তাদের পুষিয়ে যেত।"

লর্ড প্রশ্ন করিলেন, "সুদে আসলে সব আদায় হয়ে যেত নিশ্চয়।"

ডালগেটি প্রশান্তভাবে বলিল, "আজ্ঞে, তা যেত, হুজুর। কোন সৈনিক পুরুষের জবাবদিহী করাটা ভারী লজ্জার বিষয়—সেটা আমাদের করতে হত না।"

লর্ড মেন্‌টিথ বলিলেন, "আচ্ছা, মশাই বলুন ত, এমন লাভের চাকরী আপনি ছেড়ে দিলেন কেন?"

সৈনিক পুরুষ বলিল, "ও কুইলিগ্যান নামে এক জন আইরিশ আমাদের সেনাদলের মেজর ছিল। আমাদের কোন্ জাত বড়, এই নিয়ে তার সঙ্গে বচসা হয়। সে আমাকে আঘাত করে। তার ফলে আমরা দুজনে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করি। ওয়ালটার বাট্‌লার আমাদের সেনাপতি। তিনি নিজের স্বজাতি দেখে তার প্রতি লঘু দণ্ড আর আমার প্রতি কঠোর দণ্ড দেন। সেটা আমি হজম করতে পারলাম না। কাযেই স্পানিয়ার্ডদের অধীনে কাজ নিলুম।"

লর্ড মেন্‌টিথ্ বলিলেন, "এ পরিবর্ত্তনে আপনার সুবিধা হয়েছিল বোধ হয়?"

রিটমাষ্টার বলিল, "সত্য বল্‌তে কি, আমার অভিযোগ করবার কিছু ছিল না। মাইনে ঠিক মতই পাওয়া যেত। থাকবার জায়গাও ভাল পেয়েছিলাম। আহার্য্যও ভাল ছিল। বিশেষ কোন কাজও করতে হত না। আমরা যে যার খুসী মত কাজ করতাম।"

লর্ড মেন্‌টিথ প্রশ্ন করিলেন, "এমন সুবিধার কাজ আপনি ছাড়লেন কেন?"

ক্যাপ্টেন ডেলগেটি বলিল, "এই স্পানিয়ার্ডরা ভারী অহঙ্কারী। বিদেশী সাহসী সামরিক কর্ম্মচারীদের তারা পছন্দ করত না। তা ছাড়া, ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার মনে একটা কাঁটা খচ খচ ক'রে বিঁধতো।"

লর্ড বলিলেন, "ক্যাপ্টেন ডেলগেটি, আপনার মত এক জন প্রবীণ সৈনিক, যিনি বারবার চাকরী বদল করেছেন, তাঁর ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন বাদ-বিচার থাক্‌তে পারে, তা আমি ভেবে দেখিনি।"

ক্যাপ্টেন ডেলগেটি বলিল, "আমারও ও সব বালাই নেই। যে সেনাদলে কাজ করি, তার ধর্ম্মযাজক আমার ধর্ম্মের ব্যবস্থা করবেন, এটাই ছিল আমার ধারণা। আমি শুধু বুঝতুম আমার মাইনে আর বৃত্তি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু স্বতন্ত্র গোছের। এ সেনাদলে আমায় উপদেশ দিতে পারে, এমন ধর্ম্মযাজক কেউ ছিলেন না। আমি প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ব'লে সবাই আমাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। অথচ নানাযুদ্ধে আমি বিজয়-মাল্য লাভ করেছি। তারা ভাবত যে, আমি সেনাদলের সঙ্গে গিয়ে উপাসনা করব। কিন্তু ভেবে দেখুন, আমি স্কটল্যাণ্ডের লোক, এবার্ডিন কলেজে পড়েছি, সে রকম উপাসনা আমার কাছে পোপের ধর্ম্মমতের গোঁড়ামি ব'লে মনে লেগেছিল। পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দিতে আমার মন চায় নি। আমি এ বিষয়ে আমার দেশের ফাদার ফ্যাটিসাইডের কাছে উপদেশ—"

লর্ড মেনটিথ বাধা দিয়া বলিলেন, "এই ধর্ম্মযাজকের কাছ থেকে আপনি পরিষ্কার উপদেশ পেয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ, তা পেয়েছিলুম—জলের মত সোজা ক'রে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। ফাদার ফ্যাটিসাইড বলছিলেন যে, আমার মত লোকের উপাসনায় যাওয়াও যা, না যাওয়াও তাই। এই রকম উপদেশ পেয়ে, হতাশ হয়ে আমি এক জন ডচ ধর্ম্মযাজককে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বল্লেন যে, আইনতঃ আমার উপাসনায় যোগ দেওয়া উচিত। কারণ, রাজা নিজেই নতজানু হয়ে উপাসনা করেন। এ উত্তর কিন্তু সন্তোষজনক বোধ হল না। আমার বিবেক তাতে সায় দিল না।"

"তাই বুঝি আবার চাকরী ছেড়ে দিলেন?"

"তাই, হুজুর। দুই একটা ছোটখাট শক্তির অধীনে কাজ করবার পর হল্যাণ্ডের আশ্রয় নিলুম।"

"সেখানে আপনার মন টিকেছিল ত?"

সৈনিক বলিল, "ওদের মাইনা দেবার রীতিটা চমৎকার। ধার দেওয়া নেই, নেওয়া নেই। বাকী-বকেয়া নেই—সব টাকা চুকিয়ে দেবার ব্যবস্থা আছে। থাকবার জায়গাও চমৎকার। ভাতার ব্যবস্থাও ভাল। কিন্তু ওদের একটা সামান্য চাষাও যদি কোন সৈনিকের বিরুদ্ধে নালিশ করে—মাথা ভেঙ্গে দিয়েছে, বা কোনও মদের দোকানের টিন ফাটিয়ে ফেলা হয়েছে, অমনি সম্ভ্রান্ত সৈনিককেও আদালতে টেনে নিয়ে যাবে—সামরিক বিচারালয়ে নয়, এক জন গ্রাম্য বিচারকের কাছে। সেখানে কয়েদ-ঘরে সৈনিককে আটক থাক্‌তে হবে, হাতে

পায়ে, দড়ি বাঁধা হবে—এই রকম ব্যাপার। আমার সে ভাল লাগল না। কাজেই কাজে ইস্তফা দিয়ে স'রে পড়লাম। তখন শুন্‌লাম, দেশে কাজের সম্ভাবনা আছে। জন্মভূমির জন্য প্রাণ কেঁদে উঠ্‌লো। ভিখিরীর মত এখানে এসেছি। দেশের লোককে আমার অভিজ্ঞতার পরিচয় দেব ব'লে। হুজুর, এখন আমার জীবনের সব কাহিনী মোটামুটি জানলেন। তবে বিদেশে আমি কি রকম কাজ করেছিলুম, তার পরিচয় জান্‌তে পারলেন না। সেটা আমার নিজের মুখে বলা ভাল দেখাবে না।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

For pleas of right let statesmen
vex their head,
Battle's my business, and
my guerdon bread ;
And, with the sworded switzer,
I can say,
The best of causes is the
best of pay.
Doune.

পথ ক্রমেই বন্ধুর ও সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল এ জন্য আলোচনায় বাধা পড়িতেছিল। লর্ড মেনটিথ্ অশ্ববল্‌গা সংযত করিয়া অনুচরদিগের সহিত জনান্তিকে কি আলোচনা করিলেন। ক্যাপ্টেন তখন দলের সর্ব্বাগ্রে চলিতেছিল। অর্দ্ধঘণ্টা ধরিয়া সকলে অতি কষ্টে পথ অতিবাহন করিতেছিলেন। চড়াই পার হইয়া উপরে উঠিতেই একটা উপত্যকা দেখা গেল। সেই উপত্যকার মধ্য দিয়া একটা পার্ব্বত্য নির্ঝরিণী বহিয়া চলিয়াছিল। উহার ধার দিয়া পথিকরা অপেক্ষাকৃত সুস্থভাবে প অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

পথের দুর্গমতার জন্য লর্ড মেনটিথ্ এতক্ষণ আলোচনা বন্ধ রাখিয়াছিলেন। সুযোগ বুঝিয়া তিনি পূর্ব্ব-আলোচনার সূত্র ধরিয়া ক্যাপ্টেন ডালগেটিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনার মত এক জন বহুদর্শী বীর, রাজা চার্লসের পক্ষ অবলম্বন করবেন না কি? আপনি সুইডেনের বীর রাজার পক্ষে অনেক দিন ছিলেন। যারা রাজা চার্লসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছে; তাদের দলে যোগ না দিয়ে রাজা চার্লসের পক্ষে থাকা কি বাঞ্ছনীয় মনে করেন না?"

ডালগেটি বলিল, "আপনি যথার্থ কথাই বলেছেন, লর্ড। আমারও সেই রকম ভেবে কাজ করা উচিত। কিন্তু, লর্ড মহোদয়, আমাদের দক্ষিণ অঞ্চলে একটা প্রবাদবাক্য আছে, মিষ্ট কথায় চিঁড়ে ভেজে না। আমি দেশে ফিরে এসে অনেক কথাই শুনেছি। এক জন সৈনিক, তার নিজের সুবিধা-মত সম্মানজনকভাবে যে কোন পক্ষ অবলম্বন করতে পারে, এ ধারণা আমার হয়েছে। লর্ড মহোদয়, আপনাদের দলের লোক বলেন, রাজভক্তিই চরম কাম্য, অপর পক্ষ বলেন, স্বাধীনতা। রাজা যুদ্ধ-ঘোষণা করেছেন, পার্লামেণ্ট চাৎকার ক'রে আর এক কথা বলছেন—মনট্রোজ বেঁচে থাকুক, ডোনাল্ড এ কথা তারস্বরে ঘোষণা করছেন; আর্গাইল ও লেভেনও নিজেদের কথা জানাতে কসুর করছেন না; পুরোহিত চেঁচিয়ে বল্‌ছেন, ধর্ম্মযাজকদের জন্য যুদ্ধ কর। সকলেই যে যার কথা বল্‌ছেন। কার দিকে ন্যায়যুক্তি বিদ্যমান, তা আমি জানিনে। কিন্তু এঁদের চাইতেও ভীষণতম যুদ্ধে আমি আত্মনিয়োগ ক'রে এসেছি, এ কথাটা আমি জানি ও বুঝি।"

লর্ড বলিলেন, "ক্যাপ্টেন, আপনি ত সবই বললেন। এখন বলুন ত কোন্ দলে, কি হ'লে আপনি যেতে রাজি আছেন?"

সৈনিক-পুরুষ বলিল, "দুটো ব্যাপার—তাও জটিল নয়, সোজা। প্রথম হচ্ছে, যে দল আমাকে চাইবেন, আমার সাহায্য সম্মানজনক ব'লে মনে করবেন; দ্বিতীয়টা প্রথমটারই একটা অংশ—অর্থাৎ কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে যে পক্ষ আমার সাহায্য নেবেন। আর যদি আমার নিজের কথা জিজ্ঞাসা করেন, তা হ'লে উভয় দিক বিচার ক'রে আমি বলি, পার্লামেণ্টের পক্ষে যোগ দেওয়াটাই যেন বাঞ্ছনীয়।"

লর্ড বলিলেন, "দেখুন, আপনাকে আমি ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিতে পারব ব'লে মনে করি: আমার যুক্তি শুন্‌লে আপনি দ্বিমত করতে পারবেন না।"

ক্যাপ্টেন বলিল, "যুক্তি মানতে আমি রাজি আছি। যদি আমার কথা ধরেন, তা হলে আমি বলি যে, আমার সম্মান ও স্বার্থটা আমি দেখব। শুনুন, হাইল্যাণ্ডরা দলে দলে রাজার পক্ষে এখানে সমবেত হয়েছেন, বা হবেন। মশাই, আপনি হাইল্যাণ্ডদের প্রকৃতি কি, তা হয় ত জানেন। তারা যে শারীরিক শক্তিতে বলবান্ এবং দুর্জ্জয় সাহসী, তা আমি স্বীকার করি। যুদ্ধেও তারা বেশ সাহস দেখাবে, তাও আমি জানি। কিন্তু তারা যুদ্ধের শৃঙ্খলা বা রীতিনীতি ভাল জানে

না। কিন্তু এদের নিয়ে সামরিক শৃঙ্খলা রক্ষা করা কঠিন। এদের নিয়ে রীতিমত সেনাদল গঠন করা ভারী শক্ত। কিন্তু সে শিক্ষা যদি দেওয়া যায়, বিনিময়ে কি পাওয়া যাবে? সামরিক অভিজ্ঞতা এদের নেই বল্লেই চলে।"

লর্ড মেনটিথ্ তাঁহার অনুচরগণের এক জনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "এণ্ডারসন, এঁকে বুঝিয়ে দেও যে, অভিজ্ঞ সামরিক কর্ম্মচারী পাবার সুযোগ আমাদের আছে। উনি যতটা মনে করছেন, ততটা অভাব নেই।"

এণ্ডারসন সসম্মানে টুপী তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "হুজুরের অনুমোদনকালে যখন আমরা আইরিস-পদাতিক সেনাদলের সাহায্য পাব—তারা শীঘ্রই এখানে এসে পড়বে—তখন তাদের ভাল ক'রে শেখাবার লোকের প্রয়োজন হবে।"

ডেলগেটি বলিল, "আমি এ রকম কাজ খুব পছন্দ করি। আইরিশরা বেশ লোক। এরা যুদ্ধক্ষেত্রে খুব কাজের। একবার আইরিশ-সেনাদিগের সাহায্যে যুদ্ধ জয় করেছিলাম। তারা তলোয়ার ও বল্লমের সাহায্যে সুইডিশ সেনাদলকে পরাস্ত করেছিল। আমি আইরিশ-সেনাদলকে খুব পছন্দ করি।"

লর্ড বলিলেন, "আপনি যদি রাজার পক্ষ অবলম্বন করেন, আমি আপনাকে আইরিশ-সেনাদলের সেনাপতিপদে বরণ করব, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।"

কাপ্তেন ডেলগেটি বলিল, "আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব, যেটা সব চেয়ে দরকারী, সেটার ব্যবস্থা করা দরকার। খালি পেটে ত যুদ্ধ করা চলে না। আমি জান্তে চাই, আমার বেতন কি হবে, থাকবার জায়গা, আহার এ সবের বন্দোবস্ত হোক। আর বেতনটা কোন্ তহবিল থেকে মিলবে, তাও জানতে চাই। হুজুর, আমি যা দেখ্ছি শুন্ছি, তাতে বুঝেছি, কনভেনসনই সিন্দুক আগ্‌লে ব'সে আছে। হাইল্যাণ্ডররা গরু-ভেড়া চুরি ক'রে খুসী থাক্তে পারে, আইরিশদেরও আপনারা হয় ত সুবিধামত মাইনে দেবেন ব'লে সন্তুষ্ট রাখ্তে পারেন, কিন্তু আমার মত সামরিক ব্যবসায়ীর ত তাতে সুবিধা হবে না। আমার ঘোড়া আছে, চাকর আছে, অস্ত্রশস্ত্র আছে, লোক-লস্কর আছে, এ সব খরচ যোগাবার মত ব্যবস্থা করা চাই।"

এণ্ডারসন তাহার প্রভুর দিকে চাহিয়া বলিল, "হুজুরের যদি অনুমতি হয়, তা হ'লে ক্যাপ্টেন ডেলগেটির দ্বিতীয় প্রস্তাবের সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ দূর ক'রে দিতে পারি। তিনি প্রশ্ন করেছেন, আমাদের বেতন সরবরাহ হবে কোথা থেকে? আমার মনে হয়, কভেনাণ্টরা যে উপায়ে টাকা সংগ্রহ করেন, আমাদের পক্ষে অর্থসংগ্রহের উপায়ও তেমনি সহজ। তারা দেশের উপর কর ধার্য্য করে—যে রকম খুসী, সেই রকম ভাবে কর ধার্য্য করে। আমরা একবার নিম্নভূমিতে আমাদের হাইল্যাণ্ড ও আইরিশ-সেনাদল নিয়ে যেতে পারলে, অনেক ধনী দেশদ্রোহীর স্কন্ধে ভর করতে পারব; তাদের অবৈধ উপায়ে অর্জ্জিত ধনভাণ্ডার আমাদের হাতে আসবে। সুতরাং আমাদের সেনাদলকে সহজেই আমরা তুষ্ট করতে পারব। তা ছাড়া মোটা মোটা সম্পত্তি ও অর্থভাণ্ডার বাজেয়াপ্ত করা চলবে। সেই সব জমিজমা রাজার পক্ষের সবাইকে দেওয়া চলবে। রাজাও বন্ধুদের তুষ্ট করবার জন্য সে অধিকার দেবেন। তাতে তাঁর শত্রুরাও উপযুক্ত দণ্ড পাবে। সংক্ষেপে এই বলা যায়, যারা রাউণ্ডহেড কুকুরদের দলে ভিড়বে, তারা ধ্বংসামান্যই পাবে—আর যারা আমাদের পতাকাতলে সমবেত হবে, তারা কেউ নাইট, কেউ আরল, কেউ লর্ড উপাধি পাবে।"

ক্যাপ্টেন বলিল, "বন্ধু, তুমি কি কখনো যুদ্ধে যোগ দিয়ে কাজ করেছ?"

সলজ্জভাবে সে বলিল, "সামান্য—ঘরোয়া বিবাদে সামান্য সামান্য যোগ দিয়েছি।"

লর্ড মেনটিথ্‌কে সম্বোধন করিয়া ক্যাপ্টেন ডেলগেটি বলিল, "আমি স্বীকার করছি, আপনার এই অনুচর সামরিক ব্যাপারে স্বাভাবিক ও সঙ্গত জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছে। তবে তাতে এইটুকু বোঝায় যে, ভালুক-শিকারের আগেই ভালুকের চামড়া বিক্রয় করবার ভাবটাই বেশী। যাক, আমি কথাটা ভেবে দেখ্‌ব।"

লর্ড বলিলেন, "তাই করুন। আজ রাতটা ভাববার সময় পাবেন। আমাদের আজ যেখানে থাকবার কথা, সেখানে এসে পড়েছি।"

ক্যাপ্টেন বলিল, "আমিও এখন আস্তানা পেলেই খুসী হব। সারাদিন কিছু পেটে পড়েনি। ওটা না হ'লে আর কিছু এখন ভাল লাগ্‌বে না।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

Once on a time, no matter when,
Some Glunimies met in a glen;
As deft and tight as ever were
A durk, a targe, and a claymore,
Short hose, and belted plaid or trews,
In Uist, Lochaber, Skye, or Lewes,
Or cover'd hard head with his bonnet;
Had you but known them, you would
own it.

Meston.

পর্য্যটকদিগের নয়ন-সমক্ষে, বৃক্ষ-সমাকীর্ণ একটি পাহাড় ভাসিয়া উঠিল। সর্ব্বোচ্চ চূড়ার বৃক্ষরাজি-অস্তগামী সূর্য্যের কনক-কিরণে উদ্ভাসিত হইতে দেখা যাইতেছিল। এই পার্ব্বত্য প্রাচীন বৃক্ষরাজির মধ্য-স্থানে একটি দুর্গের উন্নতশীর্ষ অর্থাৎ ধূম-নির্গমনের চিম্‌নিসমূহ যেন গগন স্পর্শ করিতেছিল। এই দুর্গ অথবা অট্টালিকাই পর্য্যটকগণের লক্ষ্যস্থল।

অশ্বারোহীরা যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তাঁহাদের মনে হইল, প্রাচীন দুর্গের বহির্ভবনের অনেক কক্ষ প্রভৃতি নূতন নির্ম্মিত হইয়াছে। বাতায়ন-গুলিতে লৌহদণ্ড-সমূহ সংযোজিত হইয়াছে। প্রাঙ্গণের তোরণদ্বার রুদ্ধ। কেহ দ্বার খুলিতে বলিলে, অনেক সতর্ক প্রশ্নের পর, তোরণদ্বারের একাদ্ধ দুই জন ভৃত্য উন্মুক্ত করে। উভয়েই শক্তিশালী হাইল্যাণ্ডার, এবং অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত, যদি কেহ বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিতে চাহে, তাহাকে বাধা দিবার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা।

পর্য্যটকগণ ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন, দুর্গ-রক্ষার জন্য অতিরিক্ত ব্যবস্থা হইয়াছে। দুর্গ-প্রাচীরে সশস্ত্র প্রহরী বসিয়াছে, প্রহরীদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র। দুইটি কোণে দুইটি ছোট কামানও বসান হইয়াছে।

তাঁহারা প্রাঙ্গণে উপনীত হইবামাত্র অনেকগুলি ভৃত্য তাড়াতাড়ি দুর্গমধ্য হইতে বাহিরে ছুটিয়া আসিল। কেহ ঘোড়া ধরিল, কেহ বা তাঁহাদিগকে ভিতরে লইয়া যাইবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইল. কিন্তু ক্যাপ্টেন ডেলগেটি কাহারও হাতে নিজের ঘোড়ার ভার দিতে চাহিল না। সে বলিল, "বন্ধুগণ, গষ্টেভসকে (তাহার ঘোড়ার নাম) আমি নিজেই আস্তাবলে রাখি। ও আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু।" এই বলিয়া সে স্বয়ং তাহাকে অশ্বশালায় লইয়া গেল।

লর্ড মেনটিথ ও তাঁহার অনুচররা ঘোড়াগুলি পরিচারকদিগের হাতে দিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সকলেই এক এক পাত্র সুরা পান করিলেন। তার পর ভিতরের হলঘরে প্রবেশ করিলেন। কক্ষ-প্রাচীরে নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্র সজ্জিত ছিল—বন্দুক, তরবারি, তীরধনু, বল্লম নানাজাতীয় অস্ত্র। প্রত্নতাত্ত্বিকগণের হয় ত সেগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিতে এক মাস সময় লাগিত। কিন্তু এ সকল বস্তু বর্ত্তমান দর্শকগণ বহুবার বহুভাবেই দেখিয়াছেন।

একখানি বৃহৎ টেবল ঘরের মধ্যে অবস্থিত ছিল। লর্ড মেনটিথের জন্য সেই টেবলের উপর আহার্য্যাদি পরিবেশিত হইল। অনুচরগণের জন্য আর একখানি টেবলে আহার্য্যাদি সজ্জিত হইল।

অতিথিরা অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে সমবেত হইলেন। যুবক ভদ্রলোক এক দিকে, তাঁহার অনুচররা অন্য দিকে।

লর্ড বলিলেন, "এণ্ডারসন্, আমাদের সঙ্গী লোকটিকে তোমার কেমন মনে হয়?"

এণ্ডারসন্ বলিল, "বেশ বলবান যোদ্ধা। এ-রকম আরো বিশ ত্রিশ জন লোকের দরকার। তা হ'লে আমাদের সেনাদল বেশ শৃঙ্খলা শিখবে।"

লর্ড বলিলেন, "তোমার সঙ্গে আমার মত মিল্‌লো না। আমার মনে হয়, ক্যাপ্টেন ডেলগেটি বিদেশে থেকে খালি রক্ত-পিপাসাই বাড়িয়েছে। এখন নিজের দেশে এসে সেই তৃষ্ণা নিবারণ করতে চায়। বেতনভুক্ এ-রকম যোদ্ধাদের আমি ঘৃণা করি। সারা পৃথিবীতে এই রকম স্কটের জন্য বদনাম হয়েছে। এরা টাকা পেলে সব করতে পারে। এরা শুধু মাসকাবারে মাইনে পেলেই খুসী। তাই এ-কে ছেড়ে ও-কে অবলম্বন ক'রে বেড়ায়। যে বেশী টাকা দেবে, তার দলেই থাকবে। এদের লুণ্ঠন-প্রবৃত্তি খুব বেশী ব'লেই আমাদের ঘরোয়া যুদ্ধ মিটছে না। লোকটার কথা শুনে আমার ধৈর্য্যধারণ অসম্ভব বোধ হচ্ছিল ওর ধৃষ্টতা দেখে হাসিও পায়।"

এণ্ডারসন বলিল, "হুজুর, আমায় মাপ করবেন। এখন আপনি অনুগ্রহ ক'রে ক্রোধ প্রকাশ করবেন না। মনের ভাব গোপন রাখাই সঙ্গত। যারা নীচ প্রবৃত্তি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, তাদের সাহায্য ব্যতীত এখন চলার উপায় নেই। এটা অবশ্য দুঃখের কথা, কিন্তু সত্য। ও রকম লোকের সাহায্য এখন দরকার।"

লর্ড বলিলেন, "ভাল, তা হ'লে আমি চেপেই থাক্‌ব। অবশ্য এ পর্য্যন্ত তাই ক'রে এসেছি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে কি জান? লোকটা জাহান্নমে যাক্‌।"

এণ্ডারসন বলিল, "কথাটা ঠিক। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, বিছে যখন দংশন করে, তার জ্বালা থামাবার জন্য আর একটা বিছেকে সেই ক্ষতের উপর পিষে ফেল্‌তে হয়—কিন্তু থামুন, হয় ত আমাদের কথা কেউ শুনে ফেল্‌তে পারে।"

হল-ঘরের একটি দরজা খুলিয়া এক জন হাইল্যাণ্ডার প্রবেশ করিল। তাহার দীর্ঘাকার দেহ সুসজ্জিত, উষ্ণীষে পাখীর পালক। তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া মনে হইল, সে ভৃত্য শ্রেণীর নহে—উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। ধীরে ধীরে সে টেবলের দিকে অগ্রসর হইল। লর্ড মেন্‌টিথ তাহাকে আলান নামে অভিহিত করলেন। কিন্তু সে কোন উত্তরই দিল না।

তখন বৃদ্ধ পরিচারক তাঁহাকে বলিল, "ওর সঙ্গে এখন কথা বলবেন না।"

আগন্তুক শূন্য আসনে বসিয়া নীরবে অগ্নিকুণ্ডের দিকে চাহিয়া রহিল। সে আপন চিন্তাতেই নিমগ্ন। বাহিরের কোন বস্তুতে তাহার কোন লক্ষ্যই ছিল না।

হাইল্যাণ্ড পরিচারক পুনরায় নিম্নস্বরে বলিল, "হুজুর, আপনি আলানের সঙ্গে এখন কথা বলবেন না। ওর মনের উপর এখন মেঘ জমেছে।"

লর্ড মেনটিথ মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিলেন এবং দীর্ঘাকার পর্ব্বতবাসীর সম্বন্ধে আর উচ্চবাচ্য করিলেন না।

তিনি বলিলেন, "আমি ৪ জনের খানা দিতে বলেছিলুম, কিন্তু তিন জনের খাবার জায়গা হয়েছে কেন?"

"হুজুর, সে কথা ঠিক। চতুর্থ লোকটি এখন আস্‌ছেন দেখছি। তা, তাঁর জায়গা কি আপনার পাশেই হবে, না ওঁদের কাছে ক'রে দেব?"

লর্ড মেনটিথ ইঙ্গিতে তাঁহারই পার্শ্বে আসন দিতে বলিলেন।

ক্যাপ্টেন ডেলগেটি হলঘরে প্রবেশ করিতেই বৃদ্ধ পরিচারক বলিল, "ঐ তিনি এসেছেন। আসুন, এ ধারে বসুন।"

উভয় বাহু যুক্ত করিয়া বক্ষোদেশে রাখিয়া ডেলগেটি লর্ডের পাশের আসনে বসিল। এণ্ডারসন ও তাহার সঙ্গী টেবলের শেষের দিকের আসনে উপবেশন করিল। তিন চারি জন ভৃত্য আহার্য্য পরিবেষণ করিতে আরম্ভ করিল।

ইতিমধ্যে দীর্ঘাকার আলান উঠিয়া এক জন পরিচারকের হাত হইতে আলোকদান টানিয়া লইয়া ডেলগেটির মুখের কাছে ধরিয়া কি দেখিতে লাগিল। তাহার দৃষ্টিতে গভীরতা এবং ঘৃণা।

ডেলগেটি ঈষৎ অপ্রসন্নভাবে মাথা নাড়িল। আলান দেখা বন্ধ করিয়া বলিল, "এর পর যখন ছোকরার সঙ্গে দেখা হবে, আমরা পরস্পরকে বেশ চিন্‌তে পারব।"

সে টেবলের অপর প্রান্তে গিয়া আলো ধরিয়া এণ্ডারসনের মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তাহার সঙ্গীরও সমভাবে পরীক্ষা চলিল। মুহূর্ত্ত আলান কি চিন্তা করিল, তার পর এণ্ডারসনের বাহু ধারণ করিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিল। সে কোন বাধা দিতে পারিল না। আলান তাহাকে লর্ড মনটিথের অপর পার্শ্বস্থ খালি আসনে বসাইয়া দিল। তারপর তেমনই আকস্মিক ভাবে ডেলগেটিকে টানিয়া তুলিয়া এণ্ডারসনের পরিত্যক্ত আসনে বসাইয়া দিতে গেলে ডেলগেটি সবলে তাহাকে সরাইয়া দিতে গেল; কিন্তু পারিল না। আলান তাহার অপেক্ষাও বলবান। হুড়াহুড়িতে ডেলগেটি ভূমিতলে পড়িয়া গেল। তাহার অস্ত্রের ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দ হইল। মুহূর্ত্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তরবারি কোষমুক্ত করিয়া ডেলগেটি আলানকে আক্রমণ করিতে গেল। সে অবজ্ঞাভরে নীরবে দাড়াইয়া রহিল। পরিচারকরা প্রাচীরগাত্র হইতে অস্ত্র টানিয়া লইয়া ডেলগেটিকে আক্রমণ করিতে গেল। ইতিমধ্যে লর্ড এবং তাঁহার সহচরযুগল মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

লর্ড মেনটিথ তাহার কাণে কাণে বলিলেন, "ও পাগল—ঘোর পাগল। ওর সঙ্গে ঝগড়া করা নিরর্থক।"

ডেলগেটি বলিল, "হুজুর যখন ওকে পাগল বলছেন, ব্যবহারেও তাই দেখ্‌তে পাচ্ছি, তখন আর গোলমালে কাজ নেই। লোকটা বেশ বলবান, কিন্তু বুদ্ধিহীন, এটা বড়ই দুঃখের কথা। এ রকম লোক অস্ত্রচালনা করলে অনেক কাজ হ'ত।"

সুতরাং সন্ধি স্থাপিত হইল। সকলে আহারে বসিলেন। আলান তখন পুনরায় অগ্নিকুণ্ডের ধারে গিয়া বসিল। সে চিন্তামগ্ন—কাহারও কোন ব্যাপারে সে বাধা জন্মাইল না। অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বর্ত্তমান ব্যাপারটা চাপা দিবার জন্য লর্ড মেনটিথ বৃদ্ধ পরিচারককে প্রশ্ন করিলেন, "ডোনাল্ড, তা হ'লে

তোমার মনিব এখন পাহাড়ে আছেন ? তাঁর সঙ্গে কয়েক জন ইংরেজ অতিথি আছেন বুঝি ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। তাঁর সঙ্গে সার মাইল্‌স্ মন্‌গ্রেভ এবং ক্রিষ্টোফার হিল আছেন। তাঁরা কম্বরেকের অধিবাসী।"

স্বীয় অনুচরগণের দিকে তাকাইয়া লর্ড বলিলেন, "হিল ও মন্‌গ্রেভ ? আমি এঁদের সঙ্গেই দেখা করবার ব্যস্ত।"

ডোনাল্ড বলিল, "সত্যি কথা বল্‌তে কি, ওঁরা এখানে না এলেই আমি খুসী হই।"

লর্ড বলিলেন, "কেন, ডোনাল্ড ? তুমি ত এমন কৃপণ ধরণের ছিলে না যে, কাউকে খাবার দিতে তোমার অনিচ্ছা হ'তে পারে ?"

"না, হুজুর, খাবার দিতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু এর ভেতর বাজির ব্যাপার আছে।"

"বাজি !—" লর্ডের মুখে বিস্ময়-রেখা ফুটিয়া উঠিল।

ডোনাল্ড কথাটা লর্ড মেনটিথকে জানাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। সে বলিল, "হুজুর এ পরিবারের আত্মীয় এবং বন্ধু। আপনাকে সব বল্‌ছি। আপনি শুনে সুখী হবেন, আমার মনিব প্রায় ইংলণ্ডে গিয়ে থাকেন। সার মন্‌গ্রেভের বাড়ীতে তিনি অতিথিও হন। আহারের সময় সার মাইল্‌স্ মন্‌গ্রেভের টেবলের উপর ছটা বাতিদানে আলো জ্বলে। সেগুলো রূপো দিয়ে তৈরী। সার মন্‌গ্রেভ রহস্যচ্ছলে বলেন যে, এ রকম বাতিদান স্কটল্যাণ্ডে নেই। আমাদের মনিব তা শুনে বলেন যে, ওর চেয়ে ভাল বাতিদান তাঁর বাড়ীতেই আছে। তাই নিয়ে বাজি

লর্ড বলিলেন, "সে তিনি দেশাত্মবোধের জন্যই বলেছিলেন—ভালই করেছিলেন।"

"সে কথা ঠিক। কিন্তু আমার মনিব বাজি ত জিত্‌তে পারবেন না। তা হ'লে দু'শ সোনার টাকা তাঁকে গুণে দিতে হবে।"

লর্ড বলিলেন, "যে রকম ব্যবস্থা দেখ্‌ছি, তা হয় ত দিতে হবে। কারণ, সে রকম ভাল বাতিদান তোমরা দেখাতে পারবে না।"

"হুজুর ত জানেন যে, তাঁর সে টাকা দেবার অবস্থা এখন নয়। আমি বলেছিলুম, দুজন ইংরেজ বন্ধু ও তাঁদের সঙ্গীদের এই দুর্গে বন্ধ ক'রে রেখে দেওয়া হোক্। তার পর যখন তাঁরা দাবীর টাকা ছেড়ে দেবেন, তখন মুক্তি দেওয়া হবে। কিন্তু আমার মনিব সে কথা শুন্‌তে রাজি নন।"

আলান এই সময় উঠিয়া দাঁড়াইয়া আলোচনায় বাধা দিল। সে বজ্রগম্ভীরকণ্ঠে ডোনাল্ডকে বলিল, "তোমার স্পর্দ্ধা ত কম নয় যে, আমার ভাইকে এই রকম পরামর্শ দিয়েছিলে। তুমি কেমন ক'রে জান্‌লে যে, তিনি এই বাজি হারবেন, বা অন্য বাজি হারতে পারেন ?"

বৃদ্ধ পরিচারক বলিল, [illegible]ত্য বলেছেন, আলান এম্ অউলে। আমার বাবার ছেলে একথা বল্‌তে পারে না, আপনার বাবার ছেলে কি বল্‌বেন, বা না বল্‌বেন। সুতরাং আমার প্রভু নিঃসন্দেহে বাজি জিত্‌তে পারেন। তবে বাতি জ্বালবার মত শুক্‌নো গাছের ডাল ছাড়া আর কিছু নেই

আলান তীব্রকণ্ঠে বলিল, "চুপ কর, বুড়া। আর আপনারা মশাই, যদি আপনাদের আহার শেষ হয়ে থাকে, অনুগ্রহ ক'রে এ ঘর ছেড়ে দিন। আমি দক্ষিণাঞ্চলে অতিথিদের অভ্যর্থনার জন্য ঘরটা সাজিয়ে রা

ডোনাল্ড, লর্ড মেনটিথের বাহু আকর্ষণ করিয়া বলিল, "চ'লে আসুন, হুজুর। ওর মাথা খারাপ [illegible]র পর ওকে ঠিক রাখা কঠিন হবে।"

সক[illegible] ভোজনঘর হইতে বাহির হইলেন। লর্ড ও ডেলগেটি [illegible] দিক দিয়া, অপর দুই জন অন্য দিক দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন

লর্ড মেনটিথ ক্যাপ্টেনের সহিত বাহির হইয়া কিছু দূর অগ্রসর হইতেই গৃহস্বামী [illegible]ঙ্গস্ এম্ অউলে এবং ইংরেজ অতিথিদিগকে আসি[illegible] দেখিলেন। উভয় [illegible]ধ্বনি [illegible]খিত হইল। কারণ, লর্ড মেনটিথ [illegible]রেজ অভ্যাগতদিগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল [illegible] ক্যাপ্টেন ডেলগেটির পরিচয় পাইয়া গৃহস্বামী তাহাকেও সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। প্রথম পরিচয়ের পালা শেষ হইলে লর্ড মেনটিথ দেখিলেন, তাঁহার পার্ব্বত্য-দুর্গাধিপের ললাটে অন্ধকারের ছায়া ঘনীভূত হইয়াছে।

সার ক্রিষ্টোফার হিল বলিলেন, "আপনি হয় ত শুনেছেন, কম্বারল্যাণ্ডে আমাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। সেনাদল স্কটল্যাণ্ডের দিকে অভিযান করতে নারাজ। কভেনান্টাররা আমাদের দক্ষিণাঞ্চলের বন্ধুদের উপর অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার করছে। আমরা বুঝলাম যে, এখানে কিছু কাজের মত কাজের জোগাড় হচ্ছে, তাই শুধু শুধু ব'সে না থেকে মন্‌গ্রেভকে সঙ্গে নিয়ে এখানে এসেছি।"

লর্ড মেনটিথ হাসিয়া বলিলেন, "আপনারা বোধ হয় সেনাদল, অস্ত্রশস্ত্র এবং টাকা-কড়ি নিয়ে এসেছেন।"

মস্‌গ্রেভ বলিলেন, "দু ডজন সৈনিক এসেছে। তারা নীচের গ্রামে আছে। এতটুকু আসতেই অনেক বেগ পেতে হয়েছে।"

অপর জন বলিলেন, "টাকার কথা যা বললেন, তা আমাদের বন্ধুর এখান থেকে কিছু কিছু পাওয়া যেতে পারে।"

গৃহস্বামীর মুখমণ্ডল ঈষৎ আরক্ত হইল। তিনি মেনটিথকে একান্তে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন যে, নির্ব্বোধের মত কাজ করিয়া তিনি সত্যই সন্তপ্ত হইয়াছেন।

হাস্য সংবরণ করিতে না পারিয়া লর্ড বলিলেন, "ডোনাল্ডের মুখে শুনেছি।"

এম্‌ অউলে বলিলেন, "বুড়োটা জাহান্নমে যাক্‌। এক জনের প্রাণ যাবে, তাতে ওর কি? ও সব কথাই ব'লে বেড়াবে। কিন্তু এটা আপনি রহস্য ব'লে মনে করবেন না। আপনি এ পরিবারের আত্মীয় এবং বন্ধু। আমি আপনার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করি: টাকাটা আমায় দিয়ে সাহায্য করুন। নইলে মান রক্ষা হবে না। ভারী লজ্জা পাব।"

লর্ড মেনটিথ বলিলেন, "কিন্তু, ভাই, আমার সঙ্গে এখন বেশী কিছু ত নেই। তবে ঠিক জেনে রাখ, আমি যথাসাধ্য তোমাকে সাহায্য করব।"

এম্‌ অউলে বলিলেন, "ধন্যবাদ, শত ধন্যবাদ। ওঁরা যখন রাজার কাজে টাকাটা ব্যয় করবেন, তখন ওঁরাই দিন, বা আপনিই দিন, বা আমিই দেই, একই কথা। আমি নিজ বংশের মানরক্ষার জন্যই এমন বাজি রেখেছিলুম। এখন আপনি এ বিপদ থেকে কোন রকমে আমায় উদ্ধার করুন।"

এমন সময় ডোনাল্ড অত্যন্ত বিরসমুখে তথায় আসিল। সে জানিত, তাহার মালিক বাজি নিশ্চয় হারিবেন। সে বলিল, "ভদ্রমহোদয়গণ, ভোজ্য প্রস্তুত, বাতিও জ্বালা হয়েছে।"

মস্‌গ্রেভ সঙ্গীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "লোকটা এ সব কি বলছে?"

লর্ড মেনটিথও প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে গৃহস্বামীর দিকে চাহিলেন। তিনি মাথা নাড়িলেন মাত্র।

দুই জন ইংরেজ-অতিথি প্রথমে ভোজনাগারে প্রবেশ করিয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হইলেন। ভোজন-টেবলের উপর আহার্য্য মাংসাদি সংরক্ষিত। চেয়ারগুলি সুবিন্যস্ত। প্রত্যেক আসনের পশ্চাতে এক জন করিয়া বিরাটদেহ হাইল্যাণ্ডার সামরিক পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া দক্ষিণ হস্তে মুক্ত তরবারি ভূমিসংলগ্ন করিয়া দণ্ডায়মান। তাহাদের বাম হস্তে প্রজ্বলিত কাষ্ঠদণ্ড। প্রচুর ধূম ও আলোক উৎপাদন করিয়া কাঠের মশালগুলি জ্বলিতেছিল। আগন্তুকরা বিস্ময় দমন করিয়া প্রকৃতিস্থ হইলে, আলান আসন হইতে উঠিয়া অগ্রসর হইল এবং তীব্র-গম্ভীর-কণ্ঠে বলিল, "দেখুন আপনারা, আমার ভাইয়ের মশালধারীদের দেখুন। প্রাচীনতম এই বংশের প্রাচীনতম ব্যবস্থা দেখুন। এরা এদের সর্দ্দারের আদেশ পালন করা ছাড়া অন্য আইন মানে না। কেউ সাহস ক'রে বলতে পারে, এই মশালের আলোর সঙ্গে অন্য আলোর তুলনা হয়? আপনারা কি বলেন? বাজি হার না জিত?"

প্রফুল্লভাবে মস্‌গ্রেভ বলিলেন, "হার, আমাদের হার হয়েছে। এই নিন—" এই বলিয়া গৃহস্বামীর দিকে অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "ধরুন, বাজির টাকা।"

বাধা দিয়া আলান বলিল, "আমার বাপের অভিসম্পাত আমার বাপের ছেলের উপর পড়বে, যদি তিনি ঐ টাকা স্পর্শ করেন। ওঁর কাছে আপনাদের কিছু প্রাপ্য নেই, এইটে যখন ঠিক হয়ে গেল, তাই যথেষ্ট।"

লর্ড মেনটিথ আলানের কথার সমর্থন করিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অর্থাৎ গৃহস্বামী তাড়াতাড়ি বলিলেন যে, ব্যাপারটা কৌতুক মাত্র। অতিথিরা যেন কিছু মনে না করেন। অগত্যা অতিথিরা তাহাই বুঝিলেন।

তারপর গৃহস্বামী বলিলেন, "আলান, এখন তোমার আলোকধারীদের এখান থেকে সরিয়ে দেও। যে রকম ধোঁয়া হয়েছে, তাতে এঁদের আহারের কষ্ট হবে। আমাদের তেলের আলোতেই যথেষ্ট কাজ হবে।"

আলানের ইঙ্গিতে মশালধারীরা সরিয়া গেল। অতিথিরা আহারে বসিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

Thereby so fearless and so fell he grew,
That his own syre and maistor of his guise
Did often tremble of his horrid view ;
And if for dread of hurt would him
advise,
The angry beastes not rashly to despise,
Nor too much to provoke ; for he would
learne
The lion stoup to him is lowly wise,
(A lesson hard,) and make the libbard
sterne
Leave roaring, when in rage he for
revenge did earne.

Spenser.

সে যুগে ইংরেজরা ভোক্তা বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করা সত্ত্বেও ক্যাপ্টেন ডেলগেটির কাছে ইংরেজ অতিথিরা নগণ্য বলিয়া পরিগণিত হইলেন। আহারের সময় ক্যাপ্টেন একটি কথাও কহে নাই, শুধু গোগ্রাসে ভোজন করিতেছিল। সকলের ভোজন শেষ হইলেও ডেলগেটির আহারপর্ব শেষ হইল না।

এত দ্রুত এবং এত অধিক পরিমাণ আহারের সম্বন্ধে ডেলগেটি বলিল, "প্রথম অভ্যাসটা কলেজে পড়বার সময়েই আরম্ভ করেছিলাম; পর্য্যাপ্ত ভোজনের অভ্যাসটা বিদেশে হয়েছিল। আহার্য্য পেলেই আকণ্ঠ ভোজন করা প্রত্যেক সেনানায়কের ধর্ম্ম হয়ে উঠেছিল; যদি কোন দুর্গ অবরুদ্ধ হয়, আর আহার্য্য না পাওয়া যায়, এজন্য সকলেই এমন ভোজন করত যে, ২।৪ দিন খাবার না পেলেও কষ্ট হবে না বলে। তিন দিনের খোরাক সংগ্রহ নীতিটা আমরা মেনে চ'লে এসেছি।"

গৃহস্বামী ক্যাপ্টেনের বুদ্ধির তারিফ করিয়া বলিলেন, এরূপ ব্যবস্থা যথার্থই দূরদর্শিতার দ্যোতক। সুরা আসিল, ডেলগেটি তাহার সদ্ব্যবহার করিল।

ভোজন-টেবল সংস্কৃত হইলে লর্ড মেনটিথ প্রশ্ন করিলেন, কোন্ কোন্ দল শীঘ্র সেনাসহ আসিবে শুনিলেন, যুবক কলকিটো বা আলষ্টার ম্যাকডোনাল্ড আসিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে আনট্রিমের আরলের সেনাদল আসিবে।

লর্ড বলিলেন, "কলকিটো তা হ'লে তোমার নেতৃত্ব মানবে না ?"

আলান উপহাসভরে বলিল, "কলকিটো! আমরা শুধু এক জনকে নেতা করব। তিনি মনট্রোজ।"

"কিন্তু মনট্রোজের কথা অনেক দিন ধ'রে ত শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না। সকলে জানে যে, তিনি অক্সফোর্ডে রাজার কাছে উপদেশপ্রার্থী হয়ে গেছেন।"

আলান বিদ্রূপভরে বলিল, "ফিরে এসেছেন তিনি! কিন্তু সে কথায় আমার দরকার নেই। আপনারা শীঘ্রই সব জানতে পারবেন।"

লর্ড মেনটিথ বলিলেন, "ভাই আলান, তোমার এ সব কথায় বন্ধুরা ক্লান্তিবোধ করছেন। তবে কেন তুমি এ সব বলছ, তার হেতু আমি জানি। আজ তুমি এনট লাইলীকে দেখনি।"

কঠোরকণ্ঠে আলান বলিল, "কার কথা আপনি বললেন ?"

লর্ড মেনটিথ বলিলেন, "এনট লাইলী—গানের সুন্দরী রাণী এনট লাইলী!"

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া আলান বলিল, "ভগবান করুন, যেন তাকে আর না দেখতে হয়। দেখা যাচ্ছে, তার ইন্দ্রজাল আপনাকেও অভিভূত করেছে।"

উপেক্ষাভরে লর্ড বলিলেন, "কেন, আমার উপর প্রভাব পড়বে কেন ?"

আলান বলিল, "আপনার কপালে সেটা লেখা রয়েছে যে। আপনারা পরস্পরের ধ্বংসের কারণ হবেন।"

এই কথা বলিবার পর সে আর তথায় দাঁড়াইল না—কক্ষ ত্যাগ করিল।

গৃহস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া লর্ড বলিলেন, "এ রকম অবস্থায় ও অনেক দিন ধ'রে আছে না কি ?"

আঙ্গস্ বলিলেন, "তিন দিন ধ'রে চলছে। অবশ্য ফিটের ভাবটা অনেকটা কেটে গেছে। কাল সকালে ও বেশ সুস্থ হয়ে উঠবে। কিন্তু বন্ধুগণ, আসুন, চুপ ক'রে না থেকে রাজার স্বাস্থ্য পান করা যাক।"

সকলে তাহাই করিলেন। শুধু ডেলগেটি আপত্তি জানাইয়া বলিল, "আমি আশ্রয়দাতা এবং লর্ডের স্বাস্থ্য পান করছি। আমি ব'লে রাখছি, যদি আমার ইচ্ছে হয়, কাল আমি কভেনাণ্টদের সঙ্গে যোগ দিতে পারব।"

এই কথায় একটা গোলযোগ বাধিবার উপক্রম হইল। তখন লর্ড মেনটিথ মধ্যস্থ হইয়া সকল কথা বুঝাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, "ক্যাপটেন ডেলগেটির সাহায্য আমরাই পেতে পারব।"

গৃহস্বামী বলিলেন, "তা যদি না পাওয়া যায়, তা হ'লে আমার বাড়ীতে আহার ক'রে,আমার স্বাস্থ্য পান করা সত্ত্বেও, আমি ওর গলা ছিঁড়ে ফেলব।"

ক্যাপ্টেন বলিল, "আমার অস্ত্র যদি আমায় রক্ষা করতে না পারে, আপনি অনায়াসে আমায় মেরে ফেল্‌তে পারেন। আপনার চাইতেও বড় বড় শত্রুর সঙ্গে আমি বোঝাপড়া করেছি।"

আবার লর্ড মেনটিথ মাঝে পড়িয়া বিবাদ মিটাইয়া দিলেন। বিলম্ব না করিয়া তিনি সভা ভাঙ্গিয়া দিলেন —বিশ্রামের প্রয়োজন, শরীর ক্লান্ত।

শয়নের স্থানের ব্যবস্থা হইল। স্থির হইল, এণ্ডারসন লর্ড মেনটিথের কাছে থাকিবে। গৃহস্বামী বিদায় লইলেন। লর্ডের অনুচরযুগল সেখানে প্রবেশ করিল।

সকলে কথা হইতেছিল। আলানের ব্যবহারে সকলেই চমৎকৃত হইয়াছেন।

লর্ড মেনটিথ বলিলেন, "ওর সম্বন্ধে একটা গল্প আছে—দীর্ঘ কাহিনী। ধৈর্য্য ধ'রে শুন্‌তে পারবেন কি, ক্যাপটেন?"

ডেলগেটি বলিল, "গল্পটা বলুন, ধৈর্য্য থাকবে। এখনো ঘুম পায় নি।"

লর্ড বলিলেন, "এণ্ডারসন এবং সিবাল্ড তুমিও গল্প শুন্‌বার জন্য অধীর হয়েছ। তোমাদের কৌতূহল চরিতার্থ করা দরকার। তা হ'লে তোমরা আলানের সঙ্গে কি ভাবে চল্‌তে হবে, তা বুঝতে পারবে। আগুনটা খুঁচিয়ে দাও আগে।"

লর্ড বলিতে আরম্ভ করিলেন, "আঙ্গস্ ও আলান এম্ অউলের বাবা একটা বংশের প্রধান ছিলেন। তিনি বড় ভদ্রলোক এবং বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন লোক। তাঁর স্ত্রী,এদের মাও খুব ভাল ঘরের মেয়ে। আমাদের বংশের সঙ্গেই ওর পিতৃবংশের যোগ ছিল। ভদ্র মহিলার ভাই ভারী তেজস্বী লোক ছিলেন। এই কেল্লার কাছের অরণ্যেও তাঁর শিকারের ছাড়পত্র সেই যুবা পেয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে হাইল্যাণ্ডে একদল ডাকাতের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হয়। তাদের কারো কারো কথা ক্যাপ্টেন ডেলগেটি আপনি হয় ত শুনেছেন।"

ক্যাপ্টেন বলিল, "হ্যাঁ, কলেজ ছাড়বার সময় আমি শুনেছিলুম, ডুগাল্ডগায় ভারী অত্যাচার আরম্ভ করেছিল।"

লর্ড বলিলেন, "হ্যাঁ, সেই দলই বটে। এম্ অউলের মামার সঙ্গে তারই বিবাদ বাধে। ঐ ডাকাতের দলটা ভারী ভীষণ ছিল। সহজেই তারা ক্ষেপে যেত। ওরা এক দিন বনের মধ্যে ওত পেতে ছিল। তার পর বনের অধ্যক্ষকে একলা পেয়ে নানারকম যন্ত্রণা দিয়ে শেষে তাঁর মাথা কেটে ফেলে। তার পর তাঁর ভগিনীপতিকে কাটামুণ্ড উপহার দেবার মতলব করে। সেদিন দুর্গস্বামী বাড়ীতে অনুপস্থিত ছিলেন। ডাকাতের দল অতিথি সেজে দুর্গে এল। দুর্গস্বামিনী অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের আহার্য্য দিয়ে পরিতুষ্ট করবার আয়োজন করলেন। কাটামুণ্ডটা তারা একটা কাপড়ে জড়িয়ে টেবলের উপর রেখে দিল। ভোজন শেষ হ'লে,গৃহস্বামিনী যখন সেই ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন তারা কাটামুণ্ডটা তুলে ধ'রে তাঁকে দেখাল। ভাইয়ের মুণ্ড দেখে তিনি চীৎকার ক'রে উঠলেন, তার পর তীরবেগে ঘর ছেড়ে পালালেন। শয়তানরা প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ হয়েছে দেখে দুর্গ থেকে বেরিয়ে গেল। দুর্গের ভৃত্য-পরিজন চীৎকার শুনে ছুটে এল। মনিব-পত্নীর সন্ধানে সকলে চারিদিক বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু কোথাও তাঁকে খুঁজে পেল না। পরদিবস গৃহস্বামী ফিরে এসে সব শুন্‌লেন। দুঃখের ভারে তিনি মুসড়ে পড়লেন। কিন্তু অনুসন্ধান ছাড়লেন না। অনেক দূরে দূরে সন্ধান চল্‌তে লাগল। তিনি তখন সন্তানবতী। আঙ্গস্ তখন দেড় বছরের ছেলে। ক্যাপ্টেন ডেলগেটি, আপনি বোধ হয় বড় ক্লান্ত, এখন ঘুমুবেন?"

"না, না, লর্ড, আমি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছি। আমি চোখ বুজে খুব ভাল শুনতে পাই। এ অভ্যাস অনেক দিনের।"

লর্ড পুনরায় আরম্ভ করিলেন, "ঐ ঘটনার কথা শুনে দেশের বড় বড় জমিদার ও দুর্গপতিরা প্রতিশোধ নেবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। তাঁরা সকলে মিলে দস্যুদের খুঁজে বের করলেন—১৭ জনের কাটামুণ্ড চারিদিকে দেখান হল। যারা কোন রকমে পালাতে পেরেছিল, দূরের বনে পালিয়ে গেল। দেশের প্রথা এই ছিল যে, গ্রীষ্মকালে পাহাড়ের খোলা জায়গায় গরু চরান হ'ত। গ্রামের মেয়েরা সকালে বিকেলে সেখানে গিয়ে গরুর দুধ দুইত। এক দিন মেয়েরা গোদোহন কাযে লিপ্ত আছে, এমন সময় এই পরিবারের মেয়েরা একটি নারীমূর্ত্তি দেখতে পেল। তাঁর শরীর শীর্ণ, বিবর্ণ; কিন্তু তাঁর সঙ্গে এই বাড়ীর গৃহিণীর আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে! অনেকে ভাবলে, তাঁর প্রেতদেহ আবির্ভূত হয়েছে। দলের মধ্যে সাহস ক'রে কয়েক জন তাঁর দিকে এগিয়ে গেল। মূর্ত্তি চীৎকার ক'রে বনের দিকে দৌড়ল। স্বামীর কাছে সংবাদ গেল। তিনি সদলবলে এসে চারিদিক

আটকালেন। অনেক কষ্টে মূর্ত্তির দেখা মিল্‌লো। তিনিই গৃহিণী বটেন, কিন্তু সম্পূর্ণ উন্মাদ-রোগগ্রস্ত। এতদিন বনের মধ্যে তিনি কি খেয়ে বেঁচেছিলেন, জানা গেল না। তবে অনেকে মনে করলেন, বনের ফল-মূল খেয়ে কোনমতে জীবনধারণ করেছিলেন। তিনি ফিরে এলেন কেন, তা সহজে নির্দ্ধারিত হল। আগে নিজেই গোদোহনের কাজ তিনি ভালবাস্‌তেন। বনের ভেতর থেকে গরু দোহার কাজ হচ্ছে দেখে সংস্কারের প্রভাবে তাই দেখতে এসেছিলেন।

যথাসময়ে মহিলাটি একটি সন্তান প্রসব করলেন। ছেলেটি অসাধারণ হৃষ্টপুষ্ট এবং তার দেহ ও মনে কোন ব্যাধির চিহ্ন দেখা গেল না। সূতিকাগারে থাকবার সময় মহিলাটির আগের জ্ঞান আবার ফিরে এল। কিন্তু স্বাস্থ্য বা মনের পূর্ব্বভাব আর এলো না। আলানই তাঁর একমাত্র আনন্দের উৎস ছিল। এই ছেলের প্রতি তাঁর অসাধারণ আকর্ষণ ছিল। তাঁরই প্রভাবে আলানের শিশু মনে কুসংস্কার স্থান পেয়েছিল। ছেলের যখন ১০ বছর বয়স, সেই সময় মহিলাটি মারা যান। অন্তিমকালে তিনি গোপনে আলানকে কতকগুলি কথা ব'লে যান। সম্ভবতঃ ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধের কথাই তিনি ব'লে গিয়েছিলেন।

"মার মৃত্যুর পর হতেই আলান সম্পূর্ণ বদলে গেল ; এত দিন সে সব সময় তার মার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরত। বয়সের অনুপাতে সে খেলাধূলা কারও সঙ্গে করত না। সে মার কথা শুনত, নিজেও কল্পনালোকে বিচরণ করত। তার মাথাও ঠিক ছিল না। যা তা বক্‌ত। সে ভারী ভীতু ছিল। লোক দেখ্‌লে ভয় পেত, কারও সঙ্গে মিশত না। সমান বয়সের ছেলে-মেয়েদের দেখ্‌লে ভয়ে স'রে যেত। আমার বেশ মনে আছে—আমার বয়স ওর চেয়ে কিছু কম—আমি বাবার সঙ্গে এখানে এসেছিলুম। আমি ওকে কত রকম চেষ্টা ক'রে মিশবার প্রয়াস পেয়েছিলুম। কিন্তু ও কিছুতেই আমার সঙ্গে মিশত না। আমার মনে আছে, ওর বাবা আমার কাছে কত দুঃখ করেছিলেন। স্ত্রীর কাছ থেকে ওকে সরিয়ে আন্‌লে, তিনি ব্যথা পাবেন ব'লে কর্ত্তা আর সে কাজটা করেননি। কিন্তু মার মৃত্যুর পর হঠাৎ আলান একদম্ বদ্‌লে গেল। অবশ্য ও চিরকালই গম্ভীর-প্রকৃতির এবং স্বল্পভাষী। মাঝে মাঝে ফিটের মতও হ'ত ; কিন্তু দেখা গেল, সব রকম ব্যায়ামে ও মেতে উঠেছে। ওর শরীরে অসাধারণ শক্তি ছিল্। ওর দাদা বা বড় বড় ছেলেরা কেউ কিন্তু ওর সঙ্গে ব্যায়ামে পেরে উঠত না। ও সকলকে ছাড়িয়ে উঠল। তার পর থেকে যারা ওকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তারাও ভয় পেয়ে গেল। সকল রকম অস্ত্র-চালনায় ওর সমকক্ষ এ অঞ্চলে কেহ ছিল না। খেলার সময়েও ভুলে যেত যে, আপোষে বল-পরীক্ষা হচ্ছে। কিন্তু আমি বৃথা বকে চলেছি। ঐ দেখ ক্যাপ্টেন ঘুমিয়ে পড়েছে।" সত্যই ডেলগেটির তখন 'নাসা-গর্জ্জন আরম্ভ হইয়াছিল।

এঞ্জারসন বলিল, "ও লোকটার কথা ছেড়ে দিন। আপনার কোন কথাই ও শোনেনি। গল্পটা এত ভাল লাগছে যে, না শুনলে স্থির থাকতে পারব না। সিবাল্ড ও আমাকে আপনি গল্পটা শোনান।"

লর্ড মেনটিথ বলিয়া চলিলেন, "পনর বছর বয়স পর্য্যন্ত আলানের বল ও কার্য্যতৎপরতা বেড়ে যেতে লাগল। এই সময় থেকে ওর সাহস ও স্বাধীন-প্রবৃত্তি সম্যক্ পুষ্ট হয়ে উঠল। ও এত অধীর হয়ে পড়ত যে, ওর বাবা ভয় পেয়ে গেলেন। বনের ভেতর শিকার করবার অজুহতে দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রিও অনুপস্থিত থাকত। যখন ফিরে আসত, কোন শিকারই সঙ্গে দেখতে পাওয়া যেত না। এই সময় ডাকাতরা আবার বনে ফিরে এসেছিল। রাজ্যে তখন ভারী গোলমাল। সে সুযোগে আবার তারা বনে এসে রাজত্ব করতে লাগল। এতে আলানের বাবা পুত্রের জন্য ভারী চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এখন এমন অবস্থা যে, ডাকাতদের আক্রমণ করাও নিরাপদ ছিল না। পাছে সেই হিংস্র ডাকাতরা তাঁর ছেলের কোন অনিষ্ট করে, এই ভয়ে দিন-রাত তিনি চিন্তিত থাক্‌তেন।

"এই সময়ে আমি দুর্গে বেড়াতে এসেছিলাম। শুনলাম, ভোর হতেই আলান বনে গেছে। আমিও তার সন্ধানে গেলাম। কিন্তু কোথাও তাকে খুঁজে পেলাম না। সে রাত্রিটাতে ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। আলান সারা রাত্রির মধ্যে ফিরে এল না। তার বাবা দুশ্চিন্তায় অবসন্ন হয়ে পড়লেন। ভোর হ'লেই একদল সেনাকে তিনি তার সন্ধানে পাঠাবেন ঠিক করলেন। রাত্রিতে আমরা আহারে বসেছি, এমন সময় ঘরের দরজা জোরে খুলে গেল। আলান দৃঢ়-গর্ব্বিত-চরণে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। তার অবস্থা দেখে, তার বাবা তাকে কড়া কথা বলতে পারলেন না। শুধু বললেন যে, আমি একটা হৃষ্ট-পুষ্ট হরিণ মেরে এনেছি, আর আলান শুধু হাতে

ফিরে এসেছে। আলান বললে, 'তাই না কি! কিন্তু একটা জিনিষ আমি এনেছি, তা দেখলে আপনাকে অন্য রকম বলতে হবে।'

"আমরা তখন দেখলাম, তার হাত রক্তাপ্লুত। মুখেও রক্তের চিহ্ন। আলান তখন তাহার পরিধেয় বসনের অন্তরাল হতে কি একটা বের ক'রে টেবলের উপর রাখলে। দেখলাম, একটা সদ্যশ্ছিন্ন নরমুণ্ড। সে মুণ্ড দেখে সবাই চিনতে পারলে, ডাকাত-সর্দ্দার হেক্‌টরের মাথা। এই লোকটা ভীষণ জোয়ান ও অদ্ভুতকর্ম্মা ছিল। আলানের মামাকে যে সব ডাকাত হত্যা করেছিল, এ লোকটা তাদের এক জন। বুদ্ধি-কৌশলে সে দূর-বনে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেছিল। আর সবাই ধরা পড়েছিল, কিন্তু হেক্‌টরকে কেউ ধরতে পারেনি। এ ব্যাপারে সকলেই বিস্মিত হ'ল। এত বড় জোয়ান ও দুরন্ত ডাকাতকে পরাজিত করতে আলানকে নিশ্চয় বেগ পেতে হয়েছিল। কারণ, তার অঙ্গেও অনেকগুলি আঘাত-চিহ্ন দেখা গেল। এখন থেকে আলানের জন্য সকলের চিন্তা আরো বেশী হ'ল। ডাকাতের দল প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বে না। কিন্তু আলানকে যতই বোঝান হোক্ না কেন, সে কোন উপদেশই শুনলে না। তাকে ঘরে বন্ধ ক'রে রেখেও নিস্তার নেই। যেমন ক'রে হোক সে পালিয়ে যাবেই। এই ভাবে সে আরো দুজন সাংঘাতিক ডাকাতের মুণ্ড কেটে আন্‌লে। ডাকাতের দল এ ব্যাপারে ভয় পেয়ে গেল। অনেক ডাকাত একসঙ্গে থাকলেও সে তাদের আক্রমণ করতে ভয় পেত না। তারা অনেকবার তার প্রতি অস্ত্রাঘাত করেছে, কিন্তু আলানের গায় আঁচড়ের দাগ পর্য্যন্ত লাগত না। তার ফলে ডাকাতরা ভাবলে, আলানের দেহ দৈবের দ্বারা সুরক্ষিত। সুতরাং আলানকে দেখলেই তারা আত্মগোপন করত। আলানের শৃঙ্গধ্বনি শুন্‌লে, সর্ব্বাপেক্ষা বলবান হাইল্যাণ্ডারও তার সামনে থেকে পালিয়ে যেত।

"যা হোক্, এদিকে ডাকাতরা তাদের ডাকাতি ছাড়লে না। এদিকে এম্ অউলে এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজনগণও তাদের যথাসম্ভব ক্ষতি করতে লাগলেন। তারাও এই পরিবারের বিরুদ্ধে আড়ে হাতে লেগে প'ড়ল। তার ফলে ডাকাতদলকে গ্রেপ্তার করবার জন্য আবার অভিযান আরম্ভ হ'ল। এই সময় আমিও ডাকাত ধরবার দলে যোগ দিয়েছিলাম। সমস্ত বনটা বেড়াজালে ঘিরে আমরা ডাকাত-দলকে বের করালাম। তার পর তাদের কচুকাটা ক'রে মেরে ফেলা হ'ল। নারীরা এবং অসহায়রাও এ ব্যাপারে দণ্ডভোগ হ'তে মুক্তি পেলে না। শুধু একটি ছোট মেয়েকে আমার অনুরোধে আলানের তরবারির আঘাত থেকে রক্ষা করা গেল। তাকে এই দুর্গে আনা হ'ল। সেই মেয়েটির নাম এনট্ লাইলী। বাস্তবিক এমন সুন্দরী দেখা যায় না। আগে আলান মেয়েটার সান্নিধ্য সহ্য করতে পারত না। তার পর হঠাৎ কি মনে হ'ল। বোধ হয়, মেয়েটির চেহারার লালিত্য দেখে, আলান ভাবলে, ও-মেয়েটি ডাকাতদের নয়। হয় ত অন্য কোথা থেকে মেয়েটিকে চুরি ক'রে এনেছিল। হয় ত তার ধারণা ঠিক। আলান কিন্তু সর্ব্বান্তঃকরণে এই বিশ্বাস নিয়েই আছে। মেয়েটির গান-বাজনা শুনে ও ভারী মুগ্ধ হয়। সত্য কথা বলতে কি, লাইলীর মত এমন সুন্দর গান-বাজনা এ দেশের কোন মেয়ে পারে না। লাইলীর গানের এমন প্রভাব যে, আলানের ফিট তাতে টুটে যায়—সে সুস্থ হয়ে ওঠে। এখন লাইলীকে গৃহস্বামী নিজের সহোদরার মত যত্ন করেন। বাস্তবিক রূপে গুণে মেয়েটি সকলেরই মনোহারিণী।"

এণ্ডারসন্ হাসিয়া বলিল, "কিন্তু হুজুর সাবধান হবেন। আলানকে আপনি যে ভাবে বর্ণনা করলেন, তাতে সে আপনার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে।"

হাসিতে হাসিতে লর্ড মেনটিথ বলিলেন, "আলানের প্রাণে প্রেম জন্মাবার কোন সুযোগ নেই। আর আমার কথা যদি ধর, এনটের পিতৃ-পরিচয় যখন নেই, তখন ওকে বিয়ে করবার কোন সম্ভাবনাই হবে না।"

এণ্ডারসন্ বলিল, "আপনার যোগ্য কথাই আপনি বলেছেন। এখন দয়া ক'রে গল্পটা শেষ করুন।"

লর্ড বলিলেন, "গল্পটাও প্রায় শেষই হয়েছে। একটা কথা বাকি আছে। আলানের অস্বাভাবিক সামর্থ্য এবং অদম্য ইচ্ছাশক্তির জন্য সকলের ধারণা, ওর মধ্যে অলৌকিক কোন ক্ষমতা আছে—ভবিষ্যতের কথা ও ব'লে দিতে পারে। এজন্য সকলেই ওকে শ্রদ্ধা করে।"

এণ্ডারসন্ বলিল, "হুজুর, আলানকে আমাদের দলে টেনে নিতে হবে। গায়ের শক্তি এবং দৈব-শক্তি—"

"চুপ কর, ও লোকটা!—পেঁচাটার ঘুম ভেঙেছে।"

ডেলগেটি বলিয়া উঠিল, "আপনি দৈব-শক্তির কথা বলছিলেন? আমি এ রকম ঘটনার কথা শুনেছি।"

এণ্ডারসন বলিল, "আমিও শুনেছি, কিন্তু কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারি না।"

লর্ড বলিলেন, "কিন্তু আমার আত্মীয় আলানের সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। আমি দেখেছি, প্রত্যেক বারেই আলান দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছে—প্রত্যেকটাই খেটে গেছে। কাজেই ও যে জুয়াচোর বা বাজে কথা বলে তা নয়।"

"হুজুর, তা হ'লে আপনি অলৌকিক ব্যাপার বিশ্বাস করেন ?"

লর্ড বলিলেন, "না এণ্ডারসন্, আমি বিশ্বাস করিনে। কিন্তু এ সব ব্যাপারের কোন কৈফিয়ৎও খুঁজে পাইনে। যাই হোক, রাত্রি অনেক হয়েছে, এখন ঘুমোনো দরকার।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

Coming events cast their
shadows before,

Campbell

প্রভাতে সকলেই শয্যাত্যাগ করিলেন। সঙ্গীর সহিত গোপনে দুই চারি কথা আলোচনার পর লর্ড মেনটিথ ডেলগেটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক্যাপ্টেন, আর দেরী করা চলে না। এখন বলুন, আপনি আমাদের দলে যোগ দেবেন, না চ'লে যাবেন ?"

ডেলগেটি বলিল, "আগে প্রাতরাশটা শেষ হোক, তার পর কথা হবে।"

লর্ড বলিলেন, "কিন্তু আমি মনে করেছিলাম, আপনি তিন দিনের খোরাক সংগ্রহ ক'রে নিয়েছেন।"

ক্যাপ্টেন বলিল, "এখনো খানিকটা খালি আছে। সেটা ভর্ত্তি ক'রে নিতে আমি চাই। সুযোগ আমি কখনো ছাড়িনে।"

লর্ড বলিলেন, "কিন্তু কোন বিচক্ষণ সেনাপতি প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাল অপরকে নিরপেক্ষ থাকবার অবকাশ দেন না। সুতরাং আপনার অভিপ্রায় জানা আমাদের এখুনি দরকার। হয় আপনি নিরাপদে বিদায় নিতে পারেন, নয় ত আমাদের দলভুক্ত হ'তে পারেন।"

ক্যাপ্টেন বলিল, "ঠিক কথা। সুতরাং আমিও আর বৃথা সময় নষ্ট করতে চাইনে। আমার বেতন এবং খাওয়া-পর্‌রার একটা ব্যবস্থা হলেই আমি এখুনি আপনাদের দলভুক্ত হয়ে পড়তে পারি।"

লর্ড মেনটিথ বলিলেন, "এখন আমরা বেশী বেতন দিতে পারব না। কারণ, আপাততঃ আমরা সকলে মিলে চাঁদা তুলে খরচ চালাব। মেজর হিসাবে ক্যাপ্টেন ডেলগেটিকে আপাততঃ আমরা অর্দ্ধ ডলারের বেশী দিতে পারব না।"

ক্যাপ্টেন বলিল, "আধা বা সিকি জাহান্নমে যাক।"

লর্ড বলিলেন, "আপাততঃ আধা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকুন, ক্যাপ্টেন। যুদ্ধ শেষ হ'লে বাকি অর্দ্ধেক আমি দিতে প্রতিশ্রুত থাকলাম।"

ক্যাপ্টেন বলিল, "চিরকালই সব জায়গায় ঐ রকম বকেয়া পাবার প্রতিশ্রুতি পেয়ে এসেছি। কিন্তু বকেয়া আদায় আর হ'ল না। একটা কথা ব'লে রাখি লর্ড, আমার পৈতৃক সম্পত্তি—ড্রমথ্যাকেট, যদি কভেনাণ্টারদের হাতে প'ড়ে থাকে, সেটা আমি ফিরে পেলে, যুদ্ধ শেষ হ'লে টাকা পাব, এই প্রতিশ্রুতিমতে কাজে লেগে যেতে পারি।"

সিবাল্ড নামক লর্ডের অপর সঙ্গী বলিল, "ক্যাপ্টেনের সম্পত্তিটা বোধ হয় প্রকাণ্ড জমি—এবারডিনের পশ্চিমে পাঁচ মাইল দূরে যে বৃহৎ জায়গাটা অমনি পড়েছিল। সেটা যদি হয়, তা হ'লে আমি জানাচ্ছি, ইলারাস ষ্ট্রাচান সেটা কিনে নিয়েছে।"

ক্রোধভরে ডেলগেটি বলিল, "আমার ৪শ বছরের পৈতৃক সম্পত্তি সে গাধাটা কেনে কোন্ হিসাবে ? আমি তাকে কাণ ধ'রে তাড়িয়ে দেব। শুনুন, লর্ড মেনটিথ, আমি আপনার কেনা দাস—মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত আমি আপনাকে ছাড়ব না।"

যুবক ওমরাহ বলিলেন, "আমি আপনাকে আগাম এক মাসের বেতন দিয়ে দিচ্ছি।"

টাকাটা পকেটস্থ করিতে করিতে ক্যাপ্টেন বলিল, "এখন না দিলেও চলত। যাক্, এবার আমি নীচে গিয়ে ঘোড়ার তদ্বির ক'রে আসি। ঘোড়াকে জানাব, এবার আমাদের নতুন চাকরী হ'ল।"

এণ্ডারসনকে লক্ষ্য করিয়া লর্ড বলিলেন, "তোমার মূল্যবান সেনানীকে পেলে ত ? আমি ওর উপর নির্ভর করবার কিছু দেখ্ছি না।"

এণ্ডারসন বলিল, "এখন ঐ রকম দরের লোকই সব। এ রকম লোক না হ'লে আমাদের সংগ্রাম চালানও যাবে না।"

লর্ড বলিলেন, "চল, আমরাও নীচে যাই। এদিকে ব্যাপার কতদূর গড়াল, দেখে আসি, গোলমাল ত অনেক হচ্ছে শুনতে পাচ্ছি।"

নীচের হলঘরে প্রবেশ করিতেই, লর্ড মেনটিথের সহিত আঙ্গস্ ও ইংরেজ-অতিথিদিগের সহিত দেখা হইল। আলান পূর্ব্ববৎ অগ্নিকুণ্ডের ধারে একটা চৌকীতে বসিয়াছিল। সে কোনও কথায় কাণ দিতেছিল না।

এমন সময় পুরাতন ভৃত্য ডোনাল্ড ঘরের মধ্যে দ্রুতপদে প্রবেশ করিল। সে বলিল, "ডিক আলিষ্টার মোরএর কাছ থেকে দূত এসেছে।"

আঙ্গস্ প্রশ্ন করিলেন, "সঙ্গে কজন এসেছে?"

ডোনাল্ড বলিল, "জন ২৫।৩০ হবে—সাধারণ অনুচর।"

গৃহস্বামী বলিলেন, "প্রাঙ্গণে খড় বিছিয়ে দিতে ব'লে দাও।"

অপর ভৃত্য আসিয়া জানাইল যে, সার হেক্টর ম্যাক্লিন এখনই আসিয়া পৌছিবেন। তাঁহার সঙ্গে অনেক লোক আসিতেছে।

গৃহস্বামী তাহাদিগের বাসস্থানের জন্যও স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

ক্রমে অন্যান্য দল আসিতেছে, সে সংবাদও আসিল। সকলের জন্যই দুর্গে যথাসাধ্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। শেষে স্থির হইল, আর স্থান দিবার মত জায়গা নাই।

এমন সময় আলান বলিয়া উঠিল, "এত ব্যস্ত হবার কোন কারণ নেই। প্রকাণ্ড মাঠ ত প'ড়ে আছে। সেখানে হাজার হাজার লোকের জায়গা হবে।"

জ্যেষ্ঠ সহোদর বলিলেন, "আলান ঠিকই বলেছে। অনেক সময় দেখা যায়, ওর মাথায় বেশ বুদ্ধি খেলে।"

আলান বলিল, "হ্যাঁ, আজকার রাতটা তারা মাঠে ঘুমিয়ে কাটাক। অনেকের পক্ষে আজকের রাতই শেষ রাত। যখন মার্টিনমাস্ বাতাস বইতে আরম্ভ করবে, তখন আর অনেকেরই ঘুমাবার দরকার হবে না—শীত-গ্রীষ্মের প্রয়োজন তারা অনুভব করবে না।"

আঙ্গস বলিলেন, "ভাই, ওরম ভবিষ্যদ্বাণী করো না। ওটা শুভজনক নয়।"

আলানের দুই চক্ষু কোটর হইতে যেন ঠেলিয়া বাহির হইতেছিল। সে বলিল, "তুমি অন্য কি আশা করেছিলে?" তাহার ফিটের উপক্রম হইল। এমন সময় ডোনাল্ড ও তাহার ভ্রাতা তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন—তাহার দেহ ভূমিতলে নিক্ষিপ্ত হইল না। তাহাকে একটা বেঞ্চির উপর বসান হইল। ক্রমে আলান প্রকৃতিস্থ হইল। সে যেন কি বলিতে গেল।

আঙ্গস্ বাধা দিয়া বলিলেন, "আলান, ভগবানের দোহাই, এমন কোন কথা বলো না, যাতে আমরা নিরুৎসাহ হয়ে পড়ি।"

আলান বলিল, "আমি কি তোমাদের নিরুৎসাহ করছি? যা হবার তা হবে, যা ঘটবার তা ঘটবেই। আমরা সাহসে ভর ক'রে এগিয়ে যাব। অনেক সাংঘাতিক যুদ্ধ জয় করব। তার পর অদূরের নরমেধ-যজ্ঞের ভূমিতে পৌছুব। না হয় ত ফাঁসীকাঠে মাথা গলাব।"

অনেকে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, "কোন্ নরমেধ-যজ্ঞের ভূমি? কোন্ ফাঁসী-কাঠ?"

সকলেই জানিত, আলান ভবিষ্যৎ দেখিতে পায়। হাইল্যাণ্ডের প্রত্যেক লোক তাহা বিশ্বাস করিত।

আলান বলিল, "সবাই তা শীঘ্রই জান্‌তে পারবে। আর কেউ এখন আমার সঙ্গে কথা বলো না। তোমাদের প্রশ্ন শুনে আমি ক্লান্ত হয়েছি।" বলিতে বলিতে সে নিজের ললাটে হস্ত অর্পণ করিল। তার পর জানুর উপর কনুয়ে ভর করিয়া, গভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিল।

আঙ্গস্ মৃদুস্বরে বলিলেন, "এনুট লাইলীকে বীণা নিয়ে আস্‌তে বল। তার পর আপনারা আসুন, প্রাতরাশ করবেন।"

লর্ড মেনটিথ ছাড়া আর সকলেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এনট লাইলী অল্পক্ষণ পরেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সত্যই সে যেমন তন্বী, তেমনই সুন্দরী। সাধারণ নারীর অপেক্ষা সে দেখিতে হ্রস্বকায়া। তরুণ যৌবনের লাবণ্য তাহার দেহে ওতপ্রোত হইতেছিল। তাহার বয়স প্রায় অষ্টাদশ হইলেও, দেখিতে তাহাকে চতুর্দ্দশী কিশোরীর মত। তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন চমৎকার। কোথাও বৈসাদৃশ্য নাই। পুরাণের টাইটানিয়ার সহিত তাহার আকারগত সাদৃশ্য বিস্ময়জনক। দুর্গের প্রত্যেকেই লাইলীকে পছন্দ করিত, সকলেই তাহাকে ভালবাসিত—স্নেহ করিত।

এনট লাইলীকে দেখিয়া লর্ড মেনটিথ অগ্রসর হইয়া তাহাকে অভিবাদন করিলেন। লাইলীর গণ্ডে গোলাপ ফুটিয়া উঠিল।

বন্ধুর দিকে কর প্রসারিত করিয়া লাইলী বলিল, "সুপ্রভাত, লর্ড। ইদানীং আর বড় একটা আপনাকে দুর্গে দেখা যায় না। এখন যে এসেছেন, সেও যুদ্ধের ব্যাপারে।"

লর্ড মেনটিথ বলিলেন, "এনট, এখন তোমার বীণা বাজলে আমি বাধা দেব না। অবশ্য আমার আগমনে অন্তত্র বেসুরো বাজতে পারে। আমার ভাই আলানের পক্ষে তোমার গান ও বীণার ধ্বনির বড়ই প্রয়োজন।"

এনট লাইলী বলিল, "আমার রক্ষাকর্ত্তার আমার উপর দাবী আছে। আর আপনি লর্ড মহোদয়, আপনিও আমার জীবন রক্ষা করেছেন। আমার মত অযোগ্যের জীবন রক্ষার জন্য আপনি প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। আপনাদের প্রীতিদান করা আমার জীবনের ব্রত।"

আলান যে আসনে বসিয়াছিল, তাহার অদূরে লাইলী বীণা লইয়া বসিল। বীণার তারে ঝঙ্কার তুলিয়া সে গান গাহিতে লাগিল।

গান যতই চলিতে লাগিল, আলানের প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব ফিরিয়া আসিবার লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাহার মন যে আশপাশের বস্তুতে নিবিষ্ট হইতেছে, তাহারও পরিচয় মিলিল। আলানের ললাটে যে ভ্রুকুটি-রেখা দেখা গিয়াছিল, তাহা ক্রমে অপসৃত হইয়া গেল। তাহার দেহের মধ্যে যে যন্ত্রণাবোধ হইতেছিল, তাহাও ক্রমশঃ দূরীভূত হইল। সে যখন সোজাভাবে বসিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল, তখন তাহার আননের বিষণ্ণতা এবং মতি-বিভ্রমের উন্মত্ততার ভাব আর দেখা গেল না। সে স্বাভাবিক ভাবেই চাহিল।

বীণার শেষ তান বাতাসে বিলীন না হইতেই আলান বলিয়া উঠিল, "ভগবানকে ধন্যবাদ! আমার আত্মার উপর আর কালো ছায়া নেই—কুয়াশা চ'লে গেছে।"

সম্মুখে অগ্রসর হইয়া লর্ড মেনটিথ বলিলেন, "ভাই আলান, ভগবানের কাছে যেমন কৃতজ্ঞ, তেমনি তুমি এন্‌ট লাইলীর কাছেও কৃতজ্ঞ। ওঁর জন্যই তোমার বিষণ্ণ ভাবটা কেটে গেছে।"

আলান উঠিয়া দাঁড়াইয়া অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে বলিল, "ভাই মনটিথ, তোমার হৃদয় মহৎ। আমার রোগের কথা তুমি জান ত। তাই এতক্ষণ তোমাকে আমাদের গৃহে অভিনন্দিত করি নি। এখন তুমি আমার অভিবাদন গ্রহণ কর।"

লর্ড মেনটিথ বলিলেন, "আমাদের অনেক দিনের পরিচয়, আলান। সুতরাং বাইরের শিষ্টাচারের কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু আজ হাইল্যাণ্ডের অর্দ্ধেক মানুষ' এখানে হাজির হবেন। বড় বড় সর্দ্দাররাও আসবেন। তাঁদের জন্য বাইরের ভদ্রতা দেখানর প্রয়োজন আছে। এখন বল ত আলান, কি করলে তুমি সকলের সঙ্গে মর্য্যাদাযোগ্য ব্যবহার করতে পারবে? এনটকে তুমি কি দিতে চাও?"

এনট হাসিয়া বলিল, "উনি আর আমাকে কি দেবেন? যদি ডাউনির বাজারের রিবন আমাকে দেন, তাতেই চলবে।"

বিষণ্ণভাবে আলান বলিল, "ডাউনির বাজার, এনট? সে বাজারে যাবার আগে অনেক রক্তপাত হবে। হয় ত সেদিন আমি বেঁচেও না থাকতে পারি। তবে আমি যা করব ব'লে মনস্থ করেছিলাম, সেই কথাটা তুমি আজ আমায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছ।"

এই কথা বলিয়া আলান সেই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

লর্ড মেনটিথ বলিলেন, "আলান যদি এই ভাবে কথা ব'লে চলে, তা'হ'লে তোমার বীণা বাজাবার আবার দরকার হবে।"

উৎকণ্ঠাভরে এনট বলিল, "তা বোধ হয় দরকার হবে না। এমন ভাবটা অনেক দিন ধ'রে চলছে। এবার আর ও রকম হবে ব'লে মনে হচ্ছে না। এমন স্নেহময়, উদার মানুষের এমন ব্যাধিও হয়!"

লাইলী খুব নিম্নস্বরে কথা বলিতেছিল। এ জন্য লর্ড তাহার কাছে সরিয়া আসিয়া দেহ অবনত করিয়া তাহার কথা শুনিতেছিলেন। এমন সময় আলান হঠাৎ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করায়, তাঁহারা সরিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের গোপন আলোচনা আলানের কাছে প্রকাশ না পায়, ইহাই তাঁহাদের অভিপ্রেত ছিল। আলানের দৃষ্টি উহা এড়াইল না। সে ক্ষণ-কাল দ্বারের কাছে দাঁড়াইল। তাহার ললাট আবার কুঞ্চিত হইল—চক্ষু-গোলক আবর্ত্তিত হইল। মুহূর্ত্তের জন্য তাহার উপর রোগের আক্রমণের পুনরাবির্ভাব দেখা গেল। বলিষ্ঠ বাহুর সাহায্যে সে যেন ললাটের রেখা মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল। তার পর একটি ছোট বাক্স হাতে করিয়া এনটের দিকে অগ্রসর হইল। সে বলিল, "ভাই মেনটিথ, তোমাকে সাক্ষী রেখে এই বাক্স ও এর মধ্যে যা কিছু আছে, সব আমি এনটকে উপহার দিতে চাই। এর মধ্যে আমার অভাগিনী জননীর সামান্য খান কয়েক অলঙ্কার আছে—দাম অতি সামান্য। পার্ব্বত্য দুর্গ-স্বামীর স্ত্রীর মণি-মুক্তার মূল্যবান অলঙ্কার থাকে না, তা ত তুমি জান, ভাই।"

এনট লাইলী মৃদু কুণ্ঠিত স্বরে বলিল, "এ সব অলঙ্কার এই পরিবারের সম্পত্তি। এ সব আমি নিতে পারি না—"

বাধা দিয়া আলান বলিল, "এ সব জিনিষ আমার, এনট। মা মরবার সময় এগুলো আমাকে দিয়ে গিয়েছেন। এ সব এবং আমার তলোয়ার মাত্র আমার সম্পত্তি। সুতরাং তুমি এগুলো নিতে পার—এ সব আমার কাছে অকিঞ্চিৎকর। এগুলো তোমার কাছে রাখ—হয় ত যুদ্ধ থেকে আমি ফিরে নাও আস্‌তে পারি।"

বাক্সটি খুলিয়া এনটের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া আলান বলিল, "এগুলোর যদি কোন দাম থাকে, তোমার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ব্যবহার করো। কারণ, এই যুদ্ধের আগুনে এই দুর্গ যখন ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন আর ত এখানে আশ্রয় মিল্‌বে না। এর মধ্যে একটা অঙ্গুরীয় তুমি আলানের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ব্যবহার করো। তোমার দয়া ভুলবার নয়, তার জন্যই আমার এই অনুরোধ।"

এনট অশ্রুরোধের জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া বলিল, "ভাগ্যহীনা পিতৃমাতৃহীনা আমার জন্য তোমার যে দরদ, শুধু সেই স্মৃতির জন্য আমি একটা আঙটি নিতে পারি। কিন্তু এর বেশী অনুরোধ আমায় করো না। এমন দামী জিনিষগুলি আমি নিতে পারি না—পারবও না।"

আলান বলিল, "বেশ, তবে তুমি নিজে একটা বেছে নাও। তোমার এ রকম আপত্তির হেতু হয় ত আছে। অন্যগুলি অবস্থাভেদে তোমার কাজে লাগতেও পারে।"

এনট অলঙ্কারাধার হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অল্পমূল্যের একটি অঙ্গুরীয় বাছিয়া লইয়া বলিল, "বাকিগুলি তোমার কাছে রাখ। নিজের জন্যই হোক বা তোমার দাদার স্ত্রীর জন্যই হোক। কিন্তু—হা ভগবান!—এ আমি কোন্ জিনিষ পছন্দ ক'রে নিলেম!"

জিনিষটা দেখিবার জন্য আলান তাড়াতাড়ি কাছে আগাইয়া গেল। তাহার মুখ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। জিনিষটা দেখিয়াই আলান বিড়-বিড় করিয়া কি বকিল। উহা শুনিবামাত্র, এনটের হাত হইতে অঙ্গুরীয়টি মাটীতে পড়িয়া গেল। কুড়াইয়া লইয়া উহা লর্ড মেনটিথ ভীতা এনটের হাতে তুলিয়া দিলেন।

গম্ভীরভাবে আলান বলিল, "ভগবান্ সাক্ষী, আমি নই, তুমি নিজেই এই অমঙ্গলজনক অঙ্গুরীয় এনটের হাতে দান করেছ। আমার মা এই আংটী তাঁর নিহত ভ্রাতার স্মরণার্থ ব্যবহার করতেন।"

হাসিকান্নাজড়িতকণ্ঠে এনট বলিল, "আমি অমঙ্গলজনক ব'লে কোন কিছু বিশ্বাস করিনে। আমি যে দুজনকে আমার পৃষ্ঠপোষক ব'লে শ্রদ্ধা করি, তাঁদের কাছ থেকে যা কিছু পাব, তাতে আমার কোন অনিষ্টই হ'তে পারে না।"

সে অঙ্গুরীয়কটি তাহার অঙ্গুলীতে ধারণ করিল। তার পর বীণা তুলিয়া লইয়া তাহাতে ঝঙ্কার দিল। সঙ্গীতের ভাবার্থ এইরূপ :—

জ্ঞানবৃদ্ধ তত্ত্বদর্শী! নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া মনে করিও না যে, তাহাদের কোন শক্তি আছে। যদি বার্দ্ধক্য ও যৌবনের অদৃষ্টলিপি জানিতে চাহ, তাহা হইলে আমার হেলেনের নয়নযুগলে দৃষ্টি সম্বদ্ধ কর। তথাপি, হে মূঢ় জ্যোতিষী, তুমি থাম। তোমার নিজের দুঃখের মাপকাঠিতে যদি তুমি অপরের বেদনার পরিমাণ করিতে চাহ, তাহা হইলে তোমার পরিণামদর্শন সার্থক হইবে না।

লর্ড মেনটিথ বলিলেন, "ঠিক বলেছে, এনট। এই প্রাচীন গান ব'লে দিচ্ছে, ভবিষ্যতের বিষয় জানবার চেষ্টা করলে, আমাদের ব্যর্থ হতেই হবে।"

দৃঢ়স্বরে আলান বলিল, "না, লর্ড, ও ভুল বলেছে। আমি সাবধান ক'রে দেওয়া সত্ত্বেও তুমি সেটা অগ্রাহ্য করছ, তা কর। হয় ত বেঁচে থেকে তুমি সে ঘটনা দেখতে পাবে না। হেসো না—বিদ্রূপ করো না। অথবা যত জোরে পার ঠাট্টা-বিদ্রূপ ক'রে নেও। শীঘ্রই তোমার হাসি-ঠাট্টা বন্ধ হয়ে যাবে।"

লর্ড মেনটিথ বলিলেন, "আমি তোমার ভবিষ্যৎ মানিনে। আমার জীবন যত সংক্ষিপ্তই হোক্ না কেন, হাইল্যাণ্ডের কোন তত্ত্বদর্শী তার নাগাল পাবে না।"

বাধা দিয়া এনট লাইলী বলিল, "দোহাই ভগবানের, আপনি ওঁর স্বভাব ত জানেন। প্রতিবাদ সহ্য করবার শক্তি ওঁর নেই—"

আলানও লাইলীর কথায় বাধা দিয়া বলিল, "আমার জন্য ভয় পেয়ো না। আমার মন এখন স্থির হয়ে আছে—কিন্তু যুবা লর্ড, তুমি শোন, আমার দৃষ্টি তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু হাইল্যাণ্ড লোল্যাণ্ডের সেনারা যেখানে মরে স্তূপাকারে প'ড়ে আছে, সেখানে তোমার মৃতদেহ নেই। নিরস্ত্র বন্দীদের মধ্যেও আমি তোমাকে খুঁজে দেখেছি, না, সেখানেও তুমি নেই। বন্দুক-কামানের গোলা ছুটে চলেছে, দলে দলে সৈনিকরা মৃত্যু আলিঙ্গন করছে, কিন্তু সেখানেও তুমি নেই। ফাঁসীকাঠ প্রস্তুত। পুরোহিত মন্ত্র পড়তে উদ্যত। জল্লাদ কুঠার হস্তে প্রস্তুত। কিন্তু সেখানেও তোমার দেখা পেলাম না।"

"তবে কিসে আমার মৃত্যু হবে বল?"

বিদ্রূপপূর্ণ হইলেও, অজানার বিষয় জানিবার কৌতূহল মানবমাত্রেরই স্বাভাবিক।

আলান বলিল, "তোমার মান-সম্ভ্রম, বংশগৌরব সব বজায় থাক্‌বে। তোমার মৃত্যুতে কিছুই মলিন হবে না। আমি দেখছি, হাইল্যাণ্ড ছোরা তোমার বুকে তিনবার বিদ্ধ হয়েছে। তোমার ভাগ্যে তাই ঘটবে।"

লর্ড মেনটিথ বলিলেন, "যে লোকটা আমার বুকে অস্ত্রাঘাত করবে, তার চেহারাটি বর্ণনা ক'র দেখি। তা হ'লে তোমার ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ করবার জন্য তরবারি বা পিস্তল ব্যবহার করা যেতে পারে।"

আলান বলিল, "তোমার কোন অস্ত্রই কাজে লাগবে না। চেহারাটা তার কেমন, তাও আমি বল্‌তে পারছি না। তার মুখ আমি একবারও দেখতে পাইনি।"

লর্ড মেনটিথ বলিলেন, "তবে তাই হোক। ওটা অনিশ্চিতই থাকুক। আজ ও-সব শুনেও আমার আহারে অভক্তি হবে না।"

আলান বলিল, "হ'তে পারে। এখন তুমি আমোদ ত ক'রে নেও। কিন্তু আমার মন এতে বিষাক্ত হয়ে উঠেছে।" তার পর নিজের কটিবন্ধস্থ ছোরা দেখাইয়া বলিল, "এই রকম অস্ত্রই তোমার ভবিষ্যৎ নির্ণয় করবে।"

লর্ড বলিলেন, "কিন্তু আলান, এ দিকে তুমি এনট লাইলীকে এমন ভয় দেখিয়েছ যে ওর মুখে এতটুকু রক্তলেশ পর্যান্ত নেই। ব সব আলোচনা এখন থাক। এখন চল, সামরিক আয়োজন কি রকম হচ্ছে, দেখে আসা যাক্।"

উভয়ে আঙ্গসের কাছে গমন করিলেন। ইংরেজ অতিথিরাও সেখানে ছিলেন। আলোচনাকালে আলান বিজ্ঞের মতই কথা বলিল। তাহার বিচার-বিবেচনায় কেহ কোন ত্রুটি দেখিতে পাইলেন না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

When Albin her claymore
indignantly draws,
When her bonneted chieftains
around her shall crowd,
Clan Renald, the dauntless,
and Moray the proud,
All plaided and plumed
in their tartan array—

Lochiel's Warning.

ডারনলিন্‌ভারাচ দুর্গে সে দিন প্রভাতে সাজ সাজ রব পড়িয়া গিয়াছিল। বিভিন্ন স্থানের দুর্গাধিপ এবং সর্দ্দারগণ তাঁহাদের দলবলসহ উপস্থিত হইয়া দুর্গেশ্বরকে যথারীতি অভিবাদন করিতেছিলেন, পরস্পর অতিরিক্ত আন্তরিকতার সহিত আলাপ করিতেছিলেন।

প্রত্যেক দলপতির অনুচরবর্গের জন্য দুর্গে বসবাসের স্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। দুর্গের বহির্ভাগের দৃশ্য অতি বিচিত্র আকার ধারণ করিয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপ, অরণ্য ও উপত্যকাভূমি হইতে সমাগত হাইল্যাণ্ডররা পরস্পরকে কৌতূহলভরে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। কাহারও কাহারও মনে পরস্পরের সম্বন্ধে বিরুদ্ধভাবও যে না ছিল, তাহা নহে। প্রতিযোগিতায় ভিন্ন ভিন্ন দলের রণবাদ্য ব্যাগপাইব বিচিত্র সুরে বাজিয়া উঠিতেছিল। প্রত্যেকেই মনে করিতেছিল, তাহারাই শ্রেষ্ঠ।

দুর্গস্থ প্রকাণ্ড হলগৃহে সর্দ্দারগণ সমবেত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ রাজপক্ষে প্রাণপাত করিবার উদ্দেশ্য লইয়া আসিয়াছিলেন, অধিকাংশই মার্কুইস আর্গাইলের স্বৈরাচারে অতিষ্ঠ হইয়া রাজপক্ষে যোগ দিতে আসিয়াছিলেন। মার্কুইস আর্গাইলের অনেক গুণ ও শক্তি সত্ত্বেও কতকগুলি দোষ ছিল। তাহারই জন্য তিনি জনসমাজে অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। এ জন্য অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হাইল্যাণ্ড সর্দ্দাররা তাঁহার উদারতার অভাবে অত্যন্ত বীতস্পৃহ হইয়া উঠিয়াছিলেন। আর্গাইল হাইল্যাণ্ড দলপতি ও প্রভূত-পরাক্রান্ত হইলেও মন্ত্রিসভায় যতটা দক্ষ ছিলেন, রণক্ষেত্রে তেমন দক্ষ নহেন, ইহা অনেকেই সন্দেহ করিত। ম্যাকডোনাল্ড এবং ম্যাকলিন বংশধরগণ তাঁহাকে এ জন্য পছন্দ করিতেন না। উক্ত উভয় বংশ পরস্পরের সহিত চিরন্তন বিবাদসূত্রে বিচ্ছিন্ন থাকিলেও ক্যাম্পবেল

বংশকে ভীষণ ঘৃণা করিতেন। এই ক্যাম্পবেল বংশকে সকলে ডায়ারমিড সন্তান বলিয়া অবজ্ঞা করিত।

সমবেত সর্দারবৃন্দ কিছুক্ষণ নীরব থাকিবার পর অধীর হইয়া উঠিলেন। কেহই প্রথমে কথা কহিতে চাহিতেছিলেন না। অবশেষে এক জন শক্তিশালী সর্দার নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ম্যাক অউলে, আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। রাজার বিষয় নিয়ে আলোচনা করা আমাদের অভিপ্রেত। এখন কে আমাদের আসল ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেবে?"

ম্যাক অউলের বক্তৃতাশক্তি ছিল না। তিনি জানাইলেন যে, লর্ড মেনটিথই মন্ত্রণা-সভায় আলোচ্য বিষয়টি ব্যাখ্যা করিবেন। ধীর-নম্রভাবে অথচ তেজস্বিনী ভাষায় লর্ড মেনটিথ বলিতে লাগিলেন যে, বক্তব্য বিষয়টি বুঝাইয়া দিবার ভার যখন তাঁহার উপর অর্পিত হইয়াছে, তখন সংক্ষেপে তিনি সকল কথাই ব্যক্ত করিতেছেন। তিনি বলিলেন যে, সমবেত শক্তিশালী সর্দারগণ যাহার স্বৈরাচারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন, তাহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইবার সময় উপস্থিত। কভেনান্টাররা দুইবার রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়াছিল। যুক্তিসঙ্গতই হউক অথবা অযৌক্তিকই হউক, তাহারা রাজার নিকট হইতে অনেক সুবিধা আদায় করিয়া লইয়াছে—সর্দাররা নানাপ্রকার উপাধিও আদায় করিয়া লইতে ছাড়েন নাই। যথাযোগ্যভাবে উপাধি প্রভৃতি দান করিয়া রাজা সন্তুষ্টচিত্তে রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিবার পর ঐ সকল সর্দার মিথ্যা সন্দেহের বশে ইংলণ্ডের রাজবিদ্রোহীদিগকে সাহায্য করিবার জন্য একদল শক্তিশালী বাহিনীকে প্রলুব্ধ করিয়াছে। লর্ড মেনটিথ বলিলেন, "যারা এই ভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তারা স্কটল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রকে বিপন্ন করেছে, তারা যে সেনাদলকে বৃদ্ধ লেভেনের নেতৃত্বে ইংলণ্ডে পাঠিয়েছিল—"

ক্যাপ্টেন ডেলগেটি কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু আলান ম্যাক অউলে তাহাকে থামাইয়া দিল। ওষ্ঠে অঙ্গুলি অর্পণ করিয়া সে তাহাকে নীরব থাকিতে ইঙ্গিত করিল। ডেলগেটি ক্রুদ্ধ হইল বটে, কিন্তু কোন কথা বলিল না।

লর্ড মেনটিথ বলিয়া চলিলেন, "সেই সময় এখন এসেছে। এখন প্রত্যেক খাঁটি স্কট, রাজভক্ত স্কটকে দেখাতে হবে, যে বিশ্বাসঘাতকরা বিদ্রোহ করেছে, তাদের শাস্তি দিতে হবে।" ওজস্বিনী ভাষায় লর্ড বলিলেন যে মার্কুইস হন্‌টলির অনেকগুলি পত্র তাঁহার কাছে আছে, সে পত্রগুলি সর্দারগণকে তিনি পরে দেখাইতেছেন। মার্কুইস হন্‌টলি এবং আর্ল সিফোর্থ রাজপক্ষে যোগ দিবার জন্য প্রস্তুত। আরও অনেকে সেনাদলসহ শীঘ্রই আসিতেছেন। এই প্রভূত-পরাক্রান্ত সেনাবাহিনীর কাছে কভেনান্টাররা মুহূর্ত-মাত্র টিকিতে পারিবে না। ইহা ছাড়া বিদেশে যুদ্ধ করিয়া যাঁহারা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, এমন অনেক বীরপুরুষও রাজপক্ষে যোগদান করিয়াছেন। তাঁহারা সেনাদলকে রণশিক্ষা দিবেন। আবুল আনট্রিম আয়ার্লাণ্ড হইতে বিরাট বাহিনী লইয়া আসিতেছেন। এখন সর্দাররা নিজেদের ক্ষুদ্র তুচ্ছ বিবাদ ভুলিয়া গিয়া একই উদ্দেশ্যে সম্মিলিত হউন। রাজা এজন্য তাঁহাদিগের কাছে কৃতজ্ঞ থাকিবেন।

লর্ড মেনটিথের বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই উচ্চৈঃস্বরে জয়নাদ করিয়া উঠিলেন। সকলেরই মনে তাঁহার ওজস্বিনী বাণী প্রভাব বিস্তার করিল। জয়ধ্বনি প্রশমিত হইলে সর্দাররা পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। যেন সকলেরই আরও কিছু বক্তব্য আছে। অনেকক্ষণ কাণাকাণির পর এক জন শুভ্রকেশ সর্দার বলিলেন, "মেনটিথের থেন মহোদয়, আপনি বেশ বলেছেন। আমাদের সকলের বুকেই ঐ একই ভাবের আগুন জ্বলে উঠেছে। কিন্তু গায়ে জোর থাকলেই যুদ্ধ জয় করা চলে না। ভাল সেনা-পতি চাই। তাঁর বুদ্ধি এবং সেনাদের শক্তি সম্মিলিত হ'লেই যুদ্ধে জয়লাভ করা যায়। আমি তাই প্রশ্ন করছি, কে আমাদের সেনাপতি হবেন? কার পতাকাতলে আমরা নতশিরে সমবেত হব? যার উপদেশে আমরা আত্মীয়স্বজন নিয়ে প্রাণঘাতী আহবে ঝাঁপিয়ে প'ড়ব, তাঁর নাম জানতে চাই। রাজা কার উপর সেনাপতি হবার ভার দিয়েছেন? আমরা সরলচিত্ত এবং মূর্খ হ'লেও যুদ্ধনীতির কিছু কিছু বুঝি। রাজার আদেশ জানতে না পারলে আমরা সেনাসমাবেশ করতে পারব না। তাই আমরা সুদক্ষ সেনাপতি কে হবেন, তাই জানতে চাই।"

আর এক জন সর্দার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "এমন সেনাপতি কোথায় পাবেন? হাইল্যাণ্ডের সর্দারদের নায়কত্ব করবার অধিকার আছে শুধু ভিক্ আলিষ্টার মুরের বংশধরদের।"

বাধা দিয়া আর এক জন সর্দার ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "আমি প্রথমাংশের সমর্থন করি। কিন্তু শেষটা করিনে। ভিক্ আলিষ্টার মুরবংশ যদি সেনাপতিত্ব করবার প্রতিনিধি ব'লে স্বীকৃত হন, তা হ'লে, তাঁকে প্রমাণ করতে হবে, তাঁর রক্ত আমার রক্তের চেয়ে ঘন।"

কোষবদ্ধ তরবারিতে হস্তার্পণ করিয়া ডিক্ আলিষ্টার মুর বলিলেন, "সে প্রমাণ এখুনি দেওয়া যেতে পারে।" লর্ড মেনটিথ উভয়ের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, স্কটল্যাণ্ডের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কেহ যেন আত্মকলহে লিপ্ত না হন। দেশের স্বাধীনতা এখন বিপন্ন। বিশেষতঃ রাজার দিকটাই সকলকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। অনেকগুলি সর্দ্দার উল্লিখিত উভয় সর্দ্দারের কাহাকেও প্রাধান্য দিতে সম্মত ছিলেন না, কিন্তু লর্ড মেনটিথের আবেদনে সকলেই সম্মতি দিলেন। এমন কি, সুপ্রসিদ্ধ ইভান ধু পর্য্যন্ত সদম্ভকণ্ঠে তাহা ঘোষণা করিলেন।

তিনি বলিলেন, "আমি আমার হ্রদ-রাজ্য থেকে এখানে এসেছি। যেমন নদী ব'য়ে আসে। আমি উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত আর ফিরব না। রাজা যাঁকে সেনাপতিত্ব করবার ভার দেবেন, আমিও তাঁকে মেনে নেব। আমাদের মত লোককে পরিচালিত করতে রাজার নির্ব্বাচিত সেনাপতি নিশ্চয়ই গুণবান্ হবেন এবং তাঁর বংশমর্য্যাদাও তেমনি উচ্চ হবে। তা না হ'লে শুধু গুণবান হ'লেই আমরা তাঁর অধীনে যুদ্ধ ক'রে বংশমর্য্যাদা হারাব। তিনি হবেন সাহসী বীরদিগের অগ্রগণ্য, দৃঢ়চেতা। আমাদের সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে চালাবার শক্তিও তাঁর চাই। এমন সেনাপতি দরকার। এখন বলুন লর্ড মেনটিথ, এমন সেনাপতি কি পাওয়া যাবে?"

আলান ম্যাক্ অউলে বলিয়া উঠিল, "সে রকম এক জনই আছেন।" এই বলিয়া এণ্ডারসনের স্কন্ধদেশে হাত রাখিয়া বলিল, "তিনি এখানেই দাঁড়িয়ে আছেন!"

সমবেত সর্দ্দারদিগের মধ্যে বিস্ময়-জনিত গুঞ্জন-ধ্বনি উত্থিত হইল। তখন এণ্ডারসন তাঁহার অঙ্গাবরণ ফেলিয়া দিলেন। এতক্ষণ তাঁহার মুখমণ্ডল দেখা যাইতেছিল না। সম্মুখে অগ্রসর হইয়া তিনি বলিলেন, "এমন কৌতূহলপূর্ণ দৃশ্যে নির্ব্বাকভাবে থাকবার আমার ইচ্ছে ছিল না। আমার উপর যে ভার দেওয়া হয়েছে—এই কাগজে তা আপনারা দেখতে পাবেন—রাজা স্বয়ং স্বাক্ষর করেছেন—তার ভার আমি সাম্‌লাতে পারব কি না, পরে তা প্রকাশিত হবে। এ আদেশ মোহরাঙ্কিত ক'রে দেওয়া হয়েছে, জেমস্ গ্রাহাম—আর্ল মনট্রোজকে। তিনিই মহামান্য রাজার পক্ষে সেনাবাহিনী পরিচালিত করবেন।"

সভাস্থল হইতে প্রবল আনন্দোচ্ছ্বাস উত্থিত হইল। বাস্তবিক, এই পার্ব্বত্য-সর্দ্দারগণ তাঁহার নায়কতা ছাড়া অন্য কাহারও অধীনতায় যুদ্ধ করিতে সম্মত ছিল না। বংশমর্য্যাদা ও গৌরবে তিনি গরীয়ান্ ছিলেন। মার্ক্ইস আর্গাইলের সহিত তাঁহার বংশগত শত্রুতা ছিল। আর্ল মনট্রোজ সামরিক কৌশলে সুদক্ষ ছিলেন। তাঁহার বীরত্ব পরীক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার নেতৃত্বে হাইল্যাণ্ডবাহিনী যুদ্ধজয়ের আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

Our plot is as good a plot as ever was laid; our friends true & constant; a good plot, good friends, and full of expectation. an excellent plot, very good froinds.

Henry IV. Part I.

আনন্দরোল থামিয়া যাইবামাত্র রাজকীয় ঘোষণা পাঠের জন্য সকলকে নীরব থাকিতে অনুরোধ করা হইল। সকলেই সেই সময় স্ব স্ব মস্তকাবরণ উন্মোচন করিলেন। রাজকীয় ঘোষণায় লিখিত ছিল যে, আর্ল মনট্রোজকে রাজা সেনাপতি-পদে নিযুক্ত করিয়া বিদ্রোহ-দমনে পাঠাইতেছেন। সকলেই যেন স্ব স্ব সেনাদল সহ তাঁহার পতাকাতলে সমবেত হন। রাজকীয় ঘোষণাবলে আর্ল মনট্রোজ নিয়মবিধান প্রবর্ত্তন করিতে পারিবেন, দুষ্কৃতকারিগণকে শাস্তি দিতে পারিবেন, অপরাধীকে ক্ষমা করিবার অধিকারও তাঁহার থাকিবে। কোন সৈন্যাধ্যক্ষ বা সৈনিককে নির্ব্বাচন বা কাহাকেও পদচ্যুত করিবার অধিকারও তাঁহার রহিল। এক কথায় সকল প্রকার ক্ষমতা তাঁহাকে রাজা প্রদান করিয়াছেন। ঘোষণা-লিপির পাঠ সমাপ্ত হইবামাত্র চারিদিক হইতে উচ্চ প্রশংসাধ্বনি উত্থিত হইল। সর্দ্দারগণের শুভেচ্ছা জ্ঞাত হইয়া আর্ল মনট্রোজ সাধারণভাবে এবং প্রত্যেকের নিকট গিয়া সে শুভেচ্ছার বিনিময়ে আনন্দ জ্ঞাপন করিলেন। প্রধান প্রধান সর্দ্দারগণ তাঁহার সহিত ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলেন। পার্ব্বত্য-সর্দ্দারগণের রীতিনীতি, চরিত্র সবই তাঁহার সুবিদিত ছিল।

তাঁহার পরিচ্ছদের আড়ম্বর-বিহীনতার সহিত, তাঁহার ব্যবহারের এমন বৈলক্ষণ্য প্রকাশিত হইল

যে, তাহা বিস্ময়কর। প্রথম-দর্শনে মনে হইবে না, তাঁহার আকৃতিতে কোনও বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। কিন্তু তাঁহার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিলেই মনে কৌতূহল-উদ্রেক অবশ্যম্ভাবী। আকারে তিনি মধ্যম অপেক্ষা একটু উচ্চ, কিন্তু তাঁহার দেহ অসাধারণ বলব্যঞ্জক এবং সুগঠিত। শক্তি-প্রয়োগে এবং পরিশ্রমে তিনি ক্লান্তিবিহীন বলিয়াই মনে হইবে। মোট কথা, তাঁহার দেহ লৌহবৎ দৃঢ়। এমন বলবান্ দেহ না হইলে তিনি অসাধারণ অভিযানে সাফল্য লাভ করিতে পারিতেন না। সৈনিকের প্রধান গুণ শ্রম-সহিষ্ণুতা। উহা তাঁহাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। সকল প্রকার ব্যায়ামে তিনি সুদক্ষ ছিলেন এবং তাঁহার অঙ্গভঙ্গীও মনোরম।

তাঁহার দীর্ঘ পীতাভ কেশরাজি তদানীন্তন প্রথামত দ্বিধাবিভক্ত হইয়া কুঞ্চিতভাবে স্কন্ধের দুই পার্শ্বে বিলম্বিত। রাজপক্ষভুক্ত উচ্চশ্রেণীর গুণী ব্যক্তিরা এই ভাবের কেশ রক্ষা করিতেন। মনট্রোজ মোটের উপর দেখিতে সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার নয়নে উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, আননে দৃঢ়তা ছিল। সমবেত সর্দ্দারবৃন্দ তাঁহার আকৃতি-প্রকৃতিতে মুগ্ধ হইলেন।

আর্ল মনট্রোজ অতঃপর তাঁহার বর্ত্তমান কর্ম্মপন্থার বিঘ্নসমূহের ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। প্রথমতঃ উত্তর-ইংলণ্ডে রাজকার্য্যদল গঠনে তিনি চেষ্টা করিয়াছেন। মার্কুইস্ নিউকাসল স্কটল্যাণ্ড অভিমুখে একদল সেনাসহ এত দিনে যাত্রা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু তিনি এখনও পৌঁছেন নাই। সম্ভবতঃ ইংরেজরা সীমান্ত অতিক্রম করিতে অনেকটা নারাজ এবং আর্ল এনট্রিম আইরিশ সেনাদল সহ এখনও আসিয়া পৌঁছেন নাই। এজন্য বোধ হয় বিলম্ব হইতেছে। তাঁহার অন্যান্য চেষ্টাও তেমন ফলবতী হয় নাই। পরমাত্মীয় মেনটিথের সাহায্যে তিনি ছদ্মবেশে লোল্যাণ্ড বা নিম্নভূমির ভিতর দিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু আলান ম্যাক্ অউবল কি করিয়া তাঁহার ছদ্মবেশ সত্ত্বেও তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছে, তাহা তিনি এখনও বুঝিতে পারেন নাই। একথা শুনিয়া, যাহারা আলানের ভবিষ্যদৃষ্টির কথা বিশ্বাস করিত, তাহারা রহস্যভরে হাস্য করিল। কিন্তু আলান উত্তরে বলিল যে, আর্ল মনট্রোজ হাজার হাজার লোকের নিকট সুপরিচিত। তিনি হয় ত তাহা নিজেই জানেন না।

অবকাশ পাইয়া ক্যাপ্টেন ডেলগেটি বলিয়া উঠিল, "আপনার ন্যায় মহাশয় ব্যক্তির অধীনতায় আমি তরবারি-নিষ্কাষণের অবকাশ পেয়ে আজ ধন্য হলুম, লর্ড মহোদয়। সুতরাং মিঃ আলান ম্যাক্ অউলের অশোভন আচরণে আমার মনে যে দুঃখ ছিল, তা আমি দূর ক'রে দিলুম। উনি আমাকে টেবলের সব শেষে বসিয়ে দিয়েছিলেন ব'লে মনে যে ক্ষোভ ছিল, তা আর নেই। তিনি ঠিকই করেছিলেন। সে জন্য আমি মিঃ আলানকে অভিবাদন জানাচ্ছি।"

হয় ত ডেলগেটির এই উক্তি হইতে আবার বিবাদ বাধিতে পারিত, কিন্তু সেই সময় মনট্রোজ বলিয়া উঠিলেন, "শুনুন, ক্যাপ্টেন ডেলগেটি—না, না, মেজর ডেলগেটি! যে আইরিশ-সেনাদলকে আপনার সামরিক অভিজ্ঞতা শেখাবেন, তারা আর বেশী দূরে নেই, আমি সংবাদ পেলুম।"

আঙ্গস্ ম্যাক অউলে বলিলেন, "আমাদের শিকারীরা মৃগমাংস আনবার জন্য গিয়েছিল। তারা বলছে যে, একদল বিদেশী অস্ত্রশস্ত্র সহ আসছে। তাদের ভাষা এদেশের কোন লোক বুঝতে পারছে না। আলাষ্টার ম্যাকডোনাল্ড—যাকে লোক ইয়ং কলকিটো বলে, তিনি তাদের নিয়ে আসছেন।"

মনট্রোজ বলিলেন, "ওরা আপনাদেরই সেনাদল। এখনি তাদের কাছে দূত পাঠান হোক। তাদের যা কিছু অভাব আছে, তা মেটাবার ব্যবস্থা করা চাই।"

আঙ্গস্ ম্যাক অউলে বলিলেন, "সেটা খুব সহজসাধ্য হবে না। আমি শুনলুম যে, বন্দুক ও সামান্য গুলীবারুদ ছাড়া আর সব জিনিষেরই তাদের অভাব। সমরের প্রয়োজনীয় অন্য কোন জিনিষই তাদের নেই। টাকা, জুতা ও পোষাকের অভাবই সব চেয়ে বেশী।"

মনট্রোজ বলিলেন, "বড় গলা ক'রে সে কথা ব'লে কোন লাভ নেই। গ্লাসগোর পিউরিটান তাঁতিরা বড় বড় গরম কাপড়ের থান তাদের জন্য দেবে—অবশ্য যখন আমরা নেমে যাব। স্কটল্যাণ্ডের বয়স্ক মহিলারা তাদের জন্য তাঁবু তৈরী ক'রে দেবে, তা আমি ঠিক জানি। তারা সবাই দেশভক্ত। আর তাদের স্বামীরাও টাকা দিতে পথ পাবেন না।"

ক্যাপ্টেন ডেলগেটি বলিল, "অস্ত্রের কথা যদি বলেন, তা হ'লে এই পুরাণো সৈনিকের কথা শুনুন; সেনাদলের তিন ভাগের এক ভাগের হাতে থাকুক বন্দুক, বাকি সেনাদল বল্লম নিয়ে যুদ্ধ করবে। বনে যথেষ্ট কাঠ আছে, আর স্কটল্যাণ্ডের কামাররা বর্শাফলক গ'ড়ে দেবে। প্রতিদিন এক এক জন কামার একশ ক'রে ফলা তৈরী করে দিতে পারবে। যুদ্ধের

প্রকৃষ্ট নীতি হিসাবে বল্লমধারী সেনাদল অনায়াসে যুদ্ধজয় করতে পারবে—"

ক্যাপ্টেনের বক্তৃতায় বাধা পড়িল। অ্যালান তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "এক জন অপ্রত্যাশিত এবং অবাঞ্ছনীয় আগন্তুক হাজির। তাঁর জন্য পথ ক'রে দিন।"

হলঘরের দরজা সহসা খুলিয়া গেল। এক জন পলিতকেশ, মহার্ঘ-পরিচ্ছদ-ভূষিত ব্যক্তি হলঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার ব্যবহারে পদোচিত গাম্ভীর্য্য এবং বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইতেছিল। তাঁহার চক্ষু দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, তিনি আজীবন আদেশ করিতেই অভ্যস্ত। সমবেত সর্দ্দারবৃন্দের দিকে কঠোর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তিনি চাহিলেন। যাঁহারা উচ্চপদস্থ সর্দ্দার, তাঁহারাও তেমনই ভাবে দৃষ্টি ফিরাইয়া দিলেন। কিন্তু নিম্নপদস্থ কয়েক জন সর্দ্দার এমন ভাব প্রকাশ করিলেন, যেন এখানে তাঁহারা না আসিলেই ভাল করিতেন।

আগন্তুক বলিলেন, "এই সভায় যাঁরা সমবেত হয়েছেন, তাঁদের নেতা কে? অথবা বিপজ্জনক এবং সম্মানজনক সেই পদে নেতা এখনও কেউ নির্ব্বাচিত হন নি বুঝি?"

সম্মুখে অগ্রসর হইয়া মনট্রোজ বলিলেন, "সার ডনকান্ ক্যাম্বেল, আপনি আমার সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন।"

উপেক্ষা-মিশ্রিত বিদ্রূপভরা স্বরে বৃদ্ধ বলিলেন, "আপনিই নেতা না কি?"

মনট্রোজ বলিলেন, "হ্যাঁ, আমি আর্ল মনট্রোজই নেতা। আপনি নিশ্চয় আমাকে চিনতে পেরেছেন।"

সার ডনকান্ ক্যাম্বেল বলিলেন, "এখন চিনতে পারছি—সহিসের ছদ্মবেশে আপনি রয়েছেন বলে, চিনতে বিলম্ব হচ্ছিল আপনার চেয়ে কোন নীচাঙ্গের লোক এই সব ভ্রান্ত লোককে বিপথে পরিচালিত করতে পারে, এটা না ভাবাই আমার উচিত ছিল।"

মনট্রোজ বলিলেন, "দেশে গণ্ডগোল বাধিয়েছেন, আপনারই পিতৃবংশ, আমি নই। কিন্তু বৃথা তর্কে প্রয়োজন নেই। আপনার দলের কর্ত্তা, আর্গাইল কি সংবাদ পাঠিয়েছেন, আপনি তাই বলুন, শোনা যাক্। আমার ধারণা, তিনিই আপনাকে পাঠিয়েছেন।"

সার ডনকান্ ক্যাম্বেল বলিলেন, "মার্কুইস্ আর্গাইল—স্কটিশ কনভেনসন অব ষ্টেটসের নামেই আমি জানতে চাই, আপনাদের এ বিচিত্র সম্মেলনের উদ্দেশ্য কি? যদি দেশের শান্তির ব্যাঘাত করবার জন্যই এ ব্যবস্থা হয়ে থাকে, তা হ'লে প্রতিবেশী হিসাবে আমাদের সতর্ক হবার জন্যও আপনাদের আগে থেকে সংবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য।"

সমবেত সদস্যদিগের প্রতি ফিরিয়া মনট্রোজ বলিলেন, "স্কটল্যাণ্ডে নূতন ব্যবস্থা হ'তে আরম্ভ হয়েছে দেখা যাচ্ছে। স্কটল্যাণ্ডের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা কোন সাধারণ বন্ধুর বাড়ীতে ব'সে কিছু আলোচনা করলেই, দেশের শাসককে তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে, কি বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে, এ বড় চমৎকার আবদার। আমার মনে হয়, আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষরা এ রকম সম্মেলন করতেন। কিন্তু তার জন্য ম্যাক ক্যালম মুর বা তাঁর স্থলাভিষিক্ত কারও কাছে সেজন্য জবাবদিহি করতে হ'ত না।"

পশ্চিমাঞ্চলের এক জন সর্দ্দার বলিলেন, "হ্যাঁ, সেই রকম দিনই স্কটল্যাণ্ডের আগে ছিল। আবার সেই দিনই নিশ্চয় ফিরে আসতে হবে।"

সার ডনকান্ বলিলেন, "তা হ'লে কি আমাকে এই বুঝতে হবে যে, আমারই বিরুদ্ধে এই সব আয়োজন হয়েছে? অথবা ডারায়মিড জাতি, স্কটল্যাণ্ডের সমগ্র শান্তিপ্রিয় এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ অধিবাসীর সঙ্গে সমদুঃখে আবদ্ধ হবে?"

এক জন ভীষণদর্শন সর্দ্দার তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আমি নাইট আর্ডেনভোরকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। আমাদের মধ্যে এসে তিনি যে আমাদের এ রকম অপমান করছেন কি সাহসে? তিনি কি একাধিক লোক নিয়ে এই দুর্গে এসেছেন?"

মনট্রোজ বলিলেন, "ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা শান্ত হোন্, আমি সবিনয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি, আপনারা ধৈর্য্য ধারণ করুন। যিনি দূত রূপে আসেন, তাঁর স্বাধীনভাবে কথা বলবার অধিকার আছে। সার ডনকান্ যখন জানবার জন্যই জেদ ধরেছেন, তখন তাঁকে জানাতে আমার কোন বাধা নেই। তিনি জেনে রাখুন যে, রাজার অনুরাগী সর্দ্দারের সভায় তিনি এসেছেন। আমি রাজার আদেশে এঁদের নেতৃত্ব করবার অধিকার পেয়েছি।"

সার ডনকান্ ক্যাম্বেল বলিলেন, "তা হ'লে আমাদের ঘরোয়া যুদ্ধই আরম্ভ হবার সব যোগাড় হয়েছে বলুন? আমি অনেক দিন যুদ্ধ ক'রে মাথার চুল পাকিয়ে ফেলেছি। কাজেই আমাকে খুব উৎকণ্ঠিত হতে হচ্ছে। এ ব্যাপারে লর্ড মনট্রোজ তাঁর নিজের দুরাকাঙ্ক্ষাটা কম ক'রে করলেই ভাল

করতেন। দেশের শান্তির দিকে লক্ষ্য রাখা তাঁর উচিত ছিল।"

মনট্রোজ বলিলেন, "সার ডনকান্, যাঁরা নিজেদের উচ্চাভিলাষ এবং নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির অজুহাত খুঁজছেন, তাঁরাই দেশকে বর্ত্তমান অবস্থায় ফেলেছেন। আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই সে অবস্থার প্রতীকার করবার চেষ্টা করছি।"

সার ডনকান্ ক্যাম্বেল বলিলেন, "কিন্তু যিনি ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে, কভেনাণ্টের অনুরাগী হয়ে, টাইন অতিক্রম ক'রে নিজের সেনাদের নিয়ে রাজসৈন্যের বিরুদ্ধে প্রবল যুদ্ধ করেছিলেন, সেই মহদাশয় আর্লকে স্বার্থপরদের কোন্ দলে ফেল্‌ব, বল্‌তে পারেন?"

অবিচলিতকণ্ঠে মনট্রোজ বলিলেন, "আপনার বিদ্রূপবাণীর মানে বুঝতে আমার একটুও কষ্ট হচ্ছে না। যৌবনজনোচিত ভ্রম আমি সে সময়ে করেছিলাম। সেজন্য অনুতাপও যথেষ্ট করেছি। তখন কৌশলী ভণ্ডদের পাল্লায় পড়ে যে অপরাধ করেছিলাম, সর্ব্বান্তঃকরণে এখন তার প্রায়শ্চিত্ত করছি। সুতরাং আপনি যেজন্য আমায় বিদ্রূপ করছেন, সে সময়ের সে মহাপাপের জন্য আমি ক্ষমা পেতে পারব। অন্ততঃ ক্ষমা পাওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে দেখ্‌ব। কারণ, আমি এখানে সশস্ত্র এসেছি। দেহের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রক্তবিন্দু পাত করেও আমার ভ্রম সংশোধনের চেষ্টা পাব। এ ছাড়া নশ্বর মানুষ আর কিছু করতে পারে না।"

সার ডনকান্ বলিলেন, "ভাল, লর্ড মহোদয়, আমি এই ভাষাতেই মার্কুইস আর্গাইলকে সব ঘটনা জানাব। মার্কুইস্ আমাকে আর একটা কথা ব'লে দিয়েছেন। এই ঘরোয়া বিবাদ যাতে না ঘটে, তার জন্য কি সর্ত্তে সন্ধি হতে পারে, আপনি তা বল্‌তে পারেন। প্রতিবেশীরা আত্মঘাতী যুদ্ধে বিনষ্ট হবে, এটা ত বাঞ্ছনীয় নয়।"

সহাস্যমুখে মনট্রোজ বলিলেন, "এটা ত শান্তির প্রস্তাব। এ প্রস্তাব আপনার মত শক্তিশালী ব্যক্তির কাছ থেকেই আসছে। সন্ধির প্রস্তাব হতে পারে, কিন্তু মার্কুইস্ সেই সর্ত্তমত কাজ করবেন, তার উপযুক্ত জামীন একান্তই দরকার। মার্কুইস্ বিশুদ্ধভাবে শান্তি-প্রস্তাবের মত কাজ করবেন, এটা জান্‌তে পারলে আমরা শান্তি-সংস্থাপন করেই যেতে পারি। নয়ত যুদ্ধ চালাব। কিন্তু সার ডনকান্, আপনি একজন প্রবীণ ও বিচক্ষণ সৈনিক। আমাদের আলোচনা ও কার্য্যপদ্ধতির সাক্ষী হয়ে থাকবেন, সেটা আমরা চাইনে। সেজন্য, আপনি এখন গিয়ে বিশ্রাম করুন। তার পর ইন্‌ভারেরিতে আপনি যাতে তাড়াতাড়ি চ'লে যেতে পারেন, তার ব্যবস্থা ক'রে দেব। সেই সঙ্গে এক'জন ভদ্রলোককেও আপনার সঙ্গে পাঠাব। যুদ্ধ স্থগিতের সর্ত্ত তাঁর কাছে ব'লে দেবেন। অবশ্য যদি মার্কুইস্ সত্য সত্যই সন্ধিস্থাপন করতে চান।"

সার ডনকান্ ক্যাম্বেল মাথা নাড়িয়া এ প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন।

মনট্রোজ বলিলেন, "লর্ড মেন্‌টিথ, তুমি অর্ডেনভোর সার ডন্‌কান্ ক্যাম্বেলের সঙ্গে যাও। এ দিকে আমরা স্থির করি, তাঁর সঙ্গে কে যাবে। ম্যাক-অউলে অনুগ্রহ ক'রে সার ডন্‌কানের পরিচর্য্যার সব ব্যবস্থা ক'রে দেবেন।"

আলান ম্যাক অউলে বলিল, "আমি সে ভার নিচ্ছি। আমি সার ডনকান্‌কে ভালবাসি। আগে উনি ও আমি একসঙ্গে অনেক যন্ত্রণা কষ্ট ভোগ করেছি। সে কথা এখনও ভুলিনি।"

সার ডন্‌কান্ বলিলেন, "লর্ড মেনটিথ, এমন সাংঘাতিক বিদ্রোহে আপনিও লিপ্ত আছেন দেখে আমি ভারী দুঃখিত হলুম।"

মেনটিথ বলিলেন, "আমার বয়স অল্প হলেও, ভালমন্দের বিচার করবার ক্ষমতা হয়েছে। বিদ্রোহ ও রাজভক্তির পার্থক্যও বুঝতে পারি। ভাল কাজ যত শীঘ্র পারা যায় আরম্ভ করাই উচিত। সে সুযোগ পেয়েছি যখন, তখন কেন করব না?"

আলানের বাহু ধারণ করিয়া সার ডনকান বলিলেন, "আর তুমি, আলান্ ম্যাক্ অউলে; এখন থেকে কি আমরা পরস্পরের শত্রুরূপে গণ্য হব? আগে কতবার উভয়ের শত্রুর বিরুদ্ধে উভয়েই যুদ্ধ করেছি, এখন কি, পরস্পর শত্রুতাচরণ করব?"

তারপর সমবেত সর্দ্দারদিগের দিকে মুখ ফিরাইয়া সার ডন্‌কান্ বলিলেন, "ভদ্রমহোদয়গণ, বিদায়। আপনাদের মধ্যে অনেকে আছেন, যাঁদের আমি মঙ্গল কামনা করি। আপনারা কেউ আমার কথায় কাণ দিলেন না, এজন্য আমি অত্যন্ত ব্যথা পেলাম। ভগবান আমাদের মতিগতির বিচার করবেন। আর যাঁরা আমাদের গৃহবিবাদে প্রবৃত্ত করাচ্ছেন, তাঁদেরও বিচার করবেন।"

মনট্রোজ বলিলেন, "তথাস্তু,—সেই বিচারকের উপরই সব ভার রৈল।"

আলান ও লর্ড মেনটিথের সহিত সার ডন্‌কান্ হলঘর ত্যাগ করিলেন। মনট্রোজ বলিলেন, "প্রকৃত

ক্যাম্বেল চ'লে গেলেন। ওঁরা যেমন সরল, তেমনই কপট।"

ইভান ধু বলিলেন, "ক্ষমা করবেন, লর্ড মহোদয়, আমার সঙ্গে ওর বংশগত শত্রুতা, তবু আমি বল্‌ব, যুদ্ধে আর্ডেনভরএর নাইটকে আমি সব সময়েই যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব ও সাহস প্রকাশ করতে দেখেছি। শান্তির সময়ও তিনি সাধুচেতা এবং পরামর্শে অকপট।"

মনট্রোজ বলিলেন, "নিজের ইচ্ছায় যখন চলেন, তখন তাই বটে। কিন্তু এখন তিনি তাঁর সর্দ্দারের —মার্কুইসের মুখপাত্রস্বরূপ কাজ করছেন। ও লোকটি অতি মিথ্যাবাদী।" তার পর গৃহকর্ত্তা ম্যাক্‌অউলের কাণে কাণে বলিলেন, "শোন ভাই, পাছে উনি অনভিজ্ঞ, সরলমতি মেনটিথকে প্রভাবিত করেন, বা তোমার ভাইয়ের মতিগতি বুঝে তাকেও নিজের মতে এনে ফেলেন, তাই তোমাকে বলছি, সার ডনকানের ঘরে এক জন গায়ককে পাঠাও। তাহলে গোপন আলোচনা চল্‌বে না।"

ম্যাক-অউলে বলিলেন, "আমি এনট-লাইলীকে ওখানে পাঠাচ্ছি।"

তিনি তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেলেন।

এদিকে, কাহাকে সার ডনকানের সঙ্গে দূতরূপে পাঠান হইবে, তাহা লইয়া খুব আলোচনা হইতে লাগিল। যাঁহারা সমপদস্থ, তাঁহাদের কেহই এ কার্য্যে যাইতে সম্মত হইলেন না। যাহারা অপেক্ষাকৃত নিম্নপদস্থ সর্দ্দার, তাঁহারা ইনভাবেরিতে যাইতে প্রস্তুত নহেন। কারণ, উহা মৃত্যুর দ্বারস্বরূপ। আলোচনায় প্রকাশ পাইল যে, যে কোন হাইল্যাণ্ডারই সেখানে যাক না কেন, তাহাকেই অনুতপ্ত হইতে হইবে। কারণ, আর্গাইল তাহার উপর সন্তুষ্ট হইবেন না।

মনট্রোজ যুদ্ধ-বিরতির ব্যাপারে সন্দেহ জানাইয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা, আর্গাইলের এই যুদ্ধবিরতি একটা কৌশলমাত্র। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে তিনি সে কথা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিলেন। কারণ, গৃহযুদ্ধ না বাধিলেই অনেকে সন্তুষ্ট হইবে, এইরূপ ভাব তিনি সর্দ্দারদিগের কথায় বুঝিতে পারিলেন। তিনি এই বিপজ্জনক কার্য্যের ভার ক্যাপ্টেন ডেলগেটির উপর ন্যস্ত করিতে মনস্থ করিলেন। কারণ, এ লোকটার হাইল্যাণ্ডে কোন দুর্গও নাই যে, তাহা বিপন্ন হইবে।

কিন্তু স্পষ্টভাষায় ডেলগেটি বলিল, "কিন্তু আমার গর্দ্দানাটা ত আছে। যদি তিনি সেটাই নিতে চান? আমি জানি, আগেও কোন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক দূতস্বরূপ গিয়ে ফাঁসী-কাষ্ঠে প্রাণ দিয়েছিলেন।"

মনট্রোজ বলিলেন, "শুনুন, ক্যাপ্টেন, আমি শপথ ক'রে বলছি, আর্গাইল যদি আপনার দেহের ওপর কোন অত্যাচার করেন, তা হলে আমি এমন প্রতিশোধ নেব যে, সমগ্র স্কটল্যাণ্ড তা চিরদিন মনে রাখ্‌বে।"

ক্যাপটেন বলিল, "কিন্তু তাতে ডেলগেটির কি সুবিধা হবে? তবে আপনার আদেশ আমি লঙ্ঘন করব না। আপনি সেনাপতি, আপনার আদেশে আমি তরবারি হস্তে সে বিপদে ঝাঁপ দেব।"

মনট্রোজ বলিলেন, "সাহসী বীরের মতই আপনি বলেছেন। আপনি এদিকে আসুন। কি কি সর্ত্তে আমি যুদ্ধ স্থগিত র'খতে পারি, তা আপনাকে জানিয়ে দেই।"

সে সব কি কথা হইল, তাহা পাঠক-পাঠিকার জানিবার এখন প্রয়োজন নাই। যুক্তি করিয়াই মনট্রোজ ফাঁকা কথা দিয়াছিলেন। ক্যাপটেন সকল উপদেশ পাইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত, এমন সময় মনট্রোজ তাহাকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকিলেন।

তিনি বলিলেন, "যিনি জগদ্বিখ্যাত গষ্টেভসের কাছে দীর্ঘকাল কাজ করেছেন, তাঁকে স্মরণ করিয়া দেওয়া অনাবশ্যক যে, শুধু শান্তিদৌত্য বহন করাই তাঁর কাজ নয়। সামরিক অভিজ্ঞতা দিয়ে অপর পক্ষের সৈন্যবল প্রভৃতি লক্ষ্য করাও তাঁর কাজ। সুতরাং ক্যাপটেন ডেলগেটি এ বিষয়েও চোখ কাণ খুলে রাখ্‌বেন।"

অতি ধূর্ত্ততার ভঙ্গী করিয়া ডেলগেটি বলিল, "হুজুর, বুঝেছি সব! যদি তারা আমার শির না নেয়, আমি সব জেনে আস্‌ব। আমি যা দেখ্‌ব শুনব, সব আপনাকে জানাব।"

মনট্রোজ বলিলেন, "বেশ, বেশ! এখন বিদায়, ক্যাপ্টেন। মনে রাখ্‌বেন আমার শেষ কথাটা। সেটাই বেশী দরকারী।"

ডেলগেটি বিদায় লইল। অশ্বশালার দ্বারে সে আঙ্গস ম্যাক্‌ অউলে এবং সার মাইলস্ মসগ্রেভের দেখা পাইল। তাঁহারা ক্যাপ্টেনের ঘোড়াটিকে দেখিতেছিলেন। উভয়ে ঘোড়াটির প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে, এমন ঘোড়া ক্যাপ্টেন যেন না লইয়া যায়। কারণ, অশ্ব দীর্ঘ পথ-পর্য্যটনে ক্লান্ত হইয়া পড়িবে। পথ-ঘাট ভাল নহে, অনেক বিপদ আছে।

কিন্তু উভয়ের আপত্তি শুনিয়াও ডেলগেটি নিরস্ত হইল না। গষ্টেভস্‌কে সে লইয়া যাইবেই।

আঙ্গস বলিলেন, "বন্ধু, আপনি যদি ঘোড়াটাকে আমার হাতে রেখে যান, দেখ্‌বেন, তাকে কত যত্নে

আমি পালন করেছি। ফিরে এসে আপনি তাকে দেখে খুসীই হবেন।"

মস্‌গ্রেভ বলিলেন, "ভদ্রলোক যদি ঘোড়াটাকে বেচতে চান, আমি অনেক দাম দিতে রাজি আছি।"

ডেলগেটি বলিল, "আপনাদের কথা আমি বুঝতে পেরেছি। আমি যেখানে যাচ্ছি, সেখান থেকে মাথা নিয়ে যদি ফিরে আসতে না পারি, তা হ'লে আমার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ঘোড়াটাকে আপনারা রাখতে চান। অবশ্য আমাদের গৃহকর্ত্তা ও মাইলস্ মস্‌গ্রেভের মত এক জন রাজভক্ত ও মহৎহৃদয় সমরবিশারদ যে আমার অশ্বের অছি থাকবেন, এজন্য আমার কম আনন্দ হচ্ছে না।"

উভয়েই তাড়াতাড়ি বুঝাইতে গেলেন যে, তাঁহাদের মনে ঐরূপ কোন অভিপ্রায় নাই। শুধু পার্ব্বত্য প্রদেশের বন্ধুর এবং দুর্গম পথের জন্যই তাঁহারা বলিতেছিলেন। কিন্তু ক্যাপ্টেন ডেলগেটি কিছুতেই নিজের জিদ ত্যাগ করিল না।

সে বলিল, "বন্ধুগণ, আমার এ ঘোড়া কষ্ট সহ্য করতে অভ্যস্ত। এর আগেও অনেক দুর্গম পার্ব্বত্য-পথ সে অতিক্রম করেছে। তা ছাড়া চেয়ে দেখুন, সার ডনকান্ ক্যাম্বেলের ঘোড়া কেমন সুস্থ ও সুন্দর। পার্ব্বত্যপথে তার কোন কষ্ট হয়েছে ব'লে মনে হয় না। তা ছাড়া আপনাদের জানিয়ে রাখছি, আমি যদি খেতে পাই, তবে আমার ঘোড়াও না খেতে পেয়ে মরবে না।"

এই কথার পর একটি আধারে দানা বোঝাই করিয়া লইয়া ডেলগেটি ঘোড়ার কাছে গেল। অশ্ব তাহাকে দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

ডেলগেটি উভয় বন্ধুকে অভিবাদন জানাইয়া চলিয়া গেল। উভয়ে পরস্পরের দিকে খানিক চাহিয়া থাকিয়া উচ্চরবে হাসিয়া উঠিলেন।

মস্‌গ্রেভ বলিলেন, "এই লোকটা পৃথিবী-পর্য্যটনের জন্য জন্মেছে।"

ম্যাক্ অউলে বলিলেন, "আমারও তাই মনে হয়। ও যেমন অনায়াসে আমাদের হাত এড়িয়ে গেল, সেই রকম যদি ম্যাককলম মুরের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়, তবেই বুঝব, সে কথা ঠিক।"

ইংরেজ ভদ্রলোক বলিলেন, "আপনি কি মনে করেন যে, মার্কুইস্ ক্যাপ্টেনের দেহের উপর হস্তক্ষেপ করবেন? সভ্য জগতের রণনীতির মর্য্যাদা রক্ষা করবেন না?"

আঙ্গস ম্যাক অউলে বলিলেন, "নিম্ন ভূমির ঘোষণা যেমন আমার কাছে অকিঞ্চিৎকর, মার্কুইসের কাছেও সভ্য জগতের রণনীতি আইন সেই রকম উপেক্ষণীয়। কিন্তু আর না, চলুন, অতিথিদের কাছে এখন ফিরে যাওয়া উচিত।"

নবম

—In a rebellion,
When what's not meet, but what must
be, was law,
Then were they chosen; in a betterhour,
Let what is meet be said it must be meet,
And throw their power i' the dust.

Coriolanus.

সমাগত অতিথিদিগের সান্নিধ্য হইতে বহুদূরে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠমধ্যে সার ডনকান্ ক্যাম্বেলকে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। মেনটিথ ও আলান্ তাঁহার কাছে বসিয়া নানাবিধ আহার্য্যের দ্বারা অতিথি-সৎকার করিতেছিলেন। আলানের সহিত সার ডন্‌কান্ শিকার সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। সেই সময়ে উভয়ের অন্ধকার রাজ্যের সন্তানগণের সহিত তাঁহাদের সংঘর্ষ হইয়াছিল। উহাদের সহিত সার ডনকান্ ও আলানের ভীষণ শত্রুতা ছিল। সার ডনকান্ অবশেষে বর্ত্তমান ব্যাপার লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিলেন।

তিনি বলিতেছিলেন যে, বন্ধুজন ও প্রতিবেশী-দিগের মধ্যে গৃহবিবাদ আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া তিনি বড়ই বেদনাবোধ করিতেছেন। পার্ব্বত্য সর্দ্দার-দিগের কি আসিয়া যায়, এই ব্যাপারে রাজা বা পার্লামেণ্ট কে জয়লাভ করিয়া প্রবল হইবে? তাঁহারা নিজেদের ব্যাপার আপনার মধ্যে স্থির করিয়া লইতেই ত পারেন। এ বিষয়ে পার্ব্বত্য সর্দ্দারদিগের মাথা দিবার প্রয়োজন কোথায়? রাজার হাতে স্বৈর ক্ষমতা অর্পণ করিবার জন্য সর্দ্দাররা নিজেদের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া রক্তস্রোত কেন প্রবাহিত করিবেন?

আলানকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াই ডনকান্ ঐ ভাবের কথার অবতারণা করিলেন।

আলান বলিল, "আমার দাদা, আমার পিতৃ-বংশের যিনি জ্যেষ্ঠ সন্তান, তাঁর কাছেই আর্ডেনভর-এর নাইট্ এ সকল আপত্তি জানালেই ভাল হয়। অবশ্য আমি আঙ্গসের ভাই বটে, কিন্তু আমি তাঁর

ভ্রান্তি, সুতরাং দাদার আদেশ অনুসারে কাজ করাই আমার কর্ত্তব্য—অন্যকেও সেই দৃষ্টান্ত দেখাতে চাই।"

বাধা দিয়া লর্ড মেনটিথ বলিলেন, "সার ডন্‌কান্ ক্যাম্বেল যা ভাবছেন, তার চেয়েও কারণটা ব্যাপক। প্রশ্ন এই যে, যারা আমাদের সমকক্ষ, তাদের হাতে সীমাহীন ক্ষমতা অর্পণ ক'রে আমরা শাসিত হব, না, যিনি স্বাভাবিকভাবে আমাদের রাজা, তাঁর বিপক্ষে যারা বিদ্রোহ করেছে, তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াব? সার ডন্‌কান্ আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি স্পষ্টভাবেই বলছি, আমাদেরই মত এক জন সমস্ত শাসনক্ষমতা বলপূর্ব্বক অপহরণ ক'রে আমাদের স্বাধীনতার উপর জবরদস্তি করবেন, এটা আমরা প্রার্থনায় মনে করিনে।"

সার ডন্‌কান্ ক্যাম্বেল বলিলেন, "আপনার কথার আমি উত্তর দেব না। কারণ, আপনার গোঁড়ামি কোথায় ও কিসের জন্য, তা জানা আছে। আপনি অন্যের মতবাদেরই প্রতিধ্বনি করছেন। তবু আপনি আমায় ক্ষমা করবেন, লর্ড মেনটিথ—গ্রাহাম-বংশের প্রতিযোগী বংশের প্রধান হিসাবে আমি আর্ল মেনটিথের মনোবৃত্তি ও পদমর্য্যাদার গৌরব কি, তা জানি, তাঁরা অন্যের প্রদত্ত শিক্ষা দ্বারা রাজনীতি-বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করতে চান না, বরং ঘৃণাই করেন। তাঁদের কেউ আর্ল মনট্রোজের দ্বারা পরিচালিত হবেন, এটাও তাঁদের স্বভাব-বিরুদ্ধ।"

লর্ড মেনটিথ স্পষ্টভাবে বলিলেন, "সার ডন্‌কান্, আপনি ব্যর্থ চেষ্টা করবেন না—আমার সুনিশ্চিত অভিমতের বিরুদ্ধে আমার গর্ব্বকে, অহঙ্কারকে জাগিয়ে তুলবার চেষ্টা ক'রে কোন ফল পাবেন না। রাজা আমার পূর্ব্বপুরুষগণকে উপাধি ও পদমর্য্যাদা দিয়ে গিয়েছিলেন; তার জন্য রাজার কাছে কোন দিনই আমাকে অনবহিত করবে না। আমি জানি, যিনি সেই পরিচালনার নেতৃত্বভার পেয়েছেন, তিনি আমার চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, সুতরাং তাঁর অধীনতায় কাজ করতে কুণ্ঠিত হবার কোন কারণ আমার নেই। তা ছাড়া অতি-ঘৃণিত ঈর্ষা-প্রণোদিত হয়ে আমার সাহস, বীর্য্য ও তরবারি এমন মহৎ সেনাপতির আদেশে পরিচালিত করব না, এমন মনোবৃত্তি আমার নেই।"

"বড়ই দুঃখের বিষয়, ওঁর গুণগ্রামে আপনি আরও বিশেষণ প্রয়োগ করতে পারছেন না। কিন্তু এ বিষয় নিয়ে আপনার সঙ্গে তর্ক করবার ইচ্ছে আমার নেই। পাশার দান প'ড়ে গেছে। শুধু আমাকে এই কথা বলতে দিন যে, আঙ্গস ও আপনার প্রভাবে আমার সাহসী বন্ধু আলান তাঁর পিতৃ-বন্ধুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছেন, এটাই দুঃখের বিষয়।"

সার ডন্‌কান্ আরও কিছু বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় দরজা খুলিয়া গেল। এনট লাইলী তাহার বীণাসহ সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। কাজেই সে আলোচনা চাপা পড়িয়া গেল। যুবতীর চলন-ভঙ্গীতে পার্ব্বত্য কুমারীর সহজ সরলভাব ছিল। চিরদিন লর্ড মেনটিথ ও ম্যাক অউলে পরিবারের সহিত চলা-ফেরা করিয়া নারীজনসুলভ-সলজ্জ-ভাবভঙ্গী তাহাতে ছিল না।

নীলবসনা সুন্দরীর পরিচ্ছদে আড়ম্বরের অভাব ছিল না। তাহার গলদেশে প্রাচীন যুগের একটি রৌপ্য-হার ছিল। পর্য্যাপ্ত কেশভার তাহার আননের চারিপাশে ছড়াইয়া পড়িয়া তাহার হাস্যোজ্জ্বল নয়নের দৃষ্টিকে ঈষৎ আবৃত করিয়াছিল। সে সহজভাবে জিজ্ঞাসা করিল যে, গৃহকর্ত্তার আদেশে সে গান শুনাইতে আসিয়াছে। উহা তাঁহারা শুনিবেন কি না? সার ডন্‌কান্ অতি-মাত্র বিস্ময়ের সহিত এই তরুণীর দিকে চাহিয়া রহিলেন।

আলানকে তিনি অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন চমৎকার সুন্দরী কন্যা কি তোমার দাদার বেতনভুক্ত গায়িকা?"

আলান তাড়াতাড়ি বলিল, "না, না। উনি আমাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া। এ বাড়ীতে উনি পালক কন্যার আদরে প্রতিপালিতা।"

বলিতে বলিতে বিশেষ শিষ্টতার সহিত সে লাইলীর জন্য আসন ছাড়িয়া দিল। ইহাতে সার ডন্‌কান্ বুঝিলেন যে, প্রকৃতই এই কন্যা ভদ্রবংশজাতা। সার ডন্‌কান্ তখন এনট লাইলীর উপর দৃষ্টি সম্বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অত্যন্ত আগ্রহভরে তিনি এই তরুণীকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। লাইলী সে দৃষ্টি লক্ষ্য করিল। তার পর বিশেষ ইতস্ততঃ করিয়া আলান মেনটিথের দিকে চাহিয়া তাঁহাদের ইঙ্গিত-ক্রমে বীণার সুরে গান গাহিতে সুরু করিল। গানের বিষয় পিতৃমাতৃহীনা বালিকা। শীতকালে নবেম্বর মাসে সূর্য্যালোক যখন আকাশের মেঘ-মালাকে সরাইয়া দিয়া ধূসরবর্ণ দুর্গের উপর ঝলসিয়া উঠিল, তখন লেডী এ্যান্ দুর্গ হইতে তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলেন। ওকবৃক্ষের তলদেশে পিতৃমাতৃ-হীনা বালিকা বসিয়াছিল। তাহার পদযুগল নগ্ন, বাহুও নগ্ন। তখনও তুষার গলিয়া যায় নাই-

কেশের মধ্যে তুষার-কণিকা তখনও সঞ্চিত ছিল। বালিকা বলিল, লেডী, আমি পিতৃমাতৃহীনা, আমাকে শান্তি ও সান্ত্বনা দিন। লেডী বলিলেন, যাহা আমার নাই, তাহা তোমাকে কিরূপে দিব? আমার স্বামী যুদ্ধে মৃত, আমার সন্তান মারা গিয়াছে। স্বামীর শত্রুগণের ভয়ে যখন আমি পলায়ন করিতেছিলাম, আমাদের নৌকা জলে ডুবিয়া যায়। সেই সঙ্গে আমার শিশুসন্তানও ডুবিয়া যায়। এ ঘটনা সেন্ট ব্রিগেটের উৎসব-দিনের সকালবেলা ঘটিয়াছিল। বালিকা উত্তর করিল, বারো বছর আগে সেন্ট ব্রিগেটের উৎসব-দিনের সকালবেলা জেলেরা জলে জাল ফেলেছিল। কিন্তু মাছের বদলে অৰ্দ্ধমৃত একটি শিশুকে টানিয়া তুলে। সেই সময় হইতে মেয়েটি অর্দ্ধাশনে কাটাই-তেছে। এখন তাহাকে সাহায্য না করিলে সে বাঁচিবে না। লেডী উত্তর দিলেন, ভগবান দয়া করুন। তোমার কালো চোখ, চোখের দৃষ্টি আমার মৃত স্বামীরই মত। তুমি এই বিধবার স্বামীর ধন-সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। এই বলিয়া লেডী তাঁহার পরিচারিকাদিগকে আহ্বান করিলেন। তাহারা বালিকাকে গরম রেশমী ও পশমী বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিল। তার পর তাহার গলদেশে তুষারশুভ্র মুক্তার মালা শোভিত হইল।

গান শুনিয়া সার ডন্‌কান্ অভিভূত হইলেন। লর্ড মেনটিথ ইহাতে বিস্ময় অনুভব করিলেন। সার ডন্‌কান্ অধীরভাবে তাঁহার দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেন। এমন পরিণতবয়স্ক বীর যোদ্ধার এরূপ বিচলিতভাব সুলভদর্শন নহে। বৃদ্ধের ললাটে যেন মেঘ ঘনাইয়া আসিল। তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন —বোধ হয় চোখের জল গোপন করিবার জন্য। দুই মিনিট ধরিয়া সার ডন্‌কান্ স্থাণুর মত নীরবে বসিয়া রহিলেন। এনট লাইলীর দিকে চাহিয়া তিনি যেন কি বলিতে চাহিলেন। তার পর সে ভাব ত্যাগ করিয়া তিনি আলানকে প্রশ্ন করিতে যাইবেন, এমন সময় গৃহকর্ত্তা দ্বার খুলিয়া তথায় প্রবেশ করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

Dark on their journey lowe'd the
gloomey day,
Wild were the hills and doubtful grew
the way;
More dark, more gloomey, and more
doubtful, show'd
The Mansion which received them from
the road.

The Travellers, a Romance.

আঙ্গস্ ম্যাক্ অউলের একটা কথা বলিবার ছিল, কিন্তু তাহা বলিতে তিনি বাধা অনুভব করিতে-ছিলেন। অনেকবার চিন্তার পর তিনি বলিলেন যে, সার ডন্‌কানের সহিত যে দূত যাইবেন, তিনি প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ-ভাবে সার ডন্‌কান্ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মনে গান শুনিয়া যে কোমল করুণভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহা মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

"আমি এ রকম প্রত্যাশা করিনি। পশ্চিম হাইল্যাণ্ডে এমন কোন সর্দ্দার থাক্‌তে পারেন, যিনি আর্ডেন ভরের নাইটকে একজন অ্যাক্লানের প্ররো-চনায় তাঁর দুর্গ থেকে এত শীঘ্র বিদায় ক'রে দিতে পারেন। সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে, এ সময়ে কেউ কাকেও যেতে বলে না। কিন্তু, মশাই বিদায়। এ রকম অনিচ্ছা যেখানে, সেখানে খাদ্য গ্রহণেও আপত্তি আছে। এর পর যখন ডারন্‌লিনভারাচ দুর্গে আস্‌ব, তখন খোলা তলোয়ার আর মশাল জ্বালিয়েই আস্‌ব।"

আঙ্গস্ বলিলেন, "আপনি যদি সত্যই আসেন, আমি শপথ করছি, আপনার সঙ্গে ভদ্রভাবেই দেখা করব—আপনি যদি দশ ক্যাম্বেলকেও আপনার সঙ্গে নিয়ে আসেন, তখন আপনাদের এমনভাবে অতিথি-সৎকার করব যে, ডারন্‌লিনভারাচের আতিথেয়তার নিন্দা করবার অবকাশ পাবেন না।"

সার ডন্‌কান্ বলিলেন, "যাদের ভয় দেখান হয়, তারাই বেশী দিন বাঁচে। লেয়ার্ড ম্যাক্ অউলে, আপনার বচনবাগীশতার কথা সবাই জানে, সুতরাং মানী লোকরা আপনার সদম্ভ উক্তি গায় মাখবে না। শুনুন, লর্ড মেনটিথ, আলান্, আপনারা এই কঞ্জুষ দুর্গপতির তরফ থেকে আমাকে যথেষ্ট আপ্যায়িত করেছেন। সেজন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর তুমি সুন্দরী গায়িকা, তুমি আমার সুপ্রসন্নহৃদয়ে

যা জাগিয়ে দিয়েছ, তার জন্য এই সামান্য স্মৃতি-চিহ্নটুকু রেখে দিও।" বলিতে বলিতে সার ডনকান্ কক্ষ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার অনুচরগণকে ডাকিবার জন্য আদেশ দিয়া তিনি নীচে নামিয়া গেলেন। আঙ্গস্ ম্যাক অউলে যেমন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিলেন, তেমনি আতিথ্য সম্বন্ধে অপবাদ শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়াছিলেন। কোন হাইল্যাণ্ডারকে আতিথেয়তার অপবাদ দেওয়ার মত দোষ আর নাই। সুতরাং তিনি সার ডনকান্‌কে বিদায় দিবার জন্য প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেন না। সার ডনকান্ তাঁহার সুসজ্জিত অশ্বে আরোহণ করিলেন। অনুচরেরা তাঁহার সঙ্গে চলিল। ক্যাপ্টেন ডেলগেটিও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল।

পথ দীর্ঘ ও ক্লান্তিজনক। কিন্তু পথে কোথাও অনাহারে থাকিতে হইল না। সার ডনকান্ গোপন এবং যে পথে চলিলে শীঘ্র নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছান যায়, সে পথ সতর্কভাবে পরিহার করিয়া চলিলেন। তাঁহার আত্মীয় এবং সর্দ্দার মার্কুইস্ প্রায় গর্ব্ব করিয়া বলিতেন যে, সহস্র স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়েও তিনি কোন মানুষকে গোপন ও সহজতম পথ দেখাইয়া নিজের দেশে যাইতে দিবেন না।

সুতরাং সার ডনকান্ পার্ব্বত্য গিরিসঙ্কটগুলি পরিহার করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া নিম্নভূমি দিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থান অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। এই ভাবে তিনি নিকটবর্ত্তী বন্দরে গমন করিলেন। সেখানে তাঁহার দলস্থ ও বেতনভুক্ অনেক লোক ছিল। এইরূপ নাবিকপরিচালিত একখানি জলযানে তিনি সদলবলে আরোহণ করিলেন। ক্যাপ্টেনও অশ্বসহ তাহাতে স্থান গ্রহণ করিল। তাহার পক্ষে জল ও স্থল উভয়ই সমান।

অনুকূল পবনে পাল তুলিয়া দিয়া জলযান হ্রদবক্ষে ছুটিয়া চলিল। পরদিন প্রত্যূষে ডেলগেটি জানিতে পারিল যে, জলযান সার ডনকান্ ক্যাম্বেলের দুর্গ-সান্নিধ্যে উপস্থিত হইয়াছে।

ডেলগেটি বাহিরে আসিয়া চাহিয়া দেখিল—অদূরে দুর্গ-প্রাকার দেখা যাইতেছে। হ্রদের তীরবর্ত্তী এক খণ্ড জমি লবণাক্ত হ্রদের অনেক দূর বাহুর মত প্রসারিত। তাহারই উপর উন্নত দুর্গ সংস্থাপিত। দুর্গপ্রাচীরে কামান সজ্জিত। জলপথে শত্রু আসিয়া যে আক্রমণ করিবে, সে সম্ভাবনা অল্প।

ডেলগেটি সংবাদ পাইল, সার ডনকান্ পূর্ব্বেই দুর্গে গিয়া পৌছিয়াছেন। তখন পূর্ব্বদিকে সূর্য্যোদয় হইতেছিল। দুর্গাধিপতির আদেশ ব্যতীত তীরে নামিবার উপায় নাই। ডেলগেটিকে কাজেই অপেক্ষা করিতে হইল।

অতঃপর আদেশ আসিল। একখানি নৌকা আসিতেছিল, তাহার উপর এক জন বংশীবাদক ক্যাম্বেল-বংশের জয় ঘোষণা করিতেছিল।

ক্যাপ্টেনের আপত্তি সত্ত্বেও তাহার অশ্ব অপর এক জন পর্ব্বতবাসী সৈনিক জলের ভিতর দিয়া লইয়া তীরে তুলিল। আর এক জন সৈনিক ক্যাপ্টেনকে পৃষ্ঠদেশে বহন করিয়া তীরে লইয়া গেল। নিজের ঘোড়ার দশা কি হইল, তাহা না জানিয়া ডেলগেটি সেখান হইতে নড়িতে চাহিল না। কিন্তু কেহই তাহার ভাষা বুঝিতে পারিল না। এক জন কিছু ইংরেজি বুকনি জানিত, সেই শেষে সঙ্গীদিগকে বুঝাইয়া দিল, ক্যাপ্টেন তাহার ঘোড়ার কথাই বলিতেছে।

ইতিমধ্যে সার ডনকান্ স্বয়ং সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বুঝাইয়া দিলেন, ডেলগেটির ঘোড়াকে ভাল স্থানেই ভাল ভাবে রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সে জন্য ক্যাপ্টেনের দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নাই। কিন্তু তথাপি সে ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া দুই জন হাইল্যাণ্ডার তাহার দুই হাত ধরিয়া এক প্রকার টানিয়াই দুর্গাভিমুখে লইয়া চলিল। কয়েক মিনিট পরে ঘনান্ধকারের মধ্যে বিসর্পিত গোপন পথে তাহারা চলিতে লাগিল। পাহাড় কাটিয়া গোলাকার সোপান উপরে উঠিয়াছে।

ক্যাপ্টেন অস্পষ্ট স্বরে বলিল, "এই অসভ্য হাইল্যাণ্ডররা যদি আমার গষ্টেভস্‌কে খোঁড়া ক'রে দেয়!"

শেষের দিকের কথাটা শুনিতে পাইয়া সার ডনকান্ বলিলেন, "ভয় নেই। আমার লোকজন ঘোড়ার কদর জানে। আপনি তাকে নিরাপদ অবস্থাতেই দেখ্‌বেন।"

ক্যাপ্টেন ডেলগেটি পৃথিবী দেখিয়াছে। সে বুঝিল, আর এ সম্বন্ধে আলোচনা বা আপত্তি তুলা বৃথা। সুতরাং মনের মধ্যে যে অস্বোয়াস্তি জাগিতেছিল, তাহা সে বাহিরে প্রকাশ পাইতে দিল না। আরও দুই এক ধাপ উপরে উঠিতেই আলোর চিহ্ন ও দরজা প্রকাশ পাইল। সে দরজা পার হইয়া দ্বিতীয় দরজায় পৌছিতে হইল। সে দ্বারও লৌহ-গরাদে বেষ্টিত।

ক্যাপ্টেন বলিল, "চমৎকার ব্যবস্থা। গোটা কয়েক বন্দুক নিয়ে এখান থেকে এক দল সেনার গতি রোধ করা খুব সহজ।"

সে সময় সার ডন্‌কান্‌ কোন উত্তর করিলেন না। পরে চলিতে চলিতে হস্তস্থিত যষ্টির দ্বারা প্রাচীরে শব্দ করিলেন। তাহাতে অভিজ্ঞ সৈনিক ডেলগেটি বুঝিল, সেখানে কামান সাজান আছে। ঐ প্রস্তর-সোপানপথে সেনাদল আসিলে তাহারা গোলার আঘাতে চূর্ণ হইয়া যাইবে।

এইরূপ অনেকগুলি সোপানপথ অতিক্রম করিয়া ক্যাপ্টেন প্রাঙ্গণে নীত হইল। সে বুঝিল, সার ডন্‌কান্‌ দুর্গটিকে সর্ব্বপ্রযত্নে সুরক্ষিত রাখিয়াছেন। উভয়ে একটি হলঘরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে নানা প্রকার সুস্বাদু ভোজ্য টেবলের উপর রক্ষিত ছিল। ডেলগেটি তাহার সদ্ব্যবহারে নিযুক্ত হইল। তাহার পর ক্যাপ্টেন বলিতে লাগিল যে, সার ডন্‌কানের দুর্গ সুরক্ষিত হইলেও স্থলপথে আক্রান্ত হইতে পারে। এজন্য সম্মুখের পাহাড়ে কামান রাখার ব্যবস্থা করা উচিত।

সার ডন্‌কান্‌ সংক্ষেপে বলিলেন, "স্থলপথে কামান সহ শত্রু-সৈন্যের আসবার কোন উপায় নাই। চার দিকে জলা ভূমি। তা ছাড়া যে পথ আছে, ইচ্ছামাত্র তাকে জলাভূমিতে পরিণত করা যেতে পারে।"

ক্যাপ্টেন নাছোড়বন্দভাবে বলিল, "সে কথা বলবেন না, সার ডন্‌কান্‌। আমাদের অভিজ্ঞতায় জানি যে, যেখানে সমুদ্রতটভূমি আছে, যতই দুর্গম হোক, সেখানে কামান নিয়ে সেনা নিয়ে যেতে পারা যায়। কোন দুর্গই অজেয় নয়, সার ডন্‌কান্‌। এমন দেখা গেছে যে, অজেয় দুর্গ, বিশ ত্রিশ জন বল্লমধারী সেনারা দখল করেছে। অথচ সে দুর্গে তার দ্বিগুণ সৈন্যও ছিল। আমি জানি, পঁচিশ জন বল্লমধারী সেনা, দ্বিগুণ সৈনিকপূর্ণ অজেয় দুর্গ দখল ক'রে সকলকে বন্দী করেছিল।"

সার ডন্‌কান্‌ অল্প কথার লোক হইলেও বলিলেন, "ক্যাপ্টেন ডেলগেটি, সে কথা আমি বুঝি। আমার এই সামান্য দুর্গে যে ব্যবস্থা আছে, তাতে ক্যাপ্টেন ডেলগেটিও যদি আক্রমণের চেষ্টা করেন, ত তা দেখতে পাবেন।"

ক্যাপ্টেন নিরস্ত হইবার লোক নহে। সে আরও উপদেশ দিতে গেল। এমন সময় সার ডন্‌কান্‌ কক্ষত্যাগ করিলেন।

তখন ডেলগেটি তাহার অশ্বের ভাগ্যে কি ঘটিয়াছে, তাহা জানিবার জন্য প্রাঙ্গণে নামিয়া আসিল।

ডেলগেটি বলিয়া উঠিল, "এরা ত আমার ভাষা বোঝে না, ওদের সঙ্কেতকথাও জানিনে। এখন কি করা যায়?"

সহসা সেখানে অতর্কিতভাবে আবির্ভূত হইয়া সার ডন্‌কান্‌ বলিলেন, "ক্যাপ্টেন ডেলগেটি, আমি আপনার ঘোড়ার জামিনদার আছি। চলুন, আমরা দুজনে গিয়ে দেখে আসি, আপনার প্রিয় অশ্ব কেমন আছে।"

যাইতে যাইতে সার ডন্‌কান্‌ দুর্গরক্ষার উপায়-গুলি দেখাইয়া দিলেন। কিন্তু তথাপি ক্যাপ্টেন নিজের জিদ ছাড়িল না। সে বুঝাইয়া দিল, অদূর-বর্ত্তী পাহাড়ে কামান সজ্জা করিয়া রাখা উচিত।

সে কথার উত্তর এড়াইয়া সার ডন্‌কান্‌ অশ্ব-শালায় উপস্থিত হইলেন। সেখানে ডেলগেটি দেখিল, তাহার অশ্বকে যত্নের সহিতই রাখা হইয়াছে। সেখান হইতে ডেলগেটি সার ডন্‌কানের সহিত দুর্গে ফিরিয়া আসিল। যখন ডিনার ভোজ প্রস্তুত হইবে, সে সময় ঘণ্টাধ্বনি হইবে। এই কথা জানাইয়া ডেলগেটিকে বিশ্রামকক্ষে রাখিয়া সার ডন্‌কান্‌ চলিয়া গেলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

Is this thy castle, Baldwin? Melancholy
Displays her sable banner from the donjon
Darkening the foam of the surge beneath.
Were I a habitant, to see this gloom
Pollute the face of nature, and to hear
The ceaseless sound of wave
and sea bird's scream,
I'd wish me in the hut that poorest peasant
E'er framed, to give him
temporary shelter.
Brown.

সাহসী রিটমাষ্টার ডেলগেটি অবকাশসময়টি সার ডনকান ক্যাম্বেলের দুর্গের বহির্ভাগটি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিবার সংকল্প করিয়াছিল। কিন্তু তাহার সে উদ্দেশ্য সফল হইল না। সে দেখিল, এক জন হাইল্যাণ্ডার একখানি কুঠার হস্তে তাহার ঘরের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে ইঙ্গিতে এমন ভাব প্রকাশ করিল যে, ডেলগেটি তখন সম্মানজনক বন্দিদশায় রহিয়াছে।

ডেলগেটি ভাবিল যে, এই অর্দ্ধসভ্য পর্ব্বতবাসীরা যুদ্ধের নিয়মকানুন কি চমৎকার আয়ত্ত করিয়াছে! দূত হইলেই সে ব্যক্তি অর্দ্ধগুপ্তচর, এ কথাটি ইহারা শিখিল কি করিয়া? নিজের অস্ত্রগুলি পরিমার্জ্জনা করিয়া ডেলগেটি চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল, ৬ মাস পরে অর্দ্ধ ডলার দৈনিক প্রাপ্তি হিসাবে তাহার প্রাপ্যের পরিমাণ কত হইবে।

সে বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছে, এমন সময় ঘণ্টাধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। যে ব্যক্তি দ্বারদেশে প্রহরীর কার্য্য করিতেছিল, সেই তাহাকে ভোজনাগারে লইয়া চলিল। ঘরে প্রবেশ করিয়া সে দেখিল, চারি জনের বসিবার আয়োজন হইয়াছে। সার ডন্‌কান্ তাঁহার পত্নীকে লইয়া প্রবেশ করিলেন। লেডী ডন্‌কানের অঙ্গে গভীর কালো বর্ণের শোকবস্ত্র। তাঁহার আনন বিষণ্ণ। সঙ্গে সঙ্গে এক জন প্রেসবিটারীয় ধর্ম্মযাজক আসিলেন। তাঁহার অঙ্গে জেনেভা ক্লোক। মাথায় কালো রেশমের ক্যাপ। সে যুগে ধর্ম্মযাজকগণ এইরূপ অপ্রিয়দর্শন পরিচ্ছদ ধারণ করিতেন।

সার ডন্‌কান পত্নীর সহিত ডেলগেটির পরিচয় করাইয়া দিলেন। ডেলগেটি অভিবাদন করিলে তিনি নীরবে প্রত্যভিবাদন করিলেন। উহা গর্ব্ব বা দুঃখপ্রকাশক, তাহা বুঝা গেল না। ধর্ম্মযাজক পরিচিত হইয়া ঈষৎ অবজ্ঞামিশ্রিত কৌতূহলভরে ডেলগেটির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

ক্যাপ্টেন এরূপ ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল। সে বাক্যব্যয় না করিয়া আহারে মনঃসংযোগ করিল। খাইতে বসিয়া সে বৃথা বাক্যব্যয় করিত না। সার ডন্‌কান্‌ও নীরবে আহার করিতেছিলেন। শুধু লেডী ডন্‌কান্ ও ধর্ম্মযাজক অতি মৃদুস্বরে দুই একটা কথা বলিতেছিলেন।

আহার শেষ হইলে যখন পানীয় আসিল, তখন ক্যাপ্টেন ডেলগেটি আর নীরব থাকার কারণ নাই দেখিয়া গৃহকর্ত্তার সহিত পূর্ব্বারব্ধ কথার আলোচনার সূত্র ধরিয়া বলিতে লাগিল যে, স্যার ডন্‌কান্ যদি ড্রমস্‌নাব পাহাড়ে কামান রাখিবার ব্যবস্থা করিতেন, তাহা হইলে দুর্গটি আরও সুরক্ষিত হইত।

সার ডন্‌কান্ নীরস কণ্ঠে বলিলেন, "ক্যাপ্টেন ডেলগেটি, আমাদের পার্ব্বত্য অঞ্চলের এ প্রথা নয় যে, আমরা বিদেশীর সহিত সামরিক ব্যাপারের আলোচনা করি। এ দুর্গ এমন সুরক্ষিত যে, ডারনলিনভারাচের ভদ্র লোকরা সেনাদল সহ আক্রমণ করেন ত, আমরা সে আক্রমণ অনায়াসে প্রতিহত করতে পারব।"

লেডী ডন্‌কান্ এ কথায় একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ইহাতে মনে হইল, তিনি যেন কোন যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপারের কথা মনে করিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

ধর্ম্মযাজক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "যিনি দিয়াছিলেন, তিনিই নিয়েছেন। আপনি শুধু যেন এই কথাই বল্‌তে পারেন—তাঁর নাম জয়যুক্ত হোক্।"

ডেলগেটি বুঝিল, কথাটা লেডী ডন্‌কান্‌কে উদ্দেশ করিয়াই বলা হইয়াছে। মহিলাটিকে আলোচনায় টানিয়া আনিবার উদ্দেশ্যে, ক্যাপ্টেন ডেলগেটি অন্যান্য জাতির বীররমণীদিগের উল্লেখ করিতে লাগিল।

তাহার দীর্ঘ বক্তৃতা শুনিয়া গৃহকর্ত্তা অপেক্ষাকৃত কঠোর কণ্ঠে বলিলেন, "এ সব বিষয়ে আলোচনা শুন্‌তে উনি রাজি নন।" ধর্ম্মযাজক বলিলেন, "এ সব আলোচনা এক জন ভদ্র মহিলার সাক্ষাতে, ভোজের টেবলে ব'সে আলোচনা না করাই ভাল।"

ডেলগেটি দমিবার পাত্র নহে। সে বলিল যে, ভদ্রতা ও শিষ্টাচার সে জানে। কিন্তু এ আলোচনার উদ্দেশ্য নারীজাতির সাহস ও বীরত্ব সম্বন্ধে উল্লেখ করা দূষণীয় নহে বলিয়াই সে উহার আলোচনা করিতেছিল।

সার ডন্‌কান্ ক্যাপ্টেন বলিলেন, "ক্যাপ্টেন ডেলগেটি, এ আলোচনা এখানেই থেমে যাক্। চিঠি আমায় লিখতে হবে, অন্য কাজও করতে হবে, তার পর কাল সকালে আপনার সঙ্গে ইনভারেরিতে যেতে হবে। কাজেই বাজে আলোচনার এখন সময় নেই।"

লেডী ডন্‌কান্ বলিলেন, "কাল তুমি তাঁর সঙ্গে যাবে? কিন্তু তা ত হতে পারে না। তুমি কি ভুলে গেছ কাল যে ব্যাপারের সংবাৎসরিক, সেটা না সেরে তুমি যাবে কি ক'রে?"

"না, ভুলিনি। সে কি ভুল্‌তে পারি? কিন্তু এই সামরিক কর্ম্মচারীকে কাল সকালেই পাঠান দরকার।"

লেডী বলিলেন, "বেশ ত, কিন্তু তোমাকেই যে ওর সঙ্গে যেতে হবে, তার কি মানে আছে?"

স্যার ডন্‌কান্ বলিলেন, "আমার সঙ্গে যাওয়াই ভাল ছিল। তবে মারকুইস্‌কে পত্র লিখে দিলেও চল্‌তে পারে। পরের দিন আমার গেলেও চল্‌বে। ক্যাপ্টেন ডেলগেটি, মারকুইস্‌কে সব কথা খুলে

আমি লিখে দিচ্ছি। আপনার উদ্দেশ্য ও পদমর্য্যাদার কথা সবই খুলে লিখ্‌ব। সুতরাং কাল সকালে ইনভারেরিতে যাবার জন্য আপনি প্রস্তুত হয়ে থাকুন

ডেলগেটি বলিল, "সার ডন্‌কান্‌ ক্যাম্বেল, এ ব্যাপারে আপনার বিবেচনার উপরই আমাকে নির্ভর করতে হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে আপনি স্মরণ রাখবেন, আপনি যার রক্ষার ভার নিয়ে এসেছেন, তার উপর যদি কোন অত্যাচার হয় ত, আপনার উপরেই দোষ পড়বে। অবশ্য এ কথা বল্‌ছি না যে, আপনার অনুমোদনক্রমে দূতের উপর অত্যাচার হবে, তবে প্রতিবিধানের সব উপায় যদি আপনি গ্রহণ না করেন, তা হ'লে দোষ আসতে পারে।"

সার ডন্‌কান্‌ বলিলেন, "আমি আপনার রক্ষার ভার নিয়েছি। সুতরাং আপনি সেটাই যথেষ্ট মনে করতে পারেন। এখন তবে আমি উঠ্‌লাম

ডেলগেটি সে ইঙ্গিত বুঝিয়া তখন তাঁহাদের স্বাস্থ্য পান করিয়া লইল। তার পর নির্দ্দিষ্ট ঘরে বিশ্রামার্থ চলিয়া গেল। সেখানে পর্য্যাপ্ত পানীয় প্রভৃতি তাহার জন্য সজ্জিত আছে দেখিতে পাইল। খানিক পরে এক জন লোক শীলমোহর করা একটা পুলিন্দা আনিয়া ডেলগেটির হাতে দিল। উহা মার্কুইস আর্গাইলের শিরোনামাযুক্ত। সেই ব্যক্তি, ডেলগেটিকে বলিয়া দিল যে, অতি প্রত্যুষেই তাহাকে যাত্রা করিতে হইবে। সে যেন প্রস্তুত হইয়া থাকে। সার ডন্‌কানের ঐ পুলিন্দাই তাহার ছাড় পত্র। ডেলগেটির ইচ্ছা ছিল, সার ডন্‌কান্‌ কেন তাহার সঙ্গে যাইতেছেন না, সে সংবাদ সে সংগ্রহ করে, লোকটিকে প্রশ্ন করিয়া সে জানিতে পারিল যে, আগামী কল্য যে তিথি ও তারিখ, সেই দিন সার ডন্‌কানের অনুপস্থিতিতে পার্ব্বত্য দস্যুরা তাঁহার দুর্গ আক্রমণ করিয়া তাঁহাদের চারিটি সন্তানকে হত্যা করে। কাজেই ঐ দিন তাঁহারা স্বামী ও স্ত্রী উপবাস ও প্রার্থনায় যাপন করিয়া থাকেন।

ডেলগেটি বলিল, "আপনার মনিব ও মনিব-পত্নীর উপবাস করবার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে। কিন্তু একটা কথা, তিনি যদি একজন অভিজ্ঞ সামরিক কর্ম্মচারীর পরামর্শ নিয়ে ঐ পাহাড়টায় কামান রাখবার ব্যবস্থা করতেন, তা হ'লে তাঁর দুর্গ কেউ অধিকার করতে পারত না। আপনাকে আমি বিষয়টা বুঝিয়ে দিচ্ছি,—ভাল কথা, আপনার নামটি কি?"

"লরিমার।"

"আপনার স্বাস্থ্য পান ক'রে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই ধরুন—"

বাধা দিয়া লরিমার বলিল, "বড়ই দুঃখের কথা, মশাই, আপনার কথা শুনবার মত অবকাশ আমার এখন নেই। এখুনি ঘণ্টা বাজবে, আমাকে চ'লে যেতে হবে। এখনি ধর্ম্মমন্দিরে গিয়ে ধর্ম্মযাজকের প্রার্থনা শুনবার ঘণ্টা বাজাব। আমাকে যেতেই হবে। ঐ টেবলে তামাক আর নল আছে। ইচ্ছা হ'লে ধূমপান করবেন। দুঘণ্টা ধ'রে প্রার্থনা হবে। সুতরাং আমি চললুম।" সে চলিয়া গেল।

অমনই ঘণ্টা নিনাদিত হইল। চারিদিক হইতে নরনারী,বালক, শিশুর কণ্ঠধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। চারিদিক হইতে লোকজন বাহির হইয়া ধর্ম্মমন্দিরের উদ্দেশ্যে চলিতে লাগিল।

চারিদিক নির্জ্জন দেখিয়া ডেলগেটি ভাল করিয়া দুর্গটি দেখিবার জন্য নিজের কক্ষের দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইল। সে দেখিল, এক জন সশস্ত্র প্রহরী তাহারই ঘরের দিকে আসিতেছে। ক্যাপ্টেন খলিফা লোক। সে যেন তাহাকে দেখিতে পায় নাই, এমনই ভঙ্গী সহকারে একটা গানের কলি শীস দিয়া ভাঁজিতে ভাঁজিতে ঘরের মধ্যে মৃদু চরণক্ষেপে ফিরিয়া গেল। তার পর দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল।

যথাসময়ে সে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল। অতি প্রত্যুষে লরিমার আসিয়া তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিল। প্রাতরাশের প্রভূত আয়োজন ছিল। পরিতোষরূপে আহার করিয়া ডেলগেটি প্রাঙ্গণে আসিয়া নিজের অশ্বকে সুসজ্জিত দেখিতে পাইল।

চারি পাঁচ জন সশস্ত্র সঙ্গী তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত ছিল। তাহারা পদব্রজে চলিল। ক্যাপ্টেন অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়াও পার্ব্বত্যপথে তাহাদের সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারিতেছিল না। পথে কোথাও দাঁড়াইয়া কিছু লক্ষ্য করিবার উপায় ছিল না। সশস্ত্র রক্ষকরা তাহার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিল। ডেলগেটি এ ব্যাপারে বুঝিল, ভবিষ্যৎ খুব ভাল নহে। কিন্তু উপায় কি? অপরিচিত পার্ব্বত্য প্রদেশে পলায়ন করা বাতুলতা ভিন্ন আর কিছু নহে। সুতরাং বাধ্য হইয়া সেই বন্ধুর ও দুরধিগম্য পথে ধৈর্য্য ধরিয়া চলিতে লাগিল।

অবশেষে যে হ্রদের তীরে ইনভারেরি অবস্থিত, তাহার দক্ষিণতটে সকলে আসিয়া পৌঁছিল। তূর্য্যধ্বনি হইবামাত্র একখানি জলযান সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। অশ্বসহ ডেলগেটি সেই জলযানে আরোহণ করিল।

লক্ ফাইন্‌ অতি সুদৃশ্য হ্রদ। প্রকৃতির বিচিত্র শোভা দেখিয়া ডেলগেটি আনন্দিত হইতে পারিত,

কিন্তু প্রাতরাশের পর এত বেলা পর্য্যন্ত ডেলগেটির উদরগহ্বরে কিছু পড়ে নাই বলিয়া সে এ সকল দৃশ্য কিছুই লক্ষ্য করিল না। হ্রদের তীরে তীরে সুবিস্তৃত অরণ্য—তন্মধ্যে অসংখ্য বাসভবন। তীরভূমিতে দুর্গ অবস্থিত। তাহার সুন্দর দৃশ্য মনকে অভিভূত করে।

ডেলগেটি এ সকল কিছুই দেখিল না। সে শুধু দেখিল, দুর্গের চিম্‌নী হইতে ধূমজাল বাহির হইতেছে। সেখানে প্রচুর খাদ্য মিলিবে, ইহা ভাবিয়া আশান্বিত দৃষ্টিতেই সেই দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিল।

জলযান অবশেষে তীরভূমির কাছে আসিল। ক্ষুদ্র সহর ইনভারেরি দেখা যাইতেছিল। হ্রদের পারঘাটা হইতে পথ দুর্গতোরণ পর্য্যন্ত প্রসৃত। সে দুর্গ দেখিয়া দুর্ব্বলচেতা লোক ভয়ে শিহরিয়া উঠিত। কিন্তু ডেলগেটি অত সহজে ভয় পাইবার লোক নহে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

For close designs and crooked counsels fit,
Sagacious, bold, and turbulent of wit,
Restless, unfix'd in principle and place,
In power unpleased, impatient in disgrace.

Absalom and Achitophel.

সপ্তদশ শতাব্দীতে ইনভারেরি গণ্ডগ্রাম ছিল। তখন ইহার বাড়ীগুলি তেমন সুদৃশ্য ছিল না; রাজপথগুলিও বাঁধান হয় নাই। গ্রামের বাজারের কাছ দিয়া ক্যাপ্টেন ডেলগেটি যখন অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন, তখন একটা কাষ্ঠদণ্ডে পাঁচ জন লোককে ফাঁসী দেওয়া হইয়াছিল। তাহাদের মৃতদেহ ঝুলিতেছিল। কাছেই কয়েক-জন নারী বসিয়াছিল। সম্ভবতঃ তাহারা মৃতব্যক্তিদিগের আত্মীয়।

ক্যাপ্টেন ডেলগেটি সঙ্গীদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, যাহাদের দেহ ঝুলিতেছে, তাহারা কি অপরাধ করিয়াছিল? সঙ্গী দুর্ব্বোধ্য ইংরেজিতে যাহা বলিল, তাহার ভাবার্থ এই যে, ম্যাককলম্ স্মুর তাহাদিগকে যে কার্য্য করিতে আদেশ দিয়াছিলেন, তাহারা তাহা প্রতিপালন করে নাই, তাই তাহাদের ফাঁসী দেওয়া হইয়াছে।

ডেলগেটি আর কোন প্রশ্ন করিল না। কারণ, সার ডন্‌কান্ ক্যাম্বেলের যে আত্মীয় সঙ্গে আসিতেছিল, সে অধিক কথা বলিতে সম্মত ছিল না।

দুর্গতোরণে গিয়া ডেলগেটি আর একটি দৃশ্য দেখিল। একটি হাড়িকাষ্ঠ ও তাহার সম্মুখে একখানি রুধির-রঞ্জিত কুঠার। অল্পদিন পূর্ব্বেই ঐ কুঠারে কাহারও জীবন গিয়া থাকিবে।

ক্যাপ্টেনের সঙ্গী অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ সহকারে একটি কাষ্ঠদণ্ডের উপর একটি ছিন্ন নরমুণ্ড দেখাইল।

তোরণের কাছে আসিয়া ডেলগেটি অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইল। অন্য লোক আসিয়া তাহার অশ্ব আস্তাবলের দিকে লইয়া গেল। ইহাতে ক্যাপ্টেনের মনে বড় যন্ত্রণা বোধ হইল। সে তখন একবার মনে করিল, ঘোড়াটাকে সে যদি ডারন্‌লিনভারচএ রাখিয়া আসিত ত খুবই ভাল হইত।

অবশেষে ডেলগেটি একটি হলঘরে প্রবিষ্ট হইল। সেখানে বহু সশস্ত্র হাইল্যাণ্ডারকে সে দেখিল। এইখানে তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে। মার্কুইসের কাছে তাহার আগমন-সংবাদ প্রেরণ করা হইল। সেই সময় ক্যাপ্টেন সার ডন্‌কাম্ লিখিত শীলমোহর করা পত্রখানি সংবাদ-বাহকের হাতে দিয়া বলিল যে, পত্রখানা যেন খোদ মার্কুইসের হাতে দেওয়া হয়। লোকটা স্বীকার করিয়া চলিয়া গেল।

ক্যাপ্টেন আধঘণ্টাকাল সেখানে বসিয়া রহিল। অপর লোকগুলি তাহাকে দেখিয়া নানাপ্রকার বিদ্রূপ ও অঙ্গ-ভঙ্গী করিতেছিল, কিন্তু সৈনিকপুরুষ সে সব গায় মাখিল না।

অতঃপর মার্কুইসের বড় খানসামা কালো মখমলের পোষাক পরিয়া সেখানে আসিল। সে তাহাকে গম্ভীরভাবে প্রভুর কাছে যাইবার জন্য আহ্বান করিল।

অনেকগুলি কক্ষ অতিক্রম করার পর ডেলগেটি আর একটি কক্ষে নীত হইল। সেখানকার সুসজ্জিত ভৃত্যগণ কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে ক্যাপ্টেনকে দেখিতেছিল। ক্যাপ্টেন যেন দেখিয়াও দেখিল না। অনুরূপ আর একটি কক্ষ পার হইয়া ডেলগেটি মার্কুইসের সমক্ষে নীত হইল। সেখানে অনেক ভৃত্য ছিল।

ক্যাপ্টেন ডেলগেটিকে প্রবেশাধিকার দিবার জন্য রুদ্ধ দ্বার মুক্ত হইল। ঘরটি উত্তমরূপে সজ্জিত। কক্ষের এক প্রান্তে উচ্চাসনে মার্কুইস দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার চারি পার্শ্বে বহু হাইল্যাণ্ড ও লোল্যাণ্ড কর্ম্মচারী বা পদস্থ সর্দ্দার।

গম্ভীরভাবে মার্কুইস একবার ক্যাপ্টেনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহার সহচরগণও ডেলগেটির মনে ভীতি জন্মাইবার মত গাম্ভীর্য্য অবলম্বন

করিলেন। কিন্তু ডেলগেটি ভয় পাইবার লোক ছিল না। দীর্ঘকাল সে বিদেশে ভীষণ সংগ্রামে দিন কাটাইয়াছে—বড় বড় বীরের সহিত বলপরীক্ষা করিয়াছে। সুতরাং সে বেশ সহজভাবেই সব লক্ষ্য করিতে লাগিল।

পরিচিত হইবার পরই সে সপ্রতিভভাবে মার্কুইসের দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু হস্তেঙ্গিতে মার্কুইস তাহাকে থামিতে বলিলেন।

মার্কুইস বলিলেন, "আপনি কে, মশাই? কি চান এখানে?"

ডেলগেটি বলিল, "এ খুব উত্তম প্রস্তাব। আমি সব বলছি—মার্শেল কলেজে এই রকম শিক্ষাই আমরা পেয়েছিলুম।"

পার্শ্ববর্ত্তী এক জন ভদ্রলোককে সম্বোধন করিয়া তীব্র কণ্ঠে মার্কুইস বলিলেন, "সীম, দেখ ত, লোকটা কে?"

ক্যাপ্টেন বলিল, "ওঁকে কষ্ট দিতে চাইনে, আমি নিজেই বলছি। আমার নাম ডুগ্যাল্ ডেলগেটি। আমি অনেক জায়গায় রিট মাষ্টার ছিলাম। এখন আমি মেজর। আইরিশ সেনাদলের মেজর। আমি শক্তিশালী আর্ল মনট্রোজের কাছ থেকে সন্ধির বার্ত্তা নিয়ে এসেছি। তিনি এখন রাজার প্রধান সেনাপতি। ভগবান রাজা চার্লসকে দীর্ঘজীবী করুন।"

মার্কুইস বলিলেন, "আপনি জানেন, কোথায় আপনি এসেছেন, আর কাদের সঙ্গে কথা বলছেন? আপনি কি আমাকে থোকা পেয়েছেন না কি? আর্ল মনট্রোজ ইংরেজ শত্রুদের দলে। আর আপনি টাকার লোভে দলত্যাগী—আইরিশদের এক জন—এদেশ জালিয়ে পুড়িয়ে দিতে এসেছেন।"

ক্যাপ্টেন ডেলগেটি বলিল, "আমি টাকার লোভে দল ছেড়ে আসিনি, লর্ড। অবশ্য আইরিশ সেনাদলের আমি সেনাপতি বটে। এ ক্ষেত্রে আপনাকে চির-জয়ী গষ্টেভাস্ আডলফস্, রণদক্ষ স্যাক্সউইমারের ডিউক, টিলি, ওয়ালেনষ্টিন্, পিকোলোমিনি প্রভৃতি মৃত ও জীবিত সেনাপতির নাম স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আর আর্ল মনট্রোজের তরফ থেকে এই কথাই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, তিনি আমাকে পূর্ণ ক্ষমতা দিয়ে পাঠিয়েছেন। পত্রখানা প'ড়ে দেখুন।"

উপেক্ষাভরে মার্কুইস শীলমোহর করা পত্রখানির দিকে চাহিলেন। তার পর নিতান্ত অবজ্ঞাভরে উহা টেবলের উপর নিক্ষেপ করিলেন। তার পর সমবেত সদস্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, শত্রুপক্ষের নিকট হইতে যে ব্যক্তি আসিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবহার করা যায়?

এক জন বলিল, "ফাঁসীকাঠে চট্‌পট ঝুলিয়ে দিন।"

ডেলগেটি বলিল, "যে সৈনিক পুরুষ এখন কথা বলছেন, তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, এত তাড়া-তাড়ি মার্কুইস যেন কোন সিদ্ধান্ত না করেন। যারা বীর, তাদের সম্বন্ধে এরকম ব্যবস্থা সঙ্গত হবে না। তা ছাড়া দূতের সঙ্গে এ রকম ব্যবস্থা কেউ করে না।"

মার্কুইস বলিলেন, "আপনাকে আমাদের সামরিক আইন শেখাতে হবে না। যারা বিদ্রোহী, তাদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। সেই ব্যবস্থাই আমি করব।"

ডেলগেটি এরকম অবস্থার আশঙ্কা করে নাই। সে একটু বিরক্ত হইয়াই বলিল, "ভদ্রমহোদয়গণ, আমার ঘোড়া ও আমার যদি কোন অনিষ্ট হয়, সেজন্য আর্ল মনট্রোজ আপনাদেরই দায়ী করবেন। তিনি তার উপযুক্ত প্রতিশোধও দেবেন।"

এই ভীতিপ্রদর্শনে সকলে হাসিয়া উঠিল। ক্যাম্বেলদিগের এক জন বলিলেন, "সে সাধ্য থাকলে ত!"

হতভাগ্য ক্যাপ্টেন তখন বলিল, "আমি এ দেশে নতুন এসেছি, সুতরাং কার কি সাধ্য হবে, তা জানিনে। কিন্তু সার ডন্‌কান্ ক্যাম্বেল আমার নিরাপদে প্রত্যাবর্ত্তনের দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন। এখন যদি তাঁর সম্মান আপনারা না রাখেন, তা হ'লে তাঁর নামেই কলঙ্ক রটবে।"

এ সংবাদ যেন অনেকের কাছেই নূতন বলিয়া মনে হইল। তাঁহারা তখন জনান্তিকে কি আলোচনা করিতে লাগিলেন। মার্কুইসের আননেও যে ভাবান্তর-রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা তিনিও গোপন করিতে পারিলেন না।

এক জন মার্কুইসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সার ডন্‌কান্ ক্যাম্বেল কি এই লোকটির জীবনের দায়িত্ব নিয়েছেন না কি?"

মার্কুইস বলিলেন, "আমি কথাটা বিশ্বাস করিনে। তবে তাঁর চিঠিখানা এখনো প'ড়ে উঠ্‌তে পারিনি।"

ক্যাম্বেলদিগের এক জন বলিলেন, "তা হ'লে লর্ড মহোদয় চিঠিখানা প'ড়ে ফেলুন; তাঁর নামে কলঙ্ক হবে, সেটা আমরা সহ্য করতে পারব না।"

এক জন ধর্ম্মযাজক বলিলেন, "মৃত পতঙ্গথেকে ঔষধ-বিক্রেতা মলম ক'রে থাকে।"

ডেলগেটি বলিল, "ধর্ম্মযাজক মশাই, আপনার এ তুলনা আমি ক্ষমা করলাম। আর যে সৈনিক পুরুষ আমাকে 'এই লোকটা' ব'লে উল্লেখ করেছেন, তাঁকেও ক্ষমা করলাম। গষ্টেভস্ এলফস্ প্রভৃতি যাকে সম্মান ক'রে চলতেন, সেই লোকটিকে এরকম অবজ্ঞা করা উচিত হয় নি। বরং বলতে পারতেন, 'এই সৈনিক'। তবে সার ডন্‌কান্ ক্যাম্বেল সম্বন্ধে এই কথা বল্‌তে পারি যে, তিনি আমার উক্তিরই সত্যতা প্রমাণ করবেন। কালই তিনি এখানে আস্‌বেন।"

এক জন সর্দ্দার বলিলেন, "সার ডন্‌কান্ যখন শীঘ্রই আস্‌ছেন, তখন এই বেচারা সম্বন্ধে হঠাৎ কিছু ক'রে কাজ নেই।"

আর এক জন বলিলেন, "তা ছাড়া, তাঁর চিঠিই যখন আছে, তখন সেটা প'ড়ে, কি সর্ত্তে মেজর ডেলগেটিকে—উনি ঐ নামেই যখন পরিচয় দিচ্ছেন —এখানে পাঠান হয়েছে, তা জেনে নেওয়া দরকার।"

মার্ক্‌ইস স্বৈরশাসক হইলেও এই সকল সর্দ্দারকে অসন্তুষ্ট করিতে পারেন না। সুতরাং তিনি আদেশ দিলেন যে, আপাততঃ ডেলগেটিকে বন্দী করিয়া রাখা হউক।

"বন্দী।"—এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সে দুই জন হাইল্যাণ্ডারকে এমন ধাক্কা দিল যে, সে প্রায় মুক্তি-লাভই করিল। ইহাতে মার্ক্‌ইস অস্ত্র লইয়া তাহাকে আঘাত করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। কিন্তু অন্যান্য সর্দ্দারেরা উভয়ের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। হাইল্যাণ্ড রক্ষীরা ইত্যবসরে তাহার হস্ত হইতে অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া তাহাকে নিরস্ত্র করিল। তার পর তাহাকে এঘর সে ঘরের মধ্য দিয়া সোপানপথে নীচে টানিয়া লইয়া চলিল। এক স্থানের দরজা খুলিয়া তাহারা ডেলগেটিকে ধাক্কা দিল। দ্বার রুদ্ধ হইল। ক্যাপ্টেন দেখিল, অন্ধকার সুড়ঙ্গের সোপানপথে সে দাঁড়াইয়া।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

Whatever stranger visits here,
We pity his sad case,
Unless to worship he draw near
The king of kings—his grace.

Burn's Epigram on a Visit to Inverary.

অন্ধকারের মধ্যে ডেলগেটি অত্যন্ত বিপন্ন হইল। অবশেষে সে যথাসাধ্য সতর্কভাবে সোপান অবরোহণ করিতে লাগিল। সে ভাবিল, নীচে গেলে হয় ত বিশ্রামের স্থান মিলিতে পারে। কিন্তু এত সতর্কতা সত্ত্বেও তাহার পা ফস্‌কাই গেল—একবারে চারিপাঁচ ধাপ্ নীচে সে পড়িয়া গেল। নীচে আসিয়া একটা কোমল বস্তুর উপর সে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল।

বস্তু নড়িয়া চড়িয়া অস্ফুট কাতরোক্তি করিয়া উঠিল।

ডেলগেটি প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রথমেই জানিতে চেষ্টা করিল, কাহার উপর সে পড়িয়া গিয়াছে।

লোকটা বলিল, "আমি আগে মানুষই ছিলুম।"

"এখন তবে কি? আর একটু হলেই ত আমার হাত-পা ভাঙ্গছিল।"

"এখন কি? একটা গাছের গুঁড়ি মাত্র। তার ডালপালা সব কেটে ফেলা হয়েছে। এখন বাকিটা শেষ হলেই বাঁচি।"

ডেলগেটি বলিল, "বন্ধু, তোমার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু আর একটু শান্তভাবে থাক্‌লে, আমি মাটীতে প'ড়ে যেতাম না।"

বন্দী বলিল, "আপনি ত এক জন সৈনিক পুরুষ। একটু প'ড়ে গেছেন ব'লে অভিযোগ করছেন? একটা বালকও কিন্তু এমন অভিযোগ করত না।"

ডেলগেটি বলিল, "আমি যে এক জন সৈনিক, তা তুমি জান্‌লে কি ক'রে, ভাই?"

"আপনার বর্ম্মের শব্দে। এখন ত দেখতে পাচ্ছি, আপনার বর্ম্ম ঝক্‌ঝক্ করছে। অন্ধকার আর একটু অভ্যস্ত হোক্, তখন আপনিও সব দেখতে পাবেন।"

ডেলগেটি বলিল, "চোখ আমার উপড়ে নিলেই হ'ত! যাক্, তোমার এখানে খাবার জিনিষ কি পাব বল ত, ভাই!"

"দিনে একবার রুটী আর জল।"

ডেলগেটি বলিল, "তোমার রুটী যদি থাকে, আমাকে একবার পরখ ক'রে দেখতে দেও। তোমাতে আমাতে যত দিন এখানে থাক্‌ব, বেশ বন্ধুভাবেই থাকা যাবে।"

অপর বন্দী বলিল, "আপনি সিঁড়ির দুটো ধাপ উঠলেই ডানদিকের কোণে জলের কুঁজো আর রুটী দেখতে পাবেন। আপনি যা পারেন খেয়ে নিন। পৃথিবীর কোন খাদ্য আর আমার মুখে রোচে না।"

ডেলগেটি আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিল না। সে অন্ধকারে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া সেখানে রুটী ও জল ছিল, সেখানে উপস্থিত হইল। তার পর আধপোড়া রুটী সে পরম সন্তোষ সহকারে চর্ব্বণ করিতে লাগিল।

রুটীর টুকরা মুখে পুরিয়া সে বলিতে লাগিল, রুটীটা খুব টক হয়ে যায়নি। এর চেয়েও খারাপ রুটী আমাকে খেতে হয়েছে। আর এই জল—এও তেমন সুপেয় নয়। যাক্, বন্ধু, তোমার স্বাস্থ্য-কামনায় এ জল পান করছি। শীঘ্র যেন তোমার ও আমার মুক্তিলাভ ঘটে।"

রুটীগুলি গলাধঃকরণ করিয়া ডেলগেটি নিজের অঙ্গাবরণ ভাল করিয়া গায় জড়াইল। তার পর কোনও মতে সেই অন্ধকার গুহায় একটু বসিবার স্থান করিয়া লইল।

সে তাহার পর বন্দীকে প্রশ্ন করিল, "তোমার নাম কি, ভাই?"

সঙ্গী স্বল্পভাষী। সে বলিল, "তা শুনে আপনার কোন লাভ হবে না।"

"আচ্ছা, আগে শোনাই যাক।"

"তবে শুনুন—রেণাল্ড ম্যাক ইয়াগ্ আমার নাম—অর্থাৎ অন্ধকারের পুত্র রেণাল্ড।"

ডেলগেটি সবিস্ময়ে বলিল, "অন্ধকারের পুত্র! কিন্তু রেণাল্ড, তুমি এখানে বন্দী হয়েছ কেন, ভাই? অর্থাৎ এখানে এলে কি ক'রে?"

রেণাল্ড বলিল, "দুর্ভাগ্য ও আমার পাপ। আপনি আর্জেনভরএর দুর্গপতিকে চেনেন?"

ডেলগেটি বলিল, "জানি তাঁকে।"

রেণাল্ড প্রশ্ন করিল, "তিনি এখন কোথায় জানেন?"

ডেলগেটি বলিল, "দুর্গে তিনি আজ উপবাস করছেন। কাল হয় ত এখানে এসে ভোজ খাবেন। যদি তিনি কাল না এসে পড়েন, তা হ'লে আমার জীবনরক্ষা কঠিন হয়ে পড়বে।"

রেণাল্ড বলিল, "তা হ'লে তাঁকে জানাবেন, আমি তাঁর মধ্যস্থতা চাইছি। আমি তাঁর ঘোর শত্রু, কিন্তু এমন বন্ধুও তিনি পাবেন না।"

ডেলগেটি বলিল, "এ রকম হেঁয়ালী নিয়ে তাঁর কাছে আমি যেতে পারব না। তিনি যে রকম লোক, তাতে তিনি হেঁয়ালী ভালবাসেন না।"

বন্দী বলিল, "তাঁকে আপনি বলবেন, পনের বছর আগে আমি বাজপাখীর মত তাঁর দুর্গের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলুম। শিকারীর মত আমি নেকড়ে বাঘের গর্ত্ত থেকে নেকড়ের ছানাগুলোকে ধ্বংস করেছিলুম। আমি সেই ব্যক্তি, যে তাঁর চারটি ছেলেকে তলোয়ার দিয়ে কেটে ফেলেছিল।"

"হ'তে পারে, বন্ধু। সার ডন্‌কানের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার এটাই যদি উপযুক্ত পরিচয়পত্র হয়, আমি যথাসাধ্য সে চেষ্টা করব। কিন্তু একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি দুর্গটাকে কোথা থেকে আক্রমণ করেছিলে?"

বন্দী বলিল, "আমরা মই দিয়ে পাহাড়ে উঠেছিলুম; আমার দলের এক জন লোক দু মাস আগে ঐ দুর্গে চাকর সেজে কাজ করেছিল। তার পর অনেক কষ্টে, প্রাণের মায়া ত্যাগ ক'রে আমরা দুর্গে প্রবেশ করেছিলম। পরদিন সকালে রক্তের স্রোত বয়েছিল, সব পুড়ে ছাই হয়েছিল।"

"রেণাল্ড, তোমাদের এ আক্রমণপদ্ধতি নতুন রকমের—তুর্কী, তাতাররাই এ রকম ভাবে আক্রমণ ক'রে থাকে। থাক সে কথা, বন্ধু। এখন বল ত এই বিরোধের হেতুটা কি?"

বন্দী বলিল, "ম্যাক অউলে এবং অন্যান্য সর্দাররা আমাদের কোণঠেশা ক'রে রেখেছিল। আমাদের

তারা

ডেলগেটি রকম

"আপনি শুনেছেন? সেই অহঙ্কারী বনরক্ষকের ওপর আমরা যে প্রতিশোধ নিয়েছিলম, সে কাহিনী তা হ'লে শুনেছেন?"

ডেলগেটি বলিল, "তাই ত মনে পড়ছে! সে অনেক দিন আগের কথা। লোকটার কাটামুণ্ডের মুখের মধ্যে রুটী ঠেসে দেওয়া অবশ্য সভ্যজাতের লক্ষণ নয়, আর খানিকটা জিনিষ নষ্ট করাও বটে! সামান্য এক টুকরা রুটী যে কত দরকারী জিনিষ, তা আমরা বিদেশে যুদ্ধ করতে গিয়ে অনেকবার দেখেছি।"

রেণাল্ড বলিল, "সার ডন্‌কান্ আমাদের আক্রমণ করেছিলেন। স যুদ্ধে আমার ভাই মারা পড়ে। প্রতিশোধ দেবার জন্য আমরা তার দুর্গ দখল করেছিলুম। সে প্রতিজ্ঞা এখনো ভুলিনি।"

ডেলগেটি বলিল, "তা হ'তে পারে। যারা প্রকৃত সৈনিক, তারা প্রতিশোধ নেওয়া যে কত বড় তৃপ্তির কাজ, তা জানে। কিন্তু সার ডন্‌কানকে এ সব কথা ব'লে তোমার পক্ষে দাঁড় করাবার যুক্তি ত দেখতে

…চ্ছে না। আমি হ'লে এ সব কথা প্রকাশই করতাম না; বরং এখানে এই অন্ধকারে প্রাণত্যাগ করতাম।"

দস্যুদলপতি বলিল, "শুনুন, মশাই, আরো কথা আছে। সার ডন্‌কানের চারটি ছেলে মেয়ে ছিল। আমাদের হাতে তিন জন প্রাণ হারায়। কিন্তু শেষেরটি এখনো বেঁচে আছে। সার ডন্‌কান্ তাকে ফিরে পাবার জন্য সর্ব্বস্ব দিতে পারেন। আমার মুখের একটা কথা শুনলে তিনি নিজেকে ধন্যবাদ দেবেন—আর উপোস করতে হবে না। আমার নিজের মন দিয়েই তা বুঝতে পারছি। আমার ছোট নাতি কেনেথ্ আমার কত প্রিয়,তা জানি। সে নদীর ধারে প্রজাপতির পেছনে পেছনে ছুটে বেড়ায়। আমার দশ দশটা ছেলে গেছে, তাদের জন্য আমার তত দুঃখ হয় না।"

ডেলগেটি বলিল, "রেণাল্ড, বাজারে তিনটি সুন্দর ছোকরার মৃতদেহ ফাঁসীকাঠে ঝুলছে দেখে এসেছি। ওদের সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক আছে না কি?"

একটু থামিয়া উত্তেজিতভাবে রেণাল্ড বলিল, "ও তিনটিই আমার ছেলে। ওরা আমার বুকের হাড়, হৃদয়ের রক্ত! ওদের হঠাৎ কেউ ধরতে পারেনি। প্রাণপণে তারা লড়াই করেছিল। শেষে অনেক লোক তাদের ঘিরে ফেলে। তারা গেছে— আমার ডালপালা সব গেছে। শুধু আমি আছি। এর পরেও কেন আমি বাঁচতে চাই, শুনবেন? কেনেথ্—আমার ছোট নাতি যাতে প্রতিশোধ নিতে পারে, তার শিক্ষা তাকে দিতে হবে। শুধু তার জন্যে আমি নিজের জীবন রক্ষা করতে চাই। তাই সার ডন্‌কান্‌কে আমি গোপন কথা বলব, তাতে তিনি আমার জীবন রক্ষা করতে বাধ্য হবেন!"

সহসা তৃতীয় ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সেই কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল, "তোমার উদ্দেশ্য সহজেই সিদ্ধ হ'তে পারে। আমার কাছে সে কথা বল।"

হাইল্যাণ্ডাররা সকলেই কুসংস্কারান্ধ। রেণাল্ড লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "মানুষের চিরশত্রু এখানে উপস্থিত।" তাহার চরণের শৃঙ্খল ঝন্‌ঝন্ করিয়া উঠিল। সে যতদূর সম্ভব পিছাইয়া গিয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল, ডেলগেটিও তাহার মত ভয়ে নানা কথা উচ্চারণ করিতে লাগিল।

এমন সময় পূর্ব্বোক্ত কণ্ঠে উচ্চারিত হইল, "আমি হঠাৎ তোমাদের মধ্যে এসে পড়েছি ব'লে তোমরা ভয় পেয়েছ; কিন্তু আমি সত্য বলছি, আমি তোমাদের মতই রক্তমাংসে গড়া মানুষ। আমার আগমনে তোমাদের বরং সুবিধাই হবে, যদি তোমরা সে কথা শোন।"

বলিতে বলিতে একটি আঁধারে লণ্ঠনের ঢাকা সে খুলিয়া ফেলিল। স্বল্পালোকে ডেলগেটি লোকটার অবয়ব দেখিতে পাইল। সে দীর্ঘাকার এবং মার্কুইসের ভৃত্যদিগের অনুরূপ পরিচ্ছদে আবৃতাঙ্গ। ডেলগেটি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিল, এই আগন্তুকের চরণ উপকথায় বর্ণিত শয়তানের চরণের অনুরূপ নহে। তখন সে প্রশ্ন করিল, আগন্তুক কেমন করিয়া এখানে আসিল?

সে বলিল, "দরজা খুলে তুমি আসনি, তা হ'লে ক্যাঁচকোঁচ শব্দ শুনতে পেতাম। যদি চাবির ছিদ্র-পথে এসে থাক, তাও সম্ভব নয়। কারণ, তা হ'তে পারে না! যাই হোক, তোমাকে জ্যান্ত মানুষের মধ্যে ধরা যায় না।"

আগন্তুক বলিল, "কি ক'রে আমি এসেছি, তা বলব না। অন্ততঃ তোমাদের গোপন কথা না জানা পর্য্যন্ত তা বলব না। সব কথা শুনে, হয় ত আমি তোমাদের মুক্তি দিতে পারি—যে পথে আমি এসেছি, সেই পথ দিয়ে তোমাদের ছেড়ে দিতে পারি।"

ক্যাপ্টেন ডেলগেটি বলিল, "চাবির ছিদ্রপথে ত আর নয়? যাক্, আমার নিজের কোন গোপন কথা নেই। তোমার কি জানা দরকার, তাই আগে ত বল, তা হ'লে বুঝতে পারব, তুমি কি জানতে চাচ্ছ।"

আগন্তুক বলিল, "তোমার সঙ্গে আমার প্রথম কাজ নয়।"

রেণাল্ড তখন প্রাচীর ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার মনের সন্দেহ তখনও যায় নাই। লোকটা জীবন্ত না প্রেতলোকের অধিবাসী, সে সম্বন্ধে সে তখনও সিদ্ধান্ত করিতে পারে নাই।

স্নিগ্ধকণ্ঠে আগন্তুক আবার বলিল, "বন্ধুগণ, তোমাদের জন্য কিছু জিনিষ এনেছি। কাল যদি মরতেই হয়, তা ব'লে ত আজ বেঁচে থাকতে দোষ নেই।"

ক্যাপ্টেন ডেলগেটি সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিল, "মোটেই না।"

সে দেখিল, আগন্তুক একটা পুলিন্দা খুলিতে লাগিল; রেণাল্ড কিন্তু সে দিকে দৃষ্টিপাতও করিল

হইতে খাবার তুলিয়া লইয়া চর্ব্বণ করিতে করিতে ডেলগেটি বলিল, "তোমার নাম কি, বন্ধু?"

পরিচারক বলিল, "আমার নাম মরডক্ ক্যাম্বেল। মার্কুইসের আমি এক জন খাস খানসামা।"

বোতল হইতে সুরা ঢালিয়া ডেলগেটি বলিল, "তোমার নামে স্বাস্থ্য পান করছি, ভাই। ভারী চমৎকার মদ। তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধি দেখে মনে হয়, তোমার আরো বড় পদ পাওয়া উচিত ছিল। আমাদের জন্য—বন্দীদের জন্য খালি রুটী ও জলের বরাদ্দ। এতে তোমার মনিবের সুনাম হবে না। যাক্, তুমি আমার বন্ধুর সঙ্গে কথা বলবার জন্য ভারী ইচ্ছুক দেখ্‌ছি। বেশ, আরম্ভ ক'রে দেও। আমি খাবারের সদ্ব্যবহারে এত ব্যস্ত থাক্‌ব যে, তোমাদের কোন কথা আমার কাণে যাবে না।"

কিন্তু তথাপি ডেলগেটি উৎকর্ণ হইয়া রহিল। একটি কথাও যাহাতে বাদ না পড়ে, এমন ভাবে কাণ খাড়া করিয়া সে শুনিতে লাগিল।

আগন্তুক প্রশ্ন করিল, "অন্ধকারের পুত্র, তুমি জান ত, এখান থেকে জীবিত তোমার উদ্ধারের কোন উপায় নেই? শুধু ফাঁসী হবার সময় এখান থেকে বেরোতে পাবে।"

দস্যুদলপতি বলিল, "আমার ছেলেরা, আমার যারা প্রিয়তম, তারা ত আগেই সে পথে চ'লে গেছে।"

আগন্তুক বলিল, "তাদের পথে যাতে যেতে না হয়, তার জন্য তুমি কি কিছুই করতে চাও না?"

বন্দী উত্তর দিবার পূর্ব্বে একবার দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিল।

অবশেষে সে বলিল, "নিজের জন্য নয়, তবে আর কিছুর জন্য আমি অনেক কিছু করতে ইচ্ছে করি।"

মরডক্ জিজ্ঞাসা করিল, "এই সময়টার তিক্ততা দূর করবার জন্য তুমি কি করতে চাও? কেন যে তুমি প্রাণ বাঁচাতে চেষ্টা করবে না, আমি বুঝতে পারছি না।"

"মানুষের যা কর্ত্তব্য, আমি তাই করব।"

"তুমি কি নিজেকে মানুষ মনে কর? নেকড়ে বাঘের মত আচরণ করেও কি নিজেকে তুমি কাপুরুষ বল্‌তে চাও?"

দস্যু বলিল, "নিশ্চয়। আমার পূর্ব্বপুরুষরা মানুষ ছিল, আমিও তাই। আমরা নিরীহভাবেই কাল কাটাতাম। আমাদের সেই শান্তি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। আর এখন তোমরা আমাদের বলছ নেকড়ে বাঘ। আমাদের কুটীর পুড়িয়ে দেছ, আবার তা ফিরিয়ে দেও দেখি; আমাদের যে সব সন্তানকে তোমরা খুন করেছ, তাদের বাঁচিয়ে দেও দেখি; যে সব নারী বিধবা হয়ে অশ্রুপাত করছে, তাদের স্বামী প্রভৃতিকে ফিরিয়ে দেও, দেখ্‌বে, আমরা তোমাদের ক্রীতদাস হয়ে থাকব। যে পর্য্যন্ত তা না হবে, আমাদের দু'দলের মধ্যে রক্তস্রোত বয়ে যাবে, পরস্পরের উপর অত্যাচার হবে। ব্যবধানের যবনিকা—উভয় দলকে বিচ্ছিন্ন ক'রে ঝুলতে থাকবে।"

মরডক্ ক্যাম্বেল বলিল, "তোমার স্বাধীনতার জন্য তা হ'লে তুমি কিছুই করতে চাও না?"

রেণাল্ড বলিল, "সব কিছু করতে পারি, কিন্তু তোমাদের বন্ধু ব'লে আমাকে আগে স্বীকার ক'রে নেও।"

মরডক্ বিদ্রূপভরে বলিল, "আমরা খুনে ডাকাতের বন্ধুত্বকে ঘৃণা করি। না, তাদের বন্ধুত্ব আমরা নিতে চাইনে। তোমার মুক্তির বিনিময়ে শুধু এই কথাটা জানতে চাই—সার ডন্‌কানের উত্তরাধিকারিণী—তাঁর কন্যাকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে?"

রেণাল্ড বলিল, "তোমার মনিবের কোন হতভাগা আত্মীয়ের সঙ্গে সেই মেয়ের বিয়ে দেবে, এই তোমাদের মতলব? এর আগেও এমন ব্যাপার হয়ে গেছে। সে লজ্জাজনক কাহিনী স্মরণ ক'রে গ্লেনেকি উপত্যকাভূমি এখনও শিউরে উঠে। একটা অবহায়া শিশুকে তার আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। রাজার কাছে সেই শিশু-মেয়েটিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। মেয়েটির সঙ্গী যারা ছিল, সবাইকে হত্যা ক'রে তাকে এই দুর্গে আনা হয়েছিল। তার পর সেই মেয়েটিকে ম্যাককলম্ মুরের ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কেন না, তার সমস্ত সম্পত্তি পাবে ব'লে।"

মরডক্ বলিল, "সে গল্প যদি সত্য হয়, তা হ'লে স্কটল্যাণ্ডের রাজা সেই মেয়েটিকে যা দিতেন, তার চেয়ে ভাল জিনিষ কি সে পায় নি? কিন্তু সে কথা আমি বলছি না। তেমন উদ্দেশ্য আমার নয়। সার ডন্‌কানের মেয়ে আমাদের বংশেরই সন্তান। সুতরাং ম্যাক্‌কলম্ মুরের চাইতে কার আগ্রহ বেশী হবে, তার ভাগ্যে কি ঘটেছে তা জানবার জন্য? মার্কুইস এ বংশের প্রধান ব্যক্তি।"

দস্যুদলপতি বলিল, "তা হ'লে তুমি তার তরফ থেকেই এটা জানতে চাচ্ছ?"

ভৃত্য ঘাড় নাড়িয়া তাহা স্বীকার করিল।

"সে কুমারীর উপর কোন রকম অত্যাচার হবে না ত? আমার দ্বারা তার যথেষ্ট অনিষ্ট আগেই হয়ে গেছে।"

মরডক বলিল, "আমি খৃষ্টান, আমি বলছি, তা হবে না।"

দস্যুদলপতি বলিল, "সে সংবাদ জানালে আমার প্রাণরক্ষা হবে বলছ ?"

"এই রকমই কথা।"

"তা হ'লে বলি, শোন। তার বাপের দুর্গ থেকে তাকে হরণ ক'রে নিয়ে গিয়ে, তার উপর কেমন মায়া প'ড়ে যায়। তাকে আমার মেয়ের মত ক'রে লালন-পালন করি। তার পর আমাদের প্রধান শত্রু আলান ম্যাক অউলে ব্যালেন্‌ডুগিল গিরি-সঙ্কটে আমাদের আক্রমণ করে। সেই যুদ্ধে তারা মেয়েটিকে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়।"

মরডক্ বলিল, "সেই খুনে আলানের হাতে মেয়েটি পড়ে ? সে মেয়েটি তোমাদের সম্প্রদায়ের মেয়ে বলেই পরিচিত হয়েছে ? তা হ'লে দেখ্‌ছি, তোমাদের রক্তের ধারা অস্ত্রকে রঞ্জিত করেছে, আর তোমার নিজের জীবন রক্ষার জন্য তুমি চেষ্টাও কর নি দেখ্‌ছি।"

দস্যু-সর্দার বলিল, "তার জীবনের উপর আমার জীবন যদি নির্ভর করে, হ'লে এ কথা বল্‌ব, সে এখনো বেঁচে আছে। কিন্তু কোথায় আছে, তা আমি বল্‌ব না। আগে প্রতিশ্রুতি পাই, তবে বল্‌ব।"

মরডক ক্যাম্বেল বলিল, "সে অঙ্গীকার তোমাকে করা যাবে। আগে আমাকে প্রমাণ দেও, সে বেঁচে আছে এবং কোথায় আছে।"

রেণাল্ড বলিল, "দারনলিনভারাচে দুর্গে সে আছে। সে এখন এনট লাইলী ব'লে পরিচিত। আমার আত্মীয়ের কাছে তার কথা প্রায়ই শুনতে পাই। আমি তাকে কিছুদিন আগে নিজের চোখে দেখে এসেছি।"

সবিস্ময়ে মরডক্ বলিল, "তুমি ! তুমি অন্ধকার রাজ্যের সর্দার হয়ে শত্রুপুরীতে নিজে গিয়েছিলে ?"

দস্যুপতি বলিল, "শুধু তাই নয়, আমি দুর্গের হলঘরে পর্য্যন্ত প্রবেশ করেছিলাম। বীণাবাদকের ছদ্মবেশে ছদ্মপরিচয়ে সেখানে গিয়েছিলাম। আমার ইচ্ছে ছিল, নিজের হাতে আলানের বুকে ছুরী মারব। তার নামে আমাদের সম্প্রদায় ভয়ে কাঁপে, তাই তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেব বলে গিয়েছিলাম। আমি যখন ছোরা তুলেছি, সেই সময় এনট্ লাইলীকে দেখি। সে তখন আমাদের সম্প্রদায়ের প্রিয় একটা গান বীণার সঙ্গে গাইছিল। সে যখন আমাদের কাছে ছিল, তখন বনের মধ্যে, ঝরণার ধারে বসে ঐ গান করত—তাতে সমস্ত বন ও ঝরণার জল যেন উদ্বেলিত হয়ে উঠত। সে গান শুনে আমার হাত আর উঠল না। তখন আমার চোখের দৃষ্টির উৎস যেন বদলে গেল—সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশোধ নেবার শুভ অবসর চ'লে গেল। এখন বল তুমি, আমার মাথার দাম আমি চুকিয়ে দিয়েছি কি না ?"

মরডক্ বলিল, "তা বটে, কিন্তু প্রমাণ কই ?"

দস্যু বলিল, "স্বর্গ মর্ত্ত্য আমার সাক্ষী থাক ! লোকটা কেমন নিজের কথা ফিরিয়ে নিচ্ছে।"

মরডক বলিল, "তা নয়, তা নয় ! তুমি সত্য কথা বলেছ, এ প্রমাণ পাবামাত্র, আমার অঙ্গীকার মত কাজ করব। এখন তোমার সঙ্গী বন্ধুর সঙ্গে আমার গোটা কয়েক কথা আছে।"

এ-দিকে ডেলগেটি নিবিষ্টমনে সকল কথা শুনিয়া মনে মনে কর্ত্তব্য চিন্তা করিতেছিল। সে ভাবিল, "এই লোকটা, এই ধূর্ত্ত শয়তান, আমার কাছে কি শুনতে চায় ? আমার কোন ছেলে মেয়ে আছে ব'লে ত আমি জানি না। অন্য কারুর ছেলে-মেয়ের কথাও জানিনে যে, তাই নিয়ে একটা গল্প বানাতে হবে। যাক, আসুক না লোকটা, তার পর ওকে এক হাত খেলাব পরিচয় দিয়ে দেব।"

সে নির্ভীকভাবে মরডকের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

মরডক বলিল, "তুমি জগতের এক জন নাগরিক, কেমন ? স্কটল্যাণ্ডে একটা প্রবাদ আছে—তুমি আমায় দেখবে, আমিও তোমায় দেখব। এ-কথাটা সভ্য জাতিতে সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই আছে"

"হাঁ, কথাটা আমি জানি। এক তুর্কীরা ছাড়া আর সব জাতের লোকই তা ক'রে থাকে। আমি অনেক জাতির কাছে কাজ করেছি।"

মরডক্ বলিল, "তা হ'লে তুমি আমার কথাটা চট্ ক'রে বুঝতে পারবে। তুমি যে ভদ্রলোকদের কাছ থেকে এসেছ, তাদের সম্বন্ধে গোটা কতক সামান্য কথা জিজ্ঞাসা করব। ঠিক ঠিক উত্তর দিলেই তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। এখন বল ত, তাদের লোকবল কি রকম, যুদ্ধের আয়োজনই বা কিরূপ ? অর্থাৎ তারা কি ভাবে আক্রমণ করতে চায়, সব আমায় জানাও।"

ডেলগেটি বলিল, "শুধু তোমার কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্যই ত বলছ ?"

মরডক বলিল, "আমার মত গরীব লোকের যুদ্ধ-আয়োজন সম্বন্ধে কথা জেনে কি লাভ হবে ? শুধু কৌতূহল মাত্র !"

"তা হ'লে প্রশ্ন ক'রে যাও। আমি জবাব দিচ্ছি।"

"জেমস্ গ্রাহামকে সাহায্য করবার জন্য কত আইরিশ-সেনা আস্‌ছে ?"

ডেলগেটি বলিল, "বোধ হয়, হাজার দশেক।"

সক্রোধে মরডক্ বলিল, "দশ হাজার! আমরাও জানি দু হাজারও হবে না আউলামরচানে নেমেছে।"

শান্তভাবে ডেলগেটি বলিল, "তা হ'লে তুমি আমার চেয়ে বেশী খবর রাখ দেখ্‌ছি। আমি তাদের এখনো দলবদ্ধ হতে দেখিনি, অস্ত্র নিতেও দেখিনি।"

মরডক্ জিজ্ঞাসা করিল, "আর অন্য অন্য সর্দ্দারদের কত লোক জমায়েৎ হবার কথা আছে ?"

ক্যাপ্টেন বলিল, "যতদূর পারে।"

মরডক্ বলিল, "তুমি দেখ্‌ছি মতলব ক'রে উত্তর দিচ্ছ। সোজা কথায় বল, পাঁচহাজার লোক হবে ?"

ডেলগেটি বলিল, "ঐ রকম হতে পারে।"

লোকটা বলিল, "দেখ, জীবন নিয়ে তুমি খেলা করছ। আমার সঙ্গে যদি বাজে কথা বল, তা হ'লে আমার বাঁশী শুনবামাত্র লোক এসে পড়বে। আর দশ মিনিটের মধ্যে তোমাকে ফাঁসীকাঠে লটকিয়ে দেওয়া হবে।"

ডেলগেটি বলিল, "মিঃ মরডক্, আমি স্পষ্ট-ভাষাতেই বল্‌ছি—আমি যে দলে আছি, তাদের সেনাবলের গোপন-সংবাদ তোমাকে দেওয়া কি সঙ্গত হবে বলে মনে কর? আমি তাদের হয়ে যুদ্ধ করব ব'লে অঙ্গীকার করেছি। মনট্রোজকে কি ক'রে পরাজিত করা যাবে, সেকথা যদি ব'লে দেই, আমার মাইনে কে দেবে, বা লুঠপাঠ করে যা পাব, তা কে দেবে ?"

ক্যাম্বেল বলিল, "আমি তোমাকে ব'লে রাখ্‌ছি, তোমাদের দলের অভিযান, প্রথম দফাতেই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি আমার কথার ঠিকঠাক উত্তর দেও, আমি তোমাকে আমার—ম্যাক কলম মুরের সেনাদলে নেওয়া হবে।"

ক্যাপ্টেন ডেলগেটি বলিল, "তাতে ভাল মাইনে পাওয়া যাবে ত ?"

"তাঁর নির্দ্দেশমত যদি কাজ কর, মনট্রোজের কাছে সেই উপদেশ নিয়ে যদি ফিরে যাও, তোমার বেতন দ্বিগুণ হবে।"

চিন্তা করিবার ভাণ করিয়া ডেলগেটি বলিল, "ওদের কাজের ভার 'নেওয়ার আগে তোমার সঙ্গে দেখা হ'লেই ভাল ছিল দেখ্‌ছি।"

ক্যাম্বেল বলিল, "যাক্, এখন তোমাকে বিশেষ সুবিধাজনক সর্ত্ত দিচ্ছি, যদি তুমি বিশ্বস্তভাবে কাজ কর।"

ক্যাপ্টেন বলিল, "তোমার বিশ্বাসভাজন হ'তে গেলে, মনট্রোজের কাছে অবিশ্বাসী হ'তে হবে।"

মরডক্ বলিল, "ধর্ম্মের দিকে এবং শৃঙ্খলার তরফে বিশ্বাসভাজন হওয়া চাই। সে জন্য তুমি যতরকম প্রতারণাই কর না কেন, সব পবিত্র হয়ে যাবে।"

ডেলগেটি বলিল, "মার্কুইস আর্গাইলের কাজে আমি যদি ভর্ত্তি হই, তিনি ভাল লোক বটেন ত ?"

"এমন দয়াবান্ লোক আর নেই।"

ক্যাপ্টেন বলিল, "বেশ মুক্তহস্ত ?"

মরডক্ বলিল, "সারা স্কটল্যাণ্ডে এখন মুক্তহস্ত লোক আর নেই।"

ডেলগেটি বলিল, "কথা মত কাজ নিশ্চয় করেন ?"

মরডক্ বলিল, "এমন ভদ্রলোক আর নেই।"

ডেলগেটি বলিল, "তাঁর যে এত গুণ, আগে ত তা শুনিনি।" তার পর অকস্মাৎ মরডকের উপর আপতিত হইয়া সে বলিল, "তুমি মার্কুইসকে খুব ভাল জান দেখ্‌ছি, অথবা তুমি নিজেই মার্কুইস্।—লর্ড আর্গাইল! রাজা চার্লসের নামে আমি তোমাকে দেশদ্রোহী ব'লে গ্রেপ্তার করলাম। যদি তুমি কাকেও ডাক্‌বার চেষ্টা কর, আমি তোমার ঘাড় মুচড়ে ভেঙ্গে দেব।"

ডেলগেটি এমন অকস্মাৎ, এমন তৎপরতার সহিত আর্গাইলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল যে, লোকটা সে বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া অন্ধকার কারাকক্ষের ভূমিতলে পড়িয়া গেল। বামহস্তের সাহায্যে তাঁহাকে সবলে চাপিয়া ধরিয়া দক্ষিণ হস্তের সাহায্যে সে মার্কুইসের কণ্ঠদেশ পীড়ন করিতে লাগিল। একটা চীৎকার করিলেই সে তাঁহাকে শ্বাসরোধ করিয়া মারিয়া ফেলিবে, এমনই ভাব প্রকাশ করিল।

ডেলগেটি বলিল, "লর্ড আর্গাইল, এখন সন্ধির সর্ত্ত আমি দেব। তুমি কোন্ গুপ্ত পথে এই গুহায় এসেছ, তা যদি ব'লে দেও, তুমি মুক্তি পাবে। তবে যতক্ষণ কারারক্ষক না আসে, তোমাকে আমার জায়গা অধিকার ক'রে থাকতে হবে। তা যদি না কর, আমি তোমায় শ্বাস বন্ধ ক'রে মেরে ফেল্‌ব। এ বিদ্যেটা আমি তুর্কীদের অন্তঃপুররক্ষক খোজার কাছে শিখেছিলুম্। তার পর যে কোন উপায়ে এখান থেকে পালাব।"

আর্গাইল মৃদু স্বরে বলিলেন, "বদমাস্! আমি তোমার প্রতি দয়া দেখিয়েছি আর তুমি আমায় হত্যা করতে চাও?"

ডেলগেটি উত্তর করিল, "তুমি দয়া দেখিয়েছ ব'লে তোমায় হত্যা করব না? তবে যারা সৈনিক পুরুষ, সন্ধি-সর্ত্ত নিয়ে তোমার আবাসে এসে, নিরাপদে ফিরে যাবার বদলে এই রকম ভাবে অন্ধকার গুহায় বন্দী হয়, সে জন্য তোমায় শিক্ষা দিতে চাই। তার পর তুমি অপর পক্ষের সৈনিক পুরুষকে ঘুষ দিয়ে নিজের দলে আনবার জঘন্য প্রস্তাব কর, তার জন্যও তোমাকে শাস্তি দেওয়া দরকার।"

আর্গাইল বলিলেন, "আমার প্রাণরক্ষা কর, তুমি যা বল্‌বে, তাই করব।"

ডেলগেটি মাঝে মাঝে মার্কুইসের গলা চাপিয়া ধরিতেছিল এবং উত্তর শুনিবার জন্য ঈষৎ চাপ সরাইয়া লইতেছিল।

সে জিজ্ঞাসা করিল, "গুপ্ত দরজাটা কোন্ দিকে?"

"তোমার ডান দিকের কোণে লণ্ঠন উঁচু ক'রে ধর, তা হ'লে দরজা দেখ্‌তে পাবে।"

"বেশ, এ পর্য্যন্ত ঠিক উত্তর দিয়েছ। এখন বল, এ পথে গেলে কোথায় যাওয়া যায়?"

ভূতলশায়ী লর্ড বলিলেন, "আমার নিজের গোপন ঘরের পর্দ্দার পেছনে গিয়ে পড়বে।"

"সেখান থেকে ফটকে যাবার উপায় কি?"

"বড় হলঘরের মধ্য দিয়ে পাশের ঘরে পৌঁছোবে। তার পাশেই রক্ষীদের ঘর, তার পর—"

"সেখানে ত লোকজন গিস্‌গিস্ করছে। ওতে আমার হবে না। ফটকের কাছে যাবার কোন গুপ্ত পথ আর নেই? জার্ম্মাণীতে এ রকম পথ আমি দেখেছি।"

মার্কুইস্ বলিলেন, "মন্দিরের ভেতর দিয়ে একটা পথ আছে। আমার ঘর দিয়ে সেখানে যাওয়া যায়।"

"গেট পার হ'তে গেলে সাঙ্কেতিক শব্দ কি বল্‌তে হয়?"

মার্কুইস্ বলিলেন, "লেভির তরবারি। কিন্তু তুমি যদি আমার শপথ বিশ্বাস কর, আমি নিজে তোমাকে সঙ্গে ক'রে রক্ষকদের এড়িয়ে সেখানে পৌঁছে দেব। সঙ্গে সঙ্গে একখানা ছাড়পত্র দিয়ে দেব।"

"আমি যদি তোমার গলা চেপে না ধরতাম, তা হ'লে হয় ত তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারতাম। যাক্, তুমি আমায় একখানা ছাড়পত্র লিখে দেও! তোমার খাস কামরায় লিখবার জিনিষপত্র আছে ত?"

"নিশ্চয় আছে। অনেক ছাড়পত্র পাবে, তাতে স্বাক্ষর দিলেই হ'ল। চল, আমি সেখানে গিয়ে তোমায় লিখে দিচ্ছি।"

ডেলগেটি বলিল, "সেটা ত আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্যের কথা। অত সৌভাগ্য আমার সইবে না। হুজুর এখানেই আমার বন্ধু রেণাল্ডের হেপাজতে এখন থাকুন। আমি আপনাকে ওর হাতের কাছে নিয়ে যাচ্ছি। বন্ধু রেণাল্ড, ব্যাপারটা সব এখন বুঝতে পারছ ত! আমি তোমাকে মুক্তি দেব, সে পথ খুঁজে দেখ্‌ছি। আপাততঃ তুমি আমার মত হুজুরের গলা টিপে ধ'রে থাক। উনি যদি বলপ্রকাশের চেষ্টা করেন, অমনি বেশ ক'রে গলা চেপে ধরবে, যেন অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তোমার ও আমার সম্বন্ধে উনি যে ব্যবহার করেছেন, তাতে এর চেয়েও কঠোর ব্যবহার ওঁর সঙ্গে করা যেতে পারে।"

রেণাল্ড বলিল, "উনি যদি কথা কইবার চেষ্টা করেন বা বলপ্রকাশ করতে চান, আমি ওঁর টুঁটি চেপে ধ'রে প্রাণ বের ক'রে দেব।"

"ঠিক, বন্ধু, ঠিক। বেশ তেজের কথা বলেছ। এক কথায় যে বন্ধু সব বুঝে নেয়, তার দাম কোটি টাকা!"

বন্ধুর হাতে মার্কুইসের ভার দিয়া ডেলগেটি স্প্রিং চাপিয়া ধরিল। অমনই গুপ্তদ্বার খুলিয়া গেল—কোন শব্দ হইল না। সর্ব্বদা তৈলসিক্ত থাকায় সামান্য কঁ্যাচ-কোঁচ শব্দ পর্য্যন্ত শোনা গেল না। দরজার অপর দিক লোহার মজবুত দণ্ড দ্বারা আবদ্ধ থাকে। পার্শ্বে দুইটি চাবি ঝুলিতেছিল। শৃঙ্খল মুক্ত করিবার জন্য ঐ চাবি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা ক্যাপ্টেন বুঝিল। দুর্গের সুদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়া গোলাকার সোপানশ্রেণী আবর্ত্তিত হইয়া উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে। সেই পথে ক্যাপ্টেন উঠিতে লাগিল। মার্কুইস যেমন বলিয়াছিলেন, ঠিক তাঁহার খাসকামরার পর্দ্দার পাশে গিয়া সোপানশ্রেণী শেষ হইয়াছে। প্রাচীন যুগের দুর্গপতিদিগের দুর্গে এই প্রকারে গুপ্ত পথ সে যুগে সকলেই রাখিত। ঐ উপায়ে দুর্গাধিপেরা বন্দীর কথোপকথন গোপনে শুনিতে পাইতেন, ছদ্মবেশে তাহাদের কাছে উপস্থিত হইতে পারিতেন।

ডেলগেটি সতর্কভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিল, খাসকামরায় কোন লোকজন আছে কি না। সে দিকে জনমানব নাই দেখিয়া ডেলগেটি তাড়াতাড়ি একখানা স্বাক্ষরহীন ছাড়পত্র টানিয়া লইল। টেবলের উপর

অনেকগুলি ছাড়পত্রের ফরম পড়িয়াছিল। কালী-কলম এবং মার্কুইসের তীক্ষ্ণধার ছোরা ও রেশমী রজ্জু সংগ্রহ করিয়া ডেলগেটি সোপানপথে আবার নামিয়া আসিল। গুপ্ত দ্বারের কাছে আসিয়া সে কাণ পাতিয়া শুনিল, মার্কুইস অস্ফুট গুঞ্জনে রেণাল্ডকে অনেক প্রলোভন দেখাইতেছিলেন। দস্যু-দলপতি বলিতেছিল, "একপাল হরিণসমেত বন বা হাজার হাজার ছাগ-মেষ দিলেও তোমায় ছাড়ছি না। আমি ঐ বীরপুরুষের কাছে শপথ ক'রে যে ভার নিয়েছি, তার নড়চড় হবে না।"

গুহার মধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে ডেলগেটি বলিল, "রেণাল্ড, আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। লর্ডকেও সেই কৃতজ্ঞতাপাশে বাঁধব। তবে তার আগে উনি এই ছাড়পত্রে সই ক'রে দিন। লিখুন হুজুর, মেজর ডুগাল্ড ডেলগেটিও তার পথ দেখাবার সঙ্গী। এ যদি না লেখেন, তবে পরপারে যাবার ছাড়-পত্র এখুনি পাবেন।"

কথামত মার্কুইস সবই লিখিলেন। ডেলগেটি লণ্ঠন উঁচু করিয়া ধরিল।

"রেণাল্ড, এবার তোমার গায়ের উপরের জামা খুলে হুজুরের গায় পরিয়ে দেও। দেখতে যেন আপাততঃ উনি ডাকাত সর্দ্দার হলেন। বেশ, এবার ঠিক হয়েছে। এবার হাত দুটো নামিয়ে ফেলুন, হুজুর। নইলে হুজুরের এই ছোরা হুজুরের বুকের মধ্যে ঢুকে যাবে। যাক্, এবার হুজুরকে রেশমী দড়িতে বাঁধব। আপনার মত বড়লোকের পক্ষে সাধারণ দড়ি ঠিক হবে না।—যাক্, অন্য লোক এখানে না আসা পর্য্যন্ত, হুজুর বেশ আটকানই থাকবেন। আহারের জন্য যে রকম ব্যবস্থা উনি করেছেন, তার জন্য একটু দেরীতেই ওঁকে আজ খাবার খেতে হবে। রেণাল্ড, কারারক্ষী সাধারণতঃ কখন এখানে এসে থাকে?"

রেণাল্ড বলিল, "সন্ধ্যার আগে কোন দিন আসে না।"

"তা হ'লে বন্ধু, পাকা তিন ঘণ্টা সময় পাওয়া যাবে। যাক, এখন তোমার বন্ধন মোচন করি এস।"

গুপ্তদ্বারের পার্শ্বে যে চাবি ঝুলিতেছিল, তাহার একটির দ্বারা রেণাল্ডের শৃঙ্খল উন্মোচিত হইল। মার্কুইস্ কোনও বন্দীকে মুক্তি দিতে চাহিলে, স্বহস্তেই কাহাকেও না জানাইয়া তিনি সে কাজ করিতেন। এ জন্য ঐ ভাবেই চাবি রাখা হইত।

মুক্তি পাইয়া দস্যুদলপতি একবার হাত-পা ছড়াইয়া লইল। তার-পর উভয়ে গুহা পরিত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইল।

ডেলগেটি বলিল, "হুজুরের চাকরের ঐ পোষাকটা প'রে নেও, রেণাল্ড। তার পর আমার পেছনে এস।"

দস্যু কথামত কার্য্য করিল। তার পর সোপান-পথে উভয়ে মার্কুইসের খাসকামরায় উপস্থিত হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

This was the entry, then, these stairs—
but whither after?
Yet he that's sure perish on the land
May quit the nicety of card and compass,
And trust the open sea without a pilot.

Tragedy of Brennovalt.

ক্যাপ্টেন বলিল, "রেণাল্ড, মন্দিরে যাবার পথের দিকে নজর রাখ, আমি তাড়াতাড়ি এদিকের কাজ সেরে নেই।"

বলিতে বলিতে ডেলগেটি, এক হাতে আর্গাইলের বিশেষ গোপনীয় কাগজ-পত্রের তাড়া হস্তগত করিল। অপর হস্তে একতোড়া স্বর্ণমুদ্রা টানিয়া লইল। একটা মূল্যবান আধারের মধ্যে ঐ সব দ্রব্য ছিল। চাবি খোলা ছিল বলিয়া ডেলগেটিকে উহা সংগ্রহ করিতে বেগ পাইতে হইল না। একখানি তরবারি ও ভাল পিস্তলও টোটা সমেত সংগ্রহ করিল। প্রাচীরগাত্রে উহা ঝুলিতেছিল। সে আপন মনে বলিল, "নিজের জন্য এবং আমাদের সেনাপতির জন্য এসব জিনিষ নিতে দোষ নেই। তরবারিখানা এনড্রেরার প্যাটার্ণের, পিস্তলটাও আমার চাইতে ভাল। আমি আমারগুলো রেখে গেলাম। এ পরিবর্ত্তনে দোষ হতে পারে না। ওহে, রেণাল্ড, ধীরে—ধীরে! অত তাড়াতাড়ি করো না। কোথায় যাচ্ছ তুমি?"

রেণাল্ডকে তখনই বাধা না দিলে বিপত্তি ঘটিত। সে গোপন পথ খুঁজিয়া না পাইয়া অধীর হইয়া পড়িয়াছিল। বিলম্বে বিপদ ঘটিতে পারে মনে করিয়া সে একখানা তরবারি ও ঢাল লইয়া বড় হলঘরের দিকে চাহিল। যুদ্ধ করিয়া সে পলায়ন করিবে, ইহাই বোধ হয় তাহার সংকল্প ছিল।

তাহাকে ধরিয়া রাখিয়া ডেলগেটি তাহার কাণে কাণে বলিল, "যদি বাঁচতে চাও ত থাম। খুব

সাবধানে চল্‌তে হবে। এখন দরজাটা বন্ধ ক'রে দেই। সকলে ভাববে, মার্কুইস এখন লোকজনের সঙ্গে দেখা করতে চান না। যাক্, এখন গুপ্তপথের সন্ধান করা যাক্, এস।"

চারিদিকে খুঁজিতে খুঁজিতে পর্দার অন্তরালে সে একটা গুপ্ত দ্বার দেখিতে পাইল। একটি ঘোরাল সোপানশ্রেণী দেখিয়া সে বুঝিল, এই পথে মন্দিরে যাওয়া যায়। সেই পথে অগ্রসর হইয়া আর একটি দরজার কাছে আসিতেই সে শুনিতে পাইল, পুরোহিত বক্তৃতা করিতেছেন। শুনিয়া তাহার মন অপ্রসন্ন হইল।

সে বলিল, "বদমাসটা বলেছে, এটা গোপন পথ। ইচ্ছে হচ্ছে, ফিরে গিয়ে বদমাসটার গলা কেটে রেখে আসি।"

ডেলগেটি তার পর নিঃশব্দে দরজা খুলিল। সে দেখিল, একটা গ্যালারী পর্দায় ঢাকা। মার্কুইস সেখানে আসিয়া ধর্ম্মবক্তৃতা শ্রবণ করেন। পর্দা ফেলা থাকায়, তিনি সেখানে আছেন, ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছিল। সেখানকার আসন শূন্য—কেহ তথায় ছিল না। সে যুগে এমন দস্তুর ছিল যে, মার্কুইসের পরিবারবর্গ অন্য গ্যালারীতে বসিত; মার্কুইসের সঙ্গে কেহ বসিতে পাইত না। ক্যাপ্টেন ডেলগেটি দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া মার্কুইসের গ্যালারীতে উপস্থিত হইল।

অত্যন্ত অধীরভাবে ডেলগেটি ধর্ম্মযাজকের প্রার্থনা শুনিতে লাগিল। খানিক পরে বক্তার কথা ফুরাইল। যবনিকা-দ্বারা আচ্ছন্ন আসনের উদ্দেশে ধর্ম্মযাজক ভক্তিভরে নতি জানাইলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন, মার্কুইস স্বয়ং তাঁহার উপাসনা শুনিতেছেন।

সাহসী হইলেও ডেলগেটি ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। এ দিকে সময় চলিয়া যাইতেছে। বিলম্ব করা মোটেই চলে না। কারারক্ষী নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে কারাকক্ষে গেলেই সব প্রকাশ পাইবে, তখন পলায়নের কোনও সুযোগ থাকিবে না। অবশেষে রেণাল্ডকে কি করিতে হইবে, বুঝাইয়া দিয়া ডেলগেটি বেশ স্থির গম্ভীরভাবে গ্যালারীর সোপান-পথে মন্দির-চত্বরে নামিয়া আসিল। তখন সেখানে শুধু ধর্ম্মযাজক ব্যতীত অপর কেহ ছিল না। বক্তৃতা-শেষে সকলেই চলিয়া গিয়াছিল। অপেক্ষাকৃত অনভিজ্ঞ ব্যক্তি ধর্ম্মযাজকের অজ্ঞাতসারে চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিত। কিন্তু ডেলগেটি বিচক্ষণ ব্যক্তি; সে বুঝিল, এরূপ ব্যাপারে বিপদের আশঙ্কা আছে।

ধর্ম্মযাজক পরিক্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। ডেলগেটি গম্ভীরভাবে তাঁহার কাছে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিবে বলিয়া সংকল্প করিল কিন্তু নিকটে গিয়া সে সবিস্ময়ে দেখিল, এই ধর্ম্মযাজককেই সে পূর্ব্বে স্যার ডন্‌কানের বাড়ীতে দেখিয়াছিল—উভয়ে একসঙ্গে আহার করিয়াছিল। সে আত্মসংবরণ করিয়া সসম্ভ্রমে বলিল, "ধর্ম্মাত্মা! আপনাকে আমার শ্রদ্ধা-নিবেদন না ক'রে আমি চলে যেতে পারছি না। আপনি যে উপদেশ এইমাত্র দিয়েছেন, এমন উপদেশ-বাণী এর আগে আমি শুনিনি।"

"আমি ত আগে আপনাকে এখানে লক্ষ্য করিনি, মশাই।"

বেশ নম্রভাবে ডেলগেটি বলিল, "মার্কুইস্ দয়া ক'রে তাঁর আসনের পাশে আমাকে স্থান দিয়েছিলেন।"

কথাটা শুনিয়াই ধর্ম্মযাজক সশ্রদ্ধভাবে ডেলগেটিকে অভিবাদন করিলেন। কারণ, মার্কুইস যাহাকে তাহাকে এ সম্মান প্রদর্শন করেন না।

ক্যাপ্টেন বলিল, "আমি দেশবিদেশে ঘুরেছি, কাজেই সৌভাগ্যক্রমে অনেক মহাত্মার বক্তৃতা শুনবার অবকাশ হয়েছে; কিন্তু আপনার মত উপদেশবাণী আর কারও মুখে শুনিনি।"

আত্মপ্রশংসায় সকলেই মুগ্ধ হয়। ধর্ম্মযাজকও হইলেন। তিনি বলিলেন, "সত্য বল্‌তে কি, আপনাকে প্রথমে দেখে মনে হয়েছিল, আপনি শুধু যুদ্ধবিদ্যা নিয়েই আছেন; কিন্তু ধর্ম্মে আপনার মতি দেখে বাস্তবিক আমি আনন্দ লাভ করেছি।"

"ধর্ম্মাত্মা! আমি চিরদিনই ধর্ম্মপিপাসু; অমর গষ্টেভস্-এর কাছে—কিন্তু হয় ত আমি আপনার ধ্যানে ব্যাঘাত জন্মাচ্ছি—"

"না, আপনি যে রাজার নাম করলেন, প্রত্যেক প্রোটেষ্টান্ট তাঁর নাম স্মরণ ক'রে ধন্য হয়।"

ডেলগেটি বলিল, "হ্যাঁ, তিনি প্রত্যহ ঢাক পিটিয়ে সকাল-সন্ধ্যায় উপাসনা করতে বল্‌তেন। কোন সৈনিক কোন ধর্ম্মযাজককে অভিবাদন না ক'রে চলে যেতে পারত না। যদি কেউ তা করত, তা হ'লে তাকে ঘণ্টাখানেক কাঠের ঘোড়ার উপর ব'সে শাস্তিভোগ করতে হ'ত। মশাই, এখন বিদায়, আমাকে মার্কুইসের ছাড়পত্র নিয়ে এখুনি দুর্গ ছেড়ে চলে যেতে হবে।"

ধর্ম্মযাজক বলিলেন, "একটু দাঁড়ান মহাত্মা গষ্টেভসের শিষ্যের প্রতি সম্মান দেখাবার জন্য কোন কাজ আমি করতে পারি কি?"

ক্যাপ্টেন বলিল, "না, আপনাকে ব্যস্ত হ'তে হ'বে না। তবে দয়া ক'রে তোরণে পৌঁছবার সোজা পথটা যদি দেখিয়ে দেন ত ভাল হয়। আর আমার গষ্টেভস্ নামে ঘোড়াটা যদি কোন চাকরকে দিয়ে ফটকের কাছে আনিয়ে দেন ত খুব ভাল হয়। কোথায় ঘোড়ার আস্তাবল আমি জানিনে, আর আমার এই গাইড, ও আমার ভাষা মোটেই বোঝে না। ও ইংরেজি জানে না কি না।"

"আচ্ছা, আমি সে ব্যবস্থা করছি। আপনি এই পথে যান।"

ডেলগেটি আপন মনে বলিল, "যাক্, বাঁচা গেল। ভেবেছিলাম, গষ্টেভস্‌কে ফেলে রেখেই আমাকে পালাতে হয়।"

ধর্ম্মযাজক তৎপরতার সহিত তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেন। তোরণের প্রহরীদিগকে ছাড়পত্র দেখাইয়া, সঙ্কেতকথা উচ্চারণ করিয়া ডেলগেটি রেণাল্ডসহ দুর্গের বাহিরে আসিল। প্রকাশ্য-ভাবে ডেলগেটিকে বন্দী করা হইয়াছিল, এখন সে মার্কুইসের ছাড়পত্র দেখাইয়া চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া, কাহারও মনে সন্দেহ জাগিল না। কারণ, মার্কুইসের এরূপ ব্যবহারের কথা সকলেরই বিদিত ছিল। সকলেই ভাবিল, কোন গুপ্ত উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য মার্কুইস এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। সুতরাং পথে কোথাও ডেলগেটি বাধা পাইল না।

সহরের ভিতর দিয়া ডেলগেটি ধীরে ধীরে অশ্ব-চালনা করিল। রেণাল্ড তাহার পাশে পাশে চলিল। যেখানে ফাঁসীমঞ্চে মৃতদেহগুলি ঝুলিতেছিল, সেখানে আসিয়া দস্যুদলপতি একবার বিষণ্ণ-দৃষ্টিতে চাহিল। সেখানে যে কয়জন নারী ছিল, তাহাদের একজনের কাণে কাণে কি একটা কথা বলিতেই সে চমকিয়া উঠিল। সে তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া তাহাকে বোধ হয় চিনিতে পারিয়াছিল। সেও ইঙ্গিতে দস্যুদল-পতিকে কি যেন বলিল।

সহর হইতে বাহির হইবার সময় ডেলগেটি ভাবিতেছিল, সে কোন নৌকা ভাড়া করিয়া হ্রদ পার হইবে, কিম্বা অরণ্যে প্রবেশ করিয়া আত্ম-গোপন করিবে। কারণ, সে জানিত, আর কিছুকাল পরেই যখন তাহার পলায়নবার্ত্তা প্রকাশ পাইবে, তখন তাহাকে বন্দী করিবার জন্য মার্কুইসের বাহিনী চারিদিকে ধাবিত হইবে। যদি সে নৌকার আশ্রয় লয়, তাহা হইলে মার্কুইসের দ্রুতগামী নৌকা অনতিবিলম্বে তাহার নৌকাকে ধরিয়া ফেলিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যদি সে অরণ্যে আশ্রয় লয়, তবে অজ্ঞাত অরণ্যে সে আত্মরক্ষা করিবেই বা কি প্রকারে? পথ সে চিনে না। এতক্ষণ অপেক্ষাকৃত সহজ ভাবেই সে পলায়ন করিতে পারিয়াছে, কিন্তু ইহার পরের অবস্থাই অত্যন্ত বিঘ্নবহুল। সে জানিত, এবার ধরা পড়িবামাত্র তাহার প্রাণ যাইবে সে কর্ত্তব্য-নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া ভাবিতে ভাবিতে রেণাল্ডের দিকে চাহিল। দস্যুপতি জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কোন্ পথে যাবেন?"

ডেলগেটি বলিল, "আমিও তোমাকে সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছি। আমি কি করব, বুঝতে পারছি না। এর চেয়ে কারাগারে পোড়া রুটী খেয়ে থাকাও ভাল ছিল। স্যার ডনকান এলে যা হয় একটা ব্যবস্থা হ'ত। নিজের মান রাখবার জন্য তিনি মুক্তি দিতেন।"

রেণাল্ড বলিল, "দেখুন, কারাগারের বদ্ধ বায়ুর বদলে এই মুক্ত বায়ু সেবন করবার সুযোগ পেয়েছেন। এ জন্য অনুতাপ করবেন না। তা ছাড়া আমাকে মুক্তি দিয়েছেন ব'লে অনুতাপেরও প্রয়োজন নেই। আমি যা বলি, তাই করুন। আমি পথ দেখিয়ে আপনাকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাব—শুধু আমার উপর নির্ভর করুন।"

"তা কি পারবে, ভাই? পাহাড়ের ভেতর দিয়ে নিরাপদে মনট্রোজের কাছে আমায় নিয়ে যেতে পারবে?"

রেণাল্ড বলিল, "পারব। অন্ধকারের সন্তান যারা, তারা পাহাড়-পর্ব্বত, বন-জঙ্গলের পথ যেমন চেনে, এমন আর কেউ চেনে না। আর্গাইলের সমস্ত কুকুরেরও সাধ্য নেই আমাদের ধরে—এত তাড়া-তাড়ি আমি আপনাকে নিয়ে যাব।"

"সত্য বলছ, ভাই? তবে তাই কর। আমি তোমার হাতে আমাকে স'পে দিলাম।"

তখন দস্যুদলপতি অরণ্য-পথে চলিল। সে এত দ্রুত চলিতে লাগিল যে, অশ্বপৃষ্ঠে ডেলগেটিকেও অতি কষ্টে তাহার অনুসরণ করিতে হইল। সে এখান দিয়া ওখান দিয়া এমন আঁকা-বাঁকা পথে চলিল যে, ডেলগেটি বুঝিল না, কোথায় সে চলিয়াছে। ক্রমশঃ পথ সঙ্কীর্ণতর হইল—ঝোপঝাড় গতিরোধ করিতে লাগিল। অশ্বপৃষ্ঠে সে পথে চলা দুঃসাধ্য। এইরূপে তাহারা একটা ঝরণার কাছে আসিয়া পৌঁছিল। এই পথে অশ্ব লইয়া চলিবার উপায় নাই।

ডেলগেটি বলিল, "এখন উপায়! গষ্টেভস্‌কে ফেলে রেখে যেতে হবে দেখ্‌ছি।"

দস্যুপতি বলিল, "ঘোড়ার জন্য ভাববেন না। আপনি আবার আপনার ঘোড়াকে ফিরে পাবেন।"

সে মৃদুস্বরে শিস দিল। সেই সঙ্কেত শুনিবামাত্র, ছিন্ন-বস্ত্র-পরিহিত একটি বালক জঙ্গলের মধ্য হইতে বাহিরে আসিল।

"ওর হাতে আপনার ঘোড়া ছেড়ে দিন। না হ'লে আপনার প্রাণরক্ষা করা যাবে না।"

"তাই না কি! গষ্টেভসকে ছেড়ে দিতে হবে?"

"আর সময় নষ্ট করবেন না। মিত্ররাজ্যে দাঁড়িয়ে কি আপনি কথা বল্‌ছেন? আমি বলছি, ঘোড়া ফিরে পাবেন। না হলেও আপনার জীবনের মূল্য একটা ঘোড়ার চেয়ে অনেক বেশী।"

ডেলগেটি বলিল, "বন্ধু, তা যা বলেছ। তবু যদি তুমি গষ্টেভসএর গুণ জান্‌তে! আমরা দু'জনে অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছি—ঐ দেখ, কাতর-ভাবে ও আমার দিকে চাইছে। খোকা, ওর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করো, আমি তোমাকে ভাল রকম বকশিষ দেবো।"

অত্যন্ত কাতরভাবে ডেলগেটি ঘোড়ার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল। তার পর পথপ্রদর্শকের পশ্চাতে চলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ডেলগেটি দস্যু-সর্দ্দারের সহিত তাল রাখিয়া চলিতে পারিতেছিল না। ঝর্ণার জল উত্তীর্ণ হইয়া, শাখা-প্রশাখার তল দিয়া, ঝোপজঙ্গলের মধ্য দিয়া রুদ্ধ-নিশ্বাসে দ্রুত ধাবন ডেলগেটির পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিল। অথচ দস্যুসর্দ্দার স্বচ্ছন্দগতিতে সে পথ অতিক্রম করিতে লাগিল। ডেলগেটির দেহে বর্ম্মা-বরণ, মাথায় শিরস্ত্রাণ। গুরুভার বর্ম্মসহ সেই পাহাড়ে পথ অতিক্রম করিতে করিতে ক্যাপ্টেন গলদ্-ঘর্ম্ম হইয়া উঠিল।

সে পরিশ্রান্তভাবে এক শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া পড়িল। একটু বিশ্রাম না করিলে সে আর নড়িতে পারিতেছে না। পথের দুর্গমতা সম্বন্ধে সে রেণাল্ডকে বক্তৃতা দিতে যাইতেছে, এমন সময় দস্যু-সর্দ্দার ক্যাপ্টেনের বাহুমূল স্পর্শ করিয়া পশ্চাতে কি নির্দ্দেশ করিল। ডেলগেটি কিছুই দেখিতে পাইতেছিল না। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার দ্রুত ঘনাইয়া আসিতে-ছিল। একটা শুষ্ক খাতের তলদেশে তখনও তাহারা বিশ্রাম করিতেছে। কিন্তু অত্যল্পক্ষণ পরেই সে শুনিতে পাইল, বহু দূরে যেন বৃহৎ ঘটিকাযন্ত্র নিনাদিত হইতেছে।

ক্যাপ্টেন বলিল, "বিপদজ্ঞাপক ঘণ্টাধ্বনি বোধ হয়!"

রেণাল্ড বলিল, "আপনি যদি আর কিছু দূর আমার সঙ্গে না যান, তা হ'লে ঐ ঘণ্টাধ্বনি আপনার মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করছে জানবেন। ঐ ঘণ্টার প্রত্যেক ধ্বনিতে সাহসী বীরেরও প্রাণ খাঁচা-ছাড়া হয়ে পড়ে।"

ডেলগেটি বলিল, "ঠিক বলেছ, বন্ধু। আমার অদৃষ্টেও হয় ত তাই আছে। আমি যে রকম ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, তাতে কাছেই কোন জঙ্গলের মধ্যে আমি লুকিয়ে থাকি—অদৃষ্টে যা আছে, তাই ঘটবে। এখন তুমি পালাও—নিজেকে বাঁচাও। অমর গষ্টেভস্ এডলফস্, আমার মনিব,—তাঁর কথা জীবনে ভুলব না—তিনি স্যাক্‌স্‌লয়েনবার্গএর ডিউক ফ্রান্সিস্ এলবার্টকে ঠিক এই রকম কথাই বলে-ছিলেন। সে সময় তিনি লুজেনের যুদ্ধে সাংঘাতিক-ভাবে আহত হয়েছিলেন। আমার সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ো না, বন্ধু রেণাল্ড। আমি জার্ম্মাণীতেও এই রকম বিপদে প'ড়ে জীবন রক্ষা করতে পেরেছিলুম। আমার মনে পড়ে—নার্দিংগেনএর যুদ্ধে—"

অধীরভাবে রেণাল্ড বলিল, "এ রকম ক'রে সময় নষ্ট না ক'রে যদি পৈতৃক প্রাণ রক্ষা করতে চান ত ওসব গল্প এখন ছাড়ুন। আপনার মুখ যেমন দ্রুত চল্‌ছে, পা দুটোকেও যদি তার কাছাকাছি চালাতে পারেন, তা হ'লে আজ রাত্রিতে রক্তবিবর্জ্জিত বালিসে মাথা রেখে নিরাপদে ঘুমুতে পারবেন।"

ক্যাপ্টেন বলিল, "তোমার কথায় সামরিক কৌশলের আঁচ আছে। অবশ্য এক জন সামরিক কর্ম্মচারীর সম্বন্ধে তোমার কথাগুলো ঠিক পদোপ-যোগী নয় বটে। যাক, এ সময়ে ও সব তুচ্ছ ব্যাপার ধর্ত্তব্য নয়। চল, আমি প্রস্তুত। এখন অনেকটা তাজা হয়েছি।"

রেণাল্ড আবার পথ দেখাইয়া চলিতে লাগিল। পথ ক্রমেই দুর্গম হইয়া উঠিল। গুরুভার বর্ম্মাবরণে পথ চলিতে কষ্টকর হইলেও ডেলগেটি দস্যুসর্দ্দারের অনুসরণ করিতে লাগিল। ক্যাপ্টেন কথা থামাইল না। সে তাহার নিজের যুদ্ধবিবরণ বলিয়া যাইতে লাগিল। রেণাল্ড সে দিকে একবারও কর্ণপাত করিল না। অনেক দূর অগ্রসর হইবার পর বাতাসে ব্লড হাউণ্ডের ডাক ভাসিয়া আসিল। সে পলাতকদিগের সন্ধান পাইয়াছিল।

"এই কুকুরগুলো আমাদের ভীষণ শত্রু। কুকুরটা আমাদের সন্ধান পেয়েছে। কিন্তু এখন আর কিছু করতে পারবে না আমরা দলে এসে পড়েছি

বলিতে বলিতে দস্যুসর্দার খুব মৃদুভাবে শিস দিল। সঙ্গে সঙ্গে গিরি-সঙ্কটের উপরের পাহাড় হইতে তাহার উত্তর আসিল। উভয়ে উপরের দিকেই তখন উঠিতেছিল। অল্প পরেই তাহারা পাহাড়ের শীর্ষদেশে পৌঁছিল। তখন চাঁদ উঠিতেছিল। সেই আলোকে ক্যাপ্টেন দেখিল, দশ বার জন হাইল্যাণ্ডার ও তদনুসংখ্যক নারী সেখানে সমবেত হইয়াছে। রেণাল্ডকে দেখিয়াই তাহারা তাহাকে বেষ্টন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিল। এই স্থানটি তাহাদেরই উপযোগী।

রেণাল্ড নিজের দলের সকলের কাছে তাড়াতাড়ি সকল কথা বুঝাইয়া বলিল। পুরুষরা একে একে আসিয়া ডেলগেটির সহিত করকম্পন করিল। নারীরা কৃতজ্ঞতাভরে অগ্রসর হইয়া ক্যাপ্টেনের বস্ত্রপ্রান্ত চুম্বন করিল।

রেণাল্ড ক্যাপ্টেনকে বলিল, "এরা আপনার রক্ষার জন্য জীবনপণ করেছে। আপনি আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন, সে জন্য এদের কৃতজ্ঞতার সীমা নেই।"

সৈনিক-পুরুষ বলিল, "যথেষ্ট হয়েছে, রেণাল্ড। তুমি ওদের ব'লে দেও, আমার এ'রকম করকম্পন ভাল লাগে না। এ রকম হ'লে সামরিক বিভাগে পদমর্য্যাদা থাকে না। তার পর এমন ভাবে বস্ত্রপ্রান্ত চুম্বন-ব্যাপার গষ্টেভস্‌এর সময়েও দেখেছি। জনসাধারণ তাকে এইভাবে অভিনন্দিত করত (আমি তাঁর তুলনায় অতি সামান্য সৈনিক মাত্র)। তিনি তাই বলতেন, 'তোমরা এ ভাবে যদি দেবতার মত আমায় পূজা কর, তা হ'লে ভগবান্ রাগ করবেন।' যাক্, রেণাল্ড, তোমরা দেখছি, শত্রুর বিরুদ্ধে এখানে আত্মরক্ষা করতে চাও, কেমন? জায়গাটা খুব ভাল। বন্দুক কামান থাকলে এ পথে কেউ সাহস ক'রে এগোতে চাইবে না। কিন্তু বন্ধু রেণাল্ড, তোমার ত কামান নেই। বন্দুকও কারো হাতে দেখছি না। এখন কি ক'রে এই গিরিসঙ্কটে শত্রুর আগমনে বাধা দেবে? হাতাহাতি যুদ্ধ করবে? তাতে সুবিধা হবে কি, রেণাল্ড?"

রেণাল্ড দেখাইল, তাহার সহযোগীরা তীর-ধনু লইয়া প্রস্তুত। সে বলিল, "পূর্ব্বপুরুষদের সাহস আর এই অস্ত্র নিয়ে আমরা বাধা দেব।"

সবিস্ময়ে ডেলগেটি বলিল, "তীর-ধনু নিয়ে! হা, হা, হা! আবার কি রবিনহুড, ও লুদে জন এর যুগ ফিরে এল না কি? তীর-ধনু! একশ বছরের মধ্যে এমন দৃশ্য দেখা যায়নি! তীর-ধনু! ডুগাল্ড ডেলগেটি তীর-ধনুর যুদ্ধ দেখবার জন্য বেঁচে আছে! এ কথা গষ্টেভস্, ওয়ালেনষ্টিন্, বটলার, এমন কি, টিলি পর্য্যন্ত শুনলে বিশ্বাস করতেন না। ভাল, রেণাল্ড, বেরালের নখর ছাড়া অস্ত্র নেই—তীর-ধনুক নিয়েই যখন যুদ্ধ, তখন যাতে সে অস্ত্র ব্যর্থ না হয়, তা দেখা যাক্। আমি শুধু বুঝতে পারছি না, সেকেলে এই অস্ত্র কতদূর পর্য্যন্ত পৌঁছুতে পারে। আমি তোমাদের সেনাপতি হতে পারতাম, যদি বন্দুক-কামান থাকত। যাক্, আমার হাতে পিস্তল আছে, আমি এই নিয়েই তোমাদের সঙ্গে থাক্‌ব—গুলী চালাব।"

রেণাল্ড আবার ডেলগেটির বাহুমূল স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে নীরব হইতে অনুরোধ করিল, সে নীচের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল। ব্লডহাউণ্ডের চীৎকার ক্রমেই নিকটে আসিতেছিল। মনুষ্যকণ্ঠস্বরও শুনা যাইতেছিল। উহারা ক্রমেই নিকটে আসিতেছে। রেণাল্ড এই সময়ে ক্যাপ্টেনকে তাহার বর্ম্ম খুলিয়া ফেলিতে অনুরোধ জানাইল। বর্ম্মাদি নিরাপদে রাখিবার জন্য মেয়েরা প্রস্তুত, সে-কথাও তাহাকে বুঝাইয়া দিল।

"না, রেণাল্ড, এটা বিদেশের যুদ্ধ-পদ্ধতির অনুযায়ী নয়। বর্ম্ম আমি খুলব না। তবে এই ভারী জুতো খুলে ফেলব।"

এক জন অনুচর মুহূর্ত্তমধ্যে ক্যাপ্টেনের জুতা খুলিয়া দিল। ইহাতে ডেলগেটির শরীরের ভার অনেকটা কমিয়া গেল। ডেলগেটি স্থানে স্থানে দস্যুদিগকে সশস্ত্র রাখিবার জন্য উপদেশ দিতেছে, এমন সময় সেই পাহাড়ের পাদদেশে অনুসরণকারীরা আসিয়া পড়িয়াছে বুঝা গেল। তখন পাহাড়ের উপর সকলেই কথা বন্ধ করিল। ক্যাপ্টেন ডেলগেটিও অবস্থা বুঝিয়া সম্পূর্ণভাবে কথা বলা বন্ধ করিল।

পাহাড়ে উঠিবার পথের উপর চন্দ্রালোক পড়িয়াছিল। সর্ব্বত্র পথের চিহ্ন ছিল না, গাছের শাখা পথের রেখা ঢাকিয়া দিয়াছিল। নিম্নে ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন ঝোপ। উহা দেখিয়া বুঝা যাইতেছিল, যেন সমুদ্র-তরঙ্গ স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। পাহাড়ের পাদদেশে কুকুরের ডাক শুনা যাইতেছিল—পাহাড়ে পাহাড়ে তাহার প্রতিধ্বনি জাগিয়াছিল। নীচে দাঁড়াইয়া অনুসরণকারীরা মৃদুভাবে আলোচনা করিতেছিল। বোধ হয়, তাহারা পাহাড়ে উঠিতে আশঙ্কা করিতেছিল। হয় ত পাহাড়টিতে দস্যুরা আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া থাকিবে। এমন অবস্থায় পাহাড়ে আরোহণ করা বিঘ্নসঙ্কুল। তাহারা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

অবশেষে চন্দ্রালোকে দেখা গেল, এক ব্যক্তি অন্ধকার রাজ্য হইতে বাহিরে আসিয়া পাহাড়ের গাত্র বহিয়া সতর্কভাবে উঠিতে লাগিল। ক্যাপ্টেন ডেলগেটি দেখিল, লোকটা এক জন হাইল্যাণ্ডার। তাহার কাছে দীর্ঘ বন্দুক রহিয়াছে। লোকটার মাথায় পাখীর পালকবিশিষ্ট শিরস্ত্রাণ। ডেলগেটি মৃদুস্বরে বলিল, "ওদের হাতে বন্দুক আছে। তীরধনুক বন্দুকের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে কি ?"

লোকটা অর্দ্ধেক পথ পাহাড়ের গা বহিয়া উঠিয়া নিম্নের লোকদিগকে উপরে উঠিবার সঙ্কেত করিল। ঠিক সেই সময় একটি তীর শন্ শন্ শব্দে ছুটিয়া চলিল। লোকটা আহত হইয়া টাল সাম্‌লাইতে না পারিয়া সশব্দে নীচে পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্ত্ত চীৎকার উত্থিত হইল। সাফল্যলাভের আনন্দে দস্যুদলও চীৎকার করিয়া উঠিল। ক্যাপ্টেন ডেলগেটিও অবস্থা ভুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সে বলিয়া উঠিল, "বন্ধুগণ, ঠিক হয়েছে। তীরধনুর জয় হোক্! এখন তোমরা শ্রেণীবদ্ধ হয়ে এগিয়ে চল—"

নিম্ন হইতে কেহ বলিয়া উঠিল, "ঐ বর্ম্মাবৃত লোকটাকে লক্ষ্য কর: ওর ঝক্‌ঝকে বর্ম্ম দেখ্‌তে পাচ্ছ।" সঙ্গে সঙ্গে তিনটি বন্দুক গর্জ্জন করিয়া উঠিল। একটা গুলী ডেলগেটির বক্ষস্থিত সুদৃঢ় বর্ম্মে প্রতিহত হইল। এই বর্ম্মের সাহায্যে বহুবার সে রক্ষা পাইয়াছে। দ্বিতীয় গুলী তার বাম পদের চর্ম্মের আবরণ ভেদ করিয়া গেল। ক্যাপ্টেন অমনই ভূতলশায়ী হইল। রেণাল্ড তখনই তাহাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিল। তার পর শৃঙ্গের অপর প্রান্তে তাহাকে বহন করিয়া লইয়া গেল। ক্যাপ্টেন বলিতে লাগিল, "আমি চিরদিন অমর গষ্টেভস্, ওয়ালেন্‌ষ্টিন্, টিলিকে ব'লে এসেছি, পায়ের বর্ম্ম গুলীনিবারক করা দরকার।"

রেণাল্ড সঙ্গিনী নারীদিগকে দুই এক কথায় বুঝাইয়া, ডেলগেটির পরিচর্য্যার ভার তাহাদের উপর অর্পণ করিল। তার পর সে দলের লোকদিগের নিকট যাইবার উপক্রম করিল। ডেলগেটি তাহার বস্ত্রপ্রান্ত দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া বলিল, "আমার কি হবে জানিনে, বন্ধু। কিন্তু মনট্রোজকে জানিও যে, আমি অমর গষ্টেভস্‌এর বিশ্বস্ত ও সাহসী অনুচরদের মতই যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছি। তোমরা শত্রুদের সঙ্গে কি ক'রে যুদ্ধ করবে, আমি বুঝতে পারছি না।. যদি কোন সুবিধা করতে পার, আর—আর—"

ডেলগেটির চক্ষু হইতে আলোক যেন নিভিয়া যাইতে লাগিল। অতিরিক্ত রক্তপাতে তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। এই অবসরে এক জন নারীর বস্ত্রপ্রান্ত ডেলগেটির মুঠার মধ্যে দিয়া, সে আপনাকে ছাড়াইয়া লইল। ক্যাপ্টেন তখনও সামরিক উপদেশ দিতেছিল—"বন্ধুগণ, বর্শাধারীদের আগে বন্দুকধারীদের পাঠাও! এ কি, আমি কোথায় ?—হহে রেণাল্ড! যদি পেছনে হটতে চাও, তা হলে গাছের শাখায় আগুন জ্বালিয়া দিও! কিন্তু এ আমি কি বলছি! তোমাদের ত দেশালাই নেই—আছে শুধু তীরধনু! শুধু তীর আর ধনুক! হা, হা, হা!"

ক্যাপ্টেনের চৈতন্য তিরোহিত হইল। অনেকক্ষণ পরে সে আত্মচেতনা লাভ করিল। আমরা তাহাকে দস্যু-নারীদিগের নিকট রাখিয়া বিদায় লইলাম। তাহারা অপরিচ্ছন্ন এবং বুনো প্রকৃতির হইলেও, অত্যন্ত যত্ন-সহকারে ক্যাপ্টেনের সেবা করিতে লাগিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

But if no faithless action stain
Thy true and constant word,
I'll make thee famous by my pen,
And glorious by my sword.
I'll serve thee in such noble ways
As ne'er were known before;
I'll deck and crown thy head with bays,
And love thee more and more

Montrose's Lines.

সাহসী ক্যাপ্টেন ডেলগেটিকে আহত অবস্থায় ফেলিয়া আমরা অন্যত্র যাইতেছি। সে আরোগ্যলাভ করিয়াছিল কি তাহার অদৃষ্টে অন্য কিছু ঘটিয়াছিল, তাহা পরে জানা যাইবে। আমরা এখন মনট্রোজের সন্ধান লইব।

সর্দ্দারদিগের সহায়তায় মনট্রোজ রাজার পক্ষপাতী দলের সহিত মিলিত হইয়া দুই তিন হাজার হাইল্যাণ্ড-সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন: তাহাদের সহিত কলকিটোর নেতৃত্বে আইরিশ-বাহিনী যোগ দিয়াছিল। এই শেষোক্ত নেতার প্রকৃত নাম এলিষ্টার বা আলেকজাণ্ডার ম্যাক্‌ডোনেল। ইনি

দুর্জ্জয় সাহসী, অসীম শক্তিধর এবং সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র-চালনায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। বিপদের সম্মুখীন হইতে তিনি বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করিতেন না। কিন্তু সামরিক কূটনীতিতে তিনি দক্ষ ছিলেন না। তাঁহার বিবেচনার অভাবে অনেক সময় মনট্রোজ, কলকিটোর বীরত্ব সত্ত্বেও সুফললাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু হাইল্যাণ্ডররা তাঁহার অসীম শারীরিক শক্তি ও দুর্জ্জয় সাহসের এত ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, মার্কুইস মনট্রোজের সামরিক দক্ষতা ও বীরত্বের অপেক্ষাও তাঁহার বেশী অনুরাগী হইয়াছিল। এখনও পর্য্যন্ত এ্যালষ্টার ম্যাকডোনেলের অনেক কাহিনী কিম্বদন্তী হিসাবে হাইল্যাণ্ডররা আবৃত্তি করিয়া থাকে, কিন্তু মনট্রোজের বীরত্ব-কাহিনীর কোন উল্লেখ করে না।

মনট্রোজ অবশেষে তাঁহার ক্ষুদ্র সেনাদল ট্রাথিয়ারন্এ সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। পার্থশায়ারের সীমান্তে এই স্থান অবস্থিত। এই অঞ্চলের প্রধান সহরে যে কোন সময়ে আপতিত হইতে পারিবেন, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

তাঁহার শত্রুপক্ষও তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য অপ্রস্তুত ছিল না। হাইলাণ্ড-সেনাদলের নেতৃরূপে আর্গাইল, পশ্চিম হইতে পূর্ব্বভাগ পর্য্যন্ত আইরিশ সেনাদলের পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতে-ছিলেন। তিনি ভয় দেখাইয়াই হউক, নিজের প্রতিপত্তির প্রভাবেই হউক, অথবা বলপূর্ব্বকই হউক, মনট্রোজের সহিত যুদ্ধ করিবার উপযোগী সেনাদল গঠিত করিয়াছিলেন। লোল্যাণ্ড বা নিম্নভূমিও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহার হেতুও আমরা গল্পের প্রারম্ভে বিবৃত করিয়াছি। ছয় সহস্র পদাতিক, ছয় কি সাত সহস্র অশ্বারোহী, তাহাদের নাম হইয়াছিল ঈশ্বরের বাহিনী, ফাইফ, আঙ্গস্ পার্থ, ষ্টার্লিং এবং সন্নিহিত অঞ্চল হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল।

টিপার মুইর রণক্ষেত্রে উভয় দলে যুদ্ধ হইল। মনট্রোজ তাঁহার সমগ্র সেনাদলকে শত্রুপক্ষের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে আদেশ দিলেন। শিক্ষিত ও সাহসী সেনাদল কভেনাণ্টারদিগের সেনাদলকে হারাইয়া দিল। বহু সৈনিক হতাহত হইল।

পার্থ জয়ীর হস্তগত হইল। লুণ্ঠন-ব্যপদেশে জয়ী পক্ষ বহু অর্থ ও অস্ত্রসম্ভার প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু হাইল্যাণ্ড-সেনাদল যুদ্ধ জয় ও লুণ্ঠনের পর ভাবিল, তাহাদের কার্য্য শেষ হইয়াছে, সুতরাং তাহাদের অধিকাংশই গৃহে ফিরিয়া গেল। সেনাদলের শৃঙ্খলা-রক্ষার বিষয় তাহারা ভাল বুঝিত না।

মনট্রোজ জয়লাভ করিয়াও হাইল্যাণ্ড সেনাদলের প্রস্থান এবং রাজপক্ষভুক্ত নিম্নভূমির অধিবাসীদিগের ইতস্ততঃ ভাব দেখিয়া আর্গাইলের অগ্রগামী সেনা-দলের সহিত সহসা বলপরীক্ষা করিতে সম্মত হইলেন না। তিনি অকস্মাৎ পার্থ হইতে সদলবলে ডনডিতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু সে নগরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া উত্তরদিকে আবার্ডিনের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সেখানে গর্ডন এবং অন্য রাজপক্ষীয় দলের সহযোগিতা লাভের আশা তিনি করিয়াছিলেন। কিন্তু কভেনাণ্টরা লর্ড বার্লোর নেতৃত্বে ঐ সকল ভদ্রলোককে বশীভূত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই সেনাদলের সংখ্যা তখন প্রায় তিন হাজার। লর্ড মনট্রোজ মাত্র দেড় হাজার সৈন্য লইয়া তাহাদের আক্রমণ করিলেন। নগর-প্রাচীরের পার্শ্বে উভয়দলে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। নানাপ্রকার অসুবিধা সত্ত্বেও মনট্রোজ এবারও যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন।

এই অদ্ভুতকর্ম্মা সেনাপতি যুদ্ধজয়ের গৌরব অর্জ্জন করিলেও, জয়ের সম্পূর্ণ সুযোগ কোনবারই লাভ করিতে পারিতেছিলেন না। এবার্ডিনে স্বল্পসংখ্যক সেনাদলসহ তিনি রণশ্রান্তি দূর করিতেছেন, এমন সময় জানিতে পারিলেন যে, গর্ডন-সেনাদল শীঘ্র তাঁহার সেনাদলের সহিত সম্মিলিত হইতে পারিবে না। অপরপক্ষে মার্কুইস্ আর্গাইল বিপুল সেনাবাহিনী সহ অগ্রসর হইতেছেন। এমন বিপুল বাহিনীর বিরুদ্ধে এত দিন তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হয় নাই। অবশ্য আর্গাইল অপেক্ষাকৃত মন্দগতিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। পথে তাঁহার সৈন্যবল বৃদ্ধি পাইতেছিল। মনট্রোজ বুঝিলেন, শত্রুর বাহিনী তাঁহার সেনাদল অপেক্ষা সংখ্যায় অনেক অধিক।

তখন একটামাত্র পথ মনট্রোজের সম্মুখে উন্মুক্ত ছিল। তিনি পার্ব্বত্য অঞ্চলে সেনাদল সরাইয়া লইয়া যাইতে সংকল্প করিলেন। পার্ব্বত্য অঞ্চলে ফিরিয়া গেলে, তিনি পুনরায় গৃহ-প্রত্যাগত হাইল্যাণ্ড সেনাদলকে পুনরায় লাভ করিতে পারিবেন।

তিনি র‍্যাভেনসের দিকে অগ্রসর হইলেন। দ্রুতপদে সেই অঞ্চল অতিক্রম করিয়া মনট্রোজ-সন্নিহিত প্রদেশ এসেক্সে গমন করিলেন। যে সকল ক্ষেত্রে কভেনাণ্টরা আদৌ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিল না, সেই সব স্থানে তাহাদিগকে অপ্রত্যাশিতভাবে আক্রমণ করিয়া ছত্রভঙ্গ করিয়া দিলেন। কভেনাণ্টরা পরাজিত হইয়া পুনঃ পুনঃ সৈন্য সাহায্য চাহিয়া পাঠাইল। পার্লামেণ্ট তাহাদের দলের সেনাপতি

আর্গাইলকে বার বার সেনাদল পাঠাইবার জন্য আদেশ দিতে লাগিলেন।

আর্গাইল যেরূপ গর্ব্বিত ও দাম্ভিক ছিলেন, তাহাতে পার্লামেণ্টের এই আদেশ তিনি মানিতে সম্মত ছিলেন না। তিনি সে আদেশ প্রতিপালন না করিয়া মনট্রোজের পক্ষভুক্ত নিম্নভূমির অনুচরগণকে নিজের দলে আনিবার জন্য চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। অনেকেই বিরক্ত হইয়া তাহাদের ধনসম্পদ কভেনাণ্ট-দিগের কবলে ফেলিয়া বাসস্থান ত্যাগ করিলেন।

মনট্রোজও এদিকে দলপুষ্টিসাধনে মন দিলেন। মনট্রোজ এমন শক্তি সঞ্চয় করিলেন যে, তাহা দেখিয়া আর্গাইল তাঁহার সহিত বল পরীক্ষা করিতে সাহসী হইলেন না। তিনি সেনাপতির পদ ত্যাগ করিয়া নিজের রাজ্যে ইনভারেরিতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার অধীনস্থ সর্দ্দারগণকে শাসন ও শোষণ করিতে লাগিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

Such mountains steep, such craggy hills,
His army on one side enclose;
The other side, great griesly gills
Did fence with fenny mire and moss.
Which when the Earl understood,
He counsel craved of captains all,
Who bad setforth with mournful mood,
And take such fortune as would fall.

Flodden Field, an Ancient poem.

মনট্রোজ দেখিলেন, যদি তিনি অব্যবহিত-চিত্ত হাইল্যাণ্ড সেনাদল ও স্বাধীন সর্দ্দারদিগের সম্মতিলাভ করিতে পান, তাহা হইলে তাঁহার ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ। নিম্নভূমি তখন তাঁহার সেনাবাহিনীকে বাধা দিতে পারিবে না। কারণ, তাহাদের রক্ষার উপযোগী সেনাবাহিনী ছিল না। আর্গাইল তখন সেনাপতির পদ ত্যাগ করিয়াছেন। রণশ্রমে ক্লান্ত সেনাদলও তখন বিশ্রাম লাভের জন্য স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া গিয়াছে। এই সময় তিনি যদি নিম্নভূমিতে আপতিত হইয়া তত্রত্য অধিবাসীদিগের মধ্যে বীরত্ব ও রাজ-ভক্তির সুপ্ত বৃত্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে পারেন, তাহার এই সুযোগ—মাহেন্দ্রক্ষণ! নিম্নভূমি অধিকার করিতে পারিলেই প্রচুর ধন-রত্ন লাভ ত হইবেই, তাহা ছাড়া লোকবললাভও হইবে।

মনট্রোজের বাহিনীর মধ্যে পশ্চিমদিকের সর্দ্দারগণ মার্কুইস আর্গাইলের ঘোর বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। তাঁহার শক্তির প্রতাপ প্রত্যেককেই সহ্য করিতে হইত। প্রত্যেকের ধনসম্পদও আত্মীয়-পরিজনের উপর মার্কুইস প্রতিহিংসা সাধন করিতে পারিতেন। এ জন্য তাঁহারা সকলেই মার্কুইসের প্রতাপ যাহাতে খর্ব্ব হয়, তাহা কামনা করিতেন। আর্গাইল পরাজিত হইলে, তাঁহার বিষয়সম্পত্তিও অনেকে গ্রাস করিতে পারেন, এমন আশাও তাঁহাদের মনে উদিত হইত। অধিকাংশ সর্দ্দারই মনে করিতেন, এডিনবরা অধিকার অপেক্ষা ইনভারেরি দুর্গ অধিকারই বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার। যাহাতে যাহারা মার্কুইসের ভয়-প্রযুক্ত এখনও মনট্রোজের দলে যোগ দিতে পারেন নাই, তাঁহারাও নির্ভয় হইবেন।

আর্গাইল ও মনট্রোজ-বংশ বহু দিন ধরিয়া যুদ্ধ ও রাজনীতিতে পরস্পরের প্রতিযোগিতা করিতেন। আর্গাইল-বংশ সকল বিষয়ে প্রাধান্য লাভ করায়, প্রতিবেশী সর্দ্দাররা আর্গাইলকে সুনজরে দেখিতেন না।

মনট্রোজ নিজের শক্তি ও প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। মনে মনে তিনি আর্গাইলের উপর প্রতিশোধ-স্পৃহা পোষণ করিতেন। এজন্য আর্গাইল সায়ার আক্রমণের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে তিনি নিম্নভূমিতে আপতিত হইবার প্রলোভন দমন করিতে পারিলেন না। সেখানে পৌঁছিয়া তিনি অনেকের সহিত পরামর্শ করিলেন। পূর্ব্বদিক হইতে হাইল্যাণ্ড বাহিনী সহ আর্গাইল সায়ার আক্রমণও কিরূপ বিপজ্জনক, তাহাও সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। গিরিসঙ্কটগুলি অতিক্রম করিতে গেলে কি কি ভীষণ অসুবিধা ও বিঘ্ন ঘটিতে পারে, তাহাও মন্ত্রণা সংসদে তিনি ব্যক্ত করিলেন। বিশেষতঃ শীত তখন সমাগত। ডিসেম্বর মাসে গিরিসঙ্কটগুলি তুষার-স্ফটিকায় দুর্গম হইয়া উঠিবে। কিন্তু সকল কথা শুনিয়াও সর্দ্দাররা সংকল্পচ্যুত হইলেন না। কোনও চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া মনট্রোজ অনেক রাত্রিতে মন্ত্রণাসভা ভাঙ্গিয়া দিলেন। শুধু কথা রহিল, যাহারা আর্গাইলের রাজ্য আক্রমণ করিবার পক্ষপাতী, তাঁহাদের সেনাদলের মধ্যে যাহারা পথি-প্রদর্শনের বিশেষ উপযোগী, তাহাদিগকে নির্ব্বাচিত করিয়া রাখিবেন।

মনট্রোজ তাঁহার শিবিরে বিশ্রামার্থ গমন করিলেন। শুষ্ক তৃণ-শয্যার উপর তিনি দেহ

বিছাইয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহার নয়নে নিদ্রা আসিল না। নানারূপ চিন্তায় তাঁহার মস্তিষ্ক পূর্ণ হইল। প্রতিযোগীকে কি করিয়া তিনি পরাজিত করিতে পারিবেন, সেই সম্বন্ধেই তিনি বিভোর হইয়া রহিলেন।

তিনি এইরূপ চিন্তায় মগ্ন, এমন সময় তাঁহার শিবিরের রক্ষক প্রহরী আসিয়া জানাইল যে, দুই ব্যক্তি হুজুরের দর্শনপ্রার্থী।

"কে তারা? এত রাত্রিতে কি তাদের প্রয়োজন?"

প্রহরী সে সম্বন্ধে কোনও সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিল না। মনট্রোজ ভাবিলেন, যাহারা দেখা করিতে আসিয়াছে, যদি কোনও প্রয়োজনীয় সংবাদ তাহাদের নিকট পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদের সহিত দেখা করাই সঙ্গত। তিনি যথোচিত সতর্কতা অবলম্বন করিয়া আগন্তুকদিগকে আসিবার আদেশ দিলেন। প্রহরী অস্ত্র লইয়া প্রস্তুত হইল। সহিস ঘরের মধ্যে দুইটি মশাল জ্বালিয়া দিল। দুই ব্যক্তি শিবির-মধ্যে প্রবেশ করিল। এক জনের পরিধানে নিম্নভূমির লোকের মত পরিচ্ছদ—চন্দ্র-পরিচ্ছদ ছিন্নভিন্নপ্রায়। অপর ব্যক্তি দীর্ঘাকার—তাহার অঙ্গে হাইল্যাণ্ডারের বেশ। তাহারও পরিচ্ছদ ছিন্ন, মলিন।

পিস্তলের বাট মুঠার মধ্যে ধরিয়া মনট্রোজ বলিলেন, "আমার সঙ্গে তোমাদের কি প্রয়োজন, বন্ধু?"

লোল্যাণ্ডার বলিল, "আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, হুজুর। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি যখন আপনার সেনাদল থেকে দূরে ছিলুম, সেই সময় অনেক যুদ্ধে আপনি জয়লাভ করেছেন। আমি যদি সে যুদ্ধে থাকতাম—"

মার্কুইস বলিলেন, "আমি ত চিনতে পারছি না, কে তুমি?"

লোকটা বলিল, "হুজুর, সব ভুলে গেছেন দেখছি আমাকে আপনি মেজর পদে বরণ করেছিলেন, রোজ আধ ডলার বেতন দেবেন বলে ছিলেন। আমাকে কি আপনি চিনতে পারছেন না?"

মনট্রোজ বলিলেন, "আরে, কে, তুমি মেজর ডেলগেটি? আবছায়া আলোতে সত্যি তোমাকে চিনতে পারিনি। তার পর বুঝে দেখ, মাঝে কত জরুরী ব্যাপার ঘটে গেল। তোমার সব কথা মনে আছে। তোমার বেতন সব পাবে বৈ কি। এখন বল ত, আর্গাইল শায়ারের খবর কি? আমরা অনেক আগেই তোমার আশা ছেড়ে দিয়েছিলুম আর্গাইলের শঠতার উপযুক্ত শাস্তি দেবার জন্য আমি প্রস্তুত আছি।"

ডেলগেটি বলিল, "ঠিক্, হুজুর, ঠিক। আমি এসেছি ব'লে সে ব্যাপার যেন বন্ধ করবেন না। তাকে উপযুক্ত দণ্ড দেওয়া চাই। আমি দৈবাৎ রক্ষা পেয়ে গেছি। অবশ্য সে সময় ভগবানের আশীর্বাদে আমি যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পেরেছিলাম। আমার প্রাণরক্ষার জন্য এই বৃদ্ধ হাইল্যাণ্ডার প্রশংসাভাজন। আপনার কাছে এর জন্য আমার বিশেষ অনুরোধ আছে। এ না থাকলে আপনার মেজর ডুগাল্ড ডেলগেটি প্রাণে বাঁচত না।"

গম্ভীরভাবে মার্কুইস বলিলেন, "খুব ভাল কাজ করেছে। এর উপযুক্ত পুরস্কার পরে দেওয়া যাবে।"

মেজর ডেলগেটি বলিয়া উঠিল, "রেণাল্ড, নতজানু হয়ে হুজুরকে অভিবাদন কর—ওঁর করচুম্বন কর।"

রেণাল্ড যে অঞ্চলের লোক, সেখানে এরূপ রীতি-নীতি প্রচলিত ছিল না। সে শুধু বক্ষোদেশে দুই হাত রাখিয়া নতশিরে অভিবাদন করিল।

রেণাল্ডের পক্ষাবলম্বন করিয়া ডেলগেটি বলিল, "হুজুর, এই গরীব বেচারা সর্বস্ব দিয়ে আমাকে রক্ষা করেছে। শত্রুরা ওর জন্যই আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। শুধু তীর-ধনুর সাহায্যে ওরা আমাকে রক্ষা করেছে।"

মনট্রোজ বলিলেন, "আমার সেনাদলে তুমি যথেষ্ট তীর-ধনু দেখতে পাবে; তীর-ধনুতে খুব কাজ হয়।"

ডেলগেটি বলিল, "কাজের কথা কি বলছেন, হুজুর। আমারও মনে হচ্ছে, বন্দুকের বদলে তীর-ধনু শত্রুধ্বংসে বিশেষ উপযোগী। এই বুড়ো শুধু আমাকে রক্ষা করেছে, তা নয়, আমি বন্দুকের গুলীতে আহত হয়েছিলাম, ও তাও আরাম ক'রে দিয়েছে। তাই আমি ওকে হুজুরের হাতে সঁপে দিচ্ছি।"

হাইল্যাণ্ডারের দিকে ফিরিয়া মনট্রোজ বলিলেন, "কি নাম তোমার?"

পাহাড়িয়া বলিল, "সে নাম উচ্চারণ করা চলে না।"

ডেলগেটি ব্যাখ্যাচ্ছলে বলিল, "তার মানে, ওর অভিপ্রায়, সে নামটা যেন গোপন থাকে। আগে কোন কোন দুর্গ আক্রমণ করে সদলবলে ওরা দুর্গাধিপের ছেলেমেয়েদের হত্যা করেছিল। লুঠপাটও করেছিল। যুদ্ধের সময় যা হয়, হুজুর ত তা ভালই

জানেন। কিন্তু যাদের অনিষ্ট ঘটে, তারা অবশ্য ওদের ক্ষমা করতে পারে না।"

মনট্রোজ বলিলেন, "বুঝেছি। আমার দলের কোন কোন লোকের সঙ্গে ওর শত্রুতা আছে। আচ্ছা, ওকে এখন আমার রক্ষীদের কাছে যেতে বল। ওকে রক্ষা করবার ভাল উপায় আমি ভেবে দেখছি।"

মেজর বলিল, "শুনলে রেণাল্ড, হুজুর এখন আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে চান। তুমি এখন প্রহরীদের কাছে যাও। কোথায় তারা, ও বেচারা তাও জানে না। যাক্, আমি ওকে প্রহরীর হেফাজাত ক'রে দিয়ে এখুনি আসছি, হুজুর।" সে কয়েক মিনিট পরে ফিরিয়া আসিল।

মার্কুইস্ ইনভারেরির নেতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। ডেলগেটি বচনাড়ম্বর করিয়া তাহার বর্ণনা করিতে লাগিল। মনট্রোজ অভিনিবেশ সহকারে সবই শুনিতে লাগিলেন। তিনি ডেলগেটিকে চিনিতেন। ইচ্ছামত তাহাকে বলিয়া যাইবার অবকাশ তিনি দিলেন। সব কথাই তিনি জানিতে পারিলেন। অতঃপর মেজর একতাড়া চিঠিপত্র মার্কুইসের হাতে অর্পণ করিল। আর্গাইলের খাসকামরা হইতে সে ঐ তাড়া অপহরণ করিয়া আনিয়াছিল। মনট্রোজ আলোকে উহা আগ্রহভরে পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। পড়িতে পড়িতে মনট্রোজের মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল।

পড়িতে পড়িতে মার্কুইস্ বলিয়া উঠিলেন, "সে আমায় ভয় করে না? বটে! আচ্ছা, আমি তাকে ছাড়ব না। ভয় আমায় করতে হয় কি না, তা দেখিয়ে তবে ছাড়ব। আমার দুর্গে সে আগুন ধরিয়ে দিতে চায়? আচ্ছা, দেখা যাক, তার দুর্গ সে কি ক'রে রক্ষা করে! হায়! ষ্ট্রাথ ফিলানের মধ্য দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার লোক যদি পেতাম।"

ডেলগেটি কাজের লোক। সে মার্কুইসের স্বগতোক্তির অর্থ পূর্ণ-মাত্রায় হৃদয়ঙ্গম করিল। অন্য কথা ছাড়িয়া সে বলিয়া উঠিল, "হুজুর যদি অতর্কিতভাবে আর্গাইল শায়ারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চান, তা হ'লে রেণাল্ড ও তার দলের লোকেরা সে অঞ্চলের প্রত্যেক গিরিসঙ্কট ভাল ক'রে চেনে।"

মনট্রোজ বলিলেন, "বটে! তুমি কি ক'রে বুঝলে, এ বিষয়ে তাদের প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে?"

ডেলগেটি বলিল, "তবে শুনুন, হুজুর। আহত হয়ে যখন আমি ওদের আশ্রয়ে ছিলুম, তখন বারবার ওরা বাসস্থান বদলাতে বাধ্য হয়েছিল। আমাকে ধরবার জন্য আর্গাইল চেষ্টার ত্রুটি করে নি। তখন আমি দেখেছি, কি অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এরা এক-স্থান হ'তে অন্য স্থানে আমাকে নিয়ে গিয়েছে। তার পর আমি যখন সুস্থ হয়ে হুজুরের কাছে আসবার মত শরীরে বল পেলাম, তখন আমার বিশ্বাসী বন্ধু রেণাল্ড এমন পথে আমাকে নিয়ে এল যে, আমার ঘোড়া গষ্টেভস সম্পূর্ণ নিরাপদে এসেছে। হুজুর বোধ হয় আমার ঘোড়ার কথা ভোলেন নি। আমি এ সব দেখে বুঝেছি, যদি পশ্চিম দিকে অভিযান করবার দরকার হয়, তা হ'লে রেণাল্ডের মত সুচতুর অভিজ্ঞ লোক আপনি কোথাও পাবেন না।"

মনট্রোজ প্রশ্ন করিলেন, "এ লোকটা যে বিশ্বাস-ভঙ্গ করবে না, সে সম্বন্ধে তুমি অঙ্গীকার করতে পার? ওর নাম কি ও কি কাজ করে?"

ডেলগেটি বলিল, "ও এক জন ডাকাত। ডাকাতিই ওর ব্যবসা। ওকে খুনেও বলা চলে। ওর নাম রেণাল্ড ম্যাকইয়াগ, অর্থাৎ অন্ধকারের সন্তান রেণাল্ড।"

একটু থামিয়া মনট্রোজ বলিলেন, "হাঁ হাঁ, ওর নাম আমি শুনেছি বটে। ম্যাক অউলেদের ওপর এরা খুব পৈশাচিক নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছিল না?"

মেজর ডেলগেটি বনরক্ষকের মৃত্যুর কাহিনী বর্ণনা করিল। মনট্রোজের স্মৃতিশক্তি প্রবল ছিল। সে ঘটনার সমস্তটাই তাঁহার মনে পড়িল।

মনট্রোজ বলিলেন, "ম্যাক অউলেদের সঙ্গে এদের শত্রুতা বড়ই দুঃখের ব্যাপার। এই সব যুদ্ধে আলান খুব বীরত্ব দেখিয়েছে। তার উপর দেশের লোকের প্রকৃত শ্রদ্ধা। তাকে কোন প্রকারে অসন্তুষ্ট করা হ'লে ব্যাপারটি সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়াবে। অথচ এই লোকগুলোকেও ভারী দরকার। তার পর মেজর, তুমি যখন বলছ, এরা অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন——"

ডেলগেটি বলিল, "সেজন্য আমি আমার যথা-সর্ব্বস্ব বাজি রাখিতে পারি। আমার মাইনে, ঘোড়া, বর্ম, আমার মাথা পর্য্যন্ত জামিন রাখছি। এর চেয়ে কোন সৈনিক-পুরুষ আর বেশী কিছু বলতে পারে না।"

মনট্রোজ বলিলেন, "সে কথা ঠিক। তবে তোমার এত বিশ্বাস হবার হেতু কি, তা আমার জানা দরকার।"

মেজর বলিল, "তা হ'লে আমি সংক্ষেপেই বলি। আর্গাইল ঘোষণা করেছিল, আমাকে ধরিয়ে দিতে পারলে প্রচুর পুরস্কার পাওয়া যাবে। তা ছাড়া আমার নিজের যা কিছু ছিল, ওরা তা অনায়াসে কেড়ে নিতে পারত। আমার জিনিষগুলির দামও খুব কম ছিল না। সে সব করা দূরে থাকুক, ওরা আমার"

ঘোড়া আমায় ফিরিয়ে দিয়েছিল। বিস্মিয়ে আমি ওদের টাকা দিতে চেয়েছিলুম, কিন্তু এক কপর্দ্দকও ওরা নিতে চায় নি। আমি যখন রোগশয্যায় শুয়ে, ওরা আমার জন্য অনেক খরচ করেছিল। সেজন্য অর্থ দিতে চেয়েছিলুম। কিন্তু ওরা এক কপর্দ্দকও আমার কাছ থেকে নেয়নি—এ রকম ব্যাপার সভ্যজগতে—আমাদের যীশু খৃষ্টের দেশে, কই আমি ত দেখিনি বা শুনিনি।"

মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া মনট্রোজ বলিলেন, "তোমার সম্বন্ধে ওরা যে খুব বিশ্বস্ত ছিল, তা আমি স্বীকার করছি। কিন্তু দু'দলে যে বিরোধ আছে, এটা বন্ধ করা যায় কি ক'রে?" একটু থামিয়া সহসা তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আমি খেয়েছি, কিন্তু তোমার আজ খাওয়া হয়নি ত! অথচ এ কথাটা একবারে ভুলে গিয়েছিলুম।"

মার্কুইস্ পরিচারককে ডাকিয়া আহার্য্য আনিতে আদেশ দিলেন। মেজর ডেলগেটি ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিল, সে আহার্য্য আনিবামাত্র তাহার সদ্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। তাহার ভোজন-ভঙ্গী দেখিয়া মনট্রোজ মন্তব্য করিলেন, শিবিরে সুস্বাদু আহার্য্যের অভাব সত্ত্বেও যে ভাবে ডেলগেটি পরিতোষ-সহকারে ভোজন করিতেছিল, তাহাতে ইহার অপেক্ষাও কদর্য্য আহার্য্য তাহাকে গলাধঃকরণ করিতে হইয়াছে।

ডেলগেটি বলিল, "আমি শপথ করেই বলছি যে, আর্গাইলের দুর্গে যে বিশ্রী খাবার পেয়েছিলুম, তার স্মৃতি এখন মনে নেই, কিন্তু ডাকাতের দল যে খাবার আমায় দিত, তাতে শরীর গ'ড়ে উঠবার উপাদানের এত অভাব ছিল যে, আমার বর্ম্ম ধারণ করার শক্তি এখনও হয়নি, হুজুর।"

"মেজর ডেলগেটি, তোমার শরীর যাতে সবল হয়ে উঠে, তার ব্যবস্থা করতে হবে।"

"হুজুর, আমার বেতন সব হাতে না পেলে তা হবে না। আমার শরীরের ওজন বাড়াতে গেলে পয়সা দরকার।"

মার্কুইস্ বলিলেন, "এই যুদ্ধটাতে জয় লাভ করতে দাও। তা হ'লে তোমার ইচ্ছে, আমাদের ইচ্ছে, সবই পূর্ণ হবে! এখন আর এক পেয়ালা মদ ঢেলে নেও।"

"হুজুর, আপনার স্বাস্থ্য এবার পান করলাম। আমাদের শত্রুরা নিপাত যাক্—বিশেষতঃ আর্গাইল ধ্বংস হোক্। আমি ওর দাড়ি উপড়ে নিতে চাই। আগে একবার আমার সে সুযোগ ঘ'টে গেছে।"

মনট্রোজ বলিলেন, "বেশ! এখন ডাকাতদের কথায় আসা যাক্। তুমি বেশ বুঝতে পেরেছ, ডেলগেটি, ওরা যে এখানে এসেছে, আর কি জন্য ওদের সাহায্য আমরা নিতে চাচ্ছি, সে খবর আর কেউ জানবে না। শুধু জানবার মধ্যে তুমি আর আমি।"

মেজর এ কথায় অত্যন্ত খুসী হইল। সেনাপতির বিশ্বাস অর্জ্জন সে করিয়াছে বুঝিয়া নাসিকার উপর হাত রাখিয়া সে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

মার্কুইস্ প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা, রেণাল্ডের দলে এখন কত লোক আছে?"

মেজর বলিল, "আমি যতদূর জানি, তাতে ৮।১০ জনের বেশী লোক নেই। তা ছাড়া জন কয়েক মেয়েমানুষ, আর শিশুসন্তান আছে।"

"তারা এখন কোথায় আছে?"

"এখান থেকে মাইল তিনেক দূরে এক উপত্যকায় তারা আপনার আদেশ-প্রতীক্ষায় আছে। হুজুরের হুকুম না পেলে তাদের এখানে ত আনতে পারি না।"

মনট্রোজ বলিলেন, "সে তুমি ঠিকই করেছ। তারা যেখানে আছে, সেখানেই থাকুক বা অন্য কোন নিরাপদ স্থানে যেতে পারে। আমি তাদের জন্য কিছু টাকা পাঠিয়ে দেব—যদিও টাকার এখন খুব টানাটানি।"

ডেলগেটি বলিল, "তার দরকার মোটেই হবে না। আপনি শুধু এই ইঙ্গিতটুকু দেবেন যে, ম্যাক অউলেরা অমুক দিকে যাচ্ছে। তা হ'লে আমার ডাকাত বন্ধুরা সে দিকে যাবে।"

"সেটা শিষ্টাচারসঙ্গত হবে না। ওদের কিছু টাকা পাঠিয়ে দেওয়াই ভাল। সেই টাকায় তারা কিছু মেষ-ছাগল কিনে পরিবার পালন করতে পারবে।"

মেজর বলিল, "ওরা সস্তায় ও-সব জিনিষ সংগ্রহ করতে জানে। কিন্তু হুজুর যা মনে করেছেন, তাই করুন।"

মনট্রোজ বলিলেন, "দেখ, এক কাজ কর। রেণাল্ড তার দল থেকে জন-কয়েক বাছা বাছা লোক নিয়ে আসুক। তারা আমাদের উদ্দেশ্য যেন গোপন ক'রে রাখে। তাদের সর্দ্দার ও তারা আমাদের গাইড দলের অধ্যক্ষ হবে। কাল ভোর-বেলা তারা যেন আমার শিবিরে আসে, সে ব্যবস্থা ক'রে রাখ। কিন্তু আমাদের মতলব তারা বুঝতে যাতে না পারে, এমন ভাবে কথা বলবে তাদের

সঙ্গে। আর কেউ কারও সঙ্গে গোপনে আলোচনা করতে না পারে, সে ব্যবস্থাও করবে। এই বুড়োর কোন ছেলেমেয়ে আছে ?"

"সবই মারা গেছে। শুধু এক জন পৌত্র আছে। সে খুব চালাক এবং কাজের ছেলে।"

"ডেলগেটি, তাকে আমি নিজের কাছে রাখব। কিন্তু তার আসল নাম যেন সে প্রকাশ না করে।"

ডেলগেটি বলিল, "হুজুর সে রকম আশঙ্কা করবেন না।"

মনট্রোজ বলিলেন, "ছেলেটা তার ঠাকুর্দার জামীনস্বরূপ থাকবে। যদি সে বিশ্বাসের পরিচয় দিতে পারে, তা হ'লে সে উপযুক্ত পুরস্কার পাবে। আচ্ছা, আজ রাত্রির মত, ডেলগেটি, তুমি বিশ্রাম কর গে। সকালবেলা রেণাল্ডকে যে কোন নামে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে। আমার বিশ্বাস, ওরা ছদ্মবেশ ধারণে অভ্যস্ত। তা না হ'লে জন্ মইডার্টের সাহায্য নিতে হবে। সে ওকে ছদ্মবেশে ভাল করে সাজিয়ে দেবে। তার এক জন তাবেদার বলেই পরিচিত হবে। আমার সহিস তোমাকে আজকের মত তোমার শোবার জোগাড় ক'রে দিক।"

সানন্দচিত্তে ডেলগেটি বিদায় লইল। সেনাপতির ব্যবহারে সে অত্যন্ত খুসী হইয়াছিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

The march begins in military state,
And nations on his eyes
suspended wait ;
Stern famine guards the solitary coast,
And winter barricades the
realms of frost,
He comes, for want, for cold
his course delay

Vanity of Human wishes.

প্রত্যূষে মনট্রোজ তাঁহার শিবিরে রেণাল্ডকে ডাকাইয়া লইয়া প্রশ্ন করিলেন—আর্গাইলের রাজ্যে কি ভাবে গমন করা যায়, সে সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরগুলি তিনি কাগজে লিখিয়া লইলেন। রেণাল্ডের অনুচররা যে উত্তর দিল,তাহার সহিত বৃদ্ধের উত্তর মিলাইয়া লইলেন। তিনি দেখিলেন, উভয়ের উত্তর মিলিয়া গিয়াছে। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া সর্দ্দাররা যে সংবাদ দিয়াছিলেন, তাহার সহিতও মিলাইয়া দেখিলেন। এই সকল সর্দ্দার আর্গাইলের নিকটবর্ত্তী স্থানেরই দুর্গাধিপ। সব দিক দিয়া বিচার করিয়া তিনি পূর্ণোদ্যমে অভিযানের ব্যবস্থা করিলেন।

একটা বিষয়ে মনট্রোজ মতপরিবর্ত্তন করিলেন। বালক কেনেথকে তিনি নিজের কাছে রাখিবেন স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু কোনও সূত্রে যদি তাহার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পায়, তাহা হইলে যে সকল সর্দ্দার দস্যুবংশের শত্রু,তাঁহারা পাছে অসন্তোষ জ্ঞাপন করেন,এজন্য বালককে মেজর ডেলগেটির পার্শ্বচর করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন। বস্ত্র ও আহার্য্য বাবদ একটা মোটা টাকার ব্যবস্থা করায়,এই পরিবর্ত্তনে কোন পক্ষই অসন্তুষ্ট হইল না—বরং সকলেই সুখী হইল।

প্রাতরাশের পূর্ব্বে মেজর ডেলগেটি বিদায় লইয়া তাহার পূর্ব্ববন্ধু লর্ড মেনটিথ ও ম্যাক অউলের সন্ধানে বাহির হইল। নিজের জীবনে সম্প্রতি যে ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা এবং বর্ত্তমান অভিযান সম্বন্ধে বিশদ ব্যাপার অবগত হইবার ইচ্ছা তাহার মনে আসিতেছিল। বন্ধুরা তাহাকে ফিরিয়া পাইয়া খুব খুসী হইলেন; কিন্তু আলান ডেলগেটিকে দেখিয়া যেন তেমন আনন্দ প্রকাশ করিল না। তাহার ভ্রাতা এ বিষয়ে তাহাকে অনুযোগ করিলে আলান শুধু এই অজুহাত দেখাইল যে, মেজর যে সাহচর্য্যে ছিল, তাহা তাহার রুচি অনুযায়ী নহে। ডেলগেটি ইহাতে কিছু ভীত হইয়া পড়িল, কিন্তু অবশেষে সে বুঝিতে পারিল, এই যুবকের ভবিষ্য দৃষ্টি অব্যর্থ নহে। সে কাহাদের সহিত এত দিন বাস করিয়াছিল, তাহা আলান জানিতে পারে নাই।

রেণাল্ড মেজর ডেলগেটির তত্ত্বাবধানে ছিল, সুতরাং ডেলগেটি যাহাদের সংস্রবে আসিবে,তাহাকেও তাহাদের সহিত পরিচিত হইতে হইবে। রেণাল্ডের বেশভূষার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। সে কোন দূরবর্ত্তী দ্বীপের অধিবাসীর পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছিল। সুতরাং সে যে দস্যু-সর্দ্দার, তাহা কাহারও বুঝিবার উপায় ছিল না।

রেণাল্ডকে ডেলগেটি আলানের সহিত ছদ্ম নামে পরিচয় করাইয়াছিল। তাহার নূতন নাম হইয়াছিল, রেণাল্ড ম্যাকগিলিহয়ন। ডেলগেটির সহিত সে আর্গাইলের কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছিল। সে ভাল বীণাবাদক বলিয়া আলানের নিকট পরিচিত হইল। তাহার ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিও আছে, এ কথাও ডেলগেটি জানাইয়া দিল।

ডেলগেটি সাধারণতঃ কথা বলিবার সময় আম্‌তা আম্‌তা করিত না: কিন্তু আজ সে পরিচয় করাইয়া দিবার সময় একটু বিচলিত হইয়াছিল। আলান তখন নবপরিচিতের দিকে একদৃষ্টে দেখিতেছিল বলিয়া তাহার মনে কোনও সন্দেহের উদ্রেক হইল না। রেণাল্ড, আলানের ভাবগতিক দেখিয়া কটি-বন্ধস্থিত ছোরার দিকে হাত বাড়াইতেছিল; কিন্তু আলান সহসা উঠিয়া হাসিয়া হাত বাড়াইয়া দিল। তখন দুই জনে পাশাপাশি বসিয়া নিম্নস্বরে নানা কথায় আলোচনা করিতে লাগিল। ইহাতে আঙ্গস্ ও মেনটিথ বিস্মিত হইলেন না। কারণ, তাঁহারা জানিতেন, হাইল্যাণ্ডারদের মধ্যে যাহারা ভবিষ্যৎদৃষ্টি-সম্পন্ন, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বেশ আত্মীয়তা ঘটিয়া থাকে।

নব-পরিচিতকে আলান জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার আত্মার কাছে কি দৃষ্টি আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে?"

"হ্যাঁ, চাঁদের ওপর ছায়া যেমন অন্ধকার ঘনাইয়া আনে, সেই রকম। মাঝপথে চাঁদ অন্ধকারে যখন ঢাকা পড়ে, তখন বুঝতে হয় যে, দুঃসময় আস্‌ছে।"

"এ দিকে স'রে এস। আমি তোমাকে কয়েকটি কথা গোপনে বল্‌তে চাই।"

উভয়ে যখন রহস্যময় ব্যাপার লইয়া আলোচনায় নিরত, সেই সময় দুই জন ইংরেজ সেনানী উৎসাহ-ভরে সেই শিবিরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা আঙ্গস্‌কে জানাইলেন যে, পশ্চিমাভিমুখে অভিযানের আদেশ হইয়াছে, সকলকেই প্রস্তুত থাকিতে হইবে। তাহার পর তাঁহারা পুরাতন বন্ধু মেজর ডেলগেটিকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন এবং তাহার অশ্ব গষ্টেভস্ সম্বন্ধে কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন।

ডেলগেটি বলিল, "ধন্যবাদ, ভদ্র মহোদয়গণ! গষ্টেভস্ ভাল আছে বটে, তবে তার মনিবের মত তারও পাঁজর দেখা দিয়েছে। আপনারা যখন তাকে নিতে চেয়েছিলেন, সে সময় সে যেমন হৃষ্টপুষ্ট ছিল, এখন আর তা নেই। এখন যে অভিযান হচ্ছে ব'লে আপনারা উল্লসিত হয়ে উঠছেন, পরে দেখ্‌বেন, আপনাদের কয়েকটা ঘোড়াকে আপনাদের পেছনে ফেলে রেখে যেতে হবে।"

তাঁহারা বলিলেন, চুপ করিয়া বসিয়া থাকা অপেক্ষা অন্য কিছুর পশ্চাতে ধাবিত হওয়ায় আনন্দ আছে—তাহাতে কিছু ক্ষতি হইবে কি লাভ ঘটিবে, তাহা তাঁহারা বিচার করিতে চাহেন না। যে শত্রু যুদ্ধ করিবে না, অথচ হটিয়াও যাইবে না, তাহার জন্য বসিয়া থাকা কষ্টকর!

আঙ্গস্ ম্যাক অউলে বলিলেন, "অভিযানের আদেশ যদি হয়ে থাকে, তা হ'লে আমি লোকজনকে হুকুম দেই, তারা যেন এনট লাইলীকে নিরাপদ স্থানে রেখে আসে। কারণ, ম্যাক্ কলম্ মুরের রাজ্যে যাবার পথ বিঘ্নবহুল।"

তিনি সে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

ডেলগেটি বলিল, "এনট লাইলী এই যুদ্ধক্ষেত্রেও সঙ্গে এসেছেন না কি?"

সার মাইলস্ মস্‌গ্রেভ একবার লর্ড মেনটিথ, আরবার আলানের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "নিশ্চয়। বীণার রাণীর প্রভাব ছাড়া আমরা এগোতেও পারিনে, পাছু হটতেও পারিনে।"

তাঁহার সঙ্গী ইংরেজ বলিলেন, "লেডী মনট্রোজের জন্যও এত আয়োজনের দরকার হ'ত না। এনট লাইলীর জন্য চার জন হাইলাণ্ড মেয়ে, চার জন চাকরাণী লেগেই আছে।"

রেণাল্ডের সহিত সহসা আলোচনা করা বন্ধ করিয়া আলান বলিয়া উঠিল, "আপনারা কি করতে চান বলুন ত? সে ছেলেবেলা থেকে আমাদের সঙ্গিনী, সেই অনবদ্য ফুলটিকে অনাহারে, দুর্ভিক্ষে শুকিয়ে ম'রে যেতে বলেন না কি? আমাদের পৈতৃক বাসভবনে এত দিন হয় ত কোন অভগ্ন ঘর বিদ্যমান নেই—শস্য-সম্পদ সব নষ্ট হয়ে গেছে—গৃহপালিত পশুগুলিকে কেড়ে নিয়ে গেছে হয় ত। আপনারা যে দেশ থেকে এসেছেন, সেখানে এ রকম হাঙ্গামা নিশ্চয় নেই। একটা নিরীহ, নিষ্কলঙ্ক, অনাথা মেয়েকে কার কাছে রেখে আমরা আসি বলুন ত? ওর রক্ষার ভার যে আমাদেরই উপর।"

ইংরেজরা সর্বান্তঃকরণে উহা সমর্থন করিলেন। অতঃপর যে যাহার কাজে চলিয়া গেল।

আলান স্থানত্যাগ করিল না। সে তখন রেণাল্ডের কাছে একটা প্রশ্নের মীমাংসা জানিতে চাহিতেছিল। সে বলিল, "আমি প্রায়ই একটা দানবকে যেন স্বপ্নে দেখি। সে যেন মেনটিথের বুকে ছোরা বসাচ্ছে। কিন্তু স্বপ্নদৃষ্ট হাইল্যাণ্ডারের মুখ আমি চেষ্টা করেও এখনো দেখ্‌তে পাইনি। তার চেহারা আমার সুপরিচিত হ'লেও, তাকে এখনো আমি চিন্‌তে পারি নি।"

রেণাল্ড বলিল, "যারা দ্রষ্টা, তাদের নিয়ম অনুযায়ী তোমার পোষাক উল্‌টে দেখেছিলে?"

অন্তরে যেন অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভব করিতেছে, এমন ভাবে নিম্ন স্বরে আলান বলিল, "তা আমি করেছি।"

রেণাল্ড বলিল, "তখন সেই ছায়ামূর্ত্তি দেখ্তে কি রকম হয়?"

পূর্ব্ববৎ নিম্ন স্বরে কম্পিত-কণ্ঠে আলান বলিল, "তখন তার পোষাকও সে যেন উল্‌টে পরেছে মনে হয়।"

রেণাল্ড বলিল, "তা হ'লে নিশ্চিন্ত হও—তোমার নিজের হাতে—অন্যের হাতে নয়—ঐ কার্য্য তুমি করবে।"

আলান বলিল, "আমার উৎকণ্ঠিত মন অনেকবার তাই ভেবেছে। কিন্তু তা অসম্ভব। আমি যদি ভবিষ্যতের সমস্ত কেতাবখানা পড়বার অবকাশ পাই, তা হলেও বল্‌ব, এটা অসম্ভব—আমাদের মধ্যে রক্তের নিবিড় সম্পর্ক আছে, বন্ধুত্বের বন্ধন আছে। উভয়েই আমাদের শত্রুর বুকের রক্তে তরবারি রঞ্জিত করেছি—আমি মেনটিথের অনিষ্ট করব, এটা স্বপ্নেরও অগোচর।"

রেণাল্ড বলিল, "কিন্তু ঘটবে তাই। তবে কারণটা কি, তা ভবিষ্যতের অন্ধকার গহ্বরে নিহিত আছে। তুমি বলছ ব্লড হাউণ্ডের মত পাশাপাশি থেকে তোমরা এগিয়ে চলেছ; কিন্তু তুমি কি কখনও দেখনি যে, নিহত মৃগের দেহ পাবার জন্য, একই দলের দু'টা ব্লড হাউণ্ড পরস্পর মারামারি ক'রে থাকে?"

উঠিয়া দাঁড়াইয়া আলান বলিল, "মিথ্যে কথা! এসব অদৃষ্টের কথা নয়। কে যেন ভবিষ্যতের অন্ধকার গর্ভ থেকে প্রলোভন দেখাচ্ছে।" বলিতে বলিতে সে সে স্থান ত্যাগ করিল।

উল্লসিত-কণ্ঠে দস্যুদলপতি তাহার উদ্দেশে চাহিয়া আপন মনে বলিয়া উঠিল, "কাঁটা তীর তোমার বুকে বিঁধে রয়েছে! নিহত ব্যক্তিদের আত্মা, তোমরা আনন্দ কর। হত্যাকারীদের তরবারি পরস্পরের দেহের রক্ত পান করবে, এটা জেনে রাখ!"

পরদিবস প্রভাতে যাত্রার আয়োজন সমাপ্ত হইল। মনট্রোজ দ্রুতগতিতে টে নদীর তীর পর্য্যন্ত ধাবিত হইলেন। তাঁহার বিশৃঙ্খল বাহিনী উক্ত নামধারী হ্রদের চারিদিকে সমবেত হইল। ঐ স্থানের অধিবাসীরা ক্যাম্বেলবংশীয়। আর্গাইলের ক্রীতদাস তাহারা ছিল না। অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়া তাহারা বাধা দিতে পারিল না। বিজয়ীরা তাহাদের গরু, ভেড়া, মহিষ সমস্তই কাড়িয়া লইল। চারিদিকের বাসভূমিকে মরুভূমিতে পরিণত করিয়া মনট্রোজ সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন স্থানে গিয়া পৌঁছিলেন।

সেখান হইতে দুর্গমতর গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়া রেণাল্ড মনট্রোজকে পথ দেখাইয়া চলিল। দুর্গম গিরিপথে অসংখ্য বাধা-বিপত্তি ছিল। মনট্রোজ অদম্য অধ্যবসায়ের সহিত সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া আর্গাইলের রাজ্যোপান্তে উপনীত হইলেন। এখানে আসিয়া তিনি তিন ভাগে সেনাদলকে বিভক্ত করিলেন। এক দল ক্যাপ্টেন ক্লান্ রেণাল্ড পরিচালিত করিলেন, দ্বিতীয় দলের ভার রহিল কলকিটোর উপর, তৃতীয় দল পরিচালনার ভার তাঁহার নিজের উপর রাখিলেন। পাহাড় হইতে পাহাড়ীয়ারা পশুপাল লইয়া জনপদসমূহে পলাইয়া গেল। নগরবাসীরা তাহাতেই শত্রুর আগমন-সংবাদ জানিতে পারিল।

মেজর ডেলগেটি এক দল অশ্বারোহী সেনা লইয়া ইনভারেরি আক্রমণ করিয়াছিল। সে এমন আকস্মিকভাবে দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিল যে, আর্গাইল জলপথে পলায়ন করিয়া কোনও মতে প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি পলায়ন করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার রাজ্যের জনগণ মনট্রোজের অত্যাচারে পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতে লাগিল।

এ দিকে এডিনবরায় পলায়ন করিয়া আর্গাইল কনভেন্সন অব ষ্টেট্স্ এর নিকট অভিযোগ উত্থাপিত করিলেন। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য অনতি-বিলম্বে এক দল বাহিনী গঠিত হইল। তাহার নেতা হইলেন জেনারেল বেলিলি। এই সামরিক কর্ম্মচারী যেমন দক্ষ, তেমনই বিশ্বস্ত ছিলেন। স্যর জন উরি তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। এই ব্যক্তি মেজর ডেলগেটির ন্যায়ই ক্রমাগত পক্ষপরিবর্ত্তনে অভ্যস্ত ছিলেন। আর্গাইল ক্রোধান্ধ হইয়া নবগঠিত বিপুল বাহিনী সহ চিরশত্রুর প্রতিশোধ কামনায় অগ্রসর হইলেন। তিনি ডনবার্টনে তাঁহার শিবির সন্নিবেশ করিলেন। তাঁহার দলভুক্ত সর্দ্দারগণ সেখানে আসিয়া মিলিত হইলেন। সেখান হইতে আর্গাইল শত্রু-অধিকৃত নিজ রাজ্য উদ্ধার করিবার বাসনায় অভিযান করিলেন।

এই দুই দল শক্তিশালী সৈন্য মনট্রোজের বিরুদ্ধে যখন মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছিল, সেই সময় মনট্রোজ বিধ্বস্ত অঞ্চল হইতে সসৈন্যে সরিয়া আসিলেন। তৃতীয় আর এক দল সৈন্য আরল সিফোর্থের পরিচালনায় তাঁহার বিরুদ্ধে প্রস্তুত হইয়াছে, এ কথা তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন;

ইনভারনেস্ শায়ার হইতে সিফোর্থ মনট্রোজকে আক্রমণ করিবার সংকল্প করিতেছিলেন। এই ভাবে তিন দিক হইতে আক্রান্ত হইলে মনট্রোজের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। মনট্রোজ যেন ইন্দ্রজালবলে তাঁহার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সেনাদলকে একসঙ্গে সম্মিলিত করিয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিলেন। আর্গাইল এবং তাঁহার পক্ষভুক্তগণ এক দিন সংবাদ পাইলেন যে, মনট্রোজ আর্গাইল শায়ার হইতে রাজপক্ষভুক্তগণকে সরাইয়া লইয়া গিয়াছেন। তাঁহার বাহিনী উত্তরাভিমুখে দুর্ভেদ্য পর্ব্বতমালার মধ্যে পরিচালিত করিয়াছেন।

মনট্রোজের এই কার্য্যে তাঁহার যে সকল সেনাপতি আপত্তি জানাইয়াছিলেন, তাঁহারা তখনই বুঝিতে পারিলেন যে, সিফোর্থের সাহায্যার্থ অপর দুই শত্রুবাহিনী আসিবার পূর্ব্বেই সিফোর্থের সহিত যুদ্ধ করা মনট্রোজের অভিপ্রায় এবং যদি সম্ভবপর হয়, তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিতও করিবেন। উরি ও বেলিলি আর্গাইলের বাহিনী হইতে নিজেদের সেনা-দলকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া গ্রামপিয়ান্ পর্ব্বতের দক্ষিণাঞ্চলের দিকে ধাবিত হইলেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য হইল আঙ্গস অঞ্চলের মধ্য দিয়া মনট্রোজকে মধ্যপথে বাধা দিবেন এবং এবারডিন্ শায়ারের দিকে তিনি যাহাতে পলায়ন করিতে না পারেন।

আর্গাইল নিজ সেনাদলসহ মনট্রোজের পশ্চাতে পশ্চাতে ধীরে ধীরে চলিলেন। ইতিমধ্যে মনট্রোজ যদি উরি বা বেলিলির বাহিনীর সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হন, তাহা হইলে পশ্চাদ্দিক হইতে তিনি আক্রমণ করিতে পারিবেন।

এই উদ্দেশ্যে আর্গাইল ইনভারেরি অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। যাহাদিগের ঘরবাড়ী পুড়িয়া গিয়াছিল, এইরূপ অভাবগ্রস্ত হাইল্যাণ্ডররা প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া আর্গাইলের দল পুষ্ট করিতে লাগিল। এইরূপে আর্গাইলের সেনাদল তিন সহস্রে পরিণত হইল। ইহাদের প্রত্যেকেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সাহসী এবং বীর। আর্গাইল সৈন্য পরিচালনার ভার আর্ডেনক্লোরের সার ডনকান্ ক্যাম্বেল ও অচেন ব্রেকের সার ডনকান্ ক্যামেলের উপর অর্পণ করিলেন। শেষোক্ত সেনাপতিকে তিনি আয়র্লাণ্ডের রণক্ষেত্র হইতে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন। আর্গাইলের সেনাবাহিনী এইভাবে মনট্রোজের অনুসরণ করিতে লাগিল, কিন্তু তাঁহার সহিত সুযোগ উপস্থিত না হইলে সংঘর্ষ বাধাইবে না, তাহাও স্থিরীকৃত হইল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

Piobracht an Donuil-dhu,
Piobrachet an Donuil,
Piobrachet agus S' breittach
Foacht an Innerlochy

The war-tune of Donald the Black,
The war-tune of Black Donald,
The pipes and the banner
Are up in the rendezvous of Inverlochy.

দুর্গ হইতে দুর্গান্তরে যাইবার যে সামরিক পথ ছিল, মনট্রোজ সে পথে সৈন্য পরিচালনা করেন নাই। তিনি তাঁহার বাহিনীকে হরিণ দলের ন্যায় পাহাড়ে পাহাড়ে লইয়া চলিয়াছিলেন। এক পাহাড় হইতে অন্য পাহাড়, এক অরণ্য হইতে অরণ্যান্তরে তিনি সেনাদল সহ চলিতেছিলেন; এজন্য তাঁহার শত্রুপক্ষ তাঁহার গতিবিধির কথা কিছুই জানিতে পারিল না। অথচ বন্ধু পর্ব্বতবাসীদিগের নিকট হইতে তিনি শত্রুপক্ষের গতিবিধির সমস্ত সন্ধান পাইতে লাগিলেন। তিনি কঠোর আদেশ দিয়াছিলেন যে, আর্গাইল বাহিনীর অগ্রগতি সম্বন্ধে সমস্ত সংবাদ পূর্ব্বাহ্ণেই যেন তাঁহাকে জানান হয়।

সেদিন চন্দ্রালোকিত রজনী। সারা দিনের পরিশ্রমে মনট্রোজ ক্লান্ত হইয়া একটা শোচনীয় স্থানে শয়ন করিয়াছিলেন। দুই ঘণ্টা নিদ্রা যাইবার পর কাহার হস্তস্পর্শে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। চক্ষু মেলিয়া চাহিবামাত্র তিনি দেখিলেন, দীর্ঘদেহ ক্যামেরণ সর্দ্দার তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া।

সর্দ্দার বলিলেন, "খবর আছে, উঠে ব'সে শুনুন।"

"মি' লডি কোন খারাপ সংবাদ আনতে পারেন না। এখন বলুন ত খবর ভাল না মন্দ?"

সর্দ্দার বলিলেন, "সে আপনি বুঝে দেখবেন।"

মনট্রোজ বলিলেন, "খাঁটি খবর ত?"

মি' লডি বলিলেন, "হ্যাঁ। না, হলে আর এক জন অন্যরকম খবর আনত। বেচারা ডেলগেটির সঙ্গে আমি গিয়েছিলুম, তাতে আমি ভারী শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। ওর সঙ্গে থেকে কঘণ্টা আমার দেরী হয়ে গেছে। আমার সঙ্গে জনকয়েক লোক ছিল। খবর পেয়েছি যে, আর্গাইল ইনভারলচির দিকে তিন হাজার উৎকৃষ্ট যোদ্ধা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন। এটা খাঁটি খবর। এখন আপনি যা বুঝবার বুঝে নিন।"

তখনই প্রফুল্লমুখে মনট্রোজ বলিলেন, "এর অর্থ ভালই। মি' লল্ডির কণ্ঠস্বর মনট্রোজের কাণে সব সময়েই মধুর লাগে। বিশেষতঃ যখন বীরত্ব-প্রকাশের সময় উপস্থিত হয়, তখন আরো ভাল লাগে। আচ্ছা, আমাদের সৈন্যসংখ্যা এখন কত?"

মনট্রোজ আলো আনিতে আদেশ করিলেন। তিনি সহজেই হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, দলের সৈনিকরা লুণ্ঠনজাত দ্রব্যাদি সংগ্রহের জন্য চলিয়া যাওয়ার পর তাঁহার সঙ্গে উপস্থিত ১২ হইতে ১৪ শত সৈনিক মাত্র আছে।

একটু থামিয়া মনট্রোজ বলিলেন, "শত্রুর সৈন্য-সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মাত্র কাছে আছে। এই সংখ্যা নিয়েই রাজ্যের তরফে আমি কাজে লেগে পড়ব।"

ক্যামেরন বলিলেন, "তা হ'লে আর ইতস্ততঃ ক'রে কাজ নাই। আপনার তূরীধ্বনি শুনলে—ম্যাক-কলম মুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করতে হবে শুনলে, এ সকল উপত্যকাভূমির একজন সৈনিকও সে আহ্বানে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারবে না। গ্লেনগারি, কেপক এবং আমি থাকতে একজন যদি কোন অজু-হাতে যুদ্ধে ঝাঁপ দিতে না পড়ে, তা হলে তার আর রক্ষা নেই। কাল অথবা পরশু যুদ্ধের দিন—সে দিন ম্যাক্‌ডোনেল বা ক্যামেরন-বংশের নামধারী কোন লোকেই যুদ্ধে যোগ না দিয়ে থাকবে না।"

তাঁহার করধারণ করিয়া মনট্রোজ বলিলেন, "এই ত বীরের মত কথা, বন্ধু! যদি যুদ্ধে জয় লাভ হয়, আমি আপনাদের কথা ভুলব না—ভুললে, আমাকে সকলে কাপুরুষ, অপদার্থ বলবে। এবার ম্যাককলম মুরের দিকে আমি মুখ ফেরালুম, সর্দ্দার ও নেতাদের তাড়াতাড়ি খবর দেওয়া হোক্। আপনি এ শুভসংবাদ প্রথমেই এনেছেন, এখন আপনিই আমাদের সোজা পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলুন।"

ক্যামেরন বলিলেন, "তা ত আমি ইচ্ছাসুখেই করব। আমিই পথ দেখিয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়েছি, আবার আমিই আপনাদের পথ দেখিয়ে দেব।"

অনতিবিলম্বে চারিদিকে উৎসাহ ও উত্তেজনার চিহ্ন প্রকট হইল। যে যাহার বিশ্রাম-শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

মেজর ডেলগেটি তৃণশয্যায় শয়ন করিয়াছিল। সে শয্যাত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, "এত তাড়া-তাড়ি ঘুম থেকে উঠতে হবে একবারও ভাবিনি। কিন্তু এমন এক জন নেতা যাদের পরিচালিত করছেন, তাঁর জন্য সবই করা যায়।"

ডেলগেটি মন্ত্রণা-সভায় যোগ দিল। সে অনেক বাজে কথা বলিলেও, মনট্রোজ তাহার কথা সকল সময়েই অভিনিবেশ সহকারে শুনিতেন। কারণ, বস্তুতঃ সামরিক অভিজ্ঞতা ও কৌশল ডেলগেটির যথেষ্ট ছিল বলিয়াও বটে, এবং তাহার যুক্তি অনেক ক্ষেত্রেই সুফল উৎপাদন করিত। তাহা ছাড়া ডেলগেটির যুক্তিতর্ক লইয়া অন্যান্য সর্দ্দারের সহিত তাঁহার আলোচনারও সুবিধা হইত। বর্ত্তমান ব্যাপারে ডেলগেটি সানন্দে আর্গাইলের বিরুদ্ধে অভিযানের সমর্থন করিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ সে উল্লেখ করিল যে, মহামতি গষ্টেভস, বাভেরিয়ার ডিউকের বিরুদ্ধে অনুরূপ অবস্থার অভিযান করিয়া বিশেষ লাভবান্ হইয়াছিলেন।

সর্দ্দারদিগের আহ্বানে সন্নিহিত প্রদেশের হাই-ল্যাণ্ডররা সমবেত হইতে লাগিল। উহারা যুদ্ধের অনুরাগী ছিল। যাহারা অস্ত্রধারণে সমর্থ, এমন সমস্ত পুরুষ মনট্রোজের পতাকাতলে সমবেত হইল। পর-দিবস পাহাড়ের উপর দিয়া সেনাদলের দিকে অগ্রসর হইল। শত্রুপক্ষ তাহাদের আগমন-সংবাদ জানিতে পারিল না। মনট্রোজ-বাহিনী যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, সৈন্যসংখ্যা ততই বাড়িতে লাগিল। মনট্রোজের উপস্থিত সৈন্যসংখ্যার চারিভাগের এক-ভাগ সংখ্যা নূতন যুদ্ধে যোগ দিল। ক্যামেরণের ভবিষ্যদ্বাণীই সার্থক হইল।

মনট্রোজ যখন আর্গাইলের অজ্ঞাতসারে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন আর্গাইল লকী নদীর ধারে উপস্থিত হইয়াছেন। ইনভারেরির প্রাচীন দুর্গে আর্গাইল তখন সেনাসন্নিবেশ করিয়াছিলেন। উপত্যকাভূমিতেও তাঁহার অনেক সৈন্য শিবির স্থাপন করিয়াছিল। আর্গাইল তখন অচেনব্রেক ও আর্ডেন-ভরের সহিত পরামর্শ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, এবার মনট্রোজের ধ্বংস অনিবার্য। মনট্রোজ যে ভাবে পূর্ব্বদিকে পলাইতেছেন, তাহাতে উরি বা বেলেনির সহিত তাঁহার সংঘর্ষ ঘটিবেই। যদি উত্তর দিকে যান, তাহা হইলে সিফোর্থের কবলে গিয়া তিনি পড়িবেন। যদি মনট্রোজ কোথাও অপেক্ষা করেন, তাহা হইলে তিন দল সৈন্য একযোগে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া পিষিয়া ফেলিবে।

অচেনব্রেক বলিলেন, "এ সংবাদে আমার আনন্দ হচ্ছে না, মিঃ লর্ড। আমাদের হাতে না পড়ে জেমস্ গ্রাহাম ধ্বংস হবে, এটা আমার ভাল লাগছে না। আর্গাইল শায়ারে তিনি যে কাণ্ড ক'রে এসেছেন, তাতে তাঁর ঋণের মাত্রা বেড়ে গেছে। আমি তাঁকে

হাতে পেতে চাই। রক্তবিন্দুর বিনিময়ে রক্তবিন্দু চাই, এই হচ্ছে আমার কথা। তৃতীয় ব্যক্তির হাতে তার সাজা হবে, এ আমার অসহ্য।"

আর্গাইল বলিলেন, "গ্রাহামের দেহের রক্ত কার অস্ত্রাঘাতে পড়বে, তা নিয়ে বিবেচনা করার দরকার কি? আর্ডেনভর, আপনি কি বলেন?"

সার ডন্‌কান্ বলিলেন, "আমি বলি কি, অচেনব্রেক যদি সুযোগ পেয়ে মনট্রোজের হিসেব নিকেশ করতে চান, তা করতে পারেন। আমাদের থানায় থানায় খবর এসেছে যে, ক্যামেরনরা দলবদ্ধ হচ্ছে। বেন লেভিসের ধারে তারা সমবেত হচ্ছে। এর দ্বারা মনে হচ্ছে, মনট্রোজের পলায়ন-পথে সাহায্য করবার জন্য নয়, তার অগ্রগতির সাহায্যের জন্যই এ ব্যবস্থা।"

আর্গাইল বলিলেন, "অন্য কোন মতলব হয় ত আছে। কিন্তু ক্যামেরণরা দলবদ্ধ হয়ে বড় জোর আমাদের থানাগুলো আক্রমণ করতে পারে।"

সার ডনকান্ বলিলেন, "আমি চারিদিকে চর পাঠিয়েছি। এখুনি খবর পাব, তারা কি উদ্দেশ্যে সৈন্য-সমাবেশ করছে, আর কোথায় বা তাদের সেনাদল পরিচালিত হবে।"

কিন্তু কোন সংবাদই শীঘ্র মিলিল না। আকাশে চাঁদ উঠিবার পর শিবিরে শিবিরে চাঞ্চল্য দেখা গেল। পরে দুর্গের মধ্যেও চাঞ্চল্য দেখা গেল—বুঝা গেল, সংবাদ কিছু আসিয়াছে। আর্ডেনভর যে সকল চর পাঠাইয়াছিলেন, তাহারা কোনও সংবাদ সংগ্রহ করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। শুধু ক্যামেরনরা প্রস্তুত হইতেছে, এইরূপ একটা অনিশ্চিত সংবাদ আসিয়াছিল। অনেক সময় আসন্ন ঝটিকার বার্ত্তা বিঘোষিত করিবার জন্যও ক্যামেরনরা তূর্য্যধ্বনি করিয়া থাকে। যাহারা উৎসাহের বশবর্ত্তী হইয়া আরও বেশী দূরে গিয়া সন্ধান জানিতে গিয়াছিল, তাহাদের কেহ কেহ ধরা পড়িয়াছিল, কাহারও প্রাণ গিয়াছিল, কেহ বা বন্দী হইয়াছিল। অবশেষে মনট্রোজ-বাহিনীর দ্রুত অভিযান-সংবাদ আর্গাইলের পুরোবর্ত্তী থানায় পৌঁছিল। তখন উভয় পক্ষ, উভয় পক্ষের উপস্থিতি জানিতে পারিল। উভয়পক্ষ হইতে বন্দুকের গুলী ও তীর নিক্ষেপের পর উভয়পক্ষের পুরোবর্ত্তী থানার সেনাদল স্ব স্ব বাহিনীতে দ্রুতগতিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

সার ডনকান্ ক্যাম্বেল ও অচেনব্রেক স্ব স্ব অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আসল ব্যাপার জানিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। আর্গাইল তাঁহার বাহিনা সহ মালভূমির উপর সেনাসন্নিবেশ করিলেন। মনট্রোজ পর্ব্বতের নানা গোপনস্থানে এমন ভাবে তাঁহার বাহিনীর প্রধান ভাগকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন যে, সেনাপতি-যুগল কোনও মতেই মনট্রোজের সৈন্যসংখ্যার পরিমাণ জানিতে পারিলেন না। তবে তাঁহারা এইটুকু বুঝিলেন যে, মনট্রোজের সৈন্যসংখ্যা তাঁহাদের সৈন্য অপেক্ষা অনেক কম। উভয়ে ফিরিয়া আসিয়া আর্গাইলকে সে কথা জানাইলেন। আর্গাইল কিন্তু বিশ্বাস করিলেন না যে, মনট্রোজ স্বয়ং সেখানে আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "মনট্রোজের মত আশাবাদীও এত অল্প সেনাবল নিয়ে এখানে যদি এসে থাকেন, তবে সেটা তাঁর পাগলামি। এ আমি বিশ্বাস করিনে। এর ভেতর অন্য চাল আছে।"

আর্গাইলের পক্ষভুক্তগণ উৎসাহে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। পরদিবস যুদ্ধারম্ভ হইবে। সকলেই সতর্ক ভাবে রাত্রিযাপন করিতে লাগিলেন।

পর্ব্বতমালার শিখরদেশ-সমূহে উষার মৃদু বিবর্ণ আলোক দেখা দিবার সঙ্গে সঙ্গে উভয়পক্ষের নায়কগণ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। সেদিন ১৬৪৫-খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় দিবস। আর্গাইলের পক্ষভুক্ত সর্দ্দারগণ নদী ও হ্রদের মিলন-স্থানের অনতিদূরে দুই শ্রেণীতে সৈন্য-সমাবেশ করিলেন। তাঁহাদের ভাবগতি দেখিয়া মনে হইতে পারে, তাঁহারা যুদ্ধজয়ের জন্য দৃঢ় সংকল্পে বদ্ধ। অচেনব্রেক শত্রুপক্ষের অগ্রগামী সেনাদলকে তখনই আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু আর্গাইল তাহাতে বাধা দিলেন—তাঁহার উদ্দেশ্য শত্রুপক্ষ অগ্রে আক্রমণ করুক। সে সম্ভাবনা যে আসন্ন, তাহার ইঙ্গিতও পাওয়া গেল। ক্যাম্বেল-দলের রণ-ভেরী নিনাদিত হইল—তাহারা আক্রমণ করিতে আসিতেছে।

আর্গাইল তাঁহার আত্মীয়গণকে বলিলেন, "শুনছ! আমি ঠিক বলেছিলাম, আমাদের প্রতিবেশীরাই আক্রমণ করতে আসছে। জেমস্ গ্রাহাম তাঁর পতাকা নিয়ে আসতে সাহস করেন নি।"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে গিরিসঙ্কটের মধ্য হইতে তূর্য্যধ্বনি হইতে লাগিল। সে তূর্য্যধ্বনি রাজ-পতাকার অভিনন্দন-জ্ঞাপক। প্রাচীন কালে স্কটরা ঐভাবে রাজপতাকার অভিনন্দন করিত।

সার ডনকান্ ক্যাম্বেল বলিলেন, "ঐ শুনুন, লর্ড। রাজার সহকারী ব'লে যিনি নিজেকে ঘোষণা ক'রে থাকেন। এ তূর্য্যধ্বনি তাঁরই।"

অচেনব্রেক্ বলিলেন, "সম্ভবতঃ অশ্বারোহী সেনাদলও আছে। এটা আমি আগে ভেবে দেখিনি। তাই ব'লে কি আমরা ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যাব? শত্রুর বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ, অপমানের প্রতিশোধ দিতে হবে যে!"

আর্গাইল নিঃশব্দ হইয়া রহিলেন। তিনি নিজের বাহুর প্রতি একবার তাকাইলেন। অভিযানকালে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া গিয়া তিনি বাহুতে আঘাত পাইয়াছিলেন। সেই বাহু একটি বন্ধনীর মধ্যে ঝুলিতেছিল।

আর্ডেনভর বলিলেন, "লর্ড আর্গাইল, আপনি পিস্তল বা তরবারি কিছুই এখন ব্যবহার করতে পারবেন না। আপনি নৌকায় গিয়ে আশ্রয় নিন। আপনি আমাদের নেতা, আপনার জীবন মূল্যবান্। সৈনিকের ন্যায় আপনি আজ আমাদের কোন সাহায্য করতেও পারবেন না।"

আর্গাইলের গর্ব্বে আঘাত লাগিল। তথাপি দোলায়মান চিত্তে তিনি বলিলেন, "মনট্রোজকে দেখে আমি পালাব, এ কথা আমি সহ্য করতে পারব না। যুদ্ধ আমি না করতে পারি, কিন্তু আমার সেনাদলের সঙ্গে মরতে ত পারব।"

ক্যাম্বেলের সহিত আরও অনেক সর্দার মিলিত হইয়া তাঁহাকে স্থানত্যাগ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আর্ডেনভর এবং অচেনব্রেক আজ সেনাপতির কাজ করিবেন। আর্গাইল দূরে থাকিয়া যুদ্ধদর্শন করিবেন। আর্গাইলের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিতে আমরা চাহি না। এ কথা সত্য যে, তিনি জীবনে বীরের মত কোন কাজ করেন নাই। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি যেরূপ বীরত্বের সহিত আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সাহস ছিল না, এ কথা বলা যায় না। তবে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হইতে পারেন নাই, ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে। মানুষের অন্তরে যখন স্থির মৃদুভাবে কেহ বলিতে থাকে যে, তাহার জীবনের মূল্য আছে, বাহিরে আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধব সেই বাণীর প্রতিধ্বনি করিতে থাকে, তখন জীবনরক্ষার চিন্তাই প্রবল হইয়া উঠে।

অচেনব্রেক তাঁহার আত্মীয়কে বলিলেন, "সার ডনকান্, আপনি নিজে লর্ডকে নৌকায় বসিয়ে দিয়ে আসুন। আমি এদিকে অন্য সকলের মনে সাহস-সঞ্চার করতে থাকি।"

তিনি অশ্বকে সেনাবাহিনীর দিকে ধাবিত করিলেন। উৎসাহ-বাক্যের দ্বারা তাহাদের মনে উত্তেজনার সঞ্চার করিতে লাগিলেন। এদিকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আর্গাইল্ ধীরে ধীরে হ্রদের দিকে চলিলেন। নৌকায় আরোহণ করিয়া তিনি নিরাপদে যুদ্ধের ফলাফল লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

সার ডনকান নৌকার দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন, এ অবস্থায় আর্গাইলের প্রাণ মূল্যবান্। নহিলে শত্রুর সম্মুখ হইতে তাঁহাকে সরাইয়া দিতেন না।

তূর্য্যধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া সার ডনকান্ দ্রুতবেগে সেনাবাহিনীর দিকে অশ্বচালনা করিলেন।

সতর্ক-দৃষ্টিসম্পন্ন শত্রুপক্ষ আর্গাইলের রণক্ষেত্র-ত্যাগ লক্ষ্য করিয়াছিল। তাহারা অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমিতে ছিল বলিয়া সকল ব্যাপারই স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিল।

ডেলগেটি বলিল, "ওরা অশ্বারোহী সেনাদলকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাচ্ছে। ঐ ত সার ডনকানের ঘোড়া।"

মনট্রোজ তিক্তহাসি হাসিয়া বলিলেন, "মেজর, তুমি ভুল করছ। ওরা দলের কর্ত্তার জীবন বাঁচাবার চেষ্টা করছে। এখুনি ঝাঁপিয়ে পড়বার সঙ্কেত কর। আর মুহূর্ত্ত দেরী নয়। আমাদের অশ্বারোহী সেনাদলকে আমার কাছে আসবার হুকুম দেও। আইরিশদের সঙ্গে তারা আপাততঃ রিজার্ভ সৈন্যের মত থাকবে।"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

As meets a rock thousand waves,
So Inisfail met Lochlin.

Ossian.

আক্রমণের সঙ্কেত হইল। ব্যাগ্‌পাইপ, তূরী-ভেরী বাজিয়া উঠিল। দুই সহস্র সৈনিকের জয়নাদে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়া উঠিল। এতক্ষণ যে সেনাদল পর্ব্বতান্তরালে আত্মগোপন করিয়াছিল, তাহারা বিদ্যুদ্‌গতিতে শত্রুপক্ষের দিকে ধাবিত হইল।

রাজপক্ষের দক্ষিণাংশকে ম্যানগার্ট পরিচালিত করিতেছিলেন। বামপার্শ্বে ছিলেন ও'কেল। মধ্যবাহিনী পরিচালনার ভার পড়িল মেনটিথের উপর। তিনি পদাতিক বাহিনী পরিচালনার পক্ষপাতী ছিলেন; অশ্বারোহণে তিনি সেই দলকে ধাবিত করিলেন।

ধনু হইতে তীর এবং বন্দুক হইতে গুলী বর্ষণ করিতে করিতে হাইল্যাণ্ড-বাহিনী বিপুল বিক্রমে

শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিল। তাহারাও সে আক্রমণে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত ছিল। আর্গাইলের বাহিনীর অগ্নিবর্ষণ মারাত্মক হইয়া উঠিল। মনট্রোজ দেখিলেন, হাতাহাতি যুদ্ধ করিতে না পারিলে জয়ের সম্ভাবনা নাই। দুই স্থানে তাঁহার বাহিনী শত্রুপক্ষকে পরাজিত করিল। আর্গাইলের সেনাদল ছত্রভঙ্গ হইল। উভয়পক্ষেই হাইল্যাণ্ড-সেনা। কাজেই যুদ্ধ প্রবল উদ্যমে চলিল।

উভয় পক্ষই মরিয়া হইয়া যুদ্ধ করিতেছিল। তরবারি ও কুঠারের আঘাত ভীষণতর হইয়া উঠিল। অনেকেই পরস্পরের পরিচিত। কোন পক্ষই পদমাত্র হটিল না। এই ভাবে দক্ষিণ ও মধ্যভাগে যুদ্ধ চলিতে লাগিল।

দক্ষিণাংশে আর্ডেনভর সামরিক কৌশল এবং সৈন্যসংখ্যার আধিক্যে যুদ্ধে কিছু কিছু সুযোগ পাইতে লাগিলেন। তিনি শত্রুপক্ষকে প্রায় পরাজিত করিয়া ফেলিবার অবস্থায় আনিয়াছিলেন। এমন সময় সংরক্ষিত আইরিশ-সেনাদল অগ্নিবর্ষণ আরম্ভ করিল। তাহার ফলে সার ডনকান যে সুবিধাটুকু পাইয়াছিলেন, তাহা হারাইলেন। তখন তিনি শুধু আক্রমণ প্রতিহত করিবার চেষ্টাই করিলেন। বন্দুকের ধূমে চারিদিক অন্ধকার হইয়া গেল। সেই অবসরে মনট্রোজ ডেলগেটিকে অশ্বারোহী সেনাদলসহ শত্রুর দক্ষিণবাহিনীকে আক্রমণ করিতে বলিলেন। অশ্বারোহী সেনাদলের দ্বারা সহসা আক্রান্ত হইয়া আর্গাইলের দক্ষিণবাহিনী বিচলিত হইল। রণ-অশ্বের হ্রেষাকে হাইল্যাণ্ডেরেরা ভয় করিত। শত্রু-বাহিনী ইহাতে এমন বিচলিত হইয়া পড়িল যে, সার ডনকান্ তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়া রাখিতে পারিলেন না। বর্ম্মাবৃত ডেলগেটি অশ্বারোহণে এমন ভাবে শস্ত্রনিপাত করিতেছিল যে, আর্গাইল-বাহিনী সত্যই ভয়ে অধীর হইয়া পড়িল আর তাহাদিগকে স্থির ভাবে রাখিতে পারা গেল না। দক্ষিণাংশ পরাজিত হইল। অচেনব্রেক রণক্ষেত্রে শয়ন করিলেন।

দুই তিন শত সৈন্য সহ সার ডনকান্ অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাহাদের জীবনও বিপন্ন হইয়া পড়িল। পুনঃ পুনঃ তাহারা আক্রান্ত হইতে লাগিলেন। আত্মসম্মান রক্ষার জন্য একে একে তাঁহারা ভূমিশয্যা গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

সার ডনকান তখন দুই তিন জন পার্শ্বচর সহ বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার উপর বহুসংখ্যক হাইল্যাণ্ডার ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল।

ডেলগেটি চীৎকার করিয়া বলিল, "সার ডনকান, ভাল জায়গায় আশ্রয় পাবেন।" বলিয়া সে তরবারি উদ্যত করিয়া ধাবিত হইল। সার ডনকানের পিস্তল গর্জ্জন করিয়া উঠিল। আরোহী আহত হইল না, কিন্তু অশ্ব তখনই ভূমি-শয়ন গ্রহণ করিল। রেণাল্ড সেই দলে যুদ্ধ করিতেছিল। সে তরবারি উদ্যত করিয়া সার ডনকানকে অস্ত্রাঘাত করিল।

সেই মুহূর্ত্তে আলান ছুটিয়া আসিল। রেণাল্ড ছাড়া, আলানের ভ্রাতার সৈন্যগণ তাহার অনুগামী হইয়া যুদ্ধ করিতেছিল। আলান গর্জ্জন করিয়া বলিল, "শয়তান! তোদের মধ্যে কে সার ডনকানকে অস্ত্রাঘাত করেছে। আমি হুকুম দিয়েছিলাম, সার ডনকানকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করতে হবে।"

ভূপতিত বীরের দেহ হইতে মূল্যবান্ দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিবার জন্য যাহারা উদ্যত হইয়াছিল, তাহারা সহসা থামিয়া গেল। প্রায় অর্দ্ধডজন কণ্ঠে উচ্চারিত হইল, রেণাল্ডই সে কাজ করিয়াছে।

বন্ধুত্ব ভুলিয়া আলান সক্রোধে বলিল, "ওরে কুকুর! সাবধান, ওঁর দেহে কেউ অস্ত্রাঘাত করো না; কর যদি, আমি মেরে ফেল্‌ব।"

সেখানে তখন আলান ও রেণাল্ড ছাড়া আর কেহ ছিল না। অন্য সকলে পলাতকদিগের পশ্চাতে ধাবিত হইয়াছিল।

রেণাল্ডের প্রতিহিংসাপ্রবণ চিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিল, "আমার আত্মীয়দের রক্তে তোমার হাত রঞ্জিত। তোমার হাতে আমি মরব?" বলিতে বলিতে সে আলানের দিকে এমন অতর্কিতভাবে অস্ত্রাঘাত করিল যে, আলান ঢাল দিয়া তাহা প্রতিরোধ করিবার সুযোগ পাইল না।

আলান বলিল, "ওরে শয়তান, এর মানে কি?"

"আমি দস্যুপতি রেণাল্ড।" বলিতে বলিতে সে আবার অস্ত্রাঘাত করিল। কথা শুনিবামাত্র আলানের হৃদয়ে মাতুল-হত্যার প্রতিশোধ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। সে তখন ভীমবিক্রমে দস্যুপতিকে আক্রমণ করিল। কয়েক বার আক্রমণের পর, রেণাল্ডের দেহ ভূমিতলে গড়াইয়া পড়িল। তাহার মাথার খুলির এক স্থান কাটিয়া গেল। আলান তাহার বুকের উপর এক পা রাখিয়া তাহাকে সংহার করিতে উদ্যত, এমন সময় মেজর ডেলগেটি সেখানে আসিয়া এক আঘাতে আলানের অস্ত্রকে অন্যদিকে ফিরাইয়া দিল। সে আলানকে বলিল, "অস্ত্র সংবরণ কর। ওর রক্ষার ভার আমার উপর আছে। কোন সৈনিক পুরুষ

ব্যক্তিগত আক্রোশ চরিতার্থ করতে পারেন না। সেটা রণধর্ম্ম নয়।"

আলান বলিল, "ওরে নির্ব্বোধ! সরে দাঁড়া বল্‌ছি। বাঘ ও তার শিকারের মাঝখানে এসে দাঁড়াতে পারি না।"

কিন্তু সরিয়া দাঁড়ান ত দূরের কথা, মেজর ডেলগেটি রেণাল্ডের শায়িত দেহ আবৃত করিয়া দাঁড়াইল। মনট্রোজ-বাহিনীর দুই একজন ছাড়া রেণাল্ডকে কেহ চিনিত না, কিন্তু ডেলগেটি ও আলান অনেকেরই পরিচিত। একই পক্ষের উভয় সেনানী পরস্পর যুদ্ধোদ্যত, ইহা অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। মনট্রোজ স্বয়ং ব্যাপার দেখিয়া দ্রুতবেগে সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, রেণাল্ড ভূতলশায়ী, ডেলগেটি তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত। তিনি এই বিরোধের হেতু তখনই বুঝিতে পারিলেন। তখন কৌশল সহকারে তিনি বিবাদ থামাইয়া দিলেন। বলিলেন, "কি লজ্জার কথা! ভদ্রলোক সৈনিক-পুরুষরা যুদ্ধজয়ের পর এ কি কাণ্ড বাধিয়েছেন? সকলে কি পাগল হয়েছ? অথবা যুদ্ধজয়ের আনন্দে মাথা খারাপ হয়ে পড়েছে?"

ডেলগেটি বলিল, 'আমার দোষ নেই, হুজুর! সারা য়ুরোপের লোক জানে যে, আমি স্বপক্ষের সকলেরই বন্ধু; কিন্তু এ লোকটার রক্ষার ভার আমি নিয়েছি, যদি কেউ তার দেহ—"

আলানও বলিয়া উঠিল, "আমার অনিষ্টকারী লোকের উপর যখন প্রতিশোধ নিতে যাচ্ছি, তাতে যদি কেউ বাধা দেয়—"

মনট্রোজ আবার বলিয়া উঠিলেন, "ধিক্, ধিক্! তোমাদের দু'জনের অন্য কাজ আছে। ঘরোয়া বিবাদ ছাড়া এখন খুব জরুরী কাজ তোমাদের রয়েছে। এর পর এ সব সামান্য ব্যাপারের মীমাংসা তোমরা ক'রে নিতে পারবে। মেজর ডেলগেটি, তুমি নতজানু হও।"

ডেলগেটি বলিল, "নতজানু হব! ধর্ম্মযাজকের আদেশ ছাড়া জানু নত করতে আমি কখনো শিখিনি।"

মনট্রোজ বলিলেন, "তবু তুমি নতজানু হও—রাজা চার্লসের নামে আমি তোমাকে জানু নত করতে আদেশ'

দুঃখিতচিত্তে ডেলগেটি সে আদেশ পালন করিলে মনট্রোজ তরবারির বিপরীত দিক দিয়া তাহার স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "আজকের যুদ্ধে যে বীরত্ব তুমি দেখিয়েছ, তার জন্য রাজার তরফ থেকে আমি তোমাকে নাইট পদবী দিলুম। এমন সাহস, বীরত্ব ও রাজভক্তি দেখিয়ে তুমি আরো সৌভাগ্য লাভ কর। এখন শোন, স্যর ডুগাল্ড ডেলগেটি, তোমার কর্ত্তব্য-পালনে অবহিত হও। অশ্বারোহী সৈনিক যতগুলি পার সংগ্রহ ক'রে, পলায়নপর শত্রুদের পেছনে তাড়া ক'রে যাও। তোমার বাহিনীকে ছেড়ে দিও না, বা খুব বেশীদূর সাহস ক'রে যেও না। শুধু এইটুকু দেখো যে, ওরা যেন আর সঙ্ঘবদ্ধ হতে না পারে। একটু চেষ্টা করলেই তা পারবে। এখন ঘোড়ায় চড়ে, স্যর ডুগাল্ড রওনা হও।"

নূতন নাইট বলিল, "কিন্তু কার পিঠে চড়ব? বেচারা গষ্টেভস্ ত গুলী খেয়ে রণক্ষেত্রে প্রাণ হারিয়েছে। আমি নাইট হলাম, অথচ ঘোড়া নেই।"

অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া মনট্রোজ বলিলেন, "এ কথা তোমাকে বল্‌তে দেব না। আমার ঘোড়া তোমাকে উপহার দিলাম। এ ঘোড়াও খুব ভাল। আমার এই অনুরোধ যে, তুমি ঠিকমত কর্ত্তব্য পালন করবে।"

স্যর ডুগাল্ড বহু প্রকারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া অশ্বারোহণ করিল। যাত্রাকালে সে মনট্রোজকে অনুরোধ করিল, রেণাল্ডকে নিরাপদে যেন শুশ্রূষা করা হয়। তার পর আদেশ পালনের উদ্দেশ্যে সে তৎপরতার সহিত অগ্রসর হইল।

হাইল্যাণ্ডার বীরকে সম্বোধন করিয়া মনট্রোজ বলিলেন, "আর তুমি, আলান ম্যাক অউলে, তুমি সাধারণ মানুষের চেয়ে ঢের বড়। যারা লুণ্ঠন করে, মাইনে নিয়ে কাজ করে, তাদের সমপর্য্যায়ের লোক তুমি নও। তোমার বুদ্ধিবিবেচনা চমৎকার। তুমি কি না ডেলগেটির মত লোকের সঙ্গে বিবাদ করছিলে। আবার তা কিসের জন্য, না যে শত্রু অস্ত্রাঘাতে ভূমিশয্যা নিয়েছে? এস, বন্ধু, তোমার অন্য কাজ আছে। এই যুদ্ধে জয়লাভের পর আরো একটু কৌশল করলে, আমরা সিফোর্থকে আমাদের দলে ফিরে পাব। আমি সাহসী বীর কর্ণেল হেকে তাঁর কাছে পাঠাচ্ছি। কিন্তু তার সঙ্গে একজন উচ্চপদস্থ হাইল্যাণ্ড ভদ্রলোকের যাওয়া দরকার। তুমি ছাড়া এ কার্য্যের যোগ্য লোক আর কেউ নেই। তুমি কোনদলের এখন সেনাপতি নও, কাজেই তোমাকে আপাততঃ ছেড়ে দিতে কোন বাধা নেই। পার্ব্বত্য-পথের সমস্তই তোমার জানা আছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের রীতিনীতিও তোমার নখাগ্রে। তুমি এখন হে'র কাছে যাও। তাকে আমি সব উপদেশ দিয়ে রেখেছি।

তিনি তোমার প্রতীক্ষায় আছেন। তুমি তাঁর হয়ে সব কাজ করবে, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, দ্বিভাষীর কাজ করবে।"

আলান তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মার্কুইসের দিকে চাহিল। তাহাকে এখান হইতে সরাইয়া দিবার মতলবেই এই ব্যবস্থা, না সত্যই তাহার এই দৌত্যে যাওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিল। মনট্রোজ মনের ভাব গোপন করিতে অসাধারণ দক্ষ ছিলেন। লোকের মনের কথা যেমন সহজে তিনি বুঝিতে পারিতেন, নিজের মনের ভাব তেমনই কাহাকেও বুঝিতে দিতেন না। সত্যই বর্ত্তমান অবস্থায় আলানকে কয়েক দিনের জন্য অন্যত্র প্রেরণ করা বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছিল। যাহারা তাঁহাকে পথ দেখাইয়া এই যুদ্ধে জয়ী করিয়াছে, তাহাদিগকে নিরাপদে রাখাই তাঁহার কর্ত্তব্য। ইহার পর ডেলগেটি ও আলানের বিবাদের মীমাংসা ঘটিবার যথেষ্ট সুযোগ মিলিবে। আলান যাত্রাকালে বলিয়া গেল যে, আহত সার ডনকানের শুশ্রূষা যেন সযত্নে করা হয়। মনট্রোজ তখনই আদেশ দিলেন। রেণাল্ড ও সার ডনকানের দেহ সযত্নে রণক্ষেত্র হইতে অপসৃত করা হইল। রেণাল্ডের শুশ্রূষার ভার পড়িল আইরিশ দিগের উপর—কোন হাইল্যাণ্ডার তাহার কাছে থাকিতে পাইবে না।

অতঃপর মার্কুইসের জন্য আর একটি অশ্ব আনীত হইল। তিনি তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রণক্ষেত্রের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতে গমন করিলেন। তিনি অবস্থা দেখিয়া বুঝিলেন, যুদ্ধে তাঁহার পক্ষ সর্বপ্রকারে জয়ী হইয়াছে। আর্গাইলের পক্ষের তিন হাজার সৈনিকের অর্দ্ধেক প্রাণ দিয়াছে বা পলায়ন করিয়াছে। নদীর তীর পর্য্যন্ত তাহারা বিতাড়িত হইয়া, উপায়ান্তর না দেখিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। কতক জলে ডুবিয়া মরিয়াছিল, কতক বা সন্তরণ করিয়া পরপারে পৌঁছিয়াছিল। বাকি অংশ দুর্গের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল। কিন্তু দুর্গে রসদ ছিল না, পাইবারও উপায় ছিল না। কাজেই বাধ্য হইয়া তাহারা আত্ম-সমর্পণ করে। মনট্রোজ তাহাদিগকে ঘরে ফিরিয়া শান্তভাবে থাকিবার অঙ্গীকারে আবদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। অস্ত্র-শস্ত্র, রসদ, পতাকা প্রভৃতি যাবতীয় বস্তু মনট্রোজ অধিকার করেন।

মৃত ব্যক্তিদিগের মধ্যে পাঁচশত ভদ্র-বংশীয় ছিলেন। আর্গাইল নৌকা করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। সে কলঙ্ক হইতে তিনি কোন দিন মুক্তি লাভ করিতে পারেন নাই।

—

বিংশ পরিচ্ছেদ

> Faint the din of battle braig'd,
> Distant down the hollow wind ;
> War and terror fled before,
> Wounds and death remain'd behind.
>
> Penrose.

শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিয়া মনট্রোজ যশোলাভ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহারও কিছু ক্ষতি হইয়াছিল। কিন্তু সে ক্ষতি শত্রুপক্ষের ক্ষতির তুলনায় এক-দশমাংশ মাত্র। ক্যাম্বেলদিগের বীরত্বে তাঁহার পক্ষে অনেক সাহসী যোদ্ধা আহত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে লর্ড মেনটিথ অন্যতম। তিনি মধ্যবাহিনী পরিচালিত করিয়াছিলেন। আহত হইয়াও তিনি আর্গাইলের পতাকা স্বহস্তে কাড়িয়া লইয়া তাহা মনট্রোজকে প্রদান করেন। মনট্রোজ তাঁহার এই আত্মীয়কে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। এই তরুণ যোদ্ধার চরিত্রে আশ্চর্য্য বৈশিষ্ট্য ও প্রাচীন যুগের বীরত্বানুভূতি ছিল। তাঁহাতে বিন্দুমাত্র অনুদারতা, স্বার্থপরতা ছিল না। আহত আত্মীয়কে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া মনট্রোজ বলিলেন, "বীর বন্ধু!" এই অভিব্যক্তিতে মেনটিথের সর্ব্বদেহ আনন্দরসে অভিষিক্ত হইয়াছিল; উক্তিটি স্বল্পাক্ষর-বিশিষ্ট হইলেও তাহাতে যে আন্তরিকতা ছিল, তাহা দুর্লভ।

মেনটিথের আঘাত সাংঘাতিক হয় নাই। তিনি বলিলেন, "আর কিছু এখন আমার কাম্য নেই। অন্য কোন কাজে আমি এখন যখন লাগছি না, তখন আপনি আমাকে বীর আর্ডেনভরের শুশ্রূষার ভার দিন। তিনি বন্দী এবং সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছেন। মনুষ্যত্বের এই কর্ত্তব্যের প্রেরণা থেকে আমায় বঞ্চিত করবেন না।"

সার ডুগাল্ড ডেলগেটি সেই সময় সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে বলিল, "তিনি আহত হয়েছেন, ভালই হয়েছে। আমার ভাল অমন ঘোড়াটাকে তিনি গুলী ক'রে মেরেছেন, যখন আমি তাঁকে ভাল জায়গায় নিয়ে যাব ব'লে প্রস্তাব করেছিলুম।"

মেনটিথ বলিলেন, "আপনার প্রসিদ্ধ ঘোড়াটা গেছে না কি? সেজন্য কি আমরা সমবেদনা প্রকাশ করব?"

ডেলগেটি বলিল, "ঠিক তাই। এই শীতকালে যুদ্ধ যদি আর বেশী দিন চলত, গষ্টেভস্ হয় ত তুষারসমাধি লাভ করত। তার চেয়ে সে যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ দিয়েছে, ভালই হয়েছে। আমাদের সেনাপতি তার জায়গায় একটা ভাল ঘোড়া আমায় দিয়েছেন। তাকে আমি নাম দিয়েছি, 'রাজভক্তির পুরস্কার'।"

মার্কুইস্ বলিলেন, "আশা করি, তুমি তাকে রণক্ষেত্রের সকলপ্রকার কাজ শেখাবে। তবে এ কথাও ব'লে রাখি, স্কটল্যাণ্ডে এ সময়ে ঘোড়ার বদলে অন্য রকমে পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে।"

সৈনিক পুরুষ বলিল, "হুজুর রহস্য করছেন! 'রাজভক্তির পুরস্কার' গষ্টেভসের মতই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। তবে তার সামাজিক রুচি ভাল নয়। এত দিন সে নীচ সংসর্গে ছিল।"

মেনটিথ বলিলেন, "সার ডুগাল্ড, বড় লজ্জার কথা! আপনি অবশ্য সেনাপতিকে লক্ষ্য ক'রে বলেন নি।"

গম্ভীরভাবে নূতন নাইট বলিল, "এমন অন্যায় কথা আমি বল্‌তে পারিনে। আমার বলবার উদ্দেশ্য এই যে, ঘোড়াটা ওঁর সৈনিকদের কাছে থাক্‌ত। তারাই শিক্ষা দিয়েছে। যুদ্ধের সম্বন্ধে সে ভাল শিক্ষাই পেয়েছে; কিন্তু যখন যুদ্ধক্ষেত্রে না থাকে, তখন সহিসদের সংস্রবে থাকার দরুণ ঘোড়াটার স্বভাব খারাপ হয়েছে। তারা ওকে গালাগালিও দিত, মারত, তাই ঘোড়াটাও লাথি ছুঁড়তে শিখেছে! এ'রকম খারাপ ব্যবহার পেলে চতুষ্পদ জন্তুদেরও মেজাজ বিগড়ে যায়। ভালবাসা না পেলে জানোয়াররা কি ভালবাসা শেখে, মনিবকে সম্মান করতে শেখে?"

মনট্রোজ বলিলেন, "তুমি যেন একবারে দেবতার বাণীর মত কথা বলছ। এবার্ডিনের মারেশচেল কলেজে যদি ঘোড়াকে শেখাবার একটা ক্লাস থাক্‌ত, তা হ'লে তোমার মত লোককে সে পদে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত হ'ত, সার ডুগাল্ড ডেলগেটি।"

জনান্তিকে মেনটিথ সেনাপতিকে বলিলেন, "কারণ, গাধা ব'লে ছাত্রদের সঙ্গে অধ্যাপকের দূর আত্মীয়তা থাকত।"

নূতন নাইট বলিল, "আমার যুদ্ধের সঙ্গীর সঙ্গে শেষ দেখা করতে যাচ্ছি, হুজুর।"

"তাকে কবরস্থ করবার জন্য নয় ত? আমাদের যে সব বীর দেহ রক্ষা করেছে, তাদের কবর খুব তাড়াতাড়ি দেওয়া হবে, তা জান?"

ডেলগেটি বলিল, "ক্ষমা করবেন, হুজুর। সে রকম কল্পনা আমার নেই—অতটা ভাবপ্রবণ আমি নই। আমি তার মাংস শৃগাল, কুকুর, নেকড়ে এবং শকুনির জন্য রেখে চামড়াখানা ছাড়িয়ে নেব। তার পর তা থেকে পা-জামা ক'রে নেব। আমার পা-জামা ছিঁড়ে গেছে। বর্ম্মের নীচে তা পরব। আচ্ছা, বেচারা আর এক ঘণ্টা যদি বেঁচে থেকে তার উপাধিভূষিত মনিবকে বহন করত!"

সে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় মার্কুইস্ তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমার পুরানো বন্ধুর কাছে যাবার আগে আর্গাইলের মদের স্বাদ বন্ধুদের সঙ্গে গ্রহণ ক'রে যাও না। দুর্গে এ জিনিষ প্রচুর পাওয়া গেছে।"

সার ডুগাল্ড বলিল, "নিশ্চয়, হুজুর, ও কাজে আমি দেরী করিনে। আজই যে নেকড়ে আর ঈগলপাখী গষ্টেভসের দেহ আক্রমণ করবে, এমন বোধ হচ্ছে না। কারণ, সুরাপানে সকলেই সচেতন থাকবে—খুব আমোদ হবে। কিন্তু দু'জন ইংরেজ নাইট এখানে আসবেন। হুজুর তাদের জানিয়ে দেবেন যে, আমার দাবী তাঁদেরও আগে।"

জনান্তিকে মনট্রোজ বলিলেন, "এই দেখ, আবার কি গোল বাধালে! শোন, সার ডুগাল্ড, সেটা রাজার বিবেচনার জন্য রাখ্‌তে হবে। আমার শিবিরে ছোট বড়র কোন বালাই রাখব না। সবাই গোল টেবিলে ঘিরে বস্‌বে। যে আগে আসবে, সে আগে বস্‌বে।"

লর্ড মেনটিথ সেনাপতিকে অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "আমাকে নজর রাখতে হবে, ও-ন ডুগাল্ড যাতে প্রথম স্থান না পায়।" তার পর ডেলগেটিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সার ডুগাল্ড, আপনি বলেছেন না যে, আপনার পোষাক ছিঁড়ে গেছে! ওখানে শত্রুপক্ষের অনেক পোটলা জমা আছে, তাতে ভাল ভাল পোষাক আছে। আমি রেশমী কাপড়ের তৈরী ভাল পোষাক দেখেছি।"

মেজর বলিল, "তা হ'লে আর দেরী নয়। এতক্ষণ হয় ত কোন্ বেটা ভাল পোষাকটা বের ক'রে নিয়েছে।"

তখন গষ্টেভস বা মদের কথা তাহার মনে রহিল না। ঘোড়াকে আঘাত করায় সে তাহাকে দ্রুতবেগে বহন করিয়া লইয়া চলিল।

মেনটিথ বলিলেন, "শিকারী কুকুরের মত ও চলেছে। ওর চেয়েও যারা ভাল লোক, তাদের মৃত দেহ মাড়িয়ে লোকটা চলেছে। শকুনির মত লক্ষ দৃষ্টি ওর আছে৷

অথচ জগতের লোক ওকে সৈনিক ব'লে অভিহিত করবে। আর আপনি ওকেই বীরত্বের সম্মানে ভূষিত করেছেন, লর্ড! একটা রক্তপায়ী ডালকুত্তাকে আপনি নাইট উপাধি দিয়েছেন।"

মনট্রোজ বলিলেন, "না ক'রে কোন উপায় ছিল না। তাদের কাছে হাড়গোড় কিছু পাইনি, অথচ ওকে ঘুষ না দিলেও নয়। একা ত আমি পলাতকদের পিছনে ছুটতে পারি না! তা ছাড়া সত্যি ও কুকুরটার অনেক গুণও আছে।"

মেনটিথ বলিলেন, "স্বভাবতঃ গুণ থাকতে পারে, কিন্তু অভ্যাসদোষে লোকটা ঘোর স্বার্থপর হয়ে পড়েছে। নিজের মান ইজ্জৎ বজায় রাখবার জন্য ওর আগ্রহ থাকতে পারে, কর্ত্তব্যপালনে বীরত্বও দেখায় বটে, কিন্তু সেগুলো না হ'লে যে ওর পদোন্নতি হবে না। কিন্তু ওর দয়া প্রকাশেও স্বার্থ আছে। যতক্ষণ পায়ে খাড়া থাকে, হয় ত সঙ্গীকে ও রক্ষা করবার চেষ্টা করবে, কিন্তু যেই মাটীতে প'ড়ে যাবে, অমনি তার পকেট হাতড়ে তার যা কিছু আছে লুঠ ক'রে নেবে। এই দেখুন না, গষ্টেভসের চামড়া নিয়ে সে নিজের পাজামা তৈরি করতে চলেছে!"

মনট্রোজ বলিলেন, "এ সবও যদি সত্য হয়, ভাই, তবু এমন সৈনিককে আদেশ করায় সুবিধা অনেক। কারণ, এ সব লোকের কাজকর্ম্মের উপর নির্ভর ক'রে তুমি একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পার। তোমার মত লোকের মনোবৃত্তি ও সব লোকের থাকতে পারে না।" বলিতে বলিতে সহসা কণ্ঠস্বর পরিবর্ত্তিত করিয়া তিনি মেনটিথকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি এনট লাইলীকে আজ কখন্ দেখিয়াছেন।

যুবক লর্ডের মুখমণ্ডল এ প্রশ্নে ঈষৎ আরক্ত হইল। তিনি বলিলেন, "কাল সন্ধ্যার সময় দেখেছিলাম। আর দেখা হয়নি। এক মুহূর্ত্তের দেখা, তাও ঠিক যুদ্ধের পূর্ব্বে।"

অত্যন্ত কোমলকণ্ঠে মনট্রোজ বলিলেন, "প্রিয় মেনটিথ, তুমি যদি আমাদের বন্ধু ডেলগেটির মত আত্মসুখপরায়ণ হ'তে, তা হ'লে এ ব্যাপার নিয়ে কোন প্রশ্ন আমি করতুম না। এই মেয়েটি অত্যন্ত সুন্দরী—মনোহারিণী। তোমার মত কল্পনাপ্রবণ কোমল চিত্তকে সে মুগ্ধ করতে পারে। তুমি অবশ্য তার ক্ষতি করবে না—তাকে বিয়ে করবে না?"

মেনটিথ বলিলেন, "লর্ড, বার বার আপনি আমাকে এ বিষয় নিয়ে ঠাট্টা করছেন। এটা কিন্তু সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এনট লাইলীর মা-বাপ কে, তা আমাদের জানা নাই। সে বন্দিনী, হয় ত কোন দস্যু তার বাপ। ম্যাক অউলের দয়ায় সে বেঁচে আছে।"

বাধা দিয়া মনট্রোজ বলিলেন, "তুমি রাগ করো না, ভাই। একটা কথা বলি, কত বীরের হৃদয় সুন্দরীর কাছে পরাজিত হয়েছে, তা বোধ হয় জান। সত্যি, এ ব্যাপার নিয়ে আমার মনে একটা উৎকণ্ঠা জেগে আছে। যদি এনট লাইলী ও তুমি পরস্পর প্রণয়াসক্ত থাক, তবে সে সম্বন্ধে আমার কোন কথাই বলা চলে না! কিন্তু মনে রেখ, তোমার এক জন সাংঘাতিক প্রতিযোগী আছে। সে আলান। সে রেগে গেলে কি যে না করতে পারে, তা জানিনে। তোমাদের দুজনের মধ্যে যদি বিরোধ জাগে, তা হ'লে রাজার কাজ নষ্ট হয়ে যাবে। তজ্জন্য তোমাকে বলা আমার কর্ত্তব্য।"

মেনটিথ বলিলেন, "আপনি যা বলছেন, তার অর্থ আমি বুঝি। আপনি বন্ধুর মতই কথা বলছেন। আমি আশা করি, আপনি সুখী হবেন যে, এ বিষয়ে আলানের সহিত আমার কথা হয়ে গেছে। আমি তাকে বুঝিয়ে বলেছি যে, এই নিরাশ্রয়া যুবতীর সম্বন্ধে আমার কোন হীন অভিপ্রায় নেই। সে যে রকম অজ্ঞাতকুলশীলা, তাতে তাকে আমার পত্নী করাও চলে না। আমি আলানের কাছে যা বলেছি, আপনার কাছেও তা বলছি। কিছুই গোপন করতে চাইনে; যদি এনট লাইলী সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে হ'ত, আমি নিশ্চয় তাকে আমার স্ত্রীর আসন ছেড়ে দিতাম। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় তা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমার এ কৈফিয়ৎ শুনে আপনি নিশ্চয় সন্তুষ্ট হবেন। কারণ, আলানের মত যুক্তিহীন লোকও তা শুনে সন্তুষ্ট হয়েছে।"

স্কন্ধদেশ আন্দোলিত করিয়া লর্ড মনট্রোজ বলিলেন, "অর্থাৎ উপন্যাসের নায়কদের মত তোমরা দুজনেই একই নারীর উপাসনা করতে চাও! পুতুলপূজা সারা করে, তারা যেমন একই দেবতার চরণে পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করে? কেউ তার বেশী অগ্রসর হতে চাও না, কেমন?"

মেনটিথ বলিলেন, "না, আমি তা বলিনে। আমি বলেছি, বর্ত্তমান অবস্থায় আমার এই মত। কিন্তু অবস্থার ত পরিবর্ত্তন হ'তে পারে। অবশ্য তার সম্ভাবনা যখন দেখা যাচ্ছে না, তখন আমার বংশের প্রতি কর্ত্তব্য পালনের জন্য, এনট লাইলীর সঙ্গে আমার অন্য কোন সম্পর্ক নেই—শুধু ভাই ও বোনের মধ্যে যে প্রীতির সম্বন্ধ, তাই আছে। কিন্তু লর্ড,

আমায় ক্ষমা করবেন, আপাততঃ আমার হাতের এই আঘাতটাতে ঔষধ দেওয়া এখন দরকার।"

উৎকণ্ঠাভরে মনট্রোজ বলিলেন, "তোমার হাতে অস্ত্রাঘাত? দেখি, দেখি। এতক্ষণ এ কথা বলনি কেন? এর চেয়েও বড় আঘাতের সংবাদ জানবার আগ্রহই আমার বেশী ছিল ব'লে এ দিকে নজর পড়েনি। মেনটিথ, আমি তোমার জন্য দুঃখিত—আমারও জীবনে এ জিনিষ এসেছিল—কিন্তু পুরানো দুঃখকে জাগিয়ে কোন ফল নেই।"

মনট্রোজ লর্ড মেনটিথের করকম্পন করিয়া দুর্গ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

এনট লাইলী অনেক ক্ষত-চিকিৎসার ঔষধ জানিত। সে যুগে স্কটল্যাণ্ডের নারীদিগের হস্তে চিকিৎসার মোটামুটি ভার দিবার ব্যবস্থা থাকায় নারীরা অনেক রোগের ঔষধ জানিত। অভিজ্ঞতার ফলে তাহাদের জ্ঞানও বর্দ্ধিত হইত।

বর্ত্তমান যুদ্ধে এনট লাইলী ও তাহার সঙ্গিনীদিগের সাহায্য বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। আহত-দিগকে এই তরুণী শুশ্রূষা করিত, ঔষধ দিত। সে আহতদিগের পরিচর্য্যায় নিরত, এমন সময় সহসা আলান তাহার কক্ষে প্রবেশ করিল। এনট লাইলী তাহাকে দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠিল। কারণ, সে শুনিয়াছিল যে, আলান কোনও জরুরী কার্য্যে দূরতর প্রদেশে চলিয়া গিয়াছে। সে চাহিয়া দেখিল, আলানের গম্ভীর মুখমণ্ডল গম্ভীরতর হইয়াছে—তাহার আননে কালো ছায়া। আলান নীরবে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল।

তখন এনট লাইলী নিজেই প্রথমে কথা কহিল, "আমি ভেবেছিলুম, আপনি এখানে নেই।"

আলান বলিল, "আমার সঙ্গী প্রতীক্ষা করছে। এখুনি আমি যাব।"

কিন্তু তথাপি সে দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর সে লাইলীর একখানা বাহু ধারণ করিল। তরুণী ব্যথা পাইল না বটে, কিন্তু আলানের বিপুল শক্তির পরিচয় পাইল। যেন অষ্টভুজ রাক্ষসের একটি বাহু তাহাকে কঠোর পাশে আবদ্ধ করিয়াছে।

ভীত স্বরে তরুণী বলিল, "বীণাটা আনব কি? সেই রকম অসুখ বোধ হচ্ছে কি?"

কোনও উত্তর না দিয়া আলান তাহাকে বাতায়নের ধারে টানিয়া লইয়া গেল। বাতায়নপথে রণক্ষেত্র দেখা যায়। মৃতদেহে সে স্থান আচ্ছন্ন। আহতদের আর্ত্তনাদ শুনা যাইতেছিল। লুণ্ঠনরত সৈনিকগণ মৃত ও আহত দেহ হইতে বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিতেছিল।

ম্যাক অউলে বলিল, "এ দৃশ্য দেখে খুসী হ'তে পার কি?"

দুই হস্তে নয়ন আবৃত করিয়া যন্ত্রণাদিগ্ধ কণ্ঠে লাইলী বলিল, "এ দৃশ্য অসহ্য। আপনি কেন আমাকে এ দৃশ্য দেখাতে টেনে আনলেন?"

আলান বলিল, "এইখানে যদি তুমি থাক, তা হ'লে এ সব দৃশ্য তোমাকে দেখতেই হবে। হয় ত এর পর আমার দাদার মৃতদেহও এই রকম ক্ষেত্রে প'ড়ে থাকতে দেখবে। মেনটিথ বা আমারও শবদেহ হয় ত দেখতে পাবে। কিন্তু আমার মৃতদেহ দেখে তোমার কষ্ট হবে না। কারণ, তুমি আমায় ভাল-বাস না!"

অশ্রুপাত করিতে করিতে এনট লাইলী বলিল, "জীবনে এই প্রথম আপনি আমাকে এমন নিষ্ঠুর কথা শোনাচ্ছেন। আপনি আমার বড় ভাই—আমার রক্ষক, আমার অভিভাবক। আপনাকে কি আমি স্নেহ না ক'রে পারি?—থাক্ ও কথা, আপনার মুখে আবার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে—আমি বীণাটা নিয়ে আসি।"

দৃঢ়ভাবে তাহাকে ধরিয়া রাখিয়া আলান বলিল, "না, যেতে হবে না। আমার উপরে এখন অন্য কোন রোগের প্রভাব নেই, আমি স্বাভাবিক ভাবেই কথা বলছি। তুমি আমাকে ভালবাস না, এনট। তুমি ভালবাস মেনটিথকে। তারও কাছে তুমি প্রিয়তমা। তোমার কাছে আলান, ঐ শবদেহদের মতই অবাঞ্ছিত।"

এ কথায় লাইলী নূতন কোন তথ্যের সন্ধান পাইল না। অনেক দিন হইতেই সে এই ভাবের কথা শুনিয়া আসিতেছিল। তাহার প্রেমপিপাসু এই যুবকের এমন ভাবের কথা সে বহুবার শুনিয়াছে। কিন্তু যে সূক্ষ্ম যবনিকা এত দিন দুলিতেছিল, আজ তাহা সরাইয়া আলান যাহা ব্যক্ত করিল, লাইলী তাহার প্রতিবাদ না করিয়া পারিল না।

সে বলিল, "আপনি আমার মত সহায়হীনা নারীকে এ কথা বলবার সময় আপনি নিজের যোগ্যতা ও মহত্ত্বের কথা ভুলে যাচ্ছেন। আপনি জানেন, আমি কি ও কে। সুতরাং আপনি বা মেনটিথ কেউই আমাকে ও ভাবের কথা বলতে পারেন না। শুধু বন্ধুত্ব ছাড়া অন্য কোন সম্পর্ক আপনাদের সঙ্গে আমার হ'তে পারে না। আপনি ভাল করেই জানেন, কি রকম বংশ থেকে আমার জন্ম হয়েছে।"

অধীরভাবে আলান বলিল, "সে কথা আমি

বিশ্বাস করি নে। এমন স্বচ্ছ জলকণা দূষিত স্রোতোধারা থেকে জন্মাতে পারে না।"

এনট কাতরভাবে বলিল, "কিন্তু ঐ সন্দেহ যখন আছে, তখন আমার সম্বন্ধে অমন ভাষা আপনার প্রয়োগ করা উচিত নয়।"

আলান বলিল, "তা জানি। সে জন্য তোমার আমার মিলনে এত বাধা। কিন্তু ঐ বাধা থাকতেও তুমি মেনটিথের কাছ থেকে কেমন ভাবে স'রে দাঁড়াতে পাচ্ছ না। শোন, প্রাণাধিকা এনট! এই ভীষণ স্থান ছেড়ে তুমি চ'লে এস—আমি তোমাকে সিফোর্থের তত্ত্বাবধানে রেখে আসব। সেখানে ভগবানের চরণাশ্রিতা অনেক নারী আছেন; তুমি সেখানে নিরাপদে থাকবে।"

এনট বলিল, "আপনি বুঝছেন না, আমাকে আপনি কি অসঙ্গত প্রস্তাব করছেন। আপনার সঙ্গে আমার মত কুমারী মেয়ের যাওয়া অনুচিত; তা হ'তে পারে না। আলান, আমি এখানেই থাকব —মহানুভব মনট্রোজের আশ্রয় ছেড়ে আমি যাব না। তার পর তিনি যখন এখান থেকে নিম্নভূমির দিকে যাবেন, সেই সময় আমি চেষ্টা ক'রে আপনার দৃষ্টিপথ থেকে আমাকে সরিয়ে নেব। আপনি আমাকে দেখতে পারেন না বুঝি, সুতরাং আমি সে সময় থেকে আর কষ্ট দেব না।"

আলান নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। সে সহানুভূতি প্রকাশ করিবে কি রাগ করিবে, তাহা ভাবিয়া পাইল না।

সে বলিল, "এনট, তুমি জান, তোমার ও কথায় আমার মন তোমার প্রতি বিরূপ হবে না। কিন্তু আমি চ'লে যাচ্ছি ব'লে তোমার আনন্দ হচ্ছে। আমি চ'লে গেলে, মেনটিথের সঙ্গে অবাধে তোমার দেখা-শোনা চলবে—কেউ আর গোয়েন্দাগিরি করবে না; কিন্তু তোমরা দু'জনেই জেনে রাখ, যদি আমাদের কোন ক্ষতি হয়, তা হ'লে তার দশগুণ ক্ষতি আমি করব।"

সঙ্গে সঙ্গে বলপূর্ব্বক সে লাইলার বাহুতে চাপ দিল। তার পর টুপীটা মুখের উপর টানিয়া দিয়া সে চলিয়া গেল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

—After you're gone,
I grew acquainted with my heart, and search'd
What stirr'd it so,—Alas! I found it love.
Yet far from lust, for could I but have lived
In presence of you, I had my end.
Philister.

আলান ম্যাক্‌অউলে প্রণয় ও ঈর্ষা জ্ঞাপন করার পর এনট লাইলা বুঝিতে পারিল যে, তাহার চারিদিকে আলানের ও তাহার মধ্যে-সমুদ্রের ব্যবধান ঘটিয়া গেল। সে এই বিষয় লইয়াই চিন্তা করিতে লাগিল। সে বুঝিল, ধ্বংসস্তূপের প্রান্তদেশে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে, তাহার আশ্রয়স্থান আর থাকিবে না। কোন মানুষের সাহায্যই সে আর পাইবে না। সে অনেক দিন হইতেই বুঝিয়াছিল যে, তাহার হৃদয় মেনটিথের প্রতি আকৃষ্ট। দাতার অপেক্ষাও অন্যভাবে সে তাঁহাকে ভালবাসে। বাল্যকাল হইতেই সে তাঁহার সহিত অন্তরঙ্গভাবে মিশিয়াছে, সে জন্যও বটে, আবার এমন রূপবান্ তরুণ-যুবক তিনি, সে জন্যও বটে। বিশেষতঃ তিনি সর্ব্বদাই তাহার সুখ-স্বচ্ছন্দ্যের প্রতি সতর্ক-সস্নেহ দৃষ্টি রাখিয়া আসিতেছেন। বান্ধবৃন্দের মধ্যে এমন মাধুর্য্যপূর্ণ ব্যবহার সে আর কাহারও কাছে পায় নাই। কিন্তু তাহার প্রেম মুখর ছিল না। সে নীরবে ভালবাসিত। বাসার পাত্রকে ভালবাসিয়া, তাহার সুখে সুখী হইবার চেষ্টাই সে করিত। তাহার অধিক আশা করিতে সে সাহস পাইত না।

আলানের প্রেম ভীষণভাবে আত্মপ্রকাশ করিবার পর, লাইলার মনে যে কাব্যময় ভাব ছিল —গোপনে প্রেমপাত্রকে ভালবাসিয়া আত্মতৃপ্তি লাভের যে কল্পনা ছিল, তাহা যেন অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইল। সে অতঃপর আলানকে ভয় করিতে আরম্ভ করিল। সে তাহার প্রকৃতির পরিচয় জানিত। এই লোকটি বাধা পাইলে কিরূপ ভীষণ হইতে পারে, তাহা সে ভাল করিয়াই জানিত। সে এই সকল কথা ভাবিতেছে, এমন সময় সার ডুগাল্ড ডেলগেটি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ডেলগেটি জীবনে কখনও নারী-সমাজে চলাফেরা করে নাই। কাজেই নারীজাতির সহিত

কি ভাবে কথাবার্ত্তা বলিতে হয়, তাহা সে জানিত না। তবে যখন যুদ্ধ-বিগ্রহ থাকিত না, তখন লোকমুখে শুনিয়া শুনিয়া কি ভাবে নারীজাতির সহিত আলাপ করিতে হয়, সে সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল। কিন্তু সে সময়ে স্ত্রীজাতির সহিত আলাপের প্রয়োজন হইলে সে শব্দাড়ম্বর-পূর্ণ কথা বলিত।

লাইলীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া সে বলিল, "মিসট্রেস্ এনট লাইলী, আমি এখন আর্চিমিসের অর্দ্ধ-ভগ্ন বর্শার মত—ওর এক দিক্ দিয়ে আঘাত করা চলে, অপর দিক্ দিয়ে আরাম করা চলে।"

সে বার দুই কথাটা উচ্চারণ করিল, কিন্তু লাইলী হয় তাহা শুনিতে পায় নাই, নয় ত তাহার কথা বুঝিতে পারে নাই। সুতরাং ডেলগেটি ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিল।

সে বলিল, "মিসট্রেস্ এনট লাইলী, এক জন সম্মানিত নাইট আজকের যুদ্ধে সাংঘাতিক আঘাত পেয়েছেন। তিনি যুদ্ধ-নীতির বাইরে গিয়ে একটা ঘোড়াকে পিস্তলের গুলীতে আহত করেন। সে ঘোড়াটার নাম ছিল সুইডেনের অমর রাজার নামে। ম্যাডাম্, আপনি তাঁর জন্য যদি কিছু প্রতিকারের ভেষজ প্রদান করেন, আমি তা নিয়ে যাব। শুনেছি, আপনি শুধু গানের ওস্তাদ নন, রোগ-নিরাময়েও ধন্বন্তরি।"

ডেলগেটির শব্দাড়ম্বরে হর্ষামোদিত হইবার মত মনের অবস্থা এনটের ছিল না। সে বলিল, "দয়া ক'রে ব্যাপারটা আমায় বুঝিয়ে বলুন।"

ডেলগেটি বলিল, "ঐ অভ্যাসটা আমার মোটেই নেই। তবু চেষ্টা ক'রে দেখ্ছি, যদি আপনাকে বোঝাতে পারি। 'ইউবব' মানে সরবরাহ করা; 'এনেট' মানে আমার আহ্বান এসেছে। 'আপিক্কার' —মানে বোধ হয় এম্, ডি; অর্থাৎ দেহচিকিৎসক।"

এনট বলিল, "আমাদের সকলেই আজ ভাবী ব্যস্ত। আপনি চট্ ক'রে ব'লে ফেলুন, আমার সঙ্গে আপনার কি প্রয়োজন?"

সার ডুগাল্ড বলিল, "সোজা কথায় বলি, আমারই মত এক জন নাইটকে আপনার দেখ্তে যেতে হবে। আপনার সঙ্গিনীদের বলুন, কিছু ঔষধ-পত্র যেন সঙ্গে নিয়ে আসে। কারণ, তাঁর আহত-স্থানে ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে। আঘাত ভারী সাংঘাতিক হয়েছে।"

শুশ্রূষার ব্যাপারে এনট মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিতে জানিত না। প্রশ্ন করিয়া সে জানিয়া লইল, আঘাত কি প্রকারের। সে যখন শুনিল, সার ডনকান্ আহত হইয়াছেন, তখন সে নিজের দুঃখ ভুলিয়া তাঁহার সেবার জন্য তৎপর হইল। এই বৃদ্ধ নাইটকে সে ডারন্লিন্ভারাচ দুর্গে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল।

সার ডুগাল্ড এনট লাইলীকে রোগীর কক্ষে সতর্কভাবে লইয়া গেল। লাইলী সবিস্ময়ে দেখিল, সেখানে লর্ড মেনটিথও আছেন। তাঁহাকে দেখিয়া তাহার আনন লজ্জার অরুণ রাগে আরক্ত হইয়া উঠিল। লজ্জা গোপন করিবার জন্য সে তাড়াতাড়ি রোগীর ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিতে লাগিল। সে বুঝিল যে, তাহার যে বিদ্যাবুদ্ধি আছে, তাহার সাহায্যে এই ক্ষত আরোগ্য করা তাহার সাধ্যাতীত। সার ডুগাল্ড আর একটি বড় ঘরে চলিয়া গেল। সেখানে অন্যান্য আহতদিগের মধ্যে রেণাল্ডও ছিল।

ডেলগেটি বলিল, "বন্ধু, আমি আগেও বলেছি, তোমাকে খুসী করবার জন্য আমি সব করতে পারি। আমার আশ্রয়ে থেকে তুমি আহত হয়েছ। বিনিময়ে আমি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ ক'রে তোমাকে খুসী করতে চাই। তোমার একান্ত অনুরোধে আমি মিসট্রেস্ এনট লাইলীকে সার ডনকানের কাছে নিয়ে এসেছি। সে তাঁর ক্ষতস্থান পরীক্ষা করবে। কিন্তু এতে তোমার যে কি উপকার হবে, তা আমি বুঝতে পারছি না। আমার মনে পড়ছে, একবার যেন তুমি বলেছিলে, ওঁদের দু'জনের মধ্যে কি যেন রক্তের সম্বন্ধ আছে। কিন্তু আমরা সৈনিক মানুষ। আমাদের মাথায় এত জিনিষ গজ গজ করছে যে, ও সব হাইল্যাণ্ড দেশের বংশপত্রিকার কথা মনে থাকে না।"

প্রকৃত কথা বলিতে গেলে মেজর ডেলগেটি পরের কথা লইয়া থাকিতে ভালবাসিত না। সামরিক ব্যাপার না হইলে সে কোন কথায় কান দিত না।

খানিক পরে ডেলগেটি আবার বলিল, "বন্ধু, তোমার নাতিটির কি হ'ল বল্তে পার? আমি তাকে অনেক দিন দেখি নি।"

আহত দস্যু-সর্দ্দার বলিল, "সে কাছেই আছে। তবে তাকে কোন রকম শাস্তি দেবার চেষ্টা করবেন না। কারণ, চাবুকের বদলে সে ছোরা চালাতে জানে।"

সার ডুগাল্ড বলিল, "ওসব ভয় দেখাবার দরকার নেই। যাক্, রেণাল্ড, আমি তোমার কাছে ঋণী, সুতরাং তোমার নাতির দোষ আমি উপেক্ষা করলাম।"

দস্যু সর্দ্দার বলিল, "আপনি যদি এখনো ঋণী আছেন ব'লে মনে করেন, তা হ'লে আপনি আমাকে একটা বর দিতে পারেন।"

ডেলগেটি বলিল, "বন্ধু রেণাল্ড, গল্পের কেতাবে বর দেবার অনেক কাহিনী আমি পড়েছি। ও-সব বাজে কথা। এ যুগের নাইটরা বর দেবার আগে জান্‌তে চায়, অঙ্গীকার রাখবার শক্তি তাদের আছে কি না। এমনও হ'তে পারে যে, তুমি হয় ঐ মেয়েটিকে তোমার ক্ষতস্থানে ঔষধ দেবার জন্য ডেকে পাঠাতে চাও। কিন্তু মনে ক'রে রাখ যে, তুমি যেখানে রয়েছ, ভারী অপরিষ্কার জায়গা। এখানে এলে তার কাপড়-চোপড় নোংরা হয়ে যেতে পারে। মেয়েরা কাপড় নোংরা করতে চায় না।"

ম্যাক্‌ইয়াগ বলিল, "আমি এনট লাইলীকে এখানে আস্‌তে বল্‌ছি না। আমাকে সেই ঘরে নিয়ে চলুন—সেখানে সার ডন্‌কান্ ও এনট লাইলী রয়েছেন। আমি যা বলব, তা দু'জনেরই জানা দরকার।"

ডেলগেটি বলিল, "এ রকম নিয়ম নেই। এক জন নাইটের কাছে, আহত দস্যুকে নিয়ে যাওয়া আইনবিগর্হিত। তবে তোমার এ প্রার্থনা আমি পূর্ণ করব।" এই বলিয়া সে তিন জন লোককে রেণাল্ডের দেহ বহন করিয়া সার ডন্‌কানের কক্ষে লইয়া যাইতে আদেশ দিল; তৎপূর্ব্বে সে স্বয়ং এ কথা সার ডন্‌কান্‌কে জানাইবার জন্য চলিয়া গেল। কিন্তু সৈনিকরা এত তৎপরতার সহিত ডেলগেটির অনুসরণ করিল যে, সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা আহত দস্যুকে সেই ঘরে পৌঁছাইয়া দিল। রেণাল্ডের দেহ ভূমি-শয্যায় রক্ষিত হইল।

অতি কষ্টে মাথা তুলিয়া রেণাল্ড বলিল, "আপনি কি আর্ডেনভরের নাইট?"

সার ডন্‌কান্ বলিলেন, "হ্যাঁ, আমিই সেই ব্যক্তি। কিন্তু আমার জীবন-প্রদীপ নিভে এসেছে। এখন আমার পরিচয় জেনে কি হবে?"

দস্যু-সর্দ্দার বলিল, "আমারও জীবন ঘনিয়ে এসেছে। শেষ মুহূর্ত্তে আমার চিরশত্রুর যদি কোন উপকার ক'রে যেতে পারি!"

"তুমি আমার উপর শত্রুতা করেছ?"

দস্যু বলিল, "হ্যাঁ, আমি তোমার উপর প্রতিশোধ নিয়েছি। তুমিও আমার যথেষ্ট ক্ষতি করেছ, আমিও করেছি। আমি রেণাল্ড ম্যাক্‌ইয়াগ—দস্যু-দলপতি আমি। আমি তোমার দুর্গে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলুম। আমাদের সম্প্রদায়ের তুমি কি ক্ষতি করিয়াছিলে, তা মনে ক'রে দেখ। আমি তার প্রতিশোধ দিয়েছিলুম। যারা আমাদের অনিষ্ট করে, তাদের আমরা রেহাই দেইনে।"

শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া সার ডন্‌কান্ বলিলেন, "লর্ড মেনটিথ, এ লোকটা ভগবান ও মানুষের চিরশত্রু—রাজার শত্রু। আপনার বংশের ম্যাক অউলের এবং আমার চিরশত্রু। আমার অন্তিম মুহূর্ত্তকে এর বর্ব্বর জয়গর্ব্বে তিক্ত করবার অবকাশ দিও না।"

মেনটিথ বলিলেন, "ওকে এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হোক্।"

সার ডুগাল্ড অগ্রসর হইয়া বলিল যে, রেণাল্ড মনট্রোজের সেনাবাহিনীকে পথ দেখাইয়াছে। সে উহার জন্য দায়ী আছে। কিন্তু দস্যু-সর্দ্দার তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিল, "না, আমাকে সরিয়ে দেও—মাঠে ভাগাড়ে আমাকে ফেলে দেও। তা হ'লে এই গর্ব্বিত নাইটের—এই বিজয়ী লর্ডের শেষ আশা চূর্ণ হয়ে যাবে। শকুনি-শৃগাল আমার দেহ ভক্ষণ করবে, সেই সঙ্গে গুপ্ত কথাও লুপ্ত হয়ে যাবে। আমি যে গোপন কথা জানি, তা শুন্‌লে মৃত্যুশয্যাতেও সার ডন্‌কানের হৃদয় আনন্দে নৃত্য ক'রে উঠবে। লর্ড মেনটিথ তাঁর সর্ব্বস্বের বিনিময়েও সে গুপ্ত কথা কিনে নিতে রাজি। এনট লাইলী, এ দিকে স'রে এস ছেলেবেলা যার কোলে চ'ড়ে বেড়াতে, এখন তাকে দেখে ভয় পেও না। এই গর্ব্বিত লোকদের তুমি ব'লে দেও যে, আমাদের রক্তে তোমার জন্ম হয়নি—দস্যুদলের কেউ তোমার পিতা-মাতা নয়। ব'লে দেও যে, তুমি রাজপ্রাসাদেই জন্মগ্রহণ করেছ, সেখানেই শৈশবে লালিত-পালিত হয়েছিলে।"

ভাবের আতিশয্যে কম্পিতদেহে লর্ড মেনটিথ বলিলেন, "এই মহিলার জন্মকথা যদি তোমার জানা থাকে, তা হ'লে মৃত্যুর আগে সে কথা প্রকাশ কর।"

তাহার দিকে ঈর্ষ্যাপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রেণাল্ড বলিল, "আমার শত্রুদের আমি মৃত্যুকালে আশীর্ব্বাদ জানিয়ে যাব, বল্‌তে চান? আপনাদের ধর্ম্মযাজকরা এই রকম কথাই বলেন বটে। কিন্তু আপনারা নিজে কি তা করেন? আমার গুপ্ত কথার দাম কতখানি, আগে তা জেনে নেই—তার পর বলব। আপনি ডন্‌কান্, আপনি এত দিন ধ'রে যাদের জন্য উপবাস ক'রে এসেছেন, আজ যদি জান্‌তে পারেন, আপনার বংশধরদের এক জনও বেঁচে আছে, তার বিনিময়ে

আপনি কি মূল্য দিতে পারেন? এর উত্তর চাই, তা না পেলে আমি আর একটা কথাও বলব না।”

সার ডন্‌কানের কণ্ঠস্বর বিস্ময়, অবিশ্বাস, ঘৃণা, ও ভয়ে কম্পিত হইল। তিনি বলিলেন, “আমি পারি, কিন্তু তোমাদের উপর আমার বিশ্বাস নেই। তোমরা সব রকম মিথ্যা কথা বলতে পার। কিন্তু যদি সত্য কথা বল ত আমি তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করতে পারি।”

রেণাল্ড বলিল, “শুনুন এঁর কথা! আর আপনি লর্ড মহোদয়! আমি শিবিরের সকলকে বলাবলি করতে শুনেছি যে, এনট লাইলী নীচ ঘরের সন্তান নয়. এটা জানবার জন্য আপনি আপনার যথাসর্ব্বস্ব দিতে পারেন। অবশ্য ভালবাসার বিনিময়ে আমি গুপ্ত কথা প্রকাশ করব না। এমন দিন ছিল, যখন জীবনরক্ষার জন্য এই গুপ্ত কথা ব্যক্ত করতে পারতাম। কিন্তু এখন বলতে চাচ্ছি কেন জানেন? জীবন বা স্বামিসেবার চাইতেও যা প্রিয় তার জন্য! এনট লাইলী আর্ড্রেনভর দুর্গাধিপের ছোট মেয়ে। একমাত্র সন্তান। আর সবাই মরেছে, শুধু সেই বেঁচে আছে।”

এনট লাইলী বলিল, “এ লোকটা কি সত্য কথা বলছে? না মায়া বা প্রবঞ্চনা?”

রেণাল্ড বলিল, “কুমারি, তুমি যদি আমাদের দলে বেশী দিন থাকতে, তা হ'লে উচ্চারণ স্বরেই আমরা সত্য কথা বলছি কি না, বুঝতে পারতে। লর্ড মেনটিথ ও সার ডন্‌কানকে আমি আমার কথার প্রমাণ দেখাব। এখন তুমি এখান থেকে যাও। তোমাকে ছোট শিশুবেলায় আমি ভালবাসতাম। এখন তোমার যৌবনকাল, এখনো তোমাকে ঘৃণা করিনে। গোলাপফুল কাঁটা-গাছে জন্মালেও কেউ তাকে ঘৃণা করতে পারে না। শুধু তোমারই জন্য আমি আজ এ কাজ করতে চলেছি। শত্রুর উপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে যে নিষ্পাপ, তার ধ্বংসসাধন করতে পারি না।

লর্ড মেনটিথ বলিলেন, “ ঠিকই বলছে, এনট। ভগবানের দোহাই, তুমি এখান থেকে যাও। এর কাহিনীর ভেতর যদি কিছু সত্য থাকে, তা হ'লে সার ডন্‌কান্‌কে প্রস্তুত হ'তে হবে!”

এনট বলিল, “আমার বাবাকে যদি ফিরে পেয়ে থাকি, এ অবস্থায় আমি তাঁর কাছ-ছাড়া হব না।”

সার ডন্‌কান্ মৃদুগুঞ্জনে বলিলেন, “আমাকে তুমি পিতা বলেই ভাব।” .

মেনটিথ বলিলেন, “তা হ'লে রেণাল্ডকে আমরা পাশের ঘরে নিয়ে যাই। সেখানে আমি সব প্রমাণ সংগ্রহ করব। সার ডুগাল্ডও এ বিষয়ে সাহায্য করবেন।”

সার ডুগাল্ড বলিল, “খুসী মনে এ কাজ আমি করব। আমি আপনাকে সব রকমেই সাহায্য করতে পারব। আমি আগে ইনভারেরি দুর্গে এ কাহিনীর কথা শুনেছিলুম, কিন্তু যুদ্ধে সব গুলিয়ে গিয়েছিল ব'লে মাথায় কিছু নেই এর চেয়েও গুরুতর ব্যাপারের চিন্তা আমার মনে ছিল।”

এই স্পষ্ট উক্তি শুনিয়া লর্ড মেনটিথ ডেলগেটির দিকে তীব্র ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু মেজর তাহা দেখিয়াও দেখিল না।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

I am as free as nature first made man,
Ere the base laws of servitude began,
When wild in woods the noble savage ran.
Conquest of Granada.

আর্ল মেনটিথ রেণাল্ডের কথিত কাহিনীর সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য সন্ধান লইলেন। দস্যুপতির দুই জন অনুচর পথিনির্দ্দেশের জন্য সেনাদলে যোগ দিয়াছিল। তাহারা রেণাল্ডের উক্তির সমর্থন করিল। তাহাদের উক্তির সহিত দুর্গের ধ্বংস-সংক্রান্ত বিবরণও মিলাইয়া দেখিলেন। সার ডন্‌কানের পরিবারবর্গের কেহ কেহ উপস্থিত ছিল, তাহারাও যাহা বলিল, তাহার সহিত রেণাল্ডের কাহিনী মিলিয়া গেল। দস্যু যে একটা বাজে লোকের কন্যাকে সার ডন্‌কানের সন্তান বলিয়া চালাইয়া দিবে, তাহা সম্ভবপর নহে।

মেনটিথ এ কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করিলেও আরও সন্ধান লইলেন। দস্যুদলের আরও যাহারা জীবিত ছিল, তাহারা একবাক্যে রেণাল্ডের উক্তিরই সমর্থন করিল—কোথাও এতটুকু অসামঞ্জস্য দেখা গেল না। শুধু তাহাই সার ডন্‌কানের কন্যার অঙ্গে একটা বিশিষ্ট চিহ্ন ছিল, এনট লাইলীর দেহে তাহা হুবহু মিলিয়া গেল। তাহা ছাড়া সার ডন্‌কানের নিহত অপর সন্তানদিগের অবশেষ পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু ছোট মেয়ের দেহাবশেষ পাওয়া যায় নাই। এইরূপ প্রমাণের পর লর্ড মনট্রোজও মানিয়া লইলেন যে, এনট লাইলী সার ডন্‌কানেরই সন্তান। তাঁহারা সকলেই এই অপূর্ব্ব সুন্দরীকে অতঃপর বিশেষ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখিতে লাগি

মেনটিথ তখন তাড়াতাড়ি শুভ সংবাদটা সকলকে জানাইবার জন্য চলিয়া গেলেন। রেণাল্ড তাহার পৌত্রকে ডাকিয়া পাঠাইল। তাহাকে অল্প সন্ধানেই পাওয়া গেল। পিতামহের নিকট সে নীত হইল।

বৃদ্ধ দস্যু-সর্দ্দার বলিল, "কেনেথ, তোমার পিতামহের শেষ কথাগুলো শুনে রাখ। এক জন স্যাক্সন সৈনিকের সঙ্গে আলান খানিকক্ষণ হ'ল চ'লে গেছে। তুমি তার পেছনে ছুটে যাও। হ্রদ সাঁতরে, পাহাড় ডিঙ্গিয়ে, বনবাদাড় ভেঙ্গে ছুটে যাও। যতক্ষণ তাদের দেখা না পাবে,কোথাও থাম্‌বে না।—তোমার ছোরা তার বুকে বসিয়ে দিও না। তারা তোমাকে এখানকার খবর জিজ্ঞাসা করবে। তুমি বল্‌বেন, এনট লাইলী সার ডন্‌কানের মেয়ে। সব সংবাদ প্রকাশ পেয়েছে। লর্ড মেনটিথের সঙ্গে এনটের বিয়ে হবে। সকলকে বিয়েতে উপস্থিত থাকবার জন্য তোমাকে নেমন্তন্ন করতে পাঠান হয়েছে। তারা কি উত্তর দেয়, তা শুনবার জন্য তুমি দেরী করবে না। সংবাদ দিয়েই উধাও হয়ে যাবে। যাও, প্রিয়তম, তোমার সঙ্গে এ জীবনে আর আমার দেখা হবে না। দাঁড়াও, আর একটা কথা শুনে যাও। আমাদের জাতের অদৃষ্টে যা ঘ'টে গেল, তা স্মরণ রেখ, আমাদের দলের প্রাচীন রীতি-নীতি ত্যাগ করো না কখনো। আমাদের দলের সংখ্যা ক'মে গেছে—সবাই আমাদের ধ্বংস করতে চায়। বনের মধ্যে, পাহাড়ের উপর নিজেদের স্বাধীনতা বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করবে। এটা তোমার জন্মগত অধিকার। স্বর্ণের বিনিময়ে, ঐশ্বর্য্যের বিনিময়ে স্বাধীনতা বিক্রী করো না। যারা আমাদের জন্য দয়া প্রকাশ করেছে, প্রাণ দিয়ে, দেহের রক্ত দিয়ে তাদের উপকার করবে। যদি ম্যাকআলান বংশের কোন লোক রাজার ছেলের কাটা মুণ্ড হাতে ক'রে তোমার আশ্রয় চায়, তাকে আশ্রয় দেবে। পেছনে রাজার বিপুল সেনাদল আস্‌ছে ব'লে ভয় পেও না। ডায়ারমিডের ছেলেরা, ডারনলিনভারাচের বংশধররা, মেনটিথের ছেলেমেয়েরা তোমার বাধ্য। যদি হাতে পেয়ে তাদের উপর প্রতিশোধ না নেও, আমার অভিশাপ তোমার উপর পড়বে। তুমি দেখ্‌বে, এর পর ওরা নিজেরাই মারামারি ক'রে মরবে। যারা পালাবে, দুস্যদলের হাতে তাদের প্রাণ যাবে। যাও বৎস! দ্রুতবেগে ধাবিত হও—উল্কার বেগে চ'লে যাও। তোমার বংশের যারা শত্রু, তাদের নিপাতের ব্যবস্থা কর।"

কিশোর বর্ব্বর নত হইয়া পিতামহের ললাট চুম্বন করিল। কিন্তু বাল্যকাল হইতেই বাহিরে কোন প্রকার উত্তেজনা যাহাতে প্রকাশ না পায়, সে শিক্ষা তাহার হইয়াছিল। তাই তাহার চোখে এক বিন্দুও অশ্রু ছিল না। মুহূর্ত্তমধ্যে সে মনট্রোজের শিবির ত্যাগ করিল।

সার ডুগাল্ড ডেলগেটি উক্ত দৃশ্যের শেষভাগে সেখানে উপস্থিত ছিল। সে বলিল, "বন্ধু রেণাল্ড, তুমি ত পরপারে চলেছ। মারামারি, কাটাকাটি, ধ্বংস, আগুন দেওয়া প্রভৃতি কাজ হ'ল সৈনিকের ধর্ম্ম। তার সে কাজ সমর্থন করা যেতে পারে। কারণ, সেটা তার কর্ত্তব্যের অঙ্গ। আমরা রোজ অনাচার অত্যাচার করেছি, কিন্তু ভগবান্ আমাদের সে কাজ মার্জ্জনা করবেন। কিন্তু মৃত্যুকালে সৈনিককেও ধর্ম্ম-যাজকের কথা শুন্‌তে হয়, উপদেশ নিতে হয়। আমি রাজপুরোহিতকে ডেকে নিয়ে আসি। তা হ'লে মৃত্যুকালে খৃষ্টানের মত তোমার প্রাণ বের হয়ে যাবে।"

দস্যুপতি উত্তরে শুধু জানাইল যে, তাহাকে এমন ভাবে শোয়াইয়া দেওয়া হউক, যাহাতে সে বাতায়নপথে দুর্গের দৃশ্য দেখিতে পায়। তাহার প্রার্থনা অনুসারে কাজ করা হইলে সে বলিল, "আত্মা! তোমাকে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ বলা হয়। আমার যন্ত্রণা শেষ হ'লে আমাকে তোমার অন্ধকার রাজ্যে ঢেকে ফেলে দিও। অনেক বার এ রকম আশ্রয় তুমি দিয়েছ।"

কথাশেষের সঙ্গে সঙ্গে সে পাশ ফিরিয়া প্রাচীরের দিকে মুখ করিয়া শয়ন করিল। আর কোন কথা বলিল না।

ডেলগেটি বলিল, "আমার বন্ধু রেণাল্ডের হৃদয়ে পৌত্তলিকতা ছাড়া কিছু নেই। মনট্রোজের সামরিক বিভাগের ধর্ম্ম-যাজক ডাঃ উইশ হার্টকে আনা যাক্। তিনি তোমার পাপ ধুয়ে দেবেন, বন্ধু।"

মরণাহত দস্যু বলিল, "পুরোহিতের কথা আমি শুন্‌তে চাইনে। আমি সুখে, শান্তিতে মরতে চলেছি। আপনি কি এমন লোকের কথা শুনেছেন, যার বিরুদ্ধে সমস্ত অস্ত্র ব্যর্থ হয়—গুলী যার দেহে বিদ্ধ হয় না, ধনুকের শর তাকে দেখে কম্পিত হয়, যার নগ্ন দেহ অস্ত্রাঘাতে বিদ্ধ হয় না? এমন লোকের কথা শুনেছেন?"

সার ডুগাল্ড বলিল, "অনেকবার—আমি যখন জার্ম্মাণীতে ছিলাম, তখন ইনগলষ্টাড নামে এক জন লোক ছিল, অস্ত্র বা গুলী তার শরীরকে বিদ্ধ করতে

পারত না! তাকে সৈনিকরা বন্দুকের কুঁদো দিয়ে মেরে ফেলেছিল।"

মেজরের কথায় কাণ না দিয়া রেণাল্ড বলিল, "আমার এক জন চির-শত্রু আছে। সে আমার প্রাণাধিক সন্তানদের রক্তপাত করেছে। আমি তাকেই আমার মনের যন্ত্রণা, ঈর্ষ্যা, হিংসা, নৈরাশ্য এবং আকস্মিক মৃত্যু সব দিয়ে গেলুম। সে মৃত্যুর চেয়েও যন্ত্রণা ভোগ করবে। আলানের ভাগ্যে তাই ঘটবে—যখন সে শুনবে যে, মেনটিথ এনট লাইলীকে বিয়ে করছে। আমি আর কিছু চাইনে, এতেই আমার আত্মা তৃপ্তিলাভ করবে।"

ডেলগেটি বলিল, "তাই যদি হয়, তার আর কথা নেই। তবে যাতে বেশী লোকের তোমার সঙ্গে দেখা না হয়, আমি সে ব্যবস্থা করব; কারণ, তোমার মৃত্যু খৃষ্টান সেনাদলের আদর্শরূপে গণ্য হ'তে পারে না।"

মেজর এই বলিয়া চলিয়া গেল। তাহার অত্যল্প-কাল পরেই দস্যু-সর্দ্দার প্রাণত্যাগ করিল।

এ দিকে মেনটিথ এনটের প্রকৃত পরিচয় জানিয়া লর্ড মনট্রোজের সঙ্গে সে বিষয়ে আলোচনা করিতেছিলেন। মার্কুইস্ বলিলেন, "মেনটিথ, সব এখন বুঝলাম। এ খবর প্রকাশ পাওয়াতে তোমার সুখের সম্ভাবনা আছে। তুমি এই তরুণীকে ভালবাস, তিনিও তোমায় ভালবাসেন, তা জানতে পেরেছি। এখন জন্মের দিক দিয়ে আর কোন বাধা নেই। সব দিকেই সুবিধা আছে। তবে একটা কথা আছে; সার ডনকান্ এখন যুদ্ধের বন্দী। আর গৃহ-বিবাদেরও সূত্রপাত হয়েছে। এমন সময়ে কি তুমি সার ডন্‌কানের উত্তরাধিকারিণীর পাণি প্রার্থনা করতে পার? অথবা তিনিই যে তোমার প্রস্তাবে সম্মত হবেন, তারই বা সম্ভাবনা কি আছে?"

এই সকল প্রতিবাদের উত্তরে মেনটিথের হাজার যুক্তি ছিল। প্রেম যাবতীয় বাধা অতিক্রম করিয়া থাকে। তিনি মনট্রোজকে বুঝাইয়া দিলেন যে, সার ডন্‌কান্ ধর্ম্ম বা রাজনীতিতে গোড়া নহেন। হয় ত সার ডন্‌কান্ তাঁহার মতের পরিবর্ত্তনও করিতে পারেন। মেনটিথ বুঝাইলেন যে, সার ডনকানের আঘাত সাংঘাতিক। হয় ত সুন্দরীকে ক্যাম্বেলদের দেশে লইয়া যাওয়া হইবে। পিতার মৃত্যুর পর এনট লাইলী আর্গাইলের কবলে গিয়া পড়িবে। সেইরূপ অবস্থায় রাজপক্ষ ত্যাগ করিয়া মেনটিথকে কন্যালাভের জন্য বিপক্ষের কাছে মাথা নত করিতেও হইতে পারে।

এ সকল যুক্তি মনট্রোজ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। সুতরাং তিনি বুঝিলেন, সার ডনকানের কন্যার সহিত মেনটিথের বিবাহ যথাসম্ভব শীঘ্র নিষ্পন্ন হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

তিনি বলিলেন, "কাজটা এক রকমে শেষ হয়ে যাওয়াই ভাল, এবং আলান শিবিরে ফিরে আসবার আগেই তরুণীকে এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া সঙ্গত। মেনটিথ, আলানের দিক থেকে বিপদের আশঙ্কা আছে। সুতরাং সার ডনকান ও তাঁর মেয়েকে এখান থেকে জলপথে তাঁর দুর্গে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা যাক। তুমিও তাঁদের সঙ্গে চ'লে যাও। জলপথে গেলে সার ডনকানের কোন কষ্ট হবে না, আর শিবিরে তোমার অনুপস্থিতিরও একটা সন্তোষ-জনক কৈফিয়ৎ দেওয়া চলবে।"

মেনটিথ বলিলেন, "তা হবে না। যদি আমার নবজাত আশা অঙ্কুরেই শুকিয়ে যায়, তবু এ সময় আমি যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ ক'রে যাব না। আমার শরীরে যে আঘাত লেগেছে, তা এমন সাংঘাতিক নয় যে, পচন ধরবে। রাজার এ বিপদে আমি এখান থেকে যেতে পারব না।"

মনট্রোজ বলিলেন, "এ বিষয়ে তুমি দৃঢ়সংকল্প?"

"বেননেভিস পাহাড় যেমন অচল, অটল, আমিও তাই।"

"তবে এক কাজ কর, তুমি সার ডনকানের সঙ্গে কথা ব'লে দেখ। আমি ম্যাক অউলের সঙ্গেও কথাটা আলোচনা ক'রে ফেলি। তাঁর ভাইকে এ সময়ে অন্যত্র নিযুক্ত রাখতে হবে; তার পর সব মিটে যাবে। ভগবানের দয়ায় যদি আলান এমন অবস্থায় গিয়ে পড়ে যে, এনট লাইলীর সম্বন্ধে তার সব স্মৃতি বিলুপ্ত ক'রে দেয়! তুমি তা অসম্ভব ভাবছ, মেনটিথ? যাক্, যে যার কার্য্য করা যাক্—তুমি প্রেমদেবতার আরাধনা কর, আর আমি রণদেবতার উপাসনা করতে থাকি।"

কথামত পরদিন প্রভাতেই মেনটিথ সার ডনকানের সহিত দেখা করিলেন। তিনি সার ডনকানের কন্যার পাণি প্রার্থনা করিলেন। সার ডনকান উভয়ের প্রেমের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন। বর্ত্তমান অবস্থায় তিনি কন্যার বিবাহ দিতে তত্টা মত দিলেন না। কিন্তু পরে তিনি বলিলেন যে, কন্যার সহিত আলোচনার পর তিনি অভিমত প্রকাশ করিবেন।

সে আলোচনার শুভ ফল প্রসূত হইল। সার ডনকান ভাল করিয়াই জানিতে পারিলেন যে, তাহার অপহৃতা কন্যার সুখ নির্ভর করিতেছে মেনটিথের

সহিত এনটের বিবাহে। আর্গাইল অবশ্য এরূপ বিবাহে ঘোর আপত্তি তুলিতে পারেন। কিন্তু কন্যার সুখই তাঁহার প্রথম কাম্য। বিশেষতঃ মেনটিথের স্বভাবচরিত্র চমৎকার, অবস্থাও উত্তম। এরূপ জামাতা বিশেষভাবে প্রার্থনীয়। রাষ্ট্রনীতিক মতবাদ পরস্পরের বিরুদ্ধ হইলেও, বিবাহে তাহা প্রতিবন্ধকস্বরূপ গণ্য হইতে পারে না। কন্যার প্রকৃত পরিচয় অজ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও মেনটিথ লাইলীর প্রণয়াসক্ত হইয়াছিলেন, এ কথাটা মনে হইবামাত্র মেনটিথের উপর তাঁহার শ্রদ্ধা আরও বাড়িল।

সার ডনকান বিবাহে অনুমতি দিলেন। গোপনে মনট্রোজের অধিকৃত ধর্ম্মমন্দিরে বিবাহ সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি আদেশ দিলেন। স্থির হইল, বিবাহের পরেই মেনটিথ পত্নীসহ সার ডনকানের দুর্গে যাইবেন ও সেখানে অবস্থান করিবেন। সার ডনকান বিবাহে বিলম্ব করা সঙ্গত মনে করিলেন না। পরদিবস সন্ধ্যায় বিবাহের দিন নির্দ্দিষ্ট হইল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

My maid—my blue-eyed maid, he bore away,
Due to the toils of many a bloody day.
Iliad.

এনট লাইলীর প্রতিপালক আঙ্গস্ ম্যাক অটলেকে সব বৃত্তান্ত জানান আবশ্যক মনে করিয়া মনট্রোজ স্বয়ং তাঁহাকে সকল কথা জ্ঞাপন করিলেন। তিনি বলিলেন যে, এনট লাইলী তাহার পিতার অগাধ সম্পত্তির মালিক হইয়া নিশ্চয় রাজপক্ষভুক্ত কাহারও সহধর্ম্মিণী হইবে। আঙ্গস্ বলিলেন, "আমার ভাই যদি তাকে বিয়ে করতে চায় ত' আমার তাতে আপত্তি হবে না। এনট তা হ'লে চিরদিন আলানকে সুখী করতে পারবে। তার যে ফিটের পীড়া হয়, তা আর হবে না।"

মনট্রোজ তাড়াতাড়ি তাঁহাকে আকাশে দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার কল্পনা হইতে নিরস্ত করিলেন। তিনি জানাইয়া দিলেন যে, সুন্দরীর পতি-নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। সার ডনকান্ নির্ব্বাচিত পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছেন। আর্ল মেনটিথের সহিত এনট লাইলীর বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। আঙ্গস্ চিরদিন লাইলীকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আসিয়াছেন—তাহার বিবাহেও তিনি যাহাতে উপস্থিত থাকেন, মনট্রোজ সেই প্রস্তাব করিলেন। এই সংবাদে আঙ্গস্ অত্যন্ত গম্ভীর হইলেন। তাঁহার ভ্রাতাকে প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে, ইহাতে যেন তিনি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন।

তিনি বলিলেন যে, এত দিন এনট লাইলী তাঁহাদের গৃহে প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছে। সে জন্য তাহার উপর তাঁহাদের দাবী ছিল। শুধু বিবাহের নিমন্ত্রণে যোগদান করার ব্যবস্থাই যথেষ্ট নহে। পূর্ব্ব হইতে তাঁহার সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিয়া তবে ব্যবস্থা হওয়া উচিত ছিল। অবশ্য মেনটিথ ভাল লোক, তাঁহার সহিত এনটের বিবাহ হইতেছে, সে ভাল কথা। তবে ব্যাপারটা খুব তাড়া-তাড়ি করা হইয়াছে, এ অভিযোগ তিনি করিতে বাধ্য। আলান এই তরুণীর প্রতি আকৃষ্ট, তাহার ভাল-মন্দের দিকে আলানের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। সুতরাং এ বিষয়ে তাহার অভিমত না লইয়াই ব্যবস্থা করা অকৃতজ্ঞতারই নামান্তরমাত্র।

মনট্রোজ বুঝিলেন সবই। তিনি আঙ্গস্কে জানাইলেন যে, ভাবাতিশয্যে অভিভূত না হইয়া তিনি যেন যুক্তির দিক দিয়া ব্যাপারটি বুঝিয়া দেখেন। আলানের মধ্যে অনেক সদ্গুণ আছে সত্য, কিন্তু সার ডনকানের একমাত্র সন্তানকে তাহার হাতে সমর্পণ করা কত দূর সম্ভবপর, তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। আলানের ব্যাধির কথা ভুলিয়া গেলে ত চলিবে না। যখন সে ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন কেহই আলানের কাছে যাইতে সাহস করে না।

আঙ্গস্ ম্যাক অটলে বলিলেন, "হুজুর, আমার ভাইয়ের দোষও আছে, গুণও আছে। তবে এ কথা সত্য, আপনার সেনাদলে তার মত দুর্জ্জয় সাহস ও বীরত্ব দেখাইতে কে পারিয়াছে? সুতরাং তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে হুজুর এতটুকু দৃষ্টি দিলেন না, এটা পরিতাপের বিষয়। বিশেষতঃ এনট লাইলীর যা কিছু প্রাপ্য ঘটিল, তা আলানের কাছে আশ্রয়-লাভের জন্যই হয়েছে। সে একবারও তার কথা ভেবে দেখ্‌লে না?"

মনট্রোজ ব্যাপারটা অন্য দিক দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আঙ্গস্ তাহা বুঝিতে চাহিলেন না। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি তখন তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিলেন যে, রাজ-পক্ষের কার্য্যে তাঁহার এইরূপ মনোবৃত্তির ফলে নানাপ্রকার বিঘ্ন ঘটিতে পারে। আলানকে এখন যে রাজকার্য্যে পাঠান হইয়াছে, তাহা হইতে তাহাকে

নিবৃত্ত করা সঙ্গত হইবে না। কারণ, তাহার দৌত্যের ফলে রাজপক্ষের অনেক সুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা। এখন তাঁহার ভ্রাতা আলানকে এ সকল বিষয়ের কিছুই জানান উচিত হইবে না। অথবা এ ব্যাপার লইয়া আত্মকলহ যাহাতে না ঘটে, তাহার ব্যবস্থাও করিতে হইবে।

আঙ্গস্ ক্ষুণ্ণস্বরে বলিলেন যে, তিনি ঝগড়া-বিবাদের পক্ষপাতী নহেন। বরং তিনি শান্তিরই অনুরাগী। আলানকে এঁ সকল সংবাদ না জানাইলেও অন্য উপায়ে সে সবই জানিতে পারিবে। সুতরাং সে অপ্রত্যাশিতভাবে এখানে যদি ফিরিয়া আসে, তাহাতে তিনি আদৌ বিস্মিত হইবেন না।

মনট্রোজ তাঁহার কাছে এই প্রতিশ্রুতি লইলেন যে, তিনি আলানকে কোন সংবাদই দিবেন না। আঙ্গস অন্যদিকে লোক ভাল। শুধু আত্মসম্মানে আঘাত লাগিলে তিনি বিগড়াইয়া যান। যাহা হউক, মনট্রোজ এ বিষয়ে যথাসাধ্য ব্যবস্থা করিয়া অন্য ব্যাপারে মনঃসংযোগ করিলেন।

বিবাহ ব্যাপারে মেজর ডেলগেটিকে মনট্রোজ নিমন্ত্রণ করিলেন। সার ডুগাল্ড সমস্ত ব্যাপার জানে বলিয়া তাহাকে বরের সাহচর্য্য করিবার জন্য মনট্রোজ বলিলেন। কিন্তু ডেলগেটি ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

ডেলগেটি অতঃপর বরের কক্ষে প্রবেশ করিল। স্তোর মুখে সে লর্ড মেনটিথের এই শুভপরিণয় ব্যাপারে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিল। তার পর বলিল যে, কিন্তু তাহার অদৃষ্টে এ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবার অনেক বিঘ্ন আছে।

ডেলগেটি বলিল, "সোজা কথা এই যে, শুভ উৎসবের উপযোগী বেশভূষা আমার নেই।"

মেনটিথের মনে তখন আনন্দের জোয়ার বহিতেছিল। তিনি বলিলেন যে, ঘরের মেঝেতে একটা পোষাক আছে, সেটা ডেলগেটি ব্যবহার করিতে পারে। তিনি নিজেই উহা বরবেশের জন্য ব্যবহার করিবেন ভাবিয়াছিলেন।

ডেলগেটি প্রস্তাব করিল যে, সামরিক পরিচ্ছদে লর্ড মেনটিথ যেন বিবাহ করেন। পৃষ্ঠ ও বক্ষোদেশে বর্ম্ম বাঁধিয়া অনেক রাজপুত্র বিবাহ করিয়াছেন, ইহা সে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। আর্ল মেনটিথ তাহার প্রস্তাবে খুসী হইলেন। তিনি তাহার উপদেশ অনুসারে ভিতরে বর্ম্ম ধারণ করিয়া তাহার উপরে মখমলের অঙ্গরাখা ধারণ করিলেন।

সবই প্রস্তুত হইল। দেশীয় রীতি-নীতি অনুসারে বিবাহের পূর্ব্বে পাত্র-পাত্রীর দেখা-সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ। ধর্ম্মমন্দিরে গিয়া উভয়ে মিলিত হইবেন স্থির হইল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে লর্ড মেনটিথ ধর্ম্মমন্দিরের একটি ক্ষুদ্র কক্ষে গমন করিলেন। মনট্রোজ নিদবরের কাজ করিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছিল। সেই কক্ষে মনট্রোজের প্রতীক্ষায় মেনটিথ বসিয়া রহিলেন। এমন সময় দরজা খুলিয়া গেল, মেনটিথ সেদিকে না চাহিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "আপনার বড় দেরী হয়ে গেছে।"

কক্ষমধ্যে সবেগে প্রবেশ করিয়া আলান বলিয়া উঠিল,"আমি আগেই এসে পড়েছি। মেনটিথ, তরবারি নেও,আত্মরক্ষা কর। না হ'লে কুকুরের মত মর।"

তাহার আকস্মিক আবির্ভাবে মেনটিথ সবিস্ময়ে বলিলেন, "আলান, তুমি কি পাগল হয়েছ?"

আলানের অক্ষি-গোলক তখন যেন ঠিকরাইয়া বাহিরে আসিতে চাহিতেছিল, তাহার ব্যবহারে যেন দানবতা জাগিয়া উঠিয়াছিল।

উত্তরে আলান বলিল,"বিশ্বাসঘাতক, মিথ্যাবাদী! তোমার সব মিথ্যে—তোমার জীবনটাই মিথ্যায় ভরা!

মেনটিথ সক্রোধে বলিলেন, "তোমাকে যখন পাগল ব'লে উল্লেখ করলাম, তখন কি আমার মনের ভাব প্রকাশ ক'রে বলিনি? তোমার জীবন ত সংক্ষিপ্ত। তবে তোমাকে প্রতারণা করেছি ব'লে কেন দোষ দিচ্ছ?"

আলান বলিল, "তুমি আমায় বলেছিলে যে, তুমি এনট লাইলীকে বিয়ে করবে না! মিথ্যাবাদী, বিশ্বাসঘাতক!—এখন সে তোমার প্রতীক্ষায় বেদীর কাছে দাঁড়িয়ে আছে।"

বিদ্রূপভরা স্বরে মেনটিথ বলিলেন, "তুমিই বরং মিথ্যে কথা বলছ। আমি তোমাকে বলেছিলুম, এনটের জন্ম রহস্যাবৃত ব'লে তার সঙ্গে আমার মিলন হ'তে পারে না। কিন্তু সে বাধা এখন নেই। সুতরাং তোমার হাতে তাকে ছেড়ে দেব কেন?"

ম্যাক অউলে বলিল, "তা হ'লে তলোয়ার খোল। এখন তোমার মতলব বুঝতে পেরেছি।"

মেনটিথ বলিলেন, "এখন নয়। আলান, তুমি আমাকে ভাল করেই চেন—কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর। প্রাণ ভরে তুমি যুদ্ধ করতে পাবে।"

ম্যাক অউলে বলিল, "এখুনি—এই মুহূর্ত্তে—এর পর নয়। এর পর যে তুমি জয় ঘোষণা ক'রে বেড়াবে, তা হবে না। মেনটিথ, তুমি আমার আত্মীয়, দুজনে একসঙ্গে অনেক লড়াই করেছি। তাই অনুরোধ করছি, তলোয়ার খোল—নিজেকে রক্ষা কর।" বলিতে বলিতে সে আর্লের হাত চাপিয়া ধরিল এবং এত জোর দিতে লাগিল যে, ক্ষতমুখে রক্ত

বাহির হইল। সবলে মেনটিথ তাহাকে সরাইয়া দিয়া বলিলেন, "তুমি পাগল, এখান থেকে চ'লে যাও!"

আলান বলিল, "তা হ'লে স্বপ্ন ফলে যাক!" এই বলিয়া কোমরবন্ধ হইতে ছোরা টানিয়া লইয়া প্রচণ্ড বলে আরলের বক্ষে আঘাত করিল। ভিতরে যে বর্ম্ম ছিল, তাহাতে প্রতিহত হইয়া ছোরা উপরের দিকে—গলদেশে গভীর ক্ষত করিল। সেই প্রচণ্ড আঘাতে মেনটিথ ধরাশায়ী হইলেন। সেই সময়ে অন্য দ্বার দিয়া মনট্রোজ সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অন্যান্য নিমন্ত্রিতরা সেই গোলযোগে আকৃষ্ট হইয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। সকলেই বিস্ময়ে হতবাক্ হইল। কি ঘটিয়াছে, মনট্রোজ বুঝিবার পূর্ব্বেই আলান তাঁহার পাশ দিয়া ছুটিয়া বাহির হইল এবং বিদ্যুদ্গতিতে সোপান বাহিয়া দুর্গের বাহিরে চলিল। মনট্রোজ চীৎকার করিয়া বলিলেন, "রক্ষীরা ফটক বন্ধ ক'রে দেও! ওকে ধর—বাধা যদি দেয়, মেরে ফেল! ও যদি আমার সহোদরও হ'ত, তবু ওর মৃত্যু হবে।"

যে প্রহরী আলানকে বাধা দিতে গেল, আলান তাহাকে এক আঘাতে ধরাশায়ী করিল। তার পর পার্ব্বত্য হরিণের ন্যায় দ্রুতচরণে শিবির ছাড়াইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। পশ্চাতে অনেকে তাহাকে তাড়া করিল—আলান নদীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, অপর তীরে উত্তীর্ণ হইল। তার পর অরণ্যের মধ্যে সে আত্মগোপন করিল। সেই দিন অপরাহ্নে তাহার ভ্রাতা আঙ্গস্ সদলবলে মনট্রোজের শিবির ত্যাগ করিয়া গেলেন। তিনি নিজের রাজ্যে গেলেন, আর কখনও মনট্রোজের দলে যোগ দেন নাই।

কথিত আছে, আলান অল্পসময়ের মধ্যে ইঞ্চি আর্গাইলের দুর্গে গমন করিয়া সপারিষদ আর্গাইলের সম্মুখস্থ টেবলে রক্তাক্ত ছোরা নিক্ষেপ করিল।

এই অপ্রত্যাশিত দৃশ্যে সবিস্ময়ে [illegible] বলিলেন, "ছোরায় কি জেমস্ গ্রাহামের রক্ত না কি?"

ম্যাক অউলে বলিল, "না, তার সহকারীর! অথচ এর জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। নিজের শরীরের রক্তপাত বরং সম্ভব ছিল, তবু মেনটিথকে হত্যা করার মোটেই ইচ্ছে ছিল না।"

এই কথা বলিয়া, সে দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। ইহার পর তাহার সম্বন্ধে আর কোনও কথা জানা যায় নাই। বালক কেনেথ তিন জন অনুচরসহ আলানের অনুসরণ করিয়াছিল। কেহ কেহ বলে, তাহাদের হস্তেই আলানের প্রাণান্ত ঘটে। আবার কেহ কেহ এমন প্রমাণও দেয় যে, আলান বিদেশে গিয়া কোনও মঠের সন্ন্যাসী হইয়াছিল। সেখানেই তাহার শেষ জীবন অতিবাহিত হয়। কিন্তু কোন পক্ষের উক্তির প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

আলানের প্রতিহিংসা সার্থকতা লাভ করিতে পারে নাই। মেজর ডেলগেটির উপদেশ অনুসারে সেনাপতি বর্ম্মাবৃত হইয়াছিলেন বলিয়া ছোরার আঘাতে তাঁহার বক্ষোদেশ ছিন্ন হয় নাই। মনট্রোজকে তিনি আর যুদ্ধে সহায়তা করিতে পারেন নাই। ভাবী-পত্নীসহ মেনটিথ সার ডনকানের সহিত আর্ডেনভর দুর্গে গমন করিয়াছিলেন। ডেলগেটি নদীপথ পর্য্যন্ত তাঁহাদের অনুগমন করিয়াছিল।

নিরাপদে জলপথে তাঁহারা দুর্গে পৌঁছিয়াছিলেন। কয়েক সপ্তাহ পরে ক্ষত আরোগ্য হওয়ায় এনট লাইলীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

মনট্রোজের সংক্ষিপ্ত বাহাদুরী যুদ্ধে মেনটিথ আর যোগ দিতে পারেন নাই। যুদ্ধে জয়লাভের পর মনট্রোজ সেনাদলকে অবসর দিয়া স্কটল্যাণ্ড ত্যাগ করেন। মেনটিথ আর রাষ্ট্রনীতিতে যোগদান করেন নাই। সকল দিকে সুব্যবস্থা হওয়ার পর মেনটিথ উচ্চপদে সমারূঢ় হইয়া সুখে জীবন যাপন [illegible] ডনকান অল্পকাল পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন মেনটিথ দীর্ঘকাল সুস্থদেহে বাঁচিয়া ছিলেন।

সার ডুগাল্ড ডেলগেটি বহু অর্থ বেতন-স্বরূপ লইয়া অনেক দিন কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিল। অবশেষে ফিলিপ যুদ্ধক্ষেত্রে সে বন্দী হয়। অন্যান্য বন্দীর সহিত তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়।

কভেনান্টারদিগের অনেকে তাহার জীবন রক্ষার চেষ্টা করে। তাহারা এই লোকটির বীরত্ব দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিল। দলে রাখিতে পারিলে ডেলগেটির দ্বারা উপকার হইবে, ইহাই তাহাদের ধারণা ছিল। কিন্তু ডেলগেটি তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইল না। সে রাজার পক্ষে যুদ্ধ করিতেছিল। যত দিন রাজা তাহাকে ছাড়িয়া না দিবেন, তত দিন অপর পক্ষে সে যোগ দিতে পারিবে না জানাইয়া দিয়াছিল। ডেলগেটির চাকরী আর মাত্র দুই সপ্তাহকাল স্থায়ী, ইহা জানিয়া অবশেষে ডেলগেটির জীবন রক্ষা করা হয়। অবশেষে সে গিলবার্ট কারএর দলে অশ্বারোহী সৈন্যের মেজর হইয়াছিল। ইহার অতিরিক্ত সংবাদ আর জানা যায় নাই। আরও জানা যায় যে, সে পরিণতবয়স্কা এক বিধবার পাণিগ্রহণ করিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিল।

সমাপ্ত

দি এ্যাণ্টিকোয়ারি

বা

প্রত্নতাত্ত্বিক

Go call coach, and let a coach be called,
And let the man who calleth be the
caller.
And in this calling let him nothing call,
But coach ! O for a coach, ye gods !
Chrononhotonthologos.

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে, গ্রীষ্মের প্রথম দিকে এক জন ভদ্র-পরিচ্ছদধারী যুবক স্কটল্যাণ্ডের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। এডিনবরা হইতে কুইন্সফেরী পর্যন্ত যে গাড়ী যাত্রিবহন করিত, তিনি তাহারই একখানি টিকিট ক্রয় করিয়াছিলেন। ফার্থ অব ফোর্থ অতিক্রম করিবার জন্য ঐ প্রসিদ্ধ ফেরীঘাটে পারাপারী নৌকা ছিল। গাড়ীতে ৬ জন যাত্রীর স্থান ছিল। তাহা ছাড়া শকটচালক পথিমধ্য হইতে দুই এক জন যাত্রীও তুলিয়া লইত; তাহার ফলে ৬ জন যাত্রীকে কিছু অসুবিধায় পড়িতে হইত। গাড়ীর টিকিট বিক্রয়ের ভার ছিল এক জন বৃদ্ধার উপর। হাই ষ্ট্রীটে দোকান ফাঁদিয়া সে বসিয়া থাকিত এবং টিকিট বিক্রয় করিত।

ছাপান হ্যাণ্ডবিলে লেখা থাকিত যে, মঙ্গলবার ডাকগাড়ী ১২ টার সময় যাত্রী লইয়া ছাড়িবে। কিন্তু সে দিন সেণ্ট সাইলসের গির্জ্জায় ১২টা বাজিয়া গেলেও যথাস্থানে কোন গাড়ীর চিহ্ন দেখা গেল না। তখন পর্য্যন্ত মাত্র দুইখানি টিকিট বিক্রয় হইয়াছিল।

যুবক ভদ্রলোকটি অধীর হইয়া উঠিলেন। দ্বিতীয় টিকিটের ক্রেতাও সেই সময় সেখানে আসিয়া অনুরূপ অধীরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রথম টিকিট যিনি ক্রয় করেন, সাধারণতঃ তিনি গাড়ীর মধ্যে উৎকৃষ্ট স্থানই অধিকার করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের যুবক যাত্রী সেরূপ কোন আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। গাড়ী তখনও আসে নাই বলিয়া তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিবার জন্য ব্যস্ততা প্রকাশ করিলেন না।

অপর যাত্রীটি এক জন ৬০ বৎসর-বয়স্ক বৃদ্ধ—প্রিয়দর্শনও বটেন। বয়স অধিক হইলেও, তাঁহার চালচলনে বার্দ্ধক্যের কোনও লক্ষণই প্রকাশ পাইল না। তিনি যে পুরাণো এক জন স্কট, তাহা তাঁহার মুখাকৃতিতেই প্রকাশ পাইতেছিল। তাঁহার মুখে একটা দৃঢ়তা ও রুক্ষতার ছাপ ছিল, চক্ষুযুগল অন্তর্ভেদী দৃষ্টিযুক্ত। মুখে গাম্ভীর্য্যের লক্ষণ থাকিলেও, বেশ সরস বি[illegible] আননে বিরাজিত ছিল। তাঁহার পরিচ্ছদে একটা সামঞ্জস্য ছিল। পরিচ্ছদের বর্ণও [illegible] উপযোগী। তাঁহাকে দেখিলে তিনি যে ধনবান, তাহা দর্শকের মনে হইতে পারে। কিন্তু তিনি যে বিশিষ্টভাবে এক জন অভিজ্ঞ মানুষ, তাহাতে ভ্রম হয় না।

দ্রুতপদক্ষেপে আসিতে আসিতে তিনি একবার ঘড়ীর কাঁটার দিকে চাহিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "বড় দেরী হয়ে গেছে দেখছি!"

যুবক তাঁহার উৎকণ্ঠা দূর করিয়া দিলেন। তিনি জানাইলেন যে, গাড়ী এখনও আসিয়া উপস্থিত হয় নাই। বৃদ্ধ প্রথমতঃ এ সংবাদে আশ্বাসিত হইলেন না। কারণ, তিনি নিজেই দেরী করিয়া আসিয়াছেন। একটি বালক তাঁহার পশ্চাতে আসিতেছিল, তাহার নিকট হইতে একতাড়া কাগজ তিনি চাহিয়া লইলেন। তার পর তাহার মাথায় দুই একবার মৃদু করাঘাত করিয়া মিঃ 'বি'কে এই সংবাদ দিতে বলিয়া দিলেন যে, এতটা সময় তিনি পাইবেন বলিয়া যদি আগে জানিতেন, তাহা হইলে আরও খানিক কাজ করিতে পারিতেন। তার পর বালককে মনোযোগ দিয়া তাহার কাজ করিতে উপদেশ দিলেন। বালক এক আধটা পয়সা পাইবার

প্রত্যাশায় বিলম্ব করিতে লাগিল, কিন্তু এক কপর্দ্দকও বৃদ্ধের পকেট হইতে বাহির হইল না। সোপানাবলীর উপরে কাগজের তাড়া রাখিয়া বৃদ্ধ মিনিট-পাঁচেক প্রথমোক্ত যাত্রী যুবকের দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন।

নিজের সোণার ঘড়ী বাহির করিয়া গির্জ্জার ঘড়ীর সহিত মিলাইবার পর তিনি বৃদ্ধা টিকিট-বিক্রেত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহাশয়া,—আরে যাঃ নামটা মনে পড়্ছে না—হাঁ, হাঁ, মিসেস্ ম্যাকলুচার!"

মিসেস্ ম্যাকলুচার বুঝিয়াছিল, এখনই কোন্ প্রসঙ্গের আলোচনা হইবে। সুতরাং সে তখনই উত্তর দিল না।

কণ্ঠস্বর উচ্চে তুলিয়া বৃদ্ধ ভদ্রলোক ডাকিলেন, "মিসেস্ ম্যাকলুচার, ও ভাল মানুষের মেয়ে, ওরে বুড়ী মাগী, ভাল মুস্কিল, একেবারে বদ্ধকালা দেখ্ছি! শোন না, মিসেস্ ম্যাক্লুচার!"

"আমি এখন খদ্দেরকে জিনিষ দিচ্ছি —এতে দাম কম পড়বে।"

বৃদ্ধ পর্য্যটক আবার বলিলেন, "ওগো বাছা! আমরা কি সারাদিন এখানে দাঁড়িয়ে থাক্ব। আর তুমি ঐ চাকরাণীটার কাছ থেকে তার মাইনের অর্দ্ধেক ঠকিয়ে নেবে?"

কলহের গন্ধ পাইয়া বৃদ্ধা বলিয়া উঠিল, "ঠকাব? আপনার ও কথা আমি ঘৃণাভরে উপেক্ষা করি! আপনি মোটেই ভদ্রলোক নন, আমার বাড়ীর সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে অমন ক'রে আমায় গাল দিতে পাবেন না।"

সঙ্গী যুবকের দিকে অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিয়া বৃদ্ধ যাত্রী বলিলেন, "মেয়েমানুষটা কাজ বোঝে না। আরে আমি তোমাদের চরিত্রের উপর কটাক্ষ করছি না। আমি জান্তে চাইছি, গাড়ী আসবে কখন্?"

বধিরতার অভিনয় করিয়া বৃদ্ধা বলিল, "কি চান আপনি?"

যুবক যাত্রী বলিলেন, "ম্যাডাম্, আপনার গাড়ীতে যাবার জন্ম আমরা টিকিট কিনেছি। কুইন্স্ফেরী ঘাটে আমরা যাব। এতক্ষণ আমরা আধা পথ চ'লে যেতে পারতাম।"

বৃদ্ধ যাত্রী বলিলেন, "এর পর জোয়ার চ'লে যাবে। ওপারে আমার জরুরী কাজ আছে। অথচ তোমার হতভাগা গাড়ী—"

বৃদ্ধা বলিল, "গাড়ী? হা ভগবান্! এখনও গাড়ী আসেনি? আপনারা কি গাড়ীর জন্তই দাঁড়িয়ে আছেন না কি?"

"আরে বেয়াড়া মাগী! না হ'লে কি রৌদ্রে দাঁড়িয়ে মজা করবার জন্ম এখানে রয়েছি?"

মিসেস্ ম্যাক্লুচার এবার উপরে উঠিয়া পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। তার পর বলিল, "কি মুস্কিল! এমন ব্যাপার কেউ কখনো দেখেছে না কি?"

বৃদ্ধ যাত্রী বলিলেন, "ওরে পাজি মাগী, এমন অনেকবার হয়েছে। যারা তোমার মত বজ্জাত মাগীর গাড়ীতে চড়বে, তারা আরো কতবার এরকম দৃশ্য দেখবে।"

ক্রোধভরে বৃদ্ধ পাদচারণা করিতে লাগিলেন। ক্রোধভরে তিনি কত কথাই বলিয়া চলিলেন। যুবক যাত্রীর তেমন জরুরী প্রয়োজন ছিল না; তিনি এ দৃশ্যে অত্যন্ত কৌতুক অনুভব করিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধ ক্রোধভরে বলিলেন, "ওগো বাছা, এই বিজ্ঞাপনটা তোমার ছাপান ত? এতে কি তুমি ছাপিয়ে দেওনি যে, বেলা ১২টায় গাড়ী ছাড়বে? এ রকম মিথ্যে বিজ্ঞাপন দিলে কি শাস্তি হয়, তা জান? জীবন ভোর ত মিথ্যে কথাই ব'লে এসেছ; এখন একটা সত্যি কথা বল। সত্যি তোমার ঐ নামের গাড়ী আছে, না জোচ্চুরির মতলব? সত্য, গাড়ী আছে কি?"

"আছে মশাই, আছে। তার তিনখানা চাকা হলদে রঙ্গের, একখানা কালো।"

"এ কথাও হয় ত বানিয়ে বলছ তুমি। তোমার অসাধ্য কোন কাজ নেই।"

"আরে মশাই, আপনার দাম তিন শিলিং না হয় ফেরত নিন। আপনার কথা আমি আর শুন্তে পারিনে।"

"অত চালাকি চল্বে না, বাছা! তিন শিলিংএ কি কুইন্স্ফেরীতে এখন যাওয়া যাবে? আমি তোমায় ছাড়ব না, ক্ষতিপূরণ তোমাকে দিতে হবে।"

এমন সময় রাজপথে গুরুগম্ভীর শব্দ হইল। একখানা জরাজীর্ণ গাড়ী সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। যাত্রীরা তখন তাড়াতাড়ি গাড়ীতে চড়িয়া বসিলেন।

মাইল দুই পর্য্যন্ত গাড়ী বেশ চলিল। বৃদ্ধ যাত্রী অনেকক্ষণ উত্তেজিত হইয়া রহিলেন। তার পর ধীরে ধীরে তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন।

ভাল করিয়া আসনে চাপিয়া বসিয়া বৃদ্ধ কাগজের তাড়া খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। সঙ্গী যুবক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি অত মনোযোগ দিয়া কি পড়িতেছেন? বৃদ্ধ বলিলেন যে, কাগজগুলি একখানি গ্রন্থের উপাদান। স্কটল্যাণ্ডে রোমকদিগের কি অবশেষ রহিয়া গিয়াছে, ঐ কাগজের তাড়া

তাহা লিপিবদ্ধ আছে। প্রশ্নকারী এ কথা শুনিয়াও নিরস্ত হইলেন না। তিনি অনেকগুলি প্রশ্ন করিলেন। যুবকের কথাবার্ত্তা শুনিয়া বৃদ্ধ যাত্রী বুঝিলেন যে, যুবক উচ্চশিক্ষিত এবং পণ্ডিত ব্যক্তি। পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞান না থাকিলেও, ব্যাপারটা যে তিনি বুঝেন এবং পৌরাণিক ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান আছে, ইহা বুঝিয়া বৃদ্ধ যাত্রী খুব খুসী হইলেন।

উভয়ের মধ্যে আলাপ বেশ জমিয়া উঠিল। পথে একবার চাকা ভাঙ্গিয়া গিয়া কিছু বিলম্ব হইল। ইহাতে বৃদ্ধ-যাত্রী খুব রাগিয়া উঠিলেন। আর একবার বৃদ্ধ লক্ষ্য করিলেন, একটি ঘোড়ার পায় খুর নাই। ইহাতে তিনি সক্রোধে শকট-চালককে হৃদয়-হীনতার জন্য শাস্তি দিবার ভয় দেখাইলেন।

এই ভাবে পথ অতিবাহিত হইল। নদীতটে অবস্থিত "হক্সে" নামক সরাইখানায় গাড়ী থামিল। নদীতটের সিক্ত বালুকার দিকে চাহিয়া বৃদ্ধ বুঝিলেন, জোয়ার বহুক্ষণ চলিয়া গিয়াছে—এখন ভাটার সময়।

বৃদ্ধ যাত্রী ইহাতে ক্ষুব্ধ হইলেন, কিন্তু সেরূপ ভাবে আর ক্রোধ-প্রকাশ করিলেন না। তিনি যুবকের সাহচর্য্যে পুরাতত্ত্বের আলোচনা করিতে পারিবেন, এই আশ্বাসে যুবককে হোটেলে আহ্বান করিলেন।

> Sir, they do scandal me upon the road
> here!
> A poor quotidian rack of mutton roasted
> Dry to be grated! and that driven down
> With beer and butter milk, mingled
> together.
> It is against my freehold, my inheri-
> tance.
> Wine is the word that glads the heart
> of man,
> And mine's the house of wine. Sack,
> says my bush,
> Be merry and drink sherry, thats' my
> posie.
>
> Ben Jonson's New Inn.

বৃদ্ধ যাত্রী গাড়ী হইতে নামিবামাত্র হোটেলের স্থূলকায় অধ্যক্ষ বিশেষ শ্রদ্ধা-সহকারে পরিচিত ভদ্র-যাত্রীকে সমাদরে আহ্বান করিলেন।

হোটেলের অধ্যক্ষ বলিল, "ও, আপনি এসেছেন, মশাই? গ্রীষ্মযুগ চ'লে না গেলে যে, আপনার দেখা পাব, তা ভাবিনি।"

প্রাদেশিক ভাষায় বৃদ্ধ অতিথি বলিলেন, "আরে খোঁড়া বোকা, গ্রীষ্মকালের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি?"

পান্থশালার অধ্যক্ষ বলিল, "সে কথা ঠিক বলেছেন। আমি ভেবেছিলুম, আপনাকে নিজের মোকদ্দমা নিয়ে বিব্রত হতে হয়েছে। আমার বাবা আমার জন্য মোকদ্দমার সৃষ্টি ক'রে গিয়েছিলেন। ঠাকুরদাদাও বাবাকে মোকদ্দমার দায়ে জড়িয়ে রেখে গিয়েছিলেন। সে মোকদ্দমা আজও চল্‌ছে। এ দেশের বিচার-পদ্ধতি চমৎকার, মশাই!"

সরস রসিকতা-সহকারে অতিথি বলিলেন, "বাজে কথা এখন থাক্। এখন বল ত এই ভদ্র যুবক ও আমাকে তুমি ডিনারে কি খেতে দেবে?"

ম্যাক ইচিন্‌সন বলিল, "মাছ ত আছেই, মশাই। মটনচপ্ পাবেন। যা বলবেন, তাই দিতে পারব।"

"তোমার কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে, বেশী কিছু দিতে পারবে না। তা ওতেই হবে। তবে অনর্থক দেরী করো না যেন। খাবার আমরা তাড়াতাড়ি চাই।"

ম্যাক্ ইচিন্‌সন্ বলিল, "না, না, দেরী মোটেই হবে না। শীঘ্রই ডিনার পাবেন।"

অধ্যক্ষ তখনই তাড়াতাড়ি সেখান হইতে চলিয়া গেল।

সে যাহাই বলুক না কেন, ডিনারের বিলম্ব ঘটিয়া গেল। সেই অবসরে যুবক যাত্রী বৃদ্ধ সহযাত্রীর পরিচয় ও পদমর্য্যাদা প্রভৃতি জানিবার জন্য হোটেলের অন্যান্য লোকের কাছে গমন করিলেন। তিনি বৃদ্ধ সহযাত্রীর সকল সংবাদই অবগত হইলেন।

বৃদ্ধের নাম জোনা থান্ ওল্ডেন্‌বক্ বা ওলডিন্‌বক। কিন্তু অপভ্রংশরূপে ওল্ডবক্ এ দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহার বাড়ী মঙ্কবারন্‌স্-এ। তাঁহার পিতার কিছু সম্পত্তি ছিল। তিনি পিতার দ্বিতীয় পুত্র। ওল্ডেনবক্ পরিবার প্রোটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী ছিলেন। এই বংশ পূর্ব্বে জার্ম্মাণীতে ছিলেন; কিন্তু সেখানে নির্য্যাতিত হইয়া ইংলণ্ডে আসিয়া সম্পত্তি ক্রয় পূর্ব্বক বসবাস করিতে থাকেন। ওল্ডেনবক্ পরিবার রাজভক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে মঙ্কবরন্‌স্-এর জমিদার রাজা জর্জ্জের পক্ষে দাঁড়াইয়া যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। কষ্টমস্ বিভাগে চাকরী করিয়া সঞ্চয়ী জমিদার অবস্থার উন্নতিসাধন করেন। তাঁহার দুই পুত্র। আখ্যায়িকার বৃদ্ধ

যাত্রীটি তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র। জমিদারের দুই পুত্র ব্যতীত দুইটি কন্যাও ছিল। তন্মধ্যে এক জন কুমারী, অপর এক জন সেনানায়কের পত্নী হইয়াছিলেন। সে লোকটি দরিদ্র ছিল। দারিদ্র্যবশতঃ উভয়ের প্রেমে নানা প্রতিবন্ধক আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ক্যাপ্টেন ম্যাক্‌টেনটরে অতঃপর বাধ্য হইয়া ভাগ্যের অন্বেষণে ভারতবর্ষে গমন করেন। হায়দর আলির বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধার্থ প্রেরিত হন। যে সেনাবাহিনী সহ তিনি যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন, তাহা ধ্বংস হইয়া যায়। তাহার পর ক্যাপ্টেন জীবিত কি মৃত, তাহা তাঁহার পত্নী জানিতে পারেন নাই। পত্নী তদবধি গভীর মনঃপীড়ায় জীবন পাত করেন। মৃত্যুকালে বর্ত্তমান জমিদার, তাঁহার ভ্রাতার হস্তে এক পুত্র ও কন্যার প্রতিপালনভার দিয়া যান।

পিতার দ্বিতীয় পুত্র বলিয়া তিনি পিতার ব্যবস্থা অনুসারে কোনও সওদাগরের আপিসে যোগদান করেন। এই সওদাগর তাঁহার মাতৃকুলের আত্মীয় ছিলেন। এখানে কাজ করিতে করিতে তাঁহার মনে বিদ্রোহভাব জাগ্রত হয়। তার পর তিনি লেখকের কাজে শিক্ষানবিশী আরম্ভ করেন। সেই কাজ করিতে করিতে তিনি জমিদারী ব্যাপারটার সমস্ত বিষয়ই অধিগত করিয়া লন। জমিদারদিগের কুলজীও তিনি এমন ভাবে গবেষণার দ্বারা বাহির করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার মনিব ভাবিলেন, কালে জোনাথান্ এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ হ। পড়িবেন। কিন্তু কাজ শিক্ষা করিতে করিতে অর্দ্ধপথে তিনি থামিয়া গেলেন। দেশীয় আইনের মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার কিছু অভিজ্ঞতা জন্মিলেও তিনি তাহার সাহায্যে অর্থোপার্জ্জনের কোনও চেষ্টা করিলেন না।

ইতিমধ্যে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও অকালে ইহলোক হইতে বিদায় লইলেন। তাঁহার মৎস্য-শিকারের ঝোঁক ছিল। একদা মাছ ধরিতে গিয়া সার্দ্দি লাগে। বোতল বোতল ব্রাণ্ডি পান করিয়া তিনি সার্দ্দিকে জয় করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহার ফলে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। জোনাথান অতঃপর বিষয়সম্পত্তির মালিক হইলেন। সুতরাং আইন-ব্যবসায় ত্যাগ করিলেন। জোনাথান ভোগী বিলাসী ছিলেন না। কাজেই তিনি টাকা জমাইতে পারিতেন। তাঁহার সম্পত্তি ক্ষুদ্র হইলেও, জমি-জমার হার বৃদ্ধি হওয়ায় তাঁহার উপার্জ্জনের পরিমাণ বাড়িয়া গেল। টাকা-সঞ্চয়ের দিকে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। প্রতিবেশীরা তাঁহাকে ঈর্ষা করিত। কারণ, তিনি কাহারও সহিত বড় একটা মিশিতেন না। তিনি সব সময়ই লেখাপড়ার চর্চ্চায় যাপন করিতেন। অথচ তাহারা কেহই তাঁহার পাণ্ডিত্য বুঝিতে পারিত না। তবে মফস্বারন্দ্ জমিদারবংশকে সকলেই সম্মান করিত। বিশেষতঃ যথেষ্ট নগদ অর্থ থাকায় জোনাথানের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা বাড়িয়াছিল। পল্লীর অন্যান্য জমিদার সম্পত্তির প্রাচুর্য্যে তাঁহার অপেক্ষা বড় হইলেও, বুদ্ধিতে তাঁহারা হীন ছিলেন। শুধু এক জন ব্যতীত আর কেহই তাঁহার সহিত মিশিতেন না। জোনাথান গ্রাম্য ধর্ম্মযাজক ও ডাক্তারের সাহচর্য্য করিতেন। পুরাতন দুর্গ, ধ্বংসস্তূপ প্রভৃতি জোনাথান দেখিতে যাইতেন। প্রত্নতত্ত্বের প্রতি তাঁহার বিশেষ ঝোঁক ছিল। যেখানে শিলালিপি দেখিতেন, দুর্বোধ্য হইলেও তিনি তাহারই অনুশীলন করিতেন। কোন পত্রিকা পাইলে তাহার সম্বন্ধে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিতে তাঁহার বিরক্তি ছিল না। একবার প্রণয়ে নিরাশ হওয়ায় জোনাথানের মেজাজ কড়া হইয়া গিয়াছিল। সেজন্য তিনি সহজেই রাগিয়া যাইতেন। ফেয়ারফোর্টেই তাঁহার ব্যর্থ প্রেমলীলা ঘটে। তাঁহার চির-কুমারী সহোদরা এবং ভাগিনেয়ী তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন। তাঁহারা জোনাথানকে একজন বড়দরের লোক বলিয়া যাহাতে শ্রদ্ধা করেন, তিনি সেই ভাবেই তাহাদিগকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ডিনারের সময় মিঃ ওল্ডবক্ অপরিচিত সহযাত্রীর পরিচয় জানিবার জন্য ঔৎসুক্য অনুভব করিলেন।

যুবক জানাইলেন, তাঁহার নাম লভেল।

"সে কি! বেরাল, ইঁদুর আর—আর আমাদের কুকুরের নামও ত লভেল? রাজা রিচার্ডের প্রিয় পাত্রের বংশধর না কি?"

যুবক বলিলেন যে, তা বলিলেও কোন ক্ষতি নাই। তাঁহার পিতা উত্তর-ইংলণ্ডের এক জন ভদ্র সন্তান। সম্প্রতি তিনি ফেয়ারফোর্টে বেড়াইতে আসিয়াছেন। যদি জায়গাটা ভাল লাগে, তিনি কয়েক সপ্তাহ এখানে থাকিয়া যাইতে পারেন।

"মিঃ লভেলের এই পর্য্যটন কি শুধু আমোদের জন্য?"

"না, ঠিক তা নয়।"

"তবে কি ফেয়ারফোর্টের কোন ব্যবসায়ীর সঙ্গে কাজ আছে?"

"কাজ অবশ্য কিছু আছে, তবে ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে নয়।"

যুবক থামিলেন। মিঃ ওল্ডবক্ ভদ্রতা বজায় রাখিয়া যতটুকু প্রশ্ন করিতে পারেন, তাহাই করিলেন। তার পর তিনি প্রসঙ্গান্তরের আলোচনা করিলেন। প্রত্নতত্ত্বটা আনন্দের শত্রু না হইলেও পর্য্যটনকালীন যাবতীয় অনাবশ্যক ব্যয়ের পরিপন্থী। যুবক যখন এক বোতল পোর্ট আনিতে বলিলেন, তখন বৃদ্ধের মুখে একটা আতঙ্কচিহ্ন দেখা গেল। এক পাত্র পাঞ্চ হইলেই যেখানে চলে, সেরূপ ক্ষেত্রে দামী সুরা পান করিবার প্রয়োজন কি? তিনি ঘণ্টা বাজাইতে গেলেন, এমন সময় হোটেলের অধ্যক্ষ একটা বড় বোতলসহ সেখানে উপস্থিত হইল। বোতলটি খুব পুরাতন, তাহার গায় মাকড়সার জাল ও করাতের গুঁড়া দেখিয়াই তাহা অনুমান করা যায়।

সে বলিল, "পাঞ্চ চাই, মঙ্কবারনস্? এর আগের বারের পঞ্চের দাম আপনার কাছে পাওনা আছে।"

"কি বলছ তুমি, নির্ব্বোধ রাস্কেল?"

"না, না, কিছু মনে করবেন না। গতবার আপনি আমার সঙ্গে চালাকি করেছিলেন, মনে নেই?"

"চালাকি করেছিলুম—আমি!"

"হাঁ, আপনি, মঙ্কবারনস্। টাম্‌লোরির জমিদার সার গিলবর্ট গ্রিন্ডেন্ড্র, এবং অল্ড্ রস্‌বাগো আর বাইমি বিকেলবেলা পঞ্চ পান করবার আয়োজন করছিলেন। তখন আপনি আপনার পুরাণো এক গল্প ফেঁদে বসলেন। সে গল্প শুনে কেউ চুপ ক'রে থাকতে পারে না। অমনি যেন বল্লমের খোঁচা মেরে সবাইকে নিয়ে রোমান শিবির দেখতে ছুটে গেলেন। তারপর লভেলের দিকে ফিরিয়া সে বলিল, "আ মশাই! তার ফলে হ'ল কি জানেন, আমার ৩ পাঁইট ভাল ক্লারেটের খদ্দের চ'লে গেল।"

হাসিতে হাসিতে মঙ্কবারনস্ বলিলেন, "শুনছেন, বদমাসটার কথা! আচ্ছা, তুমি এক বোতল পোর্ট পাঠিয়ে দেও।"

"পোর্ট? না, না, পোর্ট, পঞ্চ ও সব আমাদের মত লোকের জন্য। আপনাদের মত জমিদারদের জন্য ভাল ক্লারেট মদই ঠিক।"

"লোকটা কি নাছোড়বন্দ দেখছেন ত! আচ্ছা, তাই হবে। তাই দেও!"

সরাইওয়ালা তখন বোতলের ছিপি খুলিয়া সুরা পেয়ালায় ঢালিয়া দিল। সে বুঝাইয়া দিল যে, এই সুরার সুগন্ধে ঘর ভরিয়া উঠিয়াছে।

ম্যাক ইচিনসনের সুরা প্রকৃতই ভাল জাতীয়। বৃদ্ধ অতিথি উহার প্রভাব শীঘ্রই অনুভব করিলেন। তিনি ভাল ভাল কাহিনীর উল্লেখ করিলেন—নানা-প্রকার মজার কথা বলিতে লাগিলেন। তার পর প্রাচীন যুগের নাট্যকারদিগের সম্বন্ধে আলোচনা চলিল। নাটক সম্বন্ধে যুবক পরিব্রাজকের চমৎকার জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া তিনি ভাবিলেন যে, হয় ত এই যুবক কোনও দক্ষ অভিনেতা। হয় ত আমোদ এবং কাজ উভয় বিষয় লইয়াই এই যুবক এ অঞ্চলে আসিয়াছেন। যাহারা অভিনয় করে, এই যুবক তাহাদের অপেক্ষা উচ্চ স্তরের বলিয়া তাঁহার সন্দেহ হইল। তিনি মনে মনে বলিলেন, "শুনেছি, একজন ফিৎসারওয়ালা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেননি। এই ভদ্রলোক হয় ত সেই ব্যক্তি! ইনিই যদি তিনি হন—লভেল, লভেল! হাঁ লভেল্ বা বেলভিল, ঐ রকম নামই ওঁরা গ্রহণ ক'রে থাকেন। তা যদি হয়, আমি ছোকরার জন্য দুঃখিত।"

মিঃ ওল্ডবক্ স্বভাবতঃ কৃপণ হইলেও নীচচেতা ছিলেন না। আহারের ব্যয়টা তিনি নিজেই মিটাইয়া দিবেন ভাবিয়াছিলেন। এজন্য গোপনে তিনি ম্যাক ইচিনসনের সহিত পরামর্শ করিলেন। যুবক পরিব্রাজক ইহাতে আপত্তি তুলিলেন। কিন্তু শেষে বয়স ও সম্ভ্রমের পার্থক্য স্বীকার করিয়া তিনি তাহাতে অনুমোদন করিলেন।

পরস্পর পরস্পরের সাহচর্য্যে এতই প্রীত হইয়াছিলেন যে, মিঃ ওল্ডবক্ প্রস্তাব করিলেন, শেষ পর্য্যন্ত উভয়ে একত্র ভ্রমণ শেষ করিবেন। যুবক ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাতে সায় দিলেন। একখানি গাড়ী ভাড়া করা হইল। মিঃ ওল্ডবক্ বলিলেন, গাড়ী ভাড়ার তিন-চতুর্থাংশ তিনি দিবেন। কারণ, তাঁহার বেশী স্থানের প্রয়োজন। যুবক ইহাতে ঘোর আপত্তি তুলিলেন। গাড়ীওয়ালা যখন ওল্ডবকের নিকট হইতে মূল্য পাইয়া অসন্তোষ জ্ঞাপন করিত, লভেল তখন তাহার হাতে একটা শিলিং গুঁজিয়া দিতেন। এইভাবেই উভয়ের মধ্যে রফা হইয়া গেল। এই ভাবে পরদিবস বেলা ২ টার সময় উভয়ে ফেয়ারফোর্টে উপনীত হইলেন।

লভেল হয় ত প্রত্যাশা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার ভ্রমণসঙ্গী তাঁহাকে ডিনারে আহ্বান করিবেন। কিন্তু যে কারণেই হউক, মিঃ ওল্ডবক সেদিক দিয়া গেলেন না। তিনি শুধু বলিলেন যে, এক দিন সকাল-বেলা যেন, তিনি তাঁহার বাড়ী গিয়া দেখা করেন। এক জন বিধবা ঘর ভাড়া দিয়া ভাড়াটিয়া রাখিত।

থাকেন। আর এক জন আহার যোগাইয়া থাকেন। উভয়ের সহিত লভেলের পরিচয় করাইয়া দিলেন। কিন্তু উভয়কেই তিনি গোপনে সতর্ক করিয়া দিলেন যে, এই যুবক মিঃ লভেলকে তিনি সুখকর সঙ্গী বলিয়া জানেন। উভয়ে একই গাড়ীতে আসিয়াছেন। তাহার বেশী কোন দায়িত্ব তিনি লইবেন না। অর্থাৎ যুবক যদি ফেয়ারফোর্টে থাকা কালে ঋণ করিয়া বসেন, তিনি কিন্তু সে সব টাকার জন্য দায়ী থাকিবেন না। যুবকের ভদ্র ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ এবং কাপড়-চোপড়ের বড় ট্রাঙ্ক (জাহাজে পরে ঐ বাসা ঠিকানায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল) দেখিয়া উভয়েই বুঝিয়াছিল, লোকটার মূল্য আছে। ভবঘুরে নহেন।

He had a routh O'auld nick nackets,
Rusty airn cops, and jinglinj-ackets,
Would held the Loudons three in
tackets
A towmond gude;
And parritch-pats; and auld saut
backets,
Afore the flade.
Burns.

ফেয়ার ফোর্টের নূতন বাসগৃহে স্থিত হইয়া মিঃ লভেল স্থির করিলেন, সহযাত্রীর গৃহে এক দিন দেখা করিতে যাইবেন। কিন্তু তাড়াতাড়ি তিনি দেখা করিতে গেলেন না। কারণ, বৃদ্ধের সহিত আলোচনা-কালে তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, বৃদ্ধ তাঁহার অপেক্ষা সকল বিষয়ে বড়, এই ভাবটা কথা-প্রসঙ্গে জানাইয়া দিবার চেষ্টার ত্রুটি তিনি করেন নাই। যুবক তাহাতে মনে করিয়াছিলেন যে, এক বয়সের পার্থক্য ছাড়া বৃদ্ধ তাঁহার অপেক্ষা কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ নহেন। এডিনবরা হইতে তাঁহার আসবাব-পত্র না আসা পর্য্যন্ত তিনি প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। সে যুগের কেতাদুরস্ত পরিচ্ছদ পরিধান না করিয়া তিনি বৃদ্ধের সহিত দেখা করিবেন না স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। নিজের পদমর্য্যাদার উপযোগী বেশ-ভূষা তাঁহাকে করিতেই হইল।

ফেয়ার ফোর্টে আসিবার পঞ্চম দিবসে, তিনি পথ-ঘাটের সন্ধান লইয়া মঙ্কবারনস্ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এক বৃক্ষলতা-সমাচ্ছন্ন পাহাড়ের উপর দিয়া দুই তিনটি শ্যামল ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া তিনি বৃদ্ধের প্রাসাদোপম অট্টালিকায় গিয়া পৌঁছিলেন। সমুদ্রতট সেখান হইতে বেশ দেখা যায়। অট্টালিকাটি বেশ নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত। নগর হইতে উহা দূরেই অবস্থিত। বাড়ীটি পুরাতন আদর্শে নির্ম্মিত। বাড়ীর একাংশে বেলিফ বাস করে। পূর্ব্বে মঠ-সন্ন্যাসীদিগের অধিকারে ঐ অট্টালিকা ছিল।

জমিদারভবন-সংলগ্ন উদ্যানে একটি আসনে লভেল গৃহস্বামীকে উপবিষ্ট দেখিলেন। তিনি চোখে চশমা আঁটিয়া "লণ্ডন ক্রনিকেল" পড়িতেছিলেন। গ্রীষ্মের বাতাস পত্রে মর্ম্মর ধ্বনি জাগাইয়া বহিয়া যাইতে-ছিল। দূরে সমুদ্র-সৈকতে তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত হইতেছিল। বাতাসে সে শব্দ ভাসিয়া আসিতেছিল।

সহযাত্রীকে আসিতে দেখিয়া মিঃ ওল্ডবক্ তখনই আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সাগ্রহে কর-কম্পন করিলেন।

তিনি বলিলেন, "আমি ভেবেছিলুম, আপনি বুঝি আর এলেন না। ফেয়ারফোর্টের লোকদের ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে বোধ হয় চ'লে গেছেন। আমার পুরাণো বন্ধু—প্রত্নতাত্ত্বিক বন্ধু ম্যাকগ্রিবও ঐ রকম ক'রে-ছিলেন। যাবার সময় তিনি আমার একটা সিরীয় দেশের মেডেল'ও নিয়ে গিয়েছিলেন।"

"মশাই, আমার সম্বন্ধে ওরকম কুৎসিত ধারণা আপনার হয় হয়নি।"

"যদি আপনি আমার সঙ্গে দেখা না করেই চ'লে যেতেন, তা হ'লে ঠিক ঐ রকমই আপনার সম্বন্ধে খারাপ ধারণা আমার হ'ত। যাক্, আপনি আমার সঙ্গে আসুন। আমার জিনিষপত্র সব আপনাকে দেখাই। আমার ঘরকে কারাকক্ষ বলাও চলে। এখানে দুটি মেয়েলোক আছে বটে, (সহোদরা ও ভাগিনেয়ীকে উল্লেখ করিয়াই তিনি উহা বলিলেন) কিন্তু এখানে আমি আমার ভূতপূর্ব্ব জন্ ও প্রিমেনর মতই নির্ব্বাসিতভাবে কাল কাটাচ্ছি। প্রিমেনের কবর আপনাকে পরে দেখাব।"

একটা ছোট দ্বারপথে তিনি অতিথিকে ভিতরে লইয়া চলিলেন। কিন্তু ভিতরে যাইবার পূর্ব্বে তিনি একটা শিলালেখের প্রতি লভেলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিলেন। লেখাটি পাঠের অযোগ্য হইয়া প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন, "মিঃ লভেল, কত কষ্ট ক'রে এই লেখার উদ্ধার করতে হয়েছে, তা আপনি জানেন না। নিজের অপগণ্ড ছেলের জন্যও কোন জননী এত ঘোরাফেরা করেননি—আমি কত দেশই না এর জন্য ঘুরেছি—কিন্তু কোন ফল হয়নি। তবে ঐ যে দুটো

এখা দেখতে পাচ্ছেন—এল্, ভি (LV), ও থেকে বাড়ীর জন্মকাল আমি নির্ণয় করেছি; এবট্ ওয়ালডিমির চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই বাড়ী তৈরী করেছিলেন!"

বৃদ্ধকে খুসী করিবার উদ্দেশ্যে লভেল বলিলেন, "আমার মনে হয়, এটা যেন অনেকটা বিশপের মাথার টুপীর সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত।"

"বাঃ! তাই ত! ঠিক বলেছেন। এটা আমার মাথায় আসেনি। ছোকরাদের চোখ কত সাফ! তাই বটে, বিশপের মাথার টুপীর সঙ্গে সব রকমেই সাদৃশ্য দেখা যায়।"

প্রকৃতপ্রস্তাবে সাদৃশ্য কিছুই ছিল না। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিকের মস্তিষ্ক ইহা লইয়া গবেষণা-তৎপর হইল। তিনি বলিতে বলিতে চলিলেন, "ঠিক বিশপের টুপীই বটে। আমি জানি, ম্যাকগ্রিব এ কথা স্বীকার করবেন না। কিন্তু আমি ঠিক বুঝেছি। চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দীতে এবট ট্রিনকোসির নাম পার্লামেন্টে সকলের আগে ছিল। আপনি সাবধানে আসবেন, আর তিনটে ধাপ মোটে আছে—দেখবেন হোঁচট খাবেন না যেন।"

মিঃ ওল্ডবক গোল সোপানাবলীর শেষ প্রান্তে উপনীত হইলেন। তার পর নিজের বসিবার ঘরের দরজা খুলিলেন। তার পর সহসা বলিয়া উঠিলেন, "আরে, তুই এখানে কি করছিস?" নগ্নচরণা একটি পরিচারিকা সম্মার্জ্জনী ফেলিয়া দিয়া দ্রুতপদে সেখান হইতে পলায়ন করিল।

একটি শান্তপ্রকৃতি মহিলা পরিচারিকার কাজ দেখিতেছিলেন। তিনি স্থানত্যাগ করিলেন না।

মহিলাটি বলিলেন,"বাস্তবিক, মামাবাবু, আপনার এ ঘর দেখা যায় না। জেসিকে নিয়ে আমি সবে পরিষ্কার করতে আরম্ভ করেছিলুম। যেখানে যা ছিল, সে সেখানেই তাই রেখে দিয়েছে।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "কিন্তু জেসি বা তুমি কেন আমার এ ঘরে এসেছ? তোমার নিজের কাজে চ'লে যাও, বাঁদরি। এখানে আর কখনো এসো না। নইলে কাণমলা খাবে ব'লে দিলুম। মিঃ লভেল, সত্য বলছি, ওদের পরিষ্কার করার অছিলার জ্বালায় আমি অস্থির! এই রকম ক'রে আমার কত জিনিষ যে হারিয়ে গেছে, তা আর বলা যায় না।"

ইত্যবসরে যুবতী মিঃ লভেলকে অভিবাদন করিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "যে রকম ধুলো ঝাঁটিয়ে তুলেছে, তাতে আপনার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে পারে, মিঃ লভেল। তবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এ ধুলো অতি প্রাচীন যুগের, অতি নিরীহ এবং শান্ত। এই মেয়েগুলো যদি তাদের জাগিয়ে না তুলতো, ত আর একশ বছর তারা এখানে চুপ ক'রে লুকিয়ে থাকত।"

বাস্তবিক এমন ধূলার অন্তরাল সৃষ্ট হইয়াছিল যে, মিঃ লভেল বহুক্ষণ ঘরের মধ্যে কি আছে, তাহা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলেন না। ঘরটি বড়, চারিদিকে আলমারী ও তাক, মোটা মোটা বাঁধান বই সাজান রহিয়াছে। ভূমিতলেও অসংখ্য গ্রন্থ জমিয়া রহিয়াছে। টেবলের উপরেও স্তূপাকার গ্রন্থরাজি। বিবিধ প্রকার প্রাচীন দ্রব্য ঘরের মধ্যে সংরক্ষিত, কিন্তু সযত্ন-সংরক্ষিত নহে। এলোমেলো ভাবে বহু প্রকার জিনিষ সেখানে ভিড় করিয়া রহিয়াছে। বসিবার উপযোগী চেয়ারগুলিও নানা দ্রব্যে পরিপূর্ণ।

যাহা হউক, অবশেষে কোনও মতে অতিথিকে একখানি চেয়ারে বসাইয়া তাঁহার সংগৃহীত পুরাতত্ত্ব-সংক্রান্ত দ্রব্যগুলি দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। বৃদ্ধ বলিলেন যে, এই সকল পুরাতন জিনিষ সবই যে তিনি অধিক অর্থ ব্যয়ে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা নহে। পুরাতন জিনিষের কদর গোলা লোক বুঝে না। কিন্তু অভিজ্ঞ তাহা দেখিবামাত্রই চিনিতে পারে। এজন্য অনেক সময় সতর্কভাবে অধিক অর্থ না দিয়া এগুলি সংগ্রহ করিতে হয়।

লভেল সকল দ্রব্যের মূল্য না বুঝিলেও, মুখে প্রশংসা করিয়া চলিলেন। ওল্ডবক দেখাইলেন, এই গ্রন্থখানি অমুক গ্রন্থকারের প্রথম রচনা। লেখক এই হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি নিজের হাতে সর্ব্বশেষে সংশোধন করিয়াছেন। কাজেই উহার মূল্য অসামান্য।

মিঃ ওল্ডবক বলিলেন, "আপনি কষ্ট ও শুনে হাসছেন। তা আমি সে জন্য দুঃখিত হব না। যুবকরা এ সব জিনিষের কদর বোঝে না। কিন্তু যখন চোখে চশমা পরবেন, তখন বুঝতে পারবেন, এ সব জিনিষ খেলনা নয়। আচ্ছা, দাঁড়ান, আপনাকে একটা অতি পুরাতন জিনিষ দেখাব। দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন, তার মূল্য কত বেশী।"

ওল্ডবক একটি টানা চাবি দিয়া খুলিলেন এবং এক তাড়া চাবি বাহির করিলেন। তার পর পর্দ্দা সরাইয়া একটা ছোট কুঠুরীর দরজায় চাবি ঘুরাইলেন। কামরার মধ্যে দুই তিন ধাপ নামিয়া তিনি দুইটি দীর্ঘকায় পান-পাত্র বাহির করিলেন। একটা ছোট বোতলও টানিয়া বাহির করিলেন।

তিনি বলিলেন, "এই যে রূপো দিয়ে তৈরী আধারটা দেখছেন, এটা ক্রোয়েনটাইন বেনভেনমুটো সোলসির তৈরী। এর কারুকার্য্য সম্বন্ধে আমি কিছুই বল্‌ব না। কিন্তু, মিঃ লভেল, আমার পূর্ব্বপুরুষরা এই পানপাত্রে সুরা ঢেলে পান করতেন। আপনি নাটকের উপাসক, সুতরাং জানেন, এ রকম জিনিষ কোথায় পাওয়া যেত। আপনি ফেয়ারপোর্টে বেড়াতে এসে এই নতুন জিনিষটা দেখে গেলেন।"

লভেল বলিলেন, "মশাই, আপনার এ রকম অপূর্ব্ব সংগ্রহ আরও বাড়তে থাকুক! এই সব মূল্যবান জিনিষ সংগ্রহ করতে আপনাকে যেন কষ্ট ভোগ করতে না হয়।"

অতঃপর মিঃ লভেল বিদায় লইলেন। মিঃ ওল্ডবক্ তাঁহাকে কতক দূর আগাইয়া গেলেন পথে দুই একটা অদ্ভুত জিনিষও তিনি দেখাইয়া দিবেন বলিলেন।

৪

The pawkie auld carle cam ower the lea,
Wi' mony good-e'ens and good morrows to me,
Saying, Kind Sir, for your Courtesy,
Will ye lodge a silly puir man ?

The Gaberlunzie Man.

একটি ছোট বাগানের মধ্য দিয়া দুই অসমবয়স্ক বন্ধু অগ্রসর হইলেন। বাগানের আপেল গাছগুলি ফলভরে অবনত হইয়া পড়িয়াছিল। মঠ যখন এ অঞ্চলে ছিল, তখন সন্ন্যাসীরা যে অলস জীবন যাপন করিতেন না, ফলবান বৃক্ষগুলি দেখিলে তাহাই প্রতীয়মান হইবে।

বাগানের কথা, ফলের কথা বলিতে বলিতে প্রত্নতাত্ত্বিক অগ্রসর হইতে লাগিলেন। একটা শস্য-ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া গমনকালে ওল্ডবক্ বলিলেন, "মিঃ লভেল, একটা ভাল জিনিষ দেখুন।"

চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার সঙ্গী বলিলেন, "এখান থেকে চারিদিকের দৃশ্য চমৎকার দেখাচ্ছে।"

"সত্য বটে, কিন্তু এ দৃশ্য দেখ্‌বার জন্য আপনাকে এখানে আনিনি। একটা বিশিষ্ট জিনিষ আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না? মাটীর উপর কিছু দেখতে পাচ্ছেন না?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখ্‌তে পাচ্ছি। একটা খানা—খাত অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।"

"অস্পষ্ট!—ক্ষমা করবেন, আপনার দৃষ্টিশক্তি অস্পষ্ট বোধ হয়। বেশ স্পষ্টই ত দেখা যাচ্ছে। আমার ভাগিনেয়ী পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে, মশাই! আপনি পাচ্ছেন না? অস্পষ্ট!—নির্ব্বোধ চাষারা মাটী চ'ষে ফেলেছে, তাই তিনটে দিক প্রায় সমান ক'রে ফেলেছে। কিন্তু চতুর্থ দিকটা এখনও ঠিক আছে!"

লভেল বিনীতভাবে স্বীকার করিলেন যে, অস্পষ্ট শব্দটা প্রয়োগ করা ঠিক হয় নাই। তিনি অনভিজ্ঞ বলিয়াই ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "প্রিয় মহাশয়, আপনার চক্ষু অনভিজ্ঞ নয়। সমতলক্ষেত্র ও খাতের মধ্যে কি পার্থক্য, তা বোঝেন নিশ্চয়, কেমন নয়? সাধারণ লোক, এমন কি, রাখাল-বালক পর্য্যন্ত এটাকে কেইম্ কিন্‌প্রুনস্ ব'লে অভিহিত ক'রে থাকে। তার মানে প্রাচীন শিবির। এ মানে যদি না হয়, তবে অন্য মানে যে কি হ'তে পারে, তা আমার জানা নেই।"

লভেল ঘাড় নাড়িয়া উহা মানিয়া লইলেন। প্রত্নতাত্ত্বিক তখন উৎসাহভরে বলিয়া চলিলেন, "আপনি নিশ্চয় জানেন যে, আমাদের স্কটিশ প্রত্ন-তাত্ত্বিকরা এগ্রিকোলা ও ক্যালিডোনিয়ানদের মধ্যে সংঘর্ষের স্থানীয় ক্ষেত্র সম্বন্ধে বিভিন্ন মত পোষণ করেন। কেউ বলেন ষ্ট্র্যাথালেনএ আরডচ্, কেউ বলেন ইনারপেফ্রি, কেউ বা মিয়ার্ণসের রেডাইক্‌সএ সন্তুষ্ট। আবার কেউ বা এথলের উত্তর ব্লেয়ার পর্য্যন্ত সংঘর্ষ-ক্ষেত্রকে টেনে নিয়ে যেতে চান। কিন্তু মিঃ লভেল, এই নগণ্য ব্যক্তির সম্পত্তির মধ্যে কেইম্ কিন্‌প্রুনসএ যদি সে সংঘর্ষ ঘটে থাকে, তা হ'লে সেটা আপনার কি রকম মনে হয়?"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া প্রত্নতাত্ত্বিক আবার বলিয়া চলিলেন, "হ্যাঁ, বন্ধু, এখানে যদি সেই প্রসিদ্ধ সংঘর্ষ হয়ে না থাকে, তা হ'লে আমার সব অনুমান ভুল হয়ে যাবে। গ্রামপিয়ান পাহাড়ের কাছেই সেটা হয়েছিল। ঐ দেখুন, ঐ সেই পাহাড়-শ্রেণী দিকচক্রবালে মিশে গিয়েছে। রোমকদের রণতরী-বহর ওখান থেকেই দেখা গিয়েছিল। কোন বিজ্ঞ রোমক বা বৃটিশ নৌ-সেনাপতি আপনার ডাইনের উপসাগর ছেড়ে অন্য সমুদ্রের উপর দিয়ে পোত-বহর পরিচালন করতেন কি? আমাদের মত প্রত্নতাত্ত্বিকরা কত ভুলই ক'রে বসেন। সার রবার্ট সিবাল্ড, সণ্ডার্স গর্ডন, জেনারেল রয়, ডাঃ ষ্টুকেলি.

সকলেরই দৃষ্টি ভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। কেউ এটা বুঝে দেখেন নি। যত দিন এ জমিটা দখল করতে পারিনি, আমি এ কথা বল্‌তে চাইনি। জমিটা জনি হাউইর ছিল। জমির দর-দাম নিয়ে তার সঙ্গে আমার অনেক আলোচনা হয়েছিল। তার পর এই জমির বিনিময়ে আমি অনেক ফসলভরা জমি তাকে দিয়েছি। এই বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্থানটির মালিক হয়ে আমার লাভ বেশীই হয়েছে। কারণ, এটা জাতীয় সম্পত্তি। আমি তার পর এখানে খনন-কার্য্য আরম্ভ ক'রে দেই। তৃতীয় দিন আমি মাটীর নীচে থেকে একখানা পাথর আবিষ্কার করি। সেটা মঙ্কবারন্‌স্‌এ রেখে দিয়েছি। পাথরটার ওপর এ, ডি, এল্‌ এল্‌, উৎকীর্ণ। সেটার অর্থ "এগ্রিকোলা ডিকভিট লিবেন্‌স্‌ লুবেন্‌স্‌।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। কারণ, ডচ্‌ প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বলেন, 'এগ্রিকোলা আলোক-স্তম্ভ প্রথম স্থাপন করেন।'

"খুব সত্য কথা। বুড়ো হয়ে চশমা ধরবার আগে আপনাকে আমরা তৈরী ক'রে নিতে পারব, যদিও আপনি শিবির সংস্থাপনের জায়গাটি অস্পষ্ট দেখ্‌তে পেয়েছেন।"

"সময়ে সব হবে। বিশেষতঃ আপনার কাছে ভাল শিক্ষা পেলে—"

"না, না, আপনি পরে এক জন পাকা প্রত্নতাত্ত্বিক হ'তে পারবেন, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। এর পর যখন আপনি মঙ্কবারন্‌সএ আসবেন, তখন আমি আপনাকে এ সম্বন্ধে আমার প্রবন্ধ পড়তে দেব। বন্ধু, এটা নিশ্চিত জেনো যে, জুলিয়স এগ্রিকোলা এইখানে এই প্রিটোরিয়ানে দাঁড়িয়েই দেখেছিলেন—"

এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে বলিয়া উঠিল, "এখানে প্রিটোরিয়ান, ওখানে প্রিটোরিয়ান।"

উভয়ে একই সঙ্গে পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলেন। লভেলের মুখে বিস্ময়, ওল্ডবকের আননে বিস্ময় ও ক্রোধ। তাঁহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে এক জন শ্রোতা সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! লোকটাকে দেখিলেই ভিক্ষুক বলিয়া মনে হইবে। তাহার মাথায় প্রকাণ্ড টুপী। তাহার মুখে দীর্ঘ শ্বেত শ্মশ্রু। বয়স তাহার হইয়াছে, কিন্তু শরীর বলিষ্ঠ।

ওল্ডবক বলিলেন, "এ ডি, কি বল্‌ছিলে তুমি?"

বিন্দুমাত্র দমিয়া না গিয়া এডি বলিল, "এটার কথাই বল্‌ছিলাম।"

"আরে হতভাগা! তোমার জন্মের আগেই এটা এখানে ছিল। তোমার মৃত্যুর পরও থাকবে।"

"আমি ফাঁসীকাঠেই ঝুলি বা জলে ডুবেই মরি—এখানেই হোক বা অন্য জায়গাতেই হোক্‌—এই জিনিষটা তৈরী হতে দেখেছি।"

প্রত্নতাত্ত্বিক ক্রোধভরে বলিলেন, "ওরে হতভাগা ভবঘুরে, এর সম্বন্ধে তুমি কি জান?"

"মঙ্কবারন্‌স্‌, এর কথা আমি জানি। মিথ্যে কথা বলে আমার লাভ কি? আমি জানি যে ২০ বছর আগে আমি ও আমার মত আর এক জন, জনকয়েক রাজমিস্ত্রীর ছেলেকে নিয়ে এটা তৈরী করেছিলুম। আপনারা যাকে প্রিটোরিয়ান্‌ বলেন, ওটা আমাদেরই তৈরী। এটা বাঁধ দেবার জন্যই তৈরী হয়েছিল। এইকেন্‌ ড্রুমের মেয়ের বিয়ের সময় এটা হয়। একখানা পাথর ছিল। তার উপর লেখা ছিল, এ, ডি, এল্‌, এল। তার মানে এইকেন্‌ ড্রুমের লাং ল্যাডল।"

লভেল তখন অপাঙ্গে একবার প্রত্নতাত্ত্বিকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। কিন্তু তখনই সে দৃষ্টি সরাইয়া লইলেন। পাঠক, যদি ষোড়শী তরুণীর প্রথম প্রণয়-ব্যাপার অসময়ে প্রকাশ পাইবার পর, তাহার মুখের চেহারা দেখিবার অবকাশ পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার মুখে যে ভাব ফুটিয়া উঠে, আমাদের প্রত্নতাত্ত্বিকের মনে ঠিক অনুরূপ ভাবই ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

ভিখারীর দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "নিশ্চয় কোথাও কিছু ভুল-ভ্রান্তি ঘটে থাকবে।"

ভিক্ষুক সাহসভরে বলিল, "ভুল আমার হয় না। মঙ্কবারন্‌স্‌, ঐ ভদ্রলোকটি আমার মত হতভাগার কথা কাণে তুলবেন না। কিন্তু আমি বাজি রাখতে পারি, উনি কোথায় কাল ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। কিন্তু সে কথা কারুর কাছে আমি বলি, তা উনি চান না।"

লভেলের মুখমণ্ডল সহসা আরক্ত হইয়া উঠিল।

মিঃ ওল্ডবক বলিলেন, "ওর কথায় কাণ দেবেন না। বুড়ো পাজিটা ভারী বদ। আপনার কাজকর্ম্ম যাই হোক না কেন, তাতে আমার কাছে আপনার সম্মান কমবে না। ওরা ঐ রকম যা তা লোকের সম্বন্ধে ধারণা করেই ব'সে থাকে।"

বৃদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিকের কথা তখন লভেলের কাণেও যেন প্রবেশ করিতেছিল না। তিনি তখন বৃদ্ধ ভিক্ষুকের মন্তব্য সম্বন্ধেই চিন্তা করিতেছিলেন। ঐ লোকটা তাঁহার গতিবিধি ও কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সন্ধান রাখে বলিয়া যেন ইঙ্গিত করিল। তিনি তখনই

কোটের পকেটে হাত দিলেন—উদ্দেশ্য, যদি ভিক্ষুক কিছু জানিয়াও থাকে, সে যেন সে কথাটা প্রকাশ না করে। তাহার হাতে কিছু অর্থ ভিক্ষাস্বরূপ দিবামাত্র লোকটা এমন ইঙ্গিত করিল যে, তাঁহার গুপ্ত কথা জানিলেও সে প্রকাশ করিবে না। লভেলের প্রদত্ত মুদ্রা পকেটস্থ করিতে করিতে সে বলিল, "আমার কথা ধরবেন না, মশাই। আমি গল্পে লোক নই। কিন্তু জগতে আরো ঢের লোক আছে।" বাকি কথাটা সে উহ্যই রাখিয়া দিল।

গমন-কালে সে ওল্ডবক্‌কে বলিয়া গেল, "আমি জমিদার-বাড়ীর দিকে যাচ্ছি। সেখানে কাকেও কিছু বলতে হবে কি? সার আর্থারকে আপনার কথা বলব কি?"

স্বপ্ন হইতে যেন জাগ্রত হইলেন, এমন ভাব প্রকাশ করিয়া ওল্ডবক বলিলেন, "মক্কবারন্‌সএ তুমি যেও—সেখানে খেতে পাবে তুমি। কিন্তু থাক্। যদি জমিদার-বাড়ী যাও, সেখানে তোমার ঐ বোকামির গল্প যেন করো না।"

সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষুককে তিনি কিছু অর্থ প্রদান করিলেন।

ভিক্ষুক বলিল, "গল্প করা আমার স্বভাব নয়। এ সব কথা কোন লোক আমার কাছ থেকে জানতে পারবে না। কিন্তু মশাই, লোকে বলে,আপনি জনি হাউইকে এই জমির বদলে অনেক ভাল জমি দিয়েছেন। সে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে বলে আপনি তার নামে নালিশ ক'রে জমিগুলো ফিরিয়ে নিতে পারেন।"

দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া প্রত্নতাত্ত্বিক সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা শয়তান ত! ওর পিঠে ফাঁস্তুড়ের চাবুক ভাঙ্গতে পারলে ভাল হইত।" প্রকাশ্যে তিনি বলিলেন,"কিন্তু মনে ক'রো না, এডি—ও সবই ভুল!"

তখন ভিক্ষুক আবার বকিয়া চলিল।

ওল্ডবক্ মনে মনে বলিলেন, "তুমি জাহান্নমে যাও!" তার পর অপেক্ষাকৃত কোমল কণ্ঠে বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি এখন যাও; মক্কবারন্‌সএ তুমি যেও, সেখানে গেলে তোমাকে এক বোতল ভাল এল্ মদ পান করতে দেব।"

তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার মান-সম্ভ্রম, খ্যাতি এখন এই লোকটার উপর নির্ভর করিতেছে।

মক্কবারন্‌সের দিকে চলিতে চলিতে ভিক্ষুক বলিল, "ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। কিন্তু আপনি সে দিন যে লোকটাকে এক শিলিং দিয়েছিলেন, তা কি ফিরিয়ে পেয়েছেন?"

"গোল্লায় যাও তুমি। এখন নিজের কাজে তুমি চ'লে যাও।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, হুজুর, আমি যাচ্ছি।"

ওল্ডবক্ অপ্রসন্ন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ভিক্ষুক দূরে চলিয়া গেলে, লভেল বলিলেন, "এই বুড়ো লোকটি কে, বলুন ত?"

"ও এ অঞ্চলের একটা বদমাস্। ভিখিরীদের জন্য দরিদ্র ভবনের আমি বরাবরই বিরোধী ছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি, আমারই ভুল। এবার যাতে ওরা সব বন্দী হ'য়ে থাকে, তার জন্য আমি ভোট দেব। লোকটা কে, জানতে চাইছেন? ও আগে এক জন সৈনিক ছিল, তার পর হ'ল কি না বাউল এখন হয়েছে ভিক্ষুক।"

"কিন্তু খুব স্বাধীনভাবেই মতামত ব্যক্ত ক'রে বেড়ায়!"

"লোকটা ঘোর মিথ্যেবাদী। এমন চমৎকার গল্প বানিয়ে বলবে যে, মানুষ না বিশ্বাস ক'রে থাকতে পারে না।

লভেল বলিলেন, "ইংলণ্ডে এ রকম ভিখিরীর পথে পথে ঘাটে বেড়াতে পায় না।"

"তা ঠিক। আপনাদের ওখানে নিয়ম বড় কড়া। কিন্তু এখানে ওকে সবাই আদর করে; এই লোকটা অনেক রকম গ্রাম্য গান জানে—পুরোনো ছড়া ওর কণ্ঠস্থ। যাক্, আমি এখন বাড়ী ফিরে যাই। ওর মুখ বন্ধ করতে হবে। নইলে ও দেশের মধ্যে ওর মিথ্যে গল্পটা ব'লে বেড়াবে।"

ওল্ডবক বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। লভেল ফেয়ারপোর্টের দিকে চলিতে লাগিল।

৫

Launcelot Gobbo. Mark me now:
Now will I raise the waters.
Merchant of Venice

ফেয়ারপোর্টের রঙ্গালয়ে অভিনয় আরম্ভ হইল। কিন্তু লভেলের নাম অভিনেতাদিগের তালিকায় দেখা গেল না। তিনি যে অভিনেতা, তাহারও কোন পরিচয় কেহ পাইল না। প্রত্নতাত্ত্বিক, লভেলের সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব সন্ধান লইতেছিলেন। কিন্তু লভেল কোন দিনই রঙ্গালয়ে অভিনয় করিবার জন্য আবির্ভূত হইলেন না। তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, লভেল অভিনয় করিবেন জানিতে পারিলেই, তিনি বাড়ীর মেয়েদের লইয়া থিয়েটার দেখিতে

পাইবেন। কিন্তু তাঁহার নিয়োজিত গোয়েন্দা বুড়া জেকব ক্যাক্সন এমন কোনও সন্ধান আনিয়া দিতে পারিল না।

সে বরং এমন সংবাদ আনিয়া দিল যে, ফেয়ারপোর্টে এক জন যুবক আসিয়া বাস করিতেছেন বটে, কিন্তু সহরের লোক তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই জানে না। লোকটি কোনও সমাজে যান না, ভাবে সকল প্রকার সামাজিক আমন্ত্রণ এড়াইয়া চলেন। অনেকে কৌতূহলপরবশ হইয়া তাঁহার সহিত মিশিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তিনি কাহাকেও আমোল দেন নাই। তিনি ঠিক নিয়মানুসারে চলাফেরা করেন। কোন প্রকার অনিয়ম চাল তাঁহাতে নাই। অতি সাদা-সিধা ভাবেই তিনি চলিতেছেন। টাকা-কড়ির ব্যাপারে কোথাও তাঁহার এক কপর্দ্দক ঋণ নাই।

বৃদ্ধ ভাবিয়া পাইতেন না, যুবক, কাহারও সহিত না মিশিয়া, আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত না হইয়া, কেন ফেয়ারপোর্টে আসিয়া বাস করিতেছেন ?

তিনি কোন কাজও করেন না। নেশাও তাঁহার নাই। কোনও ক্লাবে তিনি যোগ দেন নাই। ফেয়ারপোর্টে পার্টি দেওয়া হইয়াছিল, তিনি নিমন্ত্রিতও হইয়াছিলেন, কিন্তু লভেল তাহাতে যোগ দেন নাই। তিনি শুধু একটি কফিখানায় গমন করিতেন। কিন্তু সেখানে কাহারও সহিত কোনরূপ আলোচনায় যোগ দিতেন না। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে কাহারও বিশেষ কিছু জানিবার সুযোগ ঘটে নাই।

লভেলের বিরুদ্ধে কাহারও কোনও অভিযোগ করিবার ছিল না। তিনি নিবিরোধ লোক ছিলেন। মানুষের এমনই স্বভাব, কাহারও নিন্দার কিছু থাকিলে, তাহা শতমুখে শতগুণ হইয়া প্রকাশ পায়। তাঁহার সম্বন্ধে একটা বিষয়ে কোন কোন লোকের মনে সন্দেহের উদ্রেক করিয়াছিল। লভেল প্রায় কাগজ-পেন্সিল ব্যবহার করিতেন। পথে চলিতে চলিতে কোনও দৃশ্য দেখিলে তিনি তাহার ছবি আঁকিয়া লইতেন। বন্দরের দৃশ্য, বা কোন দুর্গ, অথবা কামান সজ্জিত রহিয়াছে দেখিয়া তিনি সুন্দর দৃশ্যের রেখাচিত্র লইতেন। ইহা দেখিয়া কোনও কৌতূহলী দর্শক কোনও দূরস্থিত বন্ধুর কাছে এমন ইঙ্গিত করিয়াছিল যে, এই রহস্যজনক যুবকটি হয়, ত ফরাসীদিগের কোনও গোয়েন্দা হইতে পারে। এই কথা কাণাঘুষায় প্রচারিত হইলে স্থানীয় সেরিফ লভেলের সহিত দেখা করিয়াছিলেন। তাহার ফলে ম্যাজিষ্ট্রেটের মন হইতে লভেলের বিরুদ্ধে সন্দেহের সর্ব্বপ্রকার কারণ তিরোহিত হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করেন; কিন্তু নির্জ্জনতার ভক্ত লভেল খুবই ভদ্রভাবে নিমন্ত্রণ প্রত্যাহার করেন। লভেল তাঁহার কার্য্যের কি কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন, ম্যাজিষ্ট্রেট তাহ বর্ণাক্ষরেও কাহারও কাছে প্রকাশ করেন নাই এমন কি, তাঁহার পত্নী, কন্যা, কেরাণী পর্য্যন্ত—ইহারা ম্যাজিষ্ট্রেটের সরকারী কার্য্যে সহায়তা করিতেন—কিছুই জানিতে পারেন নাই

মিঃ ক্যাকসন এই সকল ঘটনা গোপনে তাঁহার পৃষ্ঠপোষক মঙ্কবারনস্‌এর নিকট পাঠাইয়াছিলেন। সকল সংবাদ জানিতে পারিয়া ওল্ডবক্ লভেলের প্রতি আরও শ্রদ্ধাশীল হইয়াছিলেন। তিনি আপন মনে বলিয়াছিলেন, "না, ছোকরা খুব ভালই দেখ্‌ছি ফেয়ারপোর্টের নির্ব্বোধদের দলে মিশতে চায় না, এ কথা ভাল। কিন্তু ছোকরার জন্য আমার কিছু করা দরকার একটা ডিনার ভোজে ওকে নেমন্তন্ন করব। সার আর্থারকে চিঠি লিখে দেই। তিনিও ছোকরার সঙ্গে পরিচিত হবেন যাক্, এ ব্যাপারে মেয়েদের সঙ্গে একবার পরামর্শ ক'রে দেখা যাক্।"

পরামর্শ হইবার পর, ক্যাকসন্‌কে দিয়া একখানি নিমন্ত্রণ-পত্র সার আর্থার ওয়ারডুরের নিকট, তাঁহার প্রাসাদ নক্‌উইনকএ পাঠাইয়া দেন। পত্রে এইরূপ লেখা ছিল :—

"প্রিয় সার আর্থার,

"আগামী ১৭ই তারিখে মনকবারনস্‌এ একটা আলোচনা-সভা বসাইতে চাহি। ঠিক বেলা ৪ টার সময় আপনি এই সভায় আসিলে আনন্দিত হইব। আমার সুন্দরী প্রতিপক্ষ মিস্ ইসাবেলা যদি আপনার সঙ্গে দয়া করিয়া আমার এখানে পদার্পণ করেন, তাহা হইলে আমাদের বাড়ীর মেয়েরা তাঁহার সাহচর্য্যে গৌরব অনুভব করিবে। তিনি না আসিলে বাড়ীর মেয়েদের সে দিনের মত অন্যত্র পাঠাইব। এক জন যুবক বন্ধুর সহিত আপনার পরিচয় করাইয়া দিবার বাসনা আছে। এই যুবকের পুরাণ সম্বন্ধে অশেষ জ্ঞান আছে। ফেয়ারপোর্টের সমাজের প্রতি এই যুবকের বিশেষ বিতৃষ্ণা দেখা যায়। সে জন্য উপযুক্ত সামাজিক জীবনের সহিত পরিচয় করাইয়া দিতে বাসনা করি। ইতি৹"

ক্যাক্সনের হাতে পত্রখানি দিয়া বৃদ্ধ বলিলেন,

"এখানা নিয়ে তুমি তাড়াতাড়ি চ'লে যাও। জবাব আমি চাই। খুব তাড়াতাড়ি চ'লে যাবে।"

সে চলিয়া গেল।

সে কাহার কাছে গেল, সে সম্বন্ধে পাঠকবর্গকে বলা দরকার।

মিঃ ওল্ডবক আশপাশের ভদ্রলোকদিগের সহিত তেমন মিশিতেন না, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তিনি শুধু এক জনের সহিত মিশিতেন। এই ভদ্রলোকের নাম সার আর্থার ওয়ারডুর। ইঁহার প্রচুর জমিদারী ছিল বটে, কিন্তু দায়মুক্ত নহে। তাঁহার পিতা সার এন্থনি জ্যাকোবাইট মতাবলম্বী ছিলেন। বাক্যে যত দূর সম্ভব, তিনি স্বপক্ষকে তত দূর সাহায্য করিতেন। কোনও ধরা-বাঁধার ভিতর তিনি যাইতেন না। কিন্তু ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে এক দল হাইল্যাণ্ড সৈন্য যখন দেখা দিল, তখন তাঁহার উৎসাহ-বহ্নি ম্লান হইয়া আসিল, কথাও সংযত হইল। কিন্তু সেই সময়ই বাক্যবাগীশ হওয়ার প্রয়োজন ছিল। স্কটল্যাণ্ডের তরফে চার্লস ষ্টুয়ার্টের পক্ষে যুদ্ধ করিবার কথা তিনি মুখে খুব জোর গলায় বলিতেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে রণক্ষেত্রে গমন করা তিনি নিরাপদ মনে করিতেন না।

সার এন্থনি যখন গাঢ় অভিনিবেশ সহকারে সুরা-পান ও কথার তুবড়ি চালাইতেছিলেন, সেই সময় ফেয়ারপোর্টের শাসক (বর্ত্তমান প্রত্নতাত্ত্বিকের পিতা) এক দল অস্ত্রধারী লোকসহ সার এন্থনির দুর্গ এবং দুর্গস্বামীকে রাজা দ্বিতীয় জর্জ্জের নামে গ্রেপ্তার করেন। পরে সার এন্থনি সপুত্র লণ্ডনের দুর্গে প্রেরিত হন। বর্ত্তমান ব্যারনেট সার আর্থার তখন নবীন যুবক মাত্র। পিতা ও পুত্রের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা বা ষড়যন্ত্রের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। সুতরাং তাঁহারা মুক্তিলাভ করেন এবং নিজ দুর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দেশের রাজার জন্য কি দুঃখ বরণ করিতে হইয়াছিল, সে কথা বর্ণনা করিয়া সার এন্থনি আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন—সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর সুরাপানও চলিত। পিতার মৃত্যুর পর সার আর্থারও পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিতেন। স্কটল্যাণ্ডের প্রকৃত রাজা যাহাতে রাজ্য লাভ করেন, সেজন্য প্রার্থনা চলিত, সিংহাসনে যিনি বলপূর্ব্বক অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহার পতন-কামনাও বাদ যাইত না। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। মুখের কথা ছাড়া বেশী দূর তিনি অগ্রসর হওয়া নিরাপদ মনে করিতেন না।

ষ্টুয়ার্টবংশের শেষ বংশধরের বিলোপের পরও সার আর্থার সেই বংশের কল্যাণকামনায় প্রার্থনা করিতেন। তিনি ভাবিতেন, ষ্টুয়ার্টবংশ এখনও জীবিত। অন্যান্য ব্যাপারে তিনি রাজা তৃতীয় জর্জ্জের অনুরক্ত ভক্ত প্রজা ছিলেন।

সার আর্থার ওয়ারডুর মাছ ধরিয়া, অরণ্যে শিকার করিয়া গতানুগতিক জীবন যাপন করিতেন। মাঝে মাঝে ভোজ দিতেন এবং ভোজেও নিমন্ত্রিত হইতেন। এ সকল কার্য্য ছাড়া, ঘোড়দৌড়, পল্লী-সমিতির অধিবেশন প্রভৃতিতে যোগদান করাও তাঁহার বাদ পড়িত না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি আর শিকার প্রভৃতি ব্যাপারে যোগ দিতেন না। স্কটল্যাণ্ডের ইতিহাস পাঠেই তাঁহার অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হইত। ওল্ডবকের সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল এবং তাঁহার ন্যায় তিনিও এক জন প্রত্নতাত্ত্বিক ছিলেন।

তবে উভয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে মতানৈক্য ঘটিত। তাহার মানে উভয়ের মনের তার বেসুরে বাজিয়া উঠিত। সার আর্থার প্রত্নতাত্ত্বিক হিসাবে সবই বিশ্বাস করিতেন; কিন্তু ওল্ডবক শোনা কথা কিম্বদন্তী প্রভৃতির উপর ততটা বিশ্বাস ন্যস্ত করিতেন না। ওল্ডবক গোঁড়া প্রেসবিটারীয় ছিলেন। সার আর্থার উহার বিপরীত। উভয়ে রাজার প্রতি ভক্তিমান ও বিশ্বাসী ছিলেন। এই ব্যাপারেই দুই জনের মতের মিল ছিল। সার আর্থার অভিজাত-বংশীয় বলিয়া বিশেষ গর্ব্বিত ছিলেন। ইহাতে ওল্ডবকের সহিত তাঁহার বিরোধ বাধিত। তবে সার আর্থারের কন্যা মিস্ ইসাবেলার মধ্যস্থতায় উভয়ের মনোমালিন্য চরম সীমায় উঠিতে পারিত না। তরুণী জানিতেন, ওল্ডবক তাঁহার পিতার একমাত্র আনন্দসহচর।

উভয়ের মধ্যে আর একটা সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল। তাহার ফলে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিলেও বেশীক্ষণ স্থান পাইত না। সার আর্থার সর্ব্বদাই ঋণ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। ওল্ডবক্ সহসা টাকা ধার দিতে চাহিতেন না। যখন টাকা ধার দিতেন, নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহা পরিশোধের জন্য পীড়াপীড়ি করিতেন। সার আর্থার সকল সময়ে তাহাতে রাজি হইতেন না। এই ব্যাপার লইয়া উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দিত। তবে সে বিবাদ মিটিয়া যাইত। পরস্পর পরস্পরকে মোটের উপর মানাইয়া লইয়া চলিতেন। দুইটি সারমেয় একত্র সর্ব্বদা থাকিলে যেমন মাঝে মাঝে পরস্পরের প্রতি দংষ্ট্রাবিকাশ করিয়া গর্জ্জন করে, আবার উভয়ের

মধ্যে সম্প্রীতি ঘটে, এই দুই প্রত্নতাত্ত্বিক সেইভাবেই চলিতেছিলেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে উভয়ের মধ্যে এইরূপ একটা ব্যাপার উপলক্ষে মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। তাহার ফলে উভয় পরিবারের মধ্যে দেখাশুনা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। এমন সময় ওল্ডবকের দূত পত্র লইয়া হাজির হইল। দূতকে দেখিবামাত্র সার আর্থারের মুখে আনন্দের দীপ্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। লোকটা কি খবর আনিতেছে?

ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "মঙ্কবারনস থেকে চিঠি এসেছে। হুজুর!" সার আর্থার বেশ গম্ভীরভাবে পত্রখানি হাতে লইলেন।

যুবতী বলিলেন, "বুড়োকে রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে খাবার দাও।"

ব্যারনেট বলিলেন, "মিঃ ওল্ডবক ১৭ই মঙ্গলবার আমাদের নেমন্তন্ন করেছেন। সম্প্রতি তিনি আমার সঙ্গে খুব ভদ্র ব্যবহার করেন নি কিন্তু

ইসাবেলা বলিলেন, "আপনি মাঝে মাঝে ওঁর সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করেন, বাবা, তাতে তাঁর মন খারাপ হয়ে যাবারই কথা। কিন্তু আমি জানি, তিনি আপনাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন—আপনার সঙ্গে আলাপ আলোচনায় আনন্দ পান। আপনার সঙ্গে আলাপ বন্ধ হলে সত্যি তিনি মনে বেদনা বোধ করেন।"

"ঠিক, ঠিক, মা ইসাবেলা! তা ছাড়া লোকটার বংশের কথাটাও ত ধরতে হয়। ওঁর রক্তে অসভ্য জার্ম্মাণের রক্ত-স্রোত ত বইছে। যারা অভিজাত-বংশের লোক, তাঁদের প্রতি উনি উপযুক্ত শ্রদ্ধা দেখাতে পারেন না। তুমি মনে ক'রে দেখ, মা, তকে আমার সঙ্গে উনি কোন দিনই পারেন নি। খালি সন, তারিখ, মাস নিয়ে কি হবে? ও সব আমার মনে থাকে না। উনি সে বিষয়ে ওস্তাদ জার্ম্মাণ রক্তের প্রভাব ওটাকে বলতে হবে।"

সুন্দরী তরুণী বলিলেন, "ঐতিহাসিক গবেষণায় সন-তারিখের দরকার হয়। নয় কি, বাবা?"

"কিন্তু তার ফলে অভব্য প্রতিবাদ ঘটে। তার পর তিনি যখন হেক্টর বোয়েসের বেলেনডেনের অমূল্য অনুবাদকে মিথ্যে ব'লে তর্ক তুলেছিলেন, তার মত যুক্তিহীন ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না। ও বই আমার আছে—কোথাও হঠাৎ পাওয়া যায় না। তা ছাড়া এমন ব্যবসাদারী বুদ্ধিতে তিনি তর্ক আরম্ভ করেন যে, তা অসহ্য হয়ে পড়ে। যারা বংশানুক্রমে জমিদার, তারা এ সব তর্ক সহ্য করতে পারে না।"

"তা ত হ'ল, কিন্তু আপনি তাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন ত?"

"নিশ্চয়। হাতে ত আর অন্য কোথাও নেমন্তন্ন নেই। উনি যে যুবকের কথা উল্লেখ করেছেন, তিনি কে? ওল্ডবক হঠাৎ ত কারুর সঙ্গে আত্মীয়তা করেন না! বুড়োর যে কোন আত্মীয় আছেন, তাও ত শুনিনি।"

"ওঁর ভগিনীপতি ক্যাপ্টেন ম্যাকেনটায়ারের কোন আত্মীয় হয় ত হবেন।"

"তাই সম্ভব। হ্যাঁ, আমরা নেমন্তন্ন নেব। ম্যাকেন্টায়াররা বনেদী বংশের লোক। ইসাবেলা, তুমি নিমন্ত্রণ স্বীকার ক'রে চিঠি লিখে দেও। আমার নিজের এখন চিঠি লেখবার অবসর হবে না।"

মিস ইসাবেলা তখন পত্র লিখিয়া দিলেন যে, তিনি তাঁহার চা ডিনার ভোজে গমন করিবেন। এই সুযোগে ওল্ডবকের দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির জন্যও তরুণী অনুযোগ করিতে ছাড়িলেন না। বৃদ্ধ ক্যাকসন সেই পত্র লইয়া দ্রুতচরণে মঙ্কবারনস অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল

Moth. By Woden, God of Saxions,
From whence comes Wensday,
that is, Wednesday,
Truth is a thing that I will ever keep
Unto thylike day in which I creep into
My sepulchre—

Cartwright's Ordinary.

আমাদের যুবক বন্ধু লভেলও অনুরূপ নিমন্ত্রণপত্র পাইলেন। ১৭ই জুলাই পাঁচটা বাজিতে পাঁচ মিনিটের সময় তিনি মঙ্কবারনসে আসিয়া পৌঁছিলেন। সে দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল এবং মাঝে মাঝে বৃষ্টিপাতও হইতেছিল। ভারী বৃষ্টি হইবার আশঙ্কা আর ছিল না।

মিঃ ওল্ডবক তাঁহাকে সানন্দে অভ্যর্থনা করিলেন। ক্যাকসন তাঁহাকে আজ ভাল করিয়া প্রসাধিত করিয়া দিয়াছিল।

"আসুন, মিঃ লভেল। আমার বাড়ীর স্ত্রী-লোকদের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেওয়া যাক্। ওরা ভারী অপদার্থ।"

লভেল বলিলেন, "আপনি তাঁদের সম্বন্ধে যে রকম মন্তব্য করলেন, তা যদি না দেখাতে পারেন ত আমি কিন্তু ভারী হতাশ হব।"

"মিঃ লভেল, আপনি সত্যি ভদ্রলোক। এ বাড়ীর মেয়েরা অতি সাধারণ। এই যে ওঁরা আস্‌ছেন। ইনি আমার বোন্ গ্রিসেলডা। আর ইনি আমার এক বোনের মেয়ে মেরিয়া। ওর মার নাম ছিল মেরী—কেউ কেউ মেনী বলেও ডাক্‌তো।"

ওল্ডবকের ভগিনী দেখিতে তাঁহার সহোদরের মত। শুধু পরিচ্ছদটি নারীর। সে যুগের পরিচ্ছদে তিনি সজ্জিতা হইয়াছিলেন। ওল্ডবকের ভাগিনেয়ী দেখিতে মন্দ নহেন। তদানীন্তন কালের পরিচ্ছদ তাঁহার অঙ্গে ছিল। যুবতী সুন্দরী।

মিঃ লভেল উভয়কেই সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাইলেন।

এমন সময় সার আর্থার কন্যা সহ উদ্যান-তোরণে দেখা দিলেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক তখন বলিলেন, "সার আর্থার, আপনি ও আমার সুন্দরী প্রতিযোগিনী উভয়ের সহিত আমার যুবক বন্ধু মিঃ লভেলের পরিচয় করিয়ে দেই। দেখুন, ওঁর পরিচ্ছদে যে রক্ত রাগের অভাব, ওঁর গণ্ডে তাই ফুটে উঠেছে। এই যুবক গম্ভীরস্বভাব, জ্ঞানী এবং ভারী ভদ্র। এঁর পাণ্ডিত্যও খুব আছে। সে পরিচয় পরে পাবেন। ঐ দেখুন, ওঁর মুখ লজ্জায় আবার আরক্ত হয়ে উঠল। এটা সৌন্দর্য্যের লক্ষণ।"

লভেলকে উদ্দেশ করিয়া মিস্ গ্রিসেলডা বলিলেন, "মশাই, আমার দাদা পরিহাস-রসিকতার ভেতর দিয়ে নিজের মনের ভাব প্রকাশ ক'রে থাকেন। সুতরাং আপনি ওঁর এ সব অর্থহীন কথা শুনে যেন বিরক্ত হবেন না। আপনি অনেকটা পথ হেঁটে এসেছেন। কিছু দেব কি আপনাকে? এক গ্লাস পানীয়?"

লভেল উত্তর দিবার পূর্ব্বেই প্রত্নতাত্ত্বিক বাধা দিয়া বলিলেন, "তুমি থাম। আমার বন্ধুদের ঐ মদের সরবৎ খাইয়ে কি ওঁদের শরীরে বিষক্রিয়া উৎপাদন করতে চাও? একবার পাদরী মশাইকে ঐ সরবৎ খাইয়ে কি হয়েছিল, মনে পড়ে?"

"দাদা! দাদা! ছিঃ।—সার আর্থার, এ সব কথা আপনি আর কখনো শুনেছেন কি? উনি সব নিজের মর্জ্জিমত করবেন—তাতে মিথ্যে করে বানিয়ে বল্‌তেও বাধে না। উনি এমন গল্প বানাবেন—কিন্তু ঐ ঘণ্টা পড়েছে। এখন ডিনার প্রস্তুত।"

অত্যন্ত মিতব্যয়ী বলিয়া ওল্ডবক্ পুরুষ ভৃত্য বাড়ীতে রাখিতেন না। সে কথাটা গোপন রাখিবার জন্য বলিতেন যে, পুরুষদিগকে এরকম কাজের জন্য নিযুক্ত করা অসঙ্গত। যে কার্য্য স্ত্রীলোকের দ্বারা চলে, তাহার জন্য পুরুষ ভৃত্য রাখিয়া তাহাদিগকে অপমান করা উচিত নহে।

তিনি বলিলেন, "আমার বোনের পরামর্শমত টাক রিন্‌খেরাউটকে চাকর নিযুক্ত করেছিলুম। পরীক্ষায় দেখা গেল, সে আপেল চুরী করছে, পাখী নিয়ে যাচ্ছে, গ্লাস ভাঙ্গছে। অবশেষে আমার চশমাও সে চুরি করলে। সে পুরুষমানুষ, তার বুকে পুরুষের বীর্য্য রয়েছে। শেষে ফ্লাণ্ডার্সে গিয়ে সে সেনাদলে কাজ আরম্ভ করে দিলে। আমার বিশ্বাস, তাতে সে সাফল্যলাভ করবে। এ দিকে তার বোন জেনি রিন্‌খেরাউটকে কাজে লাগান গেল। সে কেমন নিঃশব্দে তার কাজ করে চলেছে। কেন? সে নিজের উপযোগী কাজ করছে বলে। মেয়েদের হাতে সেবার ভার তুলে দেওয়াই উচিত। এ কাজেরই তারা উপযুক্ত। অন্য কাজ তাদের সাজে না। প্রাচীন বিধানকর্ত্তারা—লাইকারগাস্ থেকে মহম্মদ পর্য্যন্ত, সকলেই এক বাক্যে এই কথা বলে গেছেন।"

এইরূপ নারী-নিন্দাবাচক মন্তব্যের বিরুদ্ধে মিস্ ওয়ারডুর কি বলিতে যাইতেছিলেন, ঠিক সেই সময় ডিনার ভোজের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

প্রত্নতাত্ত্বিক তখন মিস্ ইসাবেলার দিকে বাহু বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, "আমার সুন্দরী প্রতিযোগিনীর সব কাজ আমাকেই করতে হবে। মিস্ ওয়ারডুর, মহম্মদ মুসলমানকে প্রার্থনায় সমবেত হবার জন্য কি উপায়ে আহ্বান করবেন, সে সম্বন্ধে ইতস্ততঃ করেছিলেন। খৃষ্টানরা ঘণ্টা বাজিয়ে ভক্তদের আহ্বান করে। তিনি সে প্রথা ত্যাগ করেছিলেন। একই কারণে তূর্য্যধ্বনিকেও বাদ দিয়েছিলেন। তিনি অবশেষে মানুষের কণ্ঠধ্বনিই—অবলম্বন করেছিলেন। আমি সেজন্য নারীকণ্ঠের আহ্বান ত্যাগ করেছি। ঘণ্টা বাজানই ভাল, কারণ, দড়ি টানা বন্ধ হলেই ঘণ্টাধ্বনি থেমে যাবে। কিন্তু মেয়েমানুষ চেঁচিয়ে ডাক্‌তে আরম্ভ করলে তার শেষ নেই।"

এইরূপ বলিতে বলিতে তিনি সকলকে ভোজন-কক্ষের দিকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। পরিচারিকা জেনি পরিবেষণ করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল। ভোজন-টেবলে সকলে উপবেশন করিলেন। মিঃ ওল্ডবক্ বকিয়া চলিলেন।

সার আর্থার বলিলেন, "মঙ্কবারনস্, এডিনবরা থেকে তুমি আমাদের জন্য নতুন কি খবর এনেছ বল? অলভ্ রিকিতে কি হচ্ছে?"

"সব পাগল হয়েছে, সার আর্থার। ঘোর

উন্মাদ রোগে সবাইকে পেয়ে বসেছে। সকলের মাথায় কেবল যুদ্ধের উন্মাদনা। নারী, পুরুষ, ছেলে, মেয়ে সবাই!"

মিস্ ওয়ারডুর বলিলেন, "বাইরে থেকে যখন শত্রুর অভিযান আসবার সম্ভাবনা এবং দেশের মধ্যে অরাজকতা ঘটে, তখন এম্নি হয়ে থাকে।"

"তুমি ত আমার বিরুদ্ধে যোগ দিবেই। লাল কাপড় দেখ্‌লেই মেয়েরা টর্কি মোরগের মত ক্ষেপে উঠে। কিন্তু সার আর্থার কি বলেন? উনি ত স্থায়ী সেনাদল আর জার্ম্মান আক্রমণের স্বপ্নই দেখে আস্‌ছেন।"

সার আর্থার বলিলেন, "মিঃ ওল্ডবক্, আমি যা বুঝেছি, তাতে দেখা যাচ্ছে যে, একদল লোক সাধারণতন্ত্র শাসন-পদ্ধতি চালাবার জন্য দেশের মধ্যে অশান্তির উদ্রেক করছে। তাই আমি কনেষ্টবলদের হুকুম দিয়েছি, যারা প্রচলিত ধর্ম্ম-মতের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে, তাদের যেন গ্রেপ্তার করা হয়। এডি ওকিল্‌ট্রি হচ্ছে পালের গোদা। তাকে ধরবার জন্য হুকুম দিয়েছি।"

মিস্ ইসাবেলা বলিলেন, "না, না, বুড়ো এডিকে আমরা অনেক দিন থেকে জানি। কোন কনষ্টেবল যদি তাকে ধরে, তা হলে তাকে আমি ভাল লোক বলে মনে করব না।"

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "সার আর্থার, আপনি গোঁড়া টোরী। তাই আপনি হুইগদের উপর এত খাপ্পা।"

এইরূপ আলোচনায় ডিনার ভোজ সমাপ্ত হইল। তখন ওল্ডবক্ রাজার স্বাস্থ্যকামনায় সুরাপান করিলেন। সার আর্থার তাহাতে যোগ দিলেন।

মহিলারা কক্ষত্যাগ করিলে দুই প্রত্নতাত্ত্বিক নানা বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করিয়া দিলেন। মিঃ লভেল সে সব আলোচনায় কাণ দিতে পারিলেন না। তিনি তখন অন্য কথা ভাবিতে-ছিলেন। এমন সময় তাঁহার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইল। তিনি শুনিলেন—

"এখন মিঃ লভেল কি বলেন, তাই শোনা যাক্। তিনি উত্তর-ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেছেন, সুতরাং জায়গা চিন্‌তে পারেন।"

সার আর্থার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন যে, এত অল্পবয়স্ক যুবকের পক্ষে আলোচ্য বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া সম্ভব, এ ধারণা তাঁহার নাই।

ওল্ডবক্ বলিলেন, "কিন্তু আমার ধারণা অন্য রকম।"

"মিঃ লভেল, আপনিই বলুন না। নিজের মান বাঁচাবার জন্য আপনার প্রকাশ করা উচিত।"

লভেল বাধ্য হইয়া জানাইলেন যে, তাঁহাদিগের আলোচনার বিষয়টি কি, তাহা তিনি ঠিক বুঝিতে পারিতেছেন না।

"হা ভগবান্! মেয়েমানুষ যেখানে, যুবকদের মাথায় সেখানে বুদ্ধি শুদ্ধ হয়ে থাকে। শোন কথাটা—এক সময়ে এক জাতীয় লোক ছিল। তাদের বল্‌ত পিক্‌স্—"

বাধা দিয়া ব্যারনেট বলিলেন, "আরও শুদ্ধ-ভাবে বলা যেতে পারে পিক্‌টস্।"

ওল্ডবক চীৎকার করিয়া বলিলেন, "পিকার, পিহার, পাওক্টার, পাইয়াঘটার বা পিউটার। এরা সব গথিকভাষার কথা বল্‌ত।"

ব্যারনেট বলিলেন, "খাঁটি কেল্‌টিক ভাষা বল্‌ত।"

ওল্ডবক বলিলেন, "গথিকভাষা—আমি মরণ পণ করে বল্‌তে পারি।"

লভেল বলিলেন, "ভদ্রমহোদয়গণ, এ বিতর্কের মীমাংসা ভাষাবিদ্‌দের জিজ্ঞাসা করলেই হয়, যদি সে ভাষার অবশেষ কিছু থাকে।"

ব্যারনেট বলিলেন, "একটামাত্র শব্দ আছে। কিন্তু মিঃ ওল্ডবক্ যতই নাছোড়বন্দ হোন্ না, সেই একটা শব্দই যথেষ্ট।"

ওল্ডবক্ বলিলেন, "হ্যাঁ, আমার পক্ষে সেটাই প্রামাণ্য। মিঃ লভেল, তুমি আমাদের বিচারক। জানা পিংকারটন আমার সহায়।"

"সুপণ্ডিত চামার্স আমার তরফে।"

"গর্ডনও আমার দিকে।"

"সার রবার্ট সিবাল্ড আমার তরফে রায় দেবেন।"

ওল্ডবক্ বলিলেন, "ইনেস্ আমার কথারই সমর্থন করবেন।"

চীৎকার করিয়া ব্যারনেট বলিলেন, "রিটসন্ এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ।"

লভেল বলিলেন, "সত্য কথা কি, ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা যে রকম ক'রে প্রমাণের বোঝা আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছেন, তাতে আমার আগে জানা দরকার, কোন্ শব্দ নিয়ে এত হাঙ্গামা?"

উভয়ে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "বেন্‌ভাল্!"

ব্যারণ বলিলেন, "এ শব্দটা নিশ্চয়ই কেলটিক!"

"কিন্তু সার আর্থার, 'ভাল্' সম্বন্ধে কি বল্‌তে চান আপনি? এটা কি স্যাক্সন প্রাচীর নয়?"

"না, এটা রোমান্ 'ভেলম্'। পিক্‌টসরা ধার করে নিয়েছিল।"

"তারা যদি ধার করে থাকে, তবে ঐ 'বেন' শব্দটা করেছিল। প্রতিবেশী বৃটনদের কাছ থেকেই হয় ত ধার করেছিল।"

লভেল বলিলেন, "পিক্‌স্ বা পিকটস্‌রা ভাষায় বড় দরিদ্র ছিল। কারণ, ঐ একটামাত্র শব্দ অভিধানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সম্ভবতঃ তারা অন্য ভাষা থেকে ঐ শব্দটা ধার করে থাকবে। ভদ্রমহোদয়গণ, আমার মতে, আপনারা দু'জনে সেকালের দুই বীর যেমন ঢালের রং নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন, সেই রকম মনে হচ্ছে। এক জন বলেছিলেন, ঢাল শাদা, আর এক জন বলেছিলেন, কাল। কিন্তু ঢালটার দুই দিকে দু'রকম রংই ছিল। আমার ধারণা, ওদের ভাষা ভারী দরিদ্র ছিল।"

সার আর্থার বলিলেন, "আপনার ভুল হচ্ছে। ওদের ভাষায় অনেক শব্দ ছিল, খুব শক্তিশালী জাতি ছিল তারা।"

ওল্ডবক্ বলিলেন, "যত ছেলেমানুষী কথা।"

সার আর্থার তখন বিপুল উদ্যমে প্রতিবাদ করিলেন। মাঝে মাঝে তাঁহার বক্তৃতায় বাধা পড়িতে লাগিল। কারণ, তিনি কাশিতেছিলেন।

ওল্ডবক্ বলিলেন, "সার আর্থার, এক গ্লাস মদ আরো পান ক'রে ফেলুন, তা হ'লে আর কাশি লাগবে না। আপনি শেষকালে যার নাম করলেন, তার কোন অস্তিত্বই ছিল না।"

সার আর্থার বলিলেন, "আপনার কথা শুনে বিস্মিত হচ্ছি, মিঃ ওল্ডবক্। আমি যে রাজাদের নাম বল্‌ছি, মেলসকের হেনরী মউল তা লকলেভেনের ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে নকল করেছেন। আমার বাড়ীতে তার এক কপি আছে। এর বিরুদ্ধে আপনার কি বলবার আছে, মিঃ ওল্ডবক্?"

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "হাসালেন, মশাই! হ্যারি মউল আবার ঐতিহাসিক, তাঁর আবার ইতিহাস!"

বিদ্রূপভরে সার আর্থার বলিলেন, "আপনার চেয়ে যিনি জ্ঞানী, তাঁর কথা অমন ক'রে উড়িয়ে দেবেন না।"

প্রত্নতাত্ত্বিকও ঈষৎ শ্লেষভরে বলিলেন, "তা আমি স্বীকার করিনে।"

"মিঃ ওল্ডবক্, আমায় বল্‌তে দিন। তিনি বড় ঘরের ছেলে, ভদ্রলোক। অতি প্রাচীন বংশে তাঁর জন্ম, তাই—"

"সেটা আপনার ধারণা হ'তে পারে, সার আর্থার। আমি তা মনে করিনে। আমার পূর্ব্বপুরুষ ওলফ্‌গ্রাঙ ওল্ডেনবক্ বড় প্রিন্টার ছিলেন। তাঁর রচিত ইতিহাস ঢের বিশ্বাসযোগ্য। অনেক পুরোনো গথিক ব্যারণদের চেয়ে তাঁর মর্য্যাদা ঢের বেশী ছিল। অনেক সেকেলে ব্যারণ নিজের নামই লিখতে পারতেন না।"

সার আর্থার বলিলেন, "এই কথা ব'লে যদি আপনি আমার পূর্ব্বপুরুষকে বিদ্রূপ করতে চান, তা হ'লে আমি বলব, আমার পূর্ব্বপুরুষ গ্যামেলিন ডি গোয়ারডোভার মাইল্‌স্ নিজের হাতে নিজের নাম লিখে রেখে গেছেন।"

"তা থেকে এই প্রমাণ হয় যে, যাঁরা সে যুগে প্রথম এডোয়ার্ডের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন, তিনি তাঁদেরই একজন। এর পর আপনি কি ক'রে বল্‌তে পারেন, সার আর্থার, যে, আপনার রাজভক্তি কলঙ্ক-বর্জ্জিত?"

চেয়ারখানা সজোরে সরাইয়া দিয়া ক্রোধভরে সার আর্থার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "যথেষ্ট হয়েছে, মশাই। এর পর আমার কর্ত্তব্য হবে, যিনি আমার ব্যবহারের পরিবর্ত্তে অকৃতজ্ঞতা দেখিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে মেলামেশা করব কি না।"

"সার আর্থার, আপনার যা ভাল লাগবে, তাই করবেন। আমার মত লোকের গরীবখানায় পদধূলি দিয়ে আপনি আমায় কতখানি কৃতজ্ঞ করেছেন, তা আমি জানতাম না। কৃতজ্ঞতা প্রকাশে আমার ত্রুটি হয়ে থাক্‌লে, আমায় ক্ষমা করবেন।"

"বেশ! খুব ভাল!—মিঃ ওল্ডবক্, এখন বিদায়! মিঃ লভেল—আপনিও আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।"

দরজা খুলিয়া সার আর্থার সে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

লভেলকে উদ্দেশ করিয়া প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "এমন বোকা গাধার মত কথা আপনি শুনেছেন কোথাও? কিন্তু আমি ওঁকে এমন পাগলের মত এখান থেকে যেতে দেব না।"

এই বলিয়া তিনি ব্যারণের সন্ধানে চলিলেন। কয়েকটি দরজা খুলিয়া চা-পানের ঘরে গিয়া তিনি হতাশ হইলেন। সার আর্থার চলিয়া গিয়াছেন।

ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিয়া তিনি প্রস্থানোদ্যত সার আর্থারকে বলিলেন, "বন্ধু, একটু দাঁড়ান, যাবেন না। আমার ভাষাটা বড় রূঢ় হয়েছিল।"

কিন্তু সার আর্থার দাঁড়াইলেন না।

মিস্ ইসাবেলা বলিলেন, "আমি আপনার জন্ম অপেক্ষা করছি। চলুন, গাড়ীতে উঠি গিয়ে। তবে সন্ধ্যাবেলাটা ভারী মিঠে। খানিকটা হেঁটে গিয়ে তার পর গাড়ীতে চড়লেই হবে।"

সার আর্থার এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। বর্ত্তমান অবস্থায় খানিকটা হাঁটিতে পারিলেই ভাল হয়। তাঁহারা চলিয়া গেলেন।

মিস্ ওল্ডবক্ বলিলেন, "ব্যাপার দেখে মনে হচ্ছে, সার আর্থারকে কালো কুকুরটা যেন তাড়া করেছে।"

"কালো কুকুর —কালো শয়তান বল! উনি মেয়েমানুষেরও অধম দেখ্‌ছি—লভেল, তুমি কি বল? যাঃ, ছোক্‌রাও চ'লে গেছে দেখ্‌ছি।"

"মামা, তিনি আপনার কাছে বিদায় নিয়েছেন, আপনি বোধ হয় শুনতে পান নি। ব্যস্ত ছিলেন।"

এক হাতে এক কাপ চা ও অপর হাতে গ্রাম্‌বলারের একখানা গ্রন্থ লইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "মানুষকে ভূতে পেয়েছে। ভোজ দিয়ে, লোকজন খাইয়ে এই রকম পুরস্কারই অদৃষ্টে ঘটে থাকে। হে ইথিওপিয়ার জ্ঞানী সম্রাট! তুমি ঠিক বলেছ, কোন লোক এ কথা বলতে পারবে না—আজকের দিন তার সুখে যাবে।" ওল্ডবক্ তাঁহার ভগিনীর সান্নিধ্যে সর্ব্বদাই বই লইয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেন। ভাবটা এই যে, তিনি নারী-সঙ্গকে উপেক্ষা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে উপদেশ দেওয়াও হয়।

প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া ওল্ডবক্ পড়িয়া চলিলেন। নারীরা কেহই তাঁহাকে বাধা দিলেন না। যে যাহার নিজের কাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন। অবশেষে বৈঠকখানা-ঘরের রুদ্ধ দ্বারে কেহ মৃদু টোকা দিল।

"কে, ক্যাক্‌সন? এস, ভেতরে এস।"

বৃদ্ধ দ্বার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। তার পর রহস্যপূর্ণ মৃদুস্বরে বলিল, "আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

"ওরে বোকা, তবে এত দেরী কচ্ছ কেন? এসে ব'লে ফেল।"

বৃদ্ধ বলিল, "মহিলারা আমার কথা শুনে ভয় পেতে পারেন।"

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিয়া উঠিলেন, "ভয়! তোমার কথার মানেটা কি? থাকুন ওঁরা। তুমি কি হুমলক্‌নোতে ভূত দেখেছ?"

ক্যাক্‌সন বলিল, "এবার ভূতের কথা নয়, মশাই। আমার মনটা বড় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছে।"

ওল্ডবক্ বলিলেন, "দুশ্চিন্তা ছাড়া কোন্ লোক দুনিয়াতে আছে? তোমার মত বুড়ো, ঝরঝরে মানুষের মনে শান্তি থাকবে, আশা কর কি ক'রে?"

"আমার কথা বল্‌ছি না, হুজুর। আজ ঝড়ের আশঙ্কা রয়েছে। সার আর্থার, ও মিস্ ওয়ারডুর —আহা বেচারা—"

"আরে বেটা, তাঁরা ত অনেকক্ষণ গাড়ীতে গিয়ে উঠেছেন। এতক্ষণ হয় ত বাড়ী পৌঁছে গেছেন।"

"না, হুজুর, তাঁরা গাড়ীতে চড়েন নি। তাঁরা বালির ওপর দিয়ে গেছেন।"

কথাটা ওল্ডবকের দেহে যেন তড়িল্লতার সঞ্চার করিল। তিনি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "বালিয়াড়ি! অসম্ভব!"

"হুজুর, আমি মালীকে সেই কথাটাই বলছিলাম। সে বলছিল যে, সে তাঁদের মসেল্-ক্রেগ ছাড়িয়ে যেতে দেখেছে। তা যদি হয়, হুজুর—"

ওল্ডবক্ বলিয়া উঠিলেন, "একখানা পাঁজি দেখি!" সভয়ে তিনি নিজেই লাফাইয়া উঠিলেন। ভাগিনেয়ী ছোট একটা পাঁজি তাঁহার হাতে দিতে তিনি উহা দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "ওটা নয়। ফেয়ারপোর্ট পাঁজিটা দেও। হায়! হায়! প্রিয় মিস্ ইসাবেলা—বেচারা!" পাঁজি দেখিয়া তাঁহার উত্তেজনা আরও বাড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন, "আমি নিজেই যাব—মালীকে ও লাঙ্গলধারীকে ডাক। তারা দড়ি ও মই নিয়ে আসুক। যত লোক পারে ডেকে আনুক। পাহাড়ের উঁচু চূড়ার দিকে সবাই চল। প্রাণপণে চীৎকার ক'রে তাদের নাম ধ'রে ডাক। আমি নিজে যাচ্ছি।"

মিস্ ওল্ডবক্ এবং মিস্ ম্যাকইন্‌টায়ার বলিলেন, "কি হয়েছে?"

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিয়া উঠিলেন, "জোয়ার—জোয়ার আসছে!"

যুবতী মহিলা বলিলেন, "জেনি যাক্—না, আমিই নিজে যাচ্ছি। সন্‌ডার্স মকলব্যাকিটকে তার নৌকা নিয়ে যেতে ব'লে আসি।"

"ধন্যবাদ, মা। এতক্ষণে কথার মত কথা বলেছ। যাও, দৌড়ে যাও। বালিয়াড়ির উপর দিয়া পথ চলা—এ যে পাগলেও সাহস পায় না।"

তাড়াতাড়ি তিনি টুপি ও ছড়ি টানিয়া লইলেন।

Pleased a while to View
The watery waste, the prospect wild
and new;
The now receding waters gave them
space,
On either side, the growing shores to
trace;
And then, returning, they contract the
scene,
Till small and smaller grows the walk
between.

Crabbe.

ডেভি ডিবিল যে সংবাদ দিয়াছিল, যে সংবাদে মঙ্কবারনস্এ বিভীষিকা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহা যথাযথ ঘটিয়া গেল। সার আর্থার কন্যাসহ রাজপথের মোড়ে গিয়া গাড়ী চড়িতেই যাইতেছিলেন। কিন্তু মোড়ের মাথায় লভেলকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া মিস্ ইসবেলা তাঁহার পিতাকে বলিলেন, তাঁহারা অন্য পথে যাইবেন। আকাশ নির্ম্মল, বাতাসের বেগ প্রবল নহে দেখিয়া, তাঁহারা বালিয়াড়ি পার হইয়া হাঁটিয়া বাড়ী যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। শৈল-কণ্টকিত সমুদ্র-সৈকত তখন মনোরম। রাজপথ অপেক্ষা এই পথে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন প্রীতিপ্রদ হইবে।

কাজেই সার আর্থার কন্যার এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তিনি বলিলেন, "ওখানে ছোকরাটি দাঁড়িয়ে আছে। ওর সঙ্গে একত্র যাওয়া বাঞ্ছনীয় হবে না। অবশ্য ওল্ডবক্ ওকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে বটে।"

সার আর্থার পথের একটি বালককে কিছু পয়সা দিয়া তাঁহার গাড়ীর কাছে পাঠাইয়া দিলেন—গাড়োয়ান যেন গাড়ী বাড়ী ফিরাইয়া লইয়া যায়।

কন্যার হাত ধরিয়া সার আর্থার সমুদ্রসৈকতের দিকে চলিলেন। বালিয়াড়ির পাশ দিয়া আঁকা-বাঁকা পথে উভয়ে শীঘ্রই সমুদ্রতীরে পৌছিলেন। তাঁহারা যেরূপ ভাবিয়াছিলেন, ভাটা ততদূর সরিয়া যায় নাই। কিন্তু ইহাতে তাঁহারা ভীত হইলেন না। বৎসরে দশ দিনের বেশী জোয়ারের জল সমগ্র সৈকত-ভূমি প্লাবিত করিয়া শৈলপদতলে পঁহুছে না। অবশ্য সে সময় শুষ্ক ভূমি কোথাও থাকে না বটে। কিন্তু তবু বসন্তকালের জোয়ারে কিংবা বাতাস প্রবল হইলে এই সৈকতপথ সমুদ্রগর্ভে ডুবিয়া যায়। কিংবদন্তী অনুসারে বলা যায়, ঐরূপ ব্যাপারে অনেক দুর্ঘটনাও সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সে সকল দুর্ঘটনা কদাচিৎ কখনও ঘটিয়াছিল, তাই উহা অসম্ভবের মধ্যেই ধরা চলিতে পারে। সেজন্য অনেকে এই বালুকাবিস্তারের উপর দিয়া মঙ্কবারনস্ হইতে নকউইকনকেও গতায়াত করিত।

কিছুদূর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে করিতে অগ্রসর হইবার পর মিস্ ইসাবেলা লক্ষ্য করিলেন, শেষ জোয়ারের জল সাধারণ সীমা ছাড়াইয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। সার আর্থারও উহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতে যে বিপদাশঙ্কা আছে, তাহা কাহারও মনে হয় নাই। সূর্য্যগোলক তখনও সমুদ্রবক্ষের এক প্রান্তে যেন বিশ্রাম করিতেছিল। সমুদ্র তখন স্থির ধীর—সূর্য্যের অস্তগামী কিরণে আলোকিত। সমুদ্র-সৈকতে জোয়ারের তরঙ্গ কুল কুল ধ্বনি করিয়া যেন রৌপ্য-বৃষ্টি করিতেছিল—ধীরে ধীরে বালুকা-বিস্তারের উপর জলরাশি অগ্রসর হইতেছিল।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া মিস্ ইসাবেলা নীরবে পিতার পাশে পাশে চলিতেছিলেন। তাঁহার তখন কথা বলিবার মত মানসিক অবস্থা ছিল না। আঁকাবাঁকা সমুদ্র-সৈকত ধরিয়া চলিতে চলিতে তাঁহারা এমন এক স্থানে আসিয়া পড়িলেন, যেখানে পাহাড় খাড়া ভাবে বহুদূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে; পাহাড়ের এক একটা অংশ মাঝে মাঝে সমুদ্র-জলের ভিতর দিয়া প্রসৃত। কোথাও জলের উপর কোনও শৃঙ্গ মাথা উঁচু করিয়া রহিয়াছে। সমুদ্র-সৈকত হইতে কোন কোন শৈল-শৃঙ্গ দুই শত ফুট উচ্চ। তাহার উপর সামুদ্রিক পক্ষীরা কুলায় নিৰ্ম্মাণ করিয়া নির্ভয়ে বাস করে। মানুষ তাহাদের কাছে পৌছিতে পারে না বলিয়া তাহারা সম্পূর্ণ নিরাপদ। অনেক পাখী ঝটিকার পূর্ব্বাভাস বুঝিতে পারিয়া, পূর্ব্বাহ্ণে কুলায়ে পৌছিবার জন্য তীক্ষ্ণকণ্ঠে ডাকিতে ডাকিতে ফিরিয়া আসিতেছিল; তাহাদের ঐরূপ চীৎকারে মানুষের শান্তি ভাঙ্গিয়া যায়—মনে আতঙ্কের সঞ্চার হয়।

অকস্মাৎ সূর্য্য-গোলক দিকচক্রবালে ডুবিয়া গেল—চারিদিকে অন্ধকারের ছায়া ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে অপরাহ্নের সে মধুর ছবি অন্তর্হিত হইয়া গেল। ক্রমে বাতাসের বেগ বাড়িতে লাগিল। ঝটিকার আবির্ভাব তীরে অনুভূত হই-বার পূর্ব্বেই কিছুক্ষণ ধরিয়া সমুদ্রের ক্ষোভ বা নৈরাশ্যজনিত আড়ম্বর ধ্বনিয়া উঠিতে লাগিল।

সমুদ্রবক্ষে অপেক্ষাকৃত উত্তাল তরঙ্গ দেখা দিতে আরম্ভ করিল। বজ্রগর্জ্জনে সৈকত-ভূমিতে তরঙ্গ আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিল! প্রকৃতির এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া মিস্ ওয়ারডুর পিতার আরও কাছে সরিয়া আসিলেন এবং পিতার বাহু সবলে ধারণ করিলেন। আতঙ্কমিশ্রিত কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "এর চেয়ে গাড়ীতে ফেরাই ভাল ছিল, বাবা।"

সার আর্থার চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া আসন্ন ঝটিকার সম্ভাবনা আছে বলিয়া স্বীকার করিলেন না। ঝড় আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহারা নক-উইনকে নিশ্চয় পৌঁছিতে পারিবেন। কিন্তু তিনি যেরূপ বেগে চলিতে লাগিলেন—ইসাবেলা তাঁহার সহিত অতি কষ্টে সমতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেছিলেন না—তাহাতে প্রকাশ পাইল, তাঁহার কথা ঠিক রাখিতে হইলে, আরও জোরে চলা দরকার।

অবশেষে তাঁহারা এমন এক স্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন, যেখানে সৈকত-ভূমি অর্দ্ধচন্দ্রাকার-ভাবে অবস্থিত। সৈকতভূমির পার্শ্বদেশে খাড়া শৈলশ্রেণী। তাঁহারা বুঝিলেন, সিকতাভূমির এক পার্শ্ব দিয়া অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সমুদ্রের জোয়ারের জল সে স্থান ডুবাইয়া দিবে। এখন যে পথে আসিয়াছেন, সে পথে ফিরিয়া যাওয়াও নিরাপদ নহে।

বাধ্য হইয়া তাঁহারা অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এমন সময় সার আর্থার দেখিলেন, এক ব্যক্তি সমুদ্র-সৈকতের দিকেই বিপরীত দিক হইতে আসিতেছে। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "জয় ভগবান! তা হ'লে হেলকেটহেডটা পার হ'তে পারা যাবে দেখছি। ঐ লোকটা নিশ্চয় সেটা অতিক্রম ক'রে এসেছে।" তাঁহার মনের আশঙ্কা চাপিয়া তিনি আশার কথাই বলিলেন।

তাঁহার কন্যা মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "সত্যই ভগবানের অসীম দয়া!" যুবতী দৃঢ়বিশ্বাসভরেই কথাটা উচ্চারণ করিলেন।

যে মূর্ত্তি অগ্রসর হইতেছিল, সে নানা প্রকার ইঙ্গিত করিতেছিল, কিন্তু তখন ঘনায়মান অন্ধকার, ঝটিকার ক্রম-বর্দ্ধমান বেগ এবং গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টিপাত বশতঃ তাঁহারা লক্ষ্য করিতে পারিতেছিলেন না। আগন্তুক কাছে আসিতেই তাঁহারা চিনিতে পারিলেন, সে ভিক্ষুক এডি অকিল্‌ট্রি! কথিত আছে, সার্ব্বজনীন বিপদের ক্ষেত্রে হিংস্রপশুও তাহার হিংসা বিস্মৃত হয়। হেলকেটহেডএর সৈকতভূমি জোয়ারের জলস্রোতে ক্রমশঃ ডুবিয়া যাইতেছিল। কাজেই নিরপেক্ষ ক্ষেত্রে বিচারক ও ভিক্ষুক পরস্পরকে সহ্য করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইল।

ভিক্ষুক বলিল, "ফিরুন, ফিরুন। আমি যখন ইঙ্গিত করছিলাম, তখন ফেরেন নি কেন?"

ভীষণ উত্তেজিতভাবে সার আর্থার বলিলেন, "আমরা ভেবেছিলাম, হেলকেটহেড্ পার হ'তে পারব।"

"হেল্‌কেটহেড্! এতক্ষণ সে জায়গা জলের তলে ডুবে গেছে। ২০ মিনিট আগে আমি যখন পার হচ্ছিলাম, তখনি তিন ফুট উচ্চ ঢেউ ছুটে আসছিল। আমরা এখনো হয় ত বালি-বগ-নেস্ পয়েণ্ট দিয়ে পার হ'তে পারি। ভগবান আমাদের সহায় হোন্। ঐ পথই এখন ভরসা! চেষ্টা ক'রে দেখা যাক্।"

পিতা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "হা ভগবান! আমার মেয়ের কি হবে!" কন্যা কাঁদিয়া বলিলেন, "বাবার আমার রক্ষার উপায় কি!" বলিতে বলিতে তাঁহারা ভিক্ষুকের নির্দ্দিষ্ট পথের দিকে দ্রুত ফিরিলেন।

ভিক্ষুক বলিল, "আপনারা যে ছোকরাকে দিয়ে গাড়োয়ানকে ব'লে পাঠিয়েছিলেন, তার কাছ থেকেই জানতে পারা গিয়েছিল, এই পথেই আপনারা আসবেন। এই দয়াবতী যুবতীর বিপদ আসন্ন বুঝে আমি আর স্থির থাক্‌তে পারিনি। তাই আপনাদের সতর্ক করবার জন্য ছুটে আস্‌ছিলাম। কিন্তু আমারও ভুল হয়েছে। ঐ দেখুন, ব্যাটন্‌স্কেরি—আমাদের যুগে জল ওর ঢের নীচে থাক্‌ত—এখন সেও জলের তলে ডুবে গেছে।"

বৃদ্ধের নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে চাহিয়া সার আর্থার দেখিলেন, প্রকাণ্ড শৈল অন্য সময় জোয়ার আসিলেও জলের উপর মাথা উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, এখন তাহা জলের স্রোতের নীচে ডুবিয়া গিয়াছে—শুধু সেই স্থানে আবর্ত্তের সৃষ্টি হইয়াছে।

বৃদ্ধ বলিল, "আরো তাড়াতাড়ি চলুন, মা। হয় ত এখনো রক্ষা পেতে পারি। আমার হাত ধরুন। ঐ যে কালো জিনিসটা দেখতে পাচ্ছেন—ওর চারদিকে ঢেউ উথলে উঠছে। আজ সকালে ওটা কত বড় ছিল। এখন কত ছোট হয়ে গেছে। এখনো বোধ হয় বালি-বাগ-নেস্ পয়েণ্ট দিয়ে পার হতে পারা যাবে।"

বৃদ্ধের প্রসারিত কর গ্রহণ করিয়া ইসাবেলা নীরবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সার আর্থারের

তখন সাহায্য করিবার মত শক্তি ছিল না। সৈকত-ভূমি তখন জোয়ারের জলে ডুবিতে চলিয়াছে। কাজেই পাহাড়ের কোল ঘেঁষিয়া সকলকে কোনও মতে চলিতে হইতেছিল। এই লোকটি না থাকিলে সার আর্থার কখনই এই পথে চলিতে পারিতেন না।

আজিকার সন্ধ্যা সত্যই ভয়াবহরূপে দেখা দিয়াছিল। ঝটিকার গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে সামুদ্রিক পক্ষীর আর্ত্তচীৎকার, সমুদ্র-তরঙ্গের ভীষণ-বিক্ষোভ মিশিয়া অতি বিভীষিকাপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। যে পথে তিন জন প্রাণী চলিতেছিল, উত্তাল তরঙ্গ মাঝে মাঝে সেখানে আছাড় খাইয়া পড়িতেছিল। প্রতি মুহূর্ত্তেই সমুদ্র পথটিকে কুক্ষিগত করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছিল! তিন জনেরই তখন লক্ষ্য সেই কৃষ্ণ-বর্ণ পদার্থ। কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তেই সমুদ্র উহাকে গ্রাস করিবার জন্য অট্টহাস্য করিতেছিল। তরঙ্গ যেখানে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, কৃষ্ণবর্ণ পদার্থটি তখনও তাহার উপরে দেখা যাইতেছিল। একটা বাঁক ফিরিবার পর একটা পাহাড়ের আড়ালে আর তাহাকে দেখা গেল না। তিন জনেরই মনে তখন নৈরাশ্যের তীব্র বেদনা জাগিয়া উঠিল। তথাপি তাহারা অগ্রসর হইতে লাগিল। যেখানে আসিলে শৈল-শৃঙ্গটিকে পুনরায় দেখা যাইবে, সেখানে আসিয়া তাঁহারা আর তাহার দেখা পাইলেন না। সহস্র তরঙ্গমালার গহ্বরে তাহা ডুবিয়া গিয়াছে।

বৃদ্ধ ভিখারীর মুখমণ্ডল এ দৃশ্যে বিবর্ণ হইয়া গেল। ইসাবেলা ক্ষীণস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন, "ভগবান, দয়া কর।" ভিক্ষুকও তাহার প্রতিধ্বনি করিল। সার আর্থার কাতর স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "মা, আমার! শেষে এমন শোচনীয় মৃত্যু!"

পিতার অঙ্গ আশ্রয় করিয়া কন্যা বলিলেন, "বাবা! বাবা!—আর তুমিও আমাদের প্রাণরক্ষা করতে এসে, প্রাণ হারালে!"

বৃদ্ধ বলিল "সেটা গণনীয় নয়। আমার জীবন থাকলেই বা কি, আর গেলেই বা কি! এখানেই মরি বা অন্য জায়গায় গিয়ে মরি, একই কথা!"

সার আর্থার বলিলেন, "শোন বৃদ্ধ, তুমি বড় ভাল লোক। আর কোন উপায় কি নেই? ভেবে দেখ। আমি তোমাকে যথেষ্ট ধনসম্পদ দেব—তোমাকে গোলাবাড়ী কোরে দেব—নিশ্চয়—"

ভিক্ষুক বিক্ষুব্ধ গর্জ্জমান সমুদ্রের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমাদের সকলেরই ধন-সম্পদ এক হয়ে যাবে—বেশী দেরী নেই। আমার কোন জমিজমা নেই। আপনারও আর দেবার মত অবকাশ রইল না—সবই জলে এখুনি ডুবে যাবে!"

এই সকল আলোচনার সময় সকলে পাহাড়ের একটা উচ্চ পাথরের উপর দাঁড়াইয়াছিলেন। কারণ, আর অধিক দূর অগ্রসর হওয়া তাঁহারা আদৌ নিরাপদ মনে করেন নাই—এক পা অগ্রসর হইলেই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এইখানে দাঁড়াইয়া তাঁহারা মৃদু অথচ অমোঘ পরিণামের প্রতীক্ষা করিবেন। পুরাকালে পৌত্তলিক স্বৈরশাসকগণ খৃষ্টবিশ্বাসী-দিগকে ক্রুদ্ধ হিংস্র পশু ছাড়িয়া দিয়া যে ভাবে হত্যা করিত—আজ এই তিন ব্যক্তি সেইরূপ মৃত্যু-দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত খৃষ্টানগণের ন্যায় মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। পিঞ্জরমুক্ত হিংস্র পশু দণ্ডাদেশ-প্রাপ্ত ব্যক্তির উপর লাফাইয়া পড়িবার পূর্ব্বে, হতভাগ্য যেমন দাঁড়াইয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিত, সমুদ্রতরঙ্গ যতক্ষণ না তাঁহাদিগের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে, ততক্ষণ তাঁহারাও সেইভাবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এইরূপ ভীষণ অবস্থাতেও ইসাবেলা চিন্তাকে কেন্দ্রীভূত করিলেন—তাঁহার মনে সাহস ও প্রতীতি জাগিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "চেষ্টা না করেই কি এমনি ভাবে আমরা প্রাণ দেব? যতই দুরারোহ হোক্ না, এই পাহাড়ের উপরে কি উঠবার কোন পন্থা নেই? সমুদ্রের জল যাতে কাছে না পৌঁছুতে পারে, এমন একটা উঁচু জায়গায় কি আজ রাত্রের মত থাক্‌বার কোন উপায় নেই? সকলেই আমাদের কথা এতক্ষণে জানতে পেরেছে—আমাদের সাহায্য করবার জন্যও আস্‌তে পারে ততক্ষণ বাঁচবার কি কোন পন্থা নেই?"

সার আর্থারের কর্ণে কথাগুলি প্রবেশ করিল, কিন্তু তাঁহার নিকট অর্থ বোধগম্য হইল না। তিনি শুধু বৃদ্ধ ভিক্ষুকের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। যেন এই ভিখারীই তাঁহাদিগকে প্রাণদান দিতে পারে। অকিলটি চুপ করিয়া রহিল, তার পর বলিল, "এক সময় আমার খুব সাহস ছিল, পাহাড়ে ওঠা আমার বাতিকও ছিল। ঐ সব কালো পাহাড়ে উঠে পাখীর ছানা ধরতাম। কিন্তু সে অনেক দিন আগের কথা। দড়ি না হলে এই পাহাড়ে ওঠা মানুষের সাধ্যের বাইরে। দড়ি আন্‌লেও আপনাকে রক্ষা করা যাবে কি রকমে? এই দিকে একটা পথ আগে ছিল, এখনো হয় ত থাক্‌তে পারে; এখন সেটা খুঁজে পেলে হয়। যাক্; আপনারা যেখানে আছেন, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকুন। জয় ভগবান!

—এমন সময়েও কে একজন পাহাড়ের দিকে আস্‌ছে দেখ্‌ছি !"

বৃদ্ধ তখন উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া দুঃসাহসী আগন্তুককে লক্ষ্য করিয়া তাহার পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতার কথা বলিতে লাগিল। সে বলিয়া উঠিল, "ঠিক হচ্ছে!—ঠিক্, ঠিক!—হাঁ, ঐ জায়গাটা! দড়িটা ঐ পাথরটার গায় জড়িয়ে বাঁধ! হাঁ, ঠিক হয়েছে! এই ত চাই। এইবার তোমাতে আমাতে মিলে এই যুবতী মহিলা ও সার আর্থারকে উপরে তুল্‌তে পারব।"

দুঃসাহসী ব্যক্তি এডির নির্দ্দেশমত সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দড়ির অপর প্রান্ত তাহার কাছে নিক্ষেপ করিল। এডি উহা ইসাবেলার দেহে বন্ধন করিল পূর্ব্বেই সে ইসাবেলার দেহে তাহার নীল আঙ্গরাখা দিয়া ঢাকিয়া দিয়াছিল; যাহাতে ইসাবেলার দেহে কোনও আঘাত না লাগে, এমন ভাবে রজ্জুবদ্ধ করিয়া সেই দড়ি ধরিয়া বৃদ্ধ পাহাড়ের উপরে উঠিতে লাগিল। এই দুঃসাহসের কাজ অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু বৃদ্ধ নিরাপদে পরে উঠিল। উপরে সে বন্ধু লভেলকে দেখিতে পাইল। উভয়ে অতঃপর ইসাবেলাকে টানিয়া উপরে তুলিল। তাঁহার দেহে কোনও আঘাত লাগিল না। তার পর সার আর্থারকে সাহায্য করিবার জন্য দড়িটার আশ্রয়ে লভেল নীচে নামিয়া গেলেন। বৃদ্ধ এডির সাহায্যে তার পর উভয়ে পাহাড়ের উপরে উঠিলেন। মৃত্যুতরঙ্গ তখনও কাহাকেও গ্রাস করিতে পারিল না।

ধ্রুব-মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার লাভ করার যে আনন্দ, পিতা ও পুত্রীর মধ্যে তাহা সঞ্চারিত হইল। উভয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া সে আনন্দ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু সমস্ত রজনী ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে কাটাইতে হইবে—স্থানও সঙ্কীর্ণ, চারি জনে কোনমতে সেই অপ্রশস্ত শিলাখণ্ডের উপর দাঁড়াইয়া শীতে কাঁপিতেছিল, বৃষ্টির ঝাপটা গায় লাগিতেছিল—পদতলে মৃত্যু গর্জ্জন করিতেছিল। তরঙ্গশীর্ষ হইতে জলকণা উৎক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহাদিগের দেহকেও সিক্ত করিতেছিল; উন্মত্ত উচ্ছ্বাসে তরঙ্গের পর তরঙ্গ আছাড় খাইয়া পড়িতেছিল এবং তাহারা যেন বলিতেছিল, তাহাদের শিকার ফিরাইয়া দেও। গ্রীষ্মকালের রাত্রি হইলেও, মিস ওয়ারডুরের মত কোমলাঙ্গী তরুণী প্রভাত পর্য্যন্ত সিক্তদেহে যে বাঁচিয়া থাকিবেন, ইহার সম্ভাবনা অল্প।

বৃদ্ধ পথচারী বলিল, "আমরা এরকম ভিজে অনেক রাত কাটিয়েছি, কিন্তু এই মেয়ে কি ক'রে বেঁচে থাক্‌বে, বুঝতে পারছি না।

লভেল তাহা বুঝিলেন। তিনি বলিলেন, 'আমি পাহাড়টার উপরে আবার উঠে যাই। এখনো যে আলো আছে, তাতে আমি উঠতে পারব! তাই যাই, গিয়ে আরো লোক নিয়ে আসি।"

সার আর্থার আগ্রহভরে বলিলেন, "তাই করুন, তাই করুন! দোহাই ভগবানের, আপনি যান!

পথচারী বলিল, "ক্ষেপেছেন, আপনারা? সূর্য্যাস্তের পর অত্যন্ত দক্ষ পাহাড়ীও এই পাহাড়ের উপর উঠতে সাহস করবে না। ভগবানের অনন্ত দয়া না হলে নীচে এতক্ষণ সমুদ্রের তলায় চিরবিশ্রাম লাভ করতে হত। মশাই, আপনি যে ভাবে এই পাহাড় দিয়ে এখানে এসেছেন, কোন জ্যান্ত মানুষের পক্ষে তা অসম্ভব। আমার মত লোক, যৌবনে এমন দুঃসাহসিক কাজ করতে ভয় পেত; পুনরায় এই পাহাড়ে চড়া, এটা শুধু দুঃসাহস নয়, মৃত্যুর কবলে যাওয়া।"

লভেল বলিলেন, "আমার ভয় ডর নেই। আস্‌বার সময় আমি ভাল ক'রে সব জায়গা লক্ষ্য ক'রে এসেছি। সুতরাং ঠিক উঠে যেতে পারব। বন্ধু! তুমি সার আর্থার ও এই ভদ্র মহিলার পাশে দাঁড়িয়ে থাক, আমি যাই!"

বৃদ্ধ দৃঢ়স্বরে বলিল, "তবে শয়তান আমার সহায় হোক্। আপনি যদি যান, তা হ'লে আমিও যাব। দুজনের বুদ্ধিতে পাহাড়ের ওপরে ওঠা যেতে পারবে।"

"না, না, তুমি থাক। সার আর্থার সম্পূর্ণ ক্লান্ত, তুমি মিস্ ওয়ারডুরের পাশে থাক।"

বৃদ্ধ বলিল, "তা হ'লে আপনি থাকুন, আমি যাই। যদি মরি, আমি বুড়ো মানুষ, আমিই মরব। আপনি তরুণ যুবক, আপনি রক্ষা পাবেন

ক্ষীণকণ্ঠে ইসাবেলা বলিলেন, "আপনারা দুজনেই থাকুন, কারো যেতে হবে না। আমি ভাল আছি —রাত্রিটা কেটে যাবে, আমি এখন সুস্থ আছি।" বলিতে বলিতে তিনি টলিয়া পড়িলেন। বৃদ্ধ ও লভেলের বাহু তাঁহাকে পতনবেগ হইতে রক্ষা করিল। সযত্নে যুবতীকে তাঁহার পিতার পার্শ্বে বসাইয়া দেওয়া হইল। সার আর্থার তখন অভিভূতের মত বসিয়া পড়িয়াছিলেন।

"না, না, ওঁদের ফেলে রেখে যাওয়া চলবে না; এখন কি করা যায়?" লভেল আবার তখনই বলিয়া উঠিলেন, "শোন! শোন! কার গলার স্বর যেন শুন্‌তে পাচ্ছি!"

বৃদ্ধ বলিল, "ও স্বর সমুদ্র-ভূতের! আমি অনেকবার শুনেছি!"

লভেল বলিলেন, "না, না, স্পষ্ট মানুষের গলার স্বর শুন্‌তে পেয়েছি।"

সত্যই দূরে যেন মনুষ্য-কণ্ঠের চীৎকার শোনা গেল। ঝড়-বৃষ্টি এবং সমুদ্র-গর্জ্জনকে ছাপাইয়া সে চীৎকার শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল।

পথচারী ভিক্ষুক ও লভেল তখন প্রাণপণে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। বৃদ্ধ, ইসাবেলার রুমাল তাহার লাঠির ডগায় বাঁধিয়া তুলিয়া ধরিল—উপরের লোকরা হয় ত উহা দেখিতে পাইবে।

পুনঃ পুনঃ উচ্চ চীৎকার শোনা গেলেও, বিপন্নরা যেখানে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহাদের চীৎকার সে স্থান রক্ষাকারিগণ নির্ণয় করিতে পারিয়াছে কি না, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না। অন্ধকার ক্রমেই ঘনীভূত হইতেছিল। অবশেষে পুনঃ পুনঃ তাঁহাদের চীৎকারের প্রত্যুত্তর যথাযথ-ভাবে আসিতে লাগিল। ইহাতে বিপন্নদিগের চিত্তে সাহস ফিরিয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে লোকজন আরও কাছে আসিল বটে, তবে তাহাদের নাগালের বাহিরে রহিয়া গেল।

৮

There is a cliff, whose high
and bending head
Looks fearfully on the confined deep;
Bring me but to the very brim of it,
And I'll repair the misery thou
dost bear.
King Lear.

উপর হইতে মনুষ্যকণ্ঠস্বর ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিল এবং মশালের আলোক অপরাহ্নের স্তিমিত আলোকে মিশ্রিত হইয়া ঝটিকার ঘনান্ধকারে দেখা যাইতে লাগিল। উপরের সাহায্যকারীরা ও নিম্নস্থ বিপন্ন-দিগের মধ্যে দুই চারিটা কথার আদান-প্রদান হইল। কিন্তু কথা বেশী চলিল না। কারণ, ঝটিকার গর্জ্জনে বাধা পড়িতে লাগিল।

দুরারোহ পর্ব্বত-শৃঙ্গে একদল লোক উৎকণ্ঠাভরে সমবেত হইয়াছিল। তাহাদের পুরোভাগে ওল্ডবক ছিলেন—তাঁহার ব্যগ্রতাই সমধিক। তিনি ক্রমাগতই পাহাড়ের প্রান্তদেশে সরিয়া আসিতেছিলেন। প্রাণের ভয় তাঁহার মধ্যে ছিল না। রুমাল দিয়া তিনি টুপীটা গলদেশে দৃঢ়বদ্ধ করিয়াছিলেন—ঝড়ে না উহা উড়াইয়া লইয়া যায়। তাঁহার দুঃসাহস দেখিয়া সাহায্যকারীরাও যেন ভয়ে কাঁপিতেছিল—পাছে তিনি পড়িয়া যান।

ক্যাক্‌সন চীৎকার করিয়া বলিল, "মঙ্কবারনস্, সাবধান হোন্! দোহাই ভগবানের, অত বিচলিত হবেন না।—সার আর্থার এতক্ষণ ডুবে গেছেন। আপনিও যদি যান, তা হ'লে গ্রামে আর কেউ থাকবে না।"

মকলব্যাকইট বলিল, "ঐ পাহাড়টা দেখ্‌বেন, সাবধান! ষ্টিনি, ষ্টিনি উইলকস্, দড়ি-দড়া নিয়ে এস। মঙ্কবারনস্, আপনি স'রে দাঁড়ান।"

ওল্ডবক্ বলিলেন, "আমি ওঁদের দেখতে পাচ্ছি। ঐ পাথরটার উপর ওঁরা রয়েছেন। হ্যালো! হ্যালো!"

মকলব্যাক্‌ইট বলিল, "আমিও দেখ্‌তে পেয়েছি। পাথরটার উপর ওঁরা ব'সে আছে। আপনি ওখানে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে কি ওঁদের রক্ষা করতে পারবেন? স'রে দাঁড়ান। ষ্টিনি, ওহে ছোকরা, ঐ মাস্তুলটা নিয়ে এস। হাঁ, এখানে মাস্তুলটা গেড়ে দেও। চেয়ারটা দড়ি দিয়ে বাঁধ।"

ধীবররা একটা সুদৃঢ় মাস্তুল সঙ্গে আনিয়াছিল। গ্রামের অর্দ্ধেক লোক সঙ্গে আসিয়াছিল—কেহ বা সাহায্য করিতে, কেহ বা কৌতুক দেখিবার জন্য। সুকৌশলে মাস্তুলে দড়ি জড়াইয়া তাহারা একটা অস্থায়ী ক্রেন সৃষ্টি করিল। চেয়ারখানা দড়িতে বাঁধিয়া তাহারা নীচে নামাইয়া দিল। চেয়ারের সঙ্গে আর একটা মোটা রজ্জুও ঝুলাইয়া দেওয়া হইল। চেয়ারখানা বিপন্নদিগের কাছে নামিয়া আসিল। প্রবল বাতাসে তাহা দুলিতে লাগিল। একমাত্র দড়ির সাহায্যে চেয়ারখানি উপরে উত্থিত হইবে। ইহাতে বিপদ যথেষ্ট। তবে নীচের দড়ি টানিয়া ধরিলে অনেকটা নিরাপদে চেয়ারসহ আরোহী উপরে নীত হইতে পারে।

ইসাবেলা বলিলেন, "আগে বাবা ওপরে যান। ভগবানের দোহাই, বন্ধুগণ, বাবাকে আগে পাঠিয়ে দিন!"

লভেল বলিলেন, "মিস্ ওয়ারডুর, তা হতে পারে না। আগে আপনার প্রাণ রক্ষা করা দরকার। যে দড়িটা আপনার ভার সইতে পারবে, হয় ত তা—"

"এমন স্বার্থপর কথা আমি শুন্‌তে রাজি নই!"

অকিলট্রি বলিল, "কিন্তু সুন্দরি, তোমাকে এ কথা শুন্‌তেই হবে। আমাদের সকলের জীবন এর উপর নির্ভর করছে। তা ছাড়া, তুমি ওপরে গিয়ে আমাদের অবস্থার কথা ওদের বুঝিয়ে দিতে পারবে।

এই যুক্তিপূর্ণ কথা ইসাবেলার মনে লাগিল। তিনি বলিলেন, "ঠিক কথা। প্রথম বিপদের ঝুঁকি আমারই নেওয়া উচিত। ওপরে গিয়ে আমি বন্ধুদের কি বলব ?"

"এই কথা বলো যে, দড়ি যেন পাহাড়ের গায় না লাগে। আর চেয়ার যেন সোজা ভাবে ওপরে টেনে তোলা হয়। এখানে আমরা প্রস্তুত হ'লে চীৎকার করব।"

সন্তানকে পিতামাতা যেরূপ সযত্নে চেয়ারে বাঁধিয়া দেন, লভেল তেমনই সতর্কভাবে চেয়ারের সহিত মিস্ ইসাবেলাকে বাঁধিয়া দিলেন। ভিখারীর কোমরের বন্ধনী খুলিয়া তাহার দ্বারা ইসাবেলাকে চেয়ারের সহিত আবদ্ধ করা হইল। প্রত্যেক বন্ধন সুদৃঢ় হইয়াছে কি না পরীক্ষা করা হইল। তখন সার আর্থার বলিলেন, "কি করছ তোমরা ? না, না, আমার মেয়েকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিও না। ইসাবেলা, আমার কাছে থাক, আমি আদেশ করছি—"

ভিক্ষুক বলিল, "সার আর্থার, আপনি চুপ করুন। আপনার চেয়ে বুদ্ধিমান লোক এ ব্যাপারে হাত দিয়েছে, সেটা ভগবানের দয়া ব'লে জানুন।"

ইসাবেলা মৃদুগুঞ্জনে বলিলেন, "বিদায়, বাবা! বিদায়, বন্ধুবর্গ!"

এডির উপদেশমত ইসাবেলা চক্ষু নিমীলিত করিলেন। তখন ইঙ্গিত করা হইল। লভেল নীচের রজ্জু দৃঢ় হস্তে ধারণ করিলেন। উপরের লোকজন দড়ি টানিতে লাগিল। লভেল স্পন্দিত বক্ষে চেয়ারে উপবিষ্টা নারীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। চেয়ার উপরে উত্থিত হইল।

দক্ষ হস্ত চেয়ার টানিয়া লইল। চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠিল। ওল্ডবক্ নিজের ওভার-কোট খুলিয়া ইসাবেলার গায়ে জড়াইয়া দিলেন। তিনি কোট ও ওয়েষ্ট কোটও খুলিতে যাইতেছিলেন ; কিন্তু ক্যাক্সন তাহাতে বাধা দিয়া বলিল, ঠাণ্ডা লাগিয়া বৃদ্ধের পীড়া হইতে পারে।

বৃদ্ধ বলিলেন, "মিস্ ইসাবেলা, এবার চল তোমাকে দোলায় বসিয়ে দেই। এখানে বৃষ্টি ও ঝড়।"

"বাবা না এলে আমি এক পাও এখান থেকে নড়ব না।"

তিনি নিয়ের বিপজ্জনক অবস্থার কথা সংক্ষেপে সকলকে বুঝাইয়া দিলেন।

চেয়ার দ্বিতীয়বার নামিয়া গেল। সার আর্থার নিরাপদে উপরে নীত হইলেন—কন্যার বাহুমধ্যে পিতা আবদ্ধ হইলেন। কয়েক জনের সাহায্যে সার আর্থারকে দোলায় রাখিয়া আসা হইল। ইসাবেলা তখনও স্থান ত্যাগ করিলেন না। সম্ভবতঃ তিনি অপর দুই জনের নিরাপদে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ভিখারীকে উপরে আসিতে দেখিয়া ওল্ডবক্ বলিলেন, "আরে বুড়ো, তুমিও ওখানে ছিলে ? দলে আর কে আছে ?"

বৃদ্ধ বলিল, "মঙ্কবারনস, নীচে যিনি আছেন, তাঁর জীবন আমাদের চেয়ে মূল্যবান। তিনি নতুন আগন্তুক, তাঁর নাম লভেল। তাঁর জন্যই আমরা তিন জন বেঁচে গেছি। নীচে আর কেউ নেই, খুব সাবধানে চেয়ার টেনে তোল, ভাই সব। দেখো, পাহাড়ে ধাক্কা না লাগে।"

ওল্ডবক্ বলিলেন, "খুব সাবধান! অ্যাঁ, লভেল ওখানে! মকলব্যাকইট, খুব সাবধান!"

বাস্তবিকই লভেলের পক্ষে বিপদ অধিক হইয়াছিল। নীচে দড়ি ধরিয়া থাকিবার কোন লোক ছিল না। ঝড়ের দোলায় চেয়ার পাহাড়ের গায়ে প্রতিহত হইবার বিশেষ আশঙ্কা ছিল। লভেল ভিখারীর দণ্ড লইয়া চেয়ারখানাকে পুনঃ পুনঃ পাহাড়ে প্রতিহত হইবার আশঙ্কা হইতে রক্ষা করিতেছিলেন। নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়া তিনি কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য সংজ্ঞা হারাইলেন। সে ভাব অন্তর্হিত হইলে তিনি আগ্রহভরে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। তিনি দেখিলেন, যাহাকে তিনি দেখিতে চাহেন, তাঁহার মূর্ত্তি তখন ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছে। লভেল উপরে না উঠা পর্য্যন্ত মিস্ ইসাবেলা অপেক্ষা করিয়াছিলেন। যখন তিনি দেখিলেন, আশঙ্কার আর কোন হেতু নাই, তখন তিনি পিতার কাছে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় ভিক্ষুককে সঙ্গে যাইবার জন্য তিনি অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সে সম্মত না হওয়ায় তিনি বলিলেন, "তবে কাল তুমি আমার সঙ্গে দেখা করো।"

বৃদ্ধ অঙ্গীকার করিল, সে যাইবে। ওল্ডবক্ তাহার হাতে কিছু গুঁজিয়া দিলেন। মশালের আলোকে পদার্থটি দেখিয়া লইয়া ভিক্ষুক বলিল, "না, না, আমি সোনার টাকা নেইনে। তা ছাড়া সকাল হলেই ত আবার আপনার অনুশোচনা হবে!" তার পর অন্যান্য সকলের দিকে ফিরিয়া সে বলিল, "তোমাদের মধ্যে কে আমাকে চারিটি খেতে দেবে—আর শুকনো বস্ত্র পরতে দেবে ?"

অনেকেই বলিয়া উঠিল, "আমি দেব! আমি দেব!

"যাক্, আমাকে এক জনের কাছেই যখন থাকতে হবে, তখন আজ মকলব্যাকইটের বাড়ীতেই যাই।" সে ধীবরের সহিত চলিয়া গেল।

ওল্ডবক্ লভেলের বাহু দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া বলিলেন, "আজ এই রাত্রিতে তোমাকে ফেয়ারপোর্টে যেতে দেব না, আমার সঙ্গে চল। যুবক, আজ তুমি বীরপুরুষ—সার উইলিয়ম ওয়ালেসের মতই বীর তুমি। কিন্তু ওখানে তুমি গেলে কি ক'রে, ছোকরা?"

"পাহাড়ে উঠা নামা আমার অভ্যাস আছে। তা ছাড়া কি ক'রে পাখী ধরবার জন্য সাহসী পাহাড়ীরা ওঠা-নামা করে, তা আমি লক্ষ্য করেছি।"

"তা যেন হল, কিন্তু ব্যারণ ও তাঁর মেয়ে বিপদে প'ড়ে ওখানে এসেছেন, তুমি জানলে কি ক'রে?"

"আমি পাহাড়ের উপর থেকে দেখতে পেয়েছিলাম।"

"কিন্তু পাহাড়ের ধারে তুমি এসেছিলে কেন?"

"কেন? ঝড় উঠছে দেখে, আমি সে দৃশ্য দেখবার জন্য এসেছিলাম। কিন্তু মিঃ ওল্ডবক্, এবার আমায় ছেড়ে দিন—ফেয়ারপোর্টে যাবার মোড়ে এসে পড়েছি। এখন বিদায় দিন আমায়।"

"সে হবে না। এক পাও তোমায় ওদিকে যেতে দেব না। তোমার সঙ্গে প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা আলোচনা করবার আছে। চল তুমি আমার সঙ্গে।"

"মশাই, আমায় বাসায় যেতে হবে। দেখছেন না, কাপড়-চোপড় সব ভিজে গেছে।"

"আমার বাড়ীতে কাপড়ের অভাব হবে না। চল, চল।" তিনি লভেলকে টানিয়া লইয়া চলিলেন। উভয়েরই তখন বিশ্রামের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। পদব্রজে উভয়ে মঙ্কবারন্স্ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। লভেলের কোনও যুক্তিতর্ক ওল্ডবক্ কাণে তুলিলেন না।

৯

"Be brave", she cried, "you yet may
be our guest,
Our haunted room was even hold
the host,
If, then, your volour can the sight
sustain
Of rustling curtains and the clin-
king chain;
If your courageous tongue
have powers to talk,
When round your bed the horried
ghost shall walk;
If you dare ask it why it leaves
its tomb,
I'll see your sheets well air'd,
and show the room."

True Story.

যে ঘরে বসিয়া তাঁহারা ভোজন করিয়াছিলেন, সেই কক্ষে মিস্ ওল্ডবক্ তাঁহাদিগকে লইয়া গেলেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক প্রশ্ন করিলেন, "আর এক জন গেল কোথায়?"

"সত্যি দাদা, সে আমার কথা শুনতে চায়নি। সে হেল্‌কেটক্রেগএ গিয়েছিল। তুমি তাকে দেখতে পাওনি, ভারী আশ্চর্য্য ত।"

"অ্যাঁ, কি বলছ? সে হেল্‌কেটক্রেগএ গিয়েছিল? ওই রাত্তিরে? হা ভগবান! দুঃখ এখনো শেষ হয়নি—"

"মঙ্কবারন্স্, তুমি সব কথা শুনবে না, ভারী অধীর—"

উত্তেজিতভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "বাজে কথা রাখ, বোন্। আমার মেরী কোথায়, তাই বল?"

"যেখানে এখন তোমার থাকা উচিত, সেইখানে—উপরের ঘরে গরম বিছানার আশ্রয়ে।"

দুশ্চিন্তাভার হইতে মুক্ত হইয়া হাসিতে হাসিতে ওল্ডবক বলিলেন, "তাই বল! তা হ'লে আমরা বাঁচলাম কি ডুবে মলাম, তা দেখতে আর তার সবুর সয় নি। তবে তুমি বললে যে, সে বাইরে গিয়েছিল?"

"তুমি ত ধৈর্য্য ধ'রে সব কথা শুনবে না, দাদা! সে বাইরে গিয়েছিল সত্যি। মালীকে সঙ্গে নিয়ে সে গিয়েছিল। তার পর সে যখন দেখল যে, মিস্ ওয়ারডুর নিরাপদে দোলায় চড়েছেন, তোমরা নিরাপদে আছ, তখন সে চ'লে আসে। মিনিট পনের হল সে ফিরেও এসেছে—ভিজে নেয়ে একাকার। তাকে জল মিশিয়ে এক গেলাস সেরি খাওয়াই, তবে নিশ্চিন্দি!"

"ঠিক করেছ, গ্রিজেল, ঠিক করেছ। শোন বোন্, আমার মহিমান্বিতা বোন্ তুমি—দেখ মহিমান্বিতা কথাটা শুনে চমকে উঠ না যেন। ও কথাটার অনেক মানে হয়—বয়সের অনুপাতে ওর মূল্যও বাড়ে। মেয়েরা ঐ বিশেষণে বিশেষিতা হ'লে ধন্য মনে করে। আমার কথা প্রণিধান কর—লভেল

ও আমার জন্য বাকি মুরগীর মাংস ও পোর্ট মদ নিয়ে এস।"

"মুরগীর মাংস! পোর্ট—দাদা, কিছু নেই, এক ফোঁটা পোর্টও নেই!"

প্রত্নতাত্ত্বিকের মুখমণ্ডল অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। কিন্তু অভ্যাগতের সম্মুখে ক্রোধপ্রকাশ ভদ্রতাসঙ্গত নহে, এ শিক্ষা তাঁহার ছিল। তাঁহার সহোদরা ভ্রাতার অসন্তোষের কারণ বুঝিতে পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, "দাদা, রাগ করো না।"

"আমি রাগ করলাম কখন্?"

"তবে অমন ক'রে চেয়ে রয়েছ কেন? তুমি যাবার পর পুরোহিত এসেছিলেন। তিনি আত্মত্যাগের কত উপদেশ দিয়ে গেলেন।"

ওল্ডবক্ সমান স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ, পুরোহিত মশাই এসে নানা তত্ত্বকথা শুনিয়ে গেছেন। সেই সঙ্গে বুঝি মুরগীর মাংস আর পোর্টের বোতল উধাও হয়ে গেছে?"

"দাদা, এমন ছেলেমানুষী কথা বলছ কেন? তুমি পাহাড় থেকে নিরাপদে ফিরে এসেছ, সে কথাটা মনে ক'রে দেখ।"

"গ্রিজি, তার চেয়ে আমার খাবারগুলো থাকলে ভাল হত।"

তাঁহার সহোদরা তখনই প্রস্তাব করিলেন যে, তাঁহাদের জন্য অন্য খাদ্য তিনি এখনই আনিয়া দিতেছেন—পোর্টের বদলে ব্রাণ্ডি দিতে পারিবেন।

জলযোগের পর মিস্ ওল্ডবক্ জানিতে পারিলেন, লভেল আজ রাত্রিতে এখানেই থাকিবেন। এ সংবাদ এমনই বিচিত্র যে, তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বলিলেন, "ভগবান আমাদের রক্ষা করুন!"

"কি হ'ল, গ্রিজেল?"

"এই যে তুমি একটু আগে কি কথা বললে, দাদা?"

"কি বলেছি আমি? আমি এখন শুতে যেতে চাই। আর আমার এই বন্ধুর জন্য একটা বিছানার ব্যবস্থা ক'রে দেও, এই কথাই ত বলেছি।"

গ্রিজেল সবিস্ময়ে বলিলেন, "বিছানা? ভগবান রক্ষা করুন!"

"আরে, আবার কি হ'ল? এ বাড়ীতে শোবার ঘর আর বিছানা নেই না কি?"

"দাদা, বিছানা ঢের আছে, ঘরও কম নেই; কিন্তু তুমি ত জান, সে সব বিছানায় অনেক দিন কেউ শয়ন করে নি। অন্য ঘর সব বন্ধ—কোন দিন তা খোলাও হয় না।"

"কেন, গ্রিজেল, গ্রীণ রুমটা ত আছে।"

"সত্য, তা আছে। ভাল ক'রে সাজানই আছে। কিন্তু ডাঃ হেভিষ্টারনের পর সে ঘরে, সে বিছানায় কেউ শোয় নি। তা ছাড়া—"

"কি, তা ছাড়া?"

"তা ছাড়া, তুমি ত নিজেই জান, সারা রাত্রি তিনি কি ভাবে কাটিয়েছিলেন—এই ভদ্রলোককে কি সেই ভাবে সারা রাত কাটাতে বলতে পার?"

এইরূপ বাদানুবাদ শুনিয়া লভেল বলিয়া উঠিলেন, তিনি কাহারও অসুবিধা ঘটাইতে চাহেন না; বরং তিনি ফেয়ারপোর্টে এখনই চলিয়া যাইবেন। ঝড় কমিয়া আসিয়াছে, তাঁহার কোনও অসুবিধা হইবে না।

কিন্তু বাতাস তখন বাহিরে গর্জ্জন করিতেছিল, কাচবাতায়নে বৃষ্টির শব্দ হইতেছিল। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের কথাও ওল্ডবক্ ভুলেন নাই। সুতরাং তিনি যুবক বন্ধুকে কোনও মতেই এই রাত্রিতে ছাড়িয়া দিতে রাজি হইলেন না। তিনি বলিলেন, "ভায়া, তুমি চুপ ক'রে ব'সে থাক ত, আমি সব ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। যে ঘরটার কথা গ্রিজেল বলছে, সেটাতে তোমার মত সাহসী বীর কি থাকতে পারবে না?"

"ঘরটায় ভূতের উপদ্রব আছে না কি?"

"তাই বটে। এ অঞ্চলে যত পুরোণো বাড়ী আছে—সবতাতেই ভূতের উপদ্রবের কথা শোনা যায়! শুধু এখানে নয়, সব বাড়ীতেই অল্পবিস্তর ঐ রকম অপবাদ আছে।"

মিস্ গ্রিজেল এমন সময় সে ঘরে প্রবেশ করিয়া জানাইলেন যে, মিঃ লভেলের শয্যা প্রস্তুত।

"মিঃ লভেল, আশা করি আপনার সুনিদ্রার ব্যাঘাত হবে না।"

লভেল বলিলেন, "ম্যাডাম, আমার জন্য আপনার এ রকম উৎকণ্ঠার হেতুটা কি বলতে পারেন?"

"দাদা ওসব কথা আমায় বলতে দেবেন না। তবে ঘরটার একটা দুর্নাম আছে।"

লভেলের পীড়াপীড়িতে মিস্ ওল্ডবক্ বাড়ীর ভৌতিক কাহিনীর যে বিবরণ দিলেন, তাহাতে জানা গেল যে, এই বংশের পূর্ব্বপুরুষের আত্মা উক্ত গৃহে আসিয়াছিল।

ওল্ডবক্ বলিলেন, "লভেল, চল, এখন তোমাকে তোমার শোবার ঘরে দিয়ে আসি। আমার পূর্ব্বপুরুষের আত্মা এমন বেকুব নন যে, তোমাকে শ্রান্ত দেহে বিরক্ত করতে আসবেন। তাতে আতিথ্য-সংকারের ত্রুটি হবে।"

প্রত্নতাত্ত্বিক বাতী জ্বালিয়া মিঃ লভেলকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলেন। এঘর ওঘরের মধ্য দিয়া পথ। অবশেষে উভয়ে নির্দ্দিষ্ট কক্ষে আসিয়া পৌঁছিলেন।

১০

When midnight o'er the moonless skies
Her pall of transient death has spread,
When mortals sleep, when spectres rise,
And none are wakeful but the dead '
No bloodless shape my way pursues,
No sheeted ghost my couch annoys,
Visions more sad my fancy views,—
Visions of long departed joys.

W. R. Spenser.

উভয়ে "হরিৎগৃহে" পৌঁছিলে ওল্ডবক্ বাতীটা একটা টেবলের উপর রক্ষা করিলেন। ঘরটি সুসজ্জিত বড় দর্পণযুক্ত টেবল প্রভৃতি কোন জিনিষেরই অভাব সেখানে ছিল না।

ওল্ডবক্ বলিলেন, "আমি এ ঘরে বড় একটা আসিনে। কারণ, এখানে এলেই আমার মগজ দুঃখভারে অভিভূত হয়ে পড়ে। ভূতের ভয়ে নয়। ওটা গ্রিজেলের ছেলেমানুষী কথা। অন্য একটা অপ্রীতিকর ঘটনার সঙ্গে এ ঘরটা বিজড়িত। অনেক আগে একটা অসুখকর প্রেমের ব্যাপার ঘটেছিল; এ ঘরটার সঙ্গে তার স্মৃতি জড়িত আছে; সেই সব জিনিসই সামনে রয়েছে—ছেলেবেলার বা প্রথম যৌবনের অন্ধ আবেগে যে সব জড় বস্তু চোখে পড়েছিল, পরিণত বয়সে তাদের দেখলে উৎকণ্ঠিত হতে হয়। জিনিসগুলি স্থায়িভাবেই একই রকমে রয়েছে। বার্দ্ধক্যে যখন মনে কোন রকম আবেগ উত্তেজনা থাকে না, তখন সে সব জিনিস চোখে পড়লে, সেই জিনিসকে তার পূর্ব্বরূপে কি দেখতে পারি? অথবা আমাদের পূর্ব্বজীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে মনে একটা বিস্ময় বোধ হয় না কি? বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে সে অবস্থার পার্থক্য প্রবল হয়ে ওঠে না কি? পানমত্ত ফিলিপ আর সুস্থধীর ফিলিপে দার্শনিকের যে প্রভাব, তার মধ্যে পার্থক্য নেই কি? যেন বুড়ো ফিলিপের কাছে যুবা ফিলিপের আবেদন। আমি একটা কবিতা শুনেছিলাম, সেটা আমার মনে ভারী সুন্দর প্রভাববিস্তার করেছিল। সে কবিতাটির ভাব এই রকম! —'ছেলেমানুষের অশ্রুধারায় আমার চোখের দৃষ্টি যেন অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। আমার অন্তর অলসচিন্তায় আন্দোলিত। ছেলেবেলায় যে সব কথা শুনেছি, তার শব্দ কাণে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে! আমাদের ঝরা বয়সে এই রকম অবস্থা হয়; তবু জ্ঞানবৃদ্ধ মন, যা সময়ের সঙ্গে চ'লে গেছে, তার জন্য তেমন শোক করে না, যা ফেলে সে চলে যাচ্ছে তার জন্য যত শোক হয়। দাগ থেকে গেলেও সময়ে সব ক্ষত সেরে যায়—শুধু মাঝে মাঝে সেই আঘাতের স্থানে একটা যন্ত্রণা বোধ হয়। তবে সে সময়ের আঘাতের ব্যথা আর তেমন প্রবল হয় না।" বলিতে বলিতে প্রত্নতাত্ত্বিক সাগ্রহে লভেলের করকম্পন করিয়া চলিয়া গেলেন।

গৃহকর্ত্তার পদধ্বনি ক্রমে বিলীন হইয়া গেল, লভেল প্রজ্বালিত বর্ত্তিকা তুলিয়া লইয়া ঘরটি পর্য্যবেক্ষণে মন দিলেন।

ঘরের মধ্যে আগুন বেশ জ্বলিতেছিল। মিস্ ওল্ডবক্ অনেকগুলি কাষ্ঠখণ্ড এক পাশে রাখিয়া দিয়াছিলেন—প্রয়োজন হইলে লভেল উহা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতে পারিবেন। কক্ষটি অন্য সব বিষয়ে বিশেষ আরামপ্রদ, কেবল তেমন প্রফুল্লতাদায়ক নহে। প্রাচীন যুগের অনেক প্রকার চিত্র কক্ষপ্রাচীরে ঝুলিতেছিল।

শয্যাটি আধুনিক ভাবে বিস্তৃত, তবে সযত্ন-রচিত নহে। ঘরের আসবাবপত্রগুলি প্রাচীন রুচি অনুসারে সজ্জিত।

লভেল আপন মনে বলিলেন, "শুনেছি, বাড়ীর সব চেয়ে ভাল ঘরেই ভূতযোনি এসে থাকে।"

তাঁহার মনে অর্দ্ধ শঙ্কা, অর্দ্ধ কৌতুহল জাগিতেছিল। ভূতের কাহিনী মন হইতে সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই।

সহসা তাঁহার মনে মিস্ ওয়ারডুরের ব্যবহারের কথা জাগিয়া উঠিল। এই তরুণী ক্রমাগত তাঁহাকে এড়াইয়া চলিতে চাহিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে আকস্মিক মৃত্যুর কবল হইতে সুন্দরী তরুণীর পরিত্রাণের কথাও মনে জাগিল। তিনি যে সুন্দরীর প্রাণরক্ষার জন্য সাহায্য করিতে পারিয়াছিলেন, এজন্য তিনি আপনাকে ধন্যবাদ দিলেন। কিন্তু এত ত্যাগের কি পুরস্কার তিনি পাইয়াছেন? তাঁহার পরিণাম কি ঘটিল, তাহা না জানিয়াই সুন্দরী চলিয়া গেলেন। অথচ তাঁহারই জন্য লভেল নিজের জীবনকে বিপন্ন করিয়াছিলেন। ইহার জন্য এতটুকু কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বাসনাও তরুণী ত প্রকাশ করেন নাই! না, না, এজন্য তিনি মিস্ ইসাবেলাকে অপরাধী করিতে

পারেন না। লভেলের হৃদয়ে কোন প্রকার আশার সঞ্চার যাহাতে না হয়, তাহার জন্যই তিনি এমন ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার প্রেমের প্রতিদান ত তিনি দিতে পারিবেন না, ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই ঐরূপ ব্যবহার করিয়াছেন।

কিন্তু প্রেমিকের ন্যায় যুক্তি-তর্ক দিয়াও তিনি নিজের অদৃষ্টের সহিত সন্ধি করিতে পারিলেন না। মিস্ ওয়ারডুরকে কল্পনায় যতই মাধুর্য্যময়ী বলিয়া তাঁহার অনুভব হইতে লাগিল, ততই নৈরাশ্য অন্ধকার তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিল। কোন কোন বিষয়ে মিস্ ইসাবেলার যে সকল আপত্তি আছে, তাহা দূর করিবার শক্তি সম্বন্ধে তিনি সচেতন। কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আলোচনা করিবার পূর্ব্বে লভেল নিশ্চিতভাবে জানিতে চাহেন যে, মিস্ ইসাবেলা সত্যই কোনও কৈফিয়ৎ চাহেন। তিনি যতই ভাবিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মনে হইল, তাঁহার দাবী অসম্ভবতাপূর্ণ নহে। ওল্ডবক যখন মিস্ ইসাবেলার সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেন, তখন ইসাবেলার দৃষ্টিতে বিস্ময় ও বিব্রত ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। না, এখন তিনি নিজের উদ্দেশ্য ত্যাগ করিতে পারেন না। এতদূর কষ্ট করিয়া অগ্রসর হইবার পর আর পিছাইয়া যাওয়া চলিবে না। শয্যায় শয়ন করিয়াও তিনি নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেন না।

তাঁহার মনে আত্মসম্মানজ্ঞান জাগিয়া উঠিল। তিনি স্থির করিলেন যে, এই তরুণীকে ঘটনাক্রমে তিনি বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন বলিয়া, সেই সুযোগ অনুসারে তিনি তাঁহার সহিত পরিচিত হইতে চাহেন না। তিনি আপন মনে বলিয়া উঠিলেন, "না, আমি আর তাঁহার সহিত দেখা করিব না। আমি দেশে ফিরিয়া যাইব। তাঁহার মত সুন্দরী না পাইলেও, তাঁহার অপেক্ষা যিনি নিরহঙ্কারা, সেইরূপ নারী-সঙ্গ বাছিয়া লইব। কাল এ অঞ্চল হইতে চিরবিদায় লইব। তিনি আমাকে উপেক্ষা করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার নিকট হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিব।"

এই ভাবে মন দৃঢ় করিবার পর, ক্লান্ত দেহ ও মন নিদ্রার ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িল। তিনি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

এরূপ উত্তেজনার পর গাঢ় নিদ্রা সম্ভবপর নহে। নানাপ্রকার স্বপ্ন দেখিয়া তাঁহার নিদ্রা গাঢ় হইল না।

লভেল স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। স্বপ্নে যেন মঙ্কবারন্সের পূর্ব্বপুরুষকে সেই ঘরের মধ্যে আসিতে দেখিলেন। তাঁহার হাতে একখানি বাঁধান বই। সেই গ্রন্থের একটি পাতা খুলিয়া তিনি একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে অঙ্গুলি-সঙ্কেত করিলেন। সে গ্রন্থের ভাষা স্বপ্নদ্রষ্টার অপরিচিত, কিন্তু শব্দগুলি যেন তাঁহার স্মৃতিপথে চিরমুদ্রিত হইয়া রহিল। মূর্ত্তি বইখানি বন্ধ করিতেই সঙ্গীতের সুরঝঙ্কার যেন কক্ষমধ্যে গড়াইয়া পড়িল। চমকিতভাবে লভেল শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার নিদ্রাঘোর তখন সম্পূর্ণ কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু সঙ্গীতের ধ্বনি তখনও তাঁহার কাণে বাজিতেছিল।

শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া তিনি চিন্তাকে কেন্দ্রীভূত করিবার চেষ্টা করিলেন—স্বপ্নকে মস্তিষ্ক হইতে তাড়াইয়া দিলেন। প্রাতঃসূর্য্যের কনকরশ্মি অর্দ্ধাবৃত কাচ-বাতায়ন-পথে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। তিনি একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন।

শয্যা ত্যাগ করিয়া তিনি শয্যাপ্রান্ত হইতে গাউনটা তুলিয়া লইলেন। উহা তাঁহার ব্যবহারের জন্য সেখানে রক্ষিত হইয়াছিল। গাউন পরিয়া তিনি বাতায়নের ধারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সমুদ্রের দৃশ্য দেখা যাইতেছিল—তখনও তরঙ্গের আলোড়ন থামে নাই। তবে প্রভাতাকাশ মেঘশূন্য! লভেলের শয়নকক্ষের বিপরীত দিকে যে কক্ষ, তাহার বাতায়ন উন্মুক্ত। সেই বাতায়ন-পথে প্রভাতবন্দনার সুর ভাসিয়া আসিতেছিল। নারীকণ্ঠে সঙ্গীতধ্বনি উত্থিত হইতেছিল।

গান শুনিয়া তাঁহার মন স্থির হইল। তিনি আবার ঘুমাইয়া পড়িলেন। এবার যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন বেলা হইয়াছে। ক্যাকসন তাঁহার ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিল।

বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি সে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

১১

> Sometimes he thinks that Heaven
> this pageant sent,
> And ordered all the pageants
> as they went;
> Sometimes that only 'twas wild
> fancy's play,—
> The loose and scattered relics
> of the day.

বৈঠকখানা ঘরে প্রাতরাশের আয়োজন হইয়াছিল। লভেল ভোজনে বসিলেন। গতরাত্রি

তাঁহার কিরূপে কাটিয়াছে, তাহা জানিবার জন্ত মহিলারা ইঙ্গিতে প্রশ্ন করিলেন।

"দাদা, মিঃ লভেলের মুখচোখের চেয়ারা তেমন ভাল দেখছি না। কিন্তু উনি স্বীকার করতে চান না যে, রাত্রিতে ওঁর ভাল ঘুম হয় নি। আমার নিশ্চিত ধারণা, উনি যখন এখানে আসেন, তখন বেশ তাজা ছিলেন, কিন্তু এখন ভারী বিবর্ণ দেখাচ্ছে।"

"শোন, বোন্, তুমি যাঁকে গোলাপ ফুলের মত তাজা দেখেছিলে, সেই তাজা গোলাপ সমুদ্রে প'ড়ে গেছে, সুতরাং এখন সে তাজা গোলাপ ওঁর মুখে তুমি দেখ্‌বে কি ক'রে?"

লভেল বলিলেন, "আপনাদের আতিথ্য-সংকারের কোন ত্রুটি হয় নি। কিন্তু তবু আমার ক্লান্তি গিয়েছে ব'লে মনে করতে পারছি না।"

মিস্ ওল্ডবক্ বলিলেন, "ভদ্রতার খাতিরে আপনি নিজের অসুবিধার কথা বল্‌তে চাচ্ছেন না বোধ হয়।"

লভেল বলিলেন, "সত্য বল্‌ছি, ম্যাডাম, আমার কোন অসুবিধা হয় নি। এক জন দেবকন্যা বরং আমাকে গান শুনিয়ে আনন্দ দিয়েছেন।"

"আমার সন্দেহ হয়েছিল, মেরী চেঁচামেচি ক'রে আপনার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়েছে। ও ত জানত না, আপনার ঘরের একটা জানালা আমি খুলে রেখে দিয়েছিলাম। যাক্, মিঃ লভেল, আমার দাদা আপনার মত ঐ ঘরে থাক্‌তে অসম্মত হবেন না।"

"মিঃ ওল্ডবকের মত শিক্ষিত ব্যক্তিকে ওরকম-ভাবে পরীক্ষা করা উচিত হবে না।"

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "বেশ ত! আমাদের বন্ধুকে আর এক দিন ঐ ঘরে রাখলেই চল্‌বে।"

"আমার খুব ইচ্ছে, কিন্তু—"

"কিন্তু-টিন্তু আমি পছন্দ করি নে। এ বিষয়ে আমি স্থির প্রতিজ্ঞ।"

"অত্যন্ত অনুগৃহীত হলাম, কিন্তু—"

"আবার 'কিন্তু'! আমি ঐ কিন্তুটাকে ঘৃণা করি। কিন্তুর চাইতে সোজা 'না' কথাটা আমি পছন্দ করি। 'না' লোকটা ভদ্র—এক কথায় মনের ভাব প্রকাশ ক'রে দেয়। 'কিন্তু'টা ছোটলোক, কেবল এড়িয়ে চল্‌তে চায়।"

লভেল বলিলেন, "আমি কিন্তু শীঘ্র ফেয়ারপোর্ট থেকে চ'লে যাচ্ছি। সুতরাং আপনার যখন ইচ্ছে, তখন আর একটা দিন আমি এখানে থেকে যেতে পারি।"

"তাতে তোমার লাভ আছে, বাবা। প্রথমতঃ তুমি জন গার্ণেসের কবর দেখতে পাবে। তার পর নকউইনবক্কে পায়ে হেঁটে বেড়াতে যাব। বুড়ো নাইট ও তাঁর মেয়ে কেমন আছেন, সেটাও জেনে আসা যাবে। সেটা জানা ভদ্রতার অঙ্গ।"

"শুনুন, সার, ওখানে যাওয়াটা আপনি কাল পর্য্যন্ত বন্ধ রাখুন। আপনি ত জানেন, আমি তাঁদের কাছে বিদেশী।"

"সে জন্য ভদ্রতা দেখান আরো দরকার।"

"আপনার যদি মনে হয়, তাঁরা সেটা প্রত্যাশা করেন,—কিন্তু আমার না যাওয়াই ভাল নয় কি?"

"না, না, বন্ধু, যা অবাঞ্ছনীয়, সে কাজ করবার জন্ত আমি তোমাকে অনুরোধ করব, এমন সেকেলে লোক আমাকে ভেবো না। বুঝতে পারছি, তোমার না যাওয়ার কোন কারণ আছে। অবশ্য সে কারণ কি, তা আমি জান্‌তে চাইনে। অথবা এমন হ'তে পারে, তুমি খুব ক্লান্ত, তাই এখন যেতে চাইছ না। আমি তোমাকে সেজন্য ব্যস্ত করতে চাইনে হ'লে এখন কি করা যায়, বল? আমার প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে একটা লেখা প্রবন্ধ পড়ব কি?"

ওল্ডবক্ একটা টানা খুলিয়া ফেলিয়া কাগজপত্র খুঁজিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি যাহা খুঁজিতেছিলেন, তাহা পাওয়া গেল না। বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন, "কোথায় গেল সে লেখাটা? পাখনা মেলে উড়ে গেল না কি? যাক্, ততক্ষণ এই বস্তুটা দেখ।"

ওক্ কাষ্ঠ-নির্ম্মিত একটি আধার তিনি মিঃ লভেলের হাতে দিলেন। বাক্স খোলা হইলে তাহার মধ্যে একটি পাতলা খাতা দেখা গেল। উহা প্রাচীন কালের একখানি দলিল!

উভয়ের মধ্যে বিষয়ান্তর্গত ব্যাপার লইয়া আলোচনা চলিল।

খানিক পরে মিঃ ওল্ডবক্ বলিলেন, "মিঃ লভেল, তুমি এ সব শুন্‌তে শুন্‌তে বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে পড়ছ?"

লভেল বলিলেন, "না, না, কিছু মনে করবেন না। তবে আপনি একটু আগে বলছিলেন না যে, সার আর্থার আমাদের যাওয়াটা প্রত্যাশা করেন?"

"আরে ছোঃ! আমি তাঁকে তোমার হয়ে বুঝিয়ে বলব। আর তুমি যখন তাড়াতাড়ি আমাদের এখান থেকে চ'লে যাবে বলেই স্থির করেছ, তখন তিনি তোমার সম্বন্ধে কি মনে করেন, না করেন, তাতে কি যায় আসে? তবে তুমি কি বলছিলে? আমরা থাক্‌ব, না যাব?"

"স্বার্থপরতার ভাষা—অবশ্য জগতের সকলেরই সেই ভাষা—চলুন, আমরা যাই।"

"বেশ, বেশ! তথাস্তু!"

বলিতে বলিতে ওল্ডবক্ চটীজুতা ছাড়িয়া বুট-জুতা পরিধান করিলেন।

উভয়ে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। পথে জান গির্ণেলের সমাধিস্তম্ভের কাছে দাঁড়াইয়া প্রত্নতাত্ত্বিক কথার ফোয়ারা ছুটাইয়া দিলেন।

কিছুদূর গিয়া তিনি বালুকাবিস্তারের দিকে লভেলকে লইয়া চলিলেন। চারি পাঁচখানি কুটীর সেই বালুকাবিস্তারের উপর বিদ্যমান। উহা ধীবর-দিগের কুটীর। তাহাদের জেলে-ডিঙ্গীগুলি তীরের উপর রহিয়াছে। এক জন আধাবয়সী নারী একটি কুটীরের দ্বারে বসিয়া জাল মেরামত করিতেছিল। তাহার মাথার চারিপার্শ্বে একখানি রুমাল বাঁধা। তাহার গায় পুরুষের ব্যবহৃত একটি কোট। স্ত্রীলোক-টিকে অনেকটা পুরুষের মত বলিষ্ঠ দেখিতে। সে পুরুষোচিত কণ্ঠস্বরে বলিল, "এদিকে হুজুর, কি মনে ক'রে এসেছেন? মাছ চাই নাকি?"

"কত নেবে?"

প্রত্নতাত্ত্বিকের উত্তরে ধীবর-রমণী বলিল, "সাড়ে ৪ শিলিং।"

বিস্ময়দিগ্ধ কণ্ঠে ওল্ডবক্ বলিলেন, "চারটে শয়তান, ও দুটো বাচ্চা শয়তান! ম্যাগী, তুমি কি আমাকে পাগল পেয়েছ নাকি?"

ধীবর-রমণী বলিল, "আজ্ঞে কর্ত্তা, আমার পুরুষ আর ছেলেরা ঝড়ের রাতে সমুদ্রে গিয়ে মাছ ধ'রে এনেছে, তার কি দাম নেই, মঙ্কবারনস্? আপনি ত মাছের দাম দিচ্ছেন না, মানুষের জীবনের দাম।"

"আচ্ছা, ম্যাগী, আমি তোমাকে ঠকাব না—এক শিলিং ৬ পেন্স ধ'রে দিচ্ছি। এই রকম দামে যদি তোমার মাছ বিক্রী হয়, তা হ'লে তোমার পুরুষ ও ছেলেদের সমুদ্রযাত্রা নিরর্থক হবে না।"

"বলেন কি, কর্ত্তা? দুটো অতবড় সুন্দর মাছের দাম এক শিলিং ৬ পেন্স!"

"আচ্ছা, আচ্ছা, মঙ্কবারনস্এ মাছ পৌঁছে দিয়ে এস, দেখ্‌বে আমার বোন তোমাদের কি দাম দেয়।"

"না, না, মঙ্কবারনস্! আপনার কাছ থেকে দাম নেওয়া ভাল। আপনিও খুব কৃপণ বটে, কিন্তু মিস্ গ্রিজেলের হাত দিয়ে জল গলে না। আপনাকে ৩ সিলিং ৬ পেন্সে মাছ দিয়ে দিচ্ছি।"

"শুধু আঠার পেন্স দেব, তার বেশী নয়!"

"মোটে আঠারো পেন্স! তা হ'লে মাছ নেবার ইচ্ছে আপনার নেই।"

প্রত্নতাত্ত্বিককে চলিয়া যাইতে দেখিয়া ধীবর-বধূ বলিল, "আচ্ছা, নিয়ে যান। আপনাকেই মাছ দেব।"

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "কাল রাত্রিতে অত পরিশ্রমের পরও তোমার পুরুষটি ভোরে সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়েছিল নাকি? সত্য বল্‌ছ?"

"সত্যি, মঙ্কবারনস্! ভোর চারটার সময় নৌকা নিয়ে বাপ-বেটায় সমুদ্রে গিয়েছিল। তখনো কি ঢেউ, মোচার খোলার মত নৌকা নাচছিল!"

"খুব পরিশ্রমী ত। মাছগুলো মঙ্কবারনস্এ পৌঁছে দিয়ে এস।"

"তা নিয়ে যাচ্ছি, কর্ত্তা। কিংবা জেনিকে দিয়ে পাঠিয়ে দেই। সে দৌড়ে গিয়ে দিয়ে আসবে। তার পর মিস্ গ্রিজেলের কাছে গিয়ে বল্‌ব, আপনি আমাকে দাম নিতে পাঠিয়েছেন।"

ওল্ডবক্ তখন লভেলকে লইয়া নকউইঙ্কক্ অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

১২

> Beggar?—the only free man of your commonwealth,
> Free above Scot-free, that observe no laws,
> Obey no governor, use no religion
> But what they draw from their ancient custom,
> Or constitute themselves, yet they are no rebels.
>
> Brome.

প্রত্নতাত্ত্বিক পথে দর্শনীয় বস্তুগুলি দেখাইতে দেখাইতে বিলম্ব করিয়া চলিতেছিলেন। ইত্যবসরে আমরা তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইব। পাঠকগণ অবশ্য আমাদিগকে সে অনুমতি দিবেন।

গত পূর্ব্ব-অপরাহ্নে বিপদ ও ক্লান্তিজনিত অবসাদে কাতর হইলেও মিস্ ওয়ারডুর নিয়মিত সময়েই শয্যাত্যাগ করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি নিজের নির্দ্দিষ্ট কাজগুলিও যথারীতি সম্পাদন করিতে ভুলেন নাই। প্রথমেই তিনি পিতার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সন্ধান লইয়া নিরুদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। সার আর্থার অত্যন্ত উত্তেজনা ও ক্লান্তি ব্যতীত অন্যপ্রকারে অসুস্থ

হন নাই। কিন্তু তাহাতেই তিনি শয়নগৃহ ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

গতদিনের ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া ইসাবেলা বিশেষ সুখী হইতে পারেন নাই। তাঁহার নিজের এবং পিতার জীবন যাঁহার অনুকম্পায় রক্ষা পাইয়াছিল, তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল না। অথচ সেই ব্যক্তিই তাঁহাদিগের জীবন দান করিয়াছেন। পাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ উপলক্ষে সেই ব্যক্তিকে উৎসাহ দিতে হয়, এজন্য ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন নাই। তিনি জানিতেন, উৎসাহ দিলে তাঁহাদের উভয়েরই পরিণাম ক্ষতিকর হইতে পারে।

"এ আমার কি অদৃষ্ট যে, যিনি নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া আমাদের জীবন রক্ষা করিলেন, তাঁহার উন্মাদনাময় আগ্রহকে আমি বরাবরই উপেক্ষা করিয়া আসিতেছি—অথচ তাঁহার নিকট হইতেই আমাকে উপকার গ্রহণ করিতে হইল! দৈব কেন তাঁহাকে এ সুযোগ প্রদান করিল? আর আমার বিচারশক্তিকে পরাজিত করিয়া আমার মগ্ন চৈতন্য কেন উল্লাস প্রকাশ করিতেছে যে, তিনিই আমাদের জীবন রক্ষা করিয়াছেন?"

মিস্ ওয়ারডুর এইভাবে তাঁহার উদ্দাম মনকে তিরস্কার করিতেছেন, এমন সময় তিনি দেখিলেন, বৃক্ষবীথির মধ্য দিয়া, তাঁহার রক্ষাকর্ত্তা, যাঁহাকে তিনি ভয় করেন, তিনি আসিতেছেন না, আসিতেছে সেই বৃদ্ধ ভিক্ষুক। এই ব্যক্তিও গত অপরাহ্নে বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয়ে একজন অভিনেতার কাজ করিয়াছিল।

যুবতী ঘণ্টাধ্বনি করিয়া তাঁহার পরিচারিকাকে আহ্বান করিলেন। পরিচারিকা হাজির হইলে তিনি বলিলেন, "ঐ বুড়োকে উপর তলায় ডেকে আন।"

দুই এক মিনিটের মধ্যে পরিচারিকা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "ম্যাডাম, সে কোনমতেই এখানে আস্‌বে না। সে বললে যে, তার ময়লা জুতো জীবনে কখনো কার্পেটের ওপর পড়েনি। ভগবান করুন যেন, তা কখনো না হয়। তাকে কি আমি চাকরদের ঘরে ডেকে নিয়ে যাব?"

"না, তুমি দাঁড়াও। আমি ওর সঙ্গে কথা বল্‌তে চাই। সে কোথায় আছে?"

ইসাবেলা তাহার মূর্ত্তি আর দেখিতে পাইতেছিলেন না।

পরিচারিকা বলিল, "সে প্রাঙ্গণের পাথরের বেঞ্চে ব'সে আছে।"

"বেশ, তাকে সেখানেই অপেক্ষা করতে বল। আমি বৈঠকখানা-ঘরে আছি। জানালা থেকেই তার সঙ্গে কথা বলব।"

ইসাবেলা নামিয়া আসিয়া দেখিলেন, বৈঠকখানা-ঘরের বাতায়নের সন্নিহিত বেঞ্চে ভিক্ষুক বসিয়া আছে। এডি অকলিট্রি, বৃদ্ধ এবং ভিক্ষুক হইলেও মনে মনে নিজের দীর্ঘ আকৃতি ও অবয়ব সম্বন্ধে সচেতন ছিল—তাহার ধারণা ছিল, তাহার আকৃতি অপরের মনে অনুকূল ধারণার উদ্ভব করিবে।

সে অর্দ্ধশায়িতভাবে ঊর্দ্ধাকাশ পানে চাহিয়া বসিয়াছিল। তাহার লাঠি ও ঝুলি পার্শ্বে রক্ষিত। বৃদ্ধের আননে বুদ্ধির তীক্ষ্ণ ছাপ এবং ওষ্ঠাধরে অর্দ্ধবিদ্রূপের হাস্য। তাহার তখনকার অবস্থা দেখিলে যে কোনও শিল্পী তাহাকে দার্শনিক পণ্ডিত বলিয়া মনে করিত। সে যেন জগতের নশ্বরতা সম্বন্ধে তখন চিন্তা করিতেছিল।

যুবতী তাঁহার দীর্ঘ ও সুগঠিত দেহ লইয়া বাতায়ন-সন্নিধানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সে যুগে নিম্নতলস্থ বাতায়নগুলি লোহার রেলিং-এর দ্বারা সুরক্ষিত থাকিত। তদবস্থায় তাঁহাকে দেখিলে কোনও কল্পনাবিলাসী লোক মনে করিত, তিনি যেন কোনও বন্দিনী সুন্দরী। নিজের বন্দিদশার কাহিনী ঐ বৃদ্ধের কাছে বর্ণনা করিতে আসিয়াছেন। সে যেন সেই কাহিনী বীরবৃন্দের কাছে গিয়া বর্ণনা করিবে—কোনও বীরপুরুষ সে কাহিনী শুনিয়া বন্দিনী যুবতীর উদ্ধার-সাধনের জন্য আসিবেন।

মিস্ ওয়ারডুর বৃদ্ধের কাছে জীবনরক্ষার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন, পুরস্কার দিতে চাহিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ সবই উপেক্ষা করিল। যুবতী তখন গভীর কৃতজ্ঞতাভরে মনের ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

তিনি বলিলেন, "জীবনরক্ষাকারীর জন্য বাবা কি করবেন, তা আমি জানিনে। তবে এমন কিছু করবেন, যাতে তোমার জীবনের অবশিষ্ট কাল সুখে কেটে যেতে পারে। এই দুর্গে যদি তুমি বাস করতে চাও, আমি এখুনি আদেশ—"

বৃদ্ধ মৃদু হাস্য করিল, মাথা নাড়িল। বলিল, "লেডী মহোদয়া, আপনার সুসজ্জিত চাকর-চাকরাণীর কাছে আমি একটা আপদের মত হব—তাতে আপনার সম্মানের হানিও হবে। জীবনে আমি কারও সম্মানের হানিকর কাজ করিনি।"

"সার আর্থার কঠোর আদেশ দেবেন—"

"আপনার অসীম দয়া; তা আমি জানি। কিন্তু মনিব কোন কোন বিষয়ে আদেশ দিতে পারেন,

আবার অনেক বিষয়ে পারবেন না। সার আর্থারের আদেশে তারা আমার গায়ে হাত দিতে সাহস করবে না, আমাকে খাবার জিনিসও দেবে। কিন্তু তাদের মুখ ত চেপে রাখ্‌তে পারবেন না। তার পর তারা বিদ্রূপের সঙ্গে আমায় খাবার জিনিস এনে দেবে, তাতে আমার মন খারাপ হয়ে যাবে। তা ছাড়া, দেখুন, আমি নিষ্কর্ম্মা ভবঘুরে। আমার খাবার ও ঘুমোবার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। যে সকল পরিবারে নিয়ম-শৃঙ্খলা আছে, সেরূপ পরিবারে আমার দৃষ্টান্তে লোক বিগড়ে যেতে পারে।"

"তা হ'লে, এডি, একটা ছোট পরিষ্কার কুটীর তার সঙ্গে একটু বাগান যদি থাকে, আর নিত্য বরাদ্দ সিধে যদি দেওয়া যায়, কেমন হয় বল ত? তুমি মাঝে মাঝে বাগানে গাছ পুতবে।"

"কিন্তু কত দিন তা চলবে? আমার এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে ভাল লাগে না। একই ঘরে শুয়ে থাকলে মনে হয়, কড়ি-বরগাগুলো যেন আমার ঘাড়ে এখুনি ভেঙ্গে পড়বে। দূরে বেড়াতেই আমার ভাল লাগে। আপনি জানেন, সার আর্থার নানারকম বেফাঁস কাজ করেন। আমার মুখ আলুগা। হয় ত কোন্ দিন তাঁর সম্বন্ধে এমন কথা বলে বস্‌ব যে, তিনি আমার ওপর রেগে যাবেন। তখন আমার আপশোষের সীমা থাকবে না।"

ইসাবেলা বলিলেন, "তোমার কথা আলাদা, আমরা কেউ তোমার কথায় দুঃখিত বা ক্রুদ্ধ হব না। আমরা তোমাকে সব রকম সুবিধা দেব। তা হলে তুমিও বুড়ো বয়সে ঠিক থাকবে।"

বৃদ্ধ বলিল, "কিন্তু আমার তা মনে হয় না। তার পর এই বুড়ো এডির অভাবে দেশের লোকের কি হবে বলুন ত? নানা রকম খবর আমি এনে দেই। ছেলেদের বাঁশী ভেঙ্গে গেলে, আমি তা মেরামত ক'রে দেই; কারও কোন জিনিস ভেঙ্গে গেলে এডি তা সারিয়ে দেয়। কারুর অসুখ হলে ঔষধ আমিই দেই। ঘোড়ার অসুখের দাওয়াই আমি ছাড়া কেউ জানে না। নানা বড়লোকের বাড়ীর কথা আমি এসে গল্প করি। আমায় দেখ্‌লেই গ্রামের লোক হেসে ওঠে। না, লেডী, আমার এসব কাজ ছাড়তে পারব না। তাতে দেশের ক্ষতি হবে।"

"ভাল, এডি, তুমি স্বাধীনভাবে থাকতে পেলেও যদি এ সব ছাড়তে না পার—"

"না, না, মিস্—আমি বরাবরই স্বাধীন। আমি কোন বাড়ীতে একবারের বেশী ভিক্ষে করিনে। এক মুঠো খেতে পেলেই আমার তৃপ্তি। যদি কেউ দিতে রাজী না হয়, আর এক বাড়ী যাই। কোন এক জনের উপর আমি নির্ভর ক'রে থাকি নে। সমস্ত দেশের লোকের উপরই আমি নির্ভর ক'রে থাকি।"

"আচ্ছা, তা হলে আমার কাছে কথা দেও, যখন তুমি খুব বুড়ো হয়ে যাবে, কোথাও বেড়াতে পারবে না, তখন আমাকে জানাবে? এখন এই নেও।"

"না, না, লেডী, টাকাকড়ি নেবার রীতি নেই—ওটা আমাদের নিয়মের বাইরে। লোকে বলে, সার আর্থারের এখন টাকার টানাটানি। ও আমি নেব না!"

ইসাবেলা জানিতেন না যে, তাঁহার পিতার আর্থিক অনাটনের কথা সর্ব্বসাধারণের আলোচনার বিষয় হইয়াছে। ইহাতে তিনি মনে অত্যন্ত আঘাত অনুভব করিলেন। তিনি একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তিনি বলিলেন, "এডি, ধার শোধ দেবার মত টাকা আমাদের আছে; লোকে যাই বলুক না কেন। তোমাকে টাকা দেওয়া আমার দরকার। এটা তোমায় নিতে হবে।"

"টাকা নেই, তার পর লোকে টাকার লোভে আমায় খুন ক'রে ফেলুক? তা ছাড়া, টাকা থাকলে সব সময় টাকা চুরি যাবার ভাবনা। না, সে আমার দ্বারা হবে না, লেডী। টাকা আমি নিতে পারব না।"

"তা হ'লে তোমার জন্য আমি কি কিছুই করতে পারব না?"

"তা কেন? যখন দরকার পড়বে, আমি আপনার কাছে আসব। পাহারাওয়ালাকেও আপনি ব'লে দিতে পারেন, সে যেন আমার দিকে বেশী নজর না দেয়। কলওয়ালা স্যাণ্ডি নেপার-ষ্টেনেকে দয়া ক'রে ব'লে দেবেন, সে যেন তার কুকুর বেঁধে রাখে। আমাকে দেখলেই কুকুরটা ঘেউ ঘেউ ক'রে তাড়া ক'রে আসে। তা ছাড়া আরও একটা উপকার আমার করতে পারেন। কিন্তু বলতে সাহস হচ্ছে না।"

"কি কথা বল না, এডি। তোমার কোন কাজ হলে, আমার সাধ্যায়ত্ত হলে তা আমি নিশ্চয় করব।"

"ব্যাপারটা আপনার। আর সে কাজ আপনার সাধ্যের বাইরেও নয়। আপনি সুন্দরী যুবতী, খুব ভাল মেয়ে আপনি। ভাল শিক্ষাও আপনার আছে। কিন্তু ব্রায়ারি তীরে বেড়াতে বেড়াতে

আপনি কি লভেল ছোকরাকে অবজ্ঞা করেন নি? আপনাদের দুজনকে আমি দেখতে পেয়েছিলাম, কিন্তু আপনি আমায় দেখতে পান নি। ছোকরার সঙ্গে সদয় ব্যবহার করা আপনার উচিত ছিল। তিনি সত্যি আপনাকে ভালবাসেন, আমি দেখেছি। তাঁর জন্যই আমি আপনাদের উপকার করতে পেরেছিলুম। কাল যে আপনারা রক্ষা পেয়েছেন, সে তাঁরই জন্য।"

অতি মৃদু অথচ সুস্পষ্ট ভাষায় এই কথাগুলি বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া এডি অন্য দ্বার-পথে বাহিরের দিকে চলিয়া গেল।

ইসাবেলা কয়েক মুহূর্ত এই উক্তি শুনিয়া স্তব্ধভাবে বাতায়নে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। এ সম্বন্ধে একটা উক্তিও তিনি করিতে পারিলেন না। ভিক্ষুক ততক্ষণ দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

যুবতী ভাবিয়া পাইলেন না, তিনি অতঃপর কি করিবেন। ব্যাপারটা এমন বিষয় সংক্রান্ত যে, সহসা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করাও চলে না। তিনি যে গোপনে এক জন অপরিচিত যুবকের সহিত দেখা করিয়া কথা-বার্ত্তা কহিয়াছিলেন, এই গুপ্ত সংবাদ এমন এক জন লোকের জ্ঞাতসারে ঘটিয়াছিল, যাহার উপর নির্ভর করিয়া থাকা তাঁহার মত সম্ভ্রান্ত ঘরের তরুণীর পক্ষে কঠিন। ভিক্ষুক যদি কথাটা প্রকাশ করিয়া দেয়, তাহা হইলে গ্রামের সকলেই এই বিষয় লইয়া জল্পনা-কল্পনা করিবে। এই চিন্তায় তাঁহার মন অস্থির হইয়া উঠিল। অবশ্য তাঁহার মনে হইল, এই বৃদ্ধ ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার অন্তরে আঘাত লাগিবার মত কোন কার্য্য করিবে না। না, সে তাঁহার ক্ষতিজনক কোন কার্য্য করিবে না, সে বিশ্বাস তাঁহার আছে। কিন্তু লোকটা তাঁহাকে এই বিষয়ে সোজাসুজি যেভাবে কথা বলিয়া গেল, তাহাতে তাহার মাত্রা-জ্ঞানের অভাবই প্রমাণিত করিয়াছে। সে যেরূপ স্বাধীনচেতা, তাহাতে তাহার মাথায় যদি খেয়াল চাপিয়া বসে, তাহা হইলে সে যে কি বলিবে, না বলিবে, তাহা স্থির করাও কঠিন। এই চিন্তায় তিনি এমনই বিরক্ত ও আহত হইলেন যে, তাঁহার মনে হইল, গত কল্যকার ব্যাপারে লভেল ও অকিল্ট্রি উপস্থিত না থাকিলেই ভাল হইত।

যুবতী এইরূপ উত্তেজিত মনে যখন বাতায়ন-সন্নিধানে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই সময় তিনি দেখিতে পাইলেন, লভেল ও ওল্ডবক্ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতেছেন। তিনি বাতায়ন-সন্নিধান হইতে অন্তরালে সরিয়া দাঁড়াইয়া লক্ষ্য করিলেন, প্রত্নতাত্ত্বিক অট্টালিকাটি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। তিনি লভেলকেও বাড়ীটা সম্বন্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আরও কত কি কথা বলিয়া যাইতেছিলেন। ইসাবেলা দেখিলেন, সে সব কথা শুনিতে শুনিতে লভেল যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছেন।

ইসাবেলা দেখিলেন, এখনই কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। ঘণ্টা বাজাইয়া ভৃত্যকে আহ্বান করিবার পর, তিনি তাহাকে বলিলেন যে, নবাগত-গণকে সে যেন ড্রয়িংরুমে লইয়া গিয়া বসায়। আদেশ দিবার পর তিনি অন্য সোপানপথে নিজের ঘরে গমন করিলেন।

কি ভাবে তিনি আগন্তুকগণের সহিত ব্যবহার করিবেন, ইহাই তাঁহার প্রধান চিন্তার বিষয় হইল।

তাঁহার নির্দ্দেশমত অতিথিদিগকে নির্দিষ্ট কক্ষে লইয়া যাওয়া হইল।

১৩

—The time was that I hated thee,
And yet it is not that I bear thee love.
Thy Company, which erst was
irksome to me,
I will endure—
But do not look for further recompense.
As you Like it.

ইসাবেলা যখন ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার আননে রক্তের উচ্ছ্বাস দেখা যাইতেছিল।

প্রত্নতাত্ত্বিক যুবতীকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, "অয়ি সুন্দরী প্রতিপক্ষ, তুমি এসেছ, এতে আমি খুসী হয়েছি। আমার এই যুবক বন্ধুটিকে আমি নকউইকনক্ দুর্গের ইতিহাস বলছিলাম, কিন্তু তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারছিলাম না। গত কল্যকার বিপদের স্মৃতি এখনো ছোকরার মনে ছায়াপাত ক'রে রয়েছে। কিন্তু মিস্ ইসাবেলা—তোমাকে দেখে, মনে হচ্ছে যেন তুমি রাত্রির বাতাসে উড়ে উড়ে বেড়িয়েছ। তাতে যেন তোমার খুব স্ফূর্ত্তি হয়েছে। কাল আমার বাড়ীতে যখন গিয়েছিলে, তখন তোমার যে চেহারা দেখেছিলাম, আজ যেন তার চেয়ে তোমাকে সুন্দরী দেখাচ্ছে। সার আর্থার আছেন কেমন?"

"একরকম আছেন, মিঃ ওল্ডবক্; কিন্তু আপনার সঙ্গে দেখা করে, বা মিঃ লভেলকে তাঁর অসাধারণ ত্যাগ স্বীকারের জন্য ধন্যবাদ জানাতে পারবেন ব'লে মনে হয় না।"

"না পারেন, তাতে কি? তাঁর এখন শুয়ে থাকাই ভাল।"

লভেল দৃষ্টি ভূমিলগ্ন করিয়া, ভাবোচ্ছ্বাস দমন করিয়া বলিলেন, "তাঁকে বা মিস্ ওয়ারডুরকে বিরক্ত করতে আমার আসবার ইচ্ছে ছিল না। আমার ধারণা ছিল, আমি এখানে অবাঞ্ছিত অতিথি।"

মিস্ ওয়ারডুর বলিলেন, "আমার বাবাকে অতটা অকৃতজ্ঞ এবং অন্যায়কারী মনে করবেন না। আমি নিশ্চিত বলতে পারি, বাবা তাঁর কৃতজ্ঞতা নিশ্চয়ই প্রকাশ করবেন; অন্ততঃ মিঃ লভেল যেটা সঙ্গত মনে করেন, আমার বাবা সে রকম ব্যবহার তাঁর সঙ্গে নিশ্চয় করবেন।"

বাধা দিয়া ওল্ডবক্ বলিলেন, "ওসব বাজে কথা এখন থাক্। ভবিষ্যতে কোন দিন সার আর্থার আমাদের নিশ্চয় সম্বর্দ্ধনা করবেন। এখন বল ত, ভূগর্ভস্থ অন্ধকার রাজ্যের খবর কি? গ্লেন উইথার সিনসের ব্যাপারে সার আর্থার কতদূর কি করলেন, জান কি?"

মাথা নাড়িয়া মিস্ ওয়ারডুর বলিলেন, "তেমন কিছু নয়, মিঃ ওল্ডবক্। কিন্তু ঐ কোণে কতকগুলি নমুনা আছে। আপনি দেখতে পারেন। ওগুলি সংপ্রতি এসেছে।"

"এই ব্যাপারে সার আর্থার আমার কাছে একশ পাউণ্ড নিয়ে অংশ কিনতে বলেছিলেন। বাধা হয়ে তা দিয়েছি। দেখা যাক্ কি জিনিস এসেছে।"

ঘরের কোণে যেখানে জিনিসগুলি রক্ষিত ছিল, ওল্ডবক্ সেখানে গিয়া উপবেশন করিলেন এবং পরীক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন।

এই সুযোগে লভেল মিস্ ওয়ারডুরের সহিত নিম্নস্বরে কথা বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "মিস্ ওয়ারডুর হয় ত ভাবছেন, এই সুযোগের আশ্রয়ে আপনার সঙ্গে অনধিকার আলাপ করছি। আমার মত দর্শক আপনার কাছে অবাঞ্ছনীয়।"

মিস্ ওয়ারডুরও নিম্নস্বরে সতর্কভাবে বলিলেন, "আপনি আমাদের জীবন রক্ষা করেছেন, সে কৃতজ্ঞতার ঋণ জীবনে শোধ হবে না। কিন্তু সে সুযোগ পেয়ে আপনি যে তার অপব্যবহার করবেন, এটা আমার বিশ্বাস হয় না, মিঃ লভেল। নিজের শান্তিকে ব্যাহত করে, মিঃ লভেল বন্ধুর মত বা ভগিনীর মত আমার সঙ্গে দেখা করতে পারেন। মিঃ লভেল সম্বন্ধে আমি যা শুনেছি, তাতে তিনি আমার কাছে সমাদরই লাভ করবেন; কিন্তু—"

"কিন্তু", সম্বন্ধে ওল্ডবকের ধারণার কথা লভেলের মনে উদিত হইল। তিনি বলিলেন, "মিস্ ওয়ারডুর, আপনার কথায় বাধা দিলাম, এজন্য আমার অপরাধ মার্জ্জনা করবেন। যে বিষয়ের আলোচনা করতে আমি বিশেষভাবে নিষেধাজ্ঞা পেয়েছি, তা নিয়ে আমি আপনাকে বিরক্ত করব না। কিন্তু আমার মনের ভাবকে একেবারে ঝেড়েঝুড়ে ফেলব, এমন আদেশ আমায় করবেন না।"

যুবতী বলিলেন, "আপনার এ কথায় আমি বড়ই মুস্কিলে পড়লাম। আপনার অলস কল্পনামূলক মনের ভাব সম্বন্ধে আমি রূঢ় মন্তব্য প্রকাশ করতে চাইনে। আপনার প্রতিভা দেশের কাজে নিযুক্ত করুন, আমি তাই প্রার্থনা করি। বৃথা কল্পনায় আপনি সময় নষ্ট করবেন না। আপনার ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল, কিন্তু অসার কল্পনায় তা নষ্ট করবেন না! আমি অনুরোধ করছি, আপনি বলিষ্ঠ পুরুষের মত—"

"যথেষ্ট, যথেষ্ট, মিঃ ওয়ারডুর! আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি—"

"মিঃ লভেল, আপনি মনে আঘাত পেয়েছেন। আমার দেওয়া ও ব্যথার জন্য আমি অনুতপ্ত, কিন্তু নিজের সম্বন্ধে সুবিচার করতে গেলে, আপনার সম্বন্ধে সুবিচার করতে গেলে, এ ছাড়া আমি আর কি করতে পারি বলুন? আমার বাবার অনুমোদন ব্যতীত আমি কারও প্রস্তাবে কর্ণপাত করতে পারিনে। আপনি আমার প্রতি যে পক্ষপাতিত্ব দেখাচ্ছেন, সেটা যে তিনি সহ্য করবেন, এমন সম্ভাবনা নেই। আপনি নিজেও তা জানেন। তা হলে—"

অত্যন্ত আবেগপূর্ণ অনুনয়ের স্বরে লভেল বলিলেন, "না, মিস্ ওয়ারডুর, আর বেশী বলবার দরকার নেই—বর্ত্তমানে আমাদের পরস্পর যে অবস্থায় রয়েছি, তাতে আপনার অভিপ্রায়কে আর বেশী দূর নিয়ে যাবেন না। সার আর্থারের আপত্তি যদি দূরীভূত হয়, তা হলে আপনার কি করণীয় হবে বলুন ত?"

মিস্ ওয়ারডুর বলিলেন, "মিঃ লভেল, সে আশা বৃথা। তাঁর আপত্তি কখনো যাবে না। আমার একমাত্র কামনা, আপনি ঐ আসক্তির কথা ভুলে যান। আপনি আমার ও বাবার জীবনদান দিয়েছেন ব'লে আমি প্রাণভরে আবেদন করছি, আমাদের অসুখকর আকর্ষণের কথা দমন করুন—এ দেশ ছেড়ে চ'লে যান; এখানে আপনার প্রতিভার যোগ্য ক্ষেত্র নেই। আপনি যে কাজের ভার

নিয়েছেন, যে বৃত্তি গ্রহণ করেছেন, তাকে সার্থক করবার জন্য এ স্থান ত্যাগ ক'রে চ'লে যান।"

"বেশ, মিস্ ওয়ারডুর, আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে! সামান্য একটা মাত্র মাস আপনি ধৈর্য্য ধ'রে থাকুন। যদি সে সময়ের মধ্যে আমার ফেয়ার পোর্টে অবস্থানের সঙ্গত কারণ দেখাতে না পারি, তা হলে চিরজীবনের মত এখান থেকে চ'লে যাব। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনের সমস্ত সুখের আশা বিসর্জ্জন দেব।"

"না, না, মিঃ লভেল। বর্ত্তমানে আপনার যা কাম্য, তার চেয়ে ভাল ও তৃপ্তিপূর্ণ সুখের জীবন আপনি দীর্ঘকাল ধ'রে ভোগ করবেন। যাক্ এখন এ সকল আলোচনা আর নয়। জোর ক'রে আমার পরামর্শমত কাজ আপনাকে দিয়ে করাতে পারব না। আমার জীবনরক্ষাকারীকে আমার বাড়ীতে আসতে দেবার পথ বন্ধ করবার শক্তিও আমার নেই। সহসা বিবেচনা বিতর্ক না করেই মিঃ লভেল যে ইচ্ছা পোষণ করেছেন, মিঃ লভেল যদি শীঘ্র নিজের মনকে সংযত করতে পারেন, অনতিক্রমণীয় নৈরাশ্যকে বরণ করে নিতে পারেন, তা হলে আমি তাঁকে মহৎ বলেই মনে করব। এখন এ বিষয়ের আলোচনা বন্ধ থাকুক। এজন্য আপনি আমাকে মার্জ্জনা করবেন।"

এই সময়ে এক জন ভৃত্য আসিয়া জানাইল যে, সার আর্থার মিঃ ওল্ডবকের সহিত নিজের শয়নগৃহে দেখা করিতে চাহেন।

লভেলের সহিত আর কথা বলিতে মিস্ ওয়ারডুর শঙ্কিত হইতেছিলেন। এই সুযোগে তিনি বলিলেন, "চলুন, মিঃ ওল্ডবক্, আপনাকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।"

সার আর্থার পায় ফ্লানেল জড়াইয়া কৌচে বসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "আসুন মিঃ ওল্ডবক। কালকের জলঝড়ে আপনার বোধ হয় তেমন কষ্ট হয় নি?"

"না, সার আর্থার, আমার তেমন ঠাণ্ডা লাগে নি। আপনার সত্যি খুব ঠাণ্ডা লেগেছিল। কিন্তু এ রকম দুঃসাহসিক কাজ বীরেরই সাজে। এখন গ্লেন উইথারসিনের ভূগর্ভের খবর কি বলুন ত?"

বাতের যন্ত্রণায় সহসা যেন কাতর হইয়া পড়িয়াছেন, এমনই ভাব প্রকাশ করিয়া সার আর্থার বলিলেন, "ভাল খবর ত এখনো পাইনি। কিন্তু ডাউসটারস্উইভেল এখনো নিরাশ হয়নি।"

ওল্ডবক্ বলিলেন, "তাই না কি? এখনো তার মনে আশা আছে? কিন্তু আমার ত মনে আশা-ভরসা কিছু নেই। আমি যখন এডিনবরায় ছিলাম, তখন ডাঃ হটস আমায় বলেছিলেন, নমুনা দেখে তামা যে বেশী পাওয়া যাবে, তা তাঁর মনে হয় না। এখন টেবলের উপর যে নমুনা রয়েছে দেখলাম, তাতেও তাই মনে হয়। আগের নমুনার সঙ্গে শেষের নমুনার বিশেষ প্রভেদ নেই।"

"কিন্তু পণ্ডিত হলেও তাঁর যে ভ্রম হবে না, এমন ত কথা নেই।"

"তা সত্য, কিন্তু তাঁর মত রসায়নবিৎ এদেশে আর নেই। আপনার এই ভবঘুরে দার্শনিক—এই ডাউসটারউইভেল সম্বন্ধে আমার ধারণা ভাল নয়।" তিনি একটি ল্যাটিন পদ উদ্ধৃত করিয়া বক্তব্য বলিয়া গেলেন।

মিস্ ওয়ারডুর বলিলেন, "মিঃ ওল্ডবক্, ও কথাটার তর্জ্জমা ক'রে বলতে হবে না। আমি মানে বুঝতে পেরেছি। তবে মনে হয়, মিঃ ডাউসটারসউইভেল হয় ত বিশ্বাসজনক কাজ শেষ করতে পারেন।"

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "আমারও তাতে একটুও সন্দেহ নেই। দুবছর ধ'রে এই দার্শনিক যে ভবিষ্যৎবাণী ক'রে আসছেন—ভূগর্ভে তামার শিরা আছে—তা যদি না পাওয়া যায়, তা হলেই আমরা কিন্তু গেলুম।"

ব্যারনেট বলিলেন, "কিন্তু মিঃ ওল্ডবক্, আপনার ত ও ব্যাপারে তেমন আগ্রহ নেই।"

"খুব আছে, খুব আছে, সার আর্থার। আমার এই সুন্দরী প্রতিযোগিনীর জন্য আমার যা কিছু আছে, তাও বিসর্জ্জন দিতে রাজি আছি। সুতরাং আপনার সেজন্য দুশ্চিন্তা করবার কিছু নেই।"

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে কাটিল। সার আর্থার যে সোনার স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, তাহা যদি ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে কি সর্ব্বনাশ হইবে, তাহা তিনি জানিতেন। সুতরাং তাঁহার মনের আশঙ্কা গোপন করিতেও পারিতেছিলেন না।

অবশেষে তিনি বললেন, "যে ভদ্রলোকের সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্য আমাদের জীবন রক্ষা পেয়েছে, শুনলাম, তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। আমার এমন অবস্থা যে, আপনার মত পুরাতন বন্ধুজন ছাড়া আর কারও সঙ্গে দেখা করতে পারছি না। সেজন্য আমি বড় বিব্রত।"

প্রত্নতাত্ত্বিক এই কথা শুনিয়া একটু কুব্জা হইয়া বসিলেন।

"এডিনবরায় বুঝি ওঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় হয় ?"

কি করিয়া লভেলের সহিত পরিচয়, তাহা ওল্ডবক্ বলিলেন।

ব্যারণ বলিলেন, "তা হলে আমার মেয়ের সঙ্গে ওঁর পরিচয় তারও আগে হয়েছিল।"

বিস্মিতভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "তাই না কি ! কই, আমি তা ত জানতাম না।"

ঈষৎ আরক্তমুখে ইসাবেলা বলিলেন, "আমার মামীমা মিসেস্ উইলমটের ওখানে গত বসন্ত ঋতুতে আমি যখন ছিলাম, সেই সময় মিঃ লভেলের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়।"

"ইয়র্কশায়ারে ? তখন উনি কি কাজে ব্যস্ত ছিলেন ? আমি যখন তোমার সঙ্গে ওঁর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম, তখন তুমি ওঁকে চিনতে পারনি কেন ?"

ইসাবেলা বলিলেন, "উনি তখন সেনাদলে যোগ দিয়েছিলেন। আমার বিশ্বাস, সে কাজে বেশ সুনাম অর্জ্জন করেছিলেন। খুব ভাল লোক ব'লে সকলে ওঁর সুখ্যাতি করত।"

প্রত্নতাত্ত্বিক সহজে হঠিবার পাত্র নহেন। তিনি বলিলেন, "তাই যদি হয়, তা হলে আমার বাড়ীতে ছোকরার সঙ্গে তুমি আলাপ করলে না কেন ? মিস্ ওয়ারডুর, আমার ধারণা ছিল, তুমি অহঙ্কারী মেয়ে নও।"

সার আর্থার গাম্ভীর্য্যভরে বলিলেন, "তার একটা হেতু ছিল। আমাদের বংশের বিশুদ্ধি সম্বন্ধে আমার ধারণার কথা আপনি নিশ্চয় জানেন। আপনি হয় ত বলবেন সেটা আমার গোঁড়ামি। এই ভদ্রযুবক কোন ধনী ব্যক্তির জারজ পুত্র ব'লে মনে হয়। আমার মেয়ে তাই ওঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে নি—অন্ততঃ আমার মতামত না জেনে সে ঘনিষ্ঠতা করতে পারে না।"

ওল্ডবক্ তাঁহার অভ্যস্ত নীরস পরিহাসপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "তাঁর সম্বন্ধে না হয়ে তাঁর মার সম্বন্ধে হলেই বুঝতে পারতাম তার একটা বিশেষ কিছু হেতু আছে। আহা, বেচারা ছোকরা ! আমি যখন এই দুর্গের ঐ চূড়াটা নিয়ে বলেছিলাম যে, জারজতার ছাপ ওপরে আছে, তাই শুনে ছোকরা বোধ হয় অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিল। তখন সেটা বুঝতে পারিনি।"

ব্যারন বলিলেন, "তাই সত্য। দুর্গচূড়ায় ম্যানকলমের ঢাল রক্ষিত আছে। তাই ওটার নাম ম্যানকলমের চূড়া। তিনি অস্থায়িভাবে আমাদের সম্পত্তি দখল করে নিজের জারজ বংশকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তাই নিয়ে কি বিরোধ, কি গণ্ডগোল। অনেক কষ্টে আমার পূর্ব্বপুরুষ সম্পত্তি উদ্ধার ক'রে আমাকে দিয়ে গেছেন।"

ওল্ডবক্ বলিলেন, "ও ইতিহাস আমি জানি। একটু আগে লভেলকে আমি সে কথা বলেছি। এ-কথাও বলেছি যে, আপনাদের বংশের রাজনীতিতে কতকগুলি নীতিবিধান আছে। বেচারা কথাগুলো শুনে বোধ হয় খুব আঘাত পেয়েছে মনে। তখন বুঝতে পারিনি, এখন বুঝছি, তার অন্যমনস্কতার অর্থ অন্যরকম। সার আর্থার, আমার মনে হয়, আপনার নিজের জীবন যে রক্ষা করেছে, তার কথাটা এজন্য ভুলে যাবেন না ?"

ব্যারনেট বলিলেন, "সে কি কথা ! দরকার হলে তাঁকে সাহায্য করতেও পেছ-পা হব না। আমার বাড়ীর দরজা তাঁর জন্য সর্ব্বদা খোলা থাকবে। নিষ্কলঙ্ক অভিজাত বংশের লোককে যেমন সমাদরে এক টেবলে নিয়ে আহার করি, তাঁকে নিয়েও তাই করব।"

"বেশ ! এ কথা শুনে খুসী হলাম। তা হ'লে সে জানবে, ভোজ কোথায় মিলবে। কিন্তু এ অঞ্চল সম্বন্ধে তার ধারণাটা কি রকম দাড়াবে ? আমি তাকে প্রশ্ন করব। যদি আমার পরামর্শের প্রয়োজন হয়, তাও তাকে দেব। তার প্রয়োজন যদি নাও থাকে, তবু তাকে উপদেশ দেব।"

এইরূপ উদার মন্তব্য প্রকাশ করিয়া প্রত্নতাত্ত্বিক বিদায় লইলেন। তিনি লভেলকে গিয়া বলিলেন যে, মিস্ ওয়ারডুর পিতার শুশ্রূষায় ব্যস্ত বলিয়া দেখা করিতে পারিলেন না। লভেলের বাহু ধারণ করিয়া প্রত্নতাত্ত্বিক দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

সে যুগের অনেক ব্যাপার নকউইকনক দুর্গের বাহ্য অবয়বে বিদ্যমান ছিল। দুয়ার পরিখা, সেতু সবই তখনও মধ্যযুগের ব্যবস্থামত রহিয়াছে।

প্রত্নতাত্ত্বিক ও লভেল দুর্গের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে চলিতে লাগিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিক একটা অস্পষ্ট শব্দ করিতে লভেল প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিলেন।

বৃদ্ধ বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "বন্ধু, বলতে সত্যই দুঃখ হয়, এই প্রাচীন বংশ ধ্বংসের পথে চলেছে।"

লভেল বলিলেন, "তাই না কি ! আপনি অবাক্ ক'রে দিলেন আমাকে।"

প্রত্নতাত্ত্বিক নিজের চিন্তাধারার অনুসরণ করিয়া বলিয়া চলিলেন, "আমরা অন্যের বিষয় উপেক্ষাভরে চিন্তা করি। আমরা মনে করি, আমাদের পরাজয় নেই। সেই ভেবেই অন্যের সুখ-দুঃখের বিষয়ে দার্শনিকের মত গম্ভীর উদাসীন মত পোষণ করি। অন্যের দুঃখের কথা ভাবি নে।"

লভেল সাগ্রহে বলিলেন, "ভগবান করুন যেন শুধু স্বার্থ নিয়েই না থাকি। স্বার্থ-ছাড়া অন্য ব্যাপারে আমাদের আগ্রহ থাকবে না, এ অসহ। হাত কেটে যাবে ব'লে নিজের হাত দিয়ে অন্যের উপকার করব না। এ রকম ভাব যদি আসে, তা হলে আমার হাতের কর্ম্মশক্তি না থাকাই ভাল।"

প্রত্নতাত্ত্বিক যেন করুণাপরবশ হইয়া লভেলের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেন। তার পর স্কন্ধদেশ আন্দোলিত করিয়া তিনি বলিলেন, "ছোকরা থাম! —৬০ বছরের নানা ভাগ্যবিপর্য্যয়ে আগে তোমার জীবনতরী ঝঞ্ঝাহত হোক্, তার পর বুঝতে পারবে। জগতে অনেক কষ্ট আছে, সব সহ্য করতে হবে। তখন অন্যের সম্বন্ধে সহানুভূতি প্রকাশ করবে, না নিজের স্বার্থ ভাব্‌বে, তা বুঝতে পারবে।"

লভেল বলিলেন, "মিঃ ওল্ডবক্, আপনার কথা হয় ত সত্য; কিন্তু যে পরিবারের সান্নিধ্য এইমাত্র ত্যাগ ক'রে এলুম, তাঁদের সুখ-দুঃখের কথা গভীরভাবে চিন্তা না ক'রে আমি পারছি না।"

ওল্ডবক্ বলিলেন, "তা তুমি কর। আজকাল সার আর্থারের অর্থকষ্ট এত বেশী হয়েছে অথচ তুমি তা জান না, এই আশ্চর্য্য। সব চেয়ে বেশী হয়েছে, জার্ম্মান ডাউস্‌টারস্ উইভিসের জন্য—"

"লোকটাকে বোধ হয় আমি ফেয়ারপোর্টের কফিখানায় দেখে থাক্‌ব। লোকটা লম্বা, দেখ্‌তে কদাকার। সে কফিখানায় ব'সে নানারকম বৈজ্ঞানিক ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছিল, লোকটা অদৃশ্য জাতের সঙ্গে যেন সংস্রব রাখে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই লোকটাই বটে। লোকটা এমন চালাক, যাদের বুদ্ধিশুদ্ধি আছে, তাদের সঙ্গে বেশ পণ্ডিতের মত কথা বলে। প্রথমে আমিও তার কথা শুনে ভুলেছিলাম। আমার সে ভ্রম ঘুচে গেছে। লোকটা নির্ব্বোধ এবং মেয়েমহলে বড়াই ক'রে নানারকম যা তা বলে। আমার বন্ধু হেভিষ্টারন্ বিদেশে এই লোকটার সঙ্গে পরিচিত হন। তার প্রকৃত চরিত্রের কথা তিনি আমাকে জানিয়েছেন, অবশ্য ইচ্ছাপূর্ব্বক নহে। হায়! আমি যদি আবুহোসেনের মত, খলিফার প্রসাদে একদিনের জন্য রাজা হতে পারতাম, তা হ'লে এই রকম ভেলকীবাজ বদমাসদের পেছনে বিছের বেত লাগিয়ে দেশ-ছাড়া করতাম। তারা অজ্ঞ ও বিশ্বাসী লোকদের ঠকিয়ে সর্ব্বনাশ করছে। এই লোকটাই আমাদের দেশের এই প্রাচীন বংশকে ধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছে।"

"কিন্তু লোকটা, সার আর্থারের সর্ব্বনাশ করবার সুযোগ পেলে কি ক'রে?"

"তা আমি জানিনে। সার আর্থার নিজে সাধু লোক, ভাল মানুষ। কিন্তু তাঁর বুদ্ধিশুদ্ধি যে খুব দৃঢ়, তা মনে হয় না। তাঁর সম্পত্তি ঋণগ্রস্ত—সব সময়েই তিনি টাকার জন্য বিব্রত। এই লোকটা তাঁকে বলেছে যে, সোনার পাহাড় তাঁকে দেবে—আমার আশঙ্কা, সার আর্থার জমীনদার হওয়ায় একটা ইংরেজ কোম্পানী অনেক টাকা আগাম দিয়েছে। অনেক ভদ্রলোক সে কোম্পানীর অংশ কিনেছেন—আমিও গাধার মত একটা সেয়ার কিনেছি। সার আর্থার নিজেও অনেক টাকা দিয়েছেন। খুব লোভ আমাদের দেখান হয়েছিল, অনেক মিথ্যা কথাও লোকটা বলেছিল। এখন ঘুম ভেঙ্গে দেখ্‌ছি, সবই স্বপ্ন—জন বনিয়ান যেমন ঘুম ভেঙ্গে দেখেছিলেন।"

"মিঃ ওল্ডবক্, আপনার মত লোক সার আর্থারকে এ বিষয়ে উৎসাহ দিয়ে আদর্শ দেখিয়েছেন, এটাই বিস্ময়কর।"

দৃষ্টি নত করিয়া ওল্ডবক বলিলেন, "সে জন্য আমি নিজেই লজ্জিত হয়েছি, বিস্ময় বোধও করেছি। লাভের আশায় নয়—আমি টাকার জন্য লব্ধ নই—তবে ভেবেছিলাম, সামান্য টাকাটার ক্ষতি আমি সহ্য করতে পারব। আমার ভাগিনেয়ী মিস্ ম্যাক্‌ইন্‌টায়ারকে কেউ যদি গ্রহণ ক'রে আমায় মুক্তি দেয়, তার জন্য আমি টাকা ব্যয় করতে পারি, এও লোকে আশা করে, অথচ কেন করে, তা আমি জানিনে। আবার এমনও লোকে ভাবে যে, আমার ভাগিনেয় ঐ গাধা ছোকরাকে সমরবিভাগে বড় পদ দেবার জন্য কিছু চেষ্টা করতে পারি, যাই হোক না কেন, সব দিক দিয়েও—যদি কিছু পাওয়া যেত, আমার সাহায্য হত। তা ছাড়া আমার বিশ্বাস ছিল যে, পূর্ব্বকালে ফিনিসীয়রা ঠিক ঐ জায়গাটাতেই তামার কাজ করেছিল। ধূর্ত্ত ডাউস্‌টারসউইভেল আমার দুর্ব্বলতার দিকটা বুঝতে পেরেছিল, তাই সে নানা গল্প বানিয়ে বলেছিল। কতকগুলি খনি-যন্ত্র আনিয়া সে আধুনিক পদ্ধতিতে কাজ আরম্ভ

করেছিল। মোট কথা, আমি বোকা বনে গিয়েছিলাম। আমার যা ক্ষতি হয়েছে, তা যৎসামান্য। কিন্তু সার আর্থারের সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে। সেই জন্য আমার ভারী দুর্ভাবনা।"

আলোচনা পরের পরিচ্ছেদে আবার আরম্ভ হইল।

১৪

If I may trust the flattering eye
of sleep,
My dreams presage some joyful news
at hand :
My bosom's lord sits lightly on his
throne,
And all this day, an unaccustomed
spirit
Lifts me above the ground with
cheerful thoughts.
Romeo and Juliet.

সার আর্থারের দুর্ভাগ্যের আলোচনা আরম্ভ হওয়ায় ওল্ডবক্ লভেলের ফেয়ারপোর্টএ অবস্থানের হেতু সম্বন্ধে সমালোচনা বন্ধ রাখিয়াছিলেন। এখন তিনি সেই বিষয়ের আলোচনা করিতে সংকল্প করিলেন।

তিনি বলিলেন, "মিস্ ওয়ারডুর আমায় বল্‌ছিলেন, মিঃ লভেল, যে তাঁর সঙ্গে তোমার পূর্ব্বপরিচয় ছিল।"

লভেল উত্তর করিলেন, "সে কথা সত্য, তাঁর সঙ্গে মিসেস্ উইলমটের ইয়র্কশায়ার ভবনে আমার দেখা হয়েছিল।"

"তাই না কি! কিন্তু একথা ত তুমি আমাকে আগে বলনি যে, তাঁর সঙ্গে তোমার আগে থেকেই জানাশোনা আছে?"

বিশেষ বিব্রতভাবে লভেল বলিলেন, "আমি—আমি জান্‌তাম না যে, তিনিই সেই মহিলা। দেখা না হওয়া পর্য্যন্ত বুঝতে পারিনি। যখন বুঝতে পারলাম, তখন ঠিক করলাম যে, তিনি আমাকে চিন্‌তে না পারা পর্য্যন্ত আমার চুপ ক'রে থাকাই উচিত।"

"তোমার অবস্থা আমি বুঝতে পেরেছি। ব্যারণ একটা বুড়ো নির্ব্বোধ। কিন্তু তাঁর মেয়ে যে নির্ব্বোধের মত কোন মত পোষণ করেন, এ ধারণা আমার ছিল না। এখন নতুন এক প্রস্থ বন্ধু ত পেলে, অতঃপর তাড়াতাড়ি ফেয়ারপোর্ট ছেড়ে চ'লে যাবার মতলব তোমার আছে না কি?"

লভেল বলিলেন, "এ প্রশ্নের উত্তরে আমি যদি আপনাকে একটা প্রশ্ন করি এবং যদি জান্‌তে চাই স্বপ্ন সম্বন্ধে আপনার মত কি?"

"স্বপ্ন! বোকা ছেলে! যুক্তি যেখানে নেই, সেখানে কল্পনার প্রতারণার কোন মূল্য আছে ব'লে আমি মনে করিনে। স্বপ্নও যা, পাগলামীও তাই, কোন প্রভেদ নেই। উভয় ক্ষেত্রেই চালকহীন অশ্বগাড়ীকে যেমন টেনে নিয়ে যায়, সেই রকম। তবে এক ক্ষেত্রে গাড়োয়ান মাতাল। অপর ক্ষেত্রে গাড়োয়ান ঘুমে ঢুলতে থাকে। মার্কস্ টুলিয়স্ কি বলেছেন জান ত?"

"হ্যাঁ, মশাই। কিন্তু সিসিরো আমাদের বলেছেন, যে সারাদিন ধ'রে বর্শা নিক্ষেপ করে, এক সময় না এক সময় সে লক্ষ্যভেদ করবেই। সুতরাং রাত্রির মেঘভরা স্বপ্নে এমন কিছু ঘটতে পারে, যা থেকে ভবিষ্যৎ ঘটনার আভাস পাওয়া যেতে পারে।"

"হুঁ! তা হ'লে তুমি বল্‌তে চাও যে, তোমার জ্ঞানগর্ভ মতে তুমি লক্ষ্য বিদ্ধ করেছ? হা ভগবান! জগৎটা কি নির্ব্বুদ্ধিতায় ভরা! ভাল, আমি একবার তোমার স্বপ্নের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি। ভাবব যে ডেনয়েল এসে স্বপ্নতত্ত্বের ব্যাখ্যা করছেন। তবে কথা এই যে, তোমার স্বপ্নের ব্যাখ্যায় যুক্তির নির্দ্দেশ থাকা চাই।"

লভেল বলিলেন, "আচ্ছা ধরুন, আমি যখন ইতস্ততঃ করছিলাম, গোঁয়ারতুমি ক'রে আমি যা করব স্থির করেছিলাম, তা ছেড়ে দেব কি না। সেই সময় স্বপ্ন দেখলাম, আপনার পূর্ব্বপুরুষ একটা কথার প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করে, ধৈর্য্য ধারণ করতে ইঙ্গিত করলেন কেন? যে কথা আমি আগে কখনো শুনিনি, সে কথা আমার মনে হল কেন? সে ভাষাও আমার জানা নেই। কিন্তু তর্জ্জমা করলে দেখা যাবে যে, আমার নিজের ব্যাপারের সঙ্গে তার মিল ঘটে গেছে।"

প্রত্নতাত্ত্বিক উচ্চরবে হাসিয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন, "ওহে যুবক বন্ধু, আমায় তুমি মাপ কর। এই রকমেই আমরা নশ্বর জীব বোকার মত কাজ ক'রে বসি। আর নিজেদের মনের মত ক'রে সব জিনিসের ব্যাখ্যা করি। তোমার স্বপ্নের অর্থ আমি ক'রে দিচ্ছি। সার আর্থার ও আমার সঙ্গে সেদিন ভোজের পর যে সব বিষয়ের আলোচনা হয়েছিল, অন্যমনস্ক ছিলে ব'লে তুমি ভাল ক'রে শোন নি। শেষ কালে যখন পিকটসদের আলোচনা আরম্ভ হয়, সেই

সময় আমার পূর্ব্বপুরুষের লিখিত বইখানা সার আর্থারের হাতে দিয়েছিলেম। তখন তাঁকে বইয়ের উপর মুদ্রিত শ্লোকটা পড়তে দিয়েছিলাম। তোমার মন তখন অন্যত্র থাকলেও, শ্লোকটা তোমার কাণে গিয়েছিল। কাজেই কথাগুলো কাণের ভেতর থেকেই গিয়েছিল। গ্রিজেনের উপকথাও তুমি শুনেছিলে। কাজেই স্বপ্নে ঐ শ্লোকটা তোমার মনে জেগে উঠেছিল। তুমি যে কাজ করবে মনে ঠিক করেছ, সে পথে অবিচলিত থাকা স্বপ্নে চলতে পারে, জেগে উঠে চলে না। সেটা বোকামি। ওর কোন অর্থ হয় না।"

আরক্তমুখে লভেল বলিলেন, "সেটা আমি স্বীকার করি। মনে হয়, আপনার কথাই ঠিক। এই তুচ্ছ ব্যাপারে মুহূর্ত্তের জন্য আমার মন একাগ্র হয়েছিল; এর জন্য আপনার বিচার বুদ্ধিতে আমি খেলো হয়ে গেছি! কিন্তু বিরুদ্ধ ইচ্ছা ও সংকল্পের দোটানায় আমি প'ড়ে গিয়েছি। তরঙ্গের উপর যখন নৌকা থাকে, তখন একটা সরু দড়ি দিয়ে তাকে ডাঙ্গায় আনা যায়, কিন্তু মোটা কাছি দিয়ে তাকে ডাঙ্গায় তোলা যায় না। তা জানেন ত?"

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "খুব ঠিক কথা। আমার মন্তব্য অনুসারে কাজ কর। তোমাকে আমার খুব ভাল লাগছে, খুব ভাল লোক বলেই মনে হচ্ছে। এখন শোন, লভেল, সত্যি ক'রে বল দেখি, কেন তুমি নিজের দেশ ছেড়ে আমাদের দেশে এসেছ, নিজের কাজকর্ম্ম ছেড়ে দিয়েছ? সে সব ছেড়ে অলসের মত ফেয়ারপোর্টে কেন রয়েছ? বৈরাগ্য এসেছে বোধ হয়।"

প্রশ্ন এড়াইবার উপায় নাই দেখিয়া লভেল ধৈর্য্য সহকারে সব শুনিলেন। তার পর বলিলেন, "তাই যদি হয়, হতে পারে। সমগ্র জগতে আমার আপনার বলবার মত কেউ নাই। এমন অবস্থায় আমার মনে নির্ব্বেদ আসতে পারে এবং স্বাধীনভাবে কাজ করবারও বাধা হয় না। যে লোকের ভাল বা মন্দ শুধু তার নিজেরই উপর পড়ে, সে তার খেয়ালমত কাজ করবার অধিকারী।"

স্নেহভরে লভেলের স্কন্ধদেশে হাত রাখিয়া ওল্ডবক্ বলিলেন, "আমায় মাপ কর বন্ধু। একটু ধীরভাবে আমার কথাগুলো শোন। ধরে নিলাম সংসারে তোমার কোন এমন বন্ধু বা আত্মীয় নেই, যে তোমার সাফল্যে আনন্দ লাভ করতে পারে। অথবা এমন কেউ নেই, যাকে তুমি আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করে, তার কৃতজ্ঞতাভাজন হতে পার। কিন্তু তা হলেও কর্ত্তব্যের পথে দৃঢ়ভাবে চলতে বাধা কি? কারণ, সমাজ তোমার কৃতকর্ম্মের ফল প্রত্যাশা করে—যে ভগবান তোমার স্রষ্টা, তিনি সমাজের এক জন হিসাবেই তোমাকে পৃথিবীতে এনেছেন—সুতরাং অন্যের সেবা করাও তোমার কর্ত্তব্য।"

"কিন্তু আমার মধ্যে সে রকম শক্তি আছে ব'লে আমার মনে হয় না। আমি সমাজের কাছে কিছুই দাবী করিনে, শুধু নিজের মর্জ্জিমত জীবনের পথে চলতে চাই। তবে কারও কাজে বাধা দিতে চাইনে—নিজের ভার বহন করবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আমার আছে। আমার বাসনাও এত সামান্য যে, আমার অর্থ সামান্য হলেও আমার প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট।"

লভেলের স্কন্ধদেশ হইতে হাত তুলিয়া লইয়া পথের দিকে চাহিয়া ওল্ডবক্ বলিলেন, "তুমি যখন এমন দার্শনিক যে, তোমার যথেষ্ট টাকাকড়ি আছে ব'লে মনে কর, তখন আর বলবার কিছুই নেই—তোমাকে উপদেশ দিতে যাওয়ার অধিকারও আমার থাকতে পারে না। তুমি এখন দর্শনতত্ত্বের শীর্ষদেশে পৌঁছে গেছ। তবে আত্মত্যাগরূপ দর্শন-তত্ত্বের অধিকারীর কাছে ফেয়ারপোর্ট কি করে বসবাসের যোগ্য বলে বিবেচিত হল? এ যেন মিশরের বহুমত পৌত্তলিকদিগের মধ্যে একজন প্রকৃত ধার্ম্মিকের ধর্ম্মদণ্ড প্রতিষ্ঠিত করেছে। ফেয়ারপোর্টে এমন একজনও লোক নেই যে, স্বর্ণধেনুর উপাসক নয়। এমন কি, প্রতিবেশীদের প্রভাবপুষ্ট হয়ে আমার মত লোকও পৌত্তলিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

লভেল বলিলেন, "আমার আমোদ-প্রমোদের প্রধান বস্তু হল—সাহিত্যচর্চ্চা। অবস্থার প্রভাবে প'ড়ে আমি সামরিক ব্যবসায় ত্যাগও করেছি। আমার প্রচেষ্টার অনুসরণে আমি তাই ফেয়ারপোর্টকে বেছে নিয়েছি।"

ওল্ডবক যেন সবই বুঝিয়াছেন, এমনই ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "এখন আমি বুঝতে পারছি, আমার পূর্ব্বপুরুষের নীতি-বাক্যটাকে তুমি নিজের কাজে কেন লাগাতে চেয়েছ। তুমি একজন সাহিত্যিক ব'লে সুপরিচিত হতে চাও, আর পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের দ্বারা লোকের প্রীতিও অর্জ্জন করবার বাসনা মনে পোষণ কর।"

বৃদ্ধের আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া লভেল মনে করিলেন যে, বৃদ্ধের ভ্রম সংশোধন না করাই সঙ্গত।

লভেল তাই বলিলেন, "ঐ রকম একটা চিন্তা মনের মধ্যে পোষণ ক'রে আমি বোকামীরই পরিচয় দিয়াছি বটে।"

"আহা বেচারা! ব্যাপারটা বড়ই দুঃখের বল্‌তে হবে। যুবকরা মাঝে মাঝে এই রকমই ক'রে থাকে। তুমি হয় ত কামনা ক'রে থাক্‌বে যে, কোন স্ত্রীলোকের প্রেমে প'ড়ে গেছ। সেকস্‌পীয়র বলেছেন, এরকম ব্যাপারে পুরুষ বেত্রাহত হয়েও হাস্‌তে হাস্‌তে মৃত্যুও বাঞ্ছনীয় ব'লে মনে ক'রে থাকে।"

অতঃপর তিনি নিজেই প্রশ্ন তুলিয়া নিজেই তাহার উত্তর দিয়া ফেলিলেন। প্রত্নতত্ত্বের মত, এই সদাশয় বৃদ্ধ ভদ্রলোক, নিজের মনে একটা কিছু মত খাড়া করিয়া তদনুসারে যুক্তিকে প্রয়োগ করিয়া চলিলেন। এইরূপে তিনি লভেলের সাহিত্যিক-জীবনের খসড়া তৈয়ার করিয়া বলিলেন :—

"আচ্ছা, সাহিত্যিক-জীবন আরম্ভ ক'রে তুমি প্রথম কি লিখবে? কবিতা! হ্যা, কবিতাই সুবজনকে প্রথমেই আকৃষ্ট করে। তোমার চোখে মুখে আমি তাই দেখ্‌তে পাচ্ছি। আচ্ছা, তোমার কবিতার উৎস কোথায়? তুমি পারনাসাসের উচ্চতম শৃঙ্গে উঠ্‌তে চাও, না পাহাড়ের সানুদেশে ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে কর?"

লভেল বলিলেন, "ইতিমধ্যে আমি গোটাকয়েক গীতি-কবিতা লিখেছি।"

"আমিও তাই ভেবেছি। তুমি ডানা নাড়তে আরম্ভ করেছ। কিন্তু আমার মনে হয়, সাহস ক'রে তুমি আরো ঊর্দ্ধে উঠ্‌তে চাইবে। শোন, ব্যর্থ বা লাভহীন ব্যাপারে আমি তোমায় আত্মনিয়োগ করতে উপদেশ দেব না। ভাল কথা, তুমি না বলছিলে যে, লোকের খেয়াল তুমি গ্রাহ্য কর না?"

লভেল বলিলেন, "নিশ্চয়।"

"তুমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, কর্ম্মময় জীবনে যেতে চাও না?"

যুবক বলিলেন, "আপাততঃ আমার সেই রকমই সংকল্প।"

"তা হলে, তোমার উদ্দেশ্যে আমি সাহায্য করতে পারি। আমি দুটো রচনা প্রত্নতত্ত্ব-পরিষদ-পত্রিকায় বের করেছি। সুতরাং আমি এক জন অভিজ্ঞ গ্রন্থকার, সেটা বলা যেতে পারে। রবার্ট গ্লোসেষ্টারের উপর হিয়ারনে যে বই লিখেছেন, সে সম্বন্ধে আমার মতামত আমি দিয়েছি। ক্রুটেটর বলে তাতে আমার স্বাক্ষর আছে। আর একটার নাম দিয়েছে "ইনভেগেটর।" সেটা ট্যাসিটসের একটা অংশ নিয়ে আলোচনা করেছি। সুতরাং বুঝতে পারছ, আমি একেবারে সাহিত্যজগতে অপরিচিত নই। আচ্ছা, এখন বল ত তুমি কি নিয়ে লেখা আরম্ভ করতে চাও?"

"আপাততঃ আমি কিছু ছাপাতে চাইনে।"

"তা হবে না। যা কিছু আরম্ভ করবে, পাঠকরা সমালোচনা যাতে করে, সে ভয় তোমার থাকা দরকার। আচ্ছা দেখা যাক্। তুমি কতকগুলি কবিতা সংগ্রহ করে বই বার করবে। না, সেও ঠিক হবে না। ঐ রকম কবিতাগ্রন্থ পুস্তক বিক্রেতাদের দোকানেই প'ড়ে থাকবে। যাতে সকলের নজর পড়ে, এমন কিছু লেখা দরকার। আচ্ছা, এক কাজ করা যাক। একখানা পৌরাণিক মহাকাব্য লিখ্‌লে কেমন হয়? খুব ভাল হবে। আমি তোমায় মাল মসলা জোগাড় দেব। কেলিডোনিয়ান্‌ ও রোমানদের সঙ্গে যে যুদ্ধ হয়েছিল, তাই নিয়ে মহাকাব্য লেখ। নাম দেবে ক্যালিডোনিয়াড বা অভিযান প্রতিরোধে। এই নামই ভাল, লোকের মনে ধরবে। বইখানাতে সেই সময়ের চিত্রও দেবে।"

"কিন্তু এগ্রিকোলার অভিযান ত ব্যর্থ হয়নি।"

"না, তা হয় নি, কিন্তু তুমি কবি—তোমার গতি প্রতিহত। ভার্জ্জিল যেমন কোন বাঁধন মানেন নি, তুমিও মানবে না। ট্যাসিটস্‌ যাইকেন যাই লিখে থাকুন না, তুমি রোমানদের যুদ্ধে হারিয়ে দেবে।"

লভেল বলিলেন, "আর এগ্রিকোলার শিবিরটা কেইম্‌এ স্থাপন করা যাবে, কিন্তু এডি অকিলটি অপ্রতিবাদ করবে যে?"

"ওকথা আর তুলো না, যদি আমার উপর তোমার একটু ভালবাসা থাকে। তুমি কিন্তু দুপক্ষেরই কথা বল্‌তে পার।"

"আচ্ছা, আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব। আপনি স্থানীয় সমস্ত সংবাদ আমায় জানিয়ে দেবেন।"

"নিশ্চয় দেব। শুধু তাই নয়, তোমার প্রত্যেক সর্গে ঐতিহাসিক ব্যাপারগুলোর ওপর আমি মন্তব্য লিখে দেব। নিজে আমি কোন দিন কবিতা না লিখ্‌লেও, কাব্যরস আমি বুঝি।"

"কিন্তু মশাই, আপনার ঐ রসটা ভাল ক'রে আয়ত্ত করা উচিত ছিল।"

"উচিত ছিল?—কোন প্রয়োজন নেই। ওটা ত কলে বাঁধা কাজ। ছন্দে না লিখ্‌লেও মানুষ কবি হতে পারে।"

"তা হলে মশাই, কবিতার দুজন ক'রে লেখক হওয়া দরকার। এক জন শুধু কল্পনা করবে, আর এক জন লিখ্‌বে।"

"তা মন্দ কি! আমরা না হয় সেই রকম চেষ্টা

করেই দেখ্‌ব। অবশ্য আমার নাম সাধারণে প্রচার করবার ইচ্ছে আমার নেই। ভূমিকায় পণ্ডিত বন্ধুর নাম তুমি উল্লেখ ক'রে দিলেই চল্‌বে। গ্রন্থকার হবার মত উচ্চাশা আমার নেই।"

লভেল এ সংবাদে হয় ত খুব খুসীই হইলেন। প্রত্নতাত্ত্বিক বিশেষ উৎসাহিত ও আনন্দিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে লেখকরূপে প্রকাশ পাইবার বাসনা ছিল। কেবল সমালোচনার আশঙ্কায় তিনি সাহস করিতেন না। তিনি ভাবিলেন, যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া তিনি তীর নিক্ষেপ করিতে পারিবেন। তিনি ভাবিলেন, লভেল নিশ্চয় এক জন ভাল কবি। এখন হইতে লভেলের উপর তাঁহাকে খর দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

প্রকাশ্যে তিনি বলিলেন, "প্রিয় লভেল, শোন। তোমাকে আমি খুব বিস্তৃত নোট দিয়ে দেব। আমার মনে হয়, সূচীপত্রে আমার সমস্ত রচনাটাই দিয়ে দেব। তুমি কবিতাদেবীকে জাগিয়ে তুলবে। তার পর আমরা কাব্যলোকে চ'লে যাব।"

লভেল বলিলেন, "কিন্তু বই ছাপাবার খরচটার কথা ত ভাব্‌তে হয়।"

তিনি ভাবিয়াছিলেন একথা শুনিলে বুড়ার সমস্ত উৎসাহ নির্ব্বাপিত হইবে। কিন্তু বুড়া হাসিয়া উঠিলেন, "খরচ! হ্যাঁ, সে কথা ঠিক। তুমি ত সাধারণের চাঁদায় ছাপাতে রাজি হবে না?"

লভেল বলিলেন, "নিশ্চয় না।"

প্রত্নতাত্ত্বিক আনন্দ সহকারে বলিলেন, "না, না, সেটা দেখ্‌তে ভাল হবে না। আচ্ছা, তোমাকে তবে বলি। আমি এক জন প্রকাশককে জানি। আমার মতামত তিনি মূল্যবান ব'লে মনে করেন। আমি কাগজ ও ছাপাবার ভার নেব। তারপর তোমার বই যাতে বিক্রয় হয় সেজন্য বিশেষ চেষ্টা করব।"

হাসিতে হাসিতে লভেল বলিলেন, "আমি টাকা পাবার জন্য গ্রন্থ লিখ্‌ব না। যারা টাকা নিয়ে লেখে, আমি তাদের দলে নই, আমি শুধু চাই যে, ছাপতে যে খরচ হবে, সেটা ঘর থেকে না যায়।"

"চুপ কর, বন্ধু! সে দেখা যাবে। প্রকাশকের ঘাড়ে সব চাপান যাবে। তুমি কাজ আরম্ভ ক'রে দিয়েছ, এটা আমি দেখতে ইচ্ছে করি। অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য লিখবে ত? ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে কাব্য লিখ্‌তে গেলে ঐ ছন্দই চমৎকার হবে।"

কথা বলিতে বলিতে উভয়ে মঙ্কবারনসে পৌঁছিলেন। সেখানে পৌঁছিয়া ভগিনীর কাছে ভ্রাতা তিরস্কার লাভ করিলেন। "দাদা, তুমি এ কি করেছ? নাকি ম্যকল ব্যাকইট মাছ কটার জন্য যা খুসী তাই দাম চাইলে?"

বৃদ্ধ লজ্জিতভাবে বলিলেন, "আমি ভেবেছিলাম, খুব সস্তায় কিনেছি।"

ভগিনী বলিলেন, "তুমি সস্তায় কিনেছ? অত দাম দিয়ে ঐ মাছ কেউ কেনে?"

প্রত্নতাত্ত্বিক কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "গ্রিজেল, যা হবার হয়ে গেছে। আমারই ভুল হয়েছে, তা স্বীকার করছি। এখন দামের কথা ছেড়ে দেও। মাছ ত এসেছে, এখন আমরা তা খাব। দাম যাই হোক্‌ না কেন। লভেল, আমি তোমাকে এখানে থাকবার জন্য পীড়াপীড়ি করেছি। ঐ শোন, জেনি ঘণ্টা বাজাচ্ছে, ডিনার প্রস্তুত!"

১৫

Be this letter delivered with haste—post haste! Ride, villain, ride,—for thy life—for thy life—for thy life.

Ancient Indorsation of letters of Importance.

মিঃ ওল্ডবক্‌ ও তাঁহার বন্ধুকে মাছের তরকারীর স্বাদ গ্রহণের অবকাশ দিয়া আমরা পাঠকপাঠিকাগণকে ফেয়ারপোর্টের ডাকবাবুর ঘরে লইয়া যাইতেছি। ডাকবাবু তাঁহার স্ত্রীকে সহকারিণীদিগের সাহায্যে ডাকে প্রাপ্ত চিঠিগুলি বাঁটিবার জন্য ভাগ করিতে দিয়া নিজে অন্য কাজে গিয়াছিলেন। এডিনবরা হইতে ডাকযোগে এই সকল পত্র আসিয়াছিল। পল্লী-সহরে এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। চিঠিপত্র লইয়া পল্লীরমণীরা নানাপ্রকার গল্পগুজব করিবারও সুযোগ পায়। ডাকবাবুর পত্নীকে এইরূপ ধরণের দুই জন নারী চিঠি বাঁটার কার্য্যে সাহায্য করিতেছিল।

কশাইপত্নী চিঠি বাছিতে বাছিতে বলিল, "টেনাণ্ট কোম্পানীর নামে দশ বারখানা চিঠি দেখছি। এরা দেখছি সবার চেয়ে বেশী কাজ করে।"

রুটীওয়ালার স্ত্রী বলিল, "হ্যাঁ, কিন্তু দুখানা চিঠির পেছনে সিলমোহর করা। এর মধ্যে বোধ হয় বিলের দাবীর প্রতিবাদ আছে।"

কশাইপত্নী বলিল, "জেনী ক্যাকসেনের চিঠিপত্তর আছে না কি? লেফটেনাণ্ট তিন হপ্তা ত এখানে নেই।"

ডাকমুন্সীর স্ত্রী বলিল, "এক হপ্তা আগে একখানা এসেছিল।"

কশাইপত্নী বলিল, "সেটা কি জাহাজের চিঠি না কি?"

"হ্যাঁ, তাই!"

রুটীওয়ালার স্ত্রী বলিল, "তা হ'লে সেখানা লেফ্‌টেনাণ্টই লিখেছিল। আমি একবারও ভাবিনি যে লোকটার ঐ মেয়েটার দিকে নজর আছে।"

চিঠিবিলিকারিণী বলিল, "এই যে আর একখানা জাহাজের চিঠি। সণ্ডারল্যাণ্ডের ডাকঘরের ছাপ আছে।"

সকলেই সেই চিঠিখানা ধরিতে গেল।

ডাকমুন্সীর স্ত্রী বলিল, "না, না, চিঠি খুলো না বল্‌ছি। ওসব আর চল্‌বে না। এডিনবরার ডাককর্ত্তা আমার স্বামীকে খুব কড়া চিঠি লিখেছেন। মিসেস্ সর্টকেক, তুমি আইলী বিগেটের চিঠি খুলেছিলে, সেজন্য অভিযোগ হয়। তাই আমার স্বামীকে কড়া চিঠি লেখা হয়েছে। ও সব আর চল্‌বে না।"

ফেয়ারপোর্টের রুটীওয়ালার পত্নী বলিল, "আমি চিঠি খুলেছিলাম! আপনি ত নিজেই জানেন, খাম খোলা ছিল, আমি হাত দিতেই খুলে গিয়েছিল। আমার দোষ কি? লোকের উচিত ভাল আঠা দিয়ে জুড়ে দেওয়া।"

ডাকমুন্সার স্ত্রী বলিল, "সে কথা ঠিক। কিন্তু কথা এই, এবার যদি কেউ নালিশ করে, আমাদের চাকরী যাবে।"

"অত ভাবনা কেন, এখানকার কর্ত্তা সব রক্ষা করবেন।"

ডাকমুন্সার স্ত্রী বলিল, "না, সে সব চল্‌বে না। চিঠির বাইরেটা ছাড়া তোমরা ভেতরে কি আছে দেখবার চেষ্টা করতে পারবে না। এই দেখ না, চিঠিখানার ওপরে যে গালা মোহর আছে, তার উপর নোঙ্গরের চিহ্ন দেওয়া। নিজের কোটের বোতামের ছাপ দিয়ে পত্রপ্রেরক চিঠি মুড়েছেন।"

কশাই ও রুটীওয়ালার স্ত্রীরা বলিল, "কই দেখি! কই দেখি!" উভয়ে চিঠিখানি দেখিতে লাগিল।

কশাইপত্নী বলিল, "এ সেই চিঠি লিখেছে! আমি পড়তে পারছি—রিচার্ড ট্যাফরিল এক কোণে লেখা!"

রুটীওয়ালার বেঁটে স্ত্রী বলিল, "চিঠিখানা নীচে নামিয়ে আন্ন, আমিও দেখি। তুমি ছাড়া আর কেউ পড়তে জানে না, মনে কর নাকি?"

ডাকমুন্সার স্ত্রী বলিল, "চুপ, চুপ! দোকানে কে যেন এসেছে।" তার পর সে উচ্চস্বরে বলিল, "বেবি, খদ্দের কি চায় দেখ ত!"

বেবি বলিল, "কই, খদ্দের কেউ আসেনি। জেনী ক্যাকসন ছাড়া আর কেউ আসেনি। সে জান্‌তে এসেছে, তার কোন চিঠি পত্তর এলো কি না!"

সহযোগিনীদিগের প্রতি চক্ষু টিপিয়া ডাকমুন্সার স্ত্রী বলিল, "তাকে কাল সকাল দশটার সময় আস্‌তে ব'লে দেও। তখন তাকে বলব। এখন সব চিঠি দেখা হয় নি। তার এত তাড়া কেন? সহরের বড় বড় সদাগরের চিঠির চাইতে কি তার চিঠি জরুরী?"

জেনী স্বভাবসুন্দরী এবং লাজনম্রা। এই কথা শুনিয়া সে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। আর একটা দিন তাহাকে প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে যে!

ডাকমুন্সার স্ত্রী চিঠি বাছিতে বাছিতে বলিল, "সার আর্থার ওয়ারডুরের নামে তিন খানা চিঠি এসেছে।"

কশাইপত্নী বলিল, "ও সব বোধ হয় কাজকর্ম্মের চিঠি। বন্ধুদের চিঠি নয়। আমার স্বামীর কাছে ওঁর দেনা আছে—দেনা-পাওনার হিসেব হয় নি। লোকটা টাকা দিতে চায় না।"

রুটীওয়ালার স্ত্রী বলিল, "আমার স্বামীর ছমাসের রুটীর দাম বাকি।"

ডাকমুন্সার স্ত্রী বলিল, "ওঁর ছেলের কাছ থেকে একখানা চিঠি এসেছে দেখছি। যা কিছু বাঁচাতে পারা যায় ভেবে হয় ত তিনি বাড়ী আস্‌ছেন।"

ব্যারনেটকে ছাড়িয়া দিয়া তাহারা মঙ্কবারিনসকে লইয়া পড়িল। ডাকমুন্সার স্ত্রী বলিল, "দুখানা মঙ্কবারনসের চিঠি আছে। বোধ হয়, কোন পণ্ডিত বন্ধু লিখেছেন।"

কশাইপত্নী বলিল, "মঙ্কবারনসের লেয়ার্ড বড় নোংরা লোক।"

রুটীওয়ালার পত্নী বলিল, "আমি কিন্তু তাঁর নিন্দে করতে পারব না। তিনি লোক ভাল।"

বাধা দিয়া ডাকমুন্সার স্ত্রী বলিল, "তোমরা থাম। এই চিঠিখানার মধ্যে কি আছে, জান্‌তে কার না ইচ্ছে হয়? এমন চিঠি আমি দেখিনি। উইলিয়ম লভেল এস্কোয়ার, মিসেস্ হ্যাডওয়েজ, হাইষ্ট্রীট, ফেয়ারপোর্ট। এডিনবরা এস্ বি থেকে এসেছে। এই নিয়ে দুখানা চিঠি ওঁর নামে এল।"

কশাই ও রুটীওয়ালা-পত্নী সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "দোহাই ভগবানের। চিঠিখানা দেখি! সমস্ত সহরের লোক এই লোকটার সম্বন্ধে কিছুই জানে না। অথচ লোকটা খুব ভাল। কই চিঠি দেখি!"

ডাকমুন্সীর স্ত্রী বলিল, "না গো, না। হাত সরিয়ে লও বলছি। এ চারপেনী দামের চিঠি নয়। চিঠির কিছু হলে অনেক দাম দিতে হবে। এ চিঠির মাশুল ২৫ শিলিং—বড় কর্ত্তা এর উপর হুকুম দিয়েছেন যে, চিঠিখানা আলাদা লোক দিয়ে পাঠাতে হবে। সরিয়ে নেও হাত তোমাদের—এ চিঠি যা তা ক'রে বিলি করলে চল্‌বে না।"

"কিন্তু উপরটা দেখ্‌তে দোষ কি?"

কিন্তু উপর দেখিয়া কিছুই বুঝা গেল না। পুলিন্দাটি পুরু কাগজে মোড়া। ভিতরে কি আছে বুঝিবার উপায় নাই। গালার উপর সামরিক বিভাগের ছাপ। সুতরাং চিঠি খুলিবার সম্ভাবনা ছিল না।

মিসেস্ সটকেক পুলিন্দাটি হাতে ওজন করিয়া বলিল, "ভেতরে কি আছে জানবার ভারী ইচ্ছে হচ্ছে। লভেল ফেয়ারপোর্টে আসা অবধি তার খবর কেউ কিছু বল্‌তে পারে না।"

ডাকমুন্সীর স্ত্রী বলিল, "ওগো বাছারা, চুপ ক'রে ব'স, চা খাও। ও সব চিঠিখোলার কথা মাথায় জায়গা দিও না। আমার স্বামী ততক্ষণ বাড়ী ফিরে আসুক।"

মিসেস্ হিউক্‌বেন বলিল, "তুমি তার আগে মিঃ লভেলের চিঠি পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে না?"

"কোথায় পাঠাতে হবে, তা ত আমি জানিনে। বুড়ো ক্যাক্‌সন বলেছিল যে, মিঃ লভেল মঙ্কবারনস্‌এ সমস্ত দিন থাক্‌বেন। কর্ত্তা বাড়ী আসুক, সে এসে যা হয় করবে। সমুদ্দুর থেকে সার আর্থারকে টেনে তোলবার পর মিঃ লভেল মঙ্কবারনসের ভারী প্রিয় হয়েছেন।"

মিসেস্ হিউক্‌বেন বলিল, "আমি শুনেছি, বুড়ো এডিই নাকি সকলকে রক্ষা করেছিল। এডিকে চেন না? এডি অকিল-ট্রি—নীল গাউনপরা বুড়ো; তাকে তুমি খুব চেন।"

ডাকমুন্সীর স্ত্রী বলিল, "আরে চুপ। বাজে বকো না! ক্যাকসন আমাকে যেমনটি বলেছে, আমি তাই বলেছি। সার আর্থার, মিস্ ওয়ারডুর ও মিঃ লভেল একসঙ্গে মঙ্কবারনস্‌এ ভোজ খেয়েছিলেন—"

মিসেস্ হিউক্‌বেন আবার বাধা দিয়া বলিল, "কিন্তু, মিসেস্ মেল্‌সেটার, তুমি কি পত্রখানা এখুনি লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেবে না? আমাদের টাট্টু-ঘোড়াটা ঘরেই আছে। জক্ তাকে ঘাস খাওয়াচ্ছে, আসবার সময় দেখে এসেছে।"

ডাকমুন্সীর স্ত্রী বলিল, "ওগো, মিসেস হিউক্‌বেন, আমার কর্ত্তা নিজেই এ রকম চিঠি বিলি ক'রে থাকে—এতে আধ গিনি প্রত্যেক বারে সে পায়। আমি জানি, আজ বিকেলেই হোক্ বা কাল সকালেই হোক চিঠিখানা ভদ্রলোক পেলেই ঐ দাম দিয়ে দেবেন।"

মিসেস্ হিউকবেন বলিল, "তাতে হবে এই যে, চিঠি নিয়ে যাবার আগেই মিঃ লভেল সহরে ফিরে আসবেন। তখন কি হবে? তবে বাছা, তোমার ভাল তুমি নিজেই বুঝে দেখ।"

ডাকমুন্সীর স্ত্রীর মুখখানা ইহাতে মলিন হইয়া গেল। সে বলিল, "আচ্ছা, আচ্ছা, মিসেস্ হিউকবেন, সব সময়েই পাড়া-প্রতিবেশীর যাতে ভাল হয়, তাই করি। নিজের দুপয়সা হবে, অন্যের যাতে হয়,সে দিকে আমার নজর আছে, বাছা। যাক্, এক কাজ করি, তোমার টাট্টুতে ক'রে আমার ডেভিকে চিঠি দিয়ে পাঠাই। তাতে তোমার টাট্টুঘোড়ার জন্য কিছু পাবে।"

"ডেভি যাবে! সে ত দশ বছরের বাচ্চা। তা ছাড়া আমাদের ঘোড়াটা ভারী দুষ্টু। তাকে এক জক্ ছাড়া কেউ বাগ মানাতে পারে না। তোমার ডেভি কি তাকে সাম্‌লাতে পারবে? হয় ত রাস্তাতেই ফেলে দেবে।"

"তা হ'লে আর কি করা যাবে বল! কর্ত্তা বাড়ী ফিরে আসুক। সেই যা হয় করবে। অমন জরুরি চিঠি আমি জকের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্দি হতে পারব না। আমাদের ডেভি, আপিসেরই এক জন বরং বল্‌তে পারা যায়।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, গিন্নী-মা, তোমার ছেলেই তা হ'লে চিঠি নিয়ে যাক্। আমি ঘোড়ার দায়িত্ব তোমাদের উপরেই দিলাম।"

তদনুসারে ব্যবস্থা হইল। টাট্টু ঘোড়াটিকে জোর করিয়া তাহার বিশ্রামে ব্যাঘাত করিয়া টানিয়া আনা হইল। ডেভির গলায় একটা চামড়ার ব্যাগ ঝুলাইয়া দেওয়া হইল। তাহাকে তার পর ঘোড়ার পিঠে চড়াইয়া দেওয়া হইল। বালকের চোখে তখনও এক ফোঁটা অশ্রু টলমল করিতেছিল। জক্ প্রসন্ন-মনে ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া সহরের মধ্য দিয়া টানিয়া লইয়া গেল। তাহার চাবুকের পরিচিত শব্দ এবং তাড়াহুড়ার চোটে বেচারা টাটুটি পথ অতিক্রম করিতে লাগিল।

এদিকে তিনটি নারী পরস্পর পরামর্শ করিয়া অপরাহ্ণে কি সংবাদ পাড়ায় পাড়ায় বিলাইবে, তাহা স্থির করিয়া ফেলিল। তাহারা যে রটনা যে গল্প বানাইয়া প্রচার করিল, তাহা হইতে বিচিত্র জনরবের সৃষ্টি হইল। কেহ বলিল, টেনাণ্ট কোম্পানী দেউলিয়া হইয়া কারবার বন্ধ করিয়াছে—তাহাদের যাবতীয় পাওনার বিল ফেরত আসিয়াছে। কেহ বলিল, না, টেনাণ্ট কোম্পানী সরকারী কনট্রাক্ট পাইয়াছে। গ্রামগোর বড় বড় ব্যবসায়ীরা তাহাদিগকে পত্র লিখিয়াছে।

এক জন রটনা করিল, লেফটেন্যাণ্ট ট্যাফ্রিল গোপনে জেনী ক্যাক্সনের সহিত বিবাহ হইয়াছে স্বীকার করিয়াছেন—আবার আর এক জন প্রচার করিল, লেফটেন্যাণ্ট জেনীকে তিরস্কার করিয়া চিঠি লিখিয়াছেন—সে নীচবংশের কন্যা, অশিক্ষিতা, সুতরাং তাহার সহিত তাঁহার বিবাহ হইতে পারে না। জনরব রটিয়া গেল যে, স্যর আর্থার ওয়ারডুর এমন জড়াইয়া পড়িয়াছেন যে, উদ্ধারের আর উপায় নাই। তবে এ কথা সকলেই স্বীকার করিল যে, সরকারী দপ্তরখানা হইতে মিঃ লভেলের নামে একখানা পত্র আসিয়াছে এবং এক জন সৈনিক পুরুষ সেই পত্র লইয়া সোজা মঙ্কবারনস্ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে। লভেলের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়ায় কেহ মন্তব্য প্রকাশ করিল, তিনি এক জন বিদেশী বড় ঘরের ছেলে। তাঁহাকে লা-ভিস্তিতে বিদ্রোহ দমনের জন্য পাঠান হইতেছে। কেহ বলিল, তিনি এক জন গুপ্তচর। আবার আর এক জন বলিল যে, তিনি এক জন পদস্থ সামরিক কর্মচারী। তিনি সমুদ্রতীরে বেড়াইতে আসিয়াছেন। কেহ কেহ এমনও বলিল যে, প্রকৃতপ্রস্তাবে মিঃ লভেল একজন রাজপুত্র, ছদ্মবেশে তিনি ভ্রমণ করিতেছেন।

কিন্তু যে পুলিন্দা লইয়া এত জল্পনা, তাহা মঙ্কবারনস অভিমুখে প্রেরিত হইলেও, মালিকের নিকট পৌঁছিতে নানা বাধা-বিঘ্ন ঘটিতেছিল। ডেভি মেলুসেটার, টাটুর উপর চড়িয়া মঙ্কবারনস্ অভিমুখে চলিতেছিল। যতক্ষণ চাবুকের শব্দ তাহার কাণে গিয়াছিল, ততক্ষণ ভয়ে ভয়ে সে পথ চলিতেছিল। কিন্তু জকের কণ্ঠস্বর এবং চাবুকের শব্দ সহর পার হইবার পর তাহার কাণে আর প্রবেশ করিল না। সে বুঝিল, বালক ডেভির ক্ষুদ্র চরণযুগল তাহাকে ঘোড়ার পিঠের উপর ভারসাম্য রক্ষা করিবার অবকাশ দিতেছে না—বালক ক্রমাগত তাহার আসনের এদিকে ওদিকে দুলিতেছিল—তখন ঘোড়াটা আর তাহাকে বহন করিয়া অগ্রসর হইতে চাহিল না। প্রথমতঃ অশ্ববর তাহার গতি শিথিল করিল, কিন্তু অশ্ব ও অশ্বারোহীর মধ্যে ইহাতে যখন কোন বিবাদ বাধিল না, বরং অশ্বারোহী দ্রুতধাবন হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া নিশ্চিন্তমনে এক টুকরা রুটী লেহন ও চর্ব্বণ করিতে আরম্ভ করিল, তখন চতুর অশ্ব আরোহীর শক্তি বুঝিয়া লইল। সে ঘাড় নামাইয়া একটানে অশ্ববল্গা বালকের হস্ত হইতে ছিনাইয়া লইল এবং মনের সাধে পথের ধারের ঘাস চর্ব্বণ করিতে আরম্ভ করিল। ঘোড়ার এই বিদ্রোহ আচরণে বালক ভয় পাইয়া গেল। সে ভাবিল, এখনই হয় ত সে মাটীতে পড়িয়া যাইবে। তখন সে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। বালকের ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া টাটুটা ভাবিল, উভয়ের পক্ষেই এখন ফিরিয়া যাওয়াই সঙ্গত। ইহা মনে করিয়া অশ্ববর ফেয়ার-পোর্টের দিকেই ফিরিয়া চলিল।

অশ্ববল্গা তখন ঘোড়ার পায় পায় জড়াইয়া যাইতেছিল।

বালকও উচ্চরবে কাঁদিতেছিল, সুতরাং ঘোড়া তখন বায়ুবেগে বাড়ীর দিকে ছুটিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

একটা মোড় ফিরিবার সময় বৃদ্ধ এডি সেখানে আসিয়া পড়িয়া সে তাড়াতাড়ি অশ্ববল্গা ধারণ করিয়া ঘোড়ার গতিবেগ বন্ধ করিল।

বুড়া বলিল, "আরে ব্যাপার কি, খোকা? এ রকম করে ঘোড়া চালাচ্ছিস কেন রে?"

কোনমতে ডেভি বলিল, "আমি ওকে সামলাতে পাচ্ছি না। আমায় সবাই ডেভি ব'লে ডাকে।"

"তুই কোথায় যাচ্ছিলি?"

"চিঠি নিয়ে মঙ্কবারনস্‌এ যাচ্ছিলুম।"

"আরে বোকা, এটা কি সেখানে যাবার রাস্তা?"

উত্তরে বালক ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

শিশুর ক্রন্দনে এডি চিরদিনই বিচলিত হইয়া পড়ে। সে বলিল, "তুই কি চিঠির কথা বলছিলি না? কই দেখি সে চিঠি!"

বালক বলিল, "সে চিঠি কাকেও দেখাতে বারণ। আমি ডাকঘরের এক জন—মিঃ লভেলের চিঠি, তাঁর হাতেই দেব।"

ঘোড়ার মুখ মঙ্কবারনস্ যাইবার পথে ফিরাইয়া দিয়া এডি বলিল, "তুই ঠিক বলেছিস্। আমি ঘোড়া-টাকে ঠিক পথে নিয়ে যাচ্ছি। চল্।"

কিম্ প্রনেসের উচ্চ ভূমির উপর, আহার

শেষে, প্রত্নতাত্ত্বিক লভেলকে লইয়া গিয়াছিলেন। সেখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে উভয়ের আলোচনা চলিতেছিল।

দূর হইতে ভিখারীকে আসিতে দেখিয়া ওল্ডবক্ বলিয়া উঠিলেন, "এ কি! মালপত্তর নিয়ে এডি নিজেই আস্‌ছে দেখ্‌ছি!"

নিকটে আসিয়া এডি পত্রের বৃত্তান্ত বিবৃত করিল।

বালক বলিল, "মা ব'লে দিয়েছে, এ চিঠি দিলে ডাক মাশুলের পাঁচ শিলিং আর কুড়ি শিলিং, তা ছাড়া চিঠি আনবার দশ শিলিং ৬ পেন আমি পাব।"

চশমা পরিয়া ওল্ডবক্ বলিল, "কই দেখি! এই যে লেখা আছে, মানুষ-ঘোড়ার জন্য একদিনে দশ শিলিং ৬ পেন্সের বেশী পড়বে না। একদিন? কিন্তু এক ঘণ্টাও ত লাগেনি। ঘোড়া ও মানুষ? কিন্তু এ যে একটা বেড়াল আর বাঁদর।"

ডেভি বলিল, "বাবার নিজের আস্‌বার কথা ছিল, ভাল ঘোরায় চ'ড়ে।"

ভিক্ষুক বলিল, "মঙ্কবারনস্, একটা ছেলেকে ঠকাবার জন্য আপনার যুক্তি চালাবেন না। মনে রাখবেন, কশাইটা তার ঘোড়া ছেড়ে দেছে, আর মা তার ছেলেকে পাঠিয়েছে, দশ শিলিং ৬ পেন্স খুব বেশী নয় বলেই মনে হচ্ছে।"

লভেল পুলিন্দার ভিতরের বস্তু জানিয়া ডেভির দাবি মিটাইয়া তারপর উত্তেজিত ভাবে ওল্ডবকের দিকে চাহিয়া তখনই ফেয়ারপোর্টে যাইবার অনুমতি চাহিলেন। তিনি বলিলেন, "এখুনি আমাকে ফেয়ারপোর্টে যেতে হবে— হয় ত মুহূর্ত্তের মধ্যেই আদেশ পেয়ে এস্থান ত্যাগ করবারও প্রয়োজন হতে পারে। মিঃ ওল্ডবক্, আপনার দয়া আমি কোন দিন ভুলব না।"

প্রত্নতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন মন্দ খবর নয় ত?"

"ঠিক বুঝতে এখনো পারছি না। আচ্ছা বিদায় —ভালই হোক্ বা মন্দই হোক, আপনার কথা সব সময়েই আমার মনে থাকবে।"

"আচ্ছা, একটু দাঁড়াও। যদি—টাকা-কড়ির কোন অসুবিধা থাকে, আমি পঞ্চাশ—একশ গিনি দিতে পারি। তা যখন সুবিধা হবে, তুমি ফেরত দিও।"

রহস্যময় যুবক বন্ধু বলিলেন, "মিঃ ওল্ডবক্, আপনার সৌজন্যে বাধিত হলুম। কিন্তু অর্থের অভাব আমার নেই। ক্ষমা করবেন—আপাততঃ আর কোন আলোচনায় যোগ দেওয়া আমার সাধ্যাতীত। ফেয়ারপোর্ট থেকে চ'লে যাবার আগে আপনাকে জানাব—দেখাও ক'রে যাব। অবশ্য যদি বাধ্য হয়ে আমাকে যেতে হয়।"

প্রত্নতাত্ত্বিকের করমর্দ্দন করিয়া লভেল দ্রুতপদে সহরের দিকে চলিলেন।

ওল্ডবক্ বলিলেন, "ভারী আশ্চর্য্য ব্যাপার। এই ছোকরার ভেতর কিছু ব্যাপার আছে, কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছি না। আমি ওর সম্বন্ধে কোন মতেই মন্দ ধারণা করতে পারছি না—মন আমার তা চাইছে না। যাক্, এখন বাড়ী ফিরি। গ্রীণ রুমের আগুন আর কেউ নিভিয়ে দিতে সাহস করবে না।"

বালক বলিল, "এখন আমি বাড়ী ফিরে যাব কি ক'রে?"

আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নীল গাউন-ধারী বলিল, "ভারী সুন্দর রাত আজকে। না, ছেলেটাকে নিয়ে সহরেই ফিরে যাই।"

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "তাই কর, এডি।" তারপর কোটের পকেট হাতড়াইয়া তিনি কি বাহির করিয়া বলিলেন, "এই ছ পেনী নিয়ে কিছু কিনে খেও।"

১৩

"I am bewitched with the rogue's company. If the rascal has not given me medicines to make me love him, I'll be hanged; it could not be else. I have drunk medicines,"—Second Part of Henry IV.

এক পক্ষ কাল ধরিয়া প্রত্নতাত্ত্বিক ক্যাকসনের সাহায্যে মিঃ লভেলের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্যাকসন সংবাদ দিত যে, সহরের কোন লোকই তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই জানে না। শুধু তিনি আর একটা কি দুইটা ভারী চিঠির পুলিন্দা ডাকযোগে পাইয়াছেন—সে পত্র দক্ষিণ অঞ্চল হইতে আসিয়াছে। তাঁহার দেখা কেহ পায় না।

প্রত্নতাত্ত্বিক প্রশ্ন করিলেন, "ক্যাকসন, তিনি কি ভাবে থাকেন?"

ক্যাকসন জানাইল, মিসেস্ হাড্‌ওয়ে প্রত্যহ তাঁহাকে মটন চপ্, মাংস সিদ্ধ, মুরগীর ঝোল বা

অন্য কিছু যাহা তিনি খাইতে চাহেন, তাহাই তাঁহার টেবলে পরিবেষণ করিয়া থাকে। শয়নকক্ষে বসিয়াই তিনি আহারাদি সম্পন্ন করিয়া থাকেন। সকাল বেলা মিঃ লভেল চা পান করেন। প্রতি সপ্তাহে খরচ যাহা হয়, তাহা চুকাইয়া দেন।

"কিন্তু তিনি কি কোথাও বাহির হন না?"

ক্যাকসন বলিল, "বেড়ান তিনি ছেড়ে দেছেন। সারা দিন ঘরে ব'সে লেখাপড়া করেন। তিনি যে চিঠিপত্র লেখেন, তা আমাদের এখানকার ডাকঘরে ফেলেন না। সেরিফের কাছে, আর একখানা খামের মধ্যে এঁটে পত্র পাঠিয়ে দেন। ডাকমুন্সীর স্ত্রীর বিশ্বাস, সেরিফ সে পত্র তাঁর সহিসের মারফৎ ট্যানোবার্গের ডাকঘরে দিয়ে আসে। আমার মনে হয়, এখানকার ডাকঘরকে তিনি বিশ্বাস করেন না। তা হুজুর, সে কথা ঠিক; কারণ, আমার বেচারা মেয়ে জেনী—"

"ক্যাকসন, মেয়েদের কথা তুলে আমায় বিরক্ত করো না। এই ছোকরার কথা হচ্ছে—তিনি কি চিঠি ছাড়া আর কিছু লেখেন না?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ—মিসেস্ হাড্‌ওয়ে বলে যে, তাড়াতাড়া কাগজে আরো সব কি লেখেন। যাতে মিঃ লভেল একটু বাইরে বেড়াতে যান, সে সম্বন্ধে মিসেস্ হাড্‌ওয়ে অনেক অনুরোধ করেছে। তার ধারণা, ভদ্রলোক ভারী রোগা হয়ে যাচ্ছেন। ক্ষিধে নেই বল্লেই চলে। কিন্তু তিনি ঘরের দরজা পার হতে নারাজ। অথচ তিনি আগে কত বেড়াতেন।"

"নাঃ, ছোকরা বেড়ান বন্ধ ক'রে ভাল করেন নি। কি কাজে তিনি ব্যস্ত, তা আমি বুঝেছি। কিন্তু অত পরিশ্রম করা ঠিক নয়। আজই আমি তাঁর কাছে যাচ্ছি। ক্যালেডোনিয়াড নিয়েই মসগুল দেখ্‌ছি।"

এইরূপ সংকল্প করিয়া মিঃ ওল্ডবক যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পায়ে হাঁটার উপযোগী জুতা পরিয়া, সোনা-বাঁধান ছড়ি লইয়া কলুষ্টাফের উক্তিগুলি আওড়াইতে আওড়াইতে তিনি পথে বাহির হইলেন। এই নবাগতের প্রতি তাঁহার প্রাণের একটা টান আছে। তাহা প্রত্নতাত্ত্বিক বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু কেন এ আকর্ষণ? লভেলের অনেক গুণ ছিল, তাহাতে মানুষ আকৃষ্ট হয়। তবে তিনি প্রত্নতাত্ত্বিকের কথা মনোযোগ দিয়া শুনিতেন বলিয়া, তিনি বৃদ্ধের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন।

মিঃ ওল্ডবক্ কদাচিৎ পদব্রজে ফেয়ারপোর্টে গমন করিতেন। বাজারে অনেক পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইত্ল তাহারা তাঁহাকে অভিবাদন করিত—মিঃ ওল্ডবক্ উহা ভালবাসিতেন না। অনেকে তাঁহাকে নানা প্রশ্ন করিয়া জ্বালাতনও করিত। এ যাত্রা তিনি ফেয়ারপোর্টে পা দিতেই পরিচিত লোকরা একে একে তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। নানা জনে নানা প্রকার কথা তুলিল। বিরক্ত হইয়া কোনমতে তাহাদিগকে এড়াইয়া মিঃ ওল্ডবক্ অবশেষে মিসেস্ হাডওয়ের বাড়ী উপনীত হইলেন। এই মহিলাটি ফেয়ারপোর্টের পরলোকগত পাদরীর স্ত্রী; স্বামীর মৃত্যুর পর বাধ্য হইয়া তাঁহার বাড়ীর একাংশ ভাড়া দিতে হইয়াছিল। লভেল শান্তপ্রকৃতির যুবক, তাঁহার জীবনযাত্রার পদ্ধতিও সুনিয়ন্ত্রিত, এজন্য মিসেস্ হাডওয়েল পক্ষে সুবিধাই হইয়াছিল। সে ভাড়াটিয়াকে যথাসাধ্য সকল বিষয়ে সাহায্য করিত। লভেলের ক্ষুধাবৃদ্ধি পায়, ইহা এই রমণীর কাম্য হইলেও সে সযত্নে নিজের আগ্রহের কথা অতিথিকে জানিতে দিতে চাহিত না। মিসেস্ হাডওয়ের বয়স পঞ্চাশ হইয়াছিল। সে যে লভেলের প্রেমে পড়িয়া এইরূপ করিত, তাহা সত্য নহে। কাহারও জন্য মনে দরদ জন্মিলেই যে অমনই তাহাতে প্রেমের বীজ আছে বলিয়া মনে করিতে হইবে, ইহা সত্য অন্ততঃ এই রমণীর মনে ঘুণাক্ষরেও চিন্তার উদ্রেক ঘটে

মিঃ ওল্ডবককে দেখিয়া সে দরজা খুলিয়া দিল। তাহার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল। সে বলিল, "আপনাকে দেখে ভারি আনন্দ হচ্ছে, স্যার, ভদ্রলোক ভারি অসুস্থ। তিনি ডাক্তার দেখাতে চান না। কারও পরামর্শ নেবেন না, এমন কি, পাদরীর স্মরণও নেবেন না। এ অবস্থায় যদি ভদ্রলোক মারা যান, তা হ'লে কি হবে?"

নাস্তিক প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "ও সব লোকের সাহায্য না নেওয়াই ভাল। মিসেস্ হাডওয়ে, আমি ব'লে রাখছি, পাদরীরা আমাদের পাপের জন্যই বেঁচে থাকে। ডাক্তাররা বেঁচে আছে, আমাদের রোগ হয় ব'লে, আর যারা আইনজীবী, তারা আমাদের দুর্দশা ঘটে ব'লে বেঁচে থাকে।"

"ছিঃ মঙ্কবারনস্। আপনার মুখে এই কথা!—যাক্, আপনি এখন ভদ্রলোককে দেখতে চান ত? আসুন এ দিকে। দিন দিন ওঁর খাওয়া কমে যাচ্ছে। এখন ত প্রায়ই কিছু মুখে তোলেন না। ওঁর গাল শুকিয়ে গেছে—বিবর্ণ হয়ে পড়েছে। এখন উনি ঠিক আমার মত বুড়ো হয়ে পড়েছেন—আমি ওঁর

ঠিক মায়ের মত—অবশ্য মা হ'তে পারিনি। তবে কাছাকাছি বটে।"

ওল্ডবক্ বলিলেন, "উনি কোনরকম ব্যায়াম করেন না কেন?"

"আমরা ওঁকে তা বলেছিলাম। উনি একটা ঘোড়া কিনেছেন। ভারী তেজী ঘোড়া। কাল তাতে চড়েছিলেন। আজও প্রাতরাশের আগে ঘোড়ায় চেপেছিলেন। আপনি ওঁর ঘরে যাবেন না?"

"যাব বৈ কি। ওঁর সঙ্গে কেউ দেখা করতে আসে না?"

"না, মিঃ ওল্ডবক, কেউ না। উনি যখন ভাল ছিলেন, কারো সঙ্গে দেখা করতেন না। এখন ওঁর অসুখের সময় কে আস্‌বে দেখা করতে?"

"ঠিক কথা—ঠিক কথা। যদি তা কেউ করত ত আমি বিস্মিত হতাম। এস, এখন আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।"

গৃহকর্ত্রী ওল্ডবক্‌কে পথ দেখাইয়া চলিল। নানা ঘর ঘুরিয়া, উপরতলে উঠিয়া অবশেষে একটা রুদ্ধদ্বারে সে করাঘাত করিল।

লভেল বলিলেন, "ভিতরে আসুন।"

গৃহকর্ত্রী ওল্ডবককে ভিতরে যাইতে বলিল।

ঘরখানি ছোট, কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন—রুচিসঙ্গতভাবে সজ্জিত। কিন্তু ঘর এত গরম যে, ওল্ডবকের মনে হইল, এরূপ ঘর স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নহে।

টেবলের ধারে একখানি কৌচে লভেল উপবিষ্ট—টেবলের উপর কতকগুলি কেতাব ও কাগজ। লভেলের অঙ্গে তখনও রাত্রির পরিচ্ছদ ছিল। লভেলের আকৃতিতে পরিবর্ত্তন দেখিয়া ওল্ডবক্ মনে বড় আঘাত পাইলেন। তাঁহার গণ্ডদেশ ও ললাট রক্তশূন্য। পূর্ব্বের সে স্বাস্থ্য যেন কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। পরিচ্ছদেও পরিবর্ত্তন দেখিলেন। উহা শোক-পরিচ্ছদ। প্রত্নতাত্ত্বিককে আসিতে দেখিয়া লভেল উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন।

করকম্পন করিয়া লভেল বলিলেন, "আপনার অনুগ্রহে বাধিত হলুম। আপনি আস্‌বেন, এ রকম আশা আমার হচ্ছিল। সম্প্রতি আমি ঘোড়ায় চড়া শিখ্‌ছি, বোধ হয় শুনেছেন।"

"মিসেস্ হ্যাড্‌ওয়ে বলছিলেন বটে। বেশ ভাল ঘোড়া তুমি পেয়েছ শুনলাম। ঘোড়াটা দুষ্টু নয় ত?"

"আমার ত তাই মনে হয়।"

"তুমি নিজেকে ভাল ঘোড়সওয়ার ব'লে মনে কর না কি?"

লভেল বলিলেন, "ইচ্ছে ক'রে আমি বলব না যে, আমি খারাপ সওয়ার।"

"জোয়ান ছোকরারা তা বলতে চায় না বটে; কিন্তু তোমার ঘোড়ায় চড়ার পূর্ব্ব অভ্যাস আছে কি? ঘোড়া যখন ক্ষেপে যায়, তখন তাকে সামলান দায়।"

"নিজেকে পাকা সওয়ার ব'লে অবশ্য গণ্য করতে চাইনে; কিন্তু যখন আমি সার—র অশ্বারোহী সেনাদলে তাঁর পার্শ্বচর ছিলাম, তখন দেখেছি, আমার চাইতেও ভাল সওয়ার ঘোড়া থেকে প'ড়ে গেছেন।"

"তা হ'লে তুমি রণদেবতার সঙ্গে পরিচিত? যাক্, কবিতা দেবী তোমার কাছে দেখা দিয়েছেন কি?—তোমার লেখা আমায় দেখাবে না?"

কৃষ্ণ পরিচ্ছদের দিকে একবার চাহিয়া লভেল বলিলেন, "সময়টা আমার সুখের চিন্তায় কাটে নি।"

প্রত্নতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন বন্ধুর বিয়োগ ঘটেছে?"

"হ্যাঁ, মিঃ ওল্ডবক—সংসারে আমার আপনার জন বলবার যিনি ছিলেন, তিনি মারা গেছেন।"

"অ্যাঁ, তাই না কি?" গম্ভীর স্বরে প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "যুবক বন্ধু! দুঃখ করো না। পরস্পরের মধ্যে প্রণয় ও শ্রদ্ধা বর্ত্তমান থাকতে থাকতে বন্ধু-বিয়োগ তত দুঃখের নয়। কারণ, ভবিষ্যতে বিশ্বাস-ঘাতকতা বা অবিশ্বাসের যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। চারিদিকে চেয়ে দেখ—বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত পূর্ব্ববন্ধুত্ব ক'জনের মধ্যে বিদ্যমান থাকে? ঈর্ষা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঘৃণা সংসারের পথে বিচরণ করার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয়—প্রগাঢ় বন্ধুত্বও তার কালো রঙ্গে লুকিয়ে যায়। মিঃ লভেল, যৌবনের পর শীতল, মেঘাবৃত, সুখহীন দিন পর্য্যন্ত যদি বেঁচে থাক, তখন যৌবনের দুঃখ-বেদনার কথা ভেবে কাতর হ'তে হবে; কিন্তু এ সব কথা এখন তোমার ভাল লাগ্‌বে না।"

লভেল বলিলেন, "আপনার অনুগ্রহ ভুলবার নয়—আপনার কথার অর্থ আমি বুঝতে পারছি; কিন্তু আঘাতটা আপাতত পেয়েছি, তাই তার বেদনা তীব্র। সুতরাং এখন সান্ত্বনা লাভের মত মনের অবস্থা নেই—এ জন্য আমায় ক্ষমা করবেন। আমি বুঝতে পারছি, আমার জীবনে কেবল দুঃখের বোঝাই ভারী হয়ে আছে। মিঃ ওল্ডবক্, আপনি জীবনটাকে মেঘাচ্ছন্ন ব'লে মনে করতে পারেন না। কারণ, আপনার যথেষ্ট অর্থ-সম্পদ আছে—সকলে আপনাকে শ্রদ্ধা করে। আপনি নিজের খুসী মত চল্‌তে পারেন, নিজের মনের মত লোক-জনের সঙ্গে

মিশতে পারেন। তা ছাড়া আপনার স্নেহের পাত্র-পাত্রীও আছে।"

"সে কথা ঠিক। বাড়ীর মেয়েরা আমায় খুব যত্ন করে, কেউ আমার কাজে ব্যাঘাত করে না, আমার ঘরে কেউ আসেও না। কিন্তু তা হলেও মনের কথা কইবার মত লোক ত আমার দরকার।"

"তা হ'লে আপনার ভাগনে ক্যাপ্টেন ম্যাক্‌ইনটায়ারকে কাছে ডেকে পাঠান না কেন? শুনেছি, তিনি খুব চমৎকার স্ফূর্ত্তিবাজ ছোকরা।"

মঙ্কবারনস্ বলিলেন, "কার কথা বলছ? আমার ভাগনে হেক্‌টর? ভগবান রক্ষা করুন! তাকে নিয়ে আসব? সে ত চারিদিকে আগুন ধরিয়ে দেবে! যেমন গোঁয়ার, তেমনি ডাকাবুকো: তাকে নিয়ে ঘর করা চলে না। অবশ্য সে শীঘ্র আমার এখানে আসবে; কিন্তু তাকে আমার কাছে ঘেঁষতে দেব না। সে আমার বাড়ীর একজন হলেই হয়েছে আর কি! সে এলে কি আর বাড়ীতে শান্তি থাকবে মনে করেছ? না, আমি তাকে চাইনে। শোন লভেল, তোমাকে একটা কথা বলি। তুমি ভারী শান্ত-প্রকৃতির ছোকরা। দুই এক মাসের জন্য তুমি কি মঙ্কবারনসে গিয়ে থাকতে পার না? কারণ, আমার বিশ্বাস, তুমি এখুনি এ অঞ্চল ছেড়ে যেতে চাও না। বাগানের দিকে একটা দরজা ফুটিয়ে দেব, তাতে আমার সামান্যই ব্যয় হবে। সেই দরজা দিয়ে তুমি গ্রীণরুমে যখন ইচ্ছা যাতায়াত করতে পারবে। তাতে বুড়োর কাজের কোন ক্ষতি হবে না! মিসেস্ হ্যাডওয়ের কাছে শুনেছি, তোমার আহারাদি সম্বন্ধে বিশেষ কোন বাচবিচার নেই। সুতরাং আমার বাড়ীতে—"

হাস্যসংবরণ করিতে না পারিয়া লভেল বলিলেন, "থামুন, প্রিয় মিঃ ওল্ডবক্। আপনার এ প্রস্তাবে আমি কৃতজ্ঞ হলাম, সে জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু আপাততঃ আপনার এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা আমার শক্তির অতীত। তবে এ কথা বলতে পারি, স্কটল্যাণ্ড থেকে বিদায় নেবার আগে আমি কিছুদিন আপনার আতিথ্য গ্রহণ করব।"

মিঃ ওল্ডবকের মুখ বিমর্ষ হইল। তিনি বলিলেন, "আমি ভেবেছিলাম, এ ব্যবস্থা আমাদের দুজনের পক্ষেই গ্রহণীয় হবে। হয় ত এমনও হ'তে পারে যে, আমরা কেউ কাকেও আর ছাড়তে পারব না! আমার ভূসম্পত্তির আমিই মালিক। আমার ধনসম্পত্তি, জিনিষ-পত্র এবং আমার উত্তরাধিকার থেকে কেউ আমায় বঞ্চিত করতে পারে না। আমার যা খুসী, তা আমি করতে পারি। আমার উত্তরাধিকারীও কেউ নেই। যাক্, আপাততঃ তোমাকে প্রলুব্ধ করা যাবে না দেখ্‌ছি। তোমার ক্যালিডোনিয়া চলছে ত?"

লভেল বলিলেন, "নিশ্চয়। এমন আশাজনক বিষয়টা কি আমি ছাড়তে পারি।"

উপরের দিকে গম্ভীরভাবে তাকাইয়া প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "এ কাজ করতে পারলে সাহিত্যে যে ছ্যাবলামি প্রবেশ করেছে, তা অনেকটা কমে যাবে।"

এমন সময় দ্বারে করাঘাত হইল। লভেলের একখানা পত্র আসিয়াছে। পরিচারক উত্তরের প্রত্যাশা করিতেছে, মিসেস্ হ্যাডওয়ে সে কথা জানাইয়া দিয়া গেল।

পত্রখানির উপর চক্ষু বুলাইয়া লভেল বলিলেন, "মিঃ ওল্ডবক্, এ চিঠির সঙ্গে আপনারও সম্বন্ধ আছে।"

পত্রখানা সার আর্থার ওয়ারডুরের নিকট হইতে আসিয়াছিল। তিনি বেশ ভদ্রভাষায় লিখিয়াছেন যে, বাতের অসুখে ভুগিতেছেন বলিয়া এত দিন তিনি মিঃ লভেলের সহিত দেখা করিতে পারেন নাই। লভেল যেরূপ ভাবে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া তাঁহাদের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, সেজন্য ব্যক্তিগতভাবে তিনি কৃতজ্ঞতা দেখাইতে পারেন নাই। যাহা হউক, সম্প্রতি তিনি সেণ্ট্ রুথ ধ্বংসস্তূপ পরিদর্শন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। কয়েক জন বন্ধু বান্ধব উপস্থিত থাকিবেন। তাহার পর নকউইকনক দুর্গে আহারাদির ব্যবস্থাও হইয়াছে। মিঃ লভেল অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে আগামী কল্য সেই আনন্দ-মিলনে যোগ দিলে তিনি সুখী হইবেন। মঙ্কবারনস্ পরিবারকে তিনি নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। সার আর্থার একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। সকলে প্রথমতঃ সেখানে মিলিত হইবেন।

তিনি কি করিবেন, তাহা নিজেই স্থির করিয়া লভেল প্রত্নতাত্ত্বিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি করা যায়?"

"যাবে নিশ্চয়। একখানা গাড়ী ভাড়া ক'রে তাতে তুমি আমি ও মেরী থাকব। আর সব মেয়েরা অন্য গাড়ীতে যাবে। তুমি গাড়ী নিয়ে মঙ্কবারনস্-এ যাবে। সেখান থেকে আমরা উঠব।"

"তার চেয়ে আমি ঘোড়াতেই যাব।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ—ও কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। তোমার ত ঘোড়া রয়েছে। ঘোড়াটা একদম কিনে তুমি ভুল করেছ। নিজের পা'র চাইতে কারুর উপর নির্ভর করতে নেই।"

"দেখুন, ঘোড়ায় চ'ড়ে তাড়াতাড়ি যেখানে খুসী যাওয়া যায়। তা ছাড়া আমাদের একজোড়া পা—ওদের দু জোড়া।"

"যথেষ্ট বলেছ—আর কাজ নেই! তোমার যা অভিরুচি হয়, তাই কর। ভাল, কথা রইল, আমি হয় গ্রিজেল নয় ত পাত্রীকে নিয়ে যাব। গাড়ী ক'রে যখন যাব, তখন পূরো লোকজনই নিয়ে যাওয়া ভাল। দাম ত দিতে হবে! তা হ'লে শুক্রবার টিরলিংগেনএ দেখা হবে—সময় বেলা ১২টা।"

বন্ধুরা অতঃপর পরস্পরের নিকট বিদায় লইলেন।

১৭

Of seats they tell, where
priests, mid tapers dim,
Breathed the warm prayer, or
turned the midnight hymn
To scenes like these the fainting
soul retired;
Revenge and Anger in these
cells expired:
By pity soothed, Remorse lost
half her fears.
And softned Pride dropped
penitential tears.

Crabbe's Borough.

শুক্রবারের প্রভাতে আকাশ যেমন সুন্দর তেমনই মেঘ-লেশশূন্য ছিল। লভেল প্রভাত-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া অশ্বারোহণে নির্দ্দিষ্ট মিলনস্থান অভিমুখে চাললেন। মিস্ ওয়ারডুরের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে ভাবিয়া তাঁহার মন প্রফুল্ল হইয়াছিল।

মিলন-স্থানে তিনিই সকলের আগে পৌঁছিলেন। সতৃষ্ণনয়নে তিনি নকউইকনক্ দুর্গ যে দিকে, সেই দিকের পথে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার পরই মঙ্কবারনস্ অভিমুখ হইতে গাড়ী করিয়া মিঃ ওল্ডবক্ প্রভৃতি আসিয়া পৌঁছিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিকের সঙ্গে রেভারেণ্ড ব্লাটারগাউল আসিয়াছিলেন। তিনি স্থানীয় গির্জ্জার ধর্ম্মযাজক। মেরী ম্যাক্‌ইনটায়ারও মাতুলের সঙ্গিনী হইয়াছিলেন।

পরস্পরের মধ্যে অভিবাদন আদান-প্রদান হইল। ইহার অব্যবহিত পরেই ব্যারনেটের খোলা গাড়ী সেখানে আসিয়া পৌঁছিল। গাড়ীর মধ্যে সার আর্থার ও তাঁহার কন্যা মিস্ ওয়ারডুর ছিলেন। লভেলের সহিত মিস্ ওয়ারডুরের প্রথম দৃষ্টি-বিনিময় হইবামাত্র, যুবতীর আনন আরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু তরুণী মনে মনে স্থির করিলেন, লভেলের সহিত তিনি শুধু বন্ধুর ন্যায়ই ব্যবহার করিবেন—তাহার বেশী নহে। লভেলের অভিবাদনের উত্তরে তিনি সেই ভাবেই ব্যবহার করিলেন। গাড়ী থামাইয়া সার আর্থার তাঁহার প্রাণরক্ষাকারী যুবকের করগ্রহণ করিয়া মর্দ্দন করিলেন। এ যাত্রা তিনি স্বয়ং ধন্যবাদ দিতে পারিতেছেন, সে কথাটাও মিষ্টভাবে তিনি লভেলকে বলিলেন। তার পর বলিলেন, "মিঃ লভেল, এঁর নাম মিঃ ডাউষ্টারস্‌উইভেল।"

লভেল এই জার্ম্মাণ পণ্ডিতকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলেন। লোকটা গাড়ীর সম্মুখভাগের আসনে বসিয়াছিল। এই বিদেশী পণ্ডিতকে দেখিয়া লভেলের মনে বিতৃষ্ণা জাগিল। তাহাকে তিনি পূর্ব্বে যেরূপ মনে করিয়াছিলেন, লোকটাকে প্রত্যক্ষ করার পর, তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা আরও বাড়িয়া গেল।

মিলনস্থান হইতে সকলে পুনরায় যাত্রা করিলেন। আরও ৩ মাইল অতিক্রম করিবার পর এক পান্থ-নিবাসে সকলে অবতরণ করিলেন। আবার পরস্পরের মধ্যে সাদর সম্ভাষণের পালা শেষ হইল। ওল্ডবক্ সকলকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবেন। তাঁহার উৎসাহ বেশ দেখা যাইতেছিল। সকলেই পদব্রজে চলিতে-ছিলেন। ওল্ডবক্ লভেলকে নিজের পাশে রাখিলেন। কারণ, এমন শ্রোতা তিনি আর পাইবেন না।

তাঁহাদের পশ্চাতে মিস্ ওয়ারডুর ও মেরী ম্যাক্‌ইনটায়ার আসিতেছিলেন। ব্যারনেট ও পাদরীকে প্রত্নতাত্ত্বিক এড়াইয়া চলিতেছিলেন। ডাউষ্টারস্‌উইভেলকে তিনি ভণ্ড বলিয়া বিশ্বাস করি-তেন, তাই তাহাকেও তিনি এড়াইয়া চলিতেছিলেন। পাদরী ও জার্ম্মাণ পণ্ডিত সার আর্থারকে মধ্যে রাখিয়া চলিতেছিল।

স্কটল্যাণ্ডের সুন্দরতম প্রাকৃতিক দৃশ্য নির্জ্জন পর্ব্বতাংশে প্রায় আত্মগোপন করিয়া থাকে। অনেক সময় সারাদেশ ঘুরিয়া বেড়াইয়াও সে সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। দৈবাৎ সে দৃশ্য, নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিলে তবে নয়ন-গোচর হইয়া থাকে। ফেয়ারপোর্ট অঞ্চলের সম্বন্ধেও এই সত্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এই স্থান উন্মুক্ত, উদার এবং বাধা-বন্ধহীন। বহু ক্ষুদ্র নদী, স্রোতস্বিনী, ঝরণা এই পার্ব্বত্য ও প্রস্তরময় অঞ্চলে বিরাজিত।

সেণ্টরুথ, ধ্বংসস্তূপ অভিমুখে গমন করিতে গেলে

একটি বৃক্ষলতাশূন্য পাহাড়ের ধারে ধারে মেষপাল-চরা পথ অতিক্রম করিতে হয়। পাহাড় হইতে পথ ক্রমে ঢালু হইয়া পাহাড় বেষ্টন করিয়া নামিয়া গিয়াছে। কিছুদূর অগ্রসর হইলে গাছপালা দৃষ্টিপথে পড়িবে। গাছগুলি প্রথমতঃ শীর্ণকায় বোধ হইবে। মেষপাল এই সকল বৃক্ষের নিম্নে মাঝে মাঝে আশ্রয় লয়। আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলে বৃক্ষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে দেখা যাইবে। এক এক স্থানে অনেকগুলি গাছ দাঁড়াইয়া। মাঝে মাঝে কাঁটা গাছের ঝোপ। বৃক্ষকুঞ্জের পরেই খানিকটা করিয়া মুক্তস্থান, কোথাও বা ছোট-খাট ডোবা। মোটের উপর এই স্থানটিকে অরণ্যানী বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ক্রমেই উপত্যকাভূমি কাছাকাছি দেখিতে পাওয়া যাইবে। নিম্নে তটিনী বা পার্ব্বত্য নির্ঝরিণী কুলকুল ধ্বনিতে বহিয়া চলিয়াছে।

ওল্ডবক্ সকলকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলেন। তিনি বলিলেন, "মিস্ ওয়ারডুর, তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, এতে আমার পরম সুখ। আমার মত এমন সহজে কেউ তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। সব আমার জানা। আরে যাঃ! আমার পরচুলাটা ডালে লেগে এক্ষুনি জলে প'ড়ে যাচ্ছিল।"

মিস্ ওয়ারডুর বলিলেন, "ওতে কিছু মনে করবেন না। আপনার সঙ্গী এখুনি সব ঠিক ক'রে পাঠিয়ে দেবে।"

ওল্ডবক্ বলিলেন, "মিস্ ওয়ারডুর, তুমি সৌন্দর্য্যের উপাসিকা। দেখ, দেখ! কি সুন্দর দৃশ্য!"

বাস্তবিক অকস্মাৎ তাঁহাদের সম্মুখে প্রকৃতির অনবদ্য রূপ ফুটিয়া উঠিল। সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড জলাশয়—হ্রদ বলিলেও বলা চলে। তাহার তীরভাগ সমতল। তার পর তটভূমি ক্রমশঃ খাড়া হইয়া উঠিয়াছে—স্থানে স্থানে পাহাড়। মাঝে মাঝে গোচারণ-ভূমি তৃণমণ্ডিত। হ্রদের নিম্নে প্রবাহিণী বহিয়া চলিয়াছে। নদী হ্রদ হইতে বাহির হইয়াছে। ঠিক উহার পুরোভাগে সেণ্টরুথ ধ্বংসাবশেষ। উহাই দেখিবার জন্য সকলে এখানে সমবেত হইয়াছেন। ধ্বংসস্তূপ বিরাট নহে, কিন্তু তাহার সৌন্দর্য্য অতি বিচিত্র।

ধ্বংসস্তূপের অন্তর্গত একটি গির্জ্জা আছে। উহার পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী বাতায়ন এখনও বিদ্যমান। ধ্বংসাবশেষ দেখিলেই উহার স্থপতিশিল্পের প্রশংসা করিতে হয়। গির্জ্জার পশ্চিম অংশ এবং ছাদ সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। অট্টালিকার একপার্শ্ব নদীর উপর ঝুঁকিয়া রহিয়াছে। উহার ভিত্তিমূল পাহাড়ের উপর স্থাপিত। সময় সময় এই স্থান সামরিক কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে। মনট্রোজের যুদ্ধকালে এই স্থানটি অধিকার করিতে নরশোণিত-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। যেখানে বাগান ছিল, এখনও তথায় কয়েকটি ফলের গাছ রহিয়াছে। অট্টালিকা-স্তূপ হইতে অনেকটা দূরে বড়বড় ওকবৃক্ষ, বাদামগাছ প্রভৃতি দেখা যাইবে।

সমগ্র দৃশ্যটি সুন্দর—মনোরম।

ওল্ডবক্ বলিলেন, "মিঃ লভেল, অন্ধকার যুগে এইখানে মানুষ জ্ঞানের চর্চ্চা করত। সংসারবিতৃষ্ণ জ্ঞানীরা এখানে শান্তিতে বাস করতেন। আমি তোমাকে পুস্তকাগারটা দেখাচ্ছি। ঐ যে প্রাচীর দেখতে পাচ্ছ, ওখানেই সেটা ছিল। আমার কাছে একখানা পুরোনো পাণ্ডুলিপি আছে, তাতে লেখা আছে, পুস্তকাগারে ৫ হাজার বই ছিল। এখানে আমি জ্ঞানী লেল্যাণ্ডের কথা উদ্ধৃত ক'রে বলছি যে, আমাদের দেশের এইরকম লাইব্রেরীর বই মুদীর দোকানে, বাতি তৈরী যারা করে তাদের ঘরে, সকল বিক্রেতার ঘরে গিয়ে পড়েছিল।"

মিস্ ওয়ারডুর বলিলেন, "আপনি কোন্ গ্রন্থকারের নাম বল্‌লেন?"

"জ্ঞানী লেল্যাণ্ড, মিস্ ওয়ারডুর। ইংলণ্ডের এইরকম লাইবেরীর ধ্বংস দেখে তাঁর জ্ঞান লোপ পেয়েছিল।"

যুবতী বলিলেন, "আমার মনে হয়, তাঁর দুর্ভাগ্য দেখে বর্ত্তমান যুগের কোন কোন প্রত্নতাত্ত্বিকের বুদ্ধিজ্ঞান আত্মরক্ষা করতে পারত।"

"ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দেও, এখন সে রকম ভয়ের আশঙ্কা নেই। তাঁদের জ্ঞানের এক আধ চামচও আমাদের নেই।"

মিঃ ওল্ডবক্ অতঃপর সকলকে পথ দেখাইয়া হ্রদের তীরদেশ ধরিয়া অবতরণ করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তাঁহারা ধ্বংসস্তূপের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিতে লাগিলেন, "ঐখানে তাঁরা থাকতেন। প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা, পুরোনো পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার এবং ভবিষ্যৎ যুগের মানুষের জন্য নতুন বই লেখা ছাড়া তাঁদের অন্য কাজ ছিল না।"

ব্যারনেট সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, "আর খুব আড়ম্বরপূর্ণ উপাসনা চালাতেন। পুরোহিতের কাজটাও জাঁকিয়ে করতেন।"

জার্ম্মাণ পণ্ডিত বলিল, "সার আর্থার যদি আমায় বলবার অনুমতি দেন ত বলি যে, সন্ন্যাসীরা রসায়ন এবং ইন্দ্রজাল বিদ্যা নিয়ে গবেষণাগারে পরীক্ষাও করতেন।"

পাদরী মহাশয় বলিলেন, "আমার মনে হয়, তিনটি গ্রামের ভেতর থেকে তাঁদের প্রাপ্য গণ্ডা আদায়ের জন্যও যথেষ্ট পরিশ্রম করতেন।"

প্রত্নতাত্ত্বিকের দিকে চাহিয়া মাথা নাড়িয়া মিস্ ওয়ারডুর বলিলেন, "সবই হত—নারীজাতির তরফ থেকে কোন বাধা তাতে হত না।"

ওল্ডবক্ বলিলেন, "খুব সত্য কথা, সুন্দরী প্রতিযোগিনী, খুব সত্য কথাই বলেছ। এ স্বর্গোদ্যানে কোন ইভার প্রবেশ ঘটবার সম্ভাবনা ছিল না। তাই বিস্ময়ভরে ভাবি, এ স্বর্গ তাঁরা হারালেন কি ক'রে!"

এই ভাবে এই ধ্বংসস্তূপের ভূতপূর্ব্ব অধিকারীদিগের কার্য্য সম্বন্ধে নানা প্রকার সমালোচনা করিতে করিতে তাঁহারা একস্থান হইতে অন্যস্থান পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ওল্ডবক্ই তাঁহাদিগের পথিপ্রদর্শকের কাজ করিতেছিলেন।

অবশেষে মিস্ ওয়ারডুর প্রত্নতাত্ত্বিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাঁরা এই রাজপ্রাসাদ তুল্য বাড়ীতে থাক্তেন, প্রবলপ্রতাপান্বিত, সুপ্রসিদ্ধ সেই সব গৃহবাসী সম্বন্ধে আমরা বেশী কিছু জানি না কেন? জনশ্রুতি এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলে না। তার কারণই বা কি? অতি সামান্য অবস্থার কোন জমিদারের লুঠতরাজের কাহিনী মানুষের মুখে মুখে শোনা যায়; কিন্তু এমন চমৎকার প্রাসাদ বহু ব্যয়ে যাঁরা গ'ড়ে তুলেছিলেন, তাঁদের সম্বন্ধে ত আমরা কিছু বলিনে! শুধু এইটুকু শুন্তে পাওয়া যায়—সন্ন্যাসীরা এই প্রাসাদ গড়েছিলেন, অনেক আগে।"

বাস্তবিক এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। সার আর্থার আকাশের দিকে চাহিয়া উত্তর খুঁজিতে লাগিলেন—ওল্ডবক্ তাঁহার পরচুল বিন্যস্ত করিতে ব্যস্ত হইলেন—পাদরী মহাশয় শুধু বলিলেন যে, গ্রামের লোকরা প্রেস্‌বিটারীয় মতবাদ লইয়া এমন বিব্রত ছিল যে, তাহারা পোপের মতানুবর্ত্তী এই সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের ইতিহাস রাখিবার সুযোগ ও প্রয়োজন অনুভব করে নাই।

জার্ম্মাণ পণ্ডিত বলিল, "সার আর্থার, মিস্ ওয়ারডুর, পাদরী মশাই, বন্ধুবর ওল্ডেনবক্ এবং মিঃ লভেল, আপনারা শুনুন—এ সব ব্যাপারে যশের হাত আছে।"

"কার হাত আছে বল্লে?"

বিস্মিত ওল্ডবকের প্রশ্নে জার্ম্মাণ পণ্ডিত বলিল, "মাষ্টার ওল্ডেনবক্, যশের হাত আছে। তার মানে খুব বড় এবং সাংঘাতিক গুপ্ত ব্যাপার—এই গোপন কাজ সন্ন্যাসীরা গোপন ক'রে রাখতেন। রিফরমের সময় এই মঠ থেকে বেরিয়ে যাবার সময় তাঁরা সব ধনরত্ন লুকিয়ে রেখে গেছেন।"

ওল্ডবক্ বলিলেন, "তাই নাকি! বল ত ব্যাপারটা কি। এ সব গোপন কথা জেনে রাখা ভাল।"

"মাষ্টার ওল্ডবক্, আপনি হয় ত হাস্‌বেন—আমাকে বিদ্রূপ করবেন। কিন্তু যশের হাত সম্বন্ধে আপনাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের খুব অভিজ্ঞতা ছিল। সে কালের সন্ন্যাসীরা গির্জ্জার রূপার পাত্র, সোনার আংটী, দামী পাথর সব গুপ্ত মন্ত্রের দ্বারা লুকিয়ে রাখতেন।"

"কিন্তু সেকালের নাইটরা সে গুপ্ত মন্ত্র ভেদ ক'রে গুপ্ত স্থান থেকে বেচারা সন্ন্যাসীদের ধনরত্ন বের ক'রে নিতেন।"

"মিঃ ওল্ডবক্, আপনাকে বিশ্বাস করান বড় কঠিন। সার আর্থার, মিস ওয়ারডুর, আপনারা ত দেখেছেন, কত বড় রূপার ক্রশ আমরা বের করেছি। আপনাদের বিশ্বাস হয়েছে নিশ্চয়।"

"চোখে না দেখ্‌লে বিশ্বাস করব কি ক'রে বলুন। এখন বলুন ত, মিঃ ডাউসটারস্‌উইভেল, আপনার সে গুপ্ত রহস্যটা কি?"

"মিঃ ওল্ডেনবক্, সে আমার গোপন বিদ্যে—সে কথা বলব না, দয়া ক'রে আমায় ক্ষমা করবেন। কিন্তু এ কথা বল্‌তে পারি—অনেক রকম উপায় আছে—এই ধরুন, এক রকম স্বপ্ন যদি তিন তিন বার দেখা যায়—সেটা একটা ভাল উপায়।"

ওল্ডবক্ বলিলেন, "এ কথা শুনে খুসী হলাম। আমার একজন বন্ধু আছেন। (অপাঙ্গে একবার লভেলের দিকে চাহিলেন) স্বপ্নদেবীর প্রসাদ তিনি পেয়েছেন।"

"তা ছাড়া খনন দণ্ড আছে। তার প্রসন্নতা লাভ করা দরকার।"

মিস্ ওয়ারডুর বলিলেন, "শুধু কাণে শুন্‌লে ত হবে না, চোখে সে সব দেখা দরকার।"

"হে মাননীয়া মহিলা মহোদয়া, সে সময় ত এখন নয়, আর পথও নয়। গির্জ্জার গোপন ধনরত্ন দেখাতে হলে তা সময়সাপেক্ষ। তবে সার আর্থার, আপনি আমার মাননীয় বন্ধু ওল্ডেনবক্,

এই ধর্ম্মাত্মা পাদরী এবং এই যুবক বন্ধু লভেল—এঁদের সকলকে খুসী করবার জন্য আমি দেখাতে পারি—এখানে জলের উৎস আছে—মাটীর নীচে জলের উৎস লুকোনো আছে, আমি সেটা দেখিয়ে দিতে পারি। তবে মাটী খুঁড়ে নয়—শাবল কোদাল ছোঁব না।"

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "হুম্! এ রকম তাজ্জব কথা শুনেছি বটে! এ দেশে কিন্তু ও সব দিয়ে কাজ হবে না। স্পেন বা পোর্ত্তুগালে ঐ সব বিদ্যে নিয়ে যেও।"

"মাষ্টার ওল্ডেনবক্, সেখানেও ইন্দ্রজাল যারা করে, তাদের প্রাণদণ্ড হয়। আমি একজন সাদাসিধে দার্শনিক মাত্র—আমি যাদুকর নই।"

লভেলের কাণে কাণে প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "তারা যদি সত্যি সত্যি এই বদমাস্‌টাকে পুড়িয়া মারে ত ঠিকই হয়। দেখা যাক্ লোকটা কি করে। আমার বিশ্বাস ও আমাদের যাদুই দেখাবে।"

লোকটা একটা ঝোপের কাছে আগাইয়া গেল। সেখানে গিয়া সে যেন কি খুঁজিতে লাগিল। একটা ঝোপ হইতে অনেক বাছিয়া সে একটা গুল্মের দণ্ড কাটিয়া লইল। তাহার এক প্রান্তভাগে দুইটি কাঁটার মত শাখা ছিল। সে বলিল, এই গাছের এমন শক্তি যে, তাহার সাহায্যে সে লুক্কায়িত উৎস বাহির করিবে। দুই অঙ্গুলিতে সেই সরু দণ্ডটি তুলিয়া ধরিয়া সে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। আর সকলে তাহার সহিত চলিলেন।

লোকটা বলিল, "আমার বিশ্বাস, এখানে জল ছিল না। আমার ধারণা, সন্ন্যাসীরা জল খুব ঠাণ্ডা ব'লে তার প্রয়োজন অনুভব করেন নি। বোধ হয়, তাঁরা রাইন মদ্য আনিয়ে পান করতেন। কিন্তু—আহা—দেখুন, দেখুন!"

এমন সময়ে সকলে দেখিলেন, তাহার হাতের সেই গাছের দণ্ডটা তাহার অঙ্গুলির মধ্যে ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে। অথচ সে এমন অভিনয় করিতেছে যেন সে খুব জোরে উহা ধরিয়া রাখিয়াছে।

সে বলিল, "এখানে নিশ্চয় কোথাও জলের উৎস আছে"—

সে আবার এদিক ওদিক যাইতে লাগিল। মনে হইতেছিল, যেন লাঠিটা তাহাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। এইরূপে সে একটা ছাদবিহীন স্থানে প্রবেশ করিল। উহার চারিদিকে দেওয়াল আছে, কিন্তু ছাদ পড়িয়া গিয়াছে। এই স্থানটিতে সেকালে বোধ হয় রন্ধনাগার ছিল। এক সময় লাঠি খানা যেন সোজা ভাবে নীচে নামিতে চাহিল। সে বলিল, "এই খানটাই নিশ্চয়। এখানে যদি জলের উৎস না থাকে, তা হ'লে আপনারা আমাকে যা খুসী তাই ব'লে গাল দিতে পারেন।"

লভেলের কাণে কাণে প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "জল পাওয়া যাক্ আর নাই যাক্, ওকে আহাম্মক ব'লে গালাগালি আমি দেবই।"

এই সময়ে এক জন ভৃত্য একটা আধারে করিয়া নানাবিধ আহার্য্য লইয়া সেখানে আসিল। নিকটেই এক জন কাঠুরিয়া থাকিত। তাহার কোদাল ও শাবল আনিবার জন্য ভৃত্যকে পাঠান হইল। নীচে যে সব পাথর ও বালি-ইট খসিয়া পড়িয়াছিল, তাহা অপসৃত করা হইল। জার্মাণটা যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিল, আবর্জ্জনা অপসৃত হইলে দেখা গেল, সেখানে একটা বাঁধান কূপ রহিয়াছে। উহার মুখের আবর্জ্জনা সম্পূর্ণরূপে সরাইয়া ফেলা হইলে জলধারা তন্মধ্য হইতে উৎসারিত হইতে লাগিল। এ দৃশ্যে ধর্ম্মযাজক, সার আর্থার এবং মহিলারা বিস্মিত হইলেন। এমন কি, অবিশ্বাসী প্রত্নতাত্ত্বিকও যেন বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। কিন্তু লভেলের কাণে কাণে তিনি বলিলেন, "এ একটা চালাকি—কৌশল। রাস্কেলটা আগেই খোঁজ নিয়ে রেখেছিল, তার পর এই ভেল্‌কী দেখালে। নিশ্চয় ও কোন সূত্রে এই কূয়োর সন্ধান জান্‌তে পেরেছিল। এখন কাণ পেতে শোন ও কি বলে। লোকটা জোচ্চুরি ভাল রকম ক'রে করবার আগেই এ রকম ভেল্কী দেখাচ্ছে, এ আমার বিশ্বাস। দেখ, লোকটা সার আর্থারকে পেয়ে বসেছে। যা তা ব'লে ওঁকে বাগিয়ে ফেলেছে।"

তখন জার্মাণটা বলিতেছিল, "আপনি দেখুন সার, আপনারাও দেখুন মহিলারা, আপনিও লক্ষ্য করুন, পাদ্রী মশাই। মিঃ লভেল, মিঃ ওল্ডেনবক্, সবাই আপনারা দেখুন, কলাবিদ্যার কোন শত্রু নেই—শত্রু শুধু অজ্ঞতা। কলাবিদ্যার গুণের অন্ত নেই—সে সব করতে পারে। যদি এমন লোক পাই, যার সাহস আছে আর জানবার ইচ্ছে আছে, তাঁকে আমি আরো ভাল জিনিষ দেখাতে পারি। তুচ্ছ কূপ দেখিয়ে, জল দেখিয়ে তাঁকে তুষ্ট করতে চাইনে—আমি তাঁকে দেখ্‌তে পারি—"

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "সে জন্য কিছু টাকারও ত দরকার। কেমন নয় কি?"

জার্ম্মাণ দার্শনিক বলিল, "সামান্য কিছু। যোড়তোড় করতে যা খরচ, তার বেশী নয়।"

শুষ্কস্বরে প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "আমিও তাই

ভেবেছি। যাক্, এখন খননদণ্ডের সাহায্য ব্যতিরেকে আমি ভাল খাবারের ভেল্কী দেখিয়ে দেব। তাতে লণ্ডনের উৎকৃষ্ট সুরা পাবেন, মাংস পাবেন, অন্য পাঁচ রকম রসনাতৃপ্তিকর জিনিষ পাবেন। মিঃ ডাউষ্টারসউইভেলের কলা বিদ্যা যা দেখাবে, তার চেয়ে সেগুলো নিতান্ত নীরস লাগ্‌বে না।"

তখন জলযোগের আয়োজন হইল। একটা প্রকাণ্ড ওকবৃক্ষের তলদেশে সকলে জলযোগে বসিলেন। ক্ষুধা সকলেরই হইয়াছিল; সুতরাং পরিতোষসহকারে সকলে আহার্য্যগুলির সদ্ব্যবহার করিলেন।

১৮

As when a Gryphon through the
wildness,
With winged course, O'er hill and
moory dale,
Pursues the Arimaspian, who by stealth
Had from his wakeful custody purloined
The guarded gold; So eagerly the
Fiend—

Pradise Lost.

জলযোগ সমাপ্ত হইলে সার আর্থার যাদু-দণ্ডের সম্বন্ধে—তাহার রহস্যময় শক্তির সম্বন্ধে জার্ম্মাণ দার্শনিকের সহিত আলোচনা করিতে লাগিলেন।

তিনি বলিলেন, "মিঃ ডাউষ্টারস্‌উইভেল, আমার বন্ধু মিঃ ওল্ডবক্ এখন আপনার জার্ম্মাণীতে আবিষ্কার সম্বন্ধে গল্পগুলি শ্রদ্ধাভরে শুন্‌বেন।"

"না, সার আর্থার! যাঁরা অবিশ্বাস করেন, সে সব কথা তাঁদের শুনিয়ে লাভ নেই। বিশ্বাস না থাক্‌লে ফল হয় না।"

"তা হলে এক কাজ করুন। মার্টিন ওয়ালডেক সম্বন্ধে আপনি যে গল্প বলেছিলেন, আমার মেয়ে তা নিয়ে যে গল্পটা রচনা করেছে, সেটা পড়া হোক্।"

"হ্যাঁ, সে গল্পটা সত্যি ঘটেছিল—কিন্তু মিস্ ওয়ারডুর যে রকম রসিকা এবং চতুরা, তাতে তিনি গল্পটাকে মনোহর ক'রে তুলেছেন। গেটে এবং উইল্যাণ্ড যেমন রসাল করে বর্ণনা করিতে পারেন, উনিও বোধও হয় তাই করেছেন।"

মিস্ ওয়ারডুর বলিলেন, "মিঃ ডাউষ্টারস্‌উইভেল, সত্য বল্‌তে কি, আমি পরীরাজ্যের গল্পের এমন ভক্ত যে, তার ছাপ আমার লেখায় এসে পড়্‌বে। গল্পটা আমার কাছেই আছে। যদি এই রৌদ্রে কেউ না ফিরতে চান ত, এটা পড়া যেতে পারে। সার আর্থার বা মিঃ ওল্ডবক্ এটা পড়েন ত ভাল হয়।"

সার আর্থার বলিলেন, "আমি চেঁচিয়ে পড়তে পারি না। সুতরাং আমার দ্বারা ও কাজ হবে না।"

ওল্ডবক্ বলিলেন, "আমার দ্বারাও সুবিধা হবে না—চশমা আন্‌তে আমি ভুলে গেছি। কিন্তু মিঃ লভেল এখানে আছেন। ওঁর কণ্ঠস্বরও ভাল, চোখের দৃষ্টিও তীক্ষ্ন। মিঃ ব্লাটারগাউল যা তা পড়েন না। কাজেই লভেল এটা পড়ুন।

সুতরাং লভেলের উপরেই গল্পটি পাঠ করিবার ভার পড়িল। তিনি কম্পিতবক্ষে মিস ওয়ারডুরের হস্ত হইতে পাণ্ডুলিপি গ্রহণ করিলেন।

বেশ পরিষ্কার ঝরঝরে লেখা—কোথাও অস্পষ্টতা নাই।

লভেলের মনে হইল, ভগবানের শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ যেন তিনি লাভ করিয়াছেন। তিনি যাঁহাকে ভালবাসেন, তাঁহার হাতের লেখা রচনা আজ তিনি পাঠ করিবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছেন।

কিন্তু মনের এ আলোড়ন বাহিরে প্রকাশ পাইতে দেওয়া হইবে না। সযত্নে তিনি মনের চঞ্চলতা দমন করিলেন। একবার মনে মনে রচনার কিয়দংশ তিনি পড়িয়া লইলেন। অক্ষরের ছাঁদগুলি আয়ত্ত করিয়া লওয়া ত দরকার।

আপনাকে যথাসাধ্য সংযত করিয়া তিনি সকলের সম্মুখে কাহিনীটি পড়িতে লাগিলেন:—

মার্টিন ওয়ালডেকের সৌভাগ্য

জার্ম্মাণীর হার্‌জ অরণ্য অতি নির্জ্জন স্থান। বিশেষতঃ ব্রকবার্গ বা ব্লকেনবার্গ নামক পাহাড়টি দৈত্য, ডাইনী এবং ভূতের বিলাসভূমি। এই স্থানের অধিবাসীরা কাঠুরিয়ার কার্য্য ও খনির কাজ করিত। তাহারা নানাপ্রকার কুসংস্কারে বিশ্বাসী ছিল। তাহারা কর্ম্মব্যপদেশে যে সব দৃশ্য দেখিত, তাহা হইতে এইরূপ ধারণা করিত যে, সে সব ব্যাপার হয় ইন্দ্রজালবিদ্যার সাহায্যে সংঘটিত হইয়া থাকে, অথবা ভূতপ্রেত সে রকম কাজ করে।

সেই অরণ্য-সেবিত অঞ্চলে একটা কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল যে, হার্‌জ অরণ্যে একটা দৈত্য আছে, তাহার আকার অত্যন্ত বৃহৎ এবং সে বুনো মানুষের বেশ ধারণ করিয়া দেখা দিয়া থাকে। সেই

দানবের ললাট ও মস্তকে ওকপাতার মালা, তাহার কটিদেশেও পাতার পরিচ্ছদ, হাতে একটা শিকড়-সমেত প্রকাণ্ড গাছ।

অনেক লোকই নাকি তাহাকে এই বেশে দীর্ঘ পদবিক্ষেপে বিচরণ করিতে দেখিয়াছে—অবশ্য পাহাড়ের উপর দিয়া। এত লোক এই দৃশ্য দেখিয়াছিল যে, বর্ত্তমান নাস্তিক্যবাদীরা সে ব্যাপারটাকে নয়ন-বিভ্রম বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—অর্থাৎ ছায়ালোকের খেলা বলিয়া উহার ব্যাখ্যা করিতেন।

সে যুগে এই দৈত্য অনেক লোকের সহিত দেখা করিত। হারজ অরণ্যের কিংবদন্তী অনুসারে এই দানবটি কখনও লোকের ভাল সময়েও দেখা দিত, আবার মন্দ সময়েও আবির্ভূত হইত। কিন্তু সকলেই ইহা লক্ষ্য করিয়াছিল যে, দানবটি যাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া অর্থাদি দান করিত, পরিণামে তাহার ভীষণ অমঙ্গলও ঘটিত, সুতরাং রাখালরা যখন তাহাদের পশুপাল চরাইবার সময় বড় বড় স্তোত্র আবৃত্তি করিত—সেই স্তোত্র পাঠে এই দানব বা দৈত্যের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দর্শন যেন না ঘটে। সেই সঙ্গে মার্টিন ওয়ালডেকের কাহিনীও তাহারা আবৃত্তি করিত—তাহাদের ভয়বিমূঢ় শিশুসন্তান-দিগকেও শুনাইয়া দিত।

হারজ অঞ্চলের সন্নিহিত একটি ক্ষুদ্র গ্রামের ধর্ম্মমন্দিরে এক জন ভ্রাম্যমান ধর্ম্মযাজক বক্তৃতা করিতে উঠিয়াছিলেন। তিনি গ্রামবাসীকে বুঝাইয়া দিলেন যে, যাদুকর, ডাইনী, দানব, দৈত্য, পরী প্রভৃতির সহিত কোনও সংস্রব রাখিবার চেষ্টা করা মহাপাপ—বিশেষতঃ হারজ পর্ব্বতের দানবের কথা লইয়া আলোচনা করাও অন্যায়। মার্টিন লুথারের যুক্তিবাদ তখন কৃষকদিগের মধ্যেও প্রচারিত হইয়াছিল (বর্ত্তমান ঘটনা রাজা পঞ্চম চার্লসের রাজত্বকালেই ঘটিয়াছিল)। ধর্ম্মযাজকের কথায় গ্রামবাসীরা বিদ্রূপ করিতে লাগিল। তিনি যতই সতেজ কণ্ঠে এই বিষয়ে উপদেশ দিতে লাগিলেন, অধিবাসীরা ততোধিক জোরগলায় তাহার প্রতিবাদ করিতেছিল। গ্রামবাসীরা শান্তপ্রকৃতি দানবের বিরুদ্ধে কোনও কথা শুনিতে চাহিল না। তাহারা ভাবিল যে, তাহারা ধর্ম্মযাজকের এই সব কথা শুনিতেছে বলিয়া দানব হয় ত তাহাদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিশোধ লইতে পারে। ভ্রাম্যমান ধর্ম্মযাজক যাহা খুসী বলিতে পারেন। তিনি ত আজ এখানে আছেন, কল্য অন্যত্র যাইবেন, কিন্তু গ্রামবাসীরা ত এ স্থান ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে পারিবে না। সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত তাহাদিগকেই করিতে হইবে। অবশেষে গ্রাম-বাসীরা সমবেত হইয়া ধর্ম্মযাজকের প্রতি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। শেষ তাহারা তাঁহাকে সেখান হইতে তাড়াইয়া দিল।

তিন জন যুবক সেই দলে থাকিয়া ধর্ম্মযাজককে তাড়াইয়া দিয়াছিল। তাহারা কাঠ পুড়াইয়া কয়লা করিত, তাহা বেচিয়া জীবিকার্জ্জন করিত। বাড়ী ফিরিবার সময় তাহারা ধর্ম্মযাজকের সম্বন্ধেই আলোচনা করিতে লাগিল। তিন জনই সহোদর ভ্রাতা। বড় জনের নাম ম্যাক্, মধ্যম জর্জ্জ এবং কনিষ্ঠের নাম মার্টিন ওয়াল্‌ডেক। বড় দুই ভাই বলিতেছিল যে, ধর্ম্মযাজকের বক্তৃতার ভাষা অসংযত হইলেও, দানবের কোন প্রকার দান গ্রহণ করা সঙ্গত নহে—তাহার সহিত কোনপ্রকার সংস্রব রাখাও বাঞ্ছনীয় নহে। কারণ, উহাতে বিপদ ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা। অবশ্য দানব অসাধারণ শক্তিশালী হইলেও অত্যন্ত খামখেয়ালী। তাহা ছাড়া যে কেহ তাহার সাহায্য পাইয়াছে, তাহারই পরিণামে সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। দানব কি একবার্ট র‍্যাভেন্ ওয়াল্ড নামক নাইটকে প্রসিদ্ধ কালো ঘোড়া দেয় নাই? সেই ঘোড়ার সাহায্যে বীর র‍্যাভেনওয়াল্ড ব্রেমেসের কৃত্রিম যুদ্ধে যাবতীয় বীরকে পরাভূত করেন নাই? আবার সেই কালো ঘোড়াই ত তাঁহাকে লইয়া পাহাড় হইতে খদে লাফাইয়া পড়িয়াছিল—আর তাহাদের কাহারও দেখা পাওয়া যায় নাই। তার পর এই দানবই ডেম গারট্রুড্ ট্রডেন্‌কে মাখন তৈয়ার করিবার এমন অভিনব কৌশল শিখাইয়া দিয়াছিল যে, পরিণামে তাহাকে ডাইনী বলিয়া আগুনে পুড়িয়া মরিতে হইয়াছিল। এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু এ সকল কাহিনী শুনিয়াও কনিষ্ঠ ভ্রাতা মার্টিন ওয়ালডেকের মনে কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না।

মার্টিন তরুণ যুবা, উৎসাহী, অসমসাহসিক। সর্ব্ববিধ ব্যায়ামে সে গ্রামের সকলকে পরাজিত করিয়াছিল। পাহাড়-পর্ব্বতে চড়া তাহার অভ্যস্ত ক্রীড়া। ভয় কাহাকে বলে, তাহা সে জানিত না—কোনও বিপদকেই সে গণনার মধ্যে আনিত না। বিপদ যেখানে, মার্টিন সেখানে সর্ব্বাগ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িত। ভ্রাতাদের ভয় দেখিয়া সে হাসিয়া বলিল, "আমার কাছে ও সব বোকার মত কথা তোমরা বলো না। যে দৈত্য, সে ত ভালই—সে আমাদের

মধ্যেই চাষীদের মত বাস করে—শিকারীর মতই সে পাহাড়ে বনে শিকার ক'রে বেড়ায়। হারজ জঙ্গলকে যে ভালবাসে, সে কখনো সেখানকার লোকদের ওপর অপ্রসন্ন থাকতে পারে না। তবে তোমরা তাকে যেরকম অনিষ্টকারী ব'লে বর্ণনা করছ, তা যদি সে হ'ত, তা হলে সে কি ক'রে নশ্বর জীবের ওপর শক্তি প্রয়োগ করতে পারে? দৈত্যের দান পেয়ে কারো অনিষ্ট হয় না—তবে যদি তার দানের অসদ্ব্যবহার হয়, তা হলেই অনিষ্ট হ'তে পারে। এই দৈত্য যদি এখুনি আমার সামনে এসে দাঁড়ায়, আর একটা সোনা বা রূপোর খনি দেখিয়ে দেয়, তা হ'লে সে চ'লে যেতে না যেতেই আমি সেই খনি খুঁড়ে ফেলতে আরম্ভ করি। যতক্ষণ আমি অর্থের সদ্ব্যবহার করব, ততক্ষণ তার চেয়েও অনেক শক্তিমান ও মহৎ লোক আমায় রক্ষা করবেন।"

এ কথা শুনিয়া তাহার জ্যেষ্ঠ দুই ভাই বলিল যে, যে অর্থ মন্দ উপায়ে লাভ হয়, তাহা মন্দভাবেই ব্যয় হইয়া থাকে। তাহার প্রতিবাদে মার্টিন বলিল যে, হারজ অঞ্চলের যাবতীয় ধনরত্ন যদি সে লাভ করে, তথাপি তাহার চাল-চলন, নীতিজ্ঞান, চরিত্র—কিছুরই বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটিবে না।

দুই ভ্রাতা তখন মার্টিনকে অনুনয় করিয়া বলিল, সে যেন অমন বেপরোয়াভাবে ঐ বিষয়ে আলোচনা না করে। তার পর অনেক যত্নে আসন্ন শূকর শিকারের কথা তুলিয়া তাহার মন বিষয়ান্তরে লিপ্ত করিয়া দিল। আলোচনা করিতে করিতে তাহারা তাহাদের কুটীরদ্বারে উপনীত হইল। এই জীর্ণ কুটীরখানি পাহাড়ের ধারে, উপত্যকাভূমির উপর অবস্থিত। তাহাদের সহোদরা তখন কাঠ জ্বালিয়া কয়লা করিতেছিল। ভগিনীকে অবকাশ দিয়া তিন ভ্রাতা পর্যায়ক্রমে সেই কাজ করিবার ভার লইল। তাহাদের এই নিয়ম ছিল যে, এক জন করিয়া একপ্রহর জাগিয়া থাকিবে, অন্য ভ্রাতারা সে সময় ঘুমাইবে।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ম্যাক্ প্রথম প্রহরের ভার লইল। সে যখন জাগিয়া বসিয়া অগ্নিকুণ্ডে মাঝে মাঝে কাঠ ফেলিয়া দিতেছিল, সেই সময় সহসা সে উপত্যকার অপর অংশে একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বলিয়া উঠিতে দেখিতে পাইল। অগ্নিকুণ্ডের চারিধারে কতিপয় মূর্তি যেন ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতেছিল। এ দৃশ্য দেখিয়া তাহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। সে প্রথমে মনে করিল, নিদ্রিত ভ্রাতাদের ডাকিয়া সে ঐ দৃশ্য দেখাইবে। কিন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতার দুঃসাহসিকতার কথা মনে করিয়া সে নিরস্ত হইল। মধ্যম ভ্রাতাকে ডাকিতে গেলে, মার্টিনের ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, সেজন্য সে কাহারও ঘুম ভাঙ্গাইল না। তাহার মনে হইল, ঐ দৃশ্যটি দৈত্যেরই অনুষ্ঠিত ব্যাপার। অপরাহ্নকালে মার্টিন যে সব কথা বলিয়াছিল, তাহা শুনিয়াই দৈত্য হয় ত এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছে। সে মনে মনে তখন ভগবানের নাম জপ করিতে লাগিল। স্তোত্র আবৃত্তি করিতে করিতে সে ভীতভাবে উক্ত অগ্নিকুণ্ডের দিকে চাহিয়া রহিল। খানিকক্ষণ জ্বলিবার পর আগুন নিভিয়া গেল।

তার পর জর্জের পালা। জ্যেষ্ঠকে ঘুমাইবার অবকাশ দিয়া সে দ্বিতীয় প্রহরে জাগিয়া রহিল। তাহারও নয়নপথে উপত্যকা-ভূমিতে পুনরায় অগ্নিকুণ্ড দেখা দিল। এবারেও অগ্নিকুণ্ডের চারিপার্শ্বে নানা মূর্তি দেখা যাইতে লাগিল। সে সকল মূর্তি যেন স্বচ্ছ। তাহারা যেন কোনও উৎসবের অনুষ্ঠান করিতেছিল। জর্জ খুব সাবধানী হইলেও, জ্যেষ্ঠ অপেক্ষা সাহসী ছিল। সে ব্যাপারটি ভাল করিয়া বুঝিবার সংকল্প করিল। উপত্যকা ভূমির মধ্য দিয়া যে ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইতেছিল, তাহা উত্তীর্ণ হইয়া সে অপর পারে গমন করিল। যেখানে অগ্নি জ্বলিতেছিল, তাহার নিকট হইতে কিছু দূরে উপস্থিত হইয়া সে দেখিল, অগ্নি প্রবলভাবেই জ্বলিতেছে।

সে দেখিল, যে মূর্তিগুলি অগ্নিকুণ্ডের চারিপার্শ্বে নৃত্য করিতেছে, তাহারা যেন স্বপ্ন-দৃষ্ট ভৌতিক ছায়ামূর্তি। সে বুঝিল, ইহারা মানবলোকের বাহিরের অধিবাসী। সেই বিচিত্রদর্শন মূর্তিগুলির মধ্যে সে অতিকায় এক মূর্তি দেখিতে পাইল। তাহার হাতে উন্মূলিত তরু—কটিদেশে পত্রপল্লব, মাথায় পল্লবমালা। মাঝে মাঝে সে আগুন উস্কাইয়া দিতেছিল। সে বুঝিল, প্রাচীন কৃষক ও রাখালদিগের নিকট সে যে দৈত্যের কাহিনী শুনিয়া আসিতেছে, ইহা সেই। সে ভয়ে মুখ ফিরাইয়া পলায়নের উপক্রম করিল। কিন্তু পরমুহূর্তে নিজের কাপুরুষতায় লজ্জিত হইয়া সে মনে মনে আবৃত্তি করিতে লাগিল, "যাহারা ভাল স্বর্গদূত, তাহারা ভগবানের প্রশংসাগান করিয়া থাকে।" দেশের লোক বিশ্বাস করিত, এই স্তোত্র আবৃত্তি করিলে অপদেবতারা পলায়ন করে—কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। স্তোত্র আবৃত্তির পর সে মুখ ফিরাইয়া চাহিল, কিন্তু যেখানে ঐ দৃশ্য দেখিয়াছিল, তাহা আর দেখিতে পাইল না।

তখন ম্লান চন্দ্র উপত্যকা-ভূমির এক পার্শ্বে ক্ষীণ আলোক বিকীর্ণ করিতেছিল। কম্পিতপদে, স্বেদাসক্ত

প্রলাটে সে উল্লিখিত স্থানে গমন করিল, কিন্তু সে ভয়াবহ দৃশ্য আর তাহার নয়নগোচর হইল না। সেখানকার তরু লতা সবই পূর্ব্ববৎ দেখিতে পাইল, কোথাও অগ্নিঝলসিত অবস্থা দেখিল না। তরু-লতা, পুষ্পপল্লব সবই যেন আর্দ্র, শিশিরসিক্ত

জর্জ্জ গৃহে ফিরিয়া আসিল। সে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় মনে মনে স্থির করিল যে, তাহার এ অভিজ্ঞতার কথা কনিষ্ঠকে জানিতে দিবে না। কারণ, মার্টিন যেরূপ গোঁয়ার, তাহাতে একথা শুনিলে হয়ত কোনও অসঙ্গত কার্য্য করিয়া বসিতে পারে।

তারপর আসিল মার্টিনের পালা। বাড়ীর পোষা মুরগীর ডাক শুনিয়া সে বুঝিল, রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে। অগ্নিকুণ্ডের অবস্থা দেখিয়া সে বিস্মিত হইল। অগ্নি প্রায় নির্ব্বাপিত। জর্জ্জ নূতন কাঠ অগ্নিকুণ্ডে দিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। মার্টিন প্রথমে ভাবিল, সে তাহার দাদাদের ডাকিয়া তুলিবে, কিন্তু তাহাদিগকে গভীর নিদ্রায় মগ্ন দেখিয়া সে আর তাহাদের ঘুম ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিল না। সে নিজেই অগ্নিকুণ্ডে কাঠ দিবার আয়োজন করিল। কিন্তু কাঠগুলি অগ্নিকুণ্ডে চাপাইয়া দিতে গিয়া সে দেখিল, সেগুলি অত্যন্ত ভিজা—উহাতে আগুন জ্বলিবে না। যেখানে ডালপালা কাটিয়া জড় করিয়া শুখাইয়া রাখা হইয়াছিল, সেখান হইতে শুষ্ক কাষ্ঠ লইয়া সে যখন ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিল, কুণ্ডে এতটুকু আগুন নাই। ইহা বড়ই বিপদের কথা। কয়লা না হইলে, একদিনের রোজগার মাঠে মারা যাইবে। তখন সে আগুন জ্বালিবার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কাঠ ধরাইবার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ভিজা কাঠ কোন মতেই জ্বলিতে চাহিল না। সে তখন তাহার দুই দাদার ঘুম ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিবে বলিয়া স্থির করিল। কারণ, ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরী।

ঠিক এমনই সময় বাতায়ন-পথে আলোকদীপ্তি দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল—শুধু তাহাদের কুটীর নহে, সমগ্র উপত্যকাভূমি আলোকে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। এদৃশ্য দেখিয়া তাহার মনে হইল, তাহাদের প্রতিযোগী মুলহার হুসারসরা তাহাদের সীমায় আসিয়া তাহাদেরই নির্দিষ্ট অরণ্যজাত কাষ্ঠ লইয়া কয়লা করিতেছে। উহাদের সহিত তাহাদের বহুবার বিবাদ-বিসম্বাদ হইয়া গিয়াছিল। দুই দাদাকে জাগাইয়া সে প্রতিশোধ লইবে বলিয়া স্থির করিল। কিন্তু অগ্নিকুণ্ডের চারিদিকে নৃত্যপরায়ণ অবয়বগুলি দেখিয়াই তাহার পূর্ব্বচিন্তাকে সে পরিত্যাগ করিল। তাহার বিশ্বাস না থাকিলেও, তাহার মনে হইল, ইহা ভৌতিক ব্যাপার।

সে আপন মনে বলিল, "ওরা মানুষই হোক বা ভূত-প্রেতই হোক, ওদের কাছে গিয়ে আগুন জ্বালবার জন্য জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে আসতেই হবে।" সঙ্গে সঙ্গেই দুই দাদাকে জাগাইবার চিন্তা তাহার মন হইতে সে তাড়াইয়া দিল: সে ভাবিল যে, তাহার দাদাদের যেরূপ মতিগতি, তাহাতে হয়ত তাহারা তাহাকে যাইতেই দিবে না। বিশেষতঃ এ সকল ব্যাপারে এক এক জন করিয়াই যাইতে হয়। সে তখন তাহার শূকর শিকারের বর্শাখানি টানিয়া লইয়া একাই সাহসভরে যাত্রা করিল।

অকুতোভয়ে মার্টিন ভ্রাতাদিগের ন্যায় নির্ব্বিঘ্নে স্রোতস্বিনী পার হইয়া অপর পারে গমন করিল। পাহাড়ে চড়িয়া সে অগ্নিকুণ্ডের এত সন্নিহিত হইল যে, হারজ্ দানবের বিরাট [illegible]ত সে দেখিতে পাইল। প্রথমতঃ মনে একটু ভয় হইলেও সে সাহস সঞ্চয় করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। যতই সে অগ্নিকুণ্ডের সন্নিহিত হইতে লাগিল, ততই ভৌতিক তাণ্ডব-নৃত্যের ভীষণতা তাহার দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল।

তাহাদের সন্নিহিত হইবামাত্র বিকট উল্লাসে তাহারা তাহাকে যেন অভিনন্দিত করিল—তাহাদের সে অট্টহাস্য অমানুষিক। সে হাস্য যেন তাহার কাছে আরও ভয়াবহ বলিয়া মনে হইল।

দানব যেন অকস্মাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুই?"

সাহসী যুবক নির্ভয়ে বলিল, "আমার নাম মার্টিন ওয়ালুডেক্। আমি এক কাঠুরিয়া। কিন্তু তুমি কে?"

দানব বলিল, "আমি এই সব বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্ব্বতের মালিক—রাজা। তুই আমাদের এই রহস্য ভেদ করবার জন্য সাহস ক'রে এসেছিস কেন?"

সাহসভরে মার্টিন বলিল, "আমার আগুনজ্বালা দরকার, তাই আগুন নিতে এসেছি। তোমরা এখানে এসব কি করছ বল ত?"

দানব বলিল, "কালো ড্রাগনের সঙ্গে আমরা হারমিসের বিয়ে দিচ্ছি, এ তারই উৎসব। তুই আগুন নিতে এসেছিস, আগুন নিয়ে চ'লে যা। কোন মানুষ আমাদের দেখে বেশী দিন বাঁচতে পারে না।"

একখানা প্রকাণ্ড জলন্ত কাষ্ঠকে বর্শার দ্বারা বিদ্ধ করিয়া মার্টিন উহা আতঙ্কষ্টে তুলিয়া লইল। তার পর কুটীরের দিকে ফিরিল। সেই সময় সে তাহার পশ্চাতে বিভীষণ অট্টহাস্য শুনিতে পাইল।

অতিমাত্র বিস্মিত হইলেও মার্টিন সর্ব্বপ্রথম আগুন জ্বালিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সে দেখিল, যে জ্বলন্ত কাষ্ঠ সে লইয়া আসিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে। সে ফিরিয়া দেখিল, অগ্নি তখনও পূর্ব্ববৎ সেইখানে জ্বলিতেছে। কিন্তু যে সকল মূর্ত্তি সে সেখানে দেখিয়াছিল, তাহারা কেহই নাই। সে ভাবিল, ভূত বা দানবটা তাহার সহিত পরিহাস করিয়াছে। তখন সে ভাবিল যে, ইহার শেষ কোথায়, তাহা সে দেখিবে। এই ভাবিয়া সে পুনরায় সেই স্থানে গিয়া বিনা বাধায় দ্বিতীয় আর একখণ্ড বড় জ্বলন্ত কাষ্ঠ লইয়া আসিল। কিন্তু প্রথমবারের মত এবারেও তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হইল—আগুন জ্বলিল না। তখন সে তৃতীয়বার আবার আগুন আনিতে ছুটিল। তৃতীয় খণ্ড জ্বলন্ত কাষ্ঠ লইয়া সে যখন গৃহে ফিরিতেছিল, সেই সময় অনৈসর্গিক কণ্ঠে উচ্চারিত হইল, "আর এখানে আসবিনি কিন্তু!"

কিন্তু এবারেও মার্টিন আগুন জ্বালাইতে পারিল না। তখন সে হতাশ হইয়া নিজের শয্যায় শুইয়া পড়িল। তার পরদিন দাদাদের নিকট সে তাহার নৈশ অভিযানের বিবরণ বিবৃত করিবে বলিয়া সংকল্প করিয়া রাখিল। গুরু পরিশ্রমে সে খুবই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাই সে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইয়া রহিল। সহসা উত্তেজিত উচ্চ কণ্ঠস্বরে তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। শয্যা হইতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া সে দেখিল, অগ্নিকুণ্ডের ভস্মরাশির মধ্যে তিনটি প্রকাণ্ড ধাতব পদার্থ রহিয়াছে। তাহারা বুঝিল, উহা স্বর্ণ।

মার্টিন যখন সব কথা খুলিয়া বলিল, তখন তাহার দুই দাদার মন অনেকটা দমিয়া গেল। কিন্তু স্বর্ণের লোভ ত্যাগ করা কঠিন। তাহারা ভ্রাতার আনীত ঐশ্বর্য্যের ভাগ লইতে সম্মত হইল। মার্টিন তখন বংশের প্রধান ব্যক্তি বলিয়া বিবেচিত হইল। সে ঐ স্বর্ণ বিক্রয় করিয়া বহু জমি-জমা ক্রয় করিল, দুর্গ নির্ম্মাণ করিল। অর্থের জোরে সে আমীর ওমরাহ দলে নাম লিখাইল, পদবীও মিলিল; প্রাচীন অভিজাত বংশধরগণ যেরূপ সম্মান লাভ করিয়া থাকে, তাহার অদৃষ্টে সবই মিলিয়া গেল।

যুদ্ধক্ষেত্রে সে অসীম সাহস প্রদর্শন করিতে লাগিল। অর্থের জোরে এখন তাহার বহু অনুচর জুটিয়া গেল। ঘরোয়া বিপদে—সে দুর্জ্জয় সাহস দেখাইয়া অনেককে পরাজিত করিল। তাহার প্রতাপে ক্রমে সকলেই তাহাকে ভয় করিয়া চলিতে লাগিল।

অকস্মাৎ যদি কোন মানুষ প্রভূত ধন-দৌলতের অধিকারী হয়, তাহা হইলে তাহার গর্ব্বে মানুষের মাথা ঠিক থাকে না। মার্টিন ওয়ালডেকের বেলা তাহা সত্য হইল। তাহার প্রকৃতিতে যে সকল নীচ ও জঘন্য প্রবৃত্তি দারিদ্র্যের চাপে মাথা তুলিতে পারে নাই, অর্থের প্রভাব বশতঃ তাহারা প্রবল হইয়া দেখা দিল। অবস্থার আকস্মিক পরিবর্ত্তনে মার্টিনের চরিত্রে সেই সকল দোষ দেখা দিতে আরম্ভ করিল। তাহার দুর্জ্জয় সাহস মন্দ পথে চলিয়া জনসাধারণের ঘৃণা বাড়াইয়া তুলিল। সে ক্রমে ঘোর অত্যাচারী হইয়া উঠিল। তাহার নিষ্ঠুরতা ও বর্ব্বরতায় মানুষ পরিত্রাহি চীৎকার করিতে লাগিল। লোকের মুখে মুখে তাহার অত্যাচার-কাহিনী প্রচারিত হওয়ায় ধর্ম্মযাজকরা ফতোয়া দিলেন—লোকটা ইন্দ্রজাল-বিদ্যার বলে এই ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছে। সমস্ত অর্থ ভোগ না করিয়া সে যদি ধর্ম্মোদ্দেশ্যে কিছু ব্যয় করিত, তাহা হইলে সে এতটা অধঃপাতে যাইত না। সুতরাং নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী মার্টিন ওয়ালডেককে সমাজচ্যুত করা কর্ত্তব্য।

মার্টিন ইদানীং ব্যারন ভন্ ওয়ালডেক নামে পরিচিত হইয়াছিল। সে দারিদ্র্য অবস্থায় যে সকল ক্রীড়া ও পরিশ্রমে আনন্দ অনুভব করিত, ধনী হইয়া আর তাহা করিতে পাইত না বলিয়া মনে মনে দুঃখ অনুভব করিত। কিন্তু তাহার সাহস পূর্ব্ববৎই ছিল। তাহার দুর্ব্ব্যবহারে চারিদিক হইতে কাল-মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছিল এবং একটা আকস্মিক ব্যাপারে তাহার পতন ঘটিল।

তখন ডিউক এনাং উইক দেশের রাজা। তাঁহার ঘোষণাক্রমে জার্ম্মাণ অভিজাতগণের মধ্যে একটা বারত্বাভিনয় ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। মার্টিন ওয়ালডেক নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া দুই ভ্রাতা ও অনুচরবর্গ সহ সেই ক্রীড়া-ভূমিতে গমন করিল। সে দাবী জানাইল যে, সেও অস্ত্র-ক্রীড়া প্রদর্শন করিবে, অতএব তাহার নাম তালিকাভুক্ত করা হউক।

কিন্তু তাহাতে আপত্তি হইল। সহস্রকণ্ঠে প্রতিবাদ হইল, "আমাদের এই অভিজাত সম্প্রদায়ের ক্রীড়ায় কয়লাবেচা লোককে যোগ দিতে দিব না।" মার্টিন এই উক্তি শুনিয়া ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া গেল এবং যে নকীব এই কথা ঘোষণা করিতেছিল, তরবারির এক আঘাতে তাহার মুণ্ড কাটিয়া ফেলিল। এই জঘন্য হত্যার বিরুদ্ধে শত তরবারি কোষমুক্ত হইল। ওয়ালডেক সিংহবিক্রমে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিল বটে, কিন্তু শেষে নিরস্ত্র অবস্থায় ধৃত

হইল। বিচারকরা তখনই বিচার করিয়া তাহার দক্ষিণ হস্ত দেহচ্যুত করিবার আদেশ দিলেন। সকলেই বলিলেন যে, এরূপ ব্যক্তি আমীর হইবার যোগ্য নহে, সুতরাং তাহার পদবী কাড়িয়া লওয়া হইল। আরও আদেশ দেওয়া হইল, নগর হইতে তাহাকে বহিষ্কৃত করা হউক।

তাহার দক্ষিণ হস্ত দেহ হইতে বিচ্যুত করা হইল। জনতা তাহার পর তদবস্থায় তাহাকে তাড়া করিল। চারিদিক হইতে সকলে আক্রমণ করিয়া তাহাকে প্রহার করিতে লাগিল। অনুচরগণ পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছিল; শুধু তাহার দুই সহোদর তখনও তাহাকে ত্যাগ করে নাই। তাহাদের চেষ্টায় অনেক কষ্টে মুমূর্ষু অবস্থায় জনতার হস্ত হইতে সে রক্ষা পাইল। অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া একটা ঠেলা গাড়ীতে আহত ভ্রাতাকে তাহারা টানিয়া তুলিল। মার্টিনের তখন আসন্নকাল উপস্থিত প্রায়।

এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় তাহারা নিজ গ্রামের প্রান্তদেশে উপস্থিত হইল। দুই পার্শ্বে পাহাড়, মাঝখানে পথ। চলিতে চলিতে তাহারা দেখিতে পাইল, একটা মূর্ত্তি তাহাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে। মূর্ত্তি দেখিয়া তাহাদের মনে হইল, এক জন বৃদ্ধ আসিতেছে। কিন্তু যতই সেই মূর্ত্তি তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইল, তাহারা দেখিল, মূর্ত্তির আকার ক্রমশই বড় হইতেছে। ক্রমে তাহার অঙ্গাবরণ খসিয়া পড়িল, তাহার হস্তধৃত যষ্টি প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হইল। তখন তাহারা বুঝিতে পারিল, এই মূর্ত্তি হারজ, অরণ্যের দানব। ভয়ে তাহাদের গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। গাড়ীর সম্মুখে আসিয়া তাহার মুখে ঘৃণার ভাব ফুটিয়া উঠিল এবং সে আহত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আমার কয়লার যে আগুন জ্বলেছে, এখন তা কেমন বোধ হচ্ছে?" দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভয়ে নির্ব্বাক থাকিলেও, মার্টিন ভয় পায় নাই। সে গাড়ীর উপর দেহ তুলিয়া বাম হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া দানবের দিকে উৎক্ষিপ্ত করিল। সে তাহাকে ভয় করে না, গ্রাহ্য করে না, মৃত্যুকালেও তাহা প্রকাশ করিতে সে কুণ্ঠিত হইল না। অট্টহাস্য সহকারে দানব অন্তর্হিত হইল। মার্টিন তখন শ্রান্তভরে আবার শুইয়া পড়িল।

ভীত ভ্রাতারা একটা মঠের দিকে গাড়ী ফিরাইল। পথের ধারেই সেই মঠ। নগ্নপদ, দীর্ঘশ্মশ্রুধারী এক সন্ন্যাসী তাহাদিগকে সযত্নে ভিতরে লইয়া গেলেন। মার্টিন আত্মানুশোচনা করা পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। সেই সন্ন্যাসী তাহাকে আশ্বাস দিলেন, তাহার আত্মার মুক্তি হইবে বলিলেন। যে ধর্ম্মযাজককে মার্টিন প্রহার করিয়া গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল, ইনিই সেই ধর্ম্মপ্রাণ সন্ন্যাসী। তিন বৎসর পূর্ব্বে মার্টিন এই ধার্ম্মিক ব্যক্তির প্রতি অধর্ম্মাচরণ করিয়াছিল। মার্টিন তিন বৎসর সুখ-সম্পদ ভোগ করিয়াছিল। সে তিনবার দানবের অগ্নিকুণ্ডের কাছে গিয়াছিল—তিন বৎসরের ঐহিক উন্নতির সহিত কি অপূর্ব্ব সাদৃশ্য।

মঠের মধ্যেই মার্টিন ওয়ালডেক প্রাণত্যাগ করিল। সেইখানেই তাহার দেহ সমাহিত হইল। তাহার ভ্রাতারাও মঠে সন্ন্যাস-জীবন যাপন করিতে লাগিল। তাহারা অনেকদিন ধর্ম্মালোচনা করিয়া বিবিধ পুণ্যকার্য্যে যোগ দিয়া অবশেষে দেহত্যাগ করে। মার্টিন অর্থবলে যে সকল ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়াছিল, কেহ তাহার দাবীদার ছিল না। অনেক দিন তাহা পড়িয়া রহিল। তারপর নির্দ্দিষ্টকাল অতীত হইলে সম্রাট তাহা খাস করিয়া লইলেন। ওয়ালডেক নিজ নামে যে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহা এখনও ধ্বংসাবস্থায় বিদ্যমান আছে। উহা প্রেতপুরী মনে করিয়া কাঠুরিয়া বা অপর কেহ উহার সিসীমার মধ্যে যায় না। সকলেরই ধারণা, সেই ধ্বংসস্তূপ প্রাসাদদুর্গে অভিশপ্ত আত্মা ঘুরিয়া বেড়ায়। মার্টিন ওয়ালডেকের ঐশ্বর্য্যের এইরূপ পরিণাম হইয়াছিল। অর্থের অপব্যবহারের ফল এইরূপই হইয়া থাকে।

১৯

> Here has been such a stormy encounter
> Betwixt my cousin Captain,
> and his soldier,
> About I know not what!—
> nothing indeed;
> Competitions, degrees, and comparatives
> Of soldiership!—
>
> A Fair Quarrel.

শ্রোতৃবৃন্দ সুন্দরী লেখিকাকে তাঁহার গল্প-রচনার জন্য ভদ্রতার খাতিরে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। শুধু ওল্ডবক্ নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, মিস ওয়ারডুরের কৌশল অনেকটা ইন্দ্রজালের মত। গল্পের মধ্যে একটা মূল্যবান নীতি আছে।

জার্ম্মাণ বলিল, "মিস্ ওয়ারডুর গল্পটাকে সুন্দর ক'রে তুলেছেন। উনি—সবই ওঁর সুন্দর হাতে

চমৎকার ক'রে তোলেন। কিন্তু গল্পটা আগাগোড়া সত্য। হার্জ অরণ্যের দৈত্যটা ঠিক ঐ রকম করেই বেড়াত, এ কথা আমি হলপ ক'রে বল্‌তে পারি।"

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "এমন ভাবে তুমি যখন শপথ করছ, তখন আর ওতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়?"

কিন্তু অকস্মাৎ একজন আগন্তুকের আবির্ভাবে আলোচনা চাপা পড়িল।

নবাগত একজন যুবক—প্রিয়-দর্শন। তাহার বয়স প্রায় পঁচিশ হইবে। তাহার অঙ্গে সামরিক পরিচ্ছদ, ব্যবহারও তদনুরূপ।

দলের অধিকাংশই তাহাকে দেখিয়া অভিনন্দন করিলেন।

মিস্ ম্যাকইনটায়ার বলিলেন, "প্রিয় হেক্টর!" বলিয়াই তিনি তাহার হাত ধরিলেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "প্রিয়াম পুত্র হেক্‌টর, তুমি কোথা থেকে?"

সকলকে বিনীতভাবে অভিবাদন করিবার পর যুবক বলিল, "ফাইফ থেকে, হুজুর!" সে বিশেষভাবে সার আর্থার ও তাঁহার কন্যাকে অভিবাদন জানাইল। তারপর বলিল, "একজন চাকরের কাছে শুন্‌লাম—মঙ্কবারনসের দিকে ঘোড়ায় চড়েই আস্‌ছিলাম—এখানেই আপনাদের দেখা মিল্‌বে। সুতরাং ইচ্ছে করেই সকলকে দেখবার জন্যই এখানে এসে জুটেছি।"

ওল্ডবক্ বলিলেন, "এখানে নতুন বন্ধুর সঙ্গেও তোমার পরিচয় হবে—মিঃ লভেল, এটি আমার ভাগ্‌নে ক্যাপ্টেন ম্যাকইনটায়ার—হেক্টর, তোমাকে মিঃ লভেলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।"

যুবক সৈনিক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লভেলের দিকে চাহিল। সে রাখিয়া ঢাকিয়া লভেলকে অভিনন্দন করিল। লভেল তাহা বুঝিতে পারিয়া ঠিক অনুরূপভাবে প্রত্যভিবাদন করিলেন। পরিচয় এবং আলাপের সূচনাতেই উভয়ের মধ্যে যেন একটা বিরুদ্ধ ভাব জাগিয়া উঠিল।

ক্যাপ্টেন্ ম্যাকইনটায়ার যৌবন-সুলভ বয়স ও উৎসাহের অনুযায়ী অধিকাংশ সময় মিস্ ওয়ারডুরের কাছে কাছেই ঘুরিতে লাগিল এবং সুযোগ পাইলেই তাঁহার সন্তোষ উৎপাদনের চেষ্টা করিতে লাগিল। অবশ্য লভেল সেরূপ সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু পাছে মিস্ ইসাবেলা অসন্তুষ্ট হন, এজন্য তিনি মনের ইচ্ছা দমন করিয়াই চলিতেছিলেন।

এই নবাগত যুবকের প্রতি লভেল বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন। সে যে ক্রমাগতঃ মিস্ ওয়ারডুরের প্রসন্নতা লাভের জন্য প্রচেষ্টা করিতেছিল, ইহা লভেলের ভাল লাগিতেছিল না। সে মিস্ ওয়ারডুরের দস্তানা আগাইয়া দিতেছিল, তাঁহার শালখানা গায়ে তুলিয়া দিতেছিল—তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুরিতেছিল। প্রয়োজন হইলে সাহায্যের জন্য তাহার বাহুও বাড়াইয়া দিতেছিল।

যুবক প্রধানতঃ এই তরুণীর সহিত কথা কহিবার চেষ্টা করিতেছিল, ওসব কিসের লক্ষণ, তাহা লভেল জানিতেন। বিশেষতঃ ক্যাপ্টেনের ব্যবহারে এমন একটা ভাব প্রকাশ পাইতেছিল, যাহাতে লভেলের মনে ঈর্ষা ও শঙ্কার উদয় হইল। মিস্ ওয়ারডুরও যুবকের সমস্ত সাহায্য হাসিমুখে গ্রহণ করিতেছিলেন। ইহাতে লভেলের মনে সত্যই বেদনা জাগিতে লাগিল।

এদিকে মিঃ ওল্ডবক্ তখন স্থপতি-শিল্পের উপর প্রকাণ্ড বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। মিঃ লভেল কোনক্রমে তাহা শুনিয়া যাইতেছিলেন। নানা যুগের নানা স্থপতিশিল্পের সৌন্দর্য্য ভগ্নপ্রায় মঠের অঙ্গে বিদ্যমান। প্রত্নতাত্ত্বিক বলিয়া উঠিলেন যে, ইহাতে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। লভেল উত্তরে অস্পষ্ট শব্দ করিলেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "তা হ'লে তুমিও, এসব অসামঞ্জস্য আমারই মত নিন্দাজনক ব'লে মনে কর। এ রকম বিসদৃশ দৃশ্য দেখে তোমার মনে কি অসম্মানজনক ব'লে ভেঙ্গে ফেলবার ইচ্ছে হয় না?"

লভেল প্রতিধ্বনি তুলিয়া বলিলেন, "অসম্মানজনক! অসম্মানজনক কিসে হল?"

"আমার বলবার তাৎপর্য্য, শিল্পকলার পক্ষে লজ্জাজনক।"

"তা কি ক'রে বলা যায়? কেমন ক'রে তা সম্ভবপর?"

"এই দেখ না, ঐ অলিন্দের উপর অক্সফোর্ড স্থপতিশিল্প রয়েছে। তার পাশেই অনেক ব্যয় ক'রে অসভ্য মূর্খ শিল্পী সমস্ত বাড়ীটার সাম্‌নে পাঁচরকম স্থপতিশিল্পের নমুনা রেখে দিয়েছে।"

চলিতে চলিতে তাঁহারা যেখানে গাড়ী রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেই স্থানে আসিয়া পৌঁছিলেন।

মিস্ ওয়ারডুর তাঁহার সঙ্গী যুবককে লইয়া কিছু আগাইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল, দলের আর সকলের সহিত মিলিত হইবেন। কাজেই তিনি পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। এমন সময় মিঃ ওল্ডবক সেখানে হাজির হইলেন।

তিনি বলিলেন, "মিঃ ওল্ডবক্, এই ধ্বংসস্তূপটা কোন্ যুগের ?"

রণদামামা শুনিলে রণ-অশ্ব যেমন চঞ্চল হইয়া উঠে, প্রত্নতাত্ত্বিক তেমনই চঞ্চল ও অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন যে, সেণ্টরুথ মঠ ১২৭৩ খৃষ্টাব্দের নির্ম্মিত। কোন্ জমিদার কতখানি এজন্য দান করিয়াছিলেন, তাহার ইতিহাস তিনি অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিলেন। সার আর্থার এবং ধর্ম্মযাজকও সে আলোচনায় যোগ দিলেন। বাদপ্রতিবাদও আরম্ভ হইল। তিন জনের কেহই কম নহেন।

মিস ওয়ারডুর ক্যাপ্টেনের অতিরিক্ত আগ্রহের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্যই এই আলোচনা শুনিতে লাগিলেন। নতুবা এই বাদপ্রতিবাদমূলক আলোচনা তাঁহার প্রীতিকর ছিল না।

যুবক সৈনিক ক্ষণিক বিরক্তভাবে ধৈর্য্য ধরিয়া এই আলোচনা শুনিতে লাগিল ; কিন্তু শেষে তাহার সহিষ্ণুতা আর রহিল না। সহোদরাকে হাত ধরিয়া কিছুদূরে লইয়া গিয়া বলিল, "মেরী, তোমাদের প্রতিবেশিনী আমার অনুপস্থিতিতে বেশী স্ফূর্ত্তিবাজ বা কম শিক্ষিত হন নি।"

"হেক্টর, তোমার ধৈর্য্য ও বুদ্ধির অভাব আমরা অনুভব করছিলাম।"

"প্রিয় বোন, সেজন্য ধন্যবাদ। তোমার অযোগ্য ভাইয়ের বদলে আর একজন ভাল সঙ্গী জুটিয়েছ দেখ্‌ছি। আচ্ছা, বল ত, এই মিঃ লভেলটি কে ? আমাদের মাতুল ত এঁকে দেখছি রাজসম্মান দিচ্ছেন। কিন্তু আগে ত তিনি অপরিচিত কোন লোকের সঙ্গে সহজে আলাপই করতেন না।"

"মিঃ লভেল সত্যি খুব ভদ্রলোক, হেক্টর।"

"হ্যাঁ, ঘরের মধ্যে ঢোকবার সময় তিনি নত হয়ে সকলকে নমস্কার করেন, জামা-কাপড়ও ভাল।"

"না, ভাই, ওকথা শুধু বলো না। ওঁর আচরণ, কথাবার্ত্তা শুনে উনি যে উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত ভদ্রলোক —তা সকলেই বলে।"

"কিন্তু আমি জান্‌তে চাই, ওঁর বংশপরিচয় কি —সমাজে ওঁর স্থান কোথায় ? তিনি যে সমাজে চলা-ফেরা করছেন, তার উপযুক্ত পদবী তাঁর কি ?"

"তোমার যদি কথার এই অর্থ হয় যে, মঙ্কবারনস্‌এ তিনি কি ক'রে এসে জুটলেন, তাহ'লে মামাকে সেকথা জিজ্ঞাসা করে দেখ। তিনিই তোমাকে সব খবর হয় ত দিতে পারবেন। তিনি হয় ত বল্‌বেন, যাকে খুসী তিনি বাড়ীতে নেমন্তন্ন করতে পারেন। আর তুমি যদি সার আর্থারকে জিজ্ঞাসা কর, তা হলে জেনে রাখ, মিঃ লভেল বাপ ও মেয়েকে ভাল রকম সাহায্যই করেছিলে"

"কি বল্‌লে ? তা হলে যে গল্পটা রটেছে, সেটা সত্য ? তা হলে এই বীরপুরুষটি কি যে নারীকে বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন, তার পাণি প্রার্থনা করেন না কি ? উপন্যাসে এরকম হয় বটে। মিস্ ওয়ারডুর আমার সঙ্গে অত্যন্ত নীরস ব্যবহার করেছেন দেখলুম। আর এমনও মনে হচ্ছিল যে, তিনি লক্ষ্য করছিলেন, আমার সঙ্গে বেড়াচ্ছেন ব'লে তাঁর সাহসী উদ্ধারকর্ত্তাকে ক্ষুণ্ণ করছেন কি না।"

ভগিনী বলিলেন, "প্রিয় হেক্টর, তুমি যদি সত্য সত্যই মিস্ ওয়ারডুরের সঙ্গে প্রেম হবার বাসনা

"যদি কি, মেরী ? এর মধ্যে যদি ব'লে কিছু নেই

"কিন্তু মি বল্‌ছি, তোমার এ অধ্যবসায় বৃথা—কোন আশা তোমার নেই।

"জ্ঞান ত তোমার খুব আছে দেখ্‌ছি, বোন, কিন্তু আমার আশা নেই কেন বল ত ? মিস্ ওয়ারডুরের বাবার এখন যে অবস্থা, তাতে বেশী টাকা-কড়ি দেবার ক্ষমতা তাঁর নেই। আর বংশের কথা যদি ধর, তা হলে মাকৃইনটায়ার বংশ তাঁর চেয়ে হীন নয়।"

সহোদরা বলিলেন, "কিন্তু, হেক্টর, সার আর্থার আমাদের মঙ্কবারনস্ বংশের লোক বলেই মনে করেন।"

উপেক্ষাভরে সৈনিকপুরুষ বলিল, "সার আর্থার যা খুসী তাই মনে করতে পারেন, কিন্তু যার সাধারণ বুদ্ধি আছে, সেই জানে, স্ত্রী তার স্বামীর পদবী গ্রহণ ক'রে থাকে। আমার বাবা পনের পুরুষ ধরে বনেদি বংশের লোক ছিলেন। সুতরাং আমার মার রক্তে যাই থাক্ না, বাবার সঙ্গে বিয়ে হয়ে তিনি বড়ই হয়ে গিয়েছেন।"

ভগিনী উৎকণ্ঠাপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "দোহাই ভগবানের, হেক্টর, তুমি খুব সতর্ক হয়ে এসব কথা উচ্চারণ করবে। মামার কাণে এরকম কথা যদি যায়, তোমাকে তিনি ছেঁটে ফেলে দেবেন। ভবিষ্যতে তাঁর সম্পত্তির আশা আর তোমার থাকবে না।"

গোঁয়ারগোবিন্দ যুবক বলিল, "তা হয় ত হোক্। আমি যে বিভাগে কাজ করছি, সে বিভাগ সামান্য নয়। মামা যদি তোমাকে তাঁর সম্পত্তি দিতে চান, দিন না। এই নতুন ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার

বিয়ে দিতে চান, বেশ নির্ব্বিবাদে ও শান্তিতে তুমি থাকতে পাবে। আমি কারো সম্পত্তির আশা করিনে—যা আমার জন্মগত নয়, সে সম্পত্তি আমি চাইনে।"

মিস ম্যাকইনটায়ার ভ্রাতার বাহুমূল স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে উত্তেজিত হইতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "তুমি নিজেই নিজের অনিষ্ট করছ, ভাই। এত রাগ ভাল কি? মামা এতকাল আমাদের কত আদরযত্নে লালনপালন ক'রে এসেছেন! ভবিষ্যতেও তিনি তাই করবেন।"

ক্যাপ্টেন বলিল, "তিনি খুব ভাল লোক, তা নয়। তাঁর মনে যখন আমি কষ্ট দিয়ে ফেলি, তখন নিজের ওপরেই আমার রাগ হয়। তবে এই সব বাজে জিনিষ নিয়ে তিনি যখন লম্বা তর্ক করেন, তখন আর আমার ধৈর্য্য থাকে না।"

"যথেষ্ট হয়েছে, দাদা। তোমার এই গোঁয়ার্ত্তুমির জন্ম কতবার কত বিপদে পড়েছ। অথচ একটাও সমর্থনের যোগ্য নয়। এখানে যখন আসবে, ও সব গোঁয়ার্ত্তুমি করো না। আমাদের পরমাত্মীয়কে বিরক্ত না ক'রে, শান্ত শিষ্ট হয়ে থাকা তোমার দরকার।"

ক্যাপ্টেন বলিল, "বেশ, ঢের ভর্ৎসনা করেছ! এখন থেকে আমি শিষ্ট শান্ত, ভদ্রের মতই ব্যবহার করব। তোমার নতুন বন্ধু, মিঃ লভেলের সঙ্গে কিছু আলোচনা করা যাক।"

যুবক সেইরূপ অভিপ্রায় লইয়া দলের সহিত মিলিত হইল। প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা তখন থামিয়া গিয়াছিল। সার আর্থার তখন দেশের রাষ্ট্রনীতি ও সামরিক বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছিলেন। গত বৎসরের কোন একটা বিষয় লইয়া যখন তর্ক চলিতেছিল, লভেল সেই আলোচনায় দুই একটা কথা বলিয়া ফেলিলেন। কিন্তু লভেলের সিদ্ধান্তকে ক্যাপ্টেন ম্যাকইনটায়ার মানিয়া লইতে চাহিল না। সে নিজের মনের সন্দেহ ভদ্রভাবেই প্রকাশ করিল।

তাহার মাতুল বলিলেন, "হেক্টর, তোমার ভুল হচ্ছে, সেটা স্বীকার করা উচিত। অবশ্য আমি জানি, কোন মানুষই তর্কে হার স্বীকার করতে চায় না; কিন্তু সে সময় তুমি ইংলণ্ডে ছিলে, আর মিঃ লভেল সে ব্যাপারে হয় ত নিজেই জড়িত ছিলেন।"

ম্যাক্‌ইনটায়ার বলিল, "তা হলে উনি নিজেও একজন সৈনিক পুরুষ? আমি জানতে পারি কি, মিঃ লভেল কোন্ সেনাদলের অন্তর্গত?"

মিঃ লভেল সেনাদলের সংখ্যা ও নাম বলিলেন।

ক্যাপ্টেন বলিল, "ভারী আশ্চর্য্য ত, মিঃ লভেল, এর আগে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি; আপনার পল্টনের সঙ্গে আমার খুব জানা-শোনা আছে। নানা সময়ে ঐ সেনাদলে আমাকেও কাজ করতে হয়েছে।"

লভেলের আননে রক্তোচ্ছ্বাস দেখা দিল। তিনি বলিলেন, "সম্প্রতি আমি আমার সেনাদল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি। গত অভিযানে আমি জেনারেল সার——র ষ্টাফেই ছিলাম।"

"তাই না কি! সেটা ত আরও আশ্চর্য্যের বিষয়। অবশ্য আমি জেনারেল সার——র নেতৃত্বে কাজ করিনি; কিন্তু তাঁর সামরিক কর্ম্মচারীদের সকলেরই নাম জানি। সে দলে মিঃ লভেলের নামে কেউ আছেন ব'লে জানিনে ত।"

এ কথায় আবার লভেলের আননে প্রবল রক্তোচ্ছ্বাস দেখা দিল। সকলেই তাহা লক্ষ্য করিলেন। ক্যাপ্টেন জয়োল্লাসে বিদ্রূপ ভঙ্গী করিল।

ওল্ডবক্ আপন মনে বলিলেন, "ভারী আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখ্‌ছি। কিন্তু এত সহজে আমার সহযাত্রীকে আমি ছেড়ে দিতে পারিনে। ওঁর কাজ-কর্ম্ম, ব্যবহার, কথাবার্ত্তা সবই ভদ্রলোকের মত।"

এদিকে লভেল তাঁহার পকেট-বই বাহির করিয়া একখানি পত্র নির্ব্বাচন করিয়া লইলেন। খামখানি খুলিয়া লইয়া পত্রখানা ম্যাকইনটায়ারের হাতে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, "আপনি বোধ হয় তাঁর হাতের লেখা চেনেন—অবশ্য আমার সম্বন্ধে তিনি যে অতিশয়োক্তি করেছেন, তা কাউকে দেখান উচিত নয়।"

যে সামরিক কর্ম্মচারীর উদ্দেশে উহা লিখিত, তাহাতে সেনাপতি সেই সামরিক কর্ম্মচারীর সামরিক কার্য্যের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। পত্রখানি পাঠ করিয়া ক্যাপ্টেন ম্যাকইনটায়ার অস্বীকার করিতে পারিল না যে, উহা জেনারেলের হাতের লেখা নহে। কিন্তু উহা প্রত্যর্পণের সময় শুষ্ককণ্ঠে সে বলিল, শিরোনামা কিন্তু দেখা যাইতেছে না।

ঠিক অনুরূপ স্বরে লভেল বলিলেন, "ক্যাপ্টেন ম্যাকইন্‌টায়ার, আপনি যদি কোন দিন প্রয়োজন বোধ করেন, যাকে এ পত্র লেখা হয়েছে, তিনি আপনার প্রয়োজনের উত্তর দেবেন।"

সৈনিক পুরুষ বলিল, "তা আমাকে করতেই হবে।"

ওল্ডবক বলিলেন, "এ সব কথার মানে কি? ও সব ছেলেমানুষী এখানে চলবে না। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে তুমি ছোকরা কি আমাদের শান্তির

নীড়ে গোলযোগ বাধাতে চাও? তোমরা কি ডালকুত্তার ছানা না কি যে, রাস্তার লোককে কামড়াতে চাও?"

সার আর্থার বলিলেন যে, পত্রের শিরোনামা-রূপ তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া যুবকদিগের মধ্যে বিরোধ বাধা সঙ্গত নহে।

উভয়েই বলিলেন যে, তাঁহাদের সেরূপ কোন অভিপ্রায় নাই। উভয়েই বলিলেন যে, তাঁহারা বেশ শান্তই আছেন। কিন্তু উভয়েরই চক্ষুযুগল উদ্দীপ্ত এবং মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। দলের কাহারও মনে আর স্ফূর্তি রহিল না—আলোচনা জমিল না। লভেল দেখিলেন, অনেকেই সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছেন। তিনি ভাবিলেন, যে ভাবে তিনি উত্তর দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সম্বন্ধে বিচিত্র ধারণা হওয়া অসম্ভব নহে। সুতরাং তিনি স্থির করিলেন যে, নকউইকনক প্রাসাদে গিয়া ভোজে যোগ দিবার বাসনা তাঁহাকে ত্যাগ করিতেই হইবে।

সুতরাং তিনি কিছু পরে প্রকাশ করিলেন যে, রৌদ্রে ঘুরিয়া তাঁহার মাথা ধরিয়াছে। পীড়ার পর এরূপ রৌদ্রে তিনি একদিনও বাহির হন নাই। সুতরাং তিনি সার আর্থারের কাছে প্রকাশ করিলেন যে, ভোজের আনন্দ উপভোগ করিবার সৌভাগ্য তাঁহার হইবে না। সার আর্থার সেজন্য তাঁহাকে যেন ক্ষমা করেন। সার আর্থারের মনে কৃতজ্ঞতা অপেক্ষা সন্দেহই অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সুতরাং দুই একবার মৌখিক আপত্তি জানাইয়া শিষ্টভাবে লভেলের আবেদন মঞ্জুর করিলেন।

মহিলাদিগের নিকট যখন লভেল বিদায় লইলেন, তখন লভেল লক্ষ্য করিলেন যে, মিস্ ওয়ারডুরের মুখে উদ্বেগের চিহ্ন প্রকটিত হইয়াছে। এতক্ষণ সেরূপ লক্ষণ আদৌ প্রকাশ পায় নাই। অন্যের অলক্ষ্যে সুন্দরী একবার ক্যাপ্টেনের দিকে চাহিলেন। যেন উদ্বেগের কারণ ঐ লোকটিই। আর কেহ না দেখিলেও লভেলের দৃষ্টি তাহা এড়াইল না। মুখে তিনি বলিলেন, "না, অন্য কোন কাজের জন্য নয়। এ রকম মাথার যন্ত্রণা মাঝে মাঝে হচ্ছিল। আজ আবার সেটা দেখা দিয়েছে।"

যুবতী বলিলেন, "এর একমাত্র উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক, বিজ্ঞতা। আমি—মিঃ লভেলের প্রত্যেক বন্ধুই প্রত্যাশা করেন যে, তিনি তাই করবেন।"

অবনতশিরে অভিবাদনকালে লভেলের মুখমণ্ডল আরক্ত হইল। মিস্ ওয়ারডুর ভাবিলেন যে, তিনি বেশী কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন, তাই তিনি নিজের গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। লভেল পরে ওল্ডবকের কাছে বিদায় লইলেন।

তিনি বলিলেন, "অ্যাঁ, তুমি চ'লে যাচ্ছ? নির্বোধ হেক্টরের বোকামীর জন্য রাগ ক'রে যাচ্ছ না ত? ছেলেটা গোড়া থেকেই ঐ রকম বখাটে হয়ে গেছে। লভেল, ওর কথা তুমি ধরো না। আমি ওকে খুব বকে দেব এর পর।"

কিন্তু লভেল ফেয়ারপোর্টে ফিরিবার জন্য দৃঢ়-সংকল্প।

তখন প্রত্নতাত্ত্বিক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তোমার মনের এখন যে অবস্থা, তাতে খুব ধীরভাবে বিবেচনা ক'রে চলবে। তোমার জীবনের মহৎ কাজ বাকি—মূল্যবান তোমার জীবন। দেশের সাহিত্যকে পুষ্ট করার ভার তোমার উপর আছে। যখন নির্দোষ ও নিরীহদের রক্ষার জন্য দেশের হয়ে যুদ্ধ করতে হবে না, তখন সাহিত্যসেবাই তোমার ধর্ম্ম। ব্যক্তিগত কারণে যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রাচীন সভ্যতাযুগের লোকেরা জানত না। গথিক জাতি এটা শিখিয়েছে—ভারি নিষ্ঠুর, নিস্মম, বিশ্রী পদ্ধতি এটা! এ রকম বিশ্রী কাজের কথা যেন আমাকে আর শুনতে না হয়, বন্ধু!"

"আপনাকে আমি ঠিক বলছি, ক্যাপ্টেন ম্যাক-ইনটায়ারের সঙ্গে আমার এমন কিছু হয় নি, যার জন্য আপনি এমন উদ্বিগ্ন হচ্ছেন।"

"তাই হোক, যদি অন্য রকম ঘটে, আমি দু-দলেরই মধ্যস্থ হব।"

বৃদ্ধ ভদ্রলোক নিজের গাড়ীতে গিয়া বসিলেন। মিস্ ম্যাকইনটায়ার গাড়ীর কাছে ভ্রাতাকে আটক করিয়া রাখিয়াছিলেন। হেক্টর নিজের ঘোড়ার পিঠে চাপিয়াই গাড়ীর পশ্চাতে চলিতে লাগিল। পথের মোড় বাঁকিতেই সে বিপরীত দিকে ঘোড়া চালাইয়া দিল।

কয়েক মিনিট পরেই সে লভেলের কাছে আসিল। লভেল ঐরূপ একটা অনুমান করিয়া মৃদু গতিতে অশ্বচালনা করিতেছিলেন। লভেলের পার্শ্বে তাড়াতাড়ি ঘোড়া থামাইয়া ক্যাপ্টেন ম্যাকইনটায়ার উদ্ধতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "মশাই, আপনি যে বললেন, আপনার ঠিকানা চাইলে আমি পাব, তার মানে কি?"

লভেল বলিলেন, "একবার সোজা মানে, আমার নাম লভেল, আপাততঃ আমার বাস ফেয়ারপোর্টে, আমার কার্ডেই তা দেখতে পাবেন।"

"এ ছাড়া আর কোন সংবাদ আপনার দেবার নেই ?"

"তার বেশী জানবার অধিকার আপনার আছে ব'লে মনে করিনে !"

যুবক সৈনিক বলিল, "মশাই, আমার বোনের সঙ্গে আপনাকে বেড়াতে দেখেছি। সুতরাং মিস্ ম্যাকইনটায়ারের সংস্রবে যিনি এসেছেন, তাঁর সম্বন্ধে সব জানবার অধিকার আমার আছে।"

ঠিক সমান উদ্ধতকণ্ঠে লভেল বলিলেন, "সে অধিকার আপনার আছে বলে আমি স্বীকার করিনে। আমি যাদের সঙ্গে মিশেছি, আমার সম্বন্ধে যতটুকু জানান দরকার আমি জানিয়েছি, তাতেই তাঁরা সন্তুষ্ট হয়েছেন। আপনি আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত, আপনার আমার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করবারই অধিকার নেই।"

"মিঃ লভেল, আপনার কথামত সেনাদলে যদি আপনি—"

বাধা দিয়া লভেল বলিলেন, "যদি !—আমি যদি আমার কথিত সেনাদলে কাজ ক'রে থাকি ?"

"হ্যাঁ, মশাই, তাই আমি বল্‌ছি—তাই বলাই আমার অভিপ্রেত। যদি আপনি কাজ ক'রে থাকেন, আমার কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য সে কথা প্রকাশ করা আপনার দরকার।"

"এই যদি আপনার অভিমত হয়, তা হলে, ক্যাপ্টেন, এ ক্ষেত্রে ভদ্রলোক যেভাবে উত্তর দিয়ে থাকেন, আমার কাছ থেকেও সেই ভাবের জবাব পাবেন।"

"বেশ মশাই, তাই।" বলিয়া হেক্‌টর অশ্বকে ধাবিত করিয়া যে দিক হইতে আসিয়াছিল, সেই দিকেই চলিয়া গেল।

অতি শীঘ্র সে দলের সহিত মিলিত হইল। তাঁহারা তাহার অনুপস্থিতেতে ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভগিনী অশ্বপদশব্দ শুনিয়া মুখ বাড়াইয়া তাহাকে দেখিলেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ব্যাপার কি হে ? এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছ কেন ? গাড়ীর সঙ্গে আসতে পার না ?"

হেক্টর বলিল, "আমার দস্তানা ফেলে এসেছিলাম।"

"দস্তানা ফেলে এসেছিলে !—তুমি দস্তানা নিক্ষেপ করতে গিয়েছিলে নাকি ? ছোকরা, ওসব হবে না। আজ তুমি আমার সঙ্গে মঙ্কবারনস্‌এ ফিরে যাবে।"

শকটচালককে তিনি গাড়ী চালাইতে ইঙ্গিত করিলেন।

২০

—If you fail Honour here,
Never presume to serve her any more ;
Bid farewell to the integrity of armes,
And the honourable name of soldier
Fall from you, like a shivered
wreath of laurel
By thunder struck from
a desertlesse forehead,
A Faire Quarrell.

পরদিবস প্রত্যূষে এক জন ভদ্রলোক মিঃ লভেলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তিনি তত সকালে তাঁহার প্রতীক্ষায় প্রস্তুত ছিলেন। আগন্তুক এক জন সামরিক কর্মচারী, ক্যাপ্টেন ম্যাকৃইনটায়ারের এক জন বন্ধু। সম্প্রতি তিনি ফেয়ারপোর্টেই সেনা সংগ্রহের জন্য অবস্থান করিতেছিলেন। উভয়ের মধ্যে কিছু জানা শোনা ছিল।

মিঃ লেস্‌লী বলিলেন, "এত সকালে কেন আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি, তা বোধ হয় অনুমান করতে পেরেছেন ?"

"সম্ভবতঃ ক্যাপ্টেন ম্যাকৃইনটায়ারের কথা নিয়ে এসেছেন ?"

"ঠিক ধরেছেন। তাঁর আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে যে ভদ্রলোক অন্তরঙ্গভাবে মিশছেন, তাঁর পরিচয় জানবার অধিকার তাঁর আছে ব'লে তিনি মনে করেন। কিন্তু আপনি যে ভাবে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাতে তাঁর অপমান বোধ হয়েছে।"

"আচ্ছা, মিঃ লেসলী, আপনাকে যদি কেউ ঐ রকম আকস্মিক ঔদ্ধত্যের সঙ্গে ঐ রকম প্রশ্ন করতেন, আপনি কি তাঁর কথার উত্তর দিতেন ?"

"সম্ভবতঃ নয়। আমার বন্ধু ম্যাকইনটায়ারের মেজাজ আমি জানি, তাই আমি আপনাদের মধ্যে শান্তিস্থাপন করতে চাই। মিঃ লভেল যে রকম ভদ্রলোক, তাতে তিনি অহেতুক সন্দেহের অবসানকল্পে কাজ করবেন, এটা সকলেই আশা করেন। যদি তিনি দয়া ক'রে তাঁর আসল নাম আমাকে জানান এবং ম্যাকৃইনটায়ারকে বলবার অধিকার আমায় দেন, কারণ, আমাদের সকলেরই ধারণা, লভেল নামটা তাঁর ধার করা—"

"মশাই মাপ করবেন, ওরকম নির্দ্ধারণ আমি স্বীকার করতে রাজি নই।"

লেসলী বলিলেন, "তা না হোক্, কিন্তু মিঃ লভেল নামে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন নি। যদি মিঃ লভেল দয়া ক'রে সব কথা বলেন—আমার মতে তাঁর নিজের সম্বন্ধে সে রকম সুবিচার করা তাঁর উচিত, তা হ'লে একটা ভদ্রভাবে মীমাংসা হয়ে যেতে পারে।"

'তার মানে, আমি যদি সব প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজি হই, অথচ সেরকম প্রশ্ন করবার অধিকার কারো নেই, শুধু ক্যাপ্টেন ম্যাকইন্‌টায়ারের রাগের ভয়ে আমাকে সব প্রকাশ করতে হবে, তা হলেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন, এই ত সরলার্থ? মিঃ লেসলী, এ সম্বন্ধে একটা কথা আমি বল্‌তে চাই। আমার যদি কোন গুপ্ত কথা থাকে, সে কথা আপনার মত ভদ্র-লোককে নিঃসংশয়ে বলা চলে; কিন্তু আমি অন্য কারও কৌতূহল চরিতার্থ করতে রাজি নই। আমি এ সমাজে চলাফেরা করেছি, ক্যাপ্টেন তা দেখেছেন, এই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট। তা ছাড়া আমি ভদ্রসন্তান, এটাই তাঁর কৌতূহল চরিতার্থ করবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত বলে তাঁর মনে করা উচিত। তাঁর কোন সঙ্গত অধিকার নেই, এক জন বিদেশীর বংশমর্য্যাদা, পিতৃ-পরিচয় কি, তা তিনি জানেন। বিশেষতঃ তাঁর সঙ্গে বা তাঁর আত্মীয়গণের সঙ্গে যখন আমার কোন অন্তরঙ্গতাই নেই! শুধু তাঁর মাতুলের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হয়ে দৈবাৎ তাঁর বোনের সঙ্গে একত্র আহার করতে হয়েছে। এইমাত্র সম্পর্ক।"

"তা হলে ক্যাপ্টেন ম্যাকইন্‌টায়ারের এই অনুরোধ যে, ভবিষ্যতে আপনি মঙ্কবারন্‌সে যাবেন না এবং তার ভগিনীর সঙ্গে কোন রকম সংস্রব রাখ্‌বেন কারণ, সেটা তিনি পছন্দ করেন না।"

লভেল বলিলেন, "যখনই সুবিধা হবে, আমি নিশ্চয় মিঃ ওল্ডবকের সঙ্গে দেখা করব। তাতে তার ভাগ্নের বিরক্তি জন্মাবে কি না, তা আমি দেখব না। তাঁর ভীতি-প্রদর্শনও মানব না। ভদ্র যুবতীর নামের মর্য্যাদা আমি রাখতে চেষ্টা করব, অবশ্য তাঁর সঙ্গে আমার সামান্য পরিচয়। কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁর বিষয় আলোচনাটা না হলেই ভাল।"

লেসলী বলিলেন, "এই যদি আপনি স্থির ক'রে থাকেন, তা হলে আজ সন্ধ্যা সাতটায় তিনি আপনার জন্য সেণ্টরুথ ধ্বংসস্তূপের সন্নিহিত ছোট উপত্যকা-ভূমির কাঁটা গাছের কাছে অপেক্ষা করবেন।"

"নিশ্চয় আমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হবে। শুধু একটা অসুবিধা আছে, আমার সঙ্গে একজন দোসর বন্ধুর দরকার, অথচ এত অল্প সময়ে তা জোটান কঠিন। কারণ, ফেয়ারপোর্টএ আমার কারো সঙ্গে পরিচয় নেই। তা যাই হোক, আমি ঠিক সময়ে সেখানে হাজির হব, মিঃ ম্যাকইন্‌টায়ার সে সম্বন্ধে যেন নিশ্চিন্ত থাকেন।"

লেসলী তাঁহার টুপী তুলিয়া লইলেন এবং দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু লভেলের অবস্থা স্মরণ করিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "মিঃ লভেল, ব্যাপারটা এম্‌নি খাপছাড়া লাগছে। আপনার সঙ্গে খানিকটা আলোচনা না করে পারছি না। এ অবস্থায় আপনার ছদ্ম নাম বজায় রাখায় অনেক অসুবিধা। অবশ্য এই ছদ্ম নামের অন্তরালে কোন অসদভিপ্রায় আছে বলে আমি মনে করিনে। কিন্তু এ রকম অবস্থায় আপনার পক্ষে দোসর সংগ্রহ করাই দুর্ঘট হবে। অনেকে এমনও মনে করবেন যে, আপনার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করাও ম্যাকইন্‌টায়ারের পক্ষে বিসদৃশ। কারণ, আপনার প্রকৃত পরিচয় ত অন্ধকারে আচ্ছন্ন।"

লভেল বলিলেন, "আপনার ভূমিকা আমি বেশ বুঝতে পারছি। অবশ্য এরকম কথা শুন্‌লে মানুষের ক্রোধ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু আমি তা মনে করতে পারছি না। কারণ, আপনার উদ্দেশ্য সাধু ও সহৃদয়তা-পূর্ণ। ক্যাপ্টেন যে সমাজে এতদিন চলাফেরা ক'রে এসেছেন, তাতে তাঁর কার্য্য অসঙ্গত হবে না—ভদ্র-লোকের সব সুবিধাই তিনি পাবেন। সুতরাং তাঁর এ ব্যাপারে দোষ দেবে না কেউ। আমার দোসর একজন বন্ধু আমি পাবই। যদি এ সব ব্যাপারে তাঁর অভিজ্ঞতা কমই হয়, তাতে আটকাবে না। কারণ, আপনাকেও সেখানে দেখতে পাব।"

লেসলী বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, আপনি দোসর বন্ধু পেতে পারবেন। তবে আমার উদ্দেশ্য এই যে, এরকম গুরুদায়িত্ব ভাগাভাগি করে নেবার মত আর একজন পেলেই ভাল হত। দেখুন, লেফ্‌টেন্যাণ্ট টাফ্‌রিল তাঁর কামানের নৌকা নিয়ে বন্দরে এসে পৌঁছেছেন। এখন তিনি বুড়ো ক্যাকসনের বাড়ীতে আছেন। সেখানেই তাঁর বাসা। আমার ধারণা, আমার সঙ্গে আপনার যতটুকু আলাপ, তাঁর সঙ্গেও ততটুকু আছে। তিনি এ বিষয়ে আপনার দোসর হতে পারেন। আমি যদি অপর পক্ষে নিযুক্ত না হতাম, তা হলে নিশ্চয়ই আপনার দোসর হতাম।"

"আচ্ছা, তা হলে কাঁটাগাছের তলায়—সন্ধ্যে ৭ টায়—আমাদের অস্ত্র বোধ হয় পিস্তল?"

"ঠিক তাই। ৫ টার আগেই ক্যাপ্টেন মক্বারনস্ থেকে পালিয়ে আস্‌তে পারেন। আজ ভোর পাঁচটায় তিনি আমার কাছে লুকিয়ে এসেছিলেন। কারণ, তাঁর মামা শয্যা ত্যাগ করবার আগেই সেখানে ফিরে যেতে পারবেন ব'লে। আচ্ছা, নমস্কার, মিঃ লভেল।"

লেসলী কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

লভেল অন্যান্য সাহসী লোকের মতই বীর ছিলেন। কিন্তু এমন একটা আকস্মিক সঙ্কটসঙ্কুল অবস্থায় সকলেরই মন অজ্ঞাত ও অনিশ্চিত আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়ে। কয়েক ঘণ্টা পরে হয় ত তাঁহাকে ইহজগৎ হইতে অন্তর্হিত হইতে হইবে। শান্ত চিত্তে আলোচনা করিয়া তিনি এরূপ ব্যাপারের যৌক্তিকতা মানিয়া লইতে পারিলেন না। অথবা এমনও হইতে পারে, তাঁহার হস্ত একজন ভদ্রলোকের রক্তে অনুরঞ্জিত হইবে। ধর্ম্মের দিক দিয়াও ইহা সমর্থনযোগ্য নহে। একটা কথা বলিলেই কিন্তু এই ভীষণ সমস্যার সমাধান ঘটিয়া যায়। কিন্তু আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান তাঁহাকে জানাইয়া দিল, এখন যদি তিনি সেই কথাটা প্রকাশ করেন, সকলে ভাবিবে তিনি কাপুরুষ, প্রাণের মায়া আছে বলিয়া শেষ কালে প্রকাশ করিয়াছেন। মিস্ ওয়ারডুরও পর্য্যন্ত তাঁহার কাপুরুষতায় ক্ষুণ্ণ হইবেন। ক্যাপ্টেনের সহিত বলপরীক্ষায় ভীত হইয়াই তিনি অবশেষে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, ইহা ভাবিয়া সকলেই তাঁহাকে উপহাস করিবে।

না, তিনি এমন ভাবে আত্মসম্মানকে পথের ধূলায় নিক্ষেপ করিতে পারেন না। পরিণাম যাহাই হউক না কেন, তিনি সংকল্প করিলেন, দ্বন্দ্বযুদ্ধে তিনি যোগ দিবেনই। এইরূপ সংকল্প করিয়া তিনি লেফটেন্যান্ট টাফরিলের সহিত দেখা করিতে গেলেন।

লেফটেন্যান্ট তাঁহাকে শিক্ষিত ভদ্রলোকের ন্যায় শিষ্টাচার সহ অভ্যর্থনা করিলেন। সমস্ত ব্যাপারটা তিনি শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। কথা সমাপ্ত হইলে টাফরিল আসন ত্যাগ করিয়া ঘরের মধ্যে বার দুই পরিভ্রমণ করিয়া বলিলেন, "ভারী অদ্ভুত ব্যাপার, বাস্তবিক—"

"তা জানি, মিঃ টাফরিল। এরকম ব্যাপারে আপনাকে অনুরোধ করবার অধিকারও আমার অল্প। কিন্তু ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটল যে, আমার গত্যন্তর আর নেই।"

নৌ-কর্ম্মচারী বলিলেন, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। এমন কোন লজ্জাজনক ব্যাপার এতে আছে কি, যা আপনি প্রকাশ করতে চান না?"

"আমি ভদ্র সন্তান, আমার কথা বিশ্বাস করুন, লজ্জাজনক কিছুই এতে নেই। হয় ত শীঘ্রই আমাকে সব কথা জগৎকে জানাতে হবে।"

"কোন মিথ্যা লজ্জা বা বন্ধুদের নীচতার সংস্রবও আপনার জীবনব্যাপারে নেই ত?"

লভেল বলিলেন, "বিন্দুমাত্র নয়।"

টাফরিল বলিলেন, "ও রকম নির্বুদ্ধিতায় আমার কোন সহানুভূতি নেই। এই ধরুন না, আমার আত্মীয়দের কথাই বলি, শীঘ্রই আমার বিয়ে হবে—আমার আত্মীয়দের মনে ধারণা খুব নীচু ঘরের সঙ্গেই আমি কাজ করতে চলেছি। মেয়েটি খুব ভাল, তাকে আমি খুব ভালবাসি—উভয়েই প্রতিবেশী। প্রণয় যখন হয়েছিল, তখন নৌবিভাগে এমন সম্মানজনক কাজ আমি পাইনি।"

লভেল বলিলেন, "মিঃ টাফরিল, আপনি ঠিক জানবেন, আমার মা-বাবার পদমর্য্যাদা যাই হোক্ না কেন, শুধু দম্ভের খাতিরে প্রকাশ করতে নারাজ, এমন ভাববেন না। এখন আমার এমন অবস্থা যে, আপাততঃ আমার বংশ সম্বন্ধে আলোচনা করবার অধিকার নেই।"

"যথেষ্ট, যথেষ্ট। আপনার হাত দিন। আমার যথাসাধ্য এ ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করব। তবে ব্যাপারটা বড়ই অপ্রীতিকর—কিন্তু সে কথা ভেবে লাভ নেই। দেশের ডাকের পরই আত্মসম্মানের আহ্বান। আপনি সাহসী যুবক। আমার ধারণা, ক্যাপ্টেন ম্যাকইনটায়ার তাঁর বংশমর্য্যাদার যতই গর্ব্ব করুন না কেন, ছোকরার মর্য্যাদা কি? ওঁর বাবা আমারই মত একজন নাবিক ছিলেন। মামার দৌলতেই ওঁর যা কিছু। নইলে ওঁর স্থান কোথায়? যাক্, আমরা দুজনে আজ এক সঙ্গে খেতে বসে এ বিষয় আলোচনা ও ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলব। আপনি পিস্তল ব্যবহার ভাল জানেন ত?"

লভেল বলিলেন, "খুব ভাল রকম জানিনে।"

"সেটা বড় দুঃখের কথা—ম্যাক্ইনটায়ার ও বিষয়ে ওস্তাদ বলে প্রকাশ।"

লভেল বলিলেন, "তাতে আমিও দুঃখিত হচ্ছি। অবশ্য তাঁর জন্যও বটে, আমার জন্যও বটে। আমি তা হলে যথাসাধ্য লক্ষ্য স্থির করব।"

টাফরিল বলিলেন, "আমাদের ডাক্তার সার্জ্জেনের সহকারীকে মাঠে ডেকে নিয়ে যাব—সে পিস্তলের গুলীর চিকিৎসায় ভারী মজবুত। লেসলীকে জানাব

যে, উভয়ের মঙ্গলের জন্যই সেটা দরকার। যদি আপনার পক্ষে মন্দ একটুই ঘটে, আপনার সম্বন্ধে আর কিছু সাহায্য করতে পারি কি?"

লভেল বলিলেন, "সেজন্য আপনাকে বেশী কষ্ট দেব না। এই চাবিটা আমার দেরাজের। তার মধ্যেই আমার ছোটখাট গোপন কথা আছে। দেরাজে একটা চিঠি আছে, সেখানা আপনি নিজের হাতে যথাস্থানে বিলি করবেন।"

"বুঝেছি। তাতে লজ্জা পাবার কিছু নেই। আপনি বিশ্বাস করুন, আপনার যা কিছু দরকার, তা করতে ডান্ টাফরিল এতটুকু কুণ্ঠিত হবে না। সে মনে করবে, তাহার মৃতপ্রায় ভাইয়ের জন্য সে কাজ সে করছে। সার্জ্জনের সহকারী ও আমার সঙ্গে আপনি আহার করবেন, ঠিক রইল। পথের পারে গ্রেমস্ আর্ম্মস ও ৪টার সময় ডিনার।

লভেল বলিলেন, "তথাস্তু।"

সেণ্টরুথ ধ্বংসস্তূপের সন্নিহিত সঙ্কীর্ণ উপত্যকা-ভূমিতে কাঁটাগাছটি ছায়া বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান। গ্রীষ্মের অতি মধুর অপরাহ্ন।

সার্জ্জন ও টাফরিলের সহিত লভেল নির্দিষ্ট সময়ে সেই বৃক্ষ উদ্দেশে অগ্রসর হইলেন। পাছে কেহ জানিতে পারে, এজন্য তাঁহারা অশ্বকে ভৃত্যের সাহায্যে সহরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তখনও বিরুদ্ধ দল সেখানে আসে নাই।

যখন তাহারা আসিল, সকলে বৃক্ষমূলে উপনীত হইয়া দেখিলেন, এক ব্যক্তি সেখানে বসিয়া রহিয়াছে। সে সেই বৃদ্ধ অকিলট্রি—ভিক্ষুক।

লভেল বলিলেন, "বড় মুস্কিল হ'ল ত। একে এখান থেকে সরান যায় কি ক'রে?"

টাফরিল এই বৃদ্ধ পথচারীকে ভাল রকমেই চিনিতেন। তিনি বলিলেন, "বাবা আদম, এই টাকাটা তুমি নেও। একজন উর্দ্দীপরা চাকর ফোর হর্শস্থতে আছে। তাকে খোঁজ ক'রে বের করবে। সে যদি তখনো সেখানে না এসে থাকে, তুমি তার জন্য অপেক্ষা করবে। তাকে পরে বলবে, একঘণ্টা পরে তার মনিবের সঙ্গে আমরা দেখা করব। যাই হোক্, সেখানে তুমি আমাদের অপেক্ষায় থেকো। এখন যাও, নোঙ্গর তোল।"

টাকাটা পকেটে রাখিয়া বৃদ্ধ বলিল, "ধন্যবাদ—কিন্তু মিঃ টাফরিল, এখন আমার যাওয়া হবে না।"

"কেন, বাধা কিসের?"

"মিঃ লভেলের সঙ্গে আমার কথা আছে।"

লভেল বলিলেন, "আমার সঙ্গে? কি বলবে তুমি আমাকে? আচ্ছা, এদিকে এস,—বল। কিন্তু সংক্ষেপে বক্তব্য শেষ ক'রে ফেল।"

ভিখারী তাঁহাকে কিছু দূরে লইয়া গেল। বলিল, "মঙ্কবারণসের জমিদারের কাছে আপনার কোন ঋণ আছে?"

"ঋণী? আমি?—না, কিছু নেই। একথা তোমার মনে হল কেন? যাক্, আর কিছু বলবার নেই ত? আমার একটা কাজ আছে মিঃ টাফরেল-এর সঙ্গে।"

ভিক্ষুক বলিল, "বেশ ত, সময়মত সে কাজ করবেন'খন। মিঃ ডেনিয়েল টাফরিলএর উপর আমার একটু আধটু জোর চলে।"

"এডাম, হয় তুমি পাগল, নয় ত আমায় পাগল ক'রে দেবে।"

সহসা কণ্ঠস্বর পরিবর্ত্তিত করিয়া এডি বলিল, "দুটোর একটাও নয়। যাক্, ম্যাকইনটায়ার ও মিঃ লেস্লী এদিকে আসছে, আমি এখন আর কথা বলব না।"

প্রতিযোগীরা সম্মুখে অগ্রসর হইয়া রূঢ়তাসূচক শিষ্টাচারের সহিত অভিবাদন করিল।

ম্যাকইনটায়ার বলিল, "এই বুড়োর কি দরকার এখানে?"

এডি বলিল, "আমি বুড়ো সত্যি, কিন্তু তোমার বাবার আমলে আমি সৈনিক ছিলাম। একই পল্টনে কাজ করতাম।"

"সে তুমি যাই কিছু করে থাক না কেন, এখানে আমাদের কাজে বাধা দেবার কোন এক্তিয়ার নেই। তা যদি কর—"

বলিয়াই সে হাতের বেত উঁচাইল, কিন্তু আঘাত করিবার উদ্দেশ্যে নহে।

অকিলট্রির সাহস যেন এই অপমানে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে বলিল, "ক্যাপ্টেন ম্যাকইন্‌টায়ার, তোমার বেত নামাও। আমি আগেই বলেছি, আমি পুরাণো সেপাই। তোমার বাবার ছেলের কাছ থেকে অনেক কিছু নিতে পারি; কিন্তু আমার হাতে এই ডাণ্ডা থাকতে তোমার বেত আমার গা স্পর্শ করতে পারবে না।"

ম্যাকইন্‌টায়ার বলিল, "আমার অন্যায় হয়েছে—এই নাও এক ক্রাউন। নিয়ে এখান থেকে চলে যাও—কি হল তোমার?"

তখন দীর্ঘদেহ ভিক্ষুক সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া নির্ভীককণ্ঠে বলিল, "ছোকরারা, এখানে তোমরা এসেছ কেন? ভগবানের এই সুন্দর সৃষ্টি, তাঁর

আইন ভঙ্গ করে নষ্ট করতে এসেছ? সহর ছেড়ে গ্রামের মধ্যে এসে তার মধুর শান্তি তোমরা নষ্ট করতে চাও? মশাইরা, তোমাদের কি ভাই, বোন, বাবা নেই, মা নেই? এই রকম করে কি তোমরা মা বাপকে পুত্রহীন, ভাইকে,ভ্রাতৃহীন, বন্ধুকে বন্ধুহীন করতে চাও? এই রকম যুদ্ধে যে জিতে যায়, তারই সর্ব্বনাশ বেশী হয়। তোমরা ভেবে দেখ, আমি গরীব মানুষ—কিন্তু আমার বয়স হয়েছে—গরীব হলেও এত দিন বেঁচে থেকে যা জ্ঞান আমার হয়েছে, তোমাদের চেয়ে বিশগুণ বেশী। তোমরা ঘরে ফিরে যাও—ভাল ছেলের মত চলে যাও। ফরাসীরা একদিন এদেশ আক্রমণ করবে, তখন বীরত্ব দেখাবার সুযোগ পাবে। হয় ত বুড়ো এডিও সে-সময় বন্দুক ধরে তোমাদের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতেও পারে। ভাল কাজের জন্য প্রাণত্যাগ করলে প্রশংসা পাবে।"

তাহার এই নির্ভীক উক্তিতে সকলেই যেন বিচলিত হইল। বিশেষতঃ যাঁহারা সাহায্য করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা বৃদ্ধের কথার সারবত্তা অনুভব করিলেন। কারণ, এ ব্যাপারে স্বার্থ তাঁহাদের ছিল না, বরং অপ্রীতিকর ব্যাপার এড়াইতে পারিলেই তাঁহারা খুসী হইতেন।

টাফ্‌রিল বলিলেন, "মিঃ লেস্‌লী, সত্য কথা বল্‌তে কি, বুড়ো এডাম ঠিক কথাই বলেছে—এ যেন ভগবদ্বাক্য। গত কল্য আমাদের বন্ধুরা ক্রুদ্ধ ছিলেন, অবশ্য সবই বোকামী; আজ তাঁরা ঠাণ্ডা হয়েছেন, অন্ততঃ আমাদের উচিত তাঁদের শান্তি করা। উভয় পক্ষই ক্ষমা ঘেন্না করে পরস্পরের করকম্পন করুন, ফাঁকা আওয়াজ করে সকলে চলুন গ্রেম্‌স্ আর্ম্মস্ হোটেলে যাই।"

লেসলী বলিলেন, "একথার সমর্থন আমিও করি। উভয় পক্ষে অনেক বাদবিতণ্ডা হয়েছে সত্য, কিন্তু বিবাদের কোন যুক্তি আমি তাতে খুঁজে পাইনি।"

খুব শান্তভাবে ম্যাক্‌ইনটায়ার বলিল, "ভদ্র মহোদয়গণ, এ সব কথা আগেই ভাবা উচিত ছিল। আমার মতে, যাঁরা এতদূর পর্য্যন্ত এগিয়ে গেছেন, তাঁদের পক্ষে সে কাজ না করে হোটেলে গিয়ে খাওয়া চল্‌তে পারে, কিন্তু পরের দিন সকালে উঠে তাঁরা এই বুড়োর মতই নিজেদের মূর্খ ভাববেন। এ লোকটা অনাবশ্যক ভাবে আমাদের বক্তৃতা শুনিয়ে দিয়েছে। আমার কথা, আপনারা যে কাজ করতে এসেছেন, তা করে যান।"

লভেল বলিলেন, "আমারও সেই কথা। ভদ্র মহোদয়গণ সব ব্যবস্থা করে ফেলুন এই আমার ইচ্ছে।"

তাহার কথায় কেহ কর্ণপাত করিতেছে না দেখিয়া বৃদ্ধ বলিয়া উঠিল, "পাগল—সব পাগল হয়েছে। কিন্তু খুনের দায় তোমাদের সকলের মাথায় চেপে থাক্‌বে, তা বলে রাখলাম।"

জমির মাপ চলিতেছিল দেখিয়া বৃদ্ধ সরিয়া দাঁড়াইল। সে ক্রোধভরে বিড় বিড় করিয়া অনেক কথাই বলিয়া চলিয়াছিল।

সহকারীরা তাহার দিকে লক্ষ্য না করিয়া আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

লেসলী জানাইলেন, তিনি ভূমিতলে রুমাল নিক্ষেপ করিবামাত্র পরস্পর পরস্পরের দিকে গুলী নিক্ষেপ করিবেন।

শেষ সঙ্কেত প্রদত্ত হইল। প্রায় একই মুহূর্ত্তে উভয়েই উভয়ের দিকে গুলী নিক্ষেপ করিলেন। ক্যাপ্টেন ম্যাক্‌ইনটায়ার-নিক্ষিপ্ত গুলী লভেলের গা ঘেঁষিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু রক্তপাত হইল না। লভেলের গুলী নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে পতিত হইল। ম্যাক্‌ইন্‌টায়ার টলিয়া পড়িয়া গেল। বাহুর উপর ভর দিয়া উঠিয়া সে প্রথমেই বলিয়া উঠিল, "কিছুই হয় নি—অন্য পিস্তল দাও আমাদের—"

কিন্তু পরক্ষণেই সে নিম্ন কণ্ঠে বলিল, "না, যথেষ্ট হয়েছে—আমার যোগ্য পুরস্কারই পেয়েছি। মিঃ লভেল, কিংবা আপনার যে নামই হোক্ না কেন, আপনি পালান—নিজেকে বাঁচান। সাক্ষীরা আপনারা জেনে রইলেন, আমিই জোর করে এটা চেয়েছিলাম।"

তারপর আবার উভয় বাহুর উপর ভর দিয়া ক্যাপ্টেন বলিল, "আসুন আপনার হাত দিন, লভেল—আপনাকে আমি ভদ্রলোক বলেই বিশ্বাস করি—আমার রূঢ়তা ক্ষমা করবেন—আমার মৃত্যুর জন্যও আপনাকে ক্ষমা করলুম—অভাগিনী বোন্ আমার!"

এই বিয়োগান্ত ব্যাপারে যথাকর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য সার্জ্জন ছুটিয়া আসিলেন। নিজের এই নিন্দিত কার্য্যের ফল দেখিয়া লভেল নির্ব্বাকভাবে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার দুই চক্ষুতারকা তখন স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল না। পথচারী তাঁহাকে স্পর্শ করায় লভেলের চেতনা ফিরিয়া আসিল।

"চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। যা হবার হয়েছে—এখন অনুশোচনায় কোন ফল হবে না। যদি লজ্জাজনক মৃত্যু থেকে বাঁচতে হয়, তবে এখুনি পালাতে হবে। লোকজন এসে পড়লেই

আর পালাবার উপায় থাক্‌বে না, তখুনি জেলে যেতে হবে।"

টাফ্‌রিল বলিলেন, "ঠিক বলেছে বুড়ো। রাজপথে আপনি এখন যাবার চেষ্টা করবেন না। বনের ভেতর পালিয়ে যান। সারা রাত সেখানে লুকিয়ে থাক্‌বেন। ততক্ষণে আমার ছোট জাহাজ যাত্রার জন্য প্রস্তুত থাক্‌বে। শেষ রাতে ৩টার সময় মসেল ক্রাগে জাহাজ নিয়ে দাঁড়াব—জেলে ডিঙ্গি পাঠাব। তাতে চড়ে আপনি আমার জাহাজে উঠ্‌বেন। এখন পালান—দোহাই ভগবানের, আর দেরী করবেন না!"

আহত যুবক বলিল, "হ্যাঁ, আপনি পালান!"

ভিক্ষুক বলিল, "আমার সঙ্গে এস" বলিয়া সে তাঁহাকে টানিয়া লইয়া চলিল।

"ঠিক, ক্যাপ্টেন যা মতলব করেছে, সেটাই ঠিক। আমি তোমাকে এমন জায়গায় লুকিয়ে রাখ্‌ব, কেউ জান্‌তে পারবে না। তার পর জাহাজে তুলে দেব।"

লেফটেনাণ্ট টাফ্‌রিল আবার অনুনয়পূর্ণ কণ্ঠস্বরে বলিলেন, "যান্ আপনি। এখানে থাকা পাগলামী।"

লভেল তাঁহার করকম্পন করিয়া বলিলেন, "এখানে আসাই পাগ্‌লামীর চেয়েও খারাপ হয়েছিল। কিন্তু বিদায়!"

ভিক্ষুকের সহিত তিনি বনের গভীরতম অংশের দিকে চলিতে লাগিলেন।

২১

——The Lord Abbot had a soul
Subtile and quick, and searching
as the fire,
By magic stairs he went as deep as hell,
And if in devil's possession gold be kept,
He brought some sure from thence—
'tis hid in caves,
Known, save to me, to none—
The Wonder of a Kingdome.

যন্ত্রচালিতবৎ লভেল ভিক্ষুকের অনুবর্ত্তী হইলেন। বৃদ্ধ দ্রুতপদে নানা ঝোপ-জঙ্গলের মধ্য দিয়া তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। মাঝে মাঝে সে পশ্চাতে ফিরিয়া কাণ পাতিয়া শুনিতেছিল—কেহ তাহাদিগের সন্ধানে আসিতেছে কি না।

স্রোতস্বিনীর তীরে নামিয়া, সঙ্কীর্ণ পথরেখা ধরিয়া উভয়ে ক্রমেই গভীরতম অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে লভেল প্রত্নতাত্ত্বিকদিগের সহিত ধ্বংসস্তূপ পর্য্যবেক্ষণকালে যে সকল সঙ্কীর্ণ পথ দেখিয়াছিলেন, মাঝে মাঝে সেই সকল পথের রেখাও তাঁহার দৃষ্টিতে পড়িতে লাগিল।

লভেল এই ব্যাপারে এমনই বিমর্ষ ও মনঃপীড়িত হইয়াছিলেন যে, সকল সময়েই তাঁহার মনে হইতেছিল—"এ কি করলাম! তখন মনে হচ্ছিল, আমি বড় অসুখী। অথচ কোন দোষ—কোন পাপই তখন করিনি। আর এখন? এই ছোকরার মৃত্যুর পাপ আমার মাথায় চেপে বসেছে! তখন আত্মসম্মান বজায় রাখবার জন্য অহঙ্কারের তাড়নায় একাজ করে ফেলেছি, কিন্তু এখন আর কোন উৎসাহই ত নেই। শয়তানই একাজ করালে আমাকে দিয়ে।"

মিস্ ওয়ারডুরের কথাও তখন লভেলের মনে স্থান পাইল না। যাবজ্জীবন যদি সেই তরুণীর সঙ্গলাভ হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়, তাহা অপেক্ষাও এ যন্ত্রণা দুর্বিষহ। মানুষের রক্তপাত তাঁহাকে করিতে হইল!

তাঁহার চিন্তায় ভিক্ষুক কোনও বাধা দিল না। সে শুধু লভেলের গমনপথকে অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য করিয়া দিবার চেষ্টাই করিতেছিল।

অবসাদ, ক্লান্তি বশতঃ লভেল বৃদ্ধের বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন। তাঁহার পা যেন আর চলিতে চাহিতেছিল না।

অবশেষে লভেল দেখিলেন, একটা দুরারোহ পাহাড়ের ধারে একটি গুহার মুখে বৃদ্ধ দাঁড়াইয়াছে। এই ক্ষুদ্র গুহামুখের উপর তরু-গুল্ম-লতার এমন আচ্ছাদন পড়িয়াছে যে, তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইলেও এই গুহামুখ কাহারও দৃষ্টিগোচর হইবার সম্ভাবনা নাই। সেই গুহার মধ্যে গুঁড়ি মারিয়া বৃদ্ধ প্রবেশ করিল; তিনিও তাহার অনুবর্ত্তী হইলেন। ভিতরে কিন্তু গুহা বেশ প্রশস্ত এবং দুই ভাগে বিভক্ত।

গুহার প্রবেশমুখে প্রদোষান্ধকার, কিন্তু ভিতরে বিন্দুমাত্র আলোকরেখা নাই। বৃদ্ধ বলিল, "এ জায়গা কেউ জানে না; আমি ছাড়া আর দুজন জীবন্ত লোক এই গুহা চেনে—জক্, ও ল্যাংলিঙ্কার।"

আরও নিভৃততম প্রদেশে বৃদ্ধ লভেলকে লইয়া গেল। সে বলিল, "এখানে একটা ঘুরোনো সিঁড়ির

মত ধাপ আছে। তা দিয়ে উপরে ওঠা যায়। লোকে বলে, এখানে মঠের সন্ন্যাসীরা ধ্যান-ধারণা করত, ধনরত্নও লুকিয়ে রাখত। এখান থেকে গির্জ্জায় যাওয়া যেত। সন্ন্যাসী প্রার্থনার সময় সেখানে এই পথে চলে যেত। মঙ্কবারনস্ এ গুহার খবর জান্‌লে অনেক কথা বল্‌তে পারতেন। আগে এখানে যাই হোক না কেন, আমার জীবনে অনেক পাপ কাজ এখানে হতে দেখেছি। অনেকের মুরগী চুরি গেলে, এই গুহায় মানুষ তা পাক করে খেয়েছে, এ চিহ্ন আমি দেখেছি।"

বৃদ্ধ এই ভাবে তাহার কাহিনী বলিয়া যাইতে লাগিল। শ্রোতা একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া পড়িলেন। শ্রান্তিতে তাঁহার দেহ ও মন অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। অসুস্থতার প্রভাবও তাঁহার দেহ হইতে এখনও সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই। তাঁহার দুই চক্ষু শ্রান্তিভরে নিমীলিত হইয়া পড়িল।

বৃদ্ধ এডি আপন মনে বলিল, "আহা, বেচারা ছোকরা! সত্যি ঘুমিয়ে পড়ল দেখ্‌ছি! ঠাণ্ডা লেগে অসুখ হবে না ত? আমাদের মত ত শরীর নয় যে, যেখানে সেখানে ঘুমুলে সহ্য হবে! মিষ্টার লভেল, উঠে বসুন আপনি। ক্যাপ্টেন ছোকরা ভাল হয়ে উঠ্‌বে বলে মনে হচ্ছে। তা ছাড়া এরকম দুর্দ্দশা শুধু যে আপনার অদৃষ্টেই ঘটেছে, তা নয়। আমি অনেক লোককে খুন হতে দেখেছি। আমিও অনেককে খুন করার সাহায্য করেছি। অথচ কারোর সঙ্গে কারুর ঝগড়া ছিল না। অবশ্য আমি বলছি না, কাজটা সঙ্গত। তবে অনুতাপ জানালে ভগবান ক্ষমা করবেন।"

এই ভাবে পথচারী বৃদ্ধ লভেলের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করিতে লাগিল। ক্রমে প্রদোষের অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল—যে সামান্য আলোকেরেখা এতক্ষণ দেখা যাইতেছিল, তাহা সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইল।

বৃদ্ধ বলিল, "এইবার আপনাকে একটু সুবিধামত জায়গায় নিয়ে যাব। এর আগে আমি অনেকবার সেখানে ব'সে ব'সে ভাঙ্গা জানালার ভেতর দিয়ে চাঁদের আলো আস্‌তে দেখেছি। এই রাত্তিরে কোন লোক এদিকে আস্‌বে না। পুলিস ত ভয়েই সারা হয়ে যাবে। আমার সময়ে অনেক বার আমি পুলিসকে ভোগা দিয়েছি। ওরা এখন আর আমায় বিরক্ত করে না। তা ছাড়া মিস্ ইসাবেলা ওয়ারডুর সোজা মেয়ে নয়—তাঁর যথেষ্ট ক্ষমতা, তা বোধ হয় আপনি জানেন।" (লভেল এই সময় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।)

বৃদ্ধ বলিয়া চলিল, "সব ঠিক হয়ে যাবে, অত মনমরা হবেন না। মেয়েটি নিজের মন এখনো বুঝতে পারেন নি—সময়ে পারবেন! এদেশে অমন সুন্দরী মেয়ে আর নেই। আমার বড় বন্ধু তিনি।"

কথা বলিতে বলিতে বৃদ্ধ পাথরের সোপানপথ রুদ্ধ করিয়া যে সকল প্রস্তরখণ্ড পড়িয়াছিল, তাহা সরাইয়া দিতে লাগিল। তারপর সেই গোপনপথে সে লভেলকে লইয়া উঠিতে লাগিল।

লভেল দেখিলেন, সোপানাবলী সঙ্কীর্ণ হইলেও আলো-বাতাস-সংস্পর্শবর্জ্জিত নহে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট গর্ত্ত প্রাচীরগাত্রে দেখা যাইতে লাগিল। এই গুপ্ত পথ সেকালে প্রধান ধর্ম্মযাজক সন্ন্যাসী গোপনে ব্যবহার করিতেন।

সোপানাবলী যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখানে একটা বৃত্ত দেখা গেল। এডি বলিল, "এখানে বেশ আরামে বসা যাবে। এখানে বেশ বাতাস আছে। নীচের মত অন্ধকূপ এখানটা নয়।"

ভিক্ষুকের বাহুমূল করিয়া লভেল সহসা বলিলেন, "চুপ! কার গলার স্বর যেন শুনতে পেলাম!"

অস্ফুটস্বরে এডি বলিল, "আমি একটু কাণে কম শুনি। যাই হোক, এখানে আমরা নিরাপদে আছি। কোন্ দিক থেকে শব্দ আস্‌ছে?"

লভেল গুহার দ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। তাহার সম্মুখেই ধ্বংসস্তূপ—অট্টালিকার উপর চাঁদের আলোর বন্যা বহিয়া যাইতেছিল।

মৃদু, সতর্ক কণ্ঠস্বরে এডি বলিল, "ওরা আমাদের জানা লোক কেউ নয়। দুজন লোক মাত্র এ জায়গা চেনে—তারা এখন বহু দূরে আছে। তারা তীর্থ করতে গেছে। এমন রাত্তিরে পুলিসের লোক এখানে কখনই আস্‌বে না। ভূতের গল্প আমি বিশ্বাস করিনে। কিন্তু ওরা যেই হোক, এদিক পানেই আস্‌ছে দেখ্‌ছি!—দুজন লোক দেখছি, আলোও আছে।"

সত্য কথা। এই ভিখারী দুই জন লোককে গুহার অপর মুখের দিকে আসিতে দেখিয়াছিল। চন্দ্রালোকে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছিল। তাহাদের হাতে একটা ছোট লণ্ঠন। এডির প্রথমেই মনে হইল যে, এমন সময়ে এই ধ্বংসস্তূপের দিকে পুলিস ছাড়া আর কে আসিবে? সম্ভবতঃ লভেলের সন্ধানে পুলিস কর্ম্মচারীরাই আসিতেছে।

কিন্তু আগন্তুকদিগের গতিবিধি দেখিয়া সেরূপ সন্দেহ মনে জাগিয়া উঠে না। যাহা হউক, বৃদ্ধ লভেলকে নীরবে থাকিবার জন্য ইঙ্গিত করিল। উহাদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করা যাউক। যদি প্রয়োজন ঘটে, তাহা হইলে এই স্থান হইতে তাহারা সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথেই পলায়ন করিতে পারিবে; কেহ তাহাদিগকে ধরিতে পারিবে না। সুতরাং তাহারা সম্পূর্ণভাবে নীরব, নিশ্চল হইয়া বসিয়া আগন্তুকদিগের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল।

নিম্নস্বরে নৈশ আগন্তুকযুগল কি আলোচনার পর গুহার মুখের ভিতরে প্রবেশ করিল এবং মাঝখানে দাঁড়াইল। এক জনের মৃত কণ্ঠস্বর ও উচ্চারণভঙ্গীতে লভেল তাহাকে ডাউষ্টারসউইভেল বলিয়া চিনিতে পারিলেন

জার্ম্মাণটি বলিতেছিল, "মাননীয় হুজুর, এই মহৎ কাজের জন্য এই সময়টা চমৎকার। আপনি দেখতে পাবেন, মিঃ ওল্ডবক্ যা সব বলেছেন, তা যে বাজে কথা, তা এখুনি জানতে পারবেন। একটা ছোট ছেলে যা জানে, তিনি তাও জানেন না। তিনি একশ পাউণ্ড দিয়ে রাতারাতি বড় মানুষ হতে চান। আমি তাঁর ও টাকা গ্রাহ্য করিনে। কিন্তু হুজুর, আপনি আমার মালিক, আপনাকে আমি আমার গুপ্ত বিদ্যের সব পরিচয় আজ দেব।"

ফিস্ ফিস্ করিয়া এডি বলিল, "অপর লোকটি স্যার আর্থার ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। ঐ জার্ম্মাণ জোচ্চোরটার পাল্লায় পড়ে উনি এখানে এসেছেন দেখ ছি! দেখা যাক্ লোকটা কি করে।"

স্যার আর্থার অতি মৃদুস্বরে জার্ম্মাণটাকে কি বলিলেন, তাহা লভেল ভাল শুনিতে পাইলেন না। শুধু একটা কথা তাঁহার কাণে গেল—"অনেক খরচ।" উত্তরে জার্ম্মাণ বলিল, "খরচ! তা ঠিক, অনেক খরচ পড়বে। বীজ না পুঁতলে ত ফসলের আশা করা যায় না। খরচই হল বীজ, আর ফসল হ'ল গে ভাল ধাতুর খনি। স্যার আর্থার, আজ আপনি দশ গিনির সামান্য বীজ ছড়িয়েছেন। তা থেকে ফসল কিছু পাবেনই। এই দেখুন হুজুর—আপনার কাছে কিছু লুকিয়ে রাখ্ব না—এই ছোট রূপোর রেকাবটি দেখ্ছেন ত? আপনি জানেন যে, চন্দ্র সমগ্র সৌরগ্রহ ২৮ দিনে ঘুরে আসে! ছেলেরাও একথা জানে। চাঁদ যখন ১৫ বরে, তখন রূপোর প্লেটটিতে এই শব্দ লিখে রেখেছি—সেড্ বার্ল চিমথ স্কাটাচান'। তার চেহারাটা উড়ন্ত সাপের মত এঁকে রেখেছি। হ'ল ত? তার পর প্লেটের অপর ধারে আমি চাঁদের গমনপথের একটা হিসেব দিয়েছি। এই হিসেব অনুসারে আজ খুব বেশী কিছু পাওয়া যাবে না।"

সরলপ্রকৃতির ব্যারনেট বলিলেন, "মিঃ ডাউষ্টারসউইভেল, এটা অনেকটা ইন্দ্রজালের মত নয় কি? আমি অযোগ্য হলেও ধর্ম্মপথ ছেড়ে কোন কিছু করতে চাইনে।"

আরে না মশাই, এতে ইন্দ্রজালের কোন সংস্রব নেই। এসব হচ্ছে গ্রহ-উপগ্রহের ফলাফল। আমি এর চেয়েও সূক্ষ্ম হিসেব আপনাকে দেখাব। তবে এমন কথা বলছিনে যে, আত্মার ক্রিয়া এ ব্যাপারে নেই। আপনি যদি ভয় না পান, তা হ'লে ভূতের দেখা পেতে পারেন।"

ভয় পাইয়া ব্যারনেট বলিলেন "প্রেতযোনি আমি দেখতে রাজি নই।"

"বড়ই দুঃখের কথা, হুজুর। কুকুর যেমন চৌকি দেয়, এই ভূত বা যক্ষ সেই রকম ধন-রত্ন পাহারা দিয়ে আছে. এটাই আপনাকে আমি দেখাতে চেয়েছিলাম। আমি জানি, তাকে কি ক'রে ডাকতে হয়। আপনি কি তাকে দেখতে চান না?"

"না, আমার কোন প্রয়োজন নেই। তা ছাড়া সময়ও আমাদের কম।"

"হুজুর আমায় মাপ করবেন। এখনো রাত বারোটা বাজেনি। আর বারোটাই আমাদের জ্যোতিষী মতে ঠিক সময়। আপনাকে এর মধ্যে আমি ভূত দেখিয়ে দিতে পারি। এই দেখুন, আমি একটা ছক্ কাটছি—একটা বৃত্তের মধ্যে এই পঞ্চ রেখাবিশিষ্ট আকৃতিটা থাকবে—এ ভারী সোজা কাজ। আপনি তলোয়ারখানা খুলে ধরুন। আর আমি কতকগুলি মন্ত্র পাঠ করি। আপনি দেখতে পাবেন, নগরের দরজা যেমন খুলে যায়, এই পাথরের দেওয়াল মুক্ত হয়ে দরজা দেখা দেবে। প্রথমে আপনি দেখবেন, একটা হরিণকে তিনটে গ্রেহাউণ্ড তাড়া করেছে। তারা হরিণটাকে পাকড়াও করে মাটীতে ফেলে দিচ্ছে দেখ্বেন। তার পরই একটা কালো কুৎসিত কাফ্রি হরিণটাকে কুকুরগুলোর কাছ থেকে টেনে নেবে। তার পর সব দৃশ্য মিলিয়ে যাবে। তার পর শৃঙ্গধ্বনি শুনতে পাবেন—সমস্ত ভগ্নস্তূপ সে শৃঙ্গনাদে ভরে উঠবে। তার পরই দেখা দেবে নকীব—তার হাতে শিঙ্গা। সেই সঙ্গে দেখা দেবে বড় শিকারী পিঙ্গল ফাস। একটা

কালো ঘোড়ার পিঠে সে সওয়ার হয়ে দেখা দেবে। এ সব দৃশ্য কি আপনি দেখ্‌তে চান না?"

ব্যারনেট বলিলেন, "অবশ্য ভয় আমি পাব না। কিন্তু অনিষ্ট এতে হবে না ত?"

"অনিষ্ট! বলেন কি? অবশ্য দর্শক যদি ভয় পান্‌, তলোয়ার ঠিকভাবে না ধরে থাকেন, তা হ'লে শিকারীটা অবশ্য তাঁর টুটি চেপে ধরে বটে! কিন্তু ভয় না পেলে কিছু হয় না।"

"তা হ'লে, ডাউষ্টারস্‌উইভেল, ও সব এখন থাক্‌। তুমি যা আজ করতে এসেছ, তাই কর।"

"তা যা বল্‌বেন, হুজুর, তাই করব। আচ্ছা, আমি কাঠগুলো জ্বালি, আপনি ততক্ষণ তলোয়ার খুলে ঠিক ক'রে ধরুন।"

জার্ম্মাণ তখন সংগৃহীত কাঠের টুকরাগুলিতে অগ্নিসংযোগ করিল। উহাতে এমন কিছু বস্তু মিশ্রিত ছিল, যাহার ফলে কাঠগুলি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। চারিদিক আলোকিত হইয়া উঠিল। জার্ম্মাণটি তখন উহাতে কিছু ইন্ধন নিক্ষেপ করিল। তাহাতে একটা বিশ্রী দুর্গন্ধ উত্থিত হইতে লাগিল। উভয়েই তাহার প্রভাবে হাঁচিতে ও কাসিতে লাগিল। ঐ দুর্গন্ধ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ায় লভেল ও এডিও হাঁচিতে আরম্ভ করিল।

চারিদিক হইতে হাঁচি ও কাসির শব্দ হওয়ায় ব্যারনেট বলিলেন, "ওটা কি প্রতিধ্বনি নাকি? অথবা তুমি যে ভূতের কথা বলছিলে, সেই আমাদের বিদ্রূপ করছে?"

বলিতে বলিতে তিনি জার্ম্মাণের কাছে সরিয়া দাঁড়াইলেন।

সে বলিল, "না—তা বোধ হয় নয়।"

এই সময় প্রচণ্ড হাঁচির বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া বৃদ্ধ অকিলটি হাঁচিয়া উঠিল। সমগ্র গুহা তাহাতে কাঁপিয়া উঠিল। অর্থান্বেষী দুই ব্যক্তিই সেই শব্দে ভীত হইল। ব্যারনেট বলিয়া উঠিলেন, "ভগবান, রক্ষা করুন।"

ভীত জার্ম্মাণ বলিল, "আমি ভাবছিলাম, দিনের আলোতেই এ সব করা ভাল। এখন এখান থেকে চ'লে যাওয়াই শ্রেয়।"

ব্যারনেটের ভয় দূর হইল। তাঁহার মনে একটা সন্দেহ জাগ্রত হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ আসন্ন বিপন্ন অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ওরে বদমাস্‌, তুই বুঝি আমাকে ভেল্কী দেখিয়ে, তোর প্রতিজ্ঞামত কাজ করা বন্ধ করতে চাস্‌! সে হবে না। আজ আমি দেখ্‌তে চাই; তোর বিদ্যে কত। আমার ত সর্ব্বনাশ হবার যোগাড় হয়েছে। তোকে বিশ্বাস ক'রে আমার যথাসর্ব্বস্ব তোর হাতে দিয়েছি। কথামত কাজ তুই যদি না করিস্‌, তোকে এমন জায়গায় পাঠাব, সেখানে সত্যি সত্যি তুই ভূত দেখ্‌বি!"

অর্থসন্ধানী জার্ম্মাণটা তখন উভয় সঙ্কটে পড়িয়া কাঁপিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, তাহার চারিদিকে ভূতযোনি ঘিরিয়াছে। আবার সার আর্থার মুক্ত তরবারি হস্তে দণ্ডায়মান। ব্যারন তখন নৈরাশ্যে ক্ষিপ্তপ্রায়। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "হুজুর, অন্নদাতা আপনি। এ সব কথা আমায় বল্‌বেন না, হুজুর। ভেবে দেখুন, ভূতরা—"

এডি এতক্ষণে ব্যাপারটায় বেশ মজা আছে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। সে তখন উৎকট স্বরে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। এরূপ ভাবে চীৎকার করা তাহার অভ্যাস ছিল।

জার্ম্মাণটা তখনই নতজানু হইয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল, "হুজুর, সার আর্থার, চলুন পালাই, নয় ত আমায় যেতে দিন।"

কোষমুক্ত তরবারি উদ্যত করিয়া সার আর্থার বলিলেন, "সে হবে না, বাছাধন। আমায় ঠকিয়ে বদমাস তুমি পালাবে? তা হচ্ছে না! মঙ্কবারনস্‌ অনেক আগে তোমার ভণ্ডামি বুঝতে পেরে আমায় সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন। আগে আমায় গুপ্তধন দেখাও, তবে তুমি যেতে পাবে। তা না হ'লে তোমাকে জোচ্চোর বলে আমি ধরিয়ে দেব। না হয় ত এই তলোয়ার তোমার বুকে বসাব। তাতে যদি চারিদিকে ভূতরা হুঙ্কার দেয়, তাতেও পেছ্‌-পা হব না।"

"হুজুর, ভগবানের দোহাই, অত অধীর হবেন না। গুপ্তধনের কথা আমি যতদূর জানি, সব আপনি পাবেন, কিন্তু ভূতের কথা কইবেন না। ওতে তারা রাগ করে।"

এডি ভাবিয়াছিল, আবার সে চীৎকার করিবে; কিন্তু লভেল তাহার গা টিপিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়া দিলেন। তিনি তখন কৌতূহলপরবশ হইয়া ব্যাপারটার শেষ দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন।

এদিকে ভূতের ভয়, অপর দিকে সার আর্থারের উদ্যত তরবারি—ডাউষ্টারস্‌উইভেল প্রমাদ গণিয়া তাহার ইন্দ্রজাল বিদ্যার যে নমুনা দেখাইতে লাগিল, তাহাতে অন্যকে ঠকান সহজ হইয়া উঠিল না।

সে মুখে কত কি আওড়াইতে লাগিল এবং

অট্টালিকার এক কোণে সরিয়া গেল। সেখানে একখানা চওড়া পাথর পড়িয়াছিল। তাহার উপরে একটা যোদ্ধার মূর্ত্তি অঙ্কিত। সে সার আর্থারকে বলিল, "এখানেই আছে, হুজুর—ভগবান আমাদের রক্ষা করুন!"

সার আর্থারের মনে এখন ভয় বিন্দুমাত্র ছিল না। এই ব্যাপারের শেষ দেখিবার জন্য তিনি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া জার্ম্মাণটির সহিত পাথরখানি সরাইবার চেষ্টা করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই ঐ লোকটা পাথর সরাইবার উপযোগী একটা যন্ত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। অনেক পরিশ্রমে ভারী পাথরখানা স্থানচ্যুত হইল। ভিতর হইতে কোনও অপার্থিব আলোক বাহির হইল না, অথবা কোনও প্রেত যোনি দেখা দিল না। ডাউষ্টারসউইভেল সঙ্গে কোদাল ও শাবল লইয়া আসিয়াছিল। সে গর্ত্তের মধ্যস্থ মৃত্তিকা কয়েক কোদাল তুলিয়া ফেলিল। তার পর শাবল দিয়া আঘাত করিল। কোন ধাতব পাত্রে শাবল আহত হইল।

জিনিষটাকে তাড়াতাড়ি তুলিয়া জার্ম্মাণ বলিল, "হুজুর, এই নিন। এর বেশী আজ রাতে আর হবে না।"

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সে চারিদিকে ভীত চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। পাছে কোনও দিক হইতে প্রতিশোধ নিবার জন্য কোনও প্রেতযোনি তাহাকে আক্রমণ করিয়া বসে।

সার আর্থার বলিলেন, "কই দেখি? আমি নিজের চোখে দেখে সবটা বুঝতে চাই।"

লণ্ঠনের আলোকে পদার্থটি ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন, উহা একটা আধার বটে। অতদূর হইতে লভেল জিনিষটা যে কি, তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

উহা খুলিয়া ফেলিয়া ব্যারনেট বিস্ময়-ধ্বনি করিলেন। আধারটি মুদ্রাপূর্ণ।

ব্যারনেট বলিলেন, "এটা সৌভাগ্যের লক্ষণ বল্‌তে হবে। এ থেকে যদি বুঝতে পারি, লাভ আছে, তা হলে বড় রকমের চেষ্টার জন্য বেশী ব্যয় করা যাবে। ধর, এর পর তোমার পরীক্ষায় চাঁদের ষোলকলা পূর্ণ হবার সময় যদি বেশী পাওয়া যায়, তা হলে বেশী টাকা তোমাকে দেওয়া যাবে। তা সে আমি যে করেই পারি সংগ্রহ করব।"

ডাউষ্টারসউইভেল বলিল, "হুজুর, ওসব কথা এখন আর বল্‌বেন না। এখন পাথরখানা আবার যথাস্থানে রাখা যাক্‌, আসুন! তার পর চলুন এখান থেকে যাওয়া যাক্‌।"

কার্য্য সমাধা করিয়া দ্রুতগতিতে সে চলিল—সার আর্থার তাহার অনুবর্ত্তী হইলেন। পাছে ভূতে ধরে, এজন্য কাপুরুষটা যথেষ্ট ভয় পাইয়াছিল।

উভয়ের মূর্ত্তি অন্ধকারে অন্তর্হিত হইলে, এডি বলিল, "এরকম আগে কেউ দেখেছে? কিন্তু বেচারা ব্যারনের জন্য আমরা কি করতে পারি? তবে সার আর্থার যে রকম সাহস আজ দেখিয়েছেন, এরকমটি যে উনি পারবেন, তা কখনো ভাবিনি। ভাবছিলাম, উনি বুঝি দিলেন তলোয়ারখানা ওর বুকে বসিয়ে! যাক্‌, এখন কি করা যাবে?"

লভেল বলিলেন, "আমার মনে হয়, জার্ম্মাণটার ওপর ওঁর বিশ্বাস আবার ফিরে এসেছে। শয়তানটা আগেই ওখানে ঐ জিনিষ লুকিয়ে রেখেছিল নিশ্চয়!"

"সে ঠিক। জিনিষ কোথা থেকে বেরোবে, তা ঠিক করেই এই সব জোচ্চোর কাজে নামে। না—ঐ লোকটা ভদ্রলোকের যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে তবে ছাড়বে। শেষকালে ধূর্ত্ত জার্ম্মাণটা নিজের দেশেই পালিয়ে যাবে। আমার এক একবার ইচ্ছে হচ্ছিল, সেই ব্যাটার মাথায় এক ঘা লাঠি বসিয়ে। সে ভাবত কোন সন্ন্যাসীর ভূত এই কাজ করেছে। কিন্তু গোঁয়ার্ত্তুমি না করাই ভাল হয়েছে। একদিন বেটা ধরা পড়বেই।"

লভেল্ বলিলেন, "মিঃ ওল্ডবককে খবর দিলে হয় না?"

"তাতে কি ফল হবে? ওঁরা দুজনই সমান। আবার দুজনের তফাৎও কম নয়। মঙ্কবারনস্ সময় সময় সার আর্থারের ওপর ক্ষমতা খাটাতে পারেন, আবার সময় সময় সার আর্থার তাঁকে গ্রাহ্য করেন না। সব সময়ে মঙ্কবারনসের বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় না। একটা চাক্‌তি পেলে তিনি মনে করেন সেটা রোম্যান মুদ্রা। একটা খানা দেখ্‌লে বল্‌বেন, সেখানে আগে শিবির ছিল। এ ব্যাপারে তাঁকে দিয়ে বিশেষ কোন সুবিধা হবে মনে করিনে।"

"তা হলে মিস্ ওয়ারডুরকে এই সব কথা বল্‌বে কি?"

"কিন্তু সে বেচারা তাঁর বাবাকে কি ক'রে ফেরাবেন? তা ছাড়া একথা শুনে করবেনই বা কি? সার আর্থারের যে রকম দেনা, তাতে তাঁর রক্ষার কোন উপায় নেই। তাই ত হন্যে কুকুরের মত তিনি চারদিকে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছেন। হয় তাঁর জেল হবে, নয় ত এ দেশ ছেড়ে তাঁকে পালাতে হবে। সুতরাং মেয়েটাকে এ সব জানিয়ে তাঁর দুঃখ বাড়িয়ে

লাভ নেই। তা ছাড়া এই গুপ্তস্থানের কথাটা আমি কাকেও জানাতে চাইনে। আপনি ত দেখছেন, এখানে কেমন লুকিয়ে থাকা চলে! ভবিষ্যতে এ জায়গাটা হয় ত আমার নিজের কাজেই লেগে যেতে পারে।"

লভেল তাহার এ আপত্তি-খণ্ডনের কোনও যুক্তি খুঁজিয়া পাইলেন না। তবে এই ঘটনা দেখিয়া তাঁহার চিন্তাধারা নূতন খাতে বহিতে লাগিল। অপরাহ্ণের ব্যাপারে তিনি যেরূপ মুষড়িয়া পড়িয়াছিলেন, সে অবস্থা কাটিয়া গেল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে, ম্যাক্‌ইনটায়ারের আঘাতটা বিপজ্জনক হইলেও, মারাত্মক হইবে তাহার কোন হেতু নাই। তাঁহার সম্মুখে বহু কর্ত্তব্য পড়িয়া রহিয়াছে। সেগুলি তাঁহাকে সম্পন্ন করিতে হইবে।

খানিক পরে স্থানত্যাগ করিয়া সমুদ্রের ধারে যাইবার আয়োজন তাঁহারা করিলেন। যখন তাঁহারা পূর্ব্বপথে গুহা হইতে নির্গত হইলেন, তখন আরণ্য পাখীর কূজন শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল। রাত্রি প্রভাতপ্রায়।

সমুদ্র-উপকূল পর্য্যন্ত এই বনভাগ প্রসারিত। তাঁহারা বনের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলেন। যখন লভেল সমুদ্রতটে পৌঁছিলেন, তখন তরুণ অরুণ সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া সহসা প্রাচীর ললাটে দেখা দিতেছিল। লভেল দেখিলেন, অর্ণবপোতখানি তাঁহার প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। একখানি নৌকা তীরে বাঁধা। টাফ্‌রিল্ স্বয়ং কর্ণ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। লভেল ও ভিখারীকে দেখিবামাত্র তিনি তীরে লাফাইয়া পড়িলেন। লভেলের করকম্পন করিয়া তিনি জানাইলেন, লভেল যেন অত মনমরা না হন।

তিনি বলিলেন, "ম্যাকইনটায়ারের আঘাত সন্দেহজনক বটে, কিন্তু সাংঘাতিক নয়।" তিনি জানাইলেন, মিঃ লভেলের দ্রব্যাদি গোপনে তিনি আনাইয়া জাহাজে তুলিয়া দিয়াছেন। অবশ্য লভেল যদি জাহাজে কিছুদিন অবস্থান করেন, তাহা হইলে জলযাত্রাটাই হয় ত তাঁহার কাছে অপ্রীতিকর হইবে; কিন্তু বেশীদিন সে দুর্ভোগ ভোগ করিতে হইবে না। মিঃ টাফ্‌রিল্ স্বাধীনভাবে জাহাজ চালাইবেন—কাহারও নির্দ্দেশে নহে। তবে নির্দ্দিষ্টস্থানে তাঁহাকে থাকিতে হইবে, ইহাই তাঁহার বাধ্যবাধকতা।

লভেল বলিলেন, "চলুন, জাহাজে চ'ড়ে কোথায় কোথায় যাওয়া যাবে, সে সম্বন্ধে আলোচনা হবে।"

এডির দিকে ফিরিয়া তিনি কিছু অর্থ তাহাকে দিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু টাকা ফেরত দিয়া এডি বলিল, "সবাই দেখছি আমার ভিক্ষে ব্যবসাটা মাটী করে দেবে। এই ক'দিনের মধ্যে কত টাকা যে কত লোক আমায় দিতে গেছেন, তার ঠিক নেই। ছোকরা, টাকাগুলো তোমার কাছেই থাক, ওতে তোমার উপকার হবে। আমার টাকার কোন দরকার নেই। ক্ষিদে পেলেই আমার খাবার জোটে। অথচ খেতে না পেলেও এক আধ দিন আমার কষ্ট হয় না। যাক্, সোনার মোহর ফিরিয়ে নিয়ে তামাক কিনবার জন্য একটা শিলিং আমায় দিলেই হবে।"

কোন যুক্তিতর্কই এডি কাণে তুলিল না। কাজেই লভেল মোহরগুলি পকেটে রাখিলেন। বন্ধুর ন্যায় ভিখারীর করমর্দ্দন করিয়া তিনি বিদায় লইলেন। তাহার সাহায্যের জন্য তিনি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিবেন, সে কথাও গদগদ কণ্ঠে প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা যে গুপ্ত কথা সে রাত্রিতে জানিয়াছেন, তাহা যেন প্রকাশ না পায়, সে সম্বন্ধেও তাহাকে তিনি সতর্ক করিয়া দিলেন।

ভিকিলটি বলিল, "তাতে সন্দ করবেন না আপনি। আমার বাজে গল্প করা অভ্যেস নেই; অনেক জিনিষের খবর আমি রাখি, কিন্তু বলি না কাকেও।"

নৌকা তীর ত্যাগ করিল। বৃদ্ধ উপকূলে দাঁড়াইয়া দ্রুতগামী নৌকার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। ছয় জন নাবিক দাঁড় টানিতেছিল। লভেল দেখিলেন, বৃদ্ধ তাহার নীল টুপী খুলিয়া তাহা ঘুরাইতেছে। বিদায়-সঙ্কেত যতক্ষণ দেখা যায়, তিনি চাহিয়া রহিলেন।

ভিখারী যখন দেখিল নৌকার আর মানুষ চেনা যাইতেছে না, তখন সৈকতভূমির উপর দিয়া তাহার নিত্য প্রাতর্ভ্রমণ কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিল।

২২

Wiser Raymoud, as in his closet pent.
Laughs at such danger and adventurement.
When half his lands are spent in golden smoke.
And now his second hopeful glasse is broke'
But yet, if haply his third furnace hold,
Devoteth all his pots and pans to gold.

গত অধ্যায়ে বর্ণিত ব্যাপারের এক সপ্তাহ পরে মিঃ ওল্ডবক্ প্রাতরাশ-কক্ষে নামিবার সময় লক্ষ্য

করিলেন যে, বাড়ীর মেয়েদের কেহই সেখানে নাই, তাঁহার টোষ্ট, গরম জল কিছুই প্রস্তুত হয় নাই।

আপন মনে তিনি বলিলেন, "এই মাথা-পাগলা ছেলেটার জন্মই যত বিশৃঙ্খলা। এখন ত সে সেরে উঠেছে, তবু গোলমাল, আর এসব সহ্য করা যায় না। আমার বাড়ীতে কোন গোলমাল ছিল না, এখন সব এলোমেলো হয়ে গেছে। বোনকে ডাকছি—কোন জবাব নেই। এত ডাক্‌ছি, চেঁচাচ্ছি, সব চুপচাপ। জেনীটাকে এবার ডাকি। রান্নাঘরে তার গলা ত শুন্‌তে পাচ্ছিলাম। ডাক শুনে উত্তরও দিয়েছে, কিন্তু আস্‌ছে না কেন? যাক্‌, এবার খুব ডাক পেড়ে চেঁচাই—জেনী, মিস্ ওল্ডবক্ কোথায়?"

"মিস্ গ্রিজি ক্যাপ্টেনের ঘরে।"

"হুঁ, যা ভেবেছি, তাই। আচ্ছা, আমার ভাগ্নী কোথায় জান?"

"মিস্ মেরী ক্যাপ্টেনের চা তৈরী ক'রছেন।"

"হুঁ, যা ভেবেছি তাই—আচ্ছা, ক্যাকসন কোথায়?"

"সহরে গেছে, ক্যাপ্টেনের বন্দুক আর কুকুরগুলো আন্‌তে।"

"তা হলে আমাকে পোষাক পরিয়ে দেবে কে? তোমরা সবাই জান যে প্রাতরাশের পর মিস্ ওয়ারডুর ও সার আর্থার এখানে আসবেন। ক্যাকসনকে ছেড়ে দিলে কেন? এসব বাঁদরামি কাজে কেন যেতে দাও?"

"আমি! তাকে আমি বারণ করতে পারি, কর্ত্তা? আপনিই ত' ব'লে দিয়েছেন যে, ক্যাপ্‌টেনের কোন কথায় কেউ বাধা দিও না, তিনি ত মারা যেতে বসেছেন।"

ভীত প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "মারা যেতে বসেছে! কি বলছ তুমি? তার অসুখ কি বেড়েছে?"

"না, খুব খারাপ কে বল্‌লে? আমি ত তা জানিনে।"

"তা হলে সে ভালই আছে—এখন বন্দুক কুকুর তার কি কাজে লাগবে? কুকুরগুলো এসে ত আমার সব জিনিষ ভেঙ্গে তছনচ ক'রে দেবে। বেরাল-গুলোকে তাড়া ক'রে তাদের দফা সারবে দেখছি। আর বন্দুক দিয়ে কারও মাথায় গুলী চালাবে বোধ হয়। পিস্তল বন্দুক নিয়ে ঢের খেলা হয়েছে, আর নয়।"

এমন সময় মিস্ ওল্ডবক্ বৈঠকখানাঘরে প্রবেশ করিলেন।

মহিলাটি বলিলেন, "দাদা, বাড়ীতে রুগী রয়েছে, জোরে চেঁচান কি ভাল?"

"সত্যি বলছি, রুগী ব'লে সব বাড়ীটা তারই হবে না কি? এখনো আমার জলযোগ হয় নি আর হয় ত আমার এমনিভাবেই বাইরে যেতে হবে। রুগী বাড়ীতে আছে ব'লে আমার ক্ষিধে তেষ্টা কিছুই লাগবে না বল্‌তে চাও? অথচ এখান থেকে অন্ততঃ ছটা বড় বড় ঘর পার হ'লে তবে রোগীর ঘর। আর তিনি এমন রোগী যে, তাঁর বন্দুক আর কুকুর আনবার সখ বেড়ে গেছে। অথচ তিনি জানেন যে, আমি ওসব পছন্দ করিনে।"

এই সময় মিস্ ম্যাকইনটায়ার সে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি তাঁহার প্রাত্যহিক কর্ত্তব্যপালনে মনোযোগ দিলেন। মাতুলের টেবলে প্রাতরাশের আহার্য্যাদি সাজাইয়া রাখিতে লাগিলেন। এতক্ষণ বিলম্ব হইয়াছে, সেজন্য যেন তিনি কুণ্ঠিত।

কিন্তু তাহাতেও নিস্তার নাই।

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "বোকা মেয়ে, সাবধান। বোতলটা আগুনের অত কাছে রেখ না। এখুনি ফেটে যেতে পারে। তার পর টোষ্ট অত পাতলা হল কেন? মেয়ে কুকুরটার জন্য—তোমার ভায়ের কুকুরটার জন্য রেখে দিয়েছো না কি?"

"মামা, রাগ করবেন না—বেচারা কুকুরের কোন দোষ নেই। কুকুরটাকে ফেয়ারপোর্টে আমার ভায়ের বাসায় শিকল দিয়ে আটকে রাখা হয়েছিল। শিকল ছিঁড়ে সে এখানে পালিয়ে আসে। আমরা কি সেই প্রভুভক্ত কুকুরটাকে মেরে তাড়িয়ে দিতে পারি? হেকটরের অবস্থা দেখে তার কি গোঙ্গানি! সে তার ঘর ছেড়ে এক মিনিট নড়বে না।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "তবে শুনলাম যে, ক্যাকসন কুকুর ও বন্দুক আনবার জন্য ফেয়ারপোর্টএ গেছে?"

মিস্ ম্যাকইনটায়ার বলিলেন, "না, না। সে ঘায়ে লাগাবার জন্য ঔষধ ও তুলো এই সব আনতে গেছে। হেকটর সেই সময় তাকে ব'লে দিয়েছে যে, বন্দুকটা অমনি যেন নিয়ে আসে।"

"তা হলে দেখছি, খুব নির্ব্বোধের কাজ হয় নি। মেয়েরা ত গোল পাকাতেই মজবুত! তা যেন হল, এখন আমার সজ্জা কে করবে? জেনী পারবে কি? এক রকম ক'রে দাঁড় করান ত চাই। যাক্‌, এখন খেতে বলা যাক্। ক্ষিদে পেয়ে গেছে। নিউটনের কুকুর ডায়ামণ্ড,প্রভুর বিশ বছরের সাধনার জিনিষকে ফেলে দিতে, তিনি যেমন বলে উঠেছিলেন, ডায়ামণ্ড তুমি জান না, কি ক্ষতি আমার করেছ, সেই রকম বলতে হবে, সে আমার কি ক্ষতি করেছে।"

ভাগিনেয়ী বলিলেন, "আমার ভাই তার গোঁয়ার্তুমীর কথা এখন ভাল করেই বুঝতে পেরেছে। সে বলে যে, মিঃ লভেল খুব ভাল ব্যবহারই করেছেন।"

"ছোকরাকে ভয় দেখিয়ে দেশ ছাড়া করে, এখন ও কথা বল্‌লে কি ফল হবে? শোন, মেরী, হেকটরের সে বুদ্ধি নেই, মেয়েদের ত নেইই, তার ব্যবহারে দেশের কতখানি ক্ষতি হল। ক্যালিডোনিয়ান্ কাব্য লেখা হলে, তার ব্যাখ্যা—প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা যা সেই কাব্যে থাকত, তাতে দেশের কত লাভ হত। কিন্তু সে সুযোগ জন্মের মত চ'লে গেল। কি আর হবে! ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্—তাই ঘাড় পেতে নিতে হবে!"

সমগ্র প্রাতরাশের সময় এইরূপ খেদোক্তি চলিল। তাহাতে অন্যের ভোজনস্পৃহা বিলুপ্ত হইল—সকলেরই মন তিক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু মেয়েরা এই বৃদ্ধের প্রকৃতির সহিত সুপরিচিত ছিলেন। মিস্ গ্রিজেলা ওল্ডবক গোপনে মিস্ রেবেকী ব্লাটার উলকে বলিতেন, "ওঁর চীৎকার দংশন অপেক্ষাও ভীষণ।"

ফলতঃ ভাগিনেয় যখন আহত অবস্থায় শয্যাশায়ী ছিল, তখন ওল্ডবকের মন খুবই খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল—তিনি বিশেষ মানসিক উদ্বেগ সহ্য করিয়াছিলেন। যুবকের স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসায়, তিনি নিজের অসুবিধা—প্রত্নতত্ত্বের ক্ষতি প্রভৃতি বিষয় লইয়া ক্ষোভ মিটাইতেন। তদুপলক্ষে সকলের উপরেই তিনি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিতে বিরত হইতেন না।

তিনি এইরূপ বকিয়া চলিয়াছেন, এমন সময় গৃহদ্বারে একখানি গাড়ী আসিয়া থামিল। দুঃখ, ক্ষোভ, সব ঝাড়িয়া ফেলিয়া ওল্ডবক্ লঘুপদক্ষেপে উপরে উঠিয়া আবার নামিয়া গেলেন। দ্বারদেশে আসিয়া তিনি মিস্ ওয়ারডুর ও তাঁহার পিতাকে অভ্যর্থনা করিলেন।

উভয় পক্ষেই আন্তরিক অভিনন্দনের পালা শেষ হইল। পরে সার আর্থার বিশেষভাবে ক্যাপ্টেন ম্যাকইনটায়ার কেমন আছে জানিতে চাহিয়াছিলেন।

উত্তরে প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "ওর যা হওয়া উচিত ছিল, তার চেয়ে ভাল আছে। সীসার গুলির ঘায়ে আমাদের শান্তিনীড়ে যে বিপদ ডেকে এনেছিল, তার তুলনায় খুবই ভাল আছে।"

সার আর্থার বলিলেন, "ছোকরা খুব হঠকারিতার কাজ অবশ্য করেছে। কিন্তু যুবক লভেলের সন্দেহজনক চরিত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করেছিল।"

প্রিয়পাত্রের সমর্থনে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "হেকটরের নিজের চরিত্রও যেমন সন্দেহহীন, লভেলেরও তাই। তবে ভদ্রযুবক একটু একগুঁয়ে বলেই, হেকটরের অশোভন প্রশ্নের উত্তর দিতে চান নি। ব্যাপারটা শুধু এই। সার আর্থার, লভেল জানেন, কার কাছে বিশ্বাস ক'রে কথা বলতে হয়—মিস ওয়ারডুর, আপনি অমন ক'রে চাইবেন না, আমি যা বল্‌ছি, খাটি কথা। ফেয়ারপোর্টে কি উদ্দেশ্যে তিনি ছিলেন, সে গোপন কথা আমায় বলেছেন। সেটা আমার বুকের মধ্যেই থাক্‌বে। তিনি যে ব্যাপারে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন, তা সফল করতে আমার তরফ হতে চেষ্টার কোন ত্রুটি হত না।"

প্রত্নতাত্ত্বিকের এই উদার মন্তব্য শুনিয়া মিস্ ওয়ারডুরের আননে দুই তিনবার বর্ণ পরিবর্তন ঘটিল। কথাটা শুনিয়া মিস্ ইসাবেলা যেন নিজের কর্ণকেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। প্রেমের ব্যাপার এই বৃদ্ধকে তিনি জানাইয়াছেন! এমন অসম্ভব ব্যাপার হইল কি করিয়া? এডি আকলটি একথা জানে, আবার ওল্ডবকও জানেন! এমন একটা ব্যাপারের কথা এত রকম ব্যক্তির নিকট কি করিয়া প্রকাশযোগ্য বিবেচিত হইল? তাঁহার মনে আশঙ্কা ছিল, এডি কখন্ যে তাঁহার পিতার নিকট সে কথাটা প্রকাশ করিয়া দেয়, তাহার ঠিক নাই। হয় ত ইহা হইতে একটা বিস্ফোরণের মত ব্যাপার ঘটিয়া যাইতে পারে। তিনি যখন শুনিলেন, তাঁহার পিতা প্রত্নতাত্ত্বিকের সহিত গোপনে আলোচনা করিতে চাহেন, তখন তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। উভয়ে লাইব্রেরী-ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। মিস ওয়ারডুর মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য রহিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার মন ম্যাকবেথের মতই চঞ্চল হইয়া উঠিল। ডন্‌কানের মৃত্যু-রহস্য এখনই প্রকাশ পাইবে বলিয়া ম্যাকবেথ যেমন চঞ্চল হইয়াছিল, মিস ওয়ারডুরের বিবেকও সেই রকম তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু মিস্ ওয়ারডুর জানিতেন না, উভয় বৃদ্ধ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার লইয়া আলোচনায় মগ্ন হইয়াছেন।

সার আর্থার বলিলেন, "মিঃ ওল্ডবক্, আপনি আমার সংসারের প্রায় সব কথাই জানেন। তবু একথা শুনলে আপনি বিস্মিত হবেন।"

"কি হয়েছে সার আর্থার? যদি অর্থঘটিত ব্যাপার হয়, তা হলে অত্যন্ত দুঃখের—"

"হ্যাঁ, মিঃ ওল্ডবক্, টাকার ব্যাপারই বটে।"

"তা হলে, সার আর্থার, বর্ত্তমানে যে রকম টাকার বাজারের অবস্থা—"

ব্যারনেট বলিলেন, "আপনি আমায় ভুল বুঝছেন, মিঃ ওল্ডবক্। খুব একটা মোটা টাকা আমি লাভজনক ব্যাপারে নিয়োগ করতে চাই।"

প্রত্নতাত্ত্বিক জানাইলেন যে, সার আর্থার যদি সত্যই মোটা টাকা সংগ্রহ করিয়া থাকেন, তবে তাহা খুবই আনন্দের কথা। তাই তিনি বলিলেন, "টাকাটা খাটাতে চান আপনি, সেটা ভাল কথা। কিন্তু তার আগে ঋণের বোঝা হাল্কা করা ভাল নয় কি? ধরুন, তিনখানা তমসুক রয়েছে, তার সুদে আসলে বোধ হয়—"

সার আর্থার বলিলেন, "হাজার পাউণ্ড হবে বোধ হয়। সেদিন আপনি আমাকে হিসেব দিয়েছিলেন।"

"সার অর্থার, তা ছাড়া আরো একটা সুদ আছে। মোটমাট তাতে হবে বোধ হয় ১১শ ১৩ পাউণ্ড, ৭ শিলিং ৫ পেন্স। আপনি নিজেই একবার ঠিক দেখে দেবেন।"

হিসাবের খাতাখানা সরাইয়া দিয়া সার আর্থার বলিলেন, "ও হিসেব খুব ঠিক আছে, তাতে সন্দেহ নেই। তিন দিনের মধ্যেই আপনার সব টাকা শোধ হয়ে যাবে, অবশ্য যদি ধাতু-মান হিসেবে আপনি নিতে চান।"

"ধাতু-মান! আপনি বুঝি সীসের কথা বলছেন? তা হলে কি আপনি সীসের খনির সন্ধান পেয়েছেন নাকি? কিন্তু হাজার পাউণ্ডের সীসে নিয়ে আমার লাভ কি?

"ধাতুমান মানে আমি বলছি সোনা ও রূপো।"

"তাই না কি! তা ওসব জিনিষ আমদানী হচ্ছে কোথা থেকে?"

সার আর্থার বেশ বিজ্ঞভাবে বলিলেন, "বেশী দূর থেকে নয়। আপনাকে সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি শুনুন।"

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "কি, বলুন ত?"

"আপনি বন্ধুভাবে আমাকে একশ পাউণ্ড আগাম দেবেন।"

যে অর্থ এতদিন তিনি ধার দিয়া তাহার পুনঃপ্রাপ্তি সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা ছাড়া আবার এক শত পাউণ্ড ধার দিবার কথায় তিনি ওষ্ঠাধর বিস্ফারিত করিয়া বসিয়া রহিলেন। তিনি শুধু কথাটার প্রতিধ্বনি করিলেন, "একশ পাউণ্ড আগাম।"

সার আর্থার বলিলেন, "হ্যাঁ, প্রিয় বন্ধু, তাই। তবে দু'তিন দিনের মধ্যেই ফেরৎ পাবেন, এই কড়ারে।"

প্রত্নতাত্ত্বিক উত্তর দিতে পারিলেন না, শুধু নীরবে হাঁ করিয়া রহিলেন।

সার আর্থার বলিয়া চলিলেন, "আমার অর্থলাভের বিশেষ প্রমাণ না পেলে, এ প্রস্তাব আমি আপনার কাছে করতাম না। আপনি আমার দীর্ঘ দিনের হিতৈষী বন্ধু, তাই আপনার কাছে সব কথা প্রকাশ করলাম!"

প্রত্নতাত্ত্বিক ঘাড় নাড়িয়া সবই স্বীকার করিলেন। তবে টাকার কথায় কোনও প্রতিশ্রুতি দিলেন না।

সার আর্থার বলিলেন, "মিঃ ডাউষ্টারস্উইভেল, আবিষ্কার করার—"

ওল্ডবকের নয়ন-যুগল ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "সার আর্থার, আমি ঐ বদমাস্ লোকটার সম্বন্ধে কত দিন আপনাকে সতর্ক ক'রে দিয়েছি। তবু আপনি ওর কথা আমার কাছে উল্লেখ করছেন?"

সার আর্থার বলিলেন, "শুনুন! আগে সব কথাটাই শুনুন। শুনলে আপনার কোন ক্ষতি হবে না। সংক্ষেপে বলি, ডাউষ্টারস্উইভেল, সেণ্ট রুথ ধ্বংসস্তূপে এমন একটা জিনিষ দেখিয়েছিলেন, আমি তা প্রত্যক্ষ করেছি—তা থেকে কি পেয়েছি বলুন ত?"

"আর একটা জলের উৎস ত? বদমাস্টা আগে থেকে খুঁজে বের করে, তার পর তা দেখিয়েছে, এই ত ব্যাপার?"

"না, তা নয়। একটা রূপোর আধার, আর তার মধ্যে রূপোর টাকা, মোহর। এই দেখুন!"

সার আর্থার পকেট হইতে তামা দিয়া মোড়া একটা বড় ভেড়ার শৃঙ্গ বাহির করিলেন। তাহার মধ্যে রৌপ্যমুদ্রা ও কতিপয় স্বর্ণমুদ্রা ছিল। সেগুলি দেখিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকের চক্ষুযুগল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

"এত দেখছি, স্কচ, ইংরেজ আর বিদেশী টাকা। পঞ্চদশ কি ষোড়শ শতাব্দীর মুদ্রা। এ সব কি রুথ ধ্বংসস্তূপে পাওয়া গেছে?"

"নিশ্চয়। আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি।"

ওল্ডবক্ বলিলেন, "বেশ। এখন বলুন, কোথায়, কখন, কি ভাবে পাওয়া গেল।"

সার আর্থার বলিলেন, "স্থান সেণ্ট রুথ, সময় গত পূর্ণিমা রাত্রিতে। আর পাওয়া গেল জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিকের গবেষণায়। সঙ্গে আমি ছিলাম, আর কেউ নয়।"

"সত্যি?—আচ্ছা, আবিষ্কারের কি উপায় অবলম্বন করা হয়েছিল?"

ব্যারনেট বলিলেন, "একটা ধুনিতে মশলার ইন্ধন দিয়ে—তখন গ্রহের একটি নির্দিষ্ট সময় ঠিক করা হয়ে ছিল।"

"বটে! এই সামান্য প্রক্রিয়া হয়েছে? না, সার আর্থার, লোকটা আপনার সর্ব্বনাশ করবে দেখ্‌ছি।"

"আপনি যাই বলুন। আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি, সেটা ত আর ভুল নয়।"

"তা বটে। আপনি যখন নিজের চোখে দেখেছেন, সেটা বিশ্বাস করতেই হবে। সার আর্থার যা দেখ্‌বেন, তা সত্য বলেই মান্‌তে হবে।"

ব্যারনেট বলিলেন, "ভগবান মাথার ওপরে আছেন, বন্ধু। আমি সত্যই দেখেছি, মাঝ-রাত্রিতে মাটী খুঁড়ে এই জিনিষ পাওয়া গেছে। আমি সব সময়েই তার পাশে পাশে ছিলাম।"

"তা বটে!"

সার আর্থার বলিলেন, "আমি সতর্ক ছিলাম—অবশ্য আমরা একটা অস্বাভাবিক শব্দ শুনেছিলাম—ধ্বংসস্তূপের দিক থেকে আস্‌ছিল সে শব্দ।"

ওল্ডবক্ বলিলেন, "শব্দও শুনেছিলেন? বোধ হয়, ওর একজন জোগাড়ে কোথাও লুকিয়েছিল হয়ত?"

ব্যারনেট বলিলেন, "একদম নয়। শব্দটা একটু অস্বাভাবিক—প্রচণ্ড হাঁচির মত শব্দ! সঙ্গে গোঙানী ভাব। ডাউষ্টারস্উইভেল আমাকে বলেছিল যে, উত্তরের প্রধান শিকারী পিয়ল ফানের মূর্ত্তি সে দেখেছিল। সেই হাঁচতেছিল।"

"আপনার সাহস বজায় ছিল ত?"

"অবশ্য অন্য লোক হয় ত ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ত, কিন্তু আমার বংশের প্রতি কর্ত্তব্য; কোন বদমাস্ লোক আমাকে ঠকাতেও না পারে, এই সব চিন্তার জোরে আমি ভয় পাইনি। লোকটাকে প্রাণের ভয় দেখিয়ে তাকে আমি প্রক্রিয়া করতে বলি। তার ফলে এই জিনিষ। আপনি ঐ সব মুদ্রা থেকে যা ইচ্ছে আপনার জন্যে সংগ্রহ ক'রে রাখ্‌তে পারেন।"

"সার আর্থার, আমি যা নেব, তার মূল্য নির্দ্দেশ ক'রে আপনার হিসেবে জমা করেই নেব।"

আর আর্থার বলিলেন, "আপনি বন্ধুর উপহার বলেই নেবেন। বাদ দেবার কথা এতে নেই।"

"থাক, সে হবে। কিন্তু সব কথা শুনেও আমি ঐ জার্ম্মাণটাকে বিশ্বাস করতে রাজি নই। ও আপনাকে ভয় দেখিয়ে কৌশল ক'রে এই ধাপ্পা চালিয়েছে। আচ্ছা, বলুন ত এর জন্য আপনার খরচ হয়েছে কত?"

"দশ গিনি।"

"তার বদলে আপনি যা পেয়েছেন, তার দাম বিশ গিনি হতে পারে। আপনাকে ফাঁদে ফেলবার জন্য, বেশী লাভ পরে হবে বলে, এটা আপনাকে পাইয়ে দিয়েছে। এখন লোকটার প্রস্তাব কি বলুন ত?"

"এখন সে দেড় শ পাউণ্ড চায়। আমি তার তিন ভাগের এক ভাগ দিয়েছি। বাকীটা আপনার সাহায্যে পাব ভেবেছি।"

"না, এত অল্পে সে পালাবে না! এটাতেও লাভ দেখিয়ে দেবে। সার আর্থার, আপনি বিশ্বাস করেন, আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি?"

"নিশ্চয়, মিঃ ওল্ডবক্। আপনার উপর আমার অখণ্ড বিশ্বাস।"

"আচ্ছা, তা হলে ডাউষ্টারস্উইভেলের সঙ্গে আমায় আলোচনা করতে দিন। যদি টাকা দিলে আপনার উপকার হয়—বেশী টাকা পাওয়া যায়, কেন তা আপনার জন্য আমি করব না? কিন্তু ধরুন, আমি যদি বিনা টাকায় গুপ্তধন বার করতে পারি, তাতে আপনার নিশ্চয় আপত্তি থাকবে না?"

"নিশ্চয় নয়।"

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "তা হ'লে বলুন, ডাউষ্টাস্-উইভেল এখন কোথায়?"

"সত্য কথা বল্‌তে কি, সে আমার গাড়ীতে ব'সে আছে। কিন্তু সে জানে, আপনি তাকে অবিশ্বাস করেন, তাই——"

"না, সার আর্থার, কোন লোকের উপর আমার বিদ্বেষভাব নেই। মানুষ নয়, মানুষের পদ্ধতিকেই আমি সমালোচনা করি।"

তিনি ঘণ্টা বাজাইলেন। পরিচারিকা আসিলে তাহাকে বলিলেন, "জেনী, সার আর্থারের গাড়ীতে যে ভদ্রলোক ব'সে আছেন, তাঁকে ডেকে নিয়ে এস। আমরা দুজনে তাঁর প্রতীক্ষা করছি বল্‌বে।"

জেনী যথাস্থানে গিয়া প্রভুর আদেশ বিজ্ঞাপিত করিল। ডাউষ্টারস্উইভেল তাহার রহস্যের ভিতর ওল্ডবককে টানিয়া আনিবার কল্পনা করে নাই—নিজের গুপ্ত প্রক্রিয়া সে তাঁহার কাছে ব্যক্ত করিতে রাজি ছিল না।

তাহাকে আহ্বান করা হইয়াছে বলিয়া সে সাহসে ভর করিয়া তথায় আসিল।

২৩

——And this Doctor,
Your sooty smoky-bearded compeer, he
Will close you so much gold
in a bolt's head,
And, on a turn, convey in the
stead another
With sublimed mercury, that shall
burst i' the heat,
And all fly out in Fumo——
The Alchemist.

"কেমন আছেন, মিঃ ওল্ডবক্? আপনার ভাগ্নে বেশ সুস্থ হয়ে উঠ্ছেন ত? ছোকরারা পরস্পরের প্রতি গুলী নিক্ষেপ করেন, এটা বড় দুঃখের কথা।"

"সীসের কারবারই ঐ রকম, মিঃ ডাউষ্টারস্উইভেল। কিন্তু বন্ধু সার আর্থারের কাছে শুনে সুখী হলাম যে, ও ব্যবসা ছেড়ে আপনি এখন সোনার ব্যবসায় মন দিয়েছেন।"

"আঃ, আমার প্রতিপালক গুপ্ত কথাটা আপনাকে না বল্লেই ভাল করতেন। অবশ্য আমার নিজের ওপর খুব বিশ্বাস আছে; কিন্তু ওল্ডবক্ও খুব বুদ্ধিমান ও বিবেচক লোক—সার আর্থারের সঙ্গে আপনার পরম বন্ধুত্ব আছে, তাও জানি। তবু এ গুপ্ত কথাটা না বল্লেই ভাল ছিল।"

ওল্ডবক বলিলেন, "আমার আশঙ্কা হচ্ছে, আমরা এর দ্বারা যে ধাতু বার করব, তার চেয়েও গুরুতর।"

"সেটা নির্ভর করে বিশ্বাসের ওপর, আর ধৈর্য্যও দরকার। পরীক্ষার সময় আপনি যদি ধৈর্য্য ধ'রে সার আর্থারের সঙ্গে থাকেন, আর একশ পাউণ্ড দেন—তা হলে খাঁটি সোনা ও রূপো কত যে পাবেন, তা আমি আগে থাকতে বল্তে পারব না।"

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "মিঃ ডাউষ্টারস্উইভেল, শুনুন আপনি, ঐসব হাঁচি উৎপাদক জিনিষপত্র না নিয়ে, আমরা দলবদ্ধ হয়ে যাব। দিনের বেলা ইন্দ্রজালের কোন জিনিষ সঙ্গে থাকবে না। শুধু কোদাল, শাবল, কুড়ুল, এই সব নিয়ে যাব। সেন্টরুথ ধ্বংসস্তূপের সব জায়গা খোঁড়া হবে। ওটার মালিক উনি নিজে, সুতরাং আপত্তি করবার কেউ নেই। আচ্ছা, বলুন ত এতে কার্য্যোদ্ধার হবে কি না?"

"ওতে এক কপর্দ্দক তামাও পাবেন না। তবে সার আর্থারের মর্জ্জি। আমি ওঁকে সব দেখিয়েছি—কি ক'রে পাওয়া সম্ভব, তা বলেছি। তবে যদি ওঁর বিশ্বাস না হয়, আমার কিছু যাবে আসবে না। ওঁরই টাকা যাবে—সোনা রূপো কিছুই পাবেন না।"

সার আর্থার একবার সভয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকের দিকে চাহিলেন। উভয়ের মধ্যে অনেক বিষয়ে মতভেদ হইলেও, সার আর্থার প্রত্নতাত্ত্বিকের সম্মুখে, তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিতেন। প্রত্নতাত্ত্বিকের প্রভাব তাঁহার উপর অসামান্য ছিল। তিনি জানিতেন, ওল্ডবক ভারী বুদ্ধিমান ও চতুর লোক। বিশেষতঃ ওল্ডবকের বিদ্রূপকে তিনি অত্যন্ত ভয় করিতেন। তাই তিনি বৃদ্ধের দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিলেন। মিঃ ডাউষ্টারস্উইভেল বুঝিল, সম্মুখে আসন্ন বিপদ। হয় ত সার আর্থার তাহার কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবেন। সুতরাং তাহার উপদেষ্টার অনুকূল অভিমত সংগ্রহ করিতে না পারিলে সবই নষ্ট হইবে।

"মিঃ ওল্ডবক্, আমি জানি, ভূত-প্রেতের কথা আপনার কাছে বলা বৃথা। কিন্তু এই অদ্ভুত শৃঙ্গটির দিকে চেয়ে দেখুন। আমি জানি, আপনি অনেক রকম বিচিত্র জিনিষ সংগ্রহ করে থাকেন। কোপেন-হেগেন মিউজিয়ামে প্রসিদ্ধ ওল্ডেনবার্গ শৃঙ্গ সংগৃহীত হয়ে আছে। ওল্ডেন বার্গএর ডিউক সেটা উপহার দিয়েছিলেন। তিনি সেটা পেয়েছিলেন, এক পরীর কাছ থেকে। দেখুন, এই শিংটার মধ্যে সোনা ও রূপোর টাকা রয়েছে। এটা যদি একটা বাক্স হত, তা হলে আমার কোন কথা বলবারই ছিল না।"

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "এটা যখন শিং, তখন আপনার যুক্তি যে প্রবল, তাই বোঝাচ্ছে বটে। এই শিংটা ভারি বিচিত্র এবং পুরাতন জিনিষ, তাও ঠিক। কিন্তু এটা কার উপকার করবে, আপনার না সার আর্থারের, সেইটেই ভাববার কথা।"

"মিঃ ওল্ডেনবক, আপনার এখনো অবিশ্বাস যায় নি—কিন্তু মঠের সন্ন্যাসীরা এটার উপর বিশ্বাস রাখ্তেন।"

"ও সব কথা না ভেবে, দেশের ম্যাজিষ্ট্রেটের কথাই ভাবা যাক। আপনি কি জানেন না যে, আপনার এই ব্যবসা স্কটল্যাণ্ডের আইনের বিরোধী? সার আর্থার ও আমি দুজনেই এখানে ভার-প্রাপ্ত হাকিম, তা জানেন কি?"

"হা ভগবান! আমি আপনাদের ভালর চেষ্টাই করছি, তবে ভয় দেখাচ্ছেন কেন?"

"শুনে রাখুন! এদেশে যাদুবিদ্যার বিরুদ্ধে আইন তৈরী হয়েছে। তাই পঞ্চম অধ্যায়ে নবম ধারায়

রাজা দ্বিতীয় জর্জ্জ এই আইন বেঁধে দিয়েছেন, যে লোক ইন্দ্রজালবিদ্যার বলে লুকোন জিনিষ আবিষ্কার করবে, তাকে কারারুদ্ধ করা হবে. কারণ, সে জুয়াচোর।"

উত্তেজিতভাবে জার্ম্মাণ বলিল, "এই রকম আইন আছে নাকি ?"

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "আইনটা নিজের চোখেই দেখলে জানতে পারবেন।"

"তা হ'লে মশাই, আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আপনাদের ঐ সব আইনের হাঙ্গামায় আমি নিজেকে জড়াতে চাইনে। না মশাই, জেলে যেতে আমি রাজি নই। সেখানে বদ্ধ বাতাস।"

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "মিঃ ডাউষ্টারস্উইভেল, এই যদি আপনার রুচি হয়, তা হ'লে আমার পরামর্শ শুনুন। যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন আপনি. সেখান থেকে এক পাও নড়বেন না। কারণ, আমি আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি না। কনেষ্টবলের সঙ্গে আপনাকে পাঠিয়ে দেব। তা ছাড়া, সেণ্টরুথ ধ্বংসস্তূপে আপনি আমাদের সঙ্গী হবেন। তারপর যেখানে আপনি ধনরত্ন খুব জানা আছে ব'লে মনে করেন, সে জায়গাটাও আপনাকে দেখিয়ে দিতে হবে।"

"হা ভগবান! মিঃ ওল্ডেনবক্, আপনার পুরানো বন্ধুকে আপনি এসব কথা কি বলছেন? আমি ত আপনাকে বলেছি, এখন যদি সেখানে যান ত, এক কপর্দ্দকও পাবেন না।"

"সে পরীক্ষা আমি নিজেই ক'রে দেখব। ফলাফল দেখে আপনার সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা যাবে। অবশ্য এ সব বিষয়েই সার আর্থারের অনুমোদন নির্ভর করে।"

এই সমস্ত কথার সময় সার আর্থার অত্যন্ত বিচলিত ও বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার মুখ যেন ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকের ঘোর অবিশ্বাস দেখিয়া তাঁহারও মনে সন্দেহ জাগিয়াছিল যে, এই জার্ম্মাণটা সত্যই জুয়াচোর। বিশেষতঃ সে যখন অত্যন্ত চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল, তখন তাঁহার প্রত্যয় আরও দৃঢ় হইল, কিন্তু তখনও তিনি জার্ম্মাণটার উপর সম্পূর্ণ আস্থা হারান নাই।

ব্যারনেট বলিলেন, "মিঃ ওল্ডবক্, আপনি মিঃ ডাউষ্টারস্উইভেলের ওপর ঠিক ন্যায় বিচার করছেন না। উনি ওঁর কলা-কৌশলের সাহায্যে আবিষ্কারের কথা বলেছেন। গ্রহনক্ষত্রের উপর নির্ভর করেই উনি সে আবিষ্কার করতে পারেন। আপনি যদি ওঁকে সে সব ক্রিয়া করতে না দিয়ে শাস্তি দেবার জন্য দেখিয়ে নিয়ে যান, তা হলে উনি সফল হবেন কি ক'রে ?"

"আমি ত ওঁকে ঠিক তা বলিনি। আমি বলেছি যে, আমরা যখন খননকার্য্য আরম্ভ করব, তখন ওঁকে উপস্থিত থাকতে হবে। কোথাও যেতে পাবেন না: আমার ভয় হচ্ছে যে, উনি হয় ত জানেন কোথায় কি আছে। ওঁকে ছেড়ে দিলে, আমাদের সেণ্টরুথএ যাবার আগেই সেগুলো আর সেখানে থাকবে না।"

ক্ষুণ্ণস্বরে ডাউষ্টারস্উইভেল বলিল, "আপনাদের সঙ্গে যেতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু গোড়া থেকেই আমি ব'লে রাখছি যে, এখন থেকে সেখানে গিয়ে আপনারা কিছুই পাবেন না। খালি পণ্ডশ্রম হবে।"

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "আচ্ছা, সেটা পরীক্ষা করেই দেখা যাবে।"

ব্যারনেটের গাড়ী প্রস্তুত হইল। মিস্ ওয়ারডুর পিতার আদেশে মঙ্কবারনসএই অবস্থান করিবার অনুমতি পাইলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া কন্যাকে লইয়া যাইবেন। মিস্ ওয়ারডুর ভিতরের কথা কিছুই জানিতেন না। সুতরাং অত্যন্ত শঙ্কিত চিত্তে রহিয়া গেলেন।

সকলেই গুপ্ত রত্নের সন্ধানে চলিলেন। জার্ম্মাণটি অত্যন্ত মুসড়িয়া পড়িয়া ছিল। সে ভাবিতেছিল, তাহার আশা-ভরসা সবই গেল, হয় ত তাহাকে কারারুদ্ধ হইতেই বা হয়। সার আর্থারের মনে যে সোনার স্বপ্ন জাগিয়াছিল, তাহা অন্তর্হিত হইয়া গেল। চারিদিকে নৈরাশ্যের অন্ধকার ঘনীভূত হইতেছে ভাবিয়া তিনিও অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। ওল্ডবক্ এ পর্য্যন্ত প্রতিবেশীকে নিজের মতে আনিতে পারিয়াছেন ভাবিয়া একটু সান্ত্বনা লাভ করিলেও, ভবিষ্যতে তাঁহাকে ঋণ দিতে হইবে ভাবিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। কাজেই প্রসন্নতা কাহারও মনে ছিল না।

সকলেই স্বার্থ-চিন্তায় অধীর হইয়া "ফোরহর্স স্যু" পান্থনিবাসে পৌঁছিলেন। এই স্থান হইতে প্রয়োজনীয় খনন-যন্ত্রাদি সংগৃহীত হইল, কুলী মজুরও ঠিক করা হইল। তাঁহারা যখন সকলেই এই সকল ব্যাপারে বিব্রত, সেই সময় এডি অকিলটি তথায় আসিয়া পৌঁছিল।

নীল গাউনধারী ভিক্ষুক বলিল, "ভগবান আপনাদের কল্যাণ করুন, দীর্ঘ জীবন আপনাদের হোক্! ভাল কথা, ক্যাপ্টেন ম্যাকইনটায়ার নাকি আরাম হয়েছেন ?"

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "হ্যাঁ, সে কথা ঠিক। কিন্তু সমুদ্রের ঝড়বৃষ্টির পর থেকে আর ত তোমাকে মঙ্কবারনস্-এ যেতে দেখিনি। এই নেও, কিন্তু নস্য কিনে নিও,—" বলিতে বলিতে তিনি পকেট হইতে টাকা বাহির করিবার সময় সেই মুদ্রাপূর্ণ মেষশৃঙ্গটি বাহির করিলেন।

শৃঙ্গটিকে লক্ষ্য করিয়া ভিক্ষুক বলিল, "বাঃ! এটা যে আমি চিনি। আমি শপথ করে বলতে পারি, অনেক দিন এটা আমার কাছে ছিল। তার পর এটা আমি বুড়ো জর্জ্জ গ্লেনকে দিয়েছিলাম। সে ওটা ঐখেনে—গ্লেন উইদারসিন্‌সে নিয়ে গিয়ে মাটীতে পুতে রেখেছিল।"

ওল্ডবক্ বলিলেন, "তাই না কি? তা হলে তুমি ওটা তাকে দিয়েছিলে? কিন্তু এটার মধ্যে টাকা আছে, তা তুমি হয় ত দেখনি?"

তিনি মুদ্রাগুলি দেখাইলেন।

"আপনি ঠিক বলেছেন, মঙ্কবারনস্। আমার কাছে যখন ছিল, তখন এর মধ্যে একটা পয়সাও ছিল না। আপনি বুঝি ওটাকে পুরোনো জিনিষ বলে আপনার কাছে রাখ্‌বেন? এর পর আমাকেই কেউ হয় ত পুরাতত্ত্বের মত সংগ্রহ করে রাখ্‌বে দেখ্‌ছি।"

সার আর্থারের দিকে ফিরিয়া প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "এখন বুঝে দেখুন, সে রাত্রিতে আপনি কার সাহায্য পেয়েছিলেন। এই শিংটি কার, তা জানা গেল। সে আমাদেরই একজন। আমার বিশ্বাস, বিনা অর্থব্যয়ে আজও আমরা সফল হব।"

ভিক্ষুক বলিল, "আজ আপনারা খন্তা, শাবল নিয়ে কোথায় চলেছেন? মঙ্কবারনস্, আপনি কোন সন্ন্যাসীর কবর খুঁড়ে ফেল্‌বেন না কি? যাক্, আপনাদের অনুমতি হয় ত, আমিও আপনাদের সঙ্গে যেতে রাজি আছি।"

দল সত্বর নির্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইল। গুহার মুখের কাছে আসিয়া প্রত্নতাত্ত্বিক জার্ম্মানকে বলিলেন, "মিঃ ডাউষ্টারস্‌উইভেল, এবার আপনার উপদেশ কি বলুন ত? আমরা যদি পূব-পশ্চিমে খুঁড়তে আরম্ভ করি, তাতে কি ফল হবে? না, আপনি আপনার যাদুদণ্ড দিয়ে স্থান নির্দ্দেশ করে দেবেন?"

জার্ম্মান বলিল, "মিঃ ওল্ডেনবক্, আমি ত আগেই বলেছি, আপনাদের চেষ্টায় কোন ফল হবে না! আপনারা আমার সঙ্গে যে ভদ্র ব্যবহার করছেন, তার জন্য যে রকমে হোক্ আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

বৃদ্ধ এডি বলিল, "আপনারা যদি মেঝে খুঁড়তে চান, তা হলে বলি কি, নীচে যে কবরের পাথর আছে, সেখান থেকেই আরম্ভ করুন। অবশ্য গরীব বেচারার পরামর্শ যদি নিতে চান।"

ব্যারনেট বলিলেন, "এ মতলবটা আমার ভালই লাগছে।"

ওল্ডবক্ বলিলেন, "বেশ, আমারও তাতে আপত্তি নেই। মৃত ব্যক্তির কবরে ধনরত্ন লুকিয়ে রাখাটা অসম্ভব নয়। এরকম দৃষ্টান্ত ঢের পাওয়া যায়।"

সার আর্থার ও জার্ম্মান যে কবরের পাথর তুলিয়া সে রাত্রিতে ভেড়ার শৃঙ্গ পাইয়াছিলেন, সেই পাথরখানি সরাইবার চেষ্টা আরম্ভ হইল। খনিত্রের সাহায্যে সহজেই পাথর তুলিয়া ফেলা হইল।

খননকারীরা সেই কবরের মাটী তুলিয়া ফেলিতে লাগিল। খানিক পরে দেখা গেল, কবরের চারিদিকে প্রাচীর রহিয়াছে।

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "এ পরিশ্রম নিরর্থক বলে মনে হচ্ছে না। এটা কার কবর? এ ত যত্ন নিয়ে তৈরী করা দেখ্‌ছি।"

"ওপরের ঢাকনাতে যে অস্ত্রচিহ্ন দেখা যাচ্ছে, তাতে মিষ্টিকট দুর্গের চিহ্ন বলেই মনে হচ্ছে। ঐ দুর্গটা ম্যালকলমের তৈরী। কোথায় তার কবর, তা কেউ খুঁজে পায় নি। আমাদের বংশে একটা প্রবাদ আছে যে, তার কবর আবিষ্কার করা হলে, আমাদের বংশের কল্যাণ হবে না।"

ভিক্ষুক বলিল, "আমি একটা গান শুনেছি। সেটা এইরকম :—

ম্যালকলম মিষ্টিকটের কবর যখন খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে, তখন নেকউইকনক জমীদারী নষ্ট হইবে, আবার ফিরিয়া আসিবে।"

প্রত্নতাত্ত্বিক তখন চশমা পরিয়া সমাধির সম্মুখে নতজানু হইয়া মৃত যোদ্ধার সম্বন্ধে কি লেখা আছে, তাহার অনুসন্ধান করিতেছিলেন। অবশেষে তিনি বলিলেন, "না, এ সব চিহ্ন দেখে নকউইকনক্ অস্ত্রের লক্ষণই মনে হচ্ছে। ওয়ারডুরের চিহ্নও দেখতে পাচ্ছি।"

সার আর্থার বলিলেন, "রিচার্ড—যাঁকে রক্তবাহু ওয়ারডুর বলা হ'ত, তিনি সিবিল নকউইকনক্‌কে বিয়ে করেন। সিবিল স্যাক্সন-বংশের উত্তরাধিকারিণী ছিলেন। সেই মিলনসূত্রে ঐ দুর্গ ও সম্পত্তি ওয়ারডুর-বংশের হয়। এটা ১১৫০ খৃষ্টাব্দের কথা।"

"খুব ঠিক, সার আর্থার। চিহ্ন দেখে তাই মনে হচ্ছে। এত দিন আমাদের চোখ কোথায় ছিল যে, এই কবর আমরা দেখ্‌তে পাইনি?"

তখন সকলেরই মনে পড়িল যে, নানা আবর্জ্জনার স্তূপের নীচে কবরটি এতদিন অদৃশ্য ছিল, তাই কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট করে নাই। এখন আবর্জ্জনা অপসৃত হওয়ায় সমাধি দেখা যাইতেছে।

সকলেই আলোচনায় মগ্ন—কুলীর দল তখন কোদাল শাবল চালাইয়া চলিয়াছে। পাঁচফুট গভীর গর্ত্ত হইয়াছিল। ক্রমেই মাটী তোলার কাজ কঠিন হইয়া উঠায় কুলীরা পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। অথচ কিছুই পাওয়া গেল না।

এডি বলিল, "ওগো বাছারা, তোমরা একটু থাম। আমি বুড়ো বটে, তবে এসব কাজে আমি কাঁচা নই। আমি চেষ্টা ক'রে দেখি।"

বৃদ্ধ কবরের মধ্যে নামিয়া গেল। সে সবলে শাবলের আঘাত দিল। নীচে কোনও শক্ত পদার্থের সঙ্ঘাতে শাবল মাটীতে বসিতে চাহিল না।

সেই শব্দ শুনিবামাত্র সকলেই উৎকর্ণ হইয়া উঠিলেন—সকলেরই কৌতুক বর্দ্ধিত হইল। ব্যারনেট যেন এতক্ষণ নির্জ্জীব অবস্থায় ছিলেন। শব্দ শুনিবা মাত্র দৌড়াইয়া কবরের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। শ্রমিকরা উৎসাহভরে যন্ত্রপাতি লইয়া আবার কবরে নামিয়া পড়িল। শাবল ও খন্তা একটি দারুময় পদার্থে প্রতিহত হইতেছিল বুঝা গেল, মাটী সরাইয়া দেখা গেল, একটি কাঠের সিন্দুক সেখানে প্রোথিত রহিয়াছে। উহা ঠিক শবাধার নহে, তাহার অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকার। সকলে হাত লাগাইয়া সিন্দুকটিকে উপরে তুলা হইল। উহা খুবই ভারী বোধ হইল। সকলেই ভাবিল, উহার মধ্যে মূল্যবান কিছু আছে। না, তাহাদের ভুল হয় নাই।

সিন্দুকটি উপরে উত্তোলিত হইলে বলপূর্ব্বক উহার ডালা খুলিয়া দেখা হইল। প্রথমেই একটা মোটা চটের আবরণ দেখা গেল, তাহার নিম্নে অনেকগুলি রৌপ্যনির্ম্মিত দ্রব্য। এই অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারে একটা হর্ষ-কোলাহল উত্থিত হইল; ব্যারনেট উভয়বাহু উর্দ্ধে তুলিয়া যেন ভগবানকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। তিনি যেন অবর্ণনীয় দুর্দ্দশা হইতে অপ্রত্যাশিতভাবে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। ওল্ডবক যেন নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না। তিনি এক একটি করিয়া পদার্থ তুলিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। কোনও পদার্থের উপর কোন প্রকার চিহ্ন বা অক্ষরমালা ছিল না। বোধ হইল, সবই স্পেনে নির্ম্মিত। তিনি নিঃসন্দেহ বুঝিলেন যে, দ্রব্যগুলি খাঁটি রৌপ্যনির্ম্মিত—ভেজাল আদৌ নাই। তিনি এক একটি করিয়া জিনিষ তুলিয়া সাজাইতে লাগিলেন। ভাবিলেন, সকলের নীচে যাহা আছে, তাহারা হয় ত অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট মূল্যের। কিন্তু কোনও পার্থক্যই তিনি দেখিতে পাইলেন না। তিনি অবশেষে মোটামুটি হিসাব করিয়া বলিতে বাধ্য হইলেন যে, সহস্র স্বর্ণমুদ্রা মূল্যের এই দ্রব্যসম্ভার সার আর্থার পাইয়া গেলেন। সার আর্থার অঙ্গীকার করিলেন, সকলকেই তিনি উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিবেন এবং কি উপায়ে দুর্গে সিন্দুক সহ দ্রব্যগুলি লইয়া যাওয়া যায়, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে লাগিলেন।

জার্ম্মানটি এতক্ষণ বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। এইবার সে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল, "মিঃ ওল্ডেনবক্, আমি আগেই বলেছিলাম, আপনার ভদ্র ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত ভাবে ধন্যবাদ দেব। এখন দেখুন, ধন্যবাদ দেবার যোগ্য অবস্থা হয়েছে কি না?"

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "কিন্তু মিঃ ডাউষ্টারসুইভেল, আমাদের এই সাফল্যে আপনার যোগাযোগ কি আছে? আপনি আমাদের কোন সাহায্যই করতে চান নি। সে কথা কি ভুলে গেছেন নাকি? আপনার যন্ত্রপাতি ত কিছুই আপনি আনেন নি; কোন সাহায্যই করেন নি। সুতরাং আমাদের সাফল্যের সঙ্গে আপনার কোন সম্বন্ধই নেই। এখন ডেন জনসনের কথাই আমার মনে পড়ছে।"

জার্ম্মান যে উত্তর দিয়াছিল, তাহা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

২৪

Clause.—You now shall know the king
O' the beggars treasure :—
Yes—ere to-morrow you shall find
your harbour
Here,—failure not, for if I live I'll
fit you.
The Beggar's Bush

দ্রব্যগুলি আবিষ্কৃত হওয়ায় জার্ম্মাণটা তাহার সুযোগ ও সুবিধা গ্রহণ করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছিল। সুতরাং সে সাড়ম্বরে প্রত্নতাত্ত্বিককে আক্রমণ করিয়া বলিল, "এসব ব্যাপার ভারী মজার ও হাস্যরসাত্মক বটে। কিন্তু যারা নিজের চোখে দেখে, নিজের কাণে শুনেও বিশ্বাস করতে চায় না, তাদের আমি কিছু বলতে চাইনে। একথা সত্য যে, আমি

কলাকৌশলের উপযোগী কোন জিনিষ আনিনি। তা ছাড়া সারাদিন কিছুই করিনি, এটাও বিস্ময়ের বিষয়। কিন্তু আপনি আমার প্রতিপালক, সার আর্থার। দয়া করে আপনি আপনার ওয়েষ্টকোটের পকেটে একবার হাত দিন ত। যা উঠবে, সেটা আমাদের দেখিয়ে দিন।"

সার আর্থার জার্ম্মাণের কথামত কাজ করিলেন। তাঁহার পকেটের মধ্য হইতে একখানা ছোট রূপার রেকাবি বাহির হইল। উহা তিনি জার্ম্মাণের উপদেশে পূর্ব্বব্যাপারে ব্যবহার করিয়াছিলেন।

প্রত্নতাত্ত্বিকের দিকে ফিরিয়া গম্ভীরভাবে সার আর্থার বলিলেন, "খুব সত্য কথা। এই জিনিষটার সাহায্যে আগের বারে আমরা আবিষ্কার করে ছিলাম।"

ওল্ডবক্ বলিলেন, "আরে ছোঃ, ছোঃ। প্রিয়বন্ধু, এ সব জিনিষ যে আপনি বিশ্বাস করবেন, ততদূর বুদ্ধিহীন আপনি নন। যদি ডাউষ্টারসউইভেল জান্‌তেন, ধন-রত্নগুলো কোথায় পাওয়া যাবে, তাহলে ওগুলো আপনার হাতে পড়ত না।"

এডি সব কথাতেই কথা বলিতে পারিলে ছাড়িত না। সে বলিল, "ঠিক কথা, হুজুর। আমার মনে হয়, মিঃ ডাউষ্টারস্ উইভেলের যখন এমন ক্ষমতা যে, যা পাওয়া গিয়েছে, তাঁর বুদ্ধিবলেই হয়েছে, তা হলে পরিশ্রম করে আরো বেশী যা আছে, তা খুঁজে বের করুন না। এই সব জিনিষ কোথায় পাওয়া যাবে, এ যদি তাঁর জানা থাকে, তা হলে আরো বেশী কোথায় আছে, নিশ্চয় তিনি খুঁজে বের করতে পারবেন।"

এই প্রস্তাবে জার্ম্মাণের ললাটে অন্ধকার ছায়া ঘনাইয়া আসিল। এডি যে প্রস্তাব করিয়াছে, তাহাতে সে নিজের ফাঁদে নিজেই পা বাড়াইয়া দিয়াছে। ভিক্ষুক ইতিমধ্যে জার্ম্মাণকে একান্তে ডাকিয়া কাণে কাণে দুই একটি কথা বলিল। জার্ম্মাণ গভীর মনোযোগ সহকারে তাহা শ্রবণ করিল।

এ দিকে ধনরত্নপ্রাপ্তির আনন্দে সার আর্থার প্রকাশ্যে বলিয়া ফেলিলেন, "মিঃ ডাউষ্টারসউইভেল, আমার বন্ধু ওল্ডবকের কথায় তুমি ভড়কে যেও না। কাল সকালে তুমি দুর্গে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করো। তখন তোমাকে এমন প্রমাণ দেব যে, এ ব্যাপারে তুমি আমাকে যে সাহায্য করেছ, তার জন্য আমি অকৃতজ্ঞ নই। তোমাকে যে ৫০ পাউণ্ডের নোট দিয়াছি, ওটা তোমারই রইল। ও রে, তোরা বাক্সটার ডালা ভাল করে লাগিয়ে দে।"

কিন্তু ডালাখানা খুঁজিয়া পাওয়া গেল না—আবর্জ্জনাস্তূপের কোথায় যে চাপা পড়িয়াছিল, তাহা সন্ধান করিয়াও মিলিল না।

"যাকগে, একটা ত্রিপল চাপা দিয়ে আমার গাড়ীতে বাক্সটা তুলে দে। মঙ্কবারনস্, আপনি আসুন। ইসাবেলাকে আপনার বাড়ী থেকে গাড়ীতে তুলে নিতে হবে।"

"আহারটা আমার ওখানেই সারতে হবে, সার আর্থার। এ আনন্দের ব্যাপারে এক গ্লাস সুরাও পান করা চাই। তা ছাড়া এ ব্যাপারটা সম্বন্ধে এক্স্‌চেকারের কাছে একটা দরখাস্তও দিতে হবে। কারণ, সরকার পক্ষ কোন গোল না বাধায়। এ জায়গার মালিক আপনি। সুতরাং সহজেই হাঙ্গামা মিটে যাবে। যাক্, এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা যাবে।"

সার আর্থার সকলের দিকে চাহিয়া আদেশ করিলেন, "দেখ, এসম্বন্ধে যেন গল্প কেউ করো না। সবাই চুপচাপ থাকবে।"

সকলেই স্বীকার করিল, তাহাদের কাহারও মুখে কথাটা প্রকাশ পাইবে না।

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "ওসব বলা মিছে। দশ বার জন লোক যখন এখানে উপস্থিত, তখন এটা প্রকাশ পাবেই—বিশ রকম গল্প এ সম্বন্ধে নিশ্চয় বার হবে। যাক্, ভাবনার কোন কারণ নেই। আমরা সত্য কথাই বলব। সেটাই দরকার।"

ব্যারনেট বলিলেন, "আজ রাতেই আমি জরুরী বিবরণটা পাঠাতে চাই।"

অকিলট্রি বলিল, "যার হাতে দিলে চিঠিখানা ঠিক পৌছোবে, এমন লোককে দিয়ে পাঠাবেন, হুজুর।"

সার আর্থার বলিলেন, "পথে যেতে যেতে কথা হবে'খন। ওহে ছোকরা, আমার সঙ্গে তোমরা ফোর হর্স-স্থতে এস। সেখানে গিয়ে তোমাদের সকলের নাম লিখে নেব। ডাউষ্টারস্উইভেল, তোমাকে মঙ্কবারনস্‌এ যেতে হবে না। কারণ, আমার বন্ধুর সঙ্গে তোমার মত মিলবে না। কিন্তু কাল সকালে আমার সঙ্গে দেখা করতে ভুলো না যেন।"

জার্ম্মাণটা অস্পষ্টস্বরে কয়েকটি কথা বলিল, ভাল বুঝা গেল না। ব্যারনেট ও তাঁহার বন্ধুর দলধ্বংসস্তূপ হইতে চলিয়া গেলেন। ভৃত্য ও কুলীর দলও তাঁহাদের অনুসরণ করিল। শুধু জার্ম্মাণটা মুক্ত কবরের সন্নিধানে দাঁড়াইয়া রহিল।

সে আপনমনে বলিয়া উঠিল, "এমন হবে কে

ভেবেছিল? এমন ঘটনার কথা শোনা যায় বটে, কিন্তু ঘট্তে দেখিনি কখনো। আরো ২৩ ফুট যদি খুঁড়ে ফেল্তে পারতাম, এগুলো সব আমারই হ'ত।"

জার্ম্মানটা আত্মবিলাপ স্থগিত রাখিয়া সম্মুখে চাহিতেই দেখিল, এডি অকিলট্রি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে সকলের সঙ্গে স্থানত্যাগ করিয়াছিল বটে, কিন্তু কিছুদূর গিয়া ফিরিয়া কবরের অপর পারে লাঠিতে ভর দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এডির ভাবভঙ্গী দেখিয়া অতিধূর্ত্ত জার্ম্মাণটারও হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। সে আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া ভিক্ষুককে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "এ কে, মাষ্টার এডি অকিলট্রি—"

নীল কোর্ত্তাধারী ভিক্ষুক বলিল, "এডি অকিলট্রি কোন দিন মিষ্টার নয়। সে গরীব বেচারা মাত্র।"

"বেশ কথা। এখন বল ত, এসব কি ব্যাপার?"

"আমিও তাই ভাবছিলাম। মশাই ত দুজন ধনী ভদ্রলোককে এই সব ধনরত্ন পাইয়ে দিলেন। কিন্তু এসব ত আপনারই হ'তে পারত—সঙ্গে আর ২।১ জনও পেতে পারত।"

"হ্যাঁ, ভাই, এডি, ঠিক বলেছ, বন্ধু। আমি যে এর বিন্দুবিসর্গ জানতাম না। অর্থাৎ আমি ঠিক বুঝতে পারিনি যে, এত ধনরত্ন এখানে আছে।"

"সে কি কথা! আপনার পরামর্শ নিয়ে ত মঙ্কবারনস্, আর সার আর্থার এখানে ধনের আশায় এসেছিলেন না?"

"সে কথা ঠিক, কিন্তু সে আলাদা ব্যাপার। আমি জানতাম না বন্ধু, তাঁরা এখানে অত টাকার জিনিষ পাবেন। কিন্তু একদিন রাত্রিতে ভূতের হাঁচি, কাসিতে আমার বিশ্বাস হয়েছিল, ঐসব জিনিষ এখানে আছে। এখন ধনরত্ন হারিয়ে ভূতপ্রেত হাহুতাশ করতে থাক্‌বে।"

"মিঃ ডাউষ্টারস্‌উইভেল, আপনি এমন গুণীলোক হয়ে কি ওসব বিশ্বাস করেন?"

"আরে বন্ধু, আগে কি বিশ্বাস করতাম! কিন্তু সেদিন রাত্রে, হাঁচি, কাসি, গোঙ্গানি যে নিজের কাণে শুনেছি। পর পর একবাক্স রূপোর গহনা ত দেখতে পেলাম। বিশ্বাস না করে করি কি?"

"আচ্ছা, আর এক বাক্স যদি খুজে পাওয়া যায়, তাহলে যে আপনাকে সাহায্য করবে, তাকে আপনি কি দেবেন?"

"কি দেব!—যা পাব তার সিকি অংশ নিশ্চয় দেব।"

ভিক্ষুক বলিল, "যদি গুপ্তকথা আমার জানা থাক্‌ত, তা হলে, আমি অর্দ্ধেক ভাগ চাইতাম। আমি গরীব ভিখিরী, টাকাকড়ি, সোনারূপো আমার কাছে দেখলেই পুলিস আমায় ধরবে, কিন্তু এমন অনেক লোক আমার জানা আছে, যারা খুব কম লাভেই আমার নাম নিয়ে চলে যাবে।"

"আরে বন্ধু, আমি কি বলিছি বল ত? আমার কথার মানে, তিনভাগ তোমার, বাকি একভাগ আমার।"

"না, না, মশাই, আমরা যা পাব, দুজনে সমান সমান ভাগ করে নেব। ভায়ে ভায়ে যেমন ভাগ করে নেয়। এখন এই তক্তাখানা দেখুন। ওখানা আমি সরিয়ে রেখেছিলাম। মঙ্কবারনস্ ভারী চালাক। তিনি এখানা দেখতে পেলে ছাড়তে চাইবেন না। তাই যাতে তাঁর নজর না পড়ে, এমন ভাবে লুকিয়ে রেখেছিলাম। আমার চেয়ে আপনার হরপ জ্ঞান বেশী—আমার পড়াশোনা ভাল আসে না।"

এডি নম্রভাবে এইরূপ বলিয়া একটা থামের অন্তরাল হইতে বাক্সের ডালাটা লইয়া আসিল। চাড় দিয়া ঐ ডালাটা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছিল। ভিক্ষুক ডালাটা ভাল করিয়া ঝাড়িয়া মুছিয়া ফেলিল, অক্ষরগুলি সুস্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল।

এডি বলিল, "লেখাগুলো পড়তে পারছেন ত?"

দার্শনিক বানান করিয়া পড়িল, "ষ্টার্চ" (S, T, A, R, C H) অর্থাৎ ধোপানীরা জামা কাপড় ইস্ত্রী করার সময় যা দেয়।"

অকিলট্রি বলিল, "না, না, মশাই, ও হলো না। কথাটা হচ্ছে সার্চ্চ। অর্থাৎ সন্ধান কর। অক্ষরটা স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছেন না?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই ত বটে! তা হ'লে, দু নম্বরের বাক্স আছে নিশ্চয়? তাহলে আবার খুঁড়ে দেখ্‌তে বল্‌ছে। এটা এক নম্বরের বাক্সের ডালা। তা হলে আরো আছে, বন্ধু, আরো আছে!"

"তা হতে পারে। কিন্তু খুঁড়বার কোন যন্ত্র পাতি ত নেই। ওরা ত সব নিয়ে গেছে। আবার কবর বোজাবার জন্য ওরা ফিরে আস্‌তেও পারে। চলুন বনের মধ্যে গিয়ে দুজনে খানিক বসে অপেক্ষা করি। তখন সব গল্প বলব, কিন্তু তার আগে, এই অক্ষরগুলো মুছে ফেলা যাক্। নইলে কেউ যদি দেখে ফেলে, সব ধরা পড়ে যাবে।"

ছুরীর সাহায্যে ভিক্ষুক অক্ষরগুলি চাঁচিয়া তুলিয়া ফেলিল। তার পর মাটী দিয়া ডালার উপরিভাগ লেপিয়া দিল।

ডাউষ্টারস্উইভেল অবাক বিস্ময়ে ভিক্ষুকের দিকে চাহিয়া রহিল। এই বৃদ্ধের চাল চলন, কথার ভঙ্গী সর্ব্ব ব্যাপারেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় প্রকাশিত হইতেছিল। সে যেন ইহার কাছে নিষ্প্রভ হইয়া গেল। মনে মনে আহত হইলেও অর্থগৃধ্নুতা এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, ভিক্ষুকের কাছে তাহার পরাভবের গ্লানিও যেন মুছিয়া গেল। এতদিন সেই সকল বিষয়ে নেতার মত কাজ করিতেছিল, আজ এই ভিক্ষুকই তাহাকে পরিচালিত করিতেছে। সে মনে মনে বলিল,"আগে সব গল্পটা জেনে নেই, তার পর আমার অংশ আগে আমি ঠিক আদায় করে নেব।"

এই ভাবিয়া সে যেন সুশীল ছাত্রের ন্যায় ভিক্ষুকের সহিত একটা ওক্ গাছের তলদেশে পৌঁছিল! বৃক্ষটি ধ্বংসস্তূপের কিছু দূরেই অবস্থিত। নীরবে জার্ম্মাণ গল্প শুনিবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

বৃদ্ধ বলিতে লাগিল, "মিঃ ডাউষ্টারস্উইভেল, গল্পটা আমি শুনেছি, দুর্গের চাকর চাকরাণীদের কাছে। অবিশ্যি এ গল্প করা নিষেধ ছিল, কিন্তু চাকর চাকরাণীরা গল্প করে চলবেই। সে অনেক দিন আগের কথা। এখন একথা আর কেউ জানে না, আমি ছাড়া। নকউইক্নক দুর্গে একখানা কেতাব আছে, তাতে গল্পটা লেখা আছে।"

"বেশ! বেশ! এখন গল্পটাই আরম্ভ কর, ভাই।"

ভিক্ষুক বলিল, "আগেকার কালে যার গায় জোর বেশী, সেই না পরের জিনিষ কেড়ে নিত? আর যতদিন যার জোর থাক্‌ত, সে নিজের কাছে রাখ্‌ত। সারা স্কটল্যাণ্ডে এই রকম ব্যাপার ছিল।

"সার রিচার্ড ওয়ারডুর সেই সময়ে এ দেশে জমিদার ছিলেন; তিনিই প্রথম জমিদার এ অঞ্চলে। টাকা তাঁর ঢের ছিল। তাঁরা ভারী গর্ব্বিত লোক ছিলেন। দেশের জন্য তাঁরা যুদ্ধ করতেন। লোকে তাঁদের বলত নর্ম্যান ওয়ারডুর। কিন্তু দক্ষিণ দিক থেকে তাঁরা এসেছিলেন। এই সার রিচার্ড—তাঁকে লোকে রক্তহস্ত বলে ডাকত। নক্উইক্নক্ দুর্গের মালিকের মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। সেই সূত্রে রিচার্ড ওয়ারডুর দুর্গ ও সম্পত্তির মালিক হন। এদিকে সিবিল নক্উইক্নক আগে একজনকে ভাল বাস্‌তেন। বিয়ের আগেই তার সঙ্গে মেয়েটির মিলন হয়। রিচার্ড ওয়ারডুরের সঙ্গে বিয়ের ৪ মাস পরে সিবিলের একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। সেই ছেলেটিকে হাইল্যাণ্ডে পাঠান হয়। সে সেখানে বাড়ীতে থাকে। এদিকে সার রিচার্ড ওয়ারডুরের ঔরসে পরে সিবিলের গর্ভে একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। কিছুদিন বাদে সার রিচার্ড ও লেডী সিবিল মারা যান। তখন লেডী সিবিলের আগের ছেলে ম্যালকম্ ম্যাষ্টিকট তাঁর মায়ের সম্পত্তি অধিকার কর্‌বার জন্য আসেন—সঙ্গে অনেক সৈন্য। যুদ্ধে ওয়ারডুররা হেরে দুর্গ থেকে পালিয়ে যান। ম্যালকলম দুর্গ অধিকার করে, অনেকদিন ভোগদখল করতে থাকেন।"

জার্ম্মান বলিল, "বন্ধু এডি, এরকম গল্প সব দেশেই আছে। আমি সোনারূপোর কথাটাই শুনতে চাই।"

ভিক্ষুক বলিল, "তা বলছি শুনুন না। ম্যালকলমের এক খুড়ো তাঁকে খুব সাহায্য করেন। তিনি সেণ্ট রুথ মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁদের অনেক টাকাকড়ি ছিল। মানুষ বলে যে, সে কালের সন্ন্যাসীরা ধাতুর জিনিষকে বাড়াতে পারতেন। এদিকে ওয়ারডুরের ছেলে দ্বন্দ্বযুদ্ধে ম্যালকলমকে আহ্বান করেন। সে যুদ্ধে ম্যালকলম হেরে যান। কিন্তু ওয়ারডুর তাঁকে প্রাণে বধ করেন নি, হাজার হোক্ এক মায়ের পেটের ভাই ত। তখন বাধ্য হয়ে ম্যালকলম মঠে প্রবেশ করেন। সন্ন্যাসী অবস্থাতেই তিনি মারা যান। কোথায় তাঁকে গোর দেওয়া হয়েছিল, তা কেউ জান্‌ত না। তাঁর যে ধনরত্ন ছিল, তারই বা পরিণাম কি হয়েছিল, তাও কেউ জান্‌ত না। কিন্তু একটা দৈবাদেশ তাঁদের মুখে মুখে শোনা যেত, যেদিন ম্যালকলমের কবর আবিষ্কার করা হবে, সেই সময় নকউইকনক্ দুর্গ ওয়ারডুররা হারাবেন, আবার ফিরে পাবেন।"

"বন্ধু, এডি, যদি সার আর্থার, ওল্ডেনবক্‌কে খুসী করবার জন্য বন্ধুদের সঙ্গে ঝগড়া করেন, তাঁর অদৃষ্টে তাই ঘটবে—তা হলে, বন্ধু, তুমি কি মনে কর, এই সব সোনারূপো ম্যালকলমের?"

"তাই ত সত্য বলেই মনে হয়।"

"তা হলে তোমার বিশ্বাস, আরো ঐরকম আছে?"

"নিশ্চয়। তা ছাড়া অন্য রকম হতেই পারে না। ১নং—অনুসন্ধান কর—এর মানে অনেক। সন্ধান করলেই ২ নম্বর পাওয়া যাবে। তা ছাড়া প্রথম নম্বরে ত শুধু রূপোর জিনিষই দেখা গেল। আমি শুনেছি, ম্যাষ্টিকটের অনেক সোনার জিনিষ ছিল।"

তাড়াতাড়ি সলম্ফে উঠিয়া দাঁড়াইয়া জার্ম্মান বলিল, "তা হলে, বন্ধু, তা হলে আমরা এখুনি কাজ আরম্ভ করি না কেন?"

শান্তভাবে বসিয়া বসিয়াই ভিখারী বলিল, "দুটো কারণ আছে। প্রথম কারণ আমি আগেই বলেছি, আমাদের মাটী খুঁড়বার কোদাল,শাবল কিছুই নেই। দ্বিতীয় কারণ, দিনের বেলা অনেক লোক খোঁড়া কবর দেখবার জন্তে আসতে পারে। এমন কি, জমিদার নিজেই হয় ত লোকজন পাঠিয়ে কবরটা বুজিয়ে দিতে পারেন। আমরা যদি এখন খুঁড়বার চেষ্টা করি, ধরা পড়ে যাব। আপনি যদি রাত দুপুরে এখানে আমার সঙ্গে দেখা করেন, আমি যন্ত্রপাতি নিয়ে হাজির থাক্‌ব। আপনি একটা আঁধারে লণ্ঠন নিয়ে আসবেন শুধু। তখন দুজনে নির্ব্বিঘ্নে কাজ হাসিল করে ফেলব।"

জার্ম্মানের মনে সে রাত্রির ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা জাগ্রত ছিল। অবশ্য লাভের আশা প্রবল হইলেও, শঙ্কা তাহার মনে যথেষ্টই ছিল। তাই সে বলিল, "কিন্তু বন্ধু, অত রাত্তিরে ম্যাষ্টিকটের কবরের ধারে আসা নিরাপদ হবে কি? সেদিন যে রকম ভূতের দৌরাত্ম্য দেখেছিলাম! আমার ত ভারী ভয় করছে।"

অবিচলিতভাবে ভিক্ষুক বলিল, "আপনার যদি ভূতের ভয় থাকে, তাহলে ও কাজটা আমি একাই সেরে নেব। আপনি যায়গা বাৎলে দিন, আপনার ভাগটা আমি নিজেই পৌঁছে দেব।"

"না, না, প্রিয় বন্ধু, এডি, তোমাকে একা কষ্ট করতে দেব কেন? সে আমার দ্বারা হবে না। আমি নিজেই আসব—সেই খুব ভাল হবে। আমিই ত ম্যাষ্টিকটের কবর খুঁজে বার করেছিলাম। সার আর্থারকে কৌশলে ভোলাব বলে, ঐ কবরটার নীচে ঐ জিনিষগুলো লুকিয়ে রেখেছিলাম। সেটা শুধু তামাসা করবার জন্য। কবরটা যখন আমিই খুঁড়ে বার করেছি, তখন তার যা কিছু আমিই তার উত্তরাধিকারী। তাঁর ইচ্ছাতেই আমি ওটা খুঁজে পেয়েছি। ভদ্রতার খাতিরে উত্তরাধিকারী হিসাবে আমাকেই এসে জিনিষ পত্তরের ভার নিতে হবে।"

"তা হলে কথা রইল, রাত বারোটার সময় এখানে দুজনে মিলব। খানিক আমি চৌকি দেব, কেউ যেন না আসে। তার পর সবাই বাসাতে গিয়ে খেয়ে নেব। রাত্তিরে দেখা হবে।"

"তাই হবে, প্রিয় বন্ধু। ভূত প্রেত জড় হয়ে যতই ভয় দেখাক না কেন, আমি আসবই।"

পরস্পর করকম্পন করিয়া বিদায় লইল।

২৫

—See thou shake the bags
Of hoarding abbots; angels imprisoned
Set thou at liberty——
Bell, book, and candle,
shall not drive me back,
If gold and silver becon to come on.——

King John.

রাত্রিতে ঝড় আরম্ভ হইল। জোরে বাতাস বহিতেছিল, মাঝে মাঝে বৃষ্টিও পড়িতেছিল। বৃদ্ধ ভিক্ষুক একটি বৃহৎ ওকবৃক্ষের শাখা ও পত্র-বহুল আশ্রয়ে দাঁড়াইয়া আপন মনে হাসিয়া উঠিল, "মানুষের মন কি মজার। রাত বারোটায় এই দুর্য্যোগে জার্ম্মানটা ধনের লোভে এখানে আসবে। কিন্তু আমি তার চেয়েও বোকা। এখানে আমি তার জন্তে অপেক্ষা করছি।"

বৃদ্ধ অঙ্গাবরণ ভাল করিয়া গায় জড়াইয়া আকাশের দিকে চাহিল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে মাঝে মাঝে ক্ষীণ চাঁদ দেখা যাইতেছিল। ম্লান আলোক ধ্বংসস্তূপের উপর পড়িয়াছিল। আবার যখন অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল, তখন কিছুই দেখা যাইতেছিল না। শুধু বিরাট অন্ধকার চারি-দিকে ঘনাইয়া উঠিতেছিল।

যাহার মনে ভূতের ভয় আছে, এরূপ স্থলে এরূপ দুর্য্যোগপূর্ণ রজনীতে এখানে সে প্রতি মুহূর্ত্তে নানা বিভীষিকা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিত। কিন্তু অকিলট্রির মনে ভয় ডর কিছুই ছিল না। সে নিজের যৌবনের কথা ভাবিতেছিল।

সহসা সে লাঠিখানা স্কন্ধদেশে রাখিয়া দুই পদ অগ্রসর হইয়া বলিয়া উঠিল, "দাঁড়াও, কে ওখানে?"

ডাউষ্টারসুউইভেল বলিয়া উঠিল, "আমি—আমি, বন্ধু এডি। তুমি অমন জোরে কথা বল্‌লে কেন?"

"আমি ভাবছিলাম যে, আমি এখন পাহারায় আছি। শাস্ত্রীর মত কথা বল্‌লাম। রাত্তিরটা ভারী খারাপ আজ। আপনি লণ্ঠন এনেছেন ত? দুটো ঝুলিও এনেছেন?"

"হ্যাঁ, বন্ধু সব এনেছি। এই দেখ দুটো থলে—একটা তোমার একটা আমার। এ দুটো ভর্ত্তি করে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে দেব। তা হ'লে তোমাকে আর বোঝা বয়ে কষ্ট করতে হবে না। হাজার হোক্ তুমি ত বুড়ো হয়েছ।"

এডি বলিল, "আপনি এখানে একটা ঘোড়া এনেছেন?

"হ্যাঁ, বন্ধু। ঐ ওখানে ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখেছি।"

"তা হলে, গোড়াতেই একটা কথা বলে রাখি। আপনার ঘোড়ার পিঠে আমার ঝোলা আমি চাপাতে দেব না।"

বিদেশী বলিল, "তাতে তোমার ভয় কি?"

ভিখারী বলিল, "কথাটা এই, তা হলে ঘোড়া, মানুষ ও টাকা সবই আমার দৃষ্টির বাইরে চলে যাবে।"

"তুমি কি মনে কর, একজন ভদ্রলোক এমন বদমাস্ হতে পারে?"

অকিলটি্ বলিল, "অনেক ভদ্রলোক সেটা নিজেই ভেবে দেখ্‌লে পারেন। কিন্তু এতে ঝগড়ার কথা কোথায়? আপনি যদি যেতে চান, চলে যান। আমার কথায় রাজি না হন, বেশ ত, আমি আমার আস্তানায় ফিরে যাচ্ছি, কোদাল, শাবল যাদের কাছ থেকে এনেছি, তাদের ফিরিয়ে দিলেই হবে।"

ডাউষ্টারস্‌উইভেল মনে মনে তোলাপাড়া করিয়া দেখিল, একাই ধনরত্ন সংগ্রহের চেষ্টা করিবে কি না। তাহা হইলে সমস্তই তাহার হইতে পারে। কিন্তু খননযন্ত্র সে কোথায় পাইবে? তাহা ছাড়া একা একা মাটী সরান সহজ কাজ নহে। বিশেষতঃ ভূতের ভয়টাও ত আছে। মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেও বাহিরে প্রশান্ত ভাব ধারণ করিয়া সে বলিল যে, অকিলটি্র কথামতই সে কার্য্য করিবে। এখন কবরের দিকে গেলেই হয়।

"বেশ ভাল কথা। কিন্তু সাবধান, পা পিছলে পড়ে যাবেন না যেন। এই সময়ে চাঁদের আলোটা পেলে ভালই হত।"

ভিখারী পথ দেখাইয়া অগ্রে চলিল। ধ্বংস-স্তূপের কাছে আসিয়া সে সহসা দাঁড়াইয়া বলিল, "মিঃ ডাউষ্টারস্‌উইভেল, আপনি ত পণ্ডিত লোক। মাটীর ওপর ভূত প্রেত যে হেঁটে বেড়ায়, সে কথাটা আপনি বিশ্বাস করেন?"

অনুনয়পূর্ণ কণ্ঠে জার্ম্মাণ বলিল, "প্রিয় এডি, এসময়ে, এ অবস্থায় কি ওসব প্রশ্ন ভাল?"

"মিঃ ডাউষ্টারস্‌উইভেল, কথাটা এসময় বলে রাখাই ভাল। সকলে একথা বলেছে, এই পথে ম্যাল্টিকটের প্রেতযোনি ঘুরে বেড়ায়। এরকম রাত্তিরে যদি সেই ভূতের সঙ্গে দেখা হয়, তা হলে তিনি যে আমাদের ওপর খুব খুসী হবেন, তা মনে হয় না।"

ভীত কণ্ঠে জার্ম্মাণ বলিল, "মিঃ এডি, এসব কথার আলোচনা এখন বন্ধ কর। সেদিন রাত্তিরে আমি যা শুনেছি, তাতে আমার বিশ্বাস——"

গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া অকিলটি্ দুই বাহু ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া বলিয়া উঠিল, "এই মুহূর্ত্তে যদি তিনি এখানে এসে হাজির হন, আমি এক চুল নড়ব না। তাঁর ত দেহ নেই, শুধু ভৌতিক ছায়া—আর আমরা রক্তমাংসে গড়া মানুষ।"

"বন্ধু, ভগবানের দোহাই, ওসব কথা এখন বলো না, ভাই।"

লণ্ঠনের আলোক উজ্জ্বল করিয়া দিয়া এডি বলিল, "বেশ, তাই হবে। এই ত পাথর। ভূত থাক আর নাই থাক্, আমি ত গর্ত্তের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।" বলিতে বলিতে যে গহ্বর হইতে সকাল বেলা বাক্স তোলা হইয়াছিল, এডি তাহার মধ্যে লাফাইয়া পড়িল। কয়েক বার শাবল চালাইবার পর সে যেন ক্লান্তির ভাণ করিয়া বলিল, "বুড়ো হয়ে পড়েছি, এখন আর বেশীক্ষণ পারিনে। আপনি এবার নেমে এসে খানিক চেষ্টা করুন। আমি আবার পরে আপনার সাহায্য করব।"

তদনুসারে ডাউষ্টারস্‌উইভেল স্থান বিনিময় করিয়া লইল। তাহার মনে অর্থলাভের লালসা এমন প্রবল হইয়াছিল যে, সে সবলে শাবল ও কোদাল চালাইতে লাগিল। তাড়াতাড়ি কার্য্যোদ্ধার করিয়া সরিয়া পড়িতে পারিলেই মঙ্গল। এই চিন্তায় সে উৎসাহভরে কাজে লাগিয়া গেল।

গর্ত্তের উপরে পরম আরামে দাঁড়াইয়া এডি জার্ম্মাণকে উৎসাহ দিতে লাগিল। সে বলিতেছিল, "একনম্বরে যা পাওয়া গেছে, তার তিন চার গুণ দামের সোনা ২নম্বরে পাওয়া যাবে।"

জার্ম্মাণটা প্রবল উদ্যমে মাটী, পাথর নুড়ি তুলিয়া ফেলিতেছিল। মনে মনে সে জার্ম্মাণ ভাষায় গালি পাড়িতেও ভুলিতেছিল না।

এডি বলিয়া উঠিল, "আহা! অমন করে গালা-গালি করবেন না। কে কোথায় দাঁড়িয়ে শুনছে, তাই বা কে বলতে পারে। ওটা কি? না, না, একটা ভাল বোধ হয়। চাঁদের আলোতে মনে হচ্ছিল, ম্যাল্টিকটের হাতটা নড়ছে বুঝি। যাক্, ওদিকে মন দেবেন না। শাবল চালিয়ে যান—মাটী-গুলো তুলে ফেলুন—ওকি থাম্‌লেন কেন?—আর বেশী দেরী নেই, এই বার পাওয়া যাবে।"

জার্ম্মাণ সক্রোধে বলিল, "থাম্‌লাম কেন! এক বারে পাহাড়ের গায় শাবল লাগ্‌ছে,আর মাটী নেই।"

ভিখারী বলিল, "পাথর ত থাক্‌বেই। ওরই নীচে নিশ্চয় বাক্সটা আছে। এবার কোদাল দিয়ে পাথরটাকে খুঁড়ে তুলে ফেলুন। হ্যাঁ, আরও জোরে!—হ্যাঁ, ঠিক হচ্ছে।"

এডির উৎসাহে জার্ম্মাণটা প্রণোদিত হইয়া দুই তিনটা প্রচণ্ড আঘাত করিল। ফলে এবার কোদালটাই ভাঙ্গিয়া গেল!

এডি বলিয়া উঠিল, "এ কি! কোদালটাই শেষে ভেঙ্গে গেল। তা যাক্ গে, এবার শাবলটা চালান।"

ছয় ফুট গভীর খাদ হইতে জার্ম্মাণ বিনাবাক্যব্যয়ে উঠিয়া আসিল। তার পর সক্রোধে তর্জ্জন করিয়া সে এডিকে বলিল, "কার সঙ্গে ঠাট্টা করছ, তা জান কি, মিঃ এডি আকিলট্রি?"

"বাঃ! আপনাকে খুব চিনি। কিন্তু ঠাট্টা বিদ্রূপ কোথায় পেলেন? সোনা রূপো দুজনে ভাগ করে নেব বলেই ত এসেছি। মাঝ পথে থাম্‌লে চল্‌বে কেন?"

"ওরে পাজি বুড়ো, ফের আমাকে যদি ঠাট্টা করবি, ত এই শাবলে তোর মাথা দু ফাঁক করে দেব।"

জার্ম্মাণ দার্শনিক ক্রোধে থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

এডি বলিল, "কিন্তু আমার দুটো হাত আর এই লাঠি তখন কোথায় থাকবে? আরে মশাই, এত কাল বেঁচে রয়েছি, তা কি তোমার হাতের শাবল খাবার জন্য? এত রাগ করছ কেন? এক মিনিট দেখ না, ধন রত্ন সব খুঁজে বের করছি।"

শাবল লইয়া সে গর্ত্তে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

জার্ম্মাণের মনে এখন সন্দেহ পূর্ণমাত্রায় জাগিয়া উঠিয়াছিল। সে বলিল, "শোন, এডি, তুমি আমার সঙ্গে যদি চালাকী করে থাক, তোমাকে ভীষণ প্রহার আমি দেব, তা আমি বলে রাখ্‌লাম!"

অকিলট্রি বলিল, "খুন করার ব্যবসা শিখেছ না কি?"

ক্রুদ্ধ জার্ম্মাণ আত্মসংযম করিতে না পারিয়া ভাঙ্গা কোদালখানা তুলিয়া বৃদ্ধের মস্তক লক্ষ্য করিল। সে আঘাতে এডির মাথা ভাঙ্গিয়া যাইত। কিন্তু উহা নিক্ষিপ্ত হইবার পূর্ব্বেই কঠোরস্বরে বৃদ্ধ বলিল, "লজ্জা করে না তোমার? তোমার বাবার বয়সী আমাকে তুমি খুন করতে চাও! ভগবান তোমাকে শাস্তি দেবেন। ঐ দেখ তোমার পেছনে কে?"

সবিস্ময়ে ডাউষ্টারসউইভেল পশ্চাৎ ফিরিতেই দেখিতে পাইল, একটি দীর্ঘাকার কৃষ্ণমূর্ত্তি তাহার ঠিক পশ্চাতেই দাঁড়াইয়া। এই মূর্ত্তি তাহাকে কোন কিছু করিবার অবকাশ না দিয়াই তাহার স্কন্ধদেশ ধরিয়া এমন জোরে ঝাঁকানি দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মুষ্ট্যাঘাত করিল যে, জার্ম্মাণটা কয়েক মুহূর্ত্ত চৈতন্যহারা হইয়া সেইখানে পড়িয়া রহিল।

যখন তাহার চৈতন্য হইল, সে দেখিল যে, আর্দ্র মাটীর উপর সে একা পড়িয়া রহিয়াছে। ক্রোধ, যন্ত্রণা ও ভয় তিনের সংমিশ্রণে সে অভিভূতের মত হইয়া পড়িল! বুদ্ধি স্থির করিতে কয়েক মুহূর্ত্ত চলিয়া গেল। সে প্রথমে বুঝিতেই পারিতেছিল না, এখানে সে কিরূপে আসিয়াছে।

কিছু চিন্তার পর সে বুঝিতে পারিল যে, এই ব্যাপারও ষড়্‌যন্ত্রমূলক। এডি অকিলট্রি তাহাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিবার জন্য প্রথম হইতেই এই ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। কিন্তু শুধু এডির প্ররোচনাতে এই ব্যাপার ঘটিয়াছে, ইহা সে ভাবিতে পারিল না। তাহার অপেক্ষাও বুদ্ধিমান লোক এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আছে।

সার আর্থার এবং ওল্ডবক্ এতদুভয়ের কে যে এই ব্যাপারে আছেন, তাহা সে প্রথমতঃ স্থির করিতে পারিল না। ওল্ডবক্ যে তাহাকে অশ্রদ্ধা করেন, ইহা সে সুস্পষ্ট লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু সার আর্থারের ক্ষতি সে কম করে নাই। প্রথমতঃ তিনি এই ক্ষতির পরিমাণ বুঝিতে না পারিলেও, অন্যের সহিত আলাপ আলোচনায় হয় ত তাহা পরে বুঝিয়াছিলেন। ওল্ডবক্ যে সব কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার বজ্জাতি ধরা পড়িয়া থাকিবে।

ভাল করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার অবস্থা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই ডাউষ্টারসউইভেল মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, সে তাহার উপকারীর সর্ব্বনাশসাধন করিবেই। সর্ব্বনাশসাধনের অনেক উপাদান তাহার জানা ছিল।

কিন্তু প্রতিহিংসাসাধন পরে হইবে, আপাততঃ এ স্থান ত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষাই প্রধান কর্ত্তব্য। লণ্ঠনটা হুড়াহুড়ির সময় নিভিয়া কোথায় পড়িয়া আছে কে জানে। এতক্ষণে ঝড়ের বেগ অনেক কমিয়াছিল। কারণ, জোরে বৃষ্টি পড়িতেছিল। আকাশে চাঁদের কোনও চিহ্নই দেখা যাইতেছিল না। ধ্বংসস্তূপের অবস্থান সম্বন্ধে তাহার মোটামুটি জ্ঞান ছিল। তাই সে পূর্ব্বদিকের নিষ্ক্রমণ পথ খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু এমন গোলমাল ঠেকিতেছিল যে, সে ঠিক দিক্‌-নির্ণয় করিতে পারিতেছিল না।

সে ভাবিতে লাগিল, পাঁচ বৎসর ধরিয়া যে স্কট ব্যারনেটকে নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইয়াছে, সেই লোকটা শেষে জার্ম্মান ডাউষ্টারসুইভেলকে ঠকাইয়া দিল! আচ্ছা, ইহার প্রতিফল সে দিবেই।

সে এইরূপ ভাবিতেছে, এমন সময় একটা ঘটনায় তাহার মন আকৃষ্ট হইল। বাতাসের কাতর দীর্ঘশ্বাস এবং বৃষ্টির ধারাপতন শব্দ ছাপাইয়া অদূরে কোথায় যেন কাহারা করুণ শব্দে গান গাহিতেছে। সে গান বা বিলাপ শুনিলে মনে হইবে, কোনও নরদেহধারীর আত্মা স্বর্গে প্রয়াণ করিয়াছে, তাহারই উদ্দেশে কাহারা যেন বিলাপ করিতেছে। ডাউষ্টারসউইভেল অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে চলিতে চলিতে এই অদ্ভুত ব্যাপারে থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন কর্ণেন্দ্রিয়ে কেন্দ্রীভূত হইল। এরূপ নির্জ্জন ধ্বংসস্তূপে এরূপ কাতর বিলাপ কোথা হইতে আসিতেছে?

সে দেখিল, অদূরে যে ধ্বংসপ্রায় ধর্ম্মমন্দির রহিয়াছে, তাহার লৌহ-রেলিং-বেষ্টিত দ্বারপথ দেখা যাইতেছে। সেদিকে দৃষ্টিপাত করিতেই সে দেখিতে পাইল, লৌহদণ্ডগুলির অবকাশপথে রক্তবর্ণ আলোক-শিখা দেখা যাইতেছে।

কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া ডাউষ্টারস্-উইভেল চুপ করিয়া দাঁড়াইল। তার পর অকস্মাৎ বেপরোয়া ভাবে সে যেখান হইতে আলোকশিখা নির্গত হইতেছিল, সেই দিকে অগ্রসর হইল।

কেহ তাহাকে দেখিতে পাইল না। কিন্তু ভিতরে কি হইতেছে, তাহা সে দেখিতে পাইল। যে সঙ্গীত-ধ্বনি হইতেছিল, তাহা অকস্মাৎ থামিয়া গেল। চারিদিকে গাঢ় নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল।

সে দেখিল, ভিতরে একটি কবর খোঁড়া হইয়াছে —একটি শবাধার সম্মুখে রক্ষিত। একজন ধর্ম্মযাজক গ্রন্থ হস্তে দাঁড়াইয়া, তাঁহার একজন সহকারী জলপূর্ণ পাত্র লইয়া জল ছিটাইবার জন্য উদ্যত। একজন দীর্ঘাকার মানুষ, শবাধারের কাছে দাঁড়াইয়া। তাঁহার দেহে শোকবস্ত্র। অদূরে দুই তিন জন পুরুষ ও নারী শোকবস্ত্রাবৃত হইয়া নতশিরে দণ্ডায়মান। আরও কিছু দূরে ৫।৬ জন অনুরূপ বেশধারী লোক— প্রত্যেকের হাতে একটি করিয়া মশাল জ্বলিতেছে। ধূমায়মান মশালের আলোকে সমস্ত দৃশ্যটা সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না বলিয়া মনে হইতেছিল, অনেক-গুলি মূর্ত্তি প্রেতের ন্যায় নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

ধর্ম্মযাজক সুস্পষ্ট স্বরে ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে কি পড়িতে লাগিলেন। জার্ম্মানটি এই দৃশ্য দেখিয়া ভাবিতেছিল, সে যাহা দেখিতেছে, তাহা ভৌতিক ব্যাপার নহে ত? সে শেষ পর্য্যন্ত দেখিবে, না গুহাপথে অন্য দিক দিয়া চলিয়া যাইবে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। ভিতরের লোকরা এইবার যেন তাহাকে দেখিতে পাইল। যে প্রথম দেখিয়াছিল, সে শবাধারের সন্নিহিত দুই ব্যক্তিকে ইঙ্গিত করিল। তাহারা নিঃশব্দে অগ্রসর হইয়া লৌহদণ্ড-মণ্ডিত দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল। উভয়ে জার্ম্মানের দুই বাহু ধারণ করিল। ঈষৎ বলপ্রয়োগ করিয়াই তাহারা ডাউষ্টারসুইভেলকে ভিতরে টানিয়া লইয়া গেল। ভয়ে জার্ম্মান দার্শনিক বাধা দিতে সাহস করিল না।

সে কিন্তু বুঝিল মানুষের সন্নিধানেই সে আসিয়াছে —ভূতের হাতে পড়ে নাই। ইহাতে সে অনেকটা নিশ্চিন্ততার তৃপ্তি অনুভব করিল। প্রার্থনা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সে চুপ করিয়া রহিল।

প্রার্থনার স্তোত্র সমাপ্ত হইবার পর একজন বলিয়া উঠিল, "এ কি, মিঃ ডাউষ্টারসুইভেল যে! আপনি আমাদের ব্যাপারটা সব দেখেছেন ত? ও রকম করে উঁকি ঝুঁকি মারছিলেন কেন, বলুন ত?"

জার্ম্মান বলিল, "সত্য করে বলুন, আপনারা কারা?"

"আমরা কারা! কেন, আমাকে জানেন না? আমার নাম রিংগান্ আইকউড্। নকউইকনকের বনের রক্ষক আমি। আপনি এখানে এ সময়ে কি করছিলেন? আপনি ত লেডী মহোদয়ার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ায় যোগ দিতে আসেন নি?"

"মিঃ আইক্ উড্, আমি বল্ছি যে, আজ রাতে আমাকে খুন করে, লুঠ করবার চেষ্টা হয়েছিল।"

"আপনার ওপর ডাকাতি হয়েছে? এখানে সে কাজ কে করলে? আপনাকে খুন করেছে? তবে কথা বলছেন কি করে? মিঃ ডাউষ্টারস্-উইভেল, কে আপনাকে ভয় দেখিয়েছে?"

"বলছি আপনাকে। নীল গাউনপরা বদমাস এডি অকিল্ট্রি।"

রিংগান বলিল, "আপনার কথা বিশ্বাস করতে পারি নে। আমি এডিকে অনেক দিন ধরে জানি, আমার বাবার সঙ্গেও তার পরিচয় খুব ছিল। এডি ভারী ধর্ম্মভীরু ভাল লোক। তা ছাড়া সে ত আমার গোলাবাড়ীতে ঘুমুচ্ছে দেখে এসেছি। রাত দশটা থেকে ত সে সেখানে আছে। আপনার গায় আর যেই হাত তুলুক, এডি অকিল্ট্রি তোলে নি, এ আমি বল্তে পারি।"

"মিষ্টার রিংগান আইক্‌উড, আপনি যাই বলুন না কেন, আমি বলছি, আজ রাত্তিরে আমার কাছ থেকে ৫০ পাউণ্ড কেড়ে নিয়েছে—আর নিয়েছে ঐ এডি অকির্লট্রি। সে কথ্‌খনো আপনার গোলা-বাড়ীতে নেই।"

"আচ্ছা মশাই, গোর দেওয়া শেষ হয়ে যাক্‌। আপনি আমার সঙ্গে চলুন, চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হয়ে যাবে। আপনি নিজের চোখেই দেখ্‌তে পাবেন, এডি গোলাবাড়ীতে ঘুমুচ্ছে। আমরা যখন শব নিয়ে আস্‌ছিলাম, তখন দুজন বদ্‌-চেহারার লোককে যেতে দেখেছিলাম, সেকথা ঠিক। আমাদের এ গোর দেওয়ার ব্যাপারটা যাতে বদলোকের চোখে না পড়ে, তাই ধর্ম্মযাজক মশাই, দুজন লোককে তাদের পেছনে তাড়া করতে বলেন। তারা ফিরে এলে সব কথাই জানা যাবে।"

সমস্ত কার্য্য সমাপ্ত হইলে শবরক্ষক ও তাহার পুত্রের সহিত জার্ম্মান চলিল।

জার্ম্মান চলিতে চলিতে বলিল, "কাল হাকিমের কাছে আমি দরখাস্ত দেব। যারা এ ব্যাপারে আছে, সব কজনকে আইনের ফাঁসে জড়িয়ে দেব।"

মাঠে পড়িয়া ডাউষ্টারসউইভেল দেখিল, মশাল-ধারীরা ধ্বংসস্তূপ হইতে নির্গত হইয়া অন্য দিকে চলিয়াছে। অশ্বপদশব্দও তাহার শ্রুতিগোচর হইল।

২৬

O weel may the boatie row,
And better may she speed,
And weel may the boatie row
That earns the bairnies bread !
The boatie rows, the boatie rows,
The boatie rows fu' weel,
And lightsome be their life that bear
The merlin and the creel !

Old Ballad.

একাদশ পরিচ্ছেদে যে ধীবর-পরিবারের কুটীরের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, পাঠকবর্গকে এখন সেখানে লইয়া যাইতেছি। আমার বলিবার ইচ্ছা যে, কুটীরের অভ্যন্তরভাগ বেশ শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সজ্জিত, আসবাবপত্রে সমাচ্ছন্ন এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কিন্তু ঠিক তাহার বিপরীত বর্ণনা দিতে হইতেছে। শৃঙ্খলার পরিবর্ত্তে কুটীরের মধ্যে বিশৃঙ্খলা এবং যথেষ্ট আবর্জ্জনা সঞ্চিত ছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও গৃহস্বামিনী লকি মকলব্যাকইট এবং তাহার পরিজনবর্গ বেশ স্বচ্ছন্দে, আরামে এবং প্রাচুর্য্যের মধ্যে রহিয়াছে বলিয়া বুঝা যায়।

গ্রীষ্মকাল হইলেও একটা বড় অগ্নিকুণ্ডে আগুন জ্বলিতেছিল। এই আগুনে একসঙ্গে আলোক, উত্তাপ এবং রন্ধনকার্য্য সম্পন্ন হইতেছিল। সমুদ্রের মাছ-ধরার কাজ সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হওয়ায়, বিক্রয়ের পর ঘরে ব্যবহারের জন্য মৎস্যাদির পাক চলিতেছিল। হৃষ্টপুষ্ট ম্যানী, একদল কিশোর-কিশোরী এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে এটাসেটা করিয়া বেড়াইতেছিল। তাহার শ্বশ্রূমাতা অগ্নিকুণ্ডের ধারে একখানি চেয়ারে বসিয়াছিল। সে অশীতিবর্ষীয়া বৃদ্ধা—নীরবে মৃদু হাসিয়া সে পৌত্র-পৌত্রীদিগের খেলা দেখিতেছিল এবং কখনও কখনও তুলা লইয়া সূত্র-রচনার কার্য্য চালাইতেছিল। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা পিতামহীর পদতলে বসিয়া, বৃদ্ধার কাজ দেখিতেছিল।

তখন মধ্যরাত্রি অতীতপ্রায়। কিন্তু পরিবারের কেহই তখন শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করে নাই—সেরূপ লক্ষণও দেখা যাইতেছিল না। গৃহকর্ত্রী ম্যানী তখনও পিঠা প্রস্তুত করিতেছিল। যাহারা বয়স্কা, তাহারা মাতার কাজে সাহায্য করিতেছিল।

সকলে এইরূপ যখন কাজে ব্যস্ত, এমন সময় রুদ্ধদ্বারে কেহ মৃদু করাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিল, "তোমরা সবাই এখনো জেগে আছ?"

দ্বার খুলিয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর হইল, "আরে এস, এস—ভেতরে এস।"

প্রত্নতাত্ত্বিকের পরিচারিকা জেনী রিন্‌থারু আগড় ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

গৃহস্বামিনী বলিল, "আরে কে ও? তুমি জেনী না কি? এমন সময় তোমার দেখা পাব ভাবিনি ত? অনেক দিন তোমায় দেখিনি।"

"আর বাছা! ক্যাপ্টেন হেক্‌টরকে নিয়ে যা গোলমাল—সময় করেই উঠ্‌তে পারিনি এদ্দিন। এখন তিনি একটু ভাল আছেন। বুড়ো ক্যাকসন্ তাঁর ঘরেই এখন ঘুমায়—যদি কোন জিনিষ ক্যাপ্টেনের দরকার হয়। বাড়ীর সবাই বিছানায় শুয়ে পড়তেই আমি এখানে চলে এসেছি।"

লকি মকলব্যাকইট বলিল, "তুমি বুঝি ষ্টিনির খোঁজে এসেছ? তা সে ত আজ বাড়ীতে নেই। ষ্টিনিকে দিয়ে তোমার পোষাবে না, বাছা! তোমার মত লোক তার মত পুরুষকে মানিয়ে রাখ্‌তে পারবে না।"

মাথা সোজা করিয়া তুলিয়া জেনী বলিল, "না, ইনিকে দিয়ে আমার পোষাবে না। আমি এমন পুরুষ চাই, যে তার স্ত্রীকে প্রতিপালন করতে পারবে।"

"ওটা তোমার সহরে মত, বাছা! জেলেবৌরা স্বামীকে পোষে, সংসার চালায়, আর কেনাবেচাও করে, বাছা!"

জলকন্যাকে স্থলকন্যা বলিল, "আরে, তোমরা বাছা আর কি কাজ কর। নৌকা যেই তীরে লাগল, তখন কুড়ে জেলের আর কি কাজ থাকে? তখন জেলে-বৌরা জলের ভেতর দিয়া গিয়ে নৌকো থেকে মাছ ডাঙ্গায় তুলে নিয়ে আসে। পুরুষরা তার পর ভিজে জামা ছেড়ে, শুক্‌নো জামা পরে গুড়ুক তামাক ফুঁকতে থাকে। আবার ডিঙ্গি জলে না ভাসা পর্য্যন্ত কোন কাজই করবে না। জেলে-বৌ তার পর মাছের ঝুড়ি মাথায় নিয়ে সহরে বেচতে যাবে। মাছ বিক্রী না হওয়া পর্য্যন্ত তার আর দেখাই নেই। এই ত জেলের বৌয়ের অবস্থা—খালি দাসীপনা করা ত?"

"ক্রীতদাসী! বরং বাড়ীর মালিককে ক্রীতদাস বল্‌তে পার, বাছা। তুমি কিছু জান না। সণ্ডার একটা কথা বলুক ত! বাড়ীর কাজে কর্ত্তাত্তি করুক ত! তা হলে আর খাবার জুটবে না। সে খুব ভাল জানে, কে তাকে খেতে দেয় পরতে দেয়। না, না বাছা। যারা জিনিষ বেচে, টাকা তাদের কাছেই থাকে—টাকা যার হাতে থাকে, সেই বাড়ীর মালিক হয়। তোমাদের চাষীঘরের একজনকে দেখাও ত, যে তার স্ত্রীকে মাল নিয়ে বাজারে যেতে দেয়। না, না।"

"যাক্, ম্যানী, ও কথা থাক্। রাত্তিরে ইনি গেল কোথায়? সে বাড়ী এল কখন্, আর গেলই বা কখন্? বাড়ীর কর্ত্তাই বা কোথায়?"

"কর্ত্তাকে বিছানায় পাঠিয়ে দিয়েছি—সে ঘুমুচ্ছে। ইনি কি একটা কাজে বুড়ো অকিল্‌ট্রির সঙ্গে গিয়েছে। এখুনি তারা ফিরে আসবে। তুমি একটু বসে যাও।"

আসন গ্রহণ করিয়া জেনী বলিল, "কর্ত্তা মা, আমি বেশীক্ষণ এখানে থাকতে পারব না। তবে খবর তোমাদের দিচ্ছি। সেন্টরুথএ সার আর্থার এক বাক্স বোঝাই সোনার জিনিষ পেয়েছেন, শুনেছ কি? এবার তাঁর অবস্থা আরো ফিরে যাবে। আর এখন কেউ তাঁকে অবজ্ঞা করতে পারবে না।"

"হ্যাঁ, বাছা, কথাটা শুনেছি। সহরের সবাই একথা জানে। এডি বলেছে, যা পাওয়া গেছে, লোকে তার দশগুণ বাড়িয়ে বলছে। সে নিজের চোখেই সব দেখেছে কি না।"

"তোমরা শুনেছ বোধ হয় যে, কাউন্টেস্ গ্লেনোলান মারা গেছেন। এই রাত্তিরেই সেন্টরুথএ তাঁকে গোর দেওয়া হবে। তখন মশালের আলো জ্বল্‌বে। পোপের মতে যাদের মত, তারা সব সেখানে থাক্‌বে। রিংগানআইক উডও ঐ দলের একজন। সেও সেখানে থাক্‌বে। ভারী মজার দৃশ্য সেখানে দেখা যাবে।"

"সত্যি কথা! তবে যারা পোপের ভক্ত, তারা ছাড়া যদি কাকেও সেখানে যেতে না দেয়, ত জাঁক জমক হবে কি করে? আমাদের এ অঞ্চলের বেশী লোক ঐ মতের নয়! কিন্তু রাত্তির বেলা কবর দেবার মানেটা কি? বুড়ো মা হয় ত জান্‌তে পারেন।"

কণ্ঠস্বর উচ্চে তুলিয়া সে বার দুই ডাকিল, "বুড়ো মা! বুড়ো মা!" কিন্তু বৃদ্ধা সে কথা শুনিতে পাইল না। বার্দ্ধক্যবশতঃ তাহার শ্রবণ-শক্তি হ্রাস পাইয়াছিল। তাহাকে প্রশ্ন করা হইতেছে, ইহা বুঝিতে না পারিয়া, সে আপন মনে সুতা কাটিয়া যাইতেছিল।

"জেনী, তোমার ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা কর। আমি এত চেঁচাচ্ছি, তবু শুন্‌তে পাচ্ছে না। অথচ আমার কথা আধ মাইল দূর থেকে শোনা যায়।"

জেনী বলিল, "ঠাকুরমা, সবাই জান্‌তে চাইছে, গ্লেনালান পরিবার সেন্টরুথ, রাত্তির বেলা মশাল জেলে কবর দেয় কেন?"

বৃদ্ধা তাহার কথা শুনিতে পাইল। সে সুতা-বয়নের কাজ বন্ধ রাখিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিল। তার পর তাহার কম্পিত শীর্ণ হাত তাহার বিবর্ণ মুখের উপর একবার বুলাইয়া বলিল, "কি বলছ? গ্লেনালান পরিবারের মড়া মশালের আলোতে রাত্তির বেলা কেন কবর দেয়? আজ কাল গ্লেনালান্ বংশের কেউ মারা গেছে না কি?"

ম্যানী বলিল, "আমরাও ত সবাই মারা যেতে পারি—আমাদের ত গোর দেওয়া হবে। আমরা ব্যাপারটা জান্‌তে চাই। বুড়ো মা, কাউন্টেস্ মারা গেছেন।"

এই বৃদ্ধ বয়সেও সে যেন উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিল, এমনই কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, "এত দিনে তাঁর ডাক পড়েছে তবে? এতদিন অহঙ্কার ও ক্ষমতার গর্ব্বে তিনি ধরাকে সরা জ্ঞান করতেন—এবার তা হলে নিজের কাজের হিসেব-নিকেশ দিতে চলে গেলেন?—ভগবান্, তাঁকে ক্ষমা কর!"

"কিন্তু মিসি জিজ্ঞাসা করছে, গ্লেনালান্ পরিবারের মড়া রাত্তির বেলা মশালের আলোতে কবর দেওয়া হয় কেন?"

বৃদ্ধা বলিল, "ওদের নিয়মই ঐ রকম। হার্লোর যুদ্ধে গ্রেট আর্ল যখন মারা পড়েন, তখন চারিদিকে খালি কান্না পড়ে গিয়েছিল। তাঁর বুড়ো মা তখন বেঁচে ছিলেন। তিনি তাঁর ছেলের দেহ মাঝ রাত্তিরে, মশাল জ্বালিয়ে গোর দেন। কোন রকম শব্দ করতে দেন নি। তাঁর চোখ দিয়ে তখন এক ফোঁটা জল পড়ে নি। সেই থেকে ঐ নিয়ম চলে আসছে। দিনের আলোয় যে সব ক্রিয়া করা চলে না, রাত্তির বেলা তা করা চলে।"

জেনী বলিল, "উনি যে রকম করে কথা বল্‌লেন, তা শুনে মনে ভয় হয়। যেন মৃতব্যক্তি জ্যান্ত মানুষের সঙ্গে কথা বল্‌ছে।"

"তুমি অন্যায় কিছু বলনি, বাছা। গ্লেনালান্ বংশের কথা উনি যত জানেন, এত আর কেউ জানে না। আমার স্বামীর বাবা অনেক দিন ওঁদের জেলে ছিলেন। তোমরা ত জান, পোপ-ভক্তরা মাছের ভারী ভক্ত। কাউন্টেস্ অনেক টাকার মাছ কিন্‌তেন। শুক্রবারে নানারকম মাছ খাবার সময় তিনি খেতেন। আমাদের বুড়ো মার দিকে চেয়ে দেখ, জেনী, ওঁর চোখ-মুখের ভাব কি রকম যেন হয়ে গেছে। আজ রাত্তিরে অনেক কথা উনি বলেছেন—এত কথা উনি বলেন না। সারা হপ্তা মুখ বুজেই প্রায় বসে থাকেন।"

জেনী উত্তরে বলিল, "বাবা! উনি যার স্ত্রী ছিলেন, তাঁর কি মুস্কিল ছিল। উনি যা বল্‌লেন, সব ঠিক কথা কি? এক সময়ে উনি পোপ-ভক্ত ছিলেন, লোকে তাই বলে থাকে। কিন্তু স্বামী মারা যাবার পর উনি যে কোন্ মতাবলম্বী, তা কেউ জানে না।"

ম্যানী কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় জেনী বলিল, "চুপ, চুপ! তোমার শাশুড়ী আবার যেন কি বল্‌তে যাচ্ছেন।"

বৃদ্ধা বলিল, "তোমাদের মধ্যে কে যেন বলছিল না, যে, জোসোলিন, লেডী গ্লেনালান্ মারা গেছেন, আজ তাঁকে গোর দেওয়া হয়েছে?"

পুত্রবধূ বলিল, "হ্যাঁ, মা, তাই সবাই বল্‌ছে।"

বৃদ্ধা এলস্‌পেথ বলিল, "তাই যেন হয়। তাঁর আমলে অনেকের প্রাণে তিনি দাগা দিয়েছিলেন। তাঁর নিজের ছেলের প্রাণেও দাগা দিতে কসুর করেন নি। তিনি কি এখনো বেঁচে আছেন?"

"হ্যাঁ, তিনি বেঁচে আছেন। তিনি তোমার খোঁজে এসেছিলেন, মনে নেই?"

"তা হতে পারে, ম্যানা, আমার মনে নেই। তিনি কি সুপুরুষই ছিলেন। ওঁর বাবা বেঁচে থাকলে তিনি সুখী হতে পারতেন। কিন্তু তিনি আগেই মারা গেছেন। ওঁর মা—লেডী—ছেলেকে যে কি কষ্টই দিয়েছেন, তা বলা যায় না। কিন্তু ছেলে মাকে এক দিনও কষ্ট দেন নি। শুধু জীবনভোর তিনি অনুতাপ করে এসেছেন। এখনো করবেন। আমার মতই তাঁর জীবন দুর্ব্বহ হয়ে পড়েছে।"

তখন চারিদিক হইতে প্রশ্ন উঠিল, "কি হয়েছিল, বল না, ঠাকুমা," "কি ব্যাপার বলুন না, মা" "নকি এলস্‌পেথ কথাটা বলে ফেল," সকলেই তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল।

বৃদ্ধা বলিল, "সে কথা জানতে চেও না। তবে ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করো, যেন অহঙ্কার আর খেয়াল তোমাদের মনে বড় হয়ে না ওঠে। কুঁড়ে-ঘরে বা রাজপ্রাসাদে ওদের সমান প্রভাব—আমি নিজে সে দুঃখময় ব্যাপার দেখেছি। সে রাত্তিরটা কি ভীষণ, কি ভয়ঙ্করই না ছিল! আমার মাথার ভেতর থেকে সে রাত্তিরের স্মৃতি কি মুছে যাবে না? সে মাটীতে শুয়ে পড়ে আছে—তার দীর্ঘ কেশ জলে ভেজা। ভগবান নিশ্চয় প্রতিশোধ নেবেন। বাছারা, আমার ছেলে কি আজকের দুর্যোগে এই রাত্তিরে বাইরে সমুদ্রে গেছে?"

"না, না মা—আজ আর সমুদ্রে মাছ ধরতে কেউ যায় নি। সে এখন বিছানায় ঘুমুচ্ছে।"

"তবে কি ষ্টিনি ডিঙ্গি নিয়ে বেরিয়েছে?"

"না, ঠাকুরমা, ষ্টিনি বুড়ো এডির সঙ্গে কোথায় গেছে। তারা বোধ হয় কবর দেওয়া দেখতে গেছে।"

সন্তানদের মাতা বলিল, "তা হতে পারে না। জেনী আমাদের খবর না দেওয়া পর্য্যন্ত লেডীর মরার খবরই আমরা জানতাম্ না। ওরা সব জিনিষ গোপন করে রেখেছিল। দুর্গ থেকে লেডীর শব রাত্রির অন্ধকারে বহে এনেছে—পথ ত কম নয়, দশ মাইল দূর থেকে এসেছে।"

বৃদ্ধা এলস্‌পেথ বলিল, "ভগবান তাঁকে ক্ষমা করুন। ভারী কঠোর-হৃদয়ের মেয়েমানুষ ছিলেন তিনি। এবার ভগবানের কাছে হিসাব-নিকাশ করতে গেছেন। ভগবানের অনন্ত দয়া। তিনি তাঁকে দয়া করতেও পারেন।"

বৃদ্ধা নীরব হইল। আর একটি কথাও বলিল না।

ম্যামী মকল্‌ব্যাকইট বলিয়া উঠিল, "সেই ভিখিরীটির সঙ্গে ষ্টিনি এই রাত্তিরে গেল কোথায় ?"

জেনীও অনুরূপ বিস্ময় প্রকাশ করিল।

"ওরে মেয়েরা, তোরা একবার দেখ ত, পিঠেগুলো পুড়ে গেল কি না দেখ্‌তো"

কিশোরী কন্যা দেখিতে গেল। একটু পরেই দ্রুতপদে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "ও মা, মা গো, ও ঠাকুরমা, দুজন কালো পোষাকপরা লোককে একজন ঘোড়সওয়ার তাড়া করে আসছে।"

পর মুহূর্ত্তেই দ্রুত পদধ্বনি শোনা গেল। যুবক ষ্টিনি মকলব্যাকইট ও তাহার পশ্চাতে এডি অকিল্‌ট্রি কুটীরের মধ্যে তীর বেগে প্রবেশ করিল। তাহারা হাঁপাইতেছিল—দম যেন বন্ধপ্রায়। ষ্টিনি প্রথমেই কুটীরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

একটু সুস্থ হইয়া ভিখারী বলিল, "না—আর কেউ তাড়া করে আসছে না। কিন্তু আমাদের তেড়ে ধরা সোজা নয়।"

ষ্টিনি বলিল, "সত্যি কিন্তু তাড়া ত আমাদের করেছিল। ভূত বা আর কিছুতে যেন তাড়া করেছিল।"

এডি বলিল, "সাদা কাপড় পরা একজন লোক—সে ঘোড়ার পিঠে চেপেছিল। বৃষ্টিতে ভিজে মাটী এত নরম হয়েছে যে, ঘোড়ার পা বসে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, লোকটা যদি মাটীতে পড়ে যায় ত বেশ হয়। কিন্তু আমি বুড়ো মানুষ, আমি যে এত জোরে দৌড়ে আসতে পারব, তা ভাবিনি।"

লকি মকলব্যাকইট বলিল, "বোধ হয়, কাউন্টেসের মড়া যারা আনতেছিল, সেই দলের কোন সওয়ারই তোমাদের তাড়া করে থাকবে।

এডি বলিল, "অ্যাঁ, বুড়ী কাউন্টেসকে আজ রাত্তিরে সেন্টরুথএ গোর দেওয়া হচ্ছে না কি? ও, তাই অত আলো, অত শব্দ শুনছিলাম। এ খবরটা জানলে, আমি পালাতাম না। যাক্, ওরাই তাহলে তার একটা ব্যবস্থা করবে। ষ্টিনি, তুমি খুব জোরে তাকে মেরেছিলে মনে হচ্ছে, তার ঘাড়টা ভেঙ্গে যায় নি ত?"

হাসিতে হাসিতে ষ্টিনি বলিল, "না, না, সে সব কিছু নয়। ওর কাঁধটা খুব শক্ত। আমি একটু জোরে ঝাঁকানি দিয়েছিলাম। আর একটু দেরী হলেই লোকটা তোমার মাথা কিন্তু ভেঙ্গে ফেলত।"

এডি বলিল, "এ ব্যাপারটা চুকেবুকে যাবে। কিন্তু এ রকম কাজে আর হাত দেব না। তবে, লোকটা জোচ্চোর। খালি লোককে ঠকিয়ে বেড়াবে, তাই ওকে একটু মজা দেখালাম।"

একখানা পকেটবহি বাহির করিয়া ষ্টিনি বলিল, "কিন্তু এটা নিয়ে এখন কি করা যায়?"

ভয়ে আঁতকাইয়া উঠিয়া এডি বলিল, "সর্ব্বনাশ, এ কি করেছ! ওর একটা পাতা আমাদের কাছে পাওয়া গেলেই আমাদের ফাঁসী কাঠে ঝোলাবে যে।"

ষ্টিনি বলিল, "তা ত আমি জানতাম না। ওর পকেট থেকে বইখানা মাটীতে পড়ে গিছল। আমি যখন ওকে ধরে তুলতে গেলাম, তখন দেখলাম আমার পায়ের তলায় বইখানা পড়ে রয়েছে। বইখানা আমার পকেটে রাখলাম। এমন সময় ঘোড়ার পায়ের শব্দ পেলাম। তুমি বলে উঠলে, 'দৌড়ে পালা'—তখন আর বইখানার কথা আমার মনে ছিল না।"

"ওখানা যে রকমে হোক্ সেখানে ফেলে আসতে হবে। ভোর হতেই রিংগান আইক্‌উডের বাড়ীতে তুমি ওখানা রেখে আসবে। আমাদের কাছে ওখানা রাখাই চলবে না।"

ষ্টিনি তাহাই করিবে বলিয়া স্বীকৃত হইল।

জেনী বিন্‌থারাউট বলিল, "মিঃ ষ্টিনি, আজ রাত্রিরটা খুব মজাই করেছে! এডির সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছ, আর ঘোড়সওয়ার তোমাদের তাড়া করেছে। এ সময়ে তোমার বাবার মত তোমার ঘুমুনো উচিত ছিল।"

ধীবর যুবক এরূপ আক্রমণে পরিহাসভরে উত্তর দিল। কিছু সুরা ও পিঠা খাইয়া ভিখারী বাহিরের ঘরে খড়ের শয্যায় শয়ন করিল। বালকবালিকারাও শয্যায় আশ্রয় লইল। বৃদ্ধা ঠাকুরমাও নিজের পরিচিত শয্যায় দেহ বিছাইয়া দিল। ক্লান্তি সত্ত্বেও ষ্টিনি জেনীকে তাহার ঘরে পৌছাইয়া দিতে গেল। সে কত রাত্রিতে ফিরিয়াছিল, তাহাও এ কাহিনীতে লেখা হয় নাই। বাড়ীর গৃহিণী, যাবতীয় গৃহকর্ম্ম সারিয়া সকলের শেষে শয্যায় আশ্রয় লইল।

২৭

—Many great ones
Would part with half their states,
to have the plan
And credit to beg in the first style.—

Beggar's Bush.

পাখীর ডাকের সঙ্গে-সঙ্গেই এডি শয্যা ত্যাগ করিয়াছিল। সে প্রথমেই ষ্টিনিকে পকেটবহি সম্বন্ধে

প্রশ্ন করিল। ধীবর যুবক বলিল যে, শেষ রাত্রিতে সে পিতার সঙ্গে সমুদ্রে মাছ ধরিতে যাইতেছে। ফিরিয়া আসিয়াই সে একটা কাপড়ে উহা মোড়ক করিয়া আইকউডকে দিয়া আসিবে। সে উহা ডাউষ্টারস্উলভেলকে পৌঁছাইয়া দিবে।

গৃহকর্ত্রী পরিবারস্থ সকলের জন্যই প্রাভাতিক আহার্য্য প্রস্তুত করিয়াছিল। তার পর মাছভরা ঝুড়ি পৃষ্ঠদেশে চাপাইয়া সে ফেয়ারপোর্টে বিক্রয়ার্থ চলিয়া গেল। বালকবালিকারা গৃহদ্বারের কাছে বসিয়াছিল—আজিকার দিনটি রৌদ্রালোকিত এবং আকাশ মেঘলেশহীন। বৃদ্ধা পিতামহী বেতের মোড়ার উপর বসিয়া আগুন পোহাইতেছিল। তাহার হাতে সুত্রবয়ন অবিশ্রান্তভাবে চলিতেছিল। এডি তাহার ভিক্ষার ঝুলি ঠিকঠাক করিয়া আবার পর্য্যটনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। তবে যাইবার সময় বৃদ্ধার নিকট বিদায় লইতে হইবে।

"ও গো বাছা, সুপ্রভাত। এমনিভাবে তোমাকে আবার এসে যেন দেখ্‌তে পাই। আবার শীগগীরই আমি আস্‌ব। তখনো যেন তোমাকে সুস্থ ও সবল দেখি।"

বৃদ্ধা শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "প্রার্থনা কর, তুমি এসে আমাকে কবরে দেখ্‌তে পাও।"

"বাছা, তুমিও বুড়ো হয়েছ, আমিও হয়েছি। ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হবে—তিনি যখন ডেকে নেবেন, তখন যেতে হবে। সময় হলে, তিনি আমাদের ভুলে থাক্‌বেন না।"

বৃদ্ধা বলিল, "আমরা যা করি, তাও তিনি ভোলেন না। দেহ যে কাজ করে, আত্মা তার জবাব দেয়।"

"সে কথা ঠিক। আমার ত ভবঘুরে জীবন—তোমার ত তা নয়। তুমি ভাল স্ত্রী ছিলে। তোমার ভয় কিছু নেই।"

"তা জানিনে—তবে আমার জীবন দুর্ব্বহ। কাল কে যেন বলছিল না যে, জোসেলিণ্ড—গ্লেনালানের কাউণ্টেস্ মারা গেছেন?"

এডি বলিল, "যেই বলুক, সে সত্য কথাই বলেছে। সেণ্টরুথ্‌এ কাল মশালের আলোতে তাঁকে গোর দেওয়া হয়েছে। আমি মশালের আলো আর ঘোড় সওয়ার দেখেছি।"

"হার্ণোতে যে আর্‌ল মারা গেছলেন, তাঁর সময় থেকেই ঐরকম ব্যবস্থা চলে আস্‌ছে। ওদের ঐরকম ব্যবস্থাতে এই ওরা দেখাতে চায় যে, সাধারণ লোকের মৃত্যু হলে যা হয়, ওদের বেলাতেও তাই। ঐ বংশের কোন স্ত্রী, স্বামীর মৃত্যুতে কান্নাকাটি কখনো করে নি। ভাই মলেও বোন্ কাঁদে না। কিন্তু এত দিনে কি লেডী জবাবদিহী করতে চলে গেলেন?"

এডি বলিল, "নিশ্চয়। আমাদের সবাইকে তাই করতে হবে।"

"এই বার তা হলে আমার মনের বোঝা খালাস করে দেব। তাতে যা হবার তাই হবে।"

কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখে যেন একটা উত্তেজনার ভাব প্রকাশ পাইল—এমন ভাবে হস্তযুগল আন্দোলিত করিল, যেন সে কোনও কিছু ফেলিয়া দিতেছে। তার পর সে উঠিয়া দাঁড়াইল। এক সময়ে সে দীর্ঘাকারা ছিল—বয়সের আধিক্যে কুব্জ হইয়া পড়িয়াছিল—এখন ভিক্ষুকের সম্মুখে সে যেন মিশরীয় "মমির" ন্যায় জীবন লাভ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার ঈষৎ নীলাভ নয়নযুগল ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিল—কি যেন সে স্মরণ করিবার প্রয়াস পাইল। তার পর তাহার শীর্ণ হস্ত-সাহায্যে তাহার অঙ্গাবরণের পকেটে কি অনুসন্ধান করিতে লাগিল। অবশেষে একটা ছোট কাঠের বাক্স বাহির করিয়া তাহা মুক্ত করিল। একটি সুদৃশ্য অঙ্গুরীয় বাহির হইয়া আসিল। তাহাতে একটি চুলের সূক্ষ্ম বেণী ছিল। দুই রূপ কেশে তাহা রচিত—একটি কালো, অপরটি পাঁশুটে বর্ণ। অঙ্গুরীয়কটি মূল্যবান।

অকিলটিকে সে বলিল, "কর্ত্তা, যদি ভগবানের দয়া চাও ত, তোমাকে একবার গ্লেনালান প্রাসাদে আমার সংবাদ নিয়ে যেতে হবে—আর্লের সঙ্গে দেখা করতে হবে।"

"গ্লেনালানের আর্লের কাছে, বুড়োমা? দেশের কোন ভদ্রলোকের সঙ্গেই তিনি দেখা করেন না, তা আমার মত ভিখিরীর সঙ্গে দেখা করবেন?"

"তুমি গিয়ে একবার চেষ্টা করেই দেখ না। তুমি বলো যে, ক্রেগবরনফুটের এলস্পেথ তোমাকে পাঠিয়েছে—ঐ নামেই তিনি আমাকে খুব ভাল চিন্‌বেন। তুমি বল্‌বে, আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়া চাই। সে তাঁকে ঐ আংটী পাঠিয়েছে। ওতেই কাজের কথা আছে। তিনি বুঝতে পারবেন। আমার বিদায় নেবার আগেই যেন তিনি আসেন।"

এডি অঙ্গুরীয়কটির প্রতি সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। উহার মূল্য যে যথেষ্ট, তাহা সে বুঝিতে পারিল। বাক্সের মধ্যে উহা সযত্নে রক্ষা করিয়া সে উহা

রুমালে জড়াইল। তার পর নিজের বুকের কাছে উহা সঙ্গোপনে রাখিল।

"বুড়ো মা, আমি তোমার কথামতই কাজ করব। কিন্তু এরকম জিনিষ আমার মত এক ভিখিরীর হাত দিয়ে কোন জেলের বৌ আগে কখনো পাঠায় নি।"

তাহার দীর্ঘ যষ্টি তুলিয়া লইয়া এডি কক্ষ ত্যাগ করিল। বৃদ্ধা খানিক স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া এডির প্রস্থানপথে চাহিয়া রহিল। তাহার মুখের উত্তেজনার ভাব ক্রমশঃ মিলাইয়া গেল। সে ধীরে ধীরে নিজের আসনে বসিয়া পড়িয়া নীরবে মাকু চালাইতে লাগিল।

এদিকে এডি অকিলটি পথে বাহির হইল। গ্লেনালান দুর্গ সে স্থান হইতে দশ মাইল দূরে অবস্থিত। চারি ঘন্টার মধ্যে সে এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিল। সে যে দৌত্যে চলিয়াছে, তাহা তাহার কাছে অত্যন্ত রহস্যজনক মনে হইতেছিল। বৃদ্ধা জেলের স্ত্রীর সহিত এই শক্তিমান ধনী অভিজাত আর্লের কি সম্পর্ক থাকিতে পারে, তাহা সে ভাবিয়া পাইতেছিল না। গ্লেনালান পরিবারের সংশ্লিষ্ট যাবতীয় ঘটনার কথা সে স্মৃতিপথে আনিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সমস্যার সমাধান সে করিতে পারিল না। সে জানিত, মৃতা কাউন্টেস্ এই বিস্তীর্ণ জমীদারীর অধিকারী ছিলেন। পিতৃকুলের দিক দিয়া তিনি এই সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়াছিলেন। বহু প্রাচীন এই বংশ। বংশগত বিধান অনুসারে এই বংশের সকলেই রোম্যান ক্যাথলিক মতবাদী এবং উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত গোঁড়া ক্যাথলিক ছিলেন। রোম্যান ক্যাথলিক মতাবলম্বী একজন ধনী ইংরেজ জমীদারের সহিত উক্ত কাউন্টেসের বিবাহ হইয়াছিল। তিনি বিবাহের পর দুই বৎসরের অধিক কাল বাঁচেন নাই। দুইটি শিশু পুত্র সহ কাউন্টেস বিস্তীর্ণ জমীদারীর শাসন-সংরক্ষণ কার্য্য চালাইয়া আসিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র লর্ড জেরাল্‌ডিন্ গ্লেনালান বংশের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবার কথা ছিল। তিনি মাতার অঙ্গুলি-হেলনেই চলিতেন। কনিষ্ঠ পুত্রটি পিতৃ-পরিচয় দিয়া তাঁহারই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি সমরব্যবসায়ী ছিলেন। বিবাহের সর্ত্তানুসারেই এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল। কনিষ্ঠ পুত্র ইংলণ্ডেই অধিকাংশ কাল থাকিতেন। অতি অল্প কালের জন্য মাঝে মাঝে তিনি মাতা ও জ্যেষ্ঠকে দেখিতে আসিতেন। প্রোটেষ্টেণ্ট মতে দীক্ষিত হওয়ার পর তিনি আর বড় একটা মাতা ও ভ্রাতার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন না।

এডোয়ার্ড জেরাল্ডিন নেভিলি ভারী স্ফূর্ত্তিবাজ যুবক ছিলেন। মাতার মতের বিরুদ্ধে ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করার পূর্ব্বে গ্লেনালান দুর্গে তাঁহার বসবাসের কোন আকর্ষণই ছিল না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ নির্জ্জনতার ভক্ত ছিলেন। কিন্তু কনিষ্ঠ তাহার বিপরীত ছিলেন। জ্যেষ্ঠ লর্ড জেরালডিন জীবনের প্রথম পর্ব্বে বেশ গুণবত্তা ও প্রতিভার পরিচয় দিয়া আসিতেছিলেন। তিনি প্রথম যৌবনে বহুদেশ পর্য্যটন করিয়া কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। সকলেই আশা করিত, তাঁহার দ্বারা অনেক কাজ হইবে। কিন্তু সূর্য্যালোকিত বহু মনোরম প্রভাত অকাল-জলদোদয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। যুবক লর্ড দেশ-ভ্রমণের পর যখন স্কট-ল্যাণ্ডে ফিরিয়া আসিলেন এবং মাতার সংস্পর্শে পড়িলেন, অমনই তিনি রূপান্তরিত হইয়া গেলেন। জননীর ন্যায় তিনি চিরবিমর্ষতার কবলে পড়িয়া তাঁহারই মত রুক্ষ ও গম্ভীর প্রকৃতি অবলম্বন করিলেন। লর্ড জেরাল্ডিন রাজনীতির পথ ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণভাবে নিভৃতজীবন যাপন করিতে আরম্ভ করিলেন। নিজ সম্প্রদায়ের ধর্ম্মযাজকগণ ব্যতীত তিনি কাহারও সহিত মিশিতেন না। তাঁহারা মাঝে মাঝে দুর্গপ্রাসাদে আগমন করিতেন। ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী দুই একটি মাত্র পরিবারের সহিত উৎসব উপলক্ষে দেখা সাক্ষাৎ হইত। প্রতি-বেশীরা এই পরিবারের সম্বন্ধে কোন সংবাদই রাখিত না, বা জানিত না। দূর হইতে তাহারা উৎসব সময় কাউন্টেসের গম্ভীর আচরণ এবং তাঁহার পুত্রের বিষাদাচ্ছন্ন গম্ভীর মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়াই বিস্ময়বিমূঢ় হইত।

মাতার মৃত্যুর পর লর্ড জেরালডিন সমগ্র সম্পত্তির মালিক হইয়াছিলেন। প্রতিবেশীরা ভাবিতেছিল, অতঃপর এই পরিবারে আনন্দোৎসব আরম্ভ হইবে, না, পূর্ব্ববৎ ব্যবহারই চলিবে? ভিতরের খবর যাহারা রাখিত, তাহারা এই কথা প্রচার করিয়াছিল যে, অতিরিক্ত মাত্রায় ধর্ম্মানুষ্ঠানের আচার পদ্ধতি পালন করিয়া লর্ডের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। তিনিও হয় ত শীঘ্রই মাতার পথের যাত্রী হইতে পারেন। সম্ভাবনাটা প্রবল ভাবেই দেখা দিয়াছিল। কারণ, লর্ডের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর পরলোক যাত্রা করিয়াছেন। সুতরাং যাহারা এই প্রাচীন পরিবারের ঠিকুজী কোষ্ঠী লইয়া বিতর্ক

চালাইতেছিল, তাহারা এবং ব্যবহারাজীবগণ জল্পনা কল্পনা করিতেছিল, এই দুর্দ্দৈবপীড়িত বংশ লইয়া একটা নূতন ঘটনার না সৃষ্টি হয়।

গ্লেনালান্ প্রাসাদের সম্মুখে আসিয়া এডি অকিলট্রি ভাবিতে লাগিল, সে কি করিয়া তাহার দৌত্য নিষ্পন্ন করিবে! সে ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিল, প্রাসাদের কোনও পরিচারকের মারফত সে আর্লের কাছে অভিজ্ঞানটি পাঠাইয়া দিবে! সেইরূপ সংকল্প করিয়া সে একটি কুটীরে গমন করিল। সেখানে সে বাক্সটিকে পার্শেলের মত গালামোহর করিয়া উপরে লিখিল, "আর্ল গ্লেনালানের জন্য।" কিন্তু যদি কোনও ক্রমে তাহার অভিজ্ঞানটি যথাস্থানে না পৌঁছায় এজন্য সে আগে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে সংকল্প করিল।

তোরণের কাছে গিয়া সে দেখিল যে, বহু সংখ্যক ভিক্ষুক প্রতীক্ষা করিতেছে। লর্ড সকলকে ভিক্ষা দিবেন। সে মনে মনে ভাবিল, দৌত্যে আসিয়া তাহা হইলে তাহারও কিছু ভিক্ষা মিলিবে। সুতরাং সে দলে মিশিয়া দাঁড়াইল।

সে দলের পুরোভাগে অতিকষ্টে স্থান সংগ্রহ করিয়া লইল। ভাবিল, ইহাতে সে অনেকের আগেই ভিক্ষা পাইবে। কিন্তু তাহার ধারণার একটা ভুল হইয়াছিল। কাহাকে আগে ভিক্ষা দেওয়া হইবে, সে সম্বন্ধে অন্যপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল।

এক জন প্রশ্ন করিল, "তুমি যে সাহস করে বড় এগিয়ে গেছ? তোমার অঙ্গে যে রকম চিহ্ন আছে, তাতে তোমাকে ক্যাথলিক বলে ত মনে হয় না!"

এডি বলিল, "না, না, আমি রোম্যান ক্যাথলিক নই।"

"তা হলে এ জায়গা থেকে তুমি সরে গিয়ে, যেখানে এপিস্‌কোপাল বা প্রেসবিটারিয়ানরা দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে গিয়ে দাঁড়াও। তোমার মত বিধর্ম্মীরা এত লম্বা দাড়ি রাখে, এটা লজ্জার কথা। এ রকম দাড়ি সন্ন্যাসীরাই রেখে থাকেন।"

এডি ক্যাথলিক ভিক্ষুকগণের শ্রেণী হইতে বিতাড়িত হইয়া অন্যদলে গিয়া দাঁড়াইল। ভিক্ষাদান কার্য্যের ব্যবস্থাতেও বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইল। তিন শ্রেণীর ভিক্ষুকরা রুটী, মাংস ও মুদ্রা লাভ করিল। যে লোকটা ভিক্ষা দিতেছিল, তাহার নাম শুনিয়া ও চেহারা দেখিয়া এডি বুঝিতে পারিল, এই ব্যক্তি তাহার পূর্ব্বপরিচিত। লোকটিকে কাছে আসিতে দেখিয়া এডি ডাকিল, "ফ্রান্সিস্ ম্যাক্‌রো, ফন্টেনয়ের কথা মনে পড়ে?"

সে বলিয়া উঠিল, "এ কথা আমার পুরাণো বন্ধু এডি অকিলট্রি ছাড়া আর কেউ জানে না। তোমার এ অবস্থা দেখে আমার বড় দুঃখ হচ্ছে, বন্ধু।"

"যতটা মন্দ অবস্থা ভাবছ, তা নয় ফ্রান্সি। আমি তোমার সঙ্গে কথা না কয়ে যেতে পারছি না বলে অপেক্ষা করছিলাম। তোমাদের লোকজনরা প্রোটেষ্ট্যাণ্টদের ভাল চোখে দেখে না। তাই এখানে এর আগে আমাকে কোন দিন আসতে দেখনি!"

"আরে যেতে দেও, ভাই। তুমি আমার সঙ্গে এস, যা তুমি পেয়েছ, তার চেয়ে ভাল জিনিষ আমি তোমাকে দেব।"

তখন বন্ধুর সহিত এডির গোপনে কি আলোচনা হইল। ম্যাকরো এডিকে সঙ্গে লইয়া প্রাসাদের তোরণ পার হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। একটা ছোট ঘরে বন্ধুকে লইয়া গিয়া ম্যাকরো তাহাকে আদর আপ্যায়ন করিল।

অবশেষে সে যেজন্য আসিয়াছিল, তাহা পাঠাইবার প্রস্তাব করিল। কিন্তু পার্শেলের মধ্যে যে অঙ্গুরীয় আছে, তাহা প্রকাশ করিল না। কারণ, তাহার মনে হইল, তাহার বন্ধু পূর্ব্বে সৈনিক থাকিলেও, বড় লোকের বাড়ী চাকরী লইয়া অর্থগৃধ্নু হইয়াছে কি না, তাহা তাহার জানা নাই।

ফ্রান্সি বলিল, "আরে, ভাই, আর্ল কারো দরখাস্ত পড়েন না। আচ্ছা, আমি এটা সর্দ্দার পাদরীর কাছে নিয়ে যেতে পারি—সেই ভিক্ষের ব্যবস্থা করে দেয়।"

"কিন্তু, বন্ধু, এই পুলিন্দায় এমন গোপন জিনিষ আছে, যা আর্ল নিজেই দেখ্‌তে চাইবেন।"

"তা হলে সর্দ্দার পাদরীই সকলের আগে ওটা খুলে নিজে দেখ্‌তে চাইবে।"

"কিন্তু ফ্রান্সি, এটা আমি নিজের হাতে আর্লকে দেব বলেই এত পথ হেঁটে এখানে এসেছি। না, ভাই, তোমাকে এ বিষয়ে আমায় সাহায্য করতে হবে।"

"আচ্ছা, তাই হবে। তার পর ওরা যদি আমায় তাড়িয়ে দেয়, আমি শেষ জীবনটা ইন্‌ভারুরিতে গিয়ে কাটাব।"

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া বন্ধুর সাহায্যের জন্য ম্যাক্‌রো সে ঘর হইতে চলিয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে সে ফিরিয়া আসিল। তাহার মুখে তখন উত্তেজনা ও বিস্ময়ের চিহ্ন।

ভিক্ষুক বলিল, "কি হল, ভাই?"

"লর্ড এমন আশ্চর্য্য হয়েছেন—মুষড়ে পড়েছেন যে, এমন ব্যাপার আমার জীবনে দেখিনি। তিনি

তোমার সঙ্গে দেখা করবেন—সে ব্যবস্থা আমি করেছি। অনেকক্ষণ তিনি এমন ভাবে বসে রইলেন, যেন দেহে প্রাণ নেই। তিনি তোমাকে ডেকে পাঠাবেন।"

এডি ভাবিতে লাগিল, ব্যাপারটা বিনা হাঙ্গামায় চুকিয়া গেলেই সে নিশ্চিন্ত হইতে পারে। কি জানি লর্ড যদি তাহার উপর ক্রোধ প্রকাশই করেন।

তখন আর পথ ছিল না। প্রাসাদের দূরতম প্রদেশ হইতে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ম্যাক্রো বলিল যে, উহা তাহার প্রভুর কক্ষ হইতে ধ্বনিত হইতেছে। সে বলিল, "এস আমার সঙ্গে। কোন ভয় নেই, এডি।"

বন্ধুর প্রদর্শিত পথে এডি তাহার সঙ্গে চলিল। নানা পথ ও সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া তাহারা লর্ডের বাসকক্ষগুলির দিকে চলিল। একটি ছোট কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র তাহাদের সম্মুখে সর্দ্দার পাদরী—সে আর্লের কক্ষের রুদ্ধ দ্বারের দিকে মুখ ফিরাইয়া কি যেন শুনিবার চেষ্টা করিতেছিল।

পরিচারক ও পাদরীর চোখোচোখী হইতেই লোকটা চমকিয়া উঠিল। তার পর ম্যাক্রোর কাছে আসিয়া নিম্নস্বরে আদেশের ভঙ্গীতে বলিল, "আর্লের ঘরে এত্তেলা না দিয়েই তুমি ঢুক্‌তে যাচ্ছো? এত সাহস তোমার? এ বিদেশীটা কে? এখানে ওর কি দরকার? যাও, গ্যালারীতে গিয়ে অপেক্ষা কর—আমি সেখানে পরে যাচ্ছি।"

ম্যাক্রো বলিল, "এখন আপনার আদেশ পালন করা অসম্ভব।" সে কণ্ঠস্বর উচ্চে তুলিয়াই কথা বলিতেছিল—পাশের ঘর হইতে যেন সে কথা শোনা যায়। সে বলিল, "আর্লের ঘণ্টা বেজে উঠেছে।"

কথাগুলি শেষ হইতে না হইতেই ঘণ্টা আরও জোরে বাজিয়া উঠিল। সর্দ্দার পাদরী দেখিল, তাহার চেষ্টা এখন পণ্ডশ্রমই হইবে। সে অঙ্গুলি তুলিয়া ম্যাক্রোকে শাসাইয়া সে ঘর ত্যাগ করিল।

এডির কাণে কাণে ম্যাক্রো বলিল, "আমি তোমাকে ত বলেছিলাম।" তার পর সে দ্বার খুলিয়া ভিতরে এডিকে লইয়া গেল।

২৮

—This ring.—

This little ring, with necromantic force,
Has raised the ghost of
Pleasure to my fears,
Conjured the sense of honour and of love
Into such shapes, they fright me
from myself.

The Fatal Marriage.

আর্লের কক্ষে শোকচিহ্নজ্ঞাপক কালো পর্দ্দা ঝুলিতেছিল। আর্লের সম্মুখস্থ টেবলের উপর রৌপ্য বাতিদানে দুইটি বাতি জ্বলিতেছিল। এক পার্শ্বে রৌপ্যনির্ম্মিত ক্রুশ।

লর্ডের বয়স এখনও প্রৌঢ়ত্ব অতিক্রম না করিলেও পীড়া ও মানসিক অশান্তিতে তাঁহার দেহ এমন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল যে, দেখিলেই মনে হইবে, তাঁহাতে আর মনুষ্যত্বের দ্যোতক পৌরুষ-চিহ্ন বিদ্যমান নাই। তিনি আগন্তুককে দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিবার চেষ্টা করিতেই যেন ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন।

বৃদ্ধ ভিখারীতে ও তাঁহাতে স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিপুল পার্থক্য লক্ষিত হইল। ঘরের মধ্যস্থলে উভয়ে মিলিত হইলেন। পরিচারককে লর্ড আদেশ করিলেন, এখন যেন কোন লোকই তাঁহার ঘরে প্রবেশ না করে। কক্ষদ্বার রুদ্ধ হইলে এডিকে লইয়া আর্ল পার্শ্বের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। চারিদিকের দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া তিনি বুঝিলেন, তাঁহাদের আলোচনা অপর কেহ শুনিতে পাইবে না।

এডিকে তিনি কোনও ধর্ম্মযাজক ভাবিয়া বলিলেন, "হে ধার্ম্মিক সুজন, আপনি যে অভিজ্ঞান নিয়ে এসেছেন, তার সঙ্গে বড় করুণকাহিনীর স্মৃতি জড়িত আছে। আপনি দয়া করে বলুন, আপনি কি জন্য এসেছেন?"

বৃদ্ধ মনেও করিতে পারে নাই, লর্ড তাহার সহিত এভাবে কথা কহিবেন। সে বুঝিল, তিনি তাহার সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াছেন। সে ভাবিল, সূচনাতেই লর্ডের ভ্রান্তি নিরসন করাই উচিত। নচেৎ তিনি কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিবেন, যাহা তাহার পক্ষে শ্রবণ করা সঙ্গত হইবে না। সে তাই কম্পিতকণ্ঠে তাড়াতাড়ি বলিল, "হুজুর, আপনি ভুল করছেন। আমি কোন পাদরী নই। আমার নাম এডি অকিলট্রি, রাজার ও আপনার তাঁবেদার এক জন ভূতপূর্ব্ব সৈনিক।"

নত হইয়া অভিবাদনের পর সে সোজাভাবে নিজের লাঠির উপর ভর দিয়া দাঁড়াইল।

"তা হলে তুমি ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকদের কেউ নও?"

তাঁহার স্বরে বিস্ময়চিহ্ন।

এডি কাহার সহিত কথা কহিতেছে, গোলমালে তাহা বিস্মৃত হইয়াছিল। সে বলিয়া ফেলিল, "ভগবান রক্ষা করুন! আমি আগেই বলেছি, আমি রাজার ও আপনার তাঁবেদার।"

আর্ল ক্ষিপ্রগতিতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কয়েকবার কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিলেন। নিজের ভ্রান্তির লজ্জা যেন শুধরাইয়া লইয়া প্রকৃতিস্থ হইতে চাহিতেছিলেন। তারপর ভিখারীর সম্মুখে আসিয়া আদেশের স্বরে তিনি কহিলেন, এমন ভাবে সে গোপনে কেন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছে? সে কোথায় অঙ্গুরীয় পাইল, তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন।

এডি ভীরু ছিল না। সে সমান তেজে উত্তর করিল, "আমি যার কাছ থেকে এসেছি, হুজুর তাকে আমার চেয়ে ভাল জানেন।"

লর্ড গ্লেনালান বলিলেন, "কি বলছ তুমি, আমি তাকে ভালমতে জানি? তোমার কথার মানে বুঝতে পারছি না। শীঘ্র সব কথা খোলসা করে বল। না বললে আমার এই শোকের সময়, আমার শান্তি ভঙ্গ করার জন্ম শাস্তি পাবে।"

ভিক্ষুক বলিল, "বুড়ী এলসপেথ্ মকলব্যাকইট আমাকে পাঠিয়েছে। তার কথা—"

আর্ল বলিলেন, "কি বলছ তুমি, নির্ব্বোধ বৃদ্ধ। ওর নাম আগে আমি কখনো শুনিনি; কিন্তু এই ভীষণ অভিজ্ঞান আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে—"

অকিলটি বলিল, "হুজুর, এখন আমার মনে পড়েছে—সে আমাকে বলেছিল যে, ক্রেগ্‌বরনফুটের এল্‌সপেথ বললেই আপনি তাকে ভাল করেই চিনতে পারবেন। সে যখন আপনাদের দুর্গে কাজ করত, তখন তার ঐ নাম ছিল। সে আপনার মার কাছে কাজ করত।"

লর্ড মহোদয়ের আনন যেন ঝুলিয়া পড়িল। মুখমণ্ডলের বিবর্ণতা বাড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ, ও নামটা একটা শোচনীয় ইতিহাসের সঙ্গে গাঁথা হয়ে রয়েছে। কিন্তু আমার কাছে তার কি দরকার? সে বেঁচে আছে, না মারা গেছে?"

"না, হুজুর, সে বেঁচে আছে। মরবার আগে সে হুজুরের সাক্ষাৎ চায়। তার কাছে এমন একটা কথা জমা করা আছে, যা সে হুজুরকে জানিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারে। আপনার সঙ্গে দেখা না হলে, সে শান্তিতে মরতে পারবে না।"

"আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় সে! তার মানে কি? কিন্তু সে ত বুড়ী অথর্ব্ব হয়ে পড়েছে। এখনো বছর পুরে নি, আমি তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তার বড় কষ্ট শুনেই গিয়েছিলাম, কিন্তু সে আমার মুখ বা কণ্ঠস্বর শুনেও আমাকে চিনতে পারেনি।"

এতক্ষণে এডির স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছিল। সে বলিল, "হুজুর, যদি দয়া করে আমাকে বলবার অবকাশ দেন, ত বলি, বুড়ীর স্মৃতিশক্তি অনেক বিষয়ে বেশ ভাল আছে। সে ভয়ঙ্কর মেয়েমানুষ।"

লর্ড যেন অজ্ঞাতসারেই বলিয়া ফেলিলেন, "ঐ রকমই সে বরাবর ছিল। অন্য মেয়েমানুষের সঙ্গে ঐখানেই তার পার্থক্য। সে আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়?"

এডি বলিল, "মরবার আগে। তার বড়ই সাধ।"

রুক্ষভাবে আর্ল বলিলেন, "তাতে দুজনের কারও সুখ হবে না। তবু তার কামনা পূর্ণ করবো! ফেয়ারপোর্টের দক্ষিণদিকে সমুদ্রের ধারে তার বাড়ী না?"

"নকৃউইকনক্ ও মঙ্কবারনসের মাঝামাঝি। তবে মঙ্কবারনসই বেশী কাছে। হুজুর বোধ হয় সার আর্থার ও মঙ্কবারনসের জমীদারকে চেনেন?"

উত্তরে লর্ড শুধু তাহার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিলেন। এডি বুঝিল, লর্ডের মন তখন অন্য চিন্তায় পূর্ণ। সুতরাং সে আর প্রশ্নের পুনরুক্তি করিল না।

আর্ল প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কি ক্যাথলিক মত মেনে চল?"

দৃঢ়কণ্ঠে এডি বলিল, "না, হুজুর।" তাহার মনে তখন ভিক্ষার তারতম্যের স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছিল। সে বলিল, "ভগবান্‌কে ধন্যবাদ, আমি ধর্ম্মনিষ্ঠ প্রোটেষ্টাণ্ট।"

"যে জ্ঞানমতে নিজেকে ধর্ম্মনিষ্ঠ বলে প্রকাশ করতে ভয় পায় না, সে ভগবানকে ধন্যবাদ জানাবে। তাতে খৃষ্টান ধর্ম্মের যে রূপেরই সে উপাসনা করুক না কেন? কিন্তু সে কাজকে সাহস করে করতে পারে?"

এডি বলিল, "আমি ত পারিনে, হুজুর। অত বড় দাম্ভিকতা আমার নেই।"

আর্ল বলিলেন, "যৌবনে তুমি কি কাজ করতে?"

"আমি সৈনিক ছিলাম, হুজুর। আমার সার্জেণ্ট হবার কথা ছিল, কিন্তু—"

"তুমি সিপাই ছিলে! তা হলে তুমি মানুষ মেরেছ, ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছ, লুঠতরাজ করেছ?"

এডি বলিল, "আমার প্রতিবেশীদের চেয়ে আমি ভাল ছিলাম, একথা বলছি না। লড়াই করা ভারী কঠিন কাজ—যারা লড়াই কখনো করেনি, তারা লড়াইকে খুব ভালই ভাবে।"

"এখন তুমি বুড়ো হয়েছ, অর্থাভাব ঘটেছে। তাই লোকের কাছে ভিক্ষা চাও। যৌবনে যা তুমি কেড়ে নিয়েছ, এখন তার জন্ম গরীব চাষীদের কাছে হাত পেতে নেও?"

"আমি ভিখিরী সত্যি, হুজুর। কিন্তু তেমন দুর্দশা আমার হয়নি। আমার যা পাপ হয়েছিল, তার প্রায়শ্চিত্ত করেছি—অনুতাপ করেছি। সব বোঝা তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছি, যিনি সে বোঝা বইতে পারবেন। আর খাবার কথা বলছেন? এই বুড়োকে এক টুকরা রুটী ও এক পেয়ালা পানীয় দিতে কেউ কাতর হয় না। এই ভাবেই জীবন চলে যাচ্ছে। যখন তিনি ডাকবেন, অমনি চলে যাব—সেজন্য প্রস্তুত হয়েই আছি!"

"তা হলে অতীত সম্বন্ধে তোমার প্রশংসা করবার কিছু নেই—ভবিষ্যতের জন্যও কোন আশা নেই। এইভাবেই তোমার বাকি কটা দিন শেষ করতে চাও? যাও, চলে যাও! এই প্রাসাদের যে কর্তা, তাকে কোনদিন ঈর্ষ্যা করো না। জেগে ঘুমিয়ে কোন ব্যাপারেই নয়—এই নেও, তোমাকে কিছু দিচ্ছি।"

পাঁচ ছয়খানি স্বর্ণমুদ্রা আর্ল তাহার হাতে ফেলিয়া দিলেন। এডি হয় ত আপত্তি তুলিত, কিন্তু লর্ড গ্লেনালানের কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তা দেখিয়া সে কোনও কথা বলিতে ভরসা পাইল না। আর্ল ভৃত্যকে আহ্বান করিলেন। তিনি বলিলেন, "এই বুড়োকে নিরাপদে দুর্গের বাহিরে নিয়ে যাও। কেউ যেন তাকে কোন প্রশ্ন না করে—আর বন্ধু, তুমি চলে যাও। এখানে আসবার পথের কথা অতঃপর ভুলে যেও।"

হস্তস্থিত স্বর্ণমুদ্রাগুলির দিকে চাহিয়া এডি বলিল, "সেটা সম্ভবপর হবে না, হুজুর। এমন ভাবে আপনি আমাকে যা দিয়েছেন, সেটা যখন রয়েছে, তখন ও কাজ করতে পারব না। আমার মনে থাকবেই।"

লর্ড গ্লেনালান তাহার দিকে নিবদ্ধদৃষ্টিতে চাহিলেন। তাঁহার সহিত এই বৃদ্ধ তর্ক করিতে সাহস করিতেছে, ইহা যেন তাঁহার কাছে বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়া মনে হইল। তিনি আবার হস্তেঙ্গিতে তাহাকে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। ভিখারী তখনই তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিল।

২৯

For he was one in all their idle sport,
And, like a monarch,
ruled their little court,
The pliant bow he formed, the flying ball,
The bat, the wicket, were his labours all.

Crabbe's Village.

প্রভুর আদেশ অনুসারে ফ্রান্সিস্ ম্যাকরো এডিকে নিরাপদে প্রাসাদদুর্গের বাহিরে লইয়া গেল। তাহার সহিত সে কাহাকেও কোনও কথা বলিবার অবসর পর্য্যন্ত প্রদান করিল না। অন্যকে অবকাশ না দিলেও ম্যাক্রো ভাবিল যে, সে এডির নিকট ব্যাপারটা জানিয়া লইবার অধিকারী। সুতরাং সে নানা প্রকার কৌশলে এডির নিকট হইতে ভিতরের ব্যাপারটা জানিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু এডি এসকল ব্যাপারে ওস্তাদ ছিল। তাহার নিকট হইতে কথা আদায় করিয়া লওয়া সহজ ব্যাপার ছিল না। এডি বন্ধুর প্রশ্নের উত্তর এড়াইয়া গেল। সে মনে মনে ভাবিল, বড় ঘরের কথা খাঁচায় আবদ্ধ বন্য জন্তুর মত। উহা সযত্নে গোপন রাখিতে হয়। একবার প্রকাশ পাইলে মুস্কিলে পড়িতে হইবে।

দাবাবড়ে খেলার মত নানা চাল দিয়াও ম্যাক্রো কিছুমাত্র করিতে না পারিয়া অবশেষে বলিল, "তাহলে তোমার নিজের কথা বলবার জন্যই হুজুরের কাছে গিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ, ভাই, তাই।"

কোনও কথা আদায় করিতে না পারিয়া ফ্রান্সিস্ অবশেষে বলিল, "এডি, ভাই তোমাকে একটা কথা বলে রাখি। আমাদের লর্ড বড় ভাল লোক। তুমি এ অঞ্চলে আর আসবে না, আর এলেও আমি তখন এখানে থাকব না। তাই বলছি, হুজুর যৌবনকালে খুব একটা বড় বেদনা বুকে পেয়েছিলেন। সে আঘাতে যে তিনি এখনো বেঁচে আছেন, তাই আশ্চর্য্য।"

"তাই না কি? তবে বোধ হয় মেয়েমানুষঘটিত ব্যাপার?"

ফ্রান্সিস্ বলিল, "তাই বটে। তার এক খুড়তুতো বোন—মিস্ ইভলিন নেভিলি বলে সবাই তাঁকে

ডাকুত। সে ব্যাপার নিয়ে একটা কাণাকাণি চলেছিল। কিন্তু বড় ঘরের কথা বলে, সেটা ধামা চাপা পড়ে। বিশবছরেরও আগের ঘটনা সেটা। হ্যাঁ, তেইশ বছর আগের কথা।"

ভিক্ষুক বলিল, "আমি তখন আমেরিকায়। তাই এসব কথা কিছু শুনিনি।"

ম্যাক্রো বলিল, "হুজুর এই যুবতীকে খুব পছন্দ করতেন। হয় ত তাঁর সঙ্গে বিয়েও হয়ে যেত। কিন্তু হুজুরের মা কাউণ্টেস্ জান্‌তে পেরে বাধা দিয়েছিলেন। এই ধনিকন্যা ক্রেগবরনফুটে থাক্‌তেন। সেই সময় সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ব্যস্, সব শেষ হয়ে যায়।"

"মেয়েটির সব শেষ হয়ে গেল বলে, কিন্তু আর্লএর সব শেষ হয়নি।"

ম্যাক্রো বলিল, "না, মরে না যাওয়া পর্য্যন্ত শেষ হবে না।"

ভিখারী বলিল, "কিন্তু কাউণ্টেস্ বিয়ে দিতে চাইলেন না কেন?"

"কেন? কাউণ্টেস্ নিজেই হয় ত তা জান্‌তেন না, কেন। তবে তাঁর হুকুম হ'ল, বিয়ে হবে না। তিনি যা ধরতেন, তাই করতেন কি না। ন্যায় অন্যায় কিছুই বিবেচনা করতেন না। ঐ যুবতীটির সঙ্গে ধর্ম্মমত নিয়ে বোধ হয় বুড়ো কাউণ্টেসের মতভেদ ছিল। ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সব মত ঐ মেয়েটি মেনে চল্‌তেন না। তাই শেষে উপায়ান্তর না দেখে মেয়েটি আত্মহত্যা করেন। তার পর থেকে আর্ল আর মানুষের মত মাথা উঁচু করে থাক্‌তে পারেন নি।"

ভিক্ষুক বলিলেন, "এমন ব্যাপার! অথচ আগে আমি এর কিছুই শুনিনি!"

"এটা যে এখন শুন্‌লে, এও আশ্চর্য্য! বুড়ী কাউণ্টেস্ বেঁচে থাক্‌লে, কারও এ ব্যাপার নিয়ে টুঁ শব্দ করবার যো ছিল না। যাক্, বুড়ী এখন কবরে। এখন আমরা মুখ খুল্‌তে পারি। যাক্, বন্ধু, এখন বিদায়। বিকেলের প্রার্থনায় আমাকে যোগ দিতে হবে। ছমাস পরে তুমি ইনভেরুরিতে এসে তোমার বন্ধু ম্যাক্রোর খোঁজখবর নিও।"

ভিক্ষুক অঙ্গীকার করিল, সে যাইবে। উভয় বন্ধু বিদায় লইল। এডি তখন তাহার গন্তব্য পথে পা বাড়াইল।

গ্রীষ্মের মধুর অপরাহ্ণ। রাত্রিকালে যেখানে আশ্রয় লইবে, সেই দিকে এডি চলিল। গ্লেন্‌য়ালান অঞ্চলের লোক তাহার প্রতি তেমন আতিথ্য সৎকারের প্রবৃত্তি দেখাইবে না, তাহা সে বুঝিয়াছিল। এক মাইল পরে আইলি সিমের পান্থশালা পাওয়া যাইবে। কিন্তু শনিবার রাত্রিতে সেখানে যুবকদিগের ভিড় বেশী। কল্পনায় সে আরও কয়েক জন গৃহস্থের কথা চিন্তা করিয়া লইল। না, তাহাদের কেহই তাহাকে আশ্রয় দিবে না। মঙ্কবারনস্ ও নক্‌উইকনক্‌এর সর্ব্বত্রই তাহার অবারিতদ্বার—প্রত্যেক গৃহস্থ তাহাকে চিনে ও আদর করে। কিন্তু উহা ত এখন বহু দূরে অবস্থিত। রাত্রির মধ্যে সেখানে পৌঁছান কষ্টকর হইবে।

পাহাড় হইতে নামিয়া এডি নিম্নস্থ ক্ষুদ্র গ্রামের দিকে পা বাড়াইল। সূর্য্য তখন অস্তাচলে চলিয়াছে—গ্রামবাসীরা ক্ষেতের কাজ সারিয়া একখণ্ড খোলা মাঠে সমবেত। অল্পবয়স্করাও সেখানে খেলা করিবার জন্য জমায়েত হইয়াছে। নারীরা ও শিশুগণ যুবক ও বালকগণের ক্রীড়া দেখিতেছিল।

এডি তাহাদের ক্রীড়া দেখিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। নিজের যৌবনের কথা মনে পড়িল। সেও বলপরীক্ষার ক্রীড়াতে কত বার জয়লাভ করিয়াছিল।

তাহাকে দেখিয়া সকলেই আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। এক জন বলিয়া উঠিল, "ঐ দেখ, এডি আস্‌ছে। ও পল্লীখেলার সব রকম আইনকানুন জানে। ওরকম কেউ জানে না। আমাদের ঝগড়া ক'রে কাজ নেই। ওকেই বিচারের ভার দেওয়া যাক্।"

যে সকল যুবক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা করিতেছিল, এডির উপর তাহারা বিচার-ভার দিল। এডি গম্ভীরভাবে উভয় পক্ষের বাদানুবাদ শুনিল। সমস্ত শুনিয়া সে তাহাদিগকে আবার খেলিতে বলিল। খেলা যখন পূর্ণমাত্রায় চলিয়াছে, তখন যাহারা খেলা দেখিতেছিল, তাহাদের মধ্যে অন্য বিষয়ের আলোচনা চলিতেছিল। সকলের গুঞ্জনধ্বনি অবশেষে এডির কাণেও প্রবেশ করিল। এক জন বলিয়া উঠিল, "আহা, এত অল্প বয়সে বেচারা চলে গেল।"

তখন সকলে বুঝিল, কোথাও কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। এডি অকিলটি শুনিল, মকলব্যাকইট-জেলের ডিঙ্গি সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছে। নৌকাডুবিতে চারিজন প্রাণে মরিয়াছে। তন্মধ্যে মকলব্যাকইট ও তাহার যুবকপুত্রও আছে। অবশেষে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, চারিজন মরে নাই—মারা গিয়াছে শুধু ষ্টিফেন ওরফে ষ্টিনি।

এ সংবাদ এডির কাছে অতি ভীষণ শুনাইল।

ক্রীড়াচ্ছলে এই যুবককে সে দিন সে নিজের কাজে ব্যবহার করিয়াছিল।

সে নিজের লাঠির উপর ভর দিয়া জনরবের কথা শুনিয়া মনে মনে ষ্টীনের মৃত্যুর জন্য নিজেকেই দায়ী করিতেছিল। এমন সময় এক জন পুলিস কর্ম্মচারী তাহার গলাবন্ধ ধরিয়া আকর্ষণ করিল। সঙ্গে সঙ্গে সে ব্যাটন ঘুরাইয়া বলিল, "রাজার নামে তোমায় গ্রেপ্তার করলাম।"

উপস্থিত সকলেই পুলিস কর্ম্মচারীর কার্য্যের প্রতিবাদ করিল। কেহ কেহ ঘুষি বাগাইয়া পুলিসের কবল হইতে বৃদ্ধকে জামীন দিবার সংকল্প করিল।

পুলিস বলিল, "এই লোকটা ডাকাতি ও খুনের দায়ে অভিযুক্ত। ওকে খালাস করবার চেষ্টা তোমরা করো না।'

সবিস্ময়ে এডি বলিল, "খুন! কাকে আমি খুন করেছি?"

"মিঃ ডাউষ্টারস্উইভেলকে।"

"মিঃ ডাউষ্টারস্উইভেল! তিনি ত বেঁচে রয়েছেন!"

"না, তোমাকে ধন্যবাদ! জীবনরক্ষার জন্য অবশ্য তাঁকে খুব লড়াই করতে হয়েছিল। তিনি যা বল্‌ছেন, সব যদি সত্য হয়, তোমাকে আদালতে গিয়ে তার জবাবদিহি করতে হবে।"

এডির বিরুদ্ধে অভিযোগের ফিরিস্তি শুনিয়া সকলেই পিছাইয়া গেল। কিন্তু অনেকেই এডির ঝুলিতে রুটী-পয়সা প্রভৃতি প্রদান করিল। কারাগারে তাহাতেই তাহার আহারাদি চলিবে। পুলিস তাহাকে লইয়া চলিল।

"ধন্যবাদ তোমাদের, ভাই সব। আমি এ খাঁচা থেকে ঠিক মুক্তি পাব, তোমরা জেনে রাখ। তোমরা যেমন খেলছিলে তেম্‌নি খেল। আমার জন্য কোন ভাবনা নেই। যে ছেলেটা জলে ডুবে মরেছে, তার জন্যই আমার কষ্ট হচ্ছে বেশী।"

এডিকে লইয়া পুলিস অগ্রসর হইল। গ্রামের কাহারও আর খেলার উৎসাহ রহিল না। ডাউষ্টারস্-উইভেলের চরিত্র সম্বন্ধে সে অঞ্চলের অনেকেই অনেক কথা জানিত। সকলেই তাহাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিত। সকলেরই ধারণা হইল, আক্রোশ-বশে সে এডির বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছে। সকলেই স্বীকার করিল, জার্ম্মাণটাকে এডি যদি সত্য সত্যই হত্যা করিত, তাহা হইলে ভালই হইত।

Who is he?—one that
for the lack of land
Shall fight upon the water—
he hath challenged
Formerly the grand whale;
and by his titles
Of Leviathan, Behemoth, and so forth.
He tilted with a swordfish—Marry, sir
Th' aquatic had the best—the argument
Still galls our champion's breech.

Old Play.

প্রত্নতাত্ত্বিক রাত্রির ব্যবহৃত তুলাভরা অঙ্গাবরণ খুলিয়া তাঁহার সাধারণ বেশভূষা পরিধান করিয়া বলিলেন, "বেচারা ষ্টিনি মকলব্যাকইটকে আজ সকালে গোর দেওয়া হবে। আমাকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে যেতে হবে।"

বিশ্বস্ত ম্যাক্‌সন মনিবের কোট ব্রাস দিয়া ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল, "আহা, বেচারার শরীরটা পাহাড়ে লেগে এমন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, হুজুর, যে তাড়াতাড়ি গোর দেওয়াই দরকার।"

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "আচ্ছা, ওরা সত্যি কি মনে করে যে, আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দেওয়া উচিত?"

ক্যাক্‌সন বলিল, "নিশ্চয়, হুজুর, নিশ্চয়। সবাই আপনাকে প্রত্যাশা করছে।"

"হ্যাঁ, ক্যাকসন, জমীদার হিসেবে আমার ওদের ওখানে যাওয়া দরকার। অনেককাল ধরে এ নিয়ম চলে আস্‌ছে। আচ্ছা, আমার ভাগনে হেক্‌টর কোথায়?"

"তিনি বৈঠকখানায় মহিলাদের কাছে আছেন।"

"আচ্ছা, আমি সেখানে যাচ্ছি।"

তিনি বৈঠকখানাঘরে প্রবেশ করিলে, তাঁহার ভগিনী বলিলেন, "মঙ্কবারন্‌স, তুমি রাগ করবে না?"

মিস্ ম্যাকইনটায়ারও বলিলেন, "মামাবাবু।"

ওল্ডবক্ বলিলেন, "এসব কথার মানে কি? কেন এ রকম কথা বলছ? আমাকে ধৈর্য্যধারণ করবার কথাই বা বল্‌ছ কেন?"

ভাগিনেয় হেক্‌টর বলিল, "তেমন কোন বিশেষ ব্যাপার নয়, মামাবাবু। কিন্তু যাই ঘটে থাক, আমিই সেজন্য দায়ী, আমার জন্য নানা গোলযোগ

ঘটছে। কাজেই আমার কোন কথা বলে ক্ষমা চাইবারও উপায় নাই।"

"আরে পাগল, কি যে বল তুমি! এখানে তোমায় আমি সমাদরে থাকবার কথাই বল্‌ছি। অবশ্য রাগ হলে তোমার জ্ঞান থাকে না, সে কথা ঠিক। সে যাক্, এখন নতুন কি ঘটল?"

"আমার কুকুরটা, দুর্ভাগ্যক্রমে ফেলে দিয়েছে—"

ওল্ডবক্ বলিয়া উঠিলেন, "ক্রোচাল্‌বেন থেকে যেটা এনেছিলাম, সেটা ফেলেনি ত?"

ভাগিনেয়ী বলিলেন, "হ্যাঁ, মামা, সেটাই ফেলে দেছে। বেচারা তাজা মাখম মনে করে খেতে গিয়েছিল।"

"তা তার সে চেষ্টা সার্থক হয়েছে দেখছি। ওটা দিয়ে আমি একটা জিনিষ প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম। ভেঙ্গে একেবারে চৌচির হয়ে গেছে দেখ্‌ছি।"

"মামা, সেনাদলে দেখছি আমার কোন উন্নতির আশাই নেই।"

"হেক্টর, এখন তোমার কুকুরগুলোকে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দাও! সত্যি ওরা যেরকম অত্যাচার করে চলেছে, তাতে আর তিষ্ঠান যায় না।"

হেক্টর বলিল, "বড় দুঃখিত হয়েছি, মামাবাবু! জুনো যে এমন অনিষ্ট করবে, তা ভাবিনি। কিন্তু জেনেছে জ্যাক্—ওকে কোনমতে বাগ মানান যায় না।"

"তা হলে হেক্টর, ও কুকুরটাকে আমার এখান থেকে আগে সরাও।"

"আমরা দুজনেই আজ হোক্ বা কাল হোক্ এখান থেকে সরে যাব। কিন্তু আমার মার ভাইয়ের সঙ্গে সামান্য বিষয় নিয়ে ঝগড়া করে যাব না।"

মিস্ ম্যাকইনটায়ার নৈরাশ্যভরে বলিয়া উঠিলেন, "দাদা! দাদা!"

হেক্টর বলিল, "কেন, কি বল্‌তে চাও তোমরা? এসব জিনিষ মিশরে ঠাণ্ডা সরবত বা জলের জন্য ব্যবহৃত হয়—আমি শুধু এক জোড়া নিয়ে এসেছি। অন্ততঃ এককুড়ি আমি নিয়ে আস্‌তে পারতাম।"

ওল্ডবক্ বলিলেন, "অ্যাঁ, বল কি? তোমার কুকুর যা ফেলে দিয়েছে, ঐ রকম জিনিষের কথা বলছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, এরকম মাটীর কুঁজো অনেক সেখানে পাওয়া যায়। ফেয়ারপোর্টে আমার যে বাসা আছে, সেখানে রয়েছে। পথে মদ ঠাণ্ডা রাখবার জন্য আমরা এনেছিলাম। সত্যি, জল খুব ঠাণ্ডা থাকে। সেগুলো পেলে যদি আপনার ক্ষতি-পূরণ হয় মনে করেন, তা হলে আমি আপনাকে এনে দেব।"

"হ্যাঁ, বাবা, তাই দিও। আমার খুব কাজে লাগ্‌বে। যে সব জিনিষ মানুষ ব্যবহার করে, তা থেকে মানুষের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। ও রকম জিনিষ তাই আমার কাছে খুবই মূল্যবান্।"

"আচ্ছা, মামা, আমি ওগুলো এনে দেব। এখন আপনি আমায় ক্ষমা করলেন ত?"

"আরে পাগল, তুমি শুধু অবিবেচক এবং ব্যস্ত-বাগীশ, এই তোমার দোষ।"

"কিন্তু জুনো—সেও বেপরোয়া, কিছু ভেবে চিন্তে করে না। এ ছাড়া তার অন্য দোষ নেই।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, জুনোকেও মাপ করা গেল। তবে তাকে জানিয়ে দিও যে, সে কোন রকম বদ মতলবে যেন না থাকে। তা ছাড়া মঙ্কবারনসের বৈঠকখানা থেকে তার নির্ব্বাসন দণ্ড হল।"

সৈনিক ভাগিনেয় বলিল, "মামা, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য আমি সব রকম অনুতাপ করতে রাজি ছিলাম। কিন্তু আপনি যখন আমায় ক্ষমা করছেন, তখন একটা জিনিষ আপনাকে দিতে চাই। সেটা সামান্য জিনিষ—তবে খুব বিচিত্র বটে। এত দিন আপনাকে সেটা দিতে পারিনি। এক জন ফরাসী পণ্ডিত সেটা আমায় উপহার দিয়াছিলেন। আলেকজান্দ্রিয়ায় আমি তাঁর কিছু উপকার করে-ছিলাম।"

একটি অঙ্গুরীয় আধার সে তাহার মাতুলের হাতে অর্পণ করিল। উহা খুলিবামাত্র প্রত্নতাত্ত্বিক দেখিলেন, আধারের মধ্যে একটি প্রাচীন বৃহৎ স্বর্ণাঙ্গুরীয় রহিয়াছে। উপরে ক্লিয়োপেট্রার মূর্ত্তি ক্ষোদিত। আনন্দের আতিশয্যে প্রত্নতাত্ত্বিক অধীর হইয়া পড়িলেন। সকলের কাছেই তিনি অঙ্গুরীয়কটির প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

মিস্ গ্রিজেল বলিলেন, "ভারী চমৎকার জিনিষটা। দামও খুব বেশী। তবে এ সব জিনিষের দাম আমি জানিনে, মর্য্যাদাও বুঝিনে।"

ওল্ডবক্ বলিলেন, "সারা ফেয়ারপোর্টের মতের প্রতিধ্বনিই তুমি করেছ, বোন। শোন হেক্টর! যদি সারা সহরের সব লোককে এ জিনিষটা দেখাই, কেউ এর ইতিহাস জানতে চাইবে না। এর বদলে যদি আমি একবস্তা সুতোর কাপড় নিয়ে যাই, তখন শত শত লোক কাপড়ের দাম ও গুণের কথা জিজ্ঞাসা করে আমায় পাগল করে

এদিকে জুনো সেই ঘরে একটু একটু করিয়া মুখ বাড়াইল। কোন তরফ হইতে প্রতিবাদের লক্ষণ না দেখিয়া সে সম্পূর্ণরূপে ঘরের মধ্যে দেখা দিল। ক্রমে সাহস পাইয়া ওল্ডবকের জন্ম টেবলের উপর রক্ষিত টোষ্টগুলা চর্ব্বণ করিয়া ফেলিল। একখানিও অবশিষ্ট রহিল না।

ওল্ডবক্ তাহা দেখিয়া বলিলেন, "ঐ দেখ এক-খানা টোষ্টও আর নেই। যাক্, হোমর বলেছেন, জুপিটারও যখন স্বর্গে জুনোকে সায়েস্তা করতে পারেননি, হেক্‌টর ম্যাক্ইনটায়ারও পৃথিবীতে হার মেনে গেছে, তখন সে তার ইচ্ছামত যা খুসী, তাই করে বেড়াক।"

ভ্রাতা ও ভগিনী এই মৃদু তিরস্কারে লজ্জিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তার পর প্রাতরাশের আয়োজন করিয়া সকলে আহারে বসিলেন।

প্রাতরাশ শেষ হইলে, প্রত্নতাত্ত্বিক প্রস্তাব করিলেন, হেক্টর তাঁহার সহিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে যাইবে। সৈনিক পুরুষ আপত্তি জানাইল, তাহার অঙ্গে প্রভাতভ্রমণোপযোগী পরিচ্ছদ নাই।

"তাতে কি হয়েছে—তুমি সেখানে গেলেই চল্‌বে। আমি বল্‌ছি, সেখানে গেলেই তুমি খুসী হতে পারবে। অর্থাৎ তুমি নতুন জিনিষ দেখ্‌বে। প্রাচীন পদ্ধতি ও এ কালের পদ্ধতির পার্থক্য বুঝতে পারবে।"

ম্যাকইনটায়ার ভাবিল, "হয় ত আমি এমন অসভ্য ব্যবহার করে বস্‌ব যে, এত কষ্টে যে সুনাম অর্জ্জন করেছি, তা হারিয়ে ফেল্‌ব।"

ভগিনী তাহাকে আকার ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিয়া-ছিলেন যে, ভ্রাতা যেন বেশ সমঝিয়া চলে—কোন প্রকার অধীরতা প্রকাশ না করে।

উভয়ে সমুদ্রতীরে পৌঁছিলেন।

মামা ও ভাগিনেয়ের মধ্যে প্রাচীন বিষয় লইয়া যখন আলোচনা গভীর হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময় সৈনিক পুরুষ সমুদ্রতীরে কি একটা দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "ওটা কি, মামা বাবু?"

"ওটা সীল মাছ, ঘুমিয়ে রয়েছে।"

হেক্টর তখন যৌবনের উত্তেজনায় সমস্ত আলো-চনার কথা ভুলিয়া, নিজের রুগ্ন অবস্থা ও হস্তের কথা বিস্মৃত হইয়া বলিয়া উঠিল, "ওটাকে ধরতে হবে।"

বলিতে বলিতে সে অকস্মাৎ মাতুলের হাত হইতে লাঠিখানা টানিয়া লইয়া দ্রুততর গতিতে সমুদ্রের উপকূল অভিমুখে ধাবিত হইল। বিপদের আশঙ্কায় সীল মৎস্যটি জাগ্রত হইয়া তখন পলায়নের উপক্রম করিতেছিল।

ওল্ডবক্ চীৎকার করিয়া বলিলেন, "কি পাগল দেখেছ, ওকে ধরবার কি দরকার! হেক্টর! ওকে ঘাঁটিও না—ওরা কামড়ায়। ভীষণ জানোয়ার ওরা! দেখ, দেখ, আমার কথা কাণেই তুল্‌ছে না। সীলটা দেখ্‌ছি ওকে কায়দায় পেয়েছে। বেশ হয়েছে—যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল! আমি খুসী হয়েছি!"

বস্তুতঃ সীল তাহার গন্তব্য পথে সৈনিক পুরুষকে বাধার মত দাঁড়াইতে দেখিয়া সাহসে ভর করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল! লাঠির প্রচণ্ড আঘাতে তাহার কিছুই হইল না। ক্রুদ্ধ জানোয়ার তাহার সম্মুখের পদ দ্বারা বলপূর্ব্বক হেক্টরের লাঠিখানা টানিয়া লইল। হেক্টর বালুকারাশির উপর টলিয়া পড়িয়া গেল। তখন সীলটা সমুদ্রজলে চলিয়া গেল—হেক্টরের অন্য কোন প্রকার ক্ষতি করিল না। হেক্টর অপ্রস্তুত-ভাবে ধীরে ধীরে বালি ঝাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মাতুল তাহাকে বিদ্রূপভরে বলিয়া উঠিলেন, "বারণ কর্‌লাম, তবু শুন্‌লে না।"

ম্যাক্ইনটায়ার ইহার উত্তরে কিছুই বলিতে পারিল না। লাঠিখানি জলে ডুবিয়া গিয়াছিল। ওল্ডবক্ সে জন্ম দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

৩১

Tell me not of it, friend—when the
youug weep,
Their tears are luke-warm brine;—
from your old eyes
Sorrow falls down like hail-drops
of the North,
Chilling the furrows of our
withered cheeks,
Cold as our hopes, and hardened
as our feeling—
Theirs, as they fall, sink sightless—
ours recoil,
Heap the fair plain, and bleaken
all before us.

Old Play.

প্রত্নতাত্ত্বিক একাকী এবার মসেলক্রাগ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ধীবর-কুটীরে পৌঁছিয়া দেখিলেন, উহা শোকাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। সমুদ্রকূলে জেলে-ডিঙ্গীগুলি রহিয়াছে। আজিকার দিনটা ভাল হইলেও কেহ মাছ ধরিতে যায় নাই। জেলেরা গান গাহিতে

গাহিতে ডিঙ্গী জলে ভাসাইয়া থাকে, কিন্তু আজ সবই নীরব। বালক-বালিকাদিগের কলকণ্ঠও আজ শব্দ-হীন। শুধু দ্বারপ্রান্তে শোকাহতা মাতা জাল মেরামত করিতেছিল। প্রতিবেশীরা সকলেই শোকবস্ত্র ধারণ করিয়া সেখানে আসিয়াছিল। সকলেই শবদেহ আধারে রাখিবার প্রতীক্ষা করিতেছিল। জমিদারকে তাহাদের দিকে আসিতে দেখিয়া সকলে পথ করিয়া দিয়া দাঁড়াইল। বিষণ্ণভাবে সকলেই তাঁহাকে অভিবাদন করিল। তিনিও নীরবে তাহাদিগকে প্রত্যভিবাদন করিলেন।

কুটীরের অভ্যন্তরে যে দৃশ্য দেখা যাইতেছিল, তাহা শুধু শ্রেষ্ঠ চিত্রকরের তুলিকায় অঙ্কিত হইবার যোগ্য।

মৃতদেহটি শবাধারে রক্ষিত। ষ্টিনি যে শয্যায় শয়ন করিত, তাহার কাছেই শবাধার বিদ্যমান। অদূরে তাহার পিতা দাঁড়াইয়া—তাহার আনন শোকাচ্ছন্ন। জলে যখন নৌকা ডুবিয়া যায়, বৃদ্ধ পিতা পুত্রকে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিল। অবশেষে কতিপয় বলিষ্ঠ বাহু তাহাকে নিরস্ত করে। কারণ, পুত্রের প্রাণরক্ষা দূরে থাকুক, তাহারও জীবন তখন বিপন্ন হইয়াছিল। বোধ হয়, পিতার মনে তখনও সেই দৃশ্যের স্মৃতি মনে হইতেছিল। সে শবাধারের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতে পারিতেছিল না। পরিবারবর্গের কেহই এ পর্য্যন্ত তাহাকে একটিও সান্ত্বনার বাণী শুনাইবার সাহস পায় নাই।

তাহার স্ত্রী পুরুষোচিত শক্তিধারণ করিলেও, সন্তান-বিয়োগশোকে এমন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল যে, স্বামীর নিকট হইতে দূরে বসিয়া অতিকষ্টে দীর্ঘশ্বাস ও অশ্রুক্ষুণ্ণ কণ্ঠস্বরকে সংযত করিবার প্রয়াস পাইতেছিল। ষ্টিনির পিতা, পুত্রের মৃত্যুর পর হইতে একবিন্দু আহার্য্য গ্রহণ করে নাই। পত্নী কনিষ্ঠ পুত্রের মারফত স্বামীর কাছে আজ সকালে কিছু আহার্য্য পাঠাইয়াছিল। পিতা প্রিয়তম সন্তানের নিকট হইতে প্রথমতঃ আহার্য্য কাড়িয়া লইয়া সক্রোধে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিল। পরমুহূর্ত্তে তাহাকে চুম্বনে চুম্বনে অধীর করিয়া তুলিয়াছিল। "বাবা, তুই খুব সাহসী হবি বটে—ভগবান তোকে বাঁচিয়ে রাখ্‌বেন; কিন্তু সে আমার যা ছিল, তা তুই কখনো হতে পারবি না। দশ বছর বয়স থেকে সে আমার জেলেডিঙীর সঙ্গী। তার মত কেউ জাল গুটুতে জান্‌ত না। লোকে বলে, সব সহ্য করতে হয়—আমিও চেষ্টা করে দেখব।"

ইহার পর বৃদ্ধ আর একটি কথাও বলে নাই। সম্পূর্ণ নীরবে দাঁড়াইয়াছিল। ষ্টিনির মাতা রুমালে মুখ ঢাকিয়া বসিয়াছিল। তাহার শোক শুধু অনুভবের যোগ্য। বালক-বালিকাদিগের সকলেরই আননে শোকাভাস।

সর্ব্বাপেক্ষা দর্শনীয় মূর্ত্তি বৃদ্ধা পিতামহীর। নির্দ্দিষ্ট আসনে সে মূঢ়ের মত বসিয়াছিল। সে নীরবেই বসিয়াছিল। এক একবার সে শূন্য দৃষ্টিতে পৌত্রের শয্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল। তাহার মুখে একটিও কথা নাই। চারিদিকের কোন কিছুই যেন তাহার মনকে আকৃষ্ট করিতে পারিতেছিল না।

ওল্ডবক্ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, নীরবেই সকলে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল। স্কটল্যাণ্ডের নিয়মানুসারে এরূপ ক্ষেত্রে অতিথিদিগের জন্য আহার্য্য ও সুরা বিতরিত হয়। এল্‌সপেথের কাছে একগ্লাস সুরা ধরিবামাত্র সে গ্লাসটি হাতে করিয়া অস্বাভাবিক কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "সকলের স্বাস্থ্য পান করছি। এইভাবে আমরা যেন প্রায়ই মিলিত হই।"

এই কথা শুনিবামাত্র উপস্থিত সকলেই যেন ভয়ে অভিভূত হইয়া স্ব স্ব পানপাত্র টেবলের উপর রাখিয়া দিল। স্কটল্যাণ্ডের গ্রামবাসীদিগের মধ্যে কুসংস্কার অত্যন্ত প্রবল। কিন্তু বৃদ্ধা তাহার গ্লাসে চুমুক দিল। সহসা কে চীৎকার করিয়া উঠিল, "এ কি?—এ যে মদ! আমার ছেলের বাড়ীতে মদ এল কেন? আঃ—বুঝেছি, কেন এ সবের আয়োজন!"

তাহার হাত হইতে গ্লাস ঝনঝন শব্দে মাটীতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। সে তাহার শীর্ণ করপল্লবে জীর্ণ মুখমণ্ডল আবৃত করিল।

এমন সময় পাদরী মিঃ ব্লাটারগাউল কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি মৃদুস্বরে শোকমুহ্যমান পিতাকে কয়েকটি সান্ত্বনা বাক্য শুনাইলেন। কিন্তু বৃদ্ধের তখন যেরূপ মানসিক অবস্থা, তাহাতে কথাগুলি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল কি না, বুঝা গেল না। তবে সে তাঁহার করকম্পন করিল। কিন্তু মুখে কিছুই বলিয়া উঠিতে পারিল না। অথবা বলিবার ইচ্ছাও তাঁহার ছিল না।

তার পর ধর্ম্মযাজক মাতার কাছে গিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দান করিলেন। ক্ষীণ কণ্ঠে মাতা বলিল, "আপনি খুব ভাল লোক, সার। সহ্য করাই আমাদের কর্ত্তব্য তা জানি; কিন্তু আমাদের নয়নের মণি ষ্টিনি, 'আমাদের সাহস, বল, ভরসা সবই চলে গেছে! ও রে বাবা! তুই কেন অমন করে চুপ করে আছিস, বাপধন!"

ওল্ডবক পুনঃ পুনঃ নস্যাধার সাহায্যে তাঁহার উদ্গতপ্রায় অশ্রু সংবরণের প্রয়াস পাইতেছিলেন। স্বভাবতঃ তিনি কঠোরহৃদয় হইলেও, আজ তাঁহার বুকের মধ্যে ক্রন্দনের সমুদ্র যেন গর্জ্জন করিয়া উঠিতেছিল। সমাগত সকলেই অশ্রু-সংবরণের প্রয়াস পাইতেছিল। ধর্ম্মযাজক অতঃপর বৃদ্ধা পিতামহীকে সান্ত্বনার বাণী শুনাইলেন। প্রথমতঃ সে যেন মন দিয়া সব কথা শুনিবার চেষ্টা করিল। তার পর সে হাত তুলিয়া যেন উপেক্ষাভবে তাঁহাকে নিরস্ত হইতে ইঙ্গিত করিল।

এ দিকে শবসঙ্গীদিগের অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইল। রীতিমত আহার্য্য ও সুরা বিতরিত হইল। বৃদ্ধা সুরা পান করিয়া বলিয়া উঠিল, "হা! হা! এক দিনে দুবার মদ খেলাম। এর আগে কবে এমন করেছি জান? তার পর থেকে আর নয়—"

গ্লাস রাখিয়া দিয়া সে তাহার আসনে আবার স্থাণুর ন্যায় বসিয়া রহিল।

ওল্ডবকের কাছে এ দৃশ্য অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি ইঙ্গিতে পাদরীকে জানাইলেন, আর বিলম্ব করা উচিত নহে—বাকি কাজ শেষ করা উচিত। শবাধারের উপর লৌহকীলক প্রোথিত হইতে লাগিল।

দেশের নিয়মানুসারে পিতাকে শবাধারের মাথার দিক ধরিতে হয়, কিন্তু বৃদ্ধ পিতা কোনমতেই সম্মত হইল না। তখন ওল্ডবক বলিলেন, "আমি এখানকার জমাদার। ও কাজটা ওর হয়ে আমিই করছি। বুড়োকে তোমরা বিরক্ত করো না।" এ জন্য সকলেই ওল্ডবকের প্রতি প্রসন্ন হইয়া উঠিল।

অর্দ্ধ মাইল দূরে সমাধি-ক্ষেত্র। শবাধার সেখানে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইল। ভূগর্ভে শবাধার রক্ষিত হইল। তার পর নির্জ্জন সমুদ্র-তীর ধরিয়া ওল্ডবক্ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

৩২

What is this sweet sin, this untold tale,
That art can not extract,
nor penance cleanse
——Her muscles hold their place;
Nor discomposed, nor formed to steadiness,
No sudden flushing,
and no faltering lip.—
Mysterious Mother.

শবাধার লইয়া বাহকগণ চলিয়া গেলে, প্রতিবেশিনীরা কুটীর হইতে বাহির হইয়া গেল। বালক-বালিকাগণকেও সঙ্গে লইয়া গেল। তাহাদের উদ্দেশ্য, নির্জ্জনে স্বামী ও স্ত্রী এই গভীর শোকে পরস্পর পরস্পরকে সান্ত্বনা দান করিবে।

কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হইল না। সকলে চলিয়া গেলে যখন বৃদ্ধ দেখিল, ঘরে আর কেহ নাই, তখন সে দুই বাহু ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া ছুটিয়া স্টিনির শূন্য শয্যার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। এতক্ষণ যে শোক সে হৃদয়ের মধ্যে প্রচণ্ড চেষ্টায় রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, এখন তাহা প্রবল বন্যার ন্যায় তাহাকে যেন ভাসাইয়া লইয়া চলিল।

স্ত্রী, স্বামীর এই ভীষণ শোকোচ্ছ্বাস দেখিয়া ভীত হইল। সে এই বলিষ্ঠ পুরুষের তীব্র শোক দেখিয়া নিজের শোকের কথা ভুলিয়া গেল। সে তাহার বসন-প্রান্ত ধরিয়া তাহাকে আকর্ষণ করিয়া বলিতে লাগিল, এক জন গিয়াছে; কিন্তু এখনও অন্যান্য সন্তান বিদ্যমান—তাহার স্ত্রী ও মাতা আছে। এমন অধীর হইয়া পড়িলে কি করিয়া সকলে বাঁচিবে? কিন্তু শোকার্ত্ত পিতার কর্ণে এ আবেদন ব্যর্থ হইল। শয্যায় তখন পিতার শোকাবেগে কাঁপিয়া উঠিতেছিল। উভয় হস্তে সে বিছানার চাদর মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ধরিতেছিল, তাহার দুই পদ যেন বেদনাভরে আকুঞ্চিত প্রসারিত হইতেছিল।

বেচারা শোকার্ত্তা জননী বলিয়া উঠিল, "কি হল! এ কি হল! কে আমায় দেখবে! মা, মা, তুমি এক বার তোমার ছেলেকে বুঝিয়ে বল। ওকে সান্ত্বনা দেও!"

সে সবিস্ময়ে দেখিল, তাহার শ্বশ্রূমাতা সে কথা শুনিতে পাইয়াছে। বৃদ্ধা আসন ছাড়িয়া উঠিয়া বিনা অবলম্বনে পুত্রের কাছে আসিয়া বলিল, "বাবা, ওঠ। যে চলে গেছে তার জন্য শোক বৃথা—সে এখন পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ সবেরই অতীত হয়েছে। যারা দুঃখ-শোকের অন্ধকারে পড়ে আছে, শোক তাদেরই জন্য—আমার শোক নেই, কারো জন্যে সে শোক করতে পারে না—আমার জন্যই তোমাদের শোক করা উচিত।"

বহুদিন পুত্র মাতাকে কথা বলিতে শুনে নাই। আজ তাহার মুখে বাক্যস্ফুরণ দেখিয়া কাজ হইল। পুত্র শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। তখন বৃদ্ধা আবার তাহার নিজের আসনে গিয়া বসিল। সে একখানি বাইবেল তুলিয়া লইল—তাহার নয়নে অশ্রু, তথাপি সে পড়িবার চেষ্টা করিল।

তাহারা যখন এমন অবস্থায় রহিয়াছে, এমন সময় বাহিরে দরজায় কে করাঘাত করিল।

শোককাতরা মাতা বলিয়া উঠিল, "এখন আবার কে দরজায় ঘা দেয়? আমাদের সর্ব্বনাশের কথা শোনেনি বোধ হয়।"

আবার করাঘাত হইল। গৃহস্বামিনী আসন ছাড়িয়া দ্বার-সন্নিধানে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের এই শোকের সময় কে দরজায় ঘা মারে?"

খোলা দ্বারপথে রমণী দেখিল, একজন দীর্ঘাকার শোকবস্ত্র-পরিহিত ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া আছেন। সে তাঁহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিল, তিনি লর্ড গ্লেনালান। তিনি প্রশ্ন করিলেন, "এই খানে একটি বুড়ী থাকে না? আগে সে গ্লেনালান-প্রাসাদে ক্রেগ্‌বরণফুটে থাকত।"

মার্গারেট বলিল, "তিনি আমার শাশুড়ী, কিন্তু এখন তিনি কারো সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না। আমাদের বাড়ীতে বড় সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটেছে।"

লর্ড গ্লেনালান বলিলেন, "তোমাদের গভীর শোকের সময় আমার বিরক্ত করার ইচ্ছে ছিল না— ভগবান আমার মনের কথা জানেন। কিন্তু আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে—তোমার শাশুড়ীরও বয়স খুব হয়েছে। আজ যদি তার সঙ্গে আমার দেখা না হয়, তাহলে এ জগতে আমাদের আর দেখা হবে না।"

শোকার্ত্তা মাতা বলিল, "বুড়ীর সঙ্গে আপনার সাক্ষাতের কি প্রয়োজন বলুন ত? তিনি বয়সে এবং শোকে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছেন। আমার ছেলের মড়া কবর দিতে নিয়ে গেছে। আজকের দিনে ভদ্র অভদ্র কাকেও আমার ঘরে আসতে দিতে পারিনে।"

সে দরজার একটা পাল্লা খুলিয়া ধরিয়া তাহার শোক এবং তজ্জনিত আপত্তি জানাইতেছিল। ভিতরে ভদ্রলোককে আসিতে দিবে না, ইহাই ছিল তাহার অভিপ্রায়। এমন সময় তাহার স্বামীর কণ্ঠস্বর সে শুনিতে পাইল। সে বলিতেছিল, "ম্যাগী, ও কি হচ্ছে? সবাইকে বাইরে রাখতে চাচ্ছ কেন? দরজা খুলে দেও, যার ইচ্ছে হয় আসুক। এখন থেকে যার খুশী সে আসতে পারে, যেতে পারে।"

স্বামীর আদেশে পত্নী সরিয়া দাঁড়াইল। লর্ড গ্লেনালেন ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ক্লান্তি ও অবসাদে তাঁহার দেহ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। তিনি বৃদ্ধার আসনের দিকে অগ্রসর হইলেন। তার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমিই কি ক্রেগবরণফুটের এলসপেথ?"

উত্তর হইল, "সেই বদ মেয়েমানুষের অপবিত্র সবা স্থানের কথা কে জিজ্ঞাসা করছে?"

"চিরদুঃখী আর্ল গ্লেনালান।"

"আর্ল!—গ্লেনালানের আর্ল?"

"হ্যাঁ, যাকে সবাই উইলিয়ম্ লর্ড জেরাল্ডিন বলে ডাকে, যাঁর মৃত্যুতে তিনি আজ আর্ল গ্লেনালান হয়েছেন।"

পুত্রবধূকে বৃদ্ধা বলিল, "জানালাগুলো খুলে দেও। আমি একবার ভাল করে আর্ল গ্লেনালানকে দেখি। সেই তিনি কি না, আমি দেখতে চাই। আমার মনিবের তিনি পুত্র। জন্মাবার পর তাঁকেই আমি কোলে তুলে নিয়েছিলাম। সেই সময় কেন তাঁকে আমি গলা টিপে মারিনি, তিনি আমাকে সেজন্য অনুযোগ করেছিলেন।"

শাশুড়ীর আদেশে পুত্রবধূ বাতায়নগুলি উন্মুক্ত করিয়া দিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বৃদ্ধা তাঁহার মুখ ভাল করিয়া দেখিল। পরীক্ষার পর সে বলিল, "অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে, কিন্তু কার দোষ? তবে তাঁর কাছে সব লেখা হয়ে গেছে। এখন লর্ড গ্লেনালান, মৃত্যু পথবর্ত্তিনী বুড়ীর কাছে কি চান?"

লর্ড গ্লেনালান বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলে কেন? পাছে দেখা না করি, এজন্য একটা অভিজ্ঞান আংটীও পাঠিয়ে দিয়েছিলে। তুমি জানতে সে জিনিষ দেখালে, আমি না বলতে পারব না।"

লর্ড পকেট হইতে এডিপ্রদত্ত সেই অঙ্গুরীয় বাহির করিলেন। উহা দেখিবামাত্র বৃদ্ধার আননে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখা গেল। সে আর্লের দিকে ফিরিয়া বলিল, "এ আপনি কোথায় পেলেন? আমি ভেবেছিলাম, খুব গোপনে আমি ওটা রেখেছি— কাউন্টেস এখন আমায় কি বলবেন, অঁ্যা?"

লর্ড বলিলেন, "আমার মা মারা গেছেন, সে কথা তুমি শোননি?"

"মারা গেছেন? ঠিক কথা বলছেন? সব ছেড়ে —বংশ, সম্পত্তি, প্রভাব প্রতিপত্তি, সব ছেড়ে তিনি সত্যি চলে গেছেন?"

"হ্যাঁ। মানুষ মাত্রকেই সব ফেলে রেখে চলে যেতে হয়।"

এলসপেথ বলিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন মনে পড়ছে— তিনি মারা গেছেনই বটে। কিন্তু আমাদের বাড়ীতে এত বিপদ ঘটেছে, আমার স্মৃতিশক্তি এত কমে গেছে,—তাহলে আপনার মা, কাউন্টেস্ সত্যি সত্যি ওখানে চিরদিনের জন্য ফিরে গেছেন?"

আর্ল তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, সত্যই তাহার ভূতপূর্ব্ব মনিব ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

এলস্পেথ বলিল, "তা হলে, আর আমার মনের উপর বোঝা চেপে থাকবে না। তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন, তাঁর অসন্তোষের ভয়ে কেউ কিছু বলতে পারত না। এখন তিনি নেই—এবার আমি সব স্বীকার করব।"

পুত্র ও পুত্রবধূর দিকে ফিরিয়া বৃদ্ধা আদেশের সুরে তাহাদিগকে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার জন্য বলিল। লর্ড গ্লেনালানের সঙ্গে সে একা কিছুক্ষণ থাকিবে। কিন্তু স্বামী ও স্ত্রী প্রথমতঃ তাহাতে আপত্তি জানাইল। নিজের ঘর ছাড়িয়া এ অবস্থায় তাহারা বাহিরে যাইবে কেন?

বৃদ্ধা তখন বলিল, "বাবা, তোমার মার লজ্জার কথা কি তোমাদের শোনা উচিত? মার আশীর্ব্বাদই তোমার দরকার, তার অভিশাপ নয়। আমি তোমার মা, তোমাকে গর্ভে ধারণ করে বড় করেছি, আমার শেষ আদেশ তোমার মানা উচিত। লর্ডের সঙ্গে আমি গোপনে কতকগুলো কথা আলোচনা করতে চাই। আমি আর বেশী দিন বাঁচব না। শীঘ্রই তোমরা আমায় কবর দেবে। সুতরাং তোমার মার শেষ অনুরোধ রাখা উচিত।"

এরূপ কথা শুনার পর আর আপত্তি করা চলে না। জেলে পুত্র চিরদিনই মাতৃভক্ত ছিল। সেই ভাবেই সে শিক্ষা পাইয়াছিল। নিজের মৃত পুত্রের কথাও তাহার মনে হইল। তিনি কোনও দিন তাহার অবাধ্য হয় নাই। না, সে তাহার জননীর বিরক্তির হেতু হইবে না। স্ত্রীর হাত ধরিয়া বৃদ্ধ বাহিরে চলিয়া গেল। যাইবার সময় কুটীরদ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

পাছে বৃদ্ধা আবার তাহার বার্দ্ধক্যজনিত বিস্মৃতির মধ্যে ডুবিয়া যায়, এজন্য লর্ড তাহাকে সব কথা বলিবার জন্য তাড়া করিলেন।

"সব আপনি জানতে পারবেন। এখন সব কথা আমার মনে পড়েছে। একটা কথাও আমি ভুলবো না। আমার চোখের সামনে ক্রেগবরণফুট প্রাসাদ দেখতে পাচ্ছি। আমার স্বামী যে ছিল, চারটি ছেলে ছিল, তা আমি ভুলে যেতে পারি, কিন্তু ওখানকার কথা কোনদিন আমি ভুলতে পারিনে।"

লর্ড বলিলেন, "আমার মার তুমি ভারী প্রিয়পাত্রী ছিলে।"

"ঠিক তাই। ঠিক তাই। ও কথা আর আমাকে মনে করিয়ে দিতে হবে না। তিনি আমার যেমন ভাল করেছিলেন, তেমনি, মন্দ জিনিষও শিখিয়েছিলেন।"

বিস্মিত আর্ল বলিলেন, "ভগবানের দোহাই, এলস্পেথ, বলে যাও—সব কথা খুলে বল। আমি জানি, একটা সাংঘাতিক ব্যাপারের গোপন তথ্য তুমি জানতে। বলে যাও—সব বলে ফেল।"

সে বলিল, "বলব সবই। একটু ধৈর্য্য ধরে থাকুন।"

একে একে সে মনে করিয়া সব কথাই বলিল—একটি কথাও বাদ পড়িল না। লর্ড উৎকর্ণ হইয়া সবই শুনিলেন। শতবর্ষীয়া বৃদ্ধার কণ্ঠে তখন ভাষা যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিল। সে মোটামুটি লেখাপড়া জানিত। সে যাহা বলিল, পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে তাহা বর্ণিত হইতেছে।

৩৩

Remorse—she never forsakes us—
A bloodhound staunch—
she tracks our rapid step
Through the wild labyrinth
of youthful frenzy,
Unheard, perchance, until old age
hath tamed us;
Then in our lair, when time
hath chilled our joints,
And maimed our hope of combat,
or of flight,
We hear her deep-mouthed bay,
announcing all
Of wrath, and woe,
and punishment that bides us.
Old Play.

বৃদ্ধা বলিল, "কাউণ্টেস জেসালিণ্ডের আমি যে খুব প্রিয়পাত্রী ও বিশ্বস্তা পরিচারিকা ছিলাম, তা আপনাকে বলাই বাহুল্য। অনেক দিন ধরেই তাঁর বিশ্বাসভাগিনী আমি ছিলাম। আমিও তাঁকে ভালবাসতাম; তবে একবার একটা সামান্য ব্যাপারে আমি তাঁর অবাধ্য হয়েছিলাম। এক জন আপনার মার কাছে নালিশ করেছিলেন যে, আমি তাঁর ও আপনার উপর গোয়েন্দাগিরি করতাম।"

আর্ল আবেগকম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "শোন নারী, আমার সামনে তাঁর নাম উচ্চারণ করবে না।"

প্রশান্ত ও দৃঢ়কণ্ঠে বৃদ্ধা বলিল, "তা আমাকে করতেই হবে। না হলে, আপনি আমার কথা বুঝবেন কি করে?"

আর্ল একখানা কাঠের চেয়ারের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া টুপীটা মুখের উপর ঢাকিয়া দিলেন। তাঁহার হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইল। দাঁতে দাঁত চাপিয়া তিনি সাহস ও ধৈর্য্য অবলম্বনের চেষ্টা করিলেন। তার পর বলিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন।

বৃদ্ধা বলিল, "মিস্ ইভলিন নেভেলির জন্যই আমি মনিবের কাছে অপদস্থ হয়েছিলাম। সে সময় এই যুবতী গ্লেনালান-প্রাসাদে থাকতেন। আপনার বাপের তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিলেন। তাঁর জীবনের ইতিহাসে অনেক রহস্য জড়ান ছিল—কিন্তু কাউন্টেস যতটা বলতেন, তার বেশী জানবার অধিকার কারো ছিল না। প্রাসাদের সবাই মিস নেভেলিকে ভালবাসত—কেবল দুজন ভালবাসত না। এক কাউন্টেস, অপর আমি। আমরা দুজনেই তাঁকে ঘৃণা করতাম।"

"হা ভগবান! এমন চমৎকার, শান্ত, গভীর-হৃদয়া নারীরত্নের উপর এ কি অত্যাচার!"

এল্‌সপেথ বলিল, "তা হতে পারে। আপনার পিতৃবংশের সকলকেই আপনার মা ঘৃণা করতেন। শুধু আপনার বাবাকে ঘৃণা করতেন না। বিয়ের পর থেকেই এ ব্যাপার সুরু হয়। কি কারণ, তা বড় কেউ ভেবে দেখেনি। কিন্তু মিস্ ইভলিনকে আপনার মা দ্বিগুণ ঘৃণা করতেন—যখন তিনি দেখলেন, আপনার সঙ্গে তাঁর দিন দিন ভালবাসা গাঢ় হচ্ছে। প্রথম প্রথম শুধু উপেক্ষার ভাব ছাড়া কাউন্টেস আর কিছু দেখাতেন না। কিন্তু শেষে অত্যাচার এত বেড়ে গেল যে, মিস্ নেভেলি বাধ্য হয়ে নকউইনক দুর্গে সার আর্থারের লেডীর কাছে আশ্রয় নিলেন। লেডী তখন বেঁচেছিলেন।"

"এসব ঘটনার পুনরুক্তি করে তুমি আমার বুক ভেঙ্গে দিচ্ছ—কিন্তু বলে যাও, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য এ যন্ত্রণা আমার পক্ষে কঠিন নয়।"

এলসপেথ বলিয়া চলিল, "তিনি কয়েক মাস অনুপস্থিত ছিলেন। এক দিন আমার কুটীরে বসে স্বামীর প্রতীক্ষায় আছি—আমার স্বামী তখন সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন—আর চোখের জল ফেলছি। কারণ, আমার অপমানের স্মৃতি আমাকে পুড়িয়ে মারছিল। এমন সময়ে আপনার মা—কাউন্টেস আমার ঘরে এলেন। মনে হল যেন ভূত দেখ্‌ছি। কারণ, তিনি আমায় যতই ভালবাসুন, আমার কুটীরে তিনি নিজে আস্‌বেন, এ অসম্ভব ব্যাপার। সেদিন টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। তিনি ভিজে নেয়ে এসেছিলেন। সে রাত্রির কথা আমার কেমন মনে আছে, তাই বলবার জন্য এ বর্ণনাটা করলাম। আমি বিস্ময়ে অবাক হয়ে কথা বল্‌তেই পারলাম না। খানিক চুপ করে থেকে তিনি আমায় বল্‌লেন, 'এলসপেথ চেইনি, লর্ড গ্লেনালানকে সেরিফমুইর যুদ্ধক্ষেত্রে কে নিজের প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়েছিল?' আমি বলেছিলাম, "আমার বাবা।"

বৃদ্ধা খানিক নীরব হইল।

"তার পর কি হল, বলে যাও? দোহাই ভগবানের, চুপ করে থেক না।"

এলসপেথ বলিল, "আপনি আদেশ না করলেও আমি বল্‌ব—কথাটা বলবার জন্য আমি পাগলের মত হয়ে আছি। কাউন্টেস আমায় বল্‌লেন, 'আমার ছেলে ইভলিন নেভেলিকে ভালবাসে—ওরা সম্মত হয়েছে—ওদের বিয়ে হবে। ওদের ছেলে হলেই গ্লেনালানের উপর আমার দাবী আর থাক্‌বে না। তখন আমি আর কাউন্টেস্ থাক্‌ব না—বৃত্তিভোগী হয়ে থাকব মাত্র। এত বড় সম্পত্তি, এত প্রতাপ, আমার নিজের কেনা মস্ত জমীজমা সব আমার হাতছাড়া হয়ে যাবে, যদি আমার ছেলের পুত্রসন্তান হয়। তাতেও আমার দুঃখ ছিল না। মিস্ নেভেলি ছাড়া অন্য কোন মেয়েকে আমার ছেলে যদি বিয়ে করত, তা আমি সহ্য করতে পারতাম। কিন্তু ওদের সন্তান-সন্ততিরা আমার পূর্ব্বপুরুষদের অর্জ্জিত ধনসম্পদ ভোগ করবে—এ আমার অসহ্য। এই মেয়েটাকে আমি ঘৃণা করি। আমিও তখন তাঁকে জানালাম যে, আমারও মন ঐ যুবতীর প্রতি সম্পূর্ণ বিরূপ।"

আর্ল ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিবার জন্য সংকল্প-বদ্ধ হইলেও, বলিয়া উঠিলেন, "হতভাগী! হতভাগা মেয়েমানুষ! এমন নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ সুন্দরী তোমার কি করেছিলেন যে, তাঁর উপর তোমার এমন আক্রোশ হয়েছিল?"

আমার মনিব যাকে ঘৃণা করতেন, আমিও তাঁকে ঘৃণা করতাম। গ্লেনালানে এই রকমই ব্যবস্থা ছিল। হুজুর, আপনার পিতৃবংশের কেউ কখনো যুদ্ধ করেন নি। আপনাদের পূর্ব্বপুরুষরা বীর ছিলেন না। কিন্তু সেটাই সব নয়। আমি মিস্ ইভলিন নেভেলিকে ঘৃণা করতাম তাঁর নিজেরই জন্য। আমি তাঁকে ইংলণ্ড থেকে সঙ্গে করে নিয়ে আসি। তিনি আমাদের আচার-ব্যবহার কথাবার্ত্তার খুঁত ধরে হাসি তামাসা করতেন। তাই আমি তাঁকে দেখ্‌তে পারতাম না।"

আবার সে খানিক থামিল। তার পর বলিয়া

চলিল, "কিন্তু একথা আমি অস্বীকার করছি না যে, তাঁর যতটুকু প্রাপ্য ছিল, আমি তার চেয়ে অনেক ঘৃণা করতাম। কাউন্টেস বল্লেন, 'এলস্‌পেথ, এই গোঁয়ার ছেলেটা ইংরেজ মেয়েটাকে বিয়ে করবে। আগের দিন যদি এখন থাকত, আমার ছেলেটাকে অন্ধকূপে বন্ধ করে রাখ্‌তাম। কিন্তু সে যুগ এখন আর নেই। এখন উকীলরা আইন নিয়ে তেড়ে আসবে। শোন, এলস্‌পেথ, যদি তুমি তোমার বাবার মেয়ে হও, তা হলে আমি এমন উপায় করব, যাতে ওদের বিয়ে হতে পারবে না। মেয়েটা প্রায়ই ঐ পাহাড়ের দিকে বেড়াতে যায়। পাহাড়ের শৃঙ্গের নীচে ওর প্রেমিকের নৌকো আছে। ব্যস্‌, একেবারে বিশ বাঁশ জলের নীচে থেকে ছেলেটা ওর দেহ যেন খুঁজে বের করে?' হ্যাঁ, আপনি আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকুন, ভ্রূকুটি করুন, আমি পৃথিবীতে যাকে সব চেয়ে ভয় করি, তাঁর কথাগুলো সব বললাম। এখন মিথ্যে বলে লাভ কি? কিন্তু আমি মানুষ মারবার প্রস্তাবে রাজি হলাম না। তখন তিনি বললেন, 'আমাদের ধর্ম্মমতে ওদের বিয়ে কখনো হবে না—বিয়ে যদি করে, তা অসিদ্ধ হবে।' আমিও তখন বললাম, 'খৃষ্টান ধর্ম্মমতে ওদের বিয়ে বন্ধ করা চলবে না'।"

লর্ড এইবার তাহার কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন, "তা হলে ইভলিন নেভিলি—"

বৃদ্ধা বলিল, "না, আপনার বাবার ঔরস কন্যা নন। এতে আপনার মনে দুঃখ অথবা শান্তি যাই কেন হোক না, তিনি আপনার পিতৃবংশের কারও সন্তান ছিলেন না।"

"শোন নারী, এখন আমাকে প্রতারণা করো না! আমার মাকে যেন অভিসম্পাত করতে না হয়—এই সেদিন তাঁকে কবর দিয়ে এসেছি। ভীষণ ষড়যন্ত্রে তিনি লিপ্ত ছিলেন বলে যেন অভিসম্পাত না দেই।"

"না, লর্ড জেরালডিন, আপনার মার প্রতি অভিসম্পাত দেবার আগে চিন্তা করে দেখ্‌বেন। গ্লেনালান-বংশের আর কেউ বেঁচে নেই—আপনি ছাড়া। সেই ভীষণ ব্যাপার—"

"তা হলে তুমি বলতে চাও, আমার ভাই বেঁচে নেই?"

বৃদ্ধা বলিল, "না, কিন্তু আমি আপনাকেও দোষী করছি। আপনি নক্‌উইক্‌নকে থাকবার সময় গোপনে ইভলিনকে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু মাতার বাধ্য পুত্র হয়ে না থেকে আপনি যদি কর্ত্তব্য পালন করতেন, তা হলে আমরা আপনাদের দুজনকে তফাত করে দিতে পারলেও, সে ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটত না। আর আপনাকেও অনুতাপে জ্বলে পুড়ে মরতে হত না। আপনি যদি বিয়ের কথা ঘোষণা করে দিতেন, তা হলে কেউ কিছু করতে পারত না।"

হতভাগ্য লর্ড বলিলেন, "হা ভগবান! এত দিন পরে আমার চোখের উপর থেকে ঘনপর্দাখানা সরে গেল! এখন আমার বেশ মনে পড়ছে, আমার মাও আমাকে ইঙ্গিতে এই রকম আভাস দিয়ে আমারই উপর দোষারোপ করতেন। আমিও নিজেকে অপরাধী ভাবতাম।"

এলস্‌পেথ বলিল, "আপনার মা আরো স্পষ্ট করে কোন কথা বলতে পারতেন না। বেশী বলতে গেলে, তাঁর নিজের অপরাধ স্বীকার করতে হত। কিন্তু তিনি বুনোঘোড়ার চরণে দলিত পিষ্ট হওয়াও বাঞ্ছনীয় মনে করতেন, তবু নিজের কৃত কার্য্য প্রকাশ করতেন না। তিনি যদি এখন বেঁচে থাকতেন, তাহলে আমাকেও তাই করতে হত। গ্লেনালানবংশের পুরুষ মেয়ে সবাই এক ধরণের। তারা শেষ পর্য্যন্ত নিজের গোঁ ধরেই চলবে। মনিবকে টাকা-পয়সার লোভে কেউ ফাঁসিয়ে দেবে না। এখন শুনছি, সে যুগ আর নেই—সব বদলে যাচ্ছে।"

লর্ড ওসব কথা শুনিতেছিলেন না। তিনি নিজের কথাই ভাবিতেছিলেন। সহসা বলিয়া উঠিলেন, "ভগবান! ভগবান!—তাহলে আমার মহাপাপ হয়নি। এতদিন নিজেকে মহাপাপী ভেবে দারুণ কষ্ট পাচ্ছিলাম—সে পাপ তাহলে আমার দ্বারা হয় নি! অনুতাপে গ্লানিতে জীবন বিস্বাদ হয়ে গিয়েছিল! বৃদ্ধা, আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ কর! যদিও আমার জীবন দুর্বহ, শোচনীয়; কিন্তু মরবার সময় কলঙ্কিত জীবন নিয়ে আমি মরব না! যদি আর কিছু বলবার থাকে, বলে যাও। যতক্ষণ তোমার বলবার শক্তি আছে বল, আমার শুনবার ক্ষমতা আছে, আমি শুনি।"

বৃদ্ধা বলিল, "তা সত্য, আপনার শুনবার দিন, আর আমার বলবার সময় চলে যাচ্ছে—অত্যন্ত দ্রুত চলে যাচ্ছে। মৃত্যু আপনার ললাটে তার হাতের ছাপ দিচ্ছে আর তার বাহুর চাপ প্রতিদিন আমার বুকে প্রবল হয়ে উঠছে। এখন আমায় বাধা দেবেন না—কোন প্রশ্ন করবেন না। আমার যা বলবার আছে, শেষ পর্য্যন্ত শুনে যান। তার পর কাঠের স্তূপের উপর কাঠের স্তূপ সাজিয়ে এই ডাইনী এলস্‌পেথকে পুড়িয়ে মারতে চান,—মারবেন।"

"বলে যাও—আর তোমায় বাধা দেব না।"

কিন্তু বৃদ্ধা অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কাহিনীর শেষাংশ ছাড়া ছাড়া ভাবে সে বলিতে লাগিল। কাহিনীর প্রথমাংশ যেমন স্পষ্ট ছিল, শেষের দিকে, বুঝা গেলেও, তেমন স্পষ্ট নহে। লর্ড গ্লেনালান মাঝে মাঝে তাহার কাহিনীর খেই ধরাইয়া দিতে লাগিলেন! তিনি বলিলেন, "আগে সে যে বর্ণনা দিয়াছিল, বর্ত্তমান বর্ণনা তা থেকে স্বতন্ত্র, সুতরাং প্রমাণ সে কি দিতে পারে?"

বৃদ্ধা বলিল, "কাউণ্টেসের কাছে, ইভলিন নেভেলির প্রকৃত জন্মপত্রিকার প্রমাণ আছে। তিনি গোপনে সে সব কাগজপত্র রেখেছিলেন। তিনি যদি সে সব পুড়িয়ে না ফেলে থাকেন, তাহলে এখনো পাওয়া যেতে পারে। তাঁর প্রসাধনাগারে যে আবলুস কাঠের টানা আছে—বাঁ দিকে—সেখানেই সব পাওয়া যাবে। তখনকার মত তিনি সেগুলো চাপা দিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন—অর্থাৎ আপনি বিদেশে চলে না যাওয়া পর্য্যন্ত গোপন করে রেখে, আপনার ফিরে আসবার আগে মিস্ নেভেলিকে তাঁর নিজের দেশে পাঠিয়ে দিতে সংকল্প করেছিলেন। সেখানেই অন্যত্র তাঁর বিয়ে দেবার ইচ্ছে কাউণ্টেসের ছিল।"

"কিন্তু তুমি ত আমার বাবার চিঠিপত্র দেখিয়েছিলে আমাকে। তাতে তুমি প্রমাণ করতে চেয়েছিলে—"

"হাঁ, তা করা হয়েছিল সত্যি। কিন্তু আসল কথা, আপনার বাবা কিছুদিনের জন্য মিস্ ইভলিনকে নিজের মেয়ে পরিচয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। পারিবারিক ব্যাপারে সেটা তখন দরকার হয়েছিল।"

"কিন্তু আমাদের দুজনের বিয়ে হয়ে যাবার পর, তোমরা এমন ভীষণ ষড়যন্ত্র চালালে কেন?"

"আপনার মা ঠিক জানতে পারেননি, আপনাদের বিয়ে হয়েছে কি না। তাই ঐ মিথ্যা চালান হয়েছিল। দরকার হলে এর চেয়েও মিথ্যে কথা বলা যেত।"

"তখন তুমি বাইবেল ছুঁয়ে শপথ করেছিলে, এখন তা অস্বীকার করছ।"

"তা ঠিক—দরকার হলে আবার তা করতে পারতাম। গ্লেনালান-বংশের জন্য আমি সব করতে পারতাম।"

"হা দুর্ভাগিনী! একে তুমি বংশের উপকার করা বল? তোমাদের জুয়াচুরীর ফলে কি ভীষণ কি সাংঘাতিক দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে, বল ত!"

"আপনার মার কাজ আমি করেছি—তিনি বংশের প্রধান ছিলেন। তাঁর সেবায় আমার জীবন উৎসর্গ করেছিলাম। যে ব্যাপার নিয়ে তিনি এসব করেছিলেন, তার বিচারক ভগবান, এবং ফলভাগিনী তিনি। আমি যা করেছি, তার বিচারকও ভগবান—ফলভোগ করব আমি। তিনি চলে গেছেন—ভগবানের কাছে জবাবদিহি তিনি করছেন—আমারও তাই। সব কথা কি আপনাকে বলা হয়েছে?"

লর্ড গ্লেনালান বলিলেন, "না, আরো আছে। তোমার জুয়াচুরীতে যে স্বর্গকন্যা নৈরাশ্যপীড়িত হয়ে মারা গেছেন—মহাপাপ হয়েছে ভেবে যিনি কলঙ্কিত জীবনকে শেষ করে দিয়েছিলেন, তাঁর সেই মৃত্যুর সংবাদ যা শোনা গিয়েছিল, তা কি সব যথার্থ? অথবা আরো কিছু নিষ্ঠুরতা তাঁর উপর করা হয়েছিল?"

এল্‌সপেথ বলিল, "আপনার কথা আমি বুঝেছি। যা শুনেছিলেন, সবই ঠিক। অবশ্য আমাদের মিথ্যা সাক্ষ্যের ফলে তা ঘটেছিল বটে, কিন্তু তাতেই তিনি বিকৃতমস্তিষ্ক হয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। ভীষণ কথা শুনবার পর আপনি কাউণ্টেসের ঘর থেকে বেরিয়েই ঘোড়ায় চড়ে দুর্গ ত্যাগ করলেন, তখন কাউণ্টেস আপনাদের গোপন বিয়ের কথা জানতেন না। বিয়ে বন্ধ করার জন্যই ঐ মিথ্যা ঘটনার সৃষ্টি তিনি করেছিলেন। মিস্ নেভিলিকে চৌকী দেবার জন্য লোক রাখা হয়েছিল। কিন্তু রক্ষী ঘুমিয়ে পড়ায় বন্দিনী খোলা জানালা দিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন! ওঃ! সেদিনের কথা কখনো ভোলা যায়!"

আর্ল বলিলেন, "তাতেই তিনি মারা যান, এই রকমই ত ঘটেছিল?"

"না, লর্ড। আমি পাহাড়ের নীচের দিকে জোয়ারের সময় গিয়েছিলাম। আমার স্বামীর মাছ ধরার ব্যবসা ছিল। সেখানে গিয়ে দেখি, একটা সাদা জিনিষ পাহাড়ের উপর থেকে পড়ে গেল—চারিদিকের জল ছিটকে উঠলো, আমি দেখলাম, ঢেউয়ের উপর মনুষ্যের দেহ ভাসছে। আমার সাহস ছিল, গায়ে জোরও ছিল—জোয়ার-ভাটার গতির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। আমি গিয়ে তাঁর গাউন চেপে ধরলাম, টেনে তুলে তাঁকে ঘাড়ে করে নিলাম—ওরকম দুজনকে আমি অনায়াসে বহন করে নিয়ে যেতে পারতাম তখন। তাঁকে আমার কুটীরে আনলাম, আমার বিছানায় শুইয়ে দিলাম। প্রতিবাসিনীরা আমায় সাহায্য করলে।

কিন্তু তিনি এমন প্রলাপ বকতে আরম্ভ করলেন যে, সবাইকে আমি সেখান থেকে সরিয়ে দিলাম। তার পর প্রাসাদে খবর দিলাম। কাউন্টেস তাঁর স্পেনিস চাকরাণী থেরেসাকে পাঠিয়ে দিলেন। ঐ মেয়েটা সাক্ষাৎ সয়তান ছিল। হতভাগিনী লেডীর পরিচর্য্যা আমরা দুজনেই করতাম। অন্য কেউ কাছে আসতে পারত না। থেরেসার উপর কি কাজের ভার ছিল, ভগবান জানেন। সে আমাকে কোন দিন কিছু বলে নি। লেডী ইভলিন সময় পূর্ণ হবার আগে একটি পুত্র সন্তান প্রসব ক'রে আমারই কোলে দেহত্যাগ করেন। হ্যাঁ, আপনি কাঁদুন! তখন তাঁর জন্য আমি শোক করতে পারিনি, কিন্তু এখন তা করছি। আমি থেরেসার কাছে মৃত দেহ ও শিশু সন্তান রেখে কাউন্টেসের কাছে ছুটে গিয়েছিলাম—তাঁর আদেশ কি তা জানবার জন্য। তখন অনেক রাত। গিয়ে দেখি, আপনার ভাইকে তিনি ডেকে এনেছেন।"

"আমার ভাই!"

"হ্যাঁ, লর্ড জেরালডিন আপনার ভাই। তাঁর উত্তরাধিকারী হবার লোভ ছিল। আপনার মা তাঁকেই খোদ উত্তরাধিকারী করবেন ভেবেছিলেন। গ্লেনালান-বংশের উত্তরাধিকারী হবার সম্বন্ধে তাঁর সংস্রব কম ছিল না।"

"এ কি বিশ্বাসযোগ্য এবং সম্ভবপর যে, আমার সম্পত্তি সে পাবে বলে, এমন নীচ কাজে সে হীন কৌশল অবলম্বন করেছিল?"

"সে আপনার মায়ের কাজ—আমার সঙ্গে সে ব্যাপারে কোন যোগ ছিল না। কিন্তু তাঁরা কি বলেছিলেন বা করেছিলেন, তা আমি জানতে পারিনি। যে ঘরে তাঁরা পরামর্শ করছিলেন, তার পাশের ঘরে আমি অপেক্ষা করছিলাম। আপনার ভাই যখন বেরিয়ে গেলেন, দেখলাম, তাঁর মুখে যেন শয়তানের ছাপ! কাউন্টেস আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে বল্লেন, 'এলসপেথ, নতুন ফুলের কুঁড়ি কোন দিন উপড়ে ফেলেছ?' আমি বললাম যে, হামেসা তা ত করে থাকি। তিনি বল্লেন, 'আমাদের পবিত্র বংশকে কলঙ্কিত করবার জন্য আজ যে এসেছে, তাকে সরাতে হবে।' বলেই তিনি আমার হাতে একটা সোনার শলাকা দিলেন বল্লেন, 'গ্লেনালান-বংশের রক্তপাত সোনার শলাকার সাহায্যেই করতে হয়।' লোকে জানে, সে ছেলে মরে গেছে। শুধু থেরেসা আর তুমি জান, সে বেঁচে আছে। তোমরা কাজ শেষ করে ফেল গে।' বলেই ক্রুদ্ধ দেবতার মত তিনি ছুটে গেলেন। সোনার শলাকাটা আমার হাতেই রয়ে গেল।—এই যে সেটা। মিস্ নেভেলির আংটী ও এই শলাকাটা আমার কাছেই বরাবর রেখে দিয়েছিলাম। এতদিন কথাটা গোপনেই রেখেছিলাম।"

বৃদ্ধা তাহার শীর্ণ হস্তধৃত সোনার শলাকাটি লর্ডের দিকে তুলিয়া ধরিল। লর্ড কল্পনা করিলেন, ঐ স্বর্ণ-শলাকা বহিয়া শিশুর রক্ত যেন ঝরিয়া পড়িতেছে।

"সর্ব্বনাশী! এ কাজ তুমি করতে পেরেছিলে?"

"পারতাম কি না, তা আমি জানিনে। আমি কুটীরে ফিরে এলাম। তখন আমি মাটীর উপর দিয়ে হাঁটছিলাম কি না, তা জ্ঞান ছিল না। এসে দেখি, থেরেসাও নেই, আর শিশুও নেই। যারা বেঁচেছিল, তারা চলে গেছে—শুধু লেডীর মৃতদেহ পড়ে আছে।"

"আমার শিশু সন্তানের ভাগ্যে কি হয়েছিল, তা তুমি জানতে পারনি?"

"আমি শুধু অনুমানই করেছিলাম। আপনার মায়ের অভিপ্রায় কি, তা আপনাকে বলেছি। টেরেসা যে শয়তান, তাও আমি জানতাম। স্কটল্যাণ্ডে আর কেউ তাকে দেখেনি। শুনেছিলাম, সে তার নিজের দেশে চলে গেছে। অতীতের উপর একটা কালো পর্দ্দা পড়ে গেছে। দুচারজন যারা সাক্ষী ছিল, তারা শুধু অনুমান করতেই পেরেছিল যে, আত্মহত্যাই পরিণতি ঘটিয়েছিল। আপনি নিজেই—"

আর্ল বললেন, "জানি, আমি তা জানি।"

"আমার যা বলবার, সব আপনাকে বলেছি—গ্লেনালান-বংশের মালিক, এখন আপনি কি আমায় ক্ষমা করতে পারেন?"

মুখ ফিরাইয়া আর্ল বলিলেন, "মানুষের কাছে ক্ষমা চেও না, ভগবানের কাছে ক্ষমা চাও।"

"যিনি কলঙ্কবর্জ্জিত, পাপবর্জ্জিত, তাঁর কাছে আমার মত পাপী কি করে ক্ষমা চাইবে? তবে আমি যেমন পাপ করেছি, তেমনি অসীম দুঃখও ভোগ করেছি। প্রাসাদ থেকে এসে একদিন—এক লহমার জন্যও আমি মনে শান্তি পেয়েছি কি? আমার সর্ব্বস্ব কি পুড়ে যায়নি? আমার সন্তানরা মারা যায়নি? যারা আমার অত্যন্ত প্রিয়, একে একে তারা কি আমায় ত্যাগ করে ইহলোক হতে চলে যায়নি?"

লর্ড তখন কুটীরের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়াছেন। তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উদারচিত্ত এই অনুতপ্তা, দুঃখভারক্লিষ্টা

বৃদ্ধার জন্য ব্যথিত হইল। তিনি বলিলেন, "হতভাগিনী, ভগবান তোমাকে ক্ষমা করুন। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁর কাছে এই প্রার্থনা জানাচ্ছি। তাঁর দয়া ভিক্ষা কর নারী! তিনিই তোমাকে করুণা করবেন। আমি প্রার্থনা করলে যদি তিনি শোনেন, তবে তোমার প্রার্থনা, আমার নিবেদন মনে করেই যেন তিনি তোমাকে দয়া করেন। আমি একজন ধার্ম্মিক লোককে তোমার কাছে পাঠাব।"

বৃদ্ধা বলিয়া উঠিল, "না, না, ধর্ম্মযাজকের দরকার নেই।" সে কুটীরদ্বার খুলিল, কিন্তু আর কিছু বলিতে পারিল না।

Still in his dead hand clenched
remained the strings
That thrill his father's heart—
e'en as the limb.
Lopped off and laid in grave,
retains, they tell us,
Strange commerce with the
mutilated stamp,
Whose nerves are twinging still
in maimed existence.
Old Play,

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রত্নতাত্ত্বিক নির্জ্জন সমুদ্র-উপকূলবর্ত্তী পথ ধরিয়া মকলব্যাকইটের কুটীরের দিকে যাইতেছিলেন। ধীবরের কুটীরের সম্মুখে আসিবামাত্র তিনি দেখিলেন, এক ব্যক্তি মনোযোগ সহকারে কাজ করিতেছে। ভগ্ন নৌকাখানি মেরামত করিবার জন্যই যেন সে কাজ করিতেছিল। তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন, সে স্বয়ং বৃদ্ধ মকলব্যাকইট।

তিনি বলিলেন, "সণ্ডার্স, তুমি যে পরিশ্রম করছ, এ দেখে আমি খুসী হয়েছি।"

তাঁহার কণ্ঠস্বরে সহানুভূতি।

উত্তর হইল, "না করে কি করি? চারটি ছেলেমেয়ে আছে, কাজ না করলে তারা অনাহারে মারা যাবে না? একজন ডুবে মরেছে, আর সবাই ত আছে। আপনারা ভদ্রলোক, বাড়ী বসে, রোমালে চোখ ঢেকে আপনারা চোখের জল ফেল্‌তে পারেন। কিন্তু আমাদের মত লোকের প্রিয়জন মারা গেলেও কাজ না করে উপায় নেই। তাতে যদি আমাদের বুক ভেঙ্গেও যায়, উপায় নেই।"

ওল্ডবকের দিকে আর মনোযোগ না দিয়াই সে আপনার কাজ করিয়া চলিল। প্রত্নতাত্ত্বিক তাহার পার্শ্বে নীরবে দাঁড়াইয়া তাহার কাজ দেখিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধ ছিদ্রপথে তক্তা জোড়া দিবার জন্য করাত দিয়া একখানা কাঠ চিরিয়া ফেলিল, কিন্তু পেরেক মারিবার সময় দেখিল, তাহা প্রয়োজনের অপেক্ষা অনেক ছোট হইয়াছে। বার কয়েক এই প্রকার চেষ্টার পর সে হতাশভাবে বলিয়া উঠিল, "বোধ হয় নৌকাখানা অভিশপ্ত। আজ আর একে মেরামত করবার কোন উপায় পাচ্ছি না।"

সঙ্গে সঙ্গে সে হাতুড়িটা নৌকার অঙ্গে জোরে নিক্ষেপ করিল। তার পর নিজেই বলিয়া উঠিল, "ওর ওপরে রাগ করেই বা লাভ কি? ওর ত প্রাণও নেই, জ্ঞানও নেই। অথচ আমি নিজেও সুস্থ নই। সকালে জোয়ার আস্‌বার আগেই ওটাকে মেরামত করে ফেল্‌তে হবে। না করলেই নয় যে।"

সে আবার যন্ত্রপাতি লইয়া কার্য্যারম্ভ করিতে গেল। এমন সময় ওল্ডবক সস্নেহে তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "সণ্ডার্স, আজ তোমার কোন কাজ করবার দরকার নেই। আমি ছুতোর মিস্ত্রী সেভিংসকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সে তোমার ডিঙ্গি মেরামত করে দেবে। আমার কাছ থেকেই সে দাম নিয়ে যাবে। কাল আর তোমার মাছ ধরতে যেতে হবে না! তোমার স্ত্রী, কন্যা, যাকে তুমি সান্ত্বনা দেবে। মঙ্কবারনস্ থেকে মালী শাক-সবজী সব দিয়ে যাবে।"

দরিদ্র ধীবর বলিল, "ধন্যবাদ, মঙ্কবারনস্! আমি সাদা কথার মানুষ। নিজের সম্বন্ধে বলবার আমার কিছু নেই। যার কাছ থেকে ভদ্র ব্যবহার আমার শেখা উচিত ছিল। কিন্তু তাতে আমার মার ভাল কিছু হয়নি দেখেছি। তবু আপনাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনি বরাবরই আমাদের দয়া করেন, সহানুভূতি দেখান, যদিও আপনি ভারী কৃপণ স্বভাবের লোক। ভদ্রলোকদের বিরুদ্ধে চাষাভুষারা যখন আলোচনা করে, আমি তাদের বলে থাকি, মঙ্কবারনসের বিরুদ্ধে কেউ কোন কথা বল্‌লে আমি সইব না। আমি ও ষ্টিনি বেঁচে থাক্‌তে ও সব চল্‌বে না। ষ্টিনিও তাই বল্‌ত। আপনি তার মাথার দিক ধরে কবর দিতে নিয়ে যান, (সেজন্য আবার অন্তরের ধন্যবাদ জানাচ্ছি) আপনি তাকে খুব ভালই বাস্‌তেন।"

ওল্ডবক্ বৃদ্ধ পিতার কথা শুনিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি তাহার হাত ধরিয়া

কুটীরের দিকে চলিলেন। সেখানে আর এক দৃশ্য প্রত্নতাত্ত্বিকের দৃষ্টিপথে পড়িল।

প্রথমেই লর্ড গ্লেনালানের সহিত তাঁহার দেখা হইয়া গেল। উভয়েই উভয়কে দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। অভিবাদনানন্তর ওল্ডবক্ বলিলেন, "এ কি, লর্ড গ্লেনালান্?"

"হ্যাঁ, কিন্তু মিঃ ওল্ডবক্ যাকে জানতেন, তার অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে।"

"আপনার কাজে বাধা দেবার জন্য আমি আসিনি—এই শোকার্ত্ত পরিবারকে দেখতে এসেছি।"

"কিন্তু আপনি এমন এক জনের দেখা পেয়েছেন, যার জন্য আপনার অধিক সহানুভূতি প্রকাশের প্রয়োজন।"

"আমার সমবেদনা? লর্ড গ্লেনালানের পক্ষে আমার সহানুভূতির প্রয়োজন থাকতে পারে না। তাঁর যদি সে প্রয়োজন থাকত, তা হলে সেটা তাঁকে চাইতে হত না।"

আর্ল বলিলেন, "আমাদের পূর্ব্ব পরিচয়——"

"সে এত পুরোণো হয়ে গেছে, আর এত অল্পক্ষণ স্থায়ী এবং এমন কষ্টদায়ক স্মৃতি-বিজড়িত যে, এখন আর সে পরিচয় ঝালিয়ে নেবার প্রয়োজন নেই।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্নতাত্ত্বিক কুটীর ত্যাগ করিয়া চলিলেন। কিন্তু লর্ড গ্লেনালান, তাঁহার অনুসরণ করিলেন। তাঁহার কাছে পৌঁছিয়া লর্ড বলিলেন যে, তাঁহার পরামর্শ লর্ড চাহেন।

"লর্ড বাহাদুর ইচ্ছা করলে ভাল লোকের পরামর্শ পেতে পারবেন। তাঁরা আপনার সঙ্গে কথা কয়ে গর্ব্ব অনুভবও করতে পারেন। আমার কথা যদি বলেন—আমি এখন কাজ-কর্ম্ম থেকে অবসর নিয়েছি। সংসারের কোন ব্যাপারেই আর আমি নেই। অতীতকে ঝালিয়ে তুলতে কোন আগ্রহই আর আমার নেই। আমার জীবন তুচ্ছতায় ভরা। তার পর এক সময়ে আমি নির্ব্বোধের মত কাজ করেছিলাম—এখন যদি সে সময়ের কথা আলোচনা করতে যাই ত, মনে বড় বেদনা লাগবে। সুতরাং আমায় আপনি ক্ষমা করবেন—"

সহসা তিনি থামিয়া গেলেন।

লর্ড জেরালডিন বলিলেন, "বলুন, বলুন, আমি তখন অতি বদমাসের মত কাজ করেছিলাম। হ্যাঁ, আপনি আমাকে তখন সেই রকমই ভেবেছিলেন।"

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "আপনার ওরকম কথা আমি শুনতে চাই না, লর্ড।"

"কিন্তু মশাই, আমি যত পাপ করে থাকি, তার চেয়ে আমার উপরই অত্যাচার বেশী হয়েছে, এটা আমি আপনাকে দেখিয়ে দিতে পারি। আমার মত হতভাগ্য লোক দুনিয়ায় কমই আছে। তাই অকালে কবরে যেতে চলেছি। আপনার কাছে আমি বিশ্বাস করে কতকগুলি কথা বলতে চাই—তাই আপনাকে এত অনুরোধ জানাচ্ছি।"

"আচ্ছা, আমি কথা দিচ্ছি, আপনার কথা শুনব।"

"তা হলে বিশ বছর আগে, নকউইকনক্ দুর্গে আমাদের মাঝে মাঝে দেখাসাক্ষাতের কথা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে বাসনা করি। তখন সে দুর্গে যে মহিলা থাকতেন, তাঁর কথা মনে করিয়ে দেওয়া বাহুল্য বোধ হয়।"

"আপনি দুর্ভাগিনী মিস্ ইভলিন নেভেলির কথা বলছেন। হ্যাঁ, তাঁর কথা আমার বেশ মনে আছে।"

"তাঁর প্রতি আপনার কোমল দৃষ্টি ছিল।—"

"কিন্তু মেয়েমানুষ বলে নয়। তাঁর নম্রতা, তাঁর স্বভাবমাধুর্য্য, বিশেষতঃ তাঁর পাঠানুরাগ তাঁর প্রতি আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। অথচ বেশী দূর তা অগ্রসর হতে পারেনি। আমার চরিত্রের দৃঢ়তাই তার বিরোধী ছিল। আমি তাঁর কাছে প্রস্তাব করবামাত্র তিনি আমাকে উপেক্ষাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সে সব কথা আমার বেশ মনে আছে। এখন আপনার কথা আপনি বিনা কুণ্ঠায় বলে যেতে পারেন।"

লর্ড গ্লেনালান বলিলেন, "বলছি, কিন্তু তার আগে যে মহিলার স্মৃতি সম্বন্ধে আপনি অবিচার করলেন, তাঁর সম্বন্ধে এই বলতে পারি যে, তিনি উপহাস আপনার সঙ্গে করেননি। তিনি ভারী অসুখী ছিলেন। আপনার অনুরাগকে তাঁর পক্ষে উপহাস করা সম্ভবপর ছিল না। আমি আপনাকে পরিহাস করতাম ব'লে প্রায়ই তিনি আমাকে ভর্ৎসনা করতেন। তখন সহজ পরিহাসভরে যা করেছিলাম, তার জন্য আপনি আমায় ক্ষমা করবেন কি? সেই সময় থেকে আমি যে মানসিক অবস্থায় ছিলাম, তাতে আপনার কাছে ক্ষমা চাইবার সুযোগ ঘটেনি।"

ওল্ডবক্ বলিলেন, "লর্ড মহোদয়, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আপনাকে ক্ষমা করলাম। আমি তখন জানতাম না যে, আপনার সঙ্গে আমি প্রতিযোগিতা করছিলাম। তা ছাড়া মিস নেভেলিকে পরানুগৃহীত দেখে, একজন ভদ্র ঘরের লোকের বাড়ী আশ্রমে

গিয়ে তিনি স্বাধীন ভাবে থাকতে পারেন, আমি তাই ঐরকম প্রস্তাব করেছিলাম। বাজে কথায় আপনার সময়, হয় ত নষ্ট করছি—তাঁর সম্বন্ধে আমার যে ধারণা ছিল, অন্য কেউ সে রকম ধারণা রাখতেন যদি, তাতে আমার সুখই হত।"

"মিঃ ওল্ডবক, আপনি অতি নির্দ্দয় ভাবে বিচার করছেন।"

"কিন্তু অকারণ নয়, লর্ড। এ অঞ্চলের অন্যান্য হাকিমের ন্যায় আমার ভয় ডর নেই। অন্যে আপনাদের শক্তিশালী বংশকে হয়ত ভয় করে চলে—আমার তা নেই। মিস্ নেভেলির মৃত্যুর ব্যাপার যখন আমি অনুসন্ধান করি—মাই লর্ড, হয়ত আপনাদের মনে আঘাত দিচ্ছি, কিন্তু আমি স্পষ্ট কথাই বলব, আমি অনুসন্ধানফলে জানতে পারি, তাঁর সঙ্গে খুব মন্দ ব্যবহার করা হয়েছিল। আমার মনে অণুমাত্র সন্দেহ নেই যে, হয় আপনার তরফ থেকে নিষ্ঠুরতা করা হয়েছিল, নয়ত আপনার মা কাউণ্টেসের প্রভাবে পড়ে আপনি ঐরকম ব্যবহার করায়, হতভাগিনী যুবতী মহিলাটি ঐ ভাবে জীবন ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।"

"আপনি প্রতারিত হয়েছেন, মিঃ ওল্ডবক। ঘটনা থেকে স্বভাবতঃ যে নির্দ্ধারণ স্বাভাবিক, সেটা ন্যায়সঙ্গত হয়নি। আপনি যখন আমাদের পারিবারিক ব্যাপারে উৎসাহভরে অনুসন্ধান করছিলেন, আমাকে বিশ্বাস করুন, তখনও আমি আপনাকে অশেষ শ্রদ্ধা করতুম। অবশ্য সে অনুসন্ধানের জন্য আমাকে বিরত হয়ে পড়তে হয়েছিল। আমার চেয়ে আপনি মিস্ নেভেলির উপযুক্ত ছিলেন। কারণ, তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর সম্মান রক্ষার জন্য আপনার প্রাণপণ সাধু চেষ্টার কথা আমি ভুলব না। কিন্তু আপনার উদ্দেশ্য মহৎ হলেও, মিস্ নেভেলির মৃত্যু-রহস্য যাহাতে প্রকাশ না পায়, সে জন্য বাধ্য হয়ে কাউণ্টেসের সহিত আমার যোগ দিতে হয়েছিল। তাই প্রমাণগুলো ধ্বংস করা হয়েছিল। আইনসঙ্গত বিবাহের সমস্ত প্রমাণ সরিয়ে ফেলতে হয়েছিল। এখন আসুন, এই তীরভূমিতে বসা যাক—আর আমি দাঁড়াতে পারছি না—তার পর দয়া করে আমার কাহিনী আপনি শুনুন। কি করে আসল ঘটনা আজ প্রকাশ পেয়েছে, সব আপনাকে বলছি।"

উভয়ে উপবেশন করিলেন। তার পর লর্ড গ্লেনালান সংক্ষেপে তাঁহার বংশের অসুখকর কাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার গোপন বিবাহ, মাতার প্রচেষ্টা। তিনি জানিতে পারিলেন, তাঁহাদের বিবাহ অবৈধ এবং অসিদ্ধ; কিন্তু মাতা বিবাহ হইয়াছে বলিয়া জানিতেন না। মিস্ নেভেলির জন্মসংক্রান্ত যাবতীয় দলীলপত্র মাতা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। শুধু সে সকল দলিলে তাঁহার পিতা মিস্ নেভেলিকে নিজ কন্যা বলিয়া পরিচিত করিয়াছিলেন, সেই কাগজগুলিই তিনি দেখিয়াছিলেন। পিতার উদ্দেশ্য ছিল, কিছুকাল এই পরিচয়ে মিস্ নেভেলিকে জনসমাজে পরিচিত করা—কারণ, পারিবারিক কোন ব্যাপারে সে সময়ে উহার প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। মাতার এই ষড়যন্ত্র লর্ড ভেদ করিতে পারেন নাই—তিনি বুঝিয়াছিলেন, সত্যই তিনি নিজ পিতার ঔরসজাত কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। আংশিক দলীল দেখিলে তাহাই মনে হইবে। এ বিষয়ে টেরেসা ও এল্সপেথ সাক্ষ্যও দিয়াছিল। তিনি বলিলেন, "তখন আমি পৈতৃক ভবন ত্যাগ করলাম। তখন মনে হয়েছিল, শয়তান আমাকে তাড়া করেছে। উন্মত্তের ন্যায় তখন দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম। কত দিন কি ভাবে ঘুরেছিলাম, কিছুই মনে নেই। অবশেষে আমার ভাই আমাকে খুঁজে বের করে। আমার কঠিন ব্যাধি হয়েছিল। কিন্তু সে সব কথা বলে আপনার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাতে চাইনে। যখন সেরে উঠেছিলাম, তখন আমার দুর্ভাগ্যের সঙ্গিনীর কি হয়েছে জানবার ইচ্ছে হল। জানতে পারলাম, তিনি দুঃখময় পৃথিবী থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। সেই সময় আপনার অনুসন্ধান চলছে জানতে পেরেছিলাম। আমি যা শুনেছিলাম, তাই বিশ্বাস করেছিলাম ভেবে, আপনার অনুসন্ধান-কার্য্যে বাধার সৃষ্টি করেছিলাম। আমার মা ও ভাই তাতে প্রাণপণ সাহায্য করেছিলেন। আমাদের গোপন বিবাহের সকল সংবাদ তাঁদের জানিয়েছিলাম, তাইতে তাঁরা সব দলীল সরিয়ে ফেলে আপনার চেষ্টাকে ব্যর্থ করেছিলেন। যে পাদরী ও সাক্ষীরা আমাদের বিবাহের সাক্ষী ছিলেন, অর্থলোভে তাঁরা এদেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন—গ্লেনালান বংশের প্রভাবপ্রতিপত্তি ত অল্প নয়। কাজেই সব সম্ভব হয়েছিল। আর আমার কথা—আমি তখন নিজেকে জীবিত মানব সমাজ থেকে মুছে ফেলে দিয়েছিলাম। জগতে তখন আমার করবার মতন কিছুই ছিল না। মা অবশ্য আমার মন ফেরাবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন—আমার ঘাড়ে দোষের বোঝা চাপাতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। আমিও তখন নিজেকেই অপরাধী

ভেবেছিলাম। কারণ, সত্য কথা তখনও আমি জানতাম না। মা এখন ইহ-জগতে নেই। তাঁর কর্ম্মসঙ্গিনী বলেছে, যে বিষমাখানো তীর তিনি ছুড়েছিলেন, তার পরিণাম কি, তিনি নিজেও তা আগে বুঝতে পারেন নি। কিন্তু মিঃ ওল্ডবক্, এই বিশ বছর ধরে যদি কোন জীবিত প্রাণী পৃথিবীর বুকে চলা-ফেরা করে থাকে, এবং আপনার কৃপা-প্রার্থী হয়ে থাকে, তবে সে আমি। আহার্য্য আমাকে পুষ্ট করেনি, নিদ্রায় কোন দিন তৃপ্তি পাইনি, ভগবানের আরাধনায় শান্তি পাইনি। যা কিছু আনন্দের সবই আমার কাছে বিষ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারো সঙ্গে আমি অন্তরঙ্গভাবে কথা বল্‌তে পারি নি। আমার মনে হত, পৃথিবীতে যারা নির্দ্দোষ আনন্দে জীবন যাপন করে, আমি তাদের কাছে গেলে পাপের সংক্রামক আগুনে তাদের আনন্দ তৃপ্তি মুহূর্ত্তে জ্বলে পুড়ে যাবে। এক একবার ভাবতাম, যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি—অথবা বন্য অসভ্যদের দেশে যাই; রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হই, অথবা মঠে গিয়ে সন্ন্যাস-জীবন যাপন করি। কিন্তু মনে উৎসাহ ছিল না, তাই কিছুই করতে পারিনি। আমার মধ্যে বিন্দুমাত্র উৎসাহ বা উত্তেজনার অবশেষ ছিল না—তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই সব শেষ হয়ে গিয়েছিল। ক্রমে ক্রমে গাছ যেমন শুকিয়ে যায়, আমারও সেই দশা হল। এখন আমার শেষ অবস্থা দেখুন। আপনি আমার প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করতে পারেন কি—আমাকে ক্ষমা করতে পারেন কি?"

অত্যন্ত বিচলিত হইয়া প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "প্রিয় লর্ড, আমার অনুকম্পা—আমার ক্ষমা আপনাকে চাইতে হবে না। আপনার এ কাহিনী শুনে, আপনার চিরশত্রুও চোখের জল সংবরণ করতে পারবেন না—সহানুভূতিতে তাঁরও হৃদয় ভরে উঠ্‌বে। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমার কাছে এসব গোপন কথা প্রকাশ করলেন কেন? আমার দ্বারা আপনার এ ব্যাপারে কি উপকার হতে পারে? আমার মতামতেও ত বিশেষ কিছু যাবে আস্‌বে না।"

আর্ল বলিলেন, "আজ আমি যা জান্‌তে পেরেছি, তা ত আগে জানতাম না। কাজেই আপনার সঙ্গে বা অপর কারও সঙ্গে পরামর্শ করবার প্রশ্নই আমার মনে ওঠেনি। কারণ, এখন জগতে আমার কোন বন্ধুজন নেই, কাজকর্ম্মও বুঝিনে। বহুদিন সংসারের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ করে নিজের মনেই ছিলাম বসে, দেশের আইনকানুন বা এ যুগের মানুষের প্রকৃতির সঙ্গেও আমার কোন পরিচয় নেই। আকস্মিক এই সত্য প্রকাশ পাওয়ায় আমি জল-নিমজ্জমান লোকের মত প্রথমেই যে আশ্রয় পেয়েছি, তাকেই অবলম্বন করেছি। আপনিই সেই আশ্রয়, মিঃ ওল্ডবক্। নাম সব সময়ে সকলের কাছেই শুনেছি, আপনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক; আমি নিজেও জানি, আপনি স্বাধীনচেতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তি। তা ছাড়া একটা ঘটনায় আমরা দুজনে কাছাকাছি এসে পড়েছি। আমরা উভয়েই বেচারা ইভলিনের চরিত্র-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমার দুর্ভাগ্যের প্রথম অবস্থার সঙ্গেও আপনি পরিচিত, সেও একটা কারণ। তাই আমি আপনার সাহায্য, আপনার আশ্রয়, আপনার পরামর্শ ও সহানুভূতির প্রত্যাশী।"

ওল্ডবক্ বলিলেন, "আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যা সাধ্য, তা আপনি নিশ্চয় পাবেন, লর্ড। আপনি যে আমাকেই এই সম্মান দিচ্ছেন, এজন্য আমি গর্ব্ব অনু-ভব করছি। কিন্তু ব্যাপারটা সামান্য নয়, খুব বিবেচনা করে দেখতে হবে। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বর্ত্তমানে আপনার উদ্দেশ্যটা কি?"

আর্ল বলিলেন, "আমার সন্তানের ভাগ্যে কি ঘটেছে, তা জানা; তা সে যাই কেন ঘটে থাকুক না, আমার জানা দরকার। আর ইভলিনের প্রতি সম্মানজনক ব্যবস্থা করে, তার স্মৃতির মর্য্যাদা রক্ষা করতে হবে। আমার সন্দেহ হয়েছে, সব জানতে পারলে অনেক ভীষণ ব্যাপার প্রকাশ পাবে!"

"আর আপনার মার স্মৃতি?"

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া আর্ল বলিলেন, "তাঁর যা প্রাপ্য, তাকে নিশ্চয় তা দিতে হবে। প্রতারণা ব্যাপারে তাঁর যতটা অংশ ছিল, তা প্রকাশ করতে হবে। যাদের উপর অন্যায় সন্দেহ এখনো রয়েছে, তাদের প্রতি সুবিচারের জন্য সেটা করা দরকার। এমন ভীষণ পাপের সঙ্গে অন্যের সংশ্রব কতটুকু, তাও জানা দরকার।"

ওল্ডবক্ বলিলেন, "তা হলে, আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য, বুড়ী এলস্‌পেথ যে সব কথা বলেছে, তা যথা-যথভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে।"

লর্ড গ্লেনালান বলিলেন, "আমার আশঙ্কা হচ্ছে, আপাততঃ তা অসম্ভব। তার বাড়ীতে যে দুর্ঘটনা ঘটেছে, তাতে সে একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়েছে। আগামী কাল যখন সে একা থাক্‌বে, তখন চেষ্টা করা যাবে। কিন্তু আমার মনে হয়, তার ন্যায় অন্যায় সম্বন্ধে যে রকম ধারণা, তাতে সে আমি ছাড়া আর

কারো সামনে এসব কথা প্রকাশ করবে, তা বুঝি না। আমিও অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।"

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "তা হলে আপনি যে রকম ক্লান্ত দেখছি, গ্লেনালান প্রাসাদে আপনার এখন যাওয়া চলবে না, ফেয়ারপোর্টের কোন পান্থশালাতেও আপনাকে যেতে দিতে চাইনে। আমি প্রস্তাব করি, মঙ্কবারনস্-এ আজ আপনি আমার আতিথ্য গ্রহণ করুন। কাল এই গরীব পরিবার অনেকটা আত্মস্থ হবে। কারণ,শোকে দুঃখে তাদের পরিশ্রম বন্ধ থাকবে না। যখন সবাই কাজে বেরিয়ে পড়বে, তখন আপনি ও আমি এলস্‌পেথের কাছে গিয়ে তার জবানবন্দী গ্রহণ করব।"

মৌখিক আপত্তির পর লর্ড গ্লেনালান, ওল্ডবকের আতিথ্যগ্রহণে স্বীকৃত হইলেন। পথে যাইতে যাইতে প্রত্নতাত্ত্বিক লর্ডকে জন গ্রিণেলের কাহিনী না শুনাইয়া নিরস্ত হইলেন না।

যুগ্ম অশ্বযোজিত শকটে কৃষ্ণ পরিচ্ছদধারী ভৃত্যসহ এমন একজন মহামান্য অতিথিকে আসিতে দেখিয়া মঙ্কবারনসের সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। ষ্টিনির মৃত্যুতে জেনী অত্যন্ত বিচলিত হইলেও, তখনই ভাল মুরগীর সন্ধানে লাগিয়া গেল। ভ্রাতার হঠকারিতায় মিস্ গ্রিজিল বিব্রত হইলেন। মিস ম্যাকইনটায়ার এই লর্ডের নাম শুনিয়াছিলেন, কিন্তু কখনও প্রত্যক্ষ করেন নাই। এই শক্তিশালী, ঐশ্বর্য্যশালী আর্লের সম্বন্ধে কত কাহিনীই না প্রচলিত আছে! সুতরাং তিনিও কৌতূহলে অধীর হইলেন। এইরূপে চারিদিকেই সাড়া পড়িয়া গেল।

শুধু হেক্‌টর ম্যাকইনটায়ার এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না। তাহার কাছে আর্ল অথবা সাধারণ ব্যক্তির বিশেষ পার্থক্য ছিল না। সে শুধু ভাবিল যে, আর্ল আসিয়া পড়ায় মাতুলের নিকট, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান না করার কৈফিয়ৎ আর দিতে হইবে না। তাহা ছাড়া সীল মাছকে মারিতে গিয়া সে কিরূপে অপদস্থ হইয়াছিল, এ হিড়িকে মাতুল হয় ত কাহারও সহিত সে সম্বন্ধে আলোচনাও করিবেন না। সুতরাং সে মুক্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

"গ্রীন্‌রুম" কক্ষটি লর্ডের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ডিনারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি সেই ঘরে আশ্রয় লইলেন।

ঘরে প্রবেশ করিয়া লর্ড বলিলেন, "মিঃ ওল্ডবক্, আমার মনে হচ্ছে, এ ঘরে আমি আগে যেন এসেছিলাম।"

ওল্ডবক্ বলিলেন, "সে কথা ঠিক। নক্‌উইন্নক্ থেকে এখানে এক দিন বেড়াতে এসেছিলেন—আমরা একটা করুণ-কাহিনীর আলোচনায় নিযুক্ত আছি বলেই বলছি, চসারের কয়েকটি শ্লোক ঐ যে ওখানে লেখা আছে, কে সে শ্লোকের উল্লেখ করেছিলেন, তা হয় ত আপনার মনে আছে।"

আর্ল বলিলেন, "ঠিক স্মরণ হচ্ছে না, তবে অনুমান করতে পারি। সাহিত্যানুরাগে তিনি আমার চেয়ে অনেক বড় ছিলেন—সংবাদও রাখতেন যথেষ্ট। সব বিষয়েই তাঁর প্রতিভা ছিল। কিন্তু ভগবানের কি বিচিত্র লীলা, এমন চমৎকার এমন অপূর্ব্ব নারীরত্ন এমন শোচনীয় ভাবে অকালে আমাদের কাছ থেকে চলে গেলেন! এ শুধু আমার মত হতভাগাকে তিনি ভাল বেসেছিলেন বলেই।"

মিঃ ওল্ডবক্ এ কথার কোন উত্তর করিলেন না। শুধু তিনি লর্ড গ্লেনালানের একখানি হাত নিজের হাতে চাপিয়া ধরিলেন, অপর হাত তাঁহার চক্ষু-পল্লবের উপর বুলাইয়া, আর্লকে রাখিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন

৩৫

—Life, with you,
Glows in the brain and dances
in the arteries;
'Tis like the wine some joyous
guest hath quaffed,
That glads the heart and elevates
the fancy.—
Mine is the poor residuum
of the cup,
Vapid, and dull, and tasteless,
only soiling,
With its base dregs, the vessel
that contains it.
Old Play.

যথাসময়ে ডিনার ভোজের আয়োজন হইল। লর্ড গ্লেনালান, তাঁহার শোচনীয় দুর্দ্দশার পর, সর্ব্বপ্রথম আজ অপরিচিত আবেষ্টনের মধ্যে, আহারে বসিলেন। তিনি যেন স্বপ্নবশেই কাজ করিয়া চলিয়াছিলেন। যে মহাপাপের বোঝা এত দিন তাঁহার মনে চাপিয়া বসিয়াছিল, আজ সেই বোঝা এলস্‌পেথের স্বীকারোক্তিতে নামিয়া গিয়াছিল—তাঁহার মন হইতে গুরুভার পাষাণ নামিয়া

গিয়াছিল। অনেকটা সুস্থ বোধ করিলেও, তিনি ভোজনটেবলের আলাপ-আলোচনায় যোগ দিতে পারিতেছিলেন না।

ভোজের টেবলে ভাল ভাল খাদ্য ও সুপেয় সুরার সমাবেশ থাকিলেও লর্ড গ্রেনালান্‌কে কিছুই আকৃষ্ট করিতে পারিতেছে না দেখিয়া সকলেই বিস্ময়ানুভব করিতে লাগিলেন। কিছু শাক শবজি এবং এক গ্লাস জল পান করিয়াই তিনি আহার শেষ করিলেন। ভৃত্যটি জানাইল, লর্ড বহু বৎসর ধরিয়া এইরূপ আহার্য্যই গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। শুধু বড় বড় ভোজের সময় কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে।

প্রত্নতাত্ত্বিক ভদ্রলোক, কিন্তু মনের কথা প্রকাশ করিবার সময় তিনি বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করেন না। তিনি মাননীয় অতিথিকে এইরূপ সামান্য আহারের জন্য বাক্যবাণ বর্ষণ করিলেন।

"কিছু সবজী চর্ব্বণ এবং ঠাণ্ডা জলের সাহায্যে উহা উদরে প্রেরণ ভারতীয় ব্রাহ্মণদের রীতি বটে, কিন্তু আপনার মত লোকের এরকম আহার গ্রহণ বড়ই কষ্টের। এই পাকা আপেল একটা আপনাকে খেতেই হবে।"

আলোচনার দায় হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য লর্ড বলিলেন, "আমি একজন ক্যাথলিক, আপনি তা ত জানেন। আপনি জানেন, আমাদের ধর্ম্ম মত——"

"অনেক রকম বিধান দিয়েছেন, শোক প্রকাশের জন্য। কিন্তু এমন কঠোরতার সঙ্গে কেউ তা মেনে চলেন, তা আমি শুনিনি। স্মরণ করুন, আমাদের পূর্ব্বপুরুষ জন গির্ণেল বা সদাপ্রসন্ন এবট এই আপেলকে তাঁর নামে পরিচিত করেছিলেন।"

কিন্তু আর্ল তাঁহার কথায় বিচলিত হইয়াছেন, এরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইল না।

তার পর নানা প্রসঙ্গের আলোচনার সূচনা হইল। আর্ল কোনও আলোচনায় যোগ দিলেন না। শুধু নীরবে শুনিয়া যাইতে লাগিলেন।

অতঃপর হেক্টর তাহার রণক্ষেত্রের অভিজ্ঞতার কথা বলিতে লাগিল। অবশ্য নিজের দক্ষতা প্রকাশের বিষয় বিনয়নম্রভাবে কোনওমতে বলিয়া গেল। যুবকের উৎসাহ এবং প্রকাশভঙ্গী দেখিয়া আর্ল আকৃষ্ট হইলেন।

যখন সকলে ড্রয়িংরুমের দিকে চলিলেন, তখন আর্ল একান্তে ওল্ডবককে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার এরকম একটা ছেলে থাক্‌লে, তার জন্য আমি কি না করতে পারতাম! অবশ্য আচার-ব্যবহারে আর একটু মার্জ্জিত হওয়া দরকার। তা ভদ্র সমাজে বেশী মেলামেশা করলে তা হতে পারে। ছোকরা যুদ্ধ ব্যবসায়ে কিরূপ আগ্রহশীল—অন্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ—নিজের বেলা কেমন নিরহঙ্কার!"

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "হেক্‌টর এজন্য আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত আপনি ছাড়া ওর সম্বন্ধে এত প্রশংসা আর কেউ করেন নি। অবশ্য ও যে সেনাদলে কাজ করে তার সার্জ্জেণ্ট ছাড়া। ছেলেটা ভালই।"

"ছোকরা যখন ভাল শিকারী, আমার জমীদারীতে ওকে আমি ইচ্ছামত শিকার করবার ছাড়পত্র দেব।"

"তা হলে ও আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকবে। কিন্তু আপনি আর একজন যুবককে ত দেখেন নি। তার নাম লভেল। সে যেন যৌবনের সর্দ্দার—দুর্গাধিপ। তার উৎসাহ উত্তেজনার অভাব নেই।"

কফিপানের পর লর্ড গ্রেনালান নির্জ্জনে প্রত্নতাত্ত্বিকের সহিত দেখা করিবার কথা বলিয়া পাঠাইলেন।

তিনি বলিলেন, "আপনার পরিবারবর্গের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আমার মত চিরদুঃখীর কথা শোনাব। সংসার সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতা আছে—আমার তা নেই। গ্রেনালান প্রাসাদে আমি নির্ব্বাসিত বন্দীর মত কাল কাটিয়েছি। অথচ সে বন্দিশালা ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়বার সামর্থ্য আমার ছিল না।"

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "আপনি এখন কি করতে চান?"

লর্ড গ্রেনালান্ বলিলেন, "আমি আমার দুর্ভাগ্য বিবাহ-কাহিনী প্রথমে প্রচার করে দিতে চাই। তার ফলে দুর্ভাগিনী ইভলিনের প্রতি অবিচারের কিছু প্রতিকার হবে। অবশ্য আমার মার আচরণ যতটা সম্ভব গোপন করে, তা করা আপনি যদি সম্ভবপর বলে মনে করেন।"

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "সকলের সম্বন্ধে ন্যায়সঙ্গত কাজ করাই ধর্ম্মবাক্য। ভাগ্যহীনা তরুণীর স্মৃতি এখন অনেকেই ভুলে গেছে। আমার মনে হয়, আপনার মার প্রতি দোষারোপ না করেও, বিবাহের আসল ব্যাপারটা প্রকাশ করা যেতে পারে! শুধু এইটুকু প্রচার করলেই হবে যে, আপনার মা এ বিবাহের ঘোর বিরোধী ছিলেন। যাঁরা এ কথা শুনবেন, তাঁরা বিশ্বাস করবেন। কারণ, সবাই

কাউণ্টেসের পরিচয় জান্‌তেন। একথা শুন্‌লে কেউ বিস্মিত হবেন না।"

"কিন্তু মিঃ ওল্ডবক্, একটা ভীষণ ঘটনার কথা আপনি ভুলে যাচ্ছেন।"

"কি বলুন ত? আমি তা ত জানিনে।"

"আমার শিশু সন্তানের কি হল—যার বিশ্বস্ত চাকরাণীর সঙ্গেই শিশুর তিরোধান। তা থেকে মানুষ অনেক কিছু কল্পনা করে নিতে পারে। এলস্‌পেথের সঙ্গে আলোচনা করে আমি ত তাই বুঝেছি।"

মিঃ ওল্ডবক বলিলেন, "আপনি যদি আমার স্বাধীন মত শুন্‌তে চান, আর খুব বেশী আশা যদি তাড়াতাড়ি পোষণ না করেন, তা হলে আমি বলব যে, খুব সম্ভব ছেলেটা এখনো বেঁচে আছে। সেই শোচনীয় ঘটনার অপরাহ্ণ থেকে আমি যে অনুসন্ধান আরম্ভ করেছিলাম, তা থেকে আমি এইটুকু জান্‌তে পেরেছিলাম যে, সেই দিন রাত্রিকালে একজন স্ত্রীলোক একটা শিশু নিয়ে গাড়ী করে ক্রেগবরনফুট থেকে চলে গিয়েছিল এবং আপনার ভাই এডওয়ার্ড জেরাল্ডিন নেভেলি চারঘোড়ার গাড়ীতে সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিলেন। আমি অনেকদূর পর্য্যন্ত তাঁদের সন্ধান পেয়েছিলাম। তাঁরা ইংলণ্ডের দিকেই চলে গিয়েছিলেন। তখন আমার এই বিশ্বাস হয়েছিল যে, আপনি যার শিরে সন্তানের জন্ম-কলঙ্ক আরোপ করতে চেয়েছিলেন, আপনাদের বংশ তাকে নিয়ে যাবার জন্যই এই ব্যবস্থা করেছিলেন। বিদেশে সে ছেলেকে রক্ষা করলে এ দেশের কেউ তার সন্ধান করে, তার দাবী-দাওয়ার প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারবে না। কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে যে, আপনার ভাই, আপনারই মত মনে করেছিলেন যে, এই সন্তানের কথা প্রচার হলে বংশে এমন অনপনেয় কলঙ্ক স্পর্শ করবে যে, তা আর কোন কালে মুছবে না। তাই তিনি বংশের সম্মানরক্ষার জন্য ছেলেটাকে সরিয়ে ফেলেছিলেন।"

এই কথা শুনিয়া লর্ড গ্লেনালানের আনন বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি চেয়ার হইতে পতনোন্মুখ হইলেন। প্রত্নতাত্ত্বিক ভীত হইয়া এদিকে ওদিকে প্রতিকারের উপায় হাতড়াইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার ঘরে বহু দ্রব্য থাকিলেও বর্ত্তমান ব্যাপারের প্রতিকারের উপযোগী কিছুই ছিল না। তিনি সহোদরার ঘর হইতে "স্মেলিং সল্টের" শিশিটা আনিবার জন্য তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন। মনে মনে তিনি খুবই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সব ব্যাপারে তাঁহার সংস্রব তিনি রাখিতে না চাহিলেও, আপনা হইতে বিপদ আসিয়া উপস্থিত হয়।

প্রত্নতাত্ত্বিক ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, লর্ড অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। মিঃ ওল্ডবক্ তাঁহার পারিবারিক জীবনের ইতিহাসে যে নূতন আলোকপাত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি সত্যই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

তিনি বলিলেন, "তা হ'লে, মিঃ ওল্ডবক্, আপনি মনে করেন—অবশ্য আপনার চিন্তাশক্তি আছে, আমার তা নেই—আমার ছেলে বেঁচে থাক্‌তেও পারে? অন্ততঃ বেঁচে থাকা অসম্ভব নয়?"

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "আমার মনে হয়, আপনার ভাইয়ের দ্বারা শিশুর কোনরূপ সাংঘাতিক অনিষ্ট হওয়া অসম্ভব। তিনি খুব স্ফূর্ত্তিবাজ এবং উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের লোক ছিলেন বলেই শোনা যায়; কিন্তু তিনি নিষ্ঠুর বা অসাধু চরিত্রের লোক ছিলেন না। যদি ছেলেটাকে মেরে ফেলাই তাঁর উদ্দেশ্য হ'ত, তা হলে তিনি শিশুর ভার নেবার জন্য এমন ভাবে এগিয়ে যেতেন না। আমি প্রমাণ করে দেব যে, শিশুর ভার তিনি নিয়েছিলেন।"

অতঃপর মিঃ ওল্ডবক্ পূর্ব্বপুরুষদিগের ব্যবহৃত একটি আলমারী খুলিয়া কালো ফিতার দ্বারা আবদ্ধ একটা কাগজের তাড়া বাহিরে আনিলেন। তাহার উপর লেখা আছে, "জোনাথান ওল্ডবক্ দ্বারা গৃহীত জবানবন্দী প্রভৃতি। ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৭—।" উহার নীচে ছোট অক্ষরে লেখা "Ehen Evalina"! তদ্দৃষ্টে আর্লের নয়নপথে অশ্রুধারা নামিয়া আসিল। তিনি দলীলগুলিকে খুলিয়া পড়িবার জন্য বাঁধন খুলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না।

ওল্ডবক্ বলিলেন, "এগুলো আপনি এখন পড়বেন না। আপনি যে রকম উত্তেজিত হয়েছেন, তাতে এসব পড়লে আপনি অত্যন্ত অবসন্ন হয়ে পড়বেন। আপনার সাম্‌নে এখন অনেক কাজ পড়ে। আপনার ভাই মারা গেছেন, তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী আপনি নিজে। সুতরাং আপনার ভাইয়ের ভৃত্যাদির কাছে অনুসন্ধান করা সহজ হবে। ছেলেটা কোথায়, অবশ্য যদি বেঁচে থাকে, তাদের কাছ থেকেই জান্‌তে পারা যাবে।"

গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আর্ল বলিলেন, "আমার ত আশা করতে সাহস হয় না। তা যদি হবে, আমার ভাই এতদিন চুপ করে ছিলেন কেন? আমাকে কিছু জানায় নি কেন?"

"তা তিনি আপনাকে জানাবেন কেন? যে ছেলেকে আপনি

"খুব সত্য কথা—তার পক্ষে নীরব থাকার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ রয়েছে। যে ভীষণ ব্যাপারে আমার সমস্ত জীবন কালো হয়ে গেছে, ছেলেটা বেঁচে আছে জানলে আমার দুঃখের আর সীমা থাকত না।"

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "বিশ বছর আগের ঘটনা, তাড়াতাড়ি একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গোঁয়ার্তুমির কাজ। ছেলেবেলার সেই শিশুকে যদি মেরে না ফেলা হয়ে থাকে, তা হলে সে এখন বেঁচে থাকতে পারে। সুতরাং এখনই অনুসন্ধান আরম্ভ করা দরকার।"

আশায় উৎফুল্ল হইয়া লর্ড বলিলেন, "আমি অনুসন্ধান আরম্ভ করে দেব। আমার বাবার বিশ্বস্ত প্রধান পরিচারক, আমার ভাই নেভেলির কাছে এখনো নিযুক্ত আছে। কিন্তু মিঃ ওল্ডবক, আমি ত আমার ভাইয়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নই।"

"তাই ভারী দুঃখের কথা। আপনাদের পৈতৃক সম্পত্তি খুব ভাল। প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ সেখানে আছে। আমি ভেবেছিলাম, আপনার বাবার অন্য কোন সন্তান বা আত্মীয় বেঁচে নেই।"

লর্ড গ্লেনালান বলিলেন, "সে কথা ঠিক, তাঁর কোন আত্মীয়স্বজন নেই কিন্তু আমার ভাই, আমাদের বংশের চিরন্তন ধর্মমত ছেড়ে দিয়ে নূতন ধর্মমত ও রাজনীতির বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল। আমাদের প্রকৃতিরও পার্থক্য ঘটেছিল। আমার মা বলতেন যে, তাঁর ওপর টান মোটেই ছিল না। মোট কথা, আমার সঙ্গে তার কলহ হয়ে গিয়েছিল। আমার ভাই যে সম্পত্তির মালিক, তাতে তার অপ্রতিহত অধিকার ছিল। সেই ক্ষমতাবলে সে এক জন বিদেশীকে তার উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করে নিয়েছিল। এসব ব্যাপারে আমি কোন দিন মাথা ঘামাইনি। কারণ, সংসারের কোন বিষয়েই আমার আকর্ষণ দুঃখের বোঝা নিয়ে আমি জীবন্মৃত হয়ে ছিলাম। কিন্তু এখন অনুসন্ধান করতে গেলে, অনেক বাধাবিঘ্ন এসে জুটবে। একথা যদি প্রকাশ পায় যে, আমার ঔরসজাত বৈধ সন্তান বেঁচে আছে, আর আমার ভাই অপুত্রক অবস্থায় মারা গেছে, তা হলে আমার সেই ছেলেই প্রকৃত উত্তরাধিকারী দাঁড়াবে। সুতরাং আমার ভাইয়ের সম্পত্তি, ভ্রাতার মনোনীত বা নির্ব্বাচিত উত্তরাধিকারী পেতে পারেন না। অবস্থায় সে আমাদের অনুসন্ধানে সাহায্য করবে কেন? তা হলে সে, তার নিজের পায়ে কুড়ুল মারা হবে।"

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "আপনার বাবার আমলের পরিচারক—যার কথা আপনি বললেন—এখনো আপনার ভাইয়ের কাছেই ছিল, এখনও হয় ত আছে।"

"খুবই সম্ভবপর; তবে লোকটা প্রোটেষ্টান্ট—তার উপর নির্ভর করা কতটা নিরাপদ,—"

গম্ভীরভাবে ওল্ডবক বলিলেন, "আমি আশা করি, ক্যাথলিকের মত প্রোটেষ্টান্টও বিশ্বাসভাজন হতে পারে। প্রোটেষ্টান্ট-ধর্ম্মমতে আমার দ্বিগুণ বিশ্বাস আছে। আমার পূর্ব্বপুরুষ, আলডোব্রাণ্ড ওল্ডেনবক, অনুসবার্গের প্রসিদ্ধ স্বীকারোক্তি ছাপিয়ে রেখে গেছেন। প্রথম সংস্করণের ছাপাই আমার কাছে আছে, আপনাকে আমি দেখাতে পারি।"

আর্ল বলিলেন, "আপনার কথায় আমার বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস নেই, মিঃ ওল্ডবক্। আমি গোঁড়ার মত, ধর্ম্মান্ধের মত কোন মন্তব্যও করছি না। তবে প্রোটেষ্টান্ট মতাবলম্বী সর্দ্দার ভৃত্য, প্রোটেষ্টান্ট মতাবলম্বী নির্ব্বাচিত উত্তরাধিকারীর পক্ষসমর্থন করতে পারে। বিশেষতঃ আমার ছেলে যদি বেঁচে থাকে, তাকে তার পিতার ধর্ম্মবিশ্বাসে যদি বড় হতে দিয়ে থাকে, তবে তার সম্বন্ধে কি সর্দ্দার ভৃত্য অনুকূল ভাবে সাহায্য করবে?"

ওল্ডবক বলিলেন, "কপাট পাড়বার আগে, আমরা ভাল করে বিষয়টা বিবেচনা করে দেখ্‌ব। ইয়র্ক সহরে আমার এক জন সাহিত্যিক বন্ধু আছেন। ছ'বছর ধরে তাঁর সঙ্গে আমার পত্র-ব্যবহার চলেছে। তাঁর নাম ডাক্তার ড্রাইয়াসডষ্ট। এখনি তাঁকে পত্র লিখে দিচ্ছি। আপনার ভাইয়ের নির্ব্বাচিত উত্তরাধিকারীর চরিত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে সব কথা জানবার জন্য তাঁকে বিশেষ করে অনুরোধ করব। সর্দ্দার চাকরের সম্বন্ধেও সন্ধান নেব। এদিকে আপনি আপনাদের বিবাহের সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করুন। আমার বিশ্বাস, সেগুলো পাওয়া যাবে।"

আর্ল বলিলেন, "তাতে সন্দেহ নেই আপনার অনুসন্ধানের সময় যে সব সাক্ষীকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তারা সবাই বেঁচে আছে। আমার শিক্ষক বিবাহক্রিয়া সম্পাদন করেছিলেন। তাঁকে ফ্রান্সে রেখেছিলাম। সম্প্রতি সে দেশ থেকে তিনি এদেশে ফিরে এসেছেন।"

ওল্ডবক্ বলিলেন, "ফরাসী-বিদ্রোহের এই একটা শুভ ফল বটে। অবশ্য আপনি আমার কথায় দোষ গ্রহণ করবেন না। আপনার ধর্ম্মবিশ্বাস আমার মতের বিরোধী হলেও, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আপনাকে সাহায্য করব। আমার একটা কথা শুনুন। যদি আপনার এসব ব্যাপারের পরিচালনভার কারও উপর দিতে চান ত, একজন প্রত্নতাত্ত্বিকের উপর নির্ভর করবেন। কারণ, তারা চিরদিন সামান্য জিনিষের জন্য যে রকম পরিশ্রম ও গবেষণা করে আসছে, প্রতিভার পরিচয় দিচ্ছে, তাতে বড় বড় ব্যাপারে তারা ব্যর্থ হবে, এটা অসম্ভব। যাক্ নৈশ-ভোজ পর্য্যন্ত সময় কাটাবার জন্য আমি প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে আপনাকে কিছু পড়ে শোনাই।"

লর্ড গ্লেনালান্ বলিলেন, "আপনাদের পারিবারিক ব্যবস্থায় আমি হস্তক্ষেপ করব না। তবে সূর্য্যাস্তের পর আমি কোন জিনিষ মুখে দেই না।"

"আমারও তাই। প্রাচীনরা ঐভাবেই চল্‌তেন। তবে ঘরে তৈরী দু একটা জিনিষ মুখে দিলে—শয়নের পূর্ব্বে সামান্য কিছু খেলে, তাতে ধর্ম্মশাস্ত্রের নিয়মে আটকাবে না।"

"মিঃ ওল্ডবক, আমি নৈশভোজ করি না, সেটা ঠিক শাস্ত্রীয় অর্থেই। তবু আমি আহারের সময় আপনাদের টেবলে যোগ দেব।"

ওল্ডবক্ তখন প্রত্নতত্ত্ব লইয়া পড়িলেন। কিন্তু সে সকল ব্যাপার আর পাঠকবর্গকে শুনাইয়া তাঁহাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইব না।

৩৬

Crabbed age and youth
Cannot live together :—
Youth is full of pleasance,
Age is full of care,
Youth like summer morn,
Age like winter weather ;
Youth like summer brave,
Age like winter bare.
Shakspeare.

পরদিবস ক্যাক্সন একঘণ্টা পূর্ব্বেই মনিবের ঘুম ভাঙ্গাইল।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি? এখনো ত আটটা বাজেনি।"

"না, হুজুর। কিন্তু লর্ডের চাকর আমাকে খুঁজছিল। তাই আপনাকে ডাকলাম।"

"কিন্তু এত সকালে আমার ঘুম ভাঙ্গাবার কোন দরকার ছিল না।"

"কিন্তু লর্ড খুব ভোরেই উঠেছেন। তাঁর গাড়ী আনাবার জন্য লোক পাঠিয়েছেন। গাড়ী এল বলে। যাবার আগে তিনি আপনার খোঁজ ত করবেন।"

ওল্ডবক্ বলিয়া উঠিলেন, "বড়লোকরা অন্যের বাড়ীও নিজের সম্পত্তির মত ব্যবহার করেন দেখ্‌ছি। যাক্ একবারই হবে। জেনী এখন ঠিক হয়েছে ত, ক্যাক্সন?"

"কাল অনেকটা মদ খেয়ে ফেলেছিল। আজ ভাল আছে। মিস্ ম্যাকইনটায়ার তাকে ধাতস্থ করে দিয়েছেন।"

"তা হলে বাড়ীর মেয়েরা সবাই উঠেছে—আমার আর বিছানায় শুয়ে থাকা শোভা পায় না। দাও ত গাউনটা। ফেয়ারপোর্টের খবর কি?"

"হুজুর, সবাই লর্ডের খবর শুনে একবারে অবাক্। বিশবছর যিনি নিজের ঘরের দরজা ছেড়ে কোথাও যাননি, তিনি আপনার বাড়ী নিজে এসেছেন, এতে তারা চম্‌কে গেছে।"

"কি বল্‌ছে তারা, ক্যাক্সন?"

"কত কথাই তারা বল্‌ছে, স্যার। কেউ কেউ বল্‌ছে, লর্ড তাঁর হাইল্যাণ্ড সেনাদল নিয়ে আপনার সাহায্যে জনসাধারণের বন্ধুর দলের সভা ভেঙ্গে দেবেন। আপনি ওসব ব্যাপারে কখনো থাকেন না শুনেও, কেউ কেউ বল্‌ছে যে, ও সব বাজে কথা। আপনি ঠিক ভেতরে ভেতরে আছেন—এই রকম কত কথা।"

হাসিতে হাসিতে প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "ভারী মজা হয়েছে, তা হলে!"

"না, না হুজুর, একথা কেউ বলে না যে, আপনি যুদ্ধ হাঙ্গামা করবেন। হয় ত পরামর্শ দেবেন।"

"আচ্ছা, যারা সাধারণ তন্ত্রী, তারা না হয় এই রকম বল্‌ছে। বাকি লোক কি বল্‌ছে?"

"ক্যাপ্টেন ককট্ আরও অন্যান্য ভদ্রলোকরা বল্‌ছেন যে, পোপের দলকে সাহায্য করা উচিত নয়। আর্ল গ্লেনালানের অনেক ফরাসী বন্ধু আছেন—কিন্তু সার, আর বল্‌ব না, শুনলে আপনি রাগ করবেন।"

ওল্ডবক্ বলিলেন, "না, ক্যাক্সন্, রাগ কেন করব? ওরা যে যা বলে বলুক, কারো কথা আমি গ্রাহ্য করিনে।"

"আপনি নতুন ট্যাক্সের অনুকূলে মত দেন নি, শান্তির প্রস্তাবেও সম্মতি দেন নি, এই সব দেখে

হয় ত আপনাকে এডিনবরাদুর্গে পাঠিয়ে দেবার চেষ্টা হবে।"

"বা, বাঃ! আমার প্রতিবেশীরা ত আমার সম্বন্ধে চমৎকার ধারণা করে রেখেছে! আমি রাজার বিরুদ্ধেও নই, জনসাধারণের বিরুদ্ধেও নই, এসব জেনেও তারা এমন কথা ভাবে? ক্যাক্সন্, আমার কোটটা এগিয়ে দেও। আচ্ছা, টাফ্রিলের জাহাজের কোন খবর পেলে?"

ক্যাকসন্ বলিল, "না, হুজুর। আমার মেয়েও লেফটেনান্ট টাফ্রিলের কাছ থেকে কোন চিঠি-পত্র না পেয়ে খুব চিন্তিত আছে।"

"ক্যাকসন, সাদা মোজা জোড়া দেও। লোকজনের কাছে যখন বেরুতে হবে, তখন কি গলায় রোমাল বেঁধে বেরুব না কি?"

ক্যাকসন বলিল, "হুজুর, ক্যাপ্টেন বলে যে, তিনকোনা রোমাল গলায় বাঁধাই আজ কালকার ফ্যাসন। আপনার ও আমার ব্যবহারের জিনিষগুলো সেকেলে। আপনার নামের সঙ্গে আমার নাম ব্যবহার করার জন্য ক্ষমা করবেন। কিন্তু ক্যাপ্টেন যা বলেছে, আমি তাই বললাম।"

"তোমার ক্যাপ্টেন খোকা, আর তুমিও তাই।"

"আপনি যা বল্‌ছেন, হুজুর, তা ঠিক। কারণ, আপনি বেশী জানেন।"

প্রাতরাশের পূর্ব্বে লর্ড গ্লেনাল্লানকে বেশ উৎফুল্ল দেখা গেল। কাগজ-পত্র ভালরূপ পরীক্ষা করার পর, তিনি জানাইলেন যে, বিবাহের প্রমাণ স্বরূপ যে সব দলীল আছে, তাহা সংগ্রহ করিতে হইবে। তাহা ছাড়া ইভলিন নেভেলির জন্ম-সংক্রান্ত প্রমাণাদিও সংগ্রহ করা চাই। তাঁহার মাতার কক্ষে তাহা আছে বলিয়া এল্সপেথ প্রকাশ করিয়াছে।

"শুনুন, মিঃ ওল্ডবক্, ঘুমভেঙ্গে জেগে ওঠার আগে মানুষ যেমন নানা বিষয়ের সংবাদ পায়, আমিও যেন সেই রকম পাচ্ছি। তাই মনে হচ্ছে আমি বাস্তবিক জেগে আছি, না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নই দেখছি। এই বৃদ্ধা এলসপেথ, বুড়ো হয়েছে, তারও ত ভুল হবার সম্ভাবনা। সে আগে যে সব প্রমাণ দিয়েছিল, এখন তার বিপরীত প্রমাণের কথা বলছে। আমি এসব শুনে তাড়াতাড়ি কোন সিদ্ধান্ত করে বসছি না ত?"

একটু নীরব থাকিয়া ওল্ডবক্ দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন, "না, লর্ড মহোদয়, তার কথার সত্যতায় সন্দেহ করবার কিছু নেই। সে বিবেকতাড়িত হয়ে ঠিক কথাই বলেছে। সে যে সব কথা বলেছে, তাড়াতাড়ি সেই সব বিষয়ের প্রমাণ সংগ্রহ করাই এখন উচিত। তা ছাড়া যদি সম্ভব হয়, তার এজাহারও লিখে নেওয়া বিশেষ প্রয়োজনীয়। আমি ভেবেছিলাম, আমরা দুজনেই এ কাজ করব। কিন্তু ভেবে দেখলাম, আপনাকে রেহাই দেওয়াই উচিত। আমি হাকিম হিসাবে যদি তার এজাহার নেই, সেটা দেখতে শুনতেও ভাল হবে—নিরপেক্ষ তদন্ত বলেই সেটা সাধারণে বিচার করবে আমি এটা করব—অন্ততঃ চেষ্টা করে দেখব। অবশ্য তার মনটা একটু সুস্থ দেখে তবে এ কাজে হাত দেব।"

কৃতজ্ঞতাভরে লর্ড গ্লেনাল্লান্ প্রত্নতাত্ত্বিকের করকম্পন করিলেন। তিনি বলিলেন, "মিঃ ওল্ডবক, এই করুণ ও শোচনীয় ব্যাপারে আপনার সাহায্য ও সাহস পেয়ে আমি কত ধন্য হয়েছি, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। আমি হঠাৎ আপনার সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিলাম। আপনার গুণের পূর্ব্ব-পরিচয় আমার জানা ছিল বলেই আমার মন আপনার উপর ঝুঁকে পড়েছিল। আমাদের অনুসন্ধানের ফল যাই হোক না কেন,—আমার শুধু মনে আশা জাগছে যে, আমাদের বংশের উপর ভাগ্যলক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদ যেন আসবে—অবশ্য আমি সে সুখ ভোগ করে যেতে পারব না—কিন্তু যাই হোক্, আপনি আমাদের বংশকে চিরস্থায়িভাবে কৃতজ্ঞ করে রাখবেন।"

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "প্রিয় লর্ড মহোদয়, আপনাদের বংশের উপর আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে। এত বড় প্রাচীন অভিজাত বংশ স্কটল্যাণ্ডে কমই আছে। আমি যথাসাধ্য আপনাকে সাহায্য করবই। আপনার প্রতি যে নিষ্ঠুর অবিচার হয়েছে, তাতে আমার সহানুভূতি পূর্ণমাত্রায় আপনার দিকে তবে একটা কথা বলি, কাল আপনি সামান্য আহার করেছিলেন, আজ আর তা চলবে না। আজ ভাল করে খেতে হবে।"

কিন্তু লর্ড এক টুকরা টোষ্ট ও একগ্লাস মাত্র জল ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করিলেন না। প্রত্নতাত্ত্বিক ও তাঁহার ভাগিনেয় পর্য্যাপ্ত ভোজন করিয়া প্রাতরাশ শেষ করিলেন; এমন সময় গাড়ীর চাকার শব্দ বাহিরে শোনা গেল।

ওল্ডবক্ বলিলেন, "আপনার গাড়ী এল বুঝি?"

তিনি বাতায়নের ধারে দাঁড়াইয়া নীচে চাহিয়া দেখিলেন। তারপর বলিলেন, "সুন্দর গাড়ী—৪ ঘোড়ায় টানে দেখছি। সে যুগে রোমান রথগুলি চার ঘোড়ায় টান্ত।"

ঔৎসুক্যভরে গাড়ীর দিকে চাহিয়া হেক্টর উচ্ছ্বসিত

কণ্ঠে বলিল, "এমন সুন্দর ঘোড়া আগে কেউ গাড়ীতে জুতেছে, এ দৃশ্য দেখিনি! কি চমৎকার চেহারা! এরকম ঘোড়া যুদ্ধক্ষেত্রে কি চমৎকার মানায়! আপনি কি নিজে তদ্বির করে এরকম ঘোড়া তৈরী করেছেন?"

লর্ড গ্লেনালান বলিলেন, "তাই হয় ত হবে! কিন্তু সংসারের সব কাজেই আমার এত গাফিলি যে, এ বিষয়ে ক্যালভার্টকে জিজ্ঞাসা করে জানতে হয়।"

ক্যালভার্ট বলিল, "হুজুর নিজেই তদ্বির করে এই ঘোড়াগুলোকে তৈরী করেছেন। এদের বাপ ম্যাড টম্। মা জেমিমা আর ইয়াবিকো।"

লর্ড গ্লেনালান জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই চারটে ছাড়া আরও বাচ্চা আছে নাকি?"

"আছে, হুজুর! দুটো আছে—একটা ৪ বছরের আর একটা পাঁচ বছরের। ভারী সুন্দর দেখতে তারা।"

"তা হলে ডকিন্‌স্‌কে বলে দাও কাল সকালে সে দুটো যেন মঙ্কবারন্‌স্‌ এ নিয়ে আসে। যদি কাজের উপযুক্ত মনে করেন, ক্যাপ্টেন ম্যাকইন্‌টায়ার, দয়া করে ঘোড়া দুটো যেন গ্রহণ করেন।"

কৃতজ্ঞতাভরে হেক্‌টরের নয়নযুগল সমুজ্জল হইয়া উঠিল।

ওল্ডবক দেখিলেন যে, এরূপ উপহার গ্রহণ করিলে, তাঁহার শস্য-ভাণ্ডার ও তৃণস্তূপ হ্রাস পাইবে। তাই তিনি বলিলেন, "প্রিয় লর্ড মহোদয়, ধন্যবাদ, বহু ধন্যবাদ! কিন্তু হেক্‌টর পায় হেঁটে বেড়ায়—যুদ্ধেও সে ঘোড়ায় চাপে না। সে পদাতিক হাইল্যাণ্ড সৈনিক। ওর পোষাকও অশ্বারোহী সৈনিকের মত নয়।"

লর্ড বলিলেন, "মিঃ ওল্ডবক্‌, আপনার আদেশ সব সময় শিরোধার্য্য হলেও, আমার এই তরুণ বন্ধুটিকে আমি যে উপহার দিতে যাচ্ছি, তাতে বাধা দেবেন না। ওঁর কাজে লাগে এমন কিছু জিনিষ আমি দিতে চাই।"

"হ্যাঁ, প্রয়োজনে লাগবে, এমন কিছু উপহার দিতে পারেন। ঐ পুরানো ছক্করগাড়ীখানা ফেয়ার-পোর্ট থেকে এখানে কে আনতে পাঠালে, হেক্‌টর? আমি ত পাঠাইনি।"

হেক্‌টর মাতুলের কথায় ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। লর্ড তাহাকে ঘোড়া উপহার দিতে চাহিয়াছিলেন, মাতুলের আপত্তিতে সে সুখী হইতে পারে নাই। "আমি পাঠিয়েছিলাম, মামা। একটু কাজে আমি সহরে যাব।"

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "কাজটা কি শুনতে পাই, হেক্‌টর? তোমার পলটনের কোন কাজ নয় ত?"

"না, মামা, পল্টনের কোন কাজ নয়। আপনি যখন জানতে চাচ্ছেন, তখন বলি শুনুন। ক্যাকসন খবর এনেছে, বুড়ো অকিলট্রিকে আজ হাকিমের কাছে দাঁড়াতে হবে—তাকে সেসন সোপর্দ্দ করবার আগে হাকিম তার জবানবন্দী নেবেন। আমি বেচারার প্রতি যাতে ন্যায়বিচার হয়, তাই করবার জন্য যাচ্ছি।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ রকম কিছু শুনেছিলাম বটে, কিন্তু ব্যাপার যে গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা আমি ভাবিনি। আচ্ছা, হেক্‌টর, তুমি ত সব কাজেই লোকের সাহায্য করতে মাথা বাড়িয়ে দেও। এদিকে সাহায্য করবার জন্য তোমার এত মাথা ব্যথা কেন? এ বিষয়ে তোমার এমন আঠা কেন?"

হেক্‌টর বলিল, "আমার বাবা যে পল্টনে ছিলেন, বুড়োও সেই পল্টনে এক সময়ে কাজ করত। তা ছাড়া, একদিন আমি বোকার মত এক কাজ করতে গিয়েছিলাম, সে সময়ে সে আমাকে অনেক নিষেধ করেছিল, অনেক ভাল পরামর্শ দিয়েছিল। আপনি আমায় যে রকম উপদেশ দিচ্ছেন, সেও সেই রকম উপদেশ দিয়েছিল।"

"তা হলে তার উপদেশমত কাজ করেছিলে তুমি? বল, নির্ব্বোধের মত কাজ তুমি করনি?"

"না, তার উপদেশ আমি শুনিনি। কিন্তু তাই বলে তার কাছে আমার কৃতজ্ঞতা যে আছে, তা স্বীকার করব না কেন?"

"সাবাস হেক্‌টর! এমন বিজ্ঞের মত কথা তোমার মুখে কখনো শুনিনি। যা হোক, তুমি যখন যা করবে, আমাকে আগে থেকে বলে রেখ, লুকিয়ে রেখো না। চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। আমি নিশ্চিত জানি, বুড়ো কোন অপরাধ করেনি। এ ব্যাপারে তোমার চাইতে আমি তার বেশী সাহায্য করতে পারব। তা ছাড়া বাবা, আধখানা গিনিও বেঁচে যাবে। খরচের কথাটা সব সময়ে মনে রাখা চাই, বাবা।"

মামা ও ভাগিনেয়ের মধ্যে যখন আলোচনা চলিতেছিল, ভদ্রতার খাতিরে লর্ড গ্লেনালান তখন মহিলাদিগের সহিত কথা কহিতেছিলেন। কারণ, উভয়ের ঐ প্রকার আলোচনা তাঁহার মত নবাগতের পক্ষে শুনা কর্ত্তব্য নহে বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন।

ভিখারীর প্রসঙ্গটা লর্ড গ্লেনালানও শুনিলেন।

ওল্ডবক্ বলিলেন যে, শয়তান ডাউষ্টারসউইভেলের চক্রান্তেই এডি অভিযুক্ত হইয়াছে। লর্ড গ্লেনালান জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই লোকটা কি আগে সৈনিক ছিল?"

উত্তরে ওল্ডবক্ বলিলেন, "হ্যাঁ।"

লর্ড বলিলেন, "তার গায় একটা মোটা নীল কোট বা গাউন আছে না? খুব লম্বা? সাদা লম্বা দাড়ি আছে? খুব স্পষ্ট নির্ভীকভাবে কথা বলে?"

"আপনি ঠিক তার চেহারার বর্ণনা দিয়েছেন, লর্ড।"

"অবশ্য বর্ত্তমান ব্যাপারে আমি তার কিছু করতে হয় ত পারব না; কিন্তু তবু আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। সেই আমাকে সর্ব্বপ্রথম একটা জরুরী খবর এনে দেয়। বর্ত্তমান অবস্থা থেকে মুক্তি পেলে, আমি তাকে খুব নিরাপদ ও ভাল জায়গায় রাখবার ব্যবস্থা করে দেব।"

"কিন্তু, লর্ড মহোদয়, আপনার এরকম দান যে সে নেবে, তা'ত মনে হয় না। এর আগেও অনেক চেষ্টা করা গিয়েছিল, কিন্তু কোন ফল হয়নি। সাধারণের কাছে সে হাত পাতবে, তাতে তার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় না, কিন্তু এক জনের পোষা হয়ে থাকবে, তা সে চায় না। ত র যখন খিদে পায় খায়, তৃষ্ণা পেলে পান করে, ক্লান্ত হলে ঘুমায়; সে বিষয়ে ভাল মন্দ বিচার তার নেই। যা হোক্ একরকম হলেই সে খুসী। তাইতে সে সব সময়েই ভাল আহার ভাল শয়নস্থান পেয়েছে! সমগ্র জেলার কাহিনী তার নখদর্পণে। সব রকম বিদ্যেই তার আছে। তাকে একসপ্তাহ জেলে যদি রাখে তাতে আমি বড় কষ্ট পাব লোকটা ভারী সাদাসিধে। জেলে থাকলে তার বুক ভেঙ্গে যাবে

লর্ড বিদায় হইবার সময় হেক্টরকে জানাইলেন যে, গ্লেনালান প্রাসাদ, অরণ্য সর্ব্বত্রই হেক্টর অবাধে বিচরণ, শিকার সর্ব্ববিধ আমোদ-প্রমোদ করিতে পারিবে। সেখানে তাহার অবারিত দ্বার।

ইহাতে হেক্টর খুব আনন্দিত হইল। ওল্ডবকও খুসী হইলেন। বাড়ীর মেয়েরাও সন্তুষ্ট হইল।

ভাগিনেয়কে লইয়া ওল্ডবক্ ভাড়াটিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। লর্ড গ্লেনালান তাঁহার চতুরশ্ববাহিত মূল্যবান ও সুদৃশ্য শকটে আরোহণ করিলেন।

কয়েক মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার শকট দূরে অন্তর্হিত

Yes, I love justice well—as well
as you do—
But since the good dame's blind,
she shall excuse me,
If, time and reason fitting,
I prove dumb;—
The breath I utter now
shall be no means,
To take away from me
my breath in future.

Old play

সহরবাসীদের সাহায্যে এডি অকিলটি হাজতে দুই একদিন নিরাপদে অতিবাহিত করিয়াছিল। শুধু স্বাধীনতার অভাবের জন্যই সে দুঃখ প্রকাশ করিতেছিল। ঝড় বৃষ্টিও কয়দিন হইয়াছিল।

পাখীকে সম্বোধন করিয়া এডি আত্মগতভাবেই বলিতেছিল, "আমার চাইতে তুমি ভাল আছ। কারণ, তোমার মত আমি শীস দিতে পারি না, গানও করতে পারি না।"

সে এই ভাবে বকিয়া চলিয়াছে, এমন সময় এক জন পুলিস-কর্ম্মচারী আসিয়া জানাইল, হাকিম তাহাকে তলব করিয়াছেন। তদণুসারে ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে সে নীত হইল।

ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] জেণ্টেলম্যান অত্যন্ত রাজভক্ত এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ [illegible]। নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে অত্যধিক সচেতন বলিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধি [illegible]। নচেৎ আর সকল বিষয়ে লোকটি ভা[illegible]

হাকিম বলিলেন, "ওকে শীঘ্র নিয়ে এস। দিনকাল এত খারাপ পড়ছে যে, গাউনপরা লোকটা শেষে ডাকাতি করলে—এর পর হয়ত রাজদ্রোহী হয়েও উঠতে পা[illegible] আচ্ছা, তাকে নিয়ে এস!"

এডি অভিবাদন করিয়া উন্নতশিরে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইল। যাহাতে হাকিমের সব কথা শুনা যায়, এজন্য সে ঈষৎ মুখ তুলিয়া দাঁড়াইল। তাহার নাম ও ব্যবসায় কি জিজ্ঞাসিত হইয়া এডি তৎক্ষণাৎ স্পষ্ট ভাষায় সবই বলিল। তার পর প্রশ্ন হইল, ডাউষ্টার্স উইভেলের টাকা লুটের রাত্রিতে এডি কোথায় ছিল?

এডি তাহাতে বলিল, "বেশ, আপনি আমায় বলে দিতে পারেন—আপনি আইন ত ভাল বোঝেন—আপনার প্রশ্নের উত্তর দিলে আমার কি উপকার হবে?"

"উপকার ?—না, তোমার তাতে ভাল হবে না, বন্ধু। তবে তুমি যদি সরল ভাবে সত্য কথা বলে যাও, অর্থাৎ তুমি যদি নির্দোষ হও, তা হলে আমি হয় ত তোমায় মুক্তি দিতে পারি।"

এডি বলিল, "বেলি, কিন্তু আমার কাছে এইটেই সঙ্গত মনে হয়—যারা আমার ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে, তারা আমায় অপরাধী সপ্রমাণ করুক। আমার নির্দোষিতা প্রমাণ করবার জন্য আমাকে জিজ্ঞাসা করা ঠিক নয়।"

ম্যাজিস্ট্রেট বলিল, "আমি এখানে বসে তোমার সঙ্গে আইনের তর্ক করতে চাইনে। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, ঐ দিন রাত্রিতে তুমি বনরক্ষক রিংগান আইকউডের বাড়ীতে ছিলে কি না—অবশ্য উত্তর দেওয়া না দেওয়া তোমার ইচ্ছাধীন।"

সতর্ক ভিখারী বলিল, "সত্য কথা বল্‌তে কি, তা আমার মনে নেই।"

ম্যাজিস্ট্রেট বলিলেন, "সেদিন সারা দিন রাত্রির মধ্যে ষ্টিনি মকল্‌ব্যাকইটএর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল কিনা ? তুমি তাকে বোধ হয় জান্‌তে ?"

বন্দী বলিল, "তাকে খুব চিন্‌তাম। তবে সম্প্রতি তার সঙ্গে কবে কোথায় আমার দেখা হয়েছিল, তা মনে করতে পারছি না।"

"সেদিন সন্ধ্যার যে কোন সময় তুমি সেণ্টরুথ ধ্বংসস্তূপের দিকে গিয়েছিলে কি না ?"

ভিখারী বলিল, "বেলি লিটিলজন, আপনার যদি অনুমতি হয় ত বলি যে, এসব কথা বন্ধ করুন। ঐ রকম কোন প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না—আমি বুড়ো পর্য্যটক, কি কথা বল্‌তে কি কথা বলে শেষে আমার ঘাড়ে বিপদ ডেকে আন্‌ব।"

হাকিম কেরাণীকে বলিলেন, "লেখ, লোকটা কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিতে চায় না। সত্য কথা বল্‌লে পাছে তার বিপদ ঘটে, এজন্য সে কোন কথাই বল্‌তে রাজি নয়।"

অকিলট্রি বলিল, "তা হবে না, ঐ রকম ভাবে আমার উত্তরের বদলে আমি লিখ্‌তে দেব না। আমার বলবার উদ্দেশ্য এই যে, ঐ রকম বাজে কথা বলার ফলে কখনো ভাল ফল হয়নি।"

"তাই লেখ যে, অনেক দিন ধরে সরকারী তদন্ত দেখার ফলে লোকটা অবগত আছে যে, এ রকম প্রশ্ন করার ফলে তার পক্ষে কোন ভাল ফল হয়নি। তাই সে উত্তর দিতে অসম্মত—"

এডি বাধা দিয়া বলিল, "না, না, বেলি, ওটাও ঠিক হল না।"

ম্যাজিস্ট্রেট বলিলেন, "তা হলে তুমি বলে দেও কি লিখতে হবে। তোমার মুখ থেকে শুনে, কেরাণী তাই লিখবে।"

এডি বলিল, "এ ভাল কথা—ন্যায়সঙ্গত কথা আপনি বলেছেন। সময় নষ্ট না করে আমি বলে যাচ্ছি। তুমি লেখ, এডি অকিলট্রি স্বাধীনতার জন্য দাঁড়িয়ে—না ও কথা বলা ঠিক হল না—আমি ডবলিনের দাঙ্গায় সাধারণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। তাছাড়া অনেকদিন রাজার নুণ খেয়েছি। দাঁড়াও, আমি বল্‌ছি। লেখ, এডি অকিলট্রি কোন কথারই জবাব দেবে না, যতক্ষণ না উত্তর দেবার প্রকৃত কারণ সে জান্‌তে পারে। ছোকরা, এইটেই লেখ।"

"তা হলে এডি, ও ব্যাপারে কোন কথাই যখন তুমি বল্‌তে রাজি নও, তখন তোমাকে হাজতে পাঠাতে আমি বাধ্য। তার পর যথাসময়ে আইন-সঙ্গতভাবে তোমাকে আদালতে হাজির করা হবে।"

ভিখারী বলিল, "ভগবানের যদি তাই অভিপ্রেত হয়, তবে তাই হবে। জেলে যেতে আমার আপত্তি নেই, শুধু ওখান থেকে বাহিরে বেরোন যায় না। তবে আমি অঙ্গীকার করছি, আমায় যখন বল্‌বেন, তখনি আদালতে এসে হাজির হব—এখন আমায় ছেড়ে দেওয়া হোক্‌।"

"বন্ধু, তোমার গর্দ্দান নিয়ে যেখানে টানাটানি, সেরূপ ক্ষেত্রে তোমার মুখের কথার দাম কোথায় ? তবে যদি ভাল জামিন দিতে পার—"

এই মুহূর্ত্তে প্রত্নতাত্ত্বিক ও হেক্‌টর তথায় প্রবেশ করিলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট বলিলেন, "নমস্কার, নমস্কার, মহাশয়গণ। নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত দেখ্‌ছেন ত ! মিঃ ওল্ডবক, ক্যাপ্টেন ম্যাকইনটায়ার, আমি রাজার পক্ষে অস্ত্র ধারণ করেছি, জানেন ?"

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "অস্ত্রটা ন্যায়বিচারের প্রতীক ; কিন্তু আমার মনে হয়, আপনার নিক্তি নিয়ে বসাই উচিত ছিল। আপনার গুদামে ওটার অভাব নেই ত।"

"বা, মঙ্কবারনস্‌, চমৎকার বলেছেন ! কিন্তু বিচারক হিসেবে আমি তরবারি নেইনি, সৈনিক হিসাবে। বরং বল্‌লে ভাল হত বন্দুকগুলো নিয়েছি ! ঐ দেখুন চেয়ারের ও পাশে বন্দুক দাঁড় করান আছে। এখনো ওটা নিয়ে কুচকাওয়াজ করা হয়নি।"

"সে আপনি বেশ করেছেন, বেলি। এখন ন্যায় বিচার নিয়েই কারবার—তাই আপনার কাছে এসেছি।"

"তা এখন আমাকে কি করতে হবে বলুন ?"

"এই বুড়ো এডি অকিলট্রি আমার অনেকদিনের জানাশোনা লোক। আপনার লোকজন ওকে ডাউষ্টারস্উইভেলকে আক্রমণ করার অভিযোগে ধরে এনেছে। ও লোকটার একটা কথাও আমি বিশ্বাস করিনে।"

এইবার ম্যাজিষ্ট্রেট খুব গম্ভীর হইলেন। বলিলেন, "আপনি হয় ত শুনেছেন যে, ডাকাতি ও প্রহারের অভিযোগে এডি ধরা পড়েছে—ব্যাপারটা খুব গুরুতর। আমার কাছে এরকম অপরাধে বেশী লোক ধরা পড়ে আসে না।"

ওল্ডবক বলিলেন, "এই বুড়ো বেচারার ব্যাপারটা কি সত্যি খুব খারাপ ?"

"অবশ্য কোন কথা প্রকাশ করা নিয়মবিরুদ্ধ! কিন্তু আপনিও একজন হাকিম। ডাউষ্টারস্-উইভেলের আবেদনখানা আপনাকে দেখাচ্ছি। তা ছাড়া অন্যান্য বিবরণও পড়ে দেখুন।"

প্রত্নতাত্ত্বিক এক কোণে বসিয়া সব পড়িতে লাগিলেন।

এদিকে বন্দীকে কক্ষান্তরে লইয়া যাওয়া হইল।

ডাউষ্টারস্উইভেলের বর্ণনায় অতিরঞ্জন ছিল। তাহার ক্ষতি ও প্রহারের কথাগুলিও ছিল।

প্রত্নতাত্ত্বিক সব পড়িয়া বলিলেন, "কিন্তু আমি হলে তাকে জিজ্ঞাসা করতাম, ওরকম সময়ে, সেন্ট-রুথের মত জায়গায় সে কেন গিয়েছিল ? আর এডিই বা তার সঙ্গে ছিল কেন ? ওদিক দিয়ে কোথাও যাবার পথ নেই। ঝড়বৃষ্টির রাত্রিতে যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখবার জন্য গিয়েছিল, একথা কেউ বিশ্বাস করবে না। আমার কথা বিশ্বাস করুন, ঐ জার্ম্মাণটা কোন বদমাইসী মতলবে ওখানে গিয়েছিল। তার পর ফাঁদে পড়েছিল।"

ম্যাজিষ্ট্রেট স্বীকার করিলেন, প্রত্নতাত্ত্বিকের অনুমান কতকটা সত্য হইতে পারে। এ সব ব্যাপারে তিনি জার্ম্মানটাকে সত্যই কোন প্রশ্ন করেন নাই। তবে এইকউড তাহার তরফে সাক্ষ্য দিয়াছে যে, ঐ অবস্থায় জার্ম্মাণটাকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিল। তার পর এইকউডের বাড়ীতে এডির নিদ্রা যাইবার কথা, কিন্তু সেখানে তাহাকে দেখা যায় নাই। সেই রাত্রিতে লেডি গ্রেনালানের মৃতদেহ সমাহিত করিবার জন্য দুই জন লোক ফেয়ারপোর্ট হইতে যাইবার সময় দুই জন সন্দেহজনক অবস্থার লোককে দেখিতে পায়। তাহাদের একজন ঘোড়ায় চড়িয়া তাহাদিগকে তাড়া করে, কিন্তু ভিজামাটী বলিয়া দ্রুতধাবিত হইয়া তাহাদিগকে ধরিতে পারে নাই। সেই দুই নিশাচর মকলব্যাকইটের বাড়ী প্রবেশ করে। সে লোকটা খানিক পরে সেখানে গিয়া বাতায়ন-পথে দেখিতে পায়। এডি ও ষ্টিনি পানাহার করিতেছে। ষ্টিনি একখানি পকেটবই এডিকে দেখায়, তাহাও সে লক্ষ্য করে, তাহাকে তখন প্রশ্ন করা হইল, মকল-ব্যাকইটের ঘরে সে প্রবেশ করে নাই কেন? উত্তরে সে বলিয়াছিল, উহারা লোক ভাল নহে—ভারী গোঁয়ার। বিশেষতঃ সেরূপ কোন পরোয়ানা ছিল না বলিয়া সে সাহস করিয়া সে কার্য্য করে নাই।

ম্যাজিষ্ট্রেট সমস্ত বিবৃত করিয়া বলিলেন, "এখন বলুন ত, আপনার বন্ধুর বিরুদ্ধে এসব কি জোর প্রমাণ নয় ?"

পড়া শেষ করিয়া প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "অন্য কোন লোক সম্বন্ধে এরকম ঘটলে অবশ্যই বল্‌তে হত কাজটা বড় নোংরা হয়েছে। কিন্তু ডাউষ্টারস্-উইভেলকে কেউ যদি খুব প্রহার করে, আমি কখনই বল্‌ব না সে অন্যায় করেছে। আমি যদি আর একটু ছোট হতাম ত আমি নিজেই তাকে উত্তম মধ্যম দিতাম। লোকটা ভণ্ড, প্রতারক, পাজি, বদমাস। আমার কাছ থেকে হাজার দেড়েক টাকাও ঠকিয়ে নিয়েছে। সার আর্থারের কত নিয়েছে, তা ভগবান জানেন। তা ছাড়া আমার জানা আছে, ও লোকটা আমাদের সরকারের বন্ধু নয়।"

বেলি লিটিল্‌জন বলিয়া উঠিলেন, "তাই না কি ? ও কথা যদি আমার জানা থাকত ত ব্যাপারটা অন্য রকম দাঁড়াত"

ওল্ডবক বলিলেন, "ঠিক। জার্ম্মানটাকে প্রহার করে বুড়ো এডি রাজার প্রতি কৃতজ্ঞতার পরিচয়ই দিয়াছে। রাজার শত্রুকে যত ইচ্ছে মারা ভাল। আর লুঠের কথা ? একদল মিশনরীর টাকা লুঠ করা যেমন আইনসঙ্গত, ওর টাকা লুঠে নেওয়াও তাই। আচ্ছা, ধরুন, যদি সেন্টরুথএ এই দেখাশুনার মধ্যে কোন রাজনৈতিক ব্যাপার থাকে, সাগর পারে কোন ধনী লোকের কাছে ঘুষ খেয়ে যদি ধ্বংসস্তূপে লুকোনো ধনরত্ন উদ্ধার করবার ব্যবস্থা জার্ম্মানটা করে থাকে, তাহলে কতবড় গুপ্ত ষড়যন্ত্র বলুন ত !"

"আপনি আমার মনের কথাই বলেছেন এ ব্যাপারটার আগুন্ত যদি বার করা যায় ত আমার ভাগ্য ফিরে যাবে। এখন থেকে কি স্বেচ্ছাসেবকদের ওর পেছনে ভিড়িয়ে দেব ?"

"না, না, এত তাড়াতাড়ি নয়! আচ্ছা, এডির

সঙ্গে আমাকে কথা বলবার অনুমতি দেবেন আপনি ?"

"নিশ্চয়, কিন্তু তার কাছ থেকে কিছুই জানতে পারবেন না। সে আমাকে খোলাখুলি জানিয়েছে যে, স্বীকারোক্তির ফলে অনেক নিদোষ লোক শেষকালে ফাঁসী কাঠে চড়ে।"

"আচ্ছা, সে দেখা যাবে। এখন আপনার অমত নেই ত ?"

"কোন আপত্তি নেই, মঙ্কবার্নস্। নীচে সার্জ্জেণ্টের গলা শোনা যাচ্ছে। এখন প্যারেড করতে হবে। বেবি, আমার বন্দুক নীচে নিয়ে চল।"

ম্যাজিষ্ট্রেট নীচে চলিয়া গেলেন।

ওল্ডবক ভাগিনেয়কে বলিলেন, "তুমি আধঘণ্টা ঐ লোকটাকে নানান কথায় ভুলিয়ে রাখ। ওর পোষাক-পরিচ্ছদের খুব প্রশংসা করো।"

অনিচ্ছা সত্ত্বে হেক্‌টর নীচে নামিয়া গেল। এই জাতীয় নাগরিকদিগকে সে ঘৃণা করিত। যাহারা অস্ত্রব্যবসায়ী নহে, তাহারা অস্ত্র লইয়া বড়াই করিবে, ইহা তাহার অসহ্য।

কিন্তু মাতুলকে অসন্তুষ্ট করিতে সে চাহে না। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে চলিয়া গেল।

৩৮

Woll, woll, at worst; 'tis neither
theft nor coinage,
Granting I knew all that you
charge me with,
What though the tomb hath borne
a second birth,
And given the wealth to one that
knew not on't,
Yet fair exchange was never robbery,
For less here bounty—

Old play.

ম্যাজিষ্ট্রেটের ঘরে এডিকে আনিয়া প্রশ্ন করিবার পরিবর্তে প্রত্নতাত্ত্বিক অন্য ঘরেই তাহাকে পরীক্ষা করা সঙ্গত মনে করিলেন। তিনি দেখিলেন, বৃদ্ধ এক বাতায়নের ধারে বসিয়া সমুদ্রের দিকে চাহিয়া আছে, তাহার চক্ষু দিয়া বড় বড় ফোঁটা পড়িতেছে। তাহাও তাঁহার দৃষ্টি এড়াইল না। বৃদ্ধের মুখ কিন্তু প্রশান্ত, উত্তেজনার কোন চিহ্ন ছিল না। সে যেন সর্ব্বতোভাবে আপনাকে ভগবানের হাতে সঁপিয়া দিয়াছিল।

ওল্ডবক্ তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন, ইহা এডি জানিতে পারিল না। তিনি তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মিষ্টভাবে বলিলেন, "এডি, এ ব্যাপারে তুমি এমন মুসড়ে পড়েছ দেখে আমি ভারী দুঃখিত হয়েছি।"

চমকিতভাবে ভিখারী তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহিল। তাড়াতাড়ি জামার হাতা দিয়া চক্ষুর জল মার্জ্জনা করিল। সে কম্পিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "মঙ্কবারনস্, আমি ঠিক বুঝেছি, আপনি আসছেন আমাকে বিরক্ত করতে। কারণ, বন্দী দশায় থাকলে সবাই ইচ্ছামত তার উপর যা তা করতে সুযোগ পায়।"

ওল্ডবক্ বলিলেন, "এডি, তোমার এ ব্যাপারটা এমন নয় যে, তোমার দুঃখ দূর করা যাবে না।"

একটু ভর্ৎসনার সুরে ভিখারী বলিল, "মঙ্কবারনস্, আমি জানতুম, আপনি আমার পরিচয় এত ভাল জানেন যে, আমার নিজের এই সামান্য ব্যাপারে আমার চোখে জল আসতে পারে না! এর চেয়েও অনেক বড় দুঃখ আমার উপর দিয়ে গেছে। আমি এখন বেচারা ক্যাক্‌সনের মেয়ের কথাই ভাবছি। তাকে কি করে সান্ত্বনা দেওয়া যাবে, তাই ভাবছি। শেষ ঝড়ের পর টাফরিলের জাহাজের কোন পাত্তা নেই। বন্দরের লোকরা বলাবলি করছে যে, র‍্যাটারী রিফ্‌এ রাজার পক্ষের একখানা জাহাজ আছড়ে পড়ে ভেঙ্গে গেছে—আর জাহাজের সব লোক ডুবে গেছে। মঙ্কবারনস্, আপনি ত জানেন সেই জাহাজে লভেল আছেন। আপনি তাঁকে কত ভাল বাসতেন।"

বিবর্ণ মুখে প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "ভগবান রক্ষা করুন! এর চেয়ে মঙ্কবারনস্‌এ আগুন যদি লাগত, তা আমার সহ্য হত! আমার বন্ধু, আমার সঙ্গী! আমি এখুনি বন্দরে যাচ্ছি।"

ভিকিলটি বলিল, "গিয়ে কোন ফল নেই, কিছুই জানতে পারবেন না। আমি যা জেনেছি, তার বেশী কিছু জানা যাবে না। কর্ম্মচারীরা ভদ্র হলেও, কোন কিছু খবরই দিতে পারছেন না।"

"না, না, এ কথা সত্য হতে পারে না! কোন মতেই সত্য নয়! এ কথা আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না। টাফরিল নিজে দক্ষ নাবিক, লভেলও তাই। যেমন ডাঙ্গায় তেমনি জলে। না, এডি, একথা সত্য হতেই পারে না। 'বাজে লোক বাজে

কথা রটিয়েছে। যাক, এখন এ ব্যাপারে তুমি কি করে জড়িয়ে পড়লে বলত ?"

"আপনি কি হাকিম হিসেবে জিজ্ঞাসা করছেন, না নিজের সন্তোষের জন্য ?"

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "আমার নিজের কৌতূহল তৃপ্তির জন্য, এডি।"

"তা হলে পকেট বই, আর পেনসিল, কলম পকেটে রেখে দিন। ও সব দেখলেই আমাদের মত মূর্খ লোকের ডর লাগে।"

প্রত্নতাত্ত্বিক সবই পকেটজাত করিলেন।

এডি তখন সরলভাবে সেই দিনের সকল ঘটনা বিবৃত করিল। জার্ম্মানটার বদমাইসী দেখিয়া তাহাকে জব্দ করিবার জন্যই সে ঐ প্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল। হ্নিনির সাহায্যে উহাকে ভয় দেখাইবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু শেষকালে কিছু বাড়াবাড়ি হইয়া গিয়াছিল। পকেটবই সম্বন্ধে সে বলিল যে, হ্নিনি উহা ফেরত দিত, কিন্তু সমুদ্রে তাহার প্রাণবিয়োগ ঘটায় উহা আর সম্পন্ন হয় নাই।

একটু নীরবে চিন্তা করিয়া প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "তোমার বিবরণই ঠিক বলে মনে হচ্ছে। আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি। আচ্ছা এডি, আমি তোমাকে জামীনে মুক্ত করব। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দিনে হাজরে দিও, নইলে আমার টাকা নষ্ট হয়ে যাবে।"

"আমার জন্য ভাববেন না, মঙ্কবারনস্। আমি হাজরে ঠিক সময়ে দেব। আমার জন্য আপনার এক কপর্দ্দক নষ্ট হবে না, জানবেন। আজকের দিনটা খুব ভাল। এখন ছাড়া পেলেই আমি বন্ধুদের খবর জানবার জন্য যাব।"

"বেশ, বেশ! ঐ শোন, হাকিম প্যারেড শেষ করে ওঘরে ফিরে এসেছেন। আমি ওঁর কাছে যাচ্ছি। কিন্তু তুমি যে খবর দিলে, সেটা আমি বিশ্বাস করিনে।"

ভিখারী বলিল, "ভগবান যেন তাই করেন— আপনার অনুমানই যেন সত্য হয়।"

প্রত্নতাত্ত্বিক হাকিমের সহিত দেখা করিলেন। তাঁহাকে বলিলেন, "টাকরিলের জাহাজের সম্বন্ধে মন্দ খবর শোনা যাচ্ছে।"

"আহা বেচারা! টাকরিল সারা সহরের সকলের প্রিয়পাত্র ছিল।"

ওল্ডবক বলিলেন, "কিন্তু আপনি তার সম্বন্ধে অতীতকাল প্রয়োগ করে বলছেন শুনে দুঃখিত হলাম।"

"মঙ্কবারনস্, কথাটার ভেতর সত্য থাকতে পারে বলে আশঙ্কা হচ্ছে। কিন্তু তবু আশা করাই ভাল। দুর্ঘটনাটা বিশ মাইল দূরে ঘটেছে বলে শোনা যাচ্ছে। আমি এ সম্বন্ধে সন্ধান নিচ্ছি—আপনার ভাগ্‌নে ত শুনেই দৌড়ে চলে গেছেন।"

এমন সময় হেক্‌টর কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াই বলিল, "আমার বিশ্বাস, সব মিছে কথা। শুধু জনরব —কোন প্রমাণ নেই।"

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "আচ্ছা, হেক্‌টর, যদি ব্যাপারটা সত্যি হত, তা হলে লভেল কার দোষে ঐ জাহাজে ছিলেন ?"

হেক্‌টর বলিল, "আমার দোষ নয়, তা আমি ঠিক জানি। শুধু আমার দুর্ভাগ্য একথা বলতে পারেন।"

মাতুল বলিলেন, "তাই নাকি! আমি ত তা ভেবে দেখিনি।"

যুবক সৈনিক বলিল, "আপনি ত সবতাতেই আমার দোষ খুঁজে দেখতে চান। কিন্তু তা হলেও এ ব্যাপারে আমার উদ্দেশ্যকে নিন্দে করতে পারেন না। আমি লভেলকে বিদ্ধ করবার বিশেষ চেষ্টা করেছিলাম। যদি আমার লক্ষ্যভেদ সার্থক হত, তা হলে আমার দশা তাঁর মতই হত। আর তাঁর দশা আমার মতই হত।"

"তা হলে এবার কাকে বিঁধতে চাও ? ঐ বন্দুকটা কিসের জন্য ?"

ম্যাকইনটায়ার বলিল, "১২ই তারিখে লর্ড গ্লেনালানের জলাভূমিতে শিকার করতে যাব, তারই জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।"

"হেক্‌টর, সেখানে সীলমাছের মত ব্যাপার করে বসবে না ত ?"

"সীল চুলোয় যাক। আপনি, মামা, আমার একদিনের নির্ব্বুদ্ধিতার কথা আর কিছুতেই ভুলবেন না দেখছি।"

"যাক্, সে জন্য তোমার মনে লজ্জা হয়েছে দেখে আমি খুসী হলাম।"

তার পর হাকিমের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "বেলি, বুড়ো অকিলট্রিকে জামীন দিতে হবে। যা বয়সয়, এমন টাকা জামীন চাইবেন।"

বেলি বলিলেন, "কিন্তু ব্যাপারটার গুরুত্ব আপনি বুঝে দেখছেন না। অপরাধটা হচ্ছে, আক্রমণ ও লুণ্ঠন।"

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "ওসব কথা ছেড়ে দিন। আগে আপনাকে একটু ইঙ্গিত দিয়েছি। এর পর সব খবর দেব—গুপ্ত ব্যাপার আছে, আমি বলছি সব আপনাকে জানাব।"

"দেখুন, বাজে কাজ করেই মলাম। যদি গুপ্ত ব্যাপার জানতে পারি, আমার কাজে লাগবে।"

"কোন চিন্তা নেই, আমি সব খবর দেব। এডি ভারী একগুঁয়ে। একটু আধটু যা জান্‌তে পেরেছি, তাতে হবে না। ওর কাছ থেকে সব কথা শুনে নিয়ে আপনাকে সব জানিয়ে দেব।"

"তা হলে লোকটার পেছনে লোক লাগিয়ে দেই ?"

"আমার তাই ইচ্ছে।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "বস্, আর বল্‌তে হবে না। শীঘ্র আমি তার ব্যবস্থা করছি। কিন্তু বুড়োর কাছ থেকে যখনি সব জান্‌তে পারবেন, আমায় খবর দেবেন! রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে, এটার ব্যবস্থা করা চাই।"

ওল্ডবক্ বলিলেন,"সে ত ঠিক জানাব আপনাকে। এসব ব্যাপার নিয়ে তাল পাকাতে আমার ভাল লাগে না। তবে কথাটা মনে রাখবেন, আমি এমন কথা বলিনি যে, নিশ্চিতই একটা ষড়যন্ত্র হচ্ছে—আমি বলেছি, এই লোকটার সাহায্যে হয়ত একটা ষড়যন্ত্রের খবর বের করতে পারব।"

"যদি ষড়যন্ত্র হয়, তাহলে রাজদ্রোহ বল্‌তে হবে। আচ্ছা বুড়োর জন্য ৪ শত মার্ক জামীন দেবেন ত ?"

"আরে কি বলছেন, নীল গাউনপরা লোকটার জন্য ৪ শত মার্ক! ১৭০১ খৃষ্টাব্দের জামীনের সম্বন্ধে যে আইন হয়েছে, সেটা মনে করে দেখুন। ৪শ থেকে একটা শূন্য বাদ দিন। জামীনের জন্য ৪০ মার্ক।"

"মিঃ ওল্ডবক্, ফেয়ারপোর্টের সবাই আপনাকে ভালবাসে—আপনাকে খুসী করতে চায়। আপনি যে খুব বিশ্বস্ত লোক, তা আমি জানি। ৪০ মার্ক নষ্ট হয়, এও আপনি চান না। আপনার কাছে ৪০ মার্ক ৪শ মার্কেরই মত। বেশ আপনার জামীন নিলুম।"

"বেশ, আমি জামীন রইলুম। এডি অকিল্‌টি যথাসময়ে হাজির হবে। আপনার কেরাণীকে জামীন-নামা লিখে দিতে বলুন, আমি সই করে দিচ্ছি।"

যথাসময়ে জামীননামা স্বাক্ষরিত হইল। এডি মুক্ত হইয়া বাহির হইল। মাতুল ও ভাগিনেয় গৃহে ফিরিবার আয়োজন করিলেন।

৩৯

Full of wise saws and modern instances.

As you like it.

পরদিন প্রাতঃকালে প্রত্নতাত্ত্বিক প্রাতরাশের পর বলিলেন, "হেক্‌টর, তোমার বন্দুকটা সরিয়ে রাখ, ওতে আমাদের স্নায়ু শিউরে উঠছে।"

ভাগিনেয় বলিল, "আপনার বিরক্তি উৎপাদনের জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু বন্দুকটা চমৎকার—জো ম্যানটনের তৈরী, দাম ৪০ গিনি।"

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "বোকা যারা তাদের টাকা ঐ রকমে নষ্ট হয়। জো ম্যানটনের বদলে জো মিলার কি দোষ করেছিল ? এত টাকা নষ্ট করবার তোমার আছে, একথা শুনে আমার আনন্দ হচ্ছে।"

"সব লোকেরই একটা খেয়াল আছে—আপনিও তাই ভালবাসেন।"

মাতুল বলিলেন, "হেক্‌টর, আমার বইগুলো যদি তোমার সম্পত্তি হত, তা হলে বন্দুকের দোকানে সে-গুলো চলে যেত, বা ঘোড়ার বাজারে আশ্রয় নিত; অথবা কুকুরওয়ালার খেয়াল মিটুতে শেষ হত।"

"মামা, আপনার বইগুলো ব্যবহার করতে আমি শিখিনি, সে কথা ঠিক; যাতে ওগুলো ভাল লোকের হাতে পড়ে, সে ব্যবস্থা আপনি করবেন। কিন্তু আমার মাথার দোষ আমার অন্তরের ওপর চাপাবেন না।"

একটু নরমস্বরে মাতুল বলিলেন, "মাঝে মাঝে তোমাকে একটু খোঁচা আমি দেই বটে। তাতে তোমাকে শিক্ষা দেই যে গুরুজনদের মান্য করা উচিত—তাঁদের কথা শোনা উচিত; এতে শৃঙ্খলা বজায় থাকে। আমার কাছে থাক্‌লে তোমার সময় সুখে কাটবে। তুমি আর রাগ করো না। ঐ দেখ এডি আস্‌ছে। ওর সঙ্গে আমার কাজ আছে।"

মাতুল কক্ষ হইতে নির্গত হইতেই হেক্‌টর বলিয়া উঠিল, "মামা খুব ভাল লোক মানি। আমাদের ওপর স্নেহও প্রচুর আছে। কিন্তু সীল মাছ সম্বন্ধে ওঁর বিদ্রূপ শুনলে আর এখানে থাক্‌তে ইচ্ছে হয় না। ওঁর মুখ যাতে না দেখতে হয়, তার জন্য পশ্চিম দ্বীপ-পুঞ্জে গিয়ে থাক্‌তে ইচ্ছে হয়।"

মিস্ ম্যাকইনটায়ার তাঁহার মাতুলকে খুব ভক্তি করিতেন, কিন্তু ভ্রাতার প্রতিও তাঁহার স্নেহ প্রবল-তম ছিল। এরূপ ক্ষেত্রে তিনিই উভয়ের মধ্যে মিলনের দূতী সাজিতেন। মাতুল ঘরে ফিরিয়া আসিতেই তিনি তাড়াতাড়ি তাঁহার কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

"কি গো বাছা, তোমার মুখখানা অমন কেন ? জুনো আর কোন ক্ষতি করেছে না কি ?"

"জুনো নয়, মামা। কিন্তু জুনোর মনিব সীল মাছ নিয়ে আপনার তামাসাকে এত ভয় করেন যে, ওর প্রাণে বড় ব্যথা লাগে। ওর বোকামি তা

ঠিক, কিন্তু আপনার কথায় এমন ঝাঁজ যে, সবাই অস্থির হয়ে পড়ে।"

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "মা লক্ষ্মি, এখন থেকে আমি লাগাম টেনে রাখব। আর কখনো সীলের নাম করব না। এমন কি, সীল মোহর দরকার হলে, ইঙ্গিতে তোমায় ডেকে সেটা দিতে বলব।"

ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রত্নতাত্ত্বিক প্রস্তাব করিলেন, মসেলক্রোগএর দিকে একটু বেড়াইতে যাইবেন। তিনি বলিলেন, "মকলব্যাকইটের কুটীরে একটি মেয়েমানুষকে কয়েকটা প্রশ্ন করবার দরকার আছে। সে সময় এক জন বুদ্ধিমান সাক্ষীর থাকা দরকার। তুমি সঙ্গে থাকলেই চলবে, হেক্টর।"

ম্যাকইনটায়ার মাতুলের কথায় ভীত হইয়া বলিল, "কেন, এডি বা ক্যাকসন সঙ্গে থাকলে চলবে না, মামা? তারা ত আমার চেয়ে ভাল।"

"তোমাকেই আমি নিয়ে যেতে চাই, হেক্টর। এডি অবশ্য সঙ্গে থাকবে। কিন্তু সে এখনো জামীন খালাস আসামী, সাক্ষী হিসাবে তার মূল্য এখন বেশী হবে না।"

খানিক পরে তিন জনে মসেলক্রোগ অভিমুখে চলিলেন। মাতুল ও ভাগিনেয় অগ্রে চলিতেছিলেন—এডি দুই এক পদ পশ্চাতে ছিল।

প্রত্নতাত্ত্বিক এডিকে বলিলেন, "তা হলে অবস্থা খুব গুরুতর হয়েছে?"

ভিখারী বলিল, "সার আর্থারের অবস্থা এখন যা দাঁড়িয়েছে, তাতে কেউ তাঁকে তাড়াতাড়ি সাহায্য না করলে, সব মাটী হয়ে যাবে। তাঁকে জেলে যেতে হবে।"

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "তুমি বোকার মত কথা বলছ। ভাগ্নে, আমাদের এ দেশে এমন সুন্দর ব্যবস্থা যে, দেনার দায়ে কাউকে জেলে দেওয়া চলে না।"

"তাই না কি? আমি একথা জানতাম না। এ রকম আইন যদি থাকে, তা হলে আমাদের সেনাবাহিনীর অনেকের সুবিধা হবে।"

অকিলট্রি বলিল, "দেনার দায়ে যদি জেল যেতে না হয়, তবে ফেয়ারপোর্টে অনেকে জেলে থাকে কেন? সবাই বলে যে, পাওনাদাররা তাদের জেল দিয়েছে।"

"ঠিক বলেছ, এডি, কিন্তু জ্ঞান নেই বলেই তারা থাকে। হেক্টর কথাটা শুনে যাও। এডি, তুমিও মন দিয়ে শোন, জেনে রাখ, স্কটল্যাণ্ডের কোন লোককে দেনার জন্য গ্রেপ্তার করা চলে না।"

"আমার জেনে কোন লাভ নেই," মঙ্কবারনস্ কারণ, আমার মত ভবঘুরেকে কেউ এক কপর্দকও ধার দেবে না।

"আচ্ছা, ব্যাপারটা জেনে নেও। ধর, এক জন টাকা শোধ দিতে পারে নি বলে তাকে জেলে দেওয়া হল। না, তা ঠিক নয়। ঠিক বিপরীত। পাওনাদারের অনুরোধ অনুসারে রাজা মধ্যস্থতা করতে লাগলেন। একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে—পনর ১৫ দিন বা ৬ দিন—তাঁর হুকুমমত টাকা শোধ করে দেবার হুকুমনামা দেনাদার পেলে। লোকটা শুনলে না, রাজার আদেশ অমান্য করলে। ফলে কি হল? তখন তাকে আইনমতে বিদ্রোহী বলে ঘোষণা করা হল। রাজার আদেশ সে পালন করেনি বলে। তখন তাকে কারাগারে দেওয়া হয়। দেনার জন্য নয়, রাজার হুকুম অমান্য করবার জন্য। কি, হেক্টর? এরকম কথা আগে কখনো শুনেছ?"

"না, মামা। এরকম ক্ষেত্রে, আমার ঋণ শোধ দেবার জন্য আমি রাজার আদেশ লঙ্ঘন না করে, তাঁর কাছে কিছু টাকা চেয়ে পাঠাই।"

মাতুল বলিলেন, "তুমি যে শিক্ষা পেয়েছ, তাতে এসব বিষয় চিন্তা করবার শিক্ষা দেওয়া হয়নি। রাজ-আদেশের মাহাত্ম্য কল্পনা করবার শক্তি তোমার নেই।"

"না, তা নেই, মামা। কিন্তু কোন লোক ঋণের টাকা দিতে না পেরে যখন জেলে যায়, তখন সে পাওনাদারের জন্য যাচ্ছে, কিংবা রাজদ্রোহী বলে তার জেল হচ্ছে, তাতে কিছু আসে যায় না। কথা একই। তবে আপনি বলছেন, রাজাদেশে কয়েকদিন ঋণ শোধের সময় পায়; কিন্তু আমার যদি হত, তাহলে আমি রাজা ও পাওনাদারদের মধ্যে বোঝাপড়ার অবকাশ দিয়ে নিজে সেই সময়ের মধ্যেই সোজা গা ঢাকা দিতাম।"

এডি বলিল, আমি হলেও তাই করতাম।"

মঙ্কবারনস্ বলিলেন, "যা তোমরা বলছ, তা ঠিক বটে। কিন্তু আইনে যাদের ব্যবহার সন্দেহজনক বলে মনে হয়, সে রকম দেনদারদের সময় দেওয়া হয় না, তাড়াতাড়ি তাদের সম্বন্ধে বিহিত ব্যবস্থা হয়ে যায়।"

অকিলট্রি বলিল, "তার মানে ওয়ারেণ্ট দিয়ে ধরে নিয়ে যায়। কিন্তু ওকে? বেচারা ম্যাগী না?"

সেই বটে। মাতার বুকে সন্তানশোক প্রশমিত না হইলেও, সংসারের চাপে বাহিরে অনেকটা হ্রাস পাইয়াছিল। ওল্ডবক্‌কে দেখিয়া সে অভিবাদন

জানাইল, "কেমন আছেন আপনারা, মঙ্কবারনস্? বেচারা ষ্টিনির জন্য আপনি যা করেছিলেন, তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে যেতে পারিনি—নানা ঝঞ্ঝাটে আটকে পড়েছিলাম। যাক্, কতকগুলো ভাল মাছ আছে। তিন শিলিং করে একডজনের দাম হিসেবে আপনাকে দেব।"

ওল্ডবক্ বলিলেন, "কি করা যায় বল ত, হেক্টর? এর আগে ওর কাছ থেকে মাছ কিনে, বাড়ীতে মেয়েদের কাছে বকুনি খেয়েছিলাম।"

হেক্টর বলিল, "কি আর করবেন! ও যা দাম চাইছে তাই দিন। নয় ত বলুন, আমি একযোড়া মাছ কিনে পাঠিয়ে দেই।"

সে টাকা দিতে গেলে ম্যাগী হাত সরাইয়া লইয়া বলিল, "না, না, ক্যাপ্টেন, আপনি এখনো ছেলে-মানুষ, এখনো বিয়ে থা করেন নি। জেলের বৌয়ের হাত থেকে তার প্রথম মাছ কখনো আপনি কিন্‌বেন না। আমি মাছ নিয়ে মঙ্কবারনসএই যাচ্ছি। জেনীর সঙ্গে অনেকদিন দেখা নেই। তার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না, শুনেছি। তাকেও অমনি দেখে আসব খন।"

ম্যাগী তাহার বোঝা লইয়া চলিয়া গেল।

এডি বলিল, "এবার ত মকলব্যাকইটের বাড়ীর কাছে এসে পড়লাম। বাড়ীর মধ্যে যেতে আর আমার ইচ্ছে করে না, হুজুর। ষ্টিনিটা চলে গেছে, আমার মনও ভেঙ্গে গেছে। বিশেষতঃ বুড়ী এখনো ওখানে রয়েছে।"

ওল্ডবক্ বলিলেন, "আচ্ছা, এই বুড়ী না তোমায় লর্ড গ্লেনালানের কাছে কি সংবাদ দিয়ে পাঠিয়েছিল?"

সবিস্ময়ে ভিখারী বলিল, "আজ্ঞে হাঁ, হুজুর। কিন্তু আপনি সে কথা জানলেন কি করে?"

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "লর্ড গ্লেনালান আমায় নিজেই বলেছেন। সুতরাং তোমার ভয়ের কারণ নেই—বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধ তোমার হবে না। তিনি ইচ্ছে করেন যে, আমি বুড়ীর জবানবন্দী নেই, অবশ্য তাঁর পারিবারিক ব্যাপার সম্বন্ধে। তোমাকে সঙ্গে এনেছি কেন জান? বুড়ীর বয়স হয়েছে, অনেক কথা তার মনে থাকে না। তোমাকে দেখলে, তোমার গলার স্বর শুনলে, তার পূর্ব্ব স্মৃতি ফিরে আসতে পারে। হেক্টর, কি করছ তুমি?"

ক্যাপ্টেন বলিল, "আমি শীষ দিয়ে কুকুরটাকে ডাকছিলাম। বড় দূরে রে চলে যায় কুকুরটা—আমি জানি, আমাকে নিয়ে আপনার অনেক অসুবিধা।"

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "না গো, না। তোমায় নিয়ে কোন অসুবিধা নেই। এডি, আমি বলছিলাম কি যে, মানুষের মনকে রেশমী সুতোর মত ব্যবহার করতে হয়। একটা মুখ সাবধানে খুলে দিলে, সুতোটা বেশ খুলে আসে—জট্ পাকিয়ে যায় না।"

ভিখারী বলিল, "ওসব আমি কিছু বুঝিনে। তবে তার সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয়। ওকে দেখলে কিন্তু ভয় করে, ভয়ের ভাষায় বেশ কথা বলে। সত্যি ও বেশ লেখাপড়া শিখেছিল, তবে ওর উপযুক্ত ঘরে বরে, বিয়ে হয় নি।"

৪০

Life ebbs from such old age, unmarked
and silent,
As the slow neap-tide leaves you
stranded gally—
Late she rocked merrily at the
least impulse
That wind wave could give but
now her keel
Is setting on the sand, her mast
has ta'en
An angle with the sky, from
which it shifts not.
Each wave receding shakes her
less and less,
Till, bended on the strand, she
shall remain
Useless as motionless.—

Old Play.

প্রত্নতাত্ত্বিক কুটীর-দ্বার মুক্ত করিতেই শুনিলেন, তীক্ষ্ণকণ্ঠে এলস্‌পেথ একটা পুরাতন গাথা আবৃত্তি করিতেছে। শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন।

মাঝে মাঝে সে যেন নাতি-নাতনীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিল, "আরে, অত গোল করিস্ না।"

বৃদ্ধা আবার আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিল।

এডি কি বলিতে যাইতেছিল, ওল্ডবক্ বাধা দিয়া বলিলেন, "চুপ! শোন, ও কি বলে।"

বৃদ্ধা প্রাচীন কাহিনী আবৃত্তি করিয়া চলিল।

হেক্টরকে লক্ষ্য করিয়া ওল্ডবক্ বলিলেন "শুনছ ত? তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের লোল্যাণ্ডের লোকরা ভাল চোখে দেখ্‌ত না।"

হেক্টর বলিল, "এক জন বুড়ী নিৰ্বোধ মেয়েমানুষ পুরোণো গান গাইছে, আর তাই আপনি শুনছেন, এতে আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি। এসব বাজে গান আপনার ভাল লাগে? হাইল্যাণ্ডদের বিরুদ্ধে এ রকম গান শুনে আপনার লজ্জা হয় না, মামা?"

সম্ভবতঃ বৃদ্ধা তাঁহাদের কথাবার্ত্তার শব্দ শুনিতে পাইয়াছিল। কারণ, তাহার আবৃত্তি থামাইয়া সে বলিল, "ভেতরে আসুন আপনারা। ভালমানুষ যাঁরা, তাঁরা দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকেন না।"

সকলে কুটীর-মধ্যে প্রবেশ করিয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন, এলস্পেথ একা।

সে বলিল, "বাড়ীতে কেউ নেই, সবাই বাইরে গেছে। আপনারা বসুন, কেউ না কেউ শীঘ্র আসবে। আমার ছেলের বোয়ের সঙ্গে যদি আপনাদের দরকার থাকে, বা আমার ছেলের কাছে প্রয়োজন থাকে, তারা একটু পরে ফিরবে। আমি কারো সঙ্গে কাজকর্ম্মের কথা বলিনে। ও রে ছেলেরা, বসবার আসন দে—না, তারা কেউ নেই। আপনারা বসুন মশাই, সবাই এখুনি আসবে।"

বৃদ্ধা তাহার হাতের কাজ লইয়া পড়িল। আগন্তুকদিগের প্রতি আর ফিরিয়াও চাহিল না।

ওল্ডবক্ বলিলেন, "এখন ব্যাপারটা আরম্ভ করা যায় কি করে?"

এডি বলিল, "আমরা যে কাজের জন্য এসেছি, আপনি আরম্ভ করে দিন।"

"কিন্তু কি করে আরম্ভ করা যায় বল ত? ও এমন ভাবে বলছে যেন, কিছু ওর মনে নেই। এডি, তুমি ওর সঙ্গে কথা বল। ওকে স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা কর, ও তোমাকে যে কাজে পাঠিয়েছিল।"

এডি উঠিল, এবং প্রথমবার উহার সম্মুখে যে ভাবে বসিয়াছিল, সেই ভাবে উপবেশন করিল। "তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।"

বুড়ী সাধারণভাবে কথা বলিল, "সম্প্রতি আমাদের বড় সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে—যাদের অল্প বয়স, তারা কি করে যে সহ্য করে।—আমার সব সহ্য হয়। ইনি মারা গেছে, আমি তার শেষ কাজ দেখেছি।"

হেক্টর বলিল, "এ বুড়ীর কাছ থেকে কাজের কথা আদায় করা ভারী কঠিন হবে দেখছি। এমন ভাবে চুপ করে বসে থেকে সময়ই শুধু নষ্ট হবে।"

ক্রুদ্ধভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক বলিল, "হেক্টর, যদি ওর দুর্ভাগ্যের জন্য ওর প্রতি সম্মান দেখাতে না পার, ওর মাথার পাকাচুল ও বয়সের জন্য শ্রদ্ধা করা উচিত।" ই বলিয়া তিনি একটি লাটীন কবিতা আবৃত্তি করিলেন

বৃদ্ধা বলিয়া উঠিল, "এটা ত লাটীন কবিতা।" এই বলিয়া চারিদিকে উন্মত্তের ন্যায় দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "শেষকালে কোন ধর্ম্মযাজক কি আমার কাছে এলেন না কি?"

"শোন, হেক্টর! তুমি ঐ কবিতার মানে যেমন বুঝেছ বৃদ্ধাও রকম অর্থবোধ করেছে।"

"আপনি কি মনে করেন যে, ওর মত আমি ল্যাটীন বুঝেছি?"

"হ্যাঁ, এই দেখ না—চুপ, ও কি যেন বলতে যাচ্ছে।"

"না, না, আমার পুরুতের দরকার নেই। আমি যে ভাবে বেঁচে আছি, সেই ভাবেই মরতে চাই—কেউ বলতে পারবে না, আমার মনিবের প্রতি আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। আমার আত্মার মুক্তির বিনিময়েও নয়।"

ভিখারী বলিল, "এটা ত দুষ্ট বিবেকের কথা। আমার ইচ্ছে হচ্ছে, ও সব কথা খুলে বলুক। তাতে ওরই ভাল হবে।"

সে তখন বৃদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "কর্ত্তা-মা, আমি তোমার কথামত আর্লের কাছে গিয়েছিলাম।"

"কোন্ আর্ল? আমি ত কোন আর্লকে চিনিনি। এক সময়ে একজন কাউন্টেসকে চিনতাম। তাকে না জানাই ভাল ছিল! কারণ, তার সঙ্গে পরিচয়ের পর প্রথম এল অহঙ্কার, তার পর এল ঈর্ষা, তার পরে প্রতিহিংসা, তার পরে মিথ্যা সাক্ষ্য। হত্যাও এসে দরজায় দাঁড়িয়েছিল। আচ্ছা, এই সব সুখের অতিথি মেয়েমানুষের হৃদয়ে জুড়ে বসেছিল না কি? আমি ত জানি, তারা দলে দলে এসে ভিড় জমিয়েছিল।"

এডি বলিল, "কিন্তু বুড়ীমা, আমি কাউন্টেস্ গ্লেনালানের কথা বলিনি, আমি তাঁর ছেলে লর্ড জেরাল্ডিনের কথা বলছিলাম।"

বৃদ্ধা বলিল, "এখন মনে পড়েছে। তাঁর সঙ্গে সম্প্রতি দেখা হয়েছিল, অনেক কথা হয়েছিল। সেই সুন্দর লর্ডের চেহারা বুড়িয়ে গেছে—শুকিয়ে গেছে, আমারই মত। অনেক শোকতাপে ঐ রকম হয়েছে প্রকৃত ভালবাসায় ঘা পড়েছিল, তাই তিনি ঐ রকম হয়ে গেছেন। কিন্তু আমাকে কেউ দোষ দিতে পারবে না। তিনি ত আমার ছেলে ছিলেন না, আর তিনি ছিলেন আমার মনিব। লর্ড আধা গ্লেনালান—

তাঁর মা ছিলেন পুরো গ্রেনালান্। ঐ কাউণ্টেস্ জোসিলিনের জন্য আমি কষ্ট সহ্য করব কেন—না, তা হতে পারে না।"

সে আর কিছু বলিবে না সংকল্প করিয়া নিজের কাজ লইয়া বসিল।

ভিখারী বলিল, "বুড়ীমা, আমি শুনেছি, দুষ্ট লোক বলে যে, লর্ড জেরাল্ডিনের সঙ্গে তাঁর তরুণী বিয়ের কনের কি ঝগড়া হয়েছিল।"

ভীতভাবে বলিল, "ঝগড়া হয়েছিল? দুষ্ট লোকের নিন্দাতেই বা তাঁর কি যাবে আসবে? মেয়েটি ভাল ও সুন্দরী ছিল, তা সবাই বল্‌তে বাধ্য। তাঁর যদি কথা বলবার সময় থাকৃত, তা হলে তিনি লেডীর মতই এখন বেঁচে থাক্‌তে পারতেন।"

অকিলট্রি বলিল, "কিন্তু, বুড়ীমা, আমি শুনেছি, সারা দেশে সাড়া পড়ে গিয়েছিল, তাঁদের বিয়ে হয়েছে বলে।"

বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি বলিল, "কে এ কথা সাহস করে বলে?—কে বলে তাদের বিয়ে হয়েছিল? কে সে কথা জানে? এ কথা কে বলেছে? কাউণ্টেস্ বলেননি—আমিও বলিনি! যদি গোপনে তাঁদের বিয়ে হয়ে থাকে, গোপনেই বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে। তাঁরা নিজের প্রতারণার নির্ঝরের জল পান করেছিলেন।"

আর নীরব থাকিতে না পারিয়া ওল্ডবক্ বলিলেন, "না গো বাছা, তা নয়। তুমি ও তোমার দুষ্ট মনিব যে বিষ তাঁদের পান করতে দিয়েছিল, তাই তাঁরা পান করেছিলেন।"

বৃদ্ধা বলিল, "আমি জানতাম, এ কথা প্রকাশ পাবে। আমাকে যখন পরীক্ষা করবে, আমি চুপ করে বসে থাক্‌ব। আমাদের যুগে জ্বালাযন্ত্রণা দেবার প্রথা ছিল না। যদি তা থাক্‌ত, আমার কাছ থেকে কথা বের করুক ত! যে চাকর মনিবের নুন খেয়ে তার নিন্দে করে, সে চাকর ভাল নয়।"

"এডি, ওর সঙ্গে তুমিই কথা বল। তোমার কথায় ও ঠিক জবাব দেয়।"

অকিলট্রি বলিল, "ওর কাছ থেকে আর কথা বের করা যাবে না। ঐ রকম হাত গুড়িয়ে ও যখন বসে, তখন এক হপ্তার মধ্যে ওর মুখ আর খোলে না। যাক্, আমি চেষ্টা করে দেখি। তাহলে বুড়ীমা, তোমার মনিব কাউণ্টেস্ জোসেলিনকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, সে কথা তোমার মনে পড়ে না?"

ঐ নাম শুনিবামাত্র তাহার মনে প্রভাব বিস্তার করিল! সে সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "সরিয়ে দেওয়া হয়েছে! তাহলে আমাদেরও যেতে হবে! ঘোড়ায় চড়েই সকলকে যেতে হবে। সকলকে বলে দিও, তারা যেন লর্ড জেরাল্ডিনকে বলে, আমরা আগেই চলেছি। আমার টুপী আর অবগুণ্ঠনটা এনে দেও। এ রকমে ত তোমরা আমাকে লেডীর সঙ্গে যেতে দেবে না তাঁর গাড়ীতে?"

বৃদ্ধা তাহার শীর্ণ, ক্ষীণ বাহু তুলিয়া যেন অশ্বারোহণ পরিবার ভঙ্গী করিতে লাগিল—যেন এখনই বাহিরে যাইবে। তার পর দুই বাহু ধীরে ধীরে নামাইয়া লইল; মস্তিষ্কমধ্যে বাহিরে যাইবার ধারণা লইয়া সে তাড়াতাড়ি যেন অগ্রসর হইল। সে বলিল, "মিস্ নেভেলিকে ডাক—লেডী জেরাল্ডিন বলে কাকে বলছ? আমি বলছি মিস্ ইভলিন নেভেলি, লেডী জেরাল্ডিন নয়—লেডী জেরাল্ডিন বলে কেউ নেই। তাঁকে সে কথা জানিয়ে দেও, সেই সঙ্গে তাঁর ভিজে গাউন বদ্‌লে ফেল্‌তে বল! অমন বিবর্ণ মুখে যেন তিনি না থাকেন। ছেলে! ছেলে নিয়ে তাঁর কি হবে? কুমারীদের ছেলে থাকে না, আমি বল্‌ছি। টেরেসা—টেরেসা—মনিব আমাদের ডাকছেন! একটা বাতি নিয়ে এস, সিঁড়িটা অন্ধকার হয়ে আছে। আস্‌ছি, লেডী, আমরা আস্‌ছি।"

বলিতে বলিতে সে আসনে ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল, তার পর তথা হইতে গড়াইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল।

এডি তাহাকে ধরিয়া তুলিবার জন্য তাড়াতাড়ি দৌড়িয়া গেল। বৃদ্ধাকে তুলিয়া ধরিয়াই সে বলিয়া উঠিল, "সব শেষ হয়ে গেছে—শেষ কথার সঙ্গে সঙ্গেই ওর প্রাণ বেরিয়ে গেছে।"

অগ্রসর হইতে হইতে ওল্ডবক্ বলিলেন, "অসম্ভব।"

তাঁহার ভাগিনেয়ও ছুটিয়া আসিল। সত্যই, তাহার প্রাণ ছিল না। এত সত্য আর কিছু হইতে পারে না। শেষ কথাগুলি তাহার ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার প্রাণপক্ষী দেহ-পিঞ্জর হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। এখন তাহার মৃত-দেহ—চর্ম্মাবৃত অস্থি-কঙ্কাল শুধু সম্মুখে বিরাজিত। এই দেহধারী জীব কত দীর্ঘকাল ধরিয়া মনের পাপের সহিত সংগ্রাম করিয়া আজ দেহ রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে।

এডি বলিল, "ভগবান যেন ওকে ভাল জায়গায় নিয়ে যান! কিন্তু আমি দেখছি, অনেক দিন ধরে ও যেন কি একটা জিনিষ বুকে করে রেখে কষ্ট পাচ্ছিল!"

মৃত্যুর বিভীষিকা ও বিস্ময় সহিয়া আসিলে

ওল্ডবক্ বলিলেন, "পাড়া-প্রতিবেশীদের খবর দেও। ওর কাছ থেকে স্বীকারোক্তি নিতে পারলে ভাল হত। কিন্তু ভগবানের যা অভিপ্রেত তাই হবে। উপায় কিছু নেই!"

কুটীর হইতে সকলে বাহির হইয়া প্রতিবেশী-দিগকে আকস্মিক বিপৎপাতের কথা জানাইলেন। প্রবীণারা তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হইয়া বৃদ্ধার দেহকে সযত্নে শয্যায় শোয়াইয়া দিল। পল্লীর সকলেরই সে মাতার স্বরূপ ছিল। ওল্ডবক্ বৃদ্ধার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

এলিসন্ ব্রেক বৃদ্ধারই প্রায় সমবয়স্ক—কিছু ছোট। সে বলিল, "হুজুর, আমাদের বুক চাঙ্গা রাখবার জন্য কিছু পাঠিয়ে দিলে ভাল হয়। ষ্টিনির কবরের সময় ঘরে যা জীন্ মদ, ছিল সব ফুরিয়ে গেছে। সণ্ডার গরীব, তার ঘরে আর কিছু নেই। এখন বুড়ীর পাশে শুধু মুখে বসে থাকা চলবে না, তাই বলছি। যুববয়সে এলসপেথ খুব চতুর ছিল, কিন্তু তার সম্বন্ধে দু'একটা কথা শোনাও যে না গেছে, তাও নয়। অবশ্য মরা মানুষের সম্বন্ধে কোন খারাপ কথা বলা উচিত নয়। তবে ক্রেগ-বরণফুট থেকে এক জন লেডী ও তাঁর শিশু পুত্রের বেরিয়ে যাওয়া নিয়ে একটা কথা রটেছিল। যা হোক, হুজুর আমাদের ঠোঁট ভিজোবার মত কিছু পাঠিয়ে দিন।"

ওল্ডবক্ বলিলেন, "তোমাদের জন্য কিছু হুইস্কি পাঠাচ্ছি, কিন্তু মড়া পাহারা তোমাদের দিতে হবে, তা বলে রাখ্‌লাম। দেখ্‌ছ, হেক্টর, এ প্রথাটা খাঁটি টিউটনিক্।"

হেক্টর আত্মগতভাবে বলিল, "মামা যে রকম, তাতে খাঁটি টিউটনিক্ কোন লোক এসে চাইলে, তাঁর মস্কবারনস্‌টাই দিয়ে ফেল্‌তে পাবেন!"

এদিকে ওল্ডবক্ তাহাদিগকে আরও কিছু উপদেশ দিতেছিলেন। এমন সময় সার আর্থারের নিকট হইতে এক জন ভৃত্য দ্রুত অশ্বধাবন করিয়া আসিতেছিল। প্রত্নতাত্ত্বিককে দেখিয়াই সে অশ্ব থামাইল। তার পর ব্যস্তভাবে বলিল, "দুর্গে কোন অভাবনীয় ব্যাপার ঘটেছে, মশাই। তাই মিস্ ওয়ারডুর তাড়াতাড়ি আপনার কাছে আমাকে পাঠালেন। মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করে আপনাকে সেখানে যেতে হবে, হুজুর"

কিন্তু কি ঘটিয়াছে, তাহা সে কিছুই বলিতে পারিল না, বা বলিল না।

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "ভয় হচ্ছে, তাঁরও বোধ হয় শেষ হয়ে আসছে। আমি কি কর্ত্তে পারি?"

স্বাভাবিক অধীরভাবে হেক্টর বলিল, "আপনি কি করতে পারেন? ঐ ঘোড়াটার পিঠে চেপে বসে বাড়ীর দিকে মুখ ফেরান—দশ মিনিটে আপনি নকটুইকনক দুর্গে পৌঁছে যাবেন।"

অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া, ভৃত্য জিন ও রেকাব সুবিন্যস্ত করিতে করিতে বলিল, "ঘোড়া খুব শান্ত—আপন মনেই ছুটে যাবে। বোঝা খুব ভারী বোধ হলে সে একটু টানাটানি করে।"

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "বন্ধু, ওর ওপর চড়লেই আমি ভারী বোঝার মত নীচে পড়ে যাব। হেক্টর, তুমি কি আর আমাকে সহ্য করতে পারছ না না কি? না, না, বন্ধু, আমাকে আজ যদি নকটুইক-নক দুর্গে যেতেই হয়, হেঁটেই যাব—ঘোড়ার পিঠে চড়ে নয়। তাতে আমি খুব তাড়াতাড়িই যেতে পারব। ক্যাপ্টেন ম্যাকইনটায়ারের যদি অভিরুচি হয়, তিনি ঘোড়ায় চেপে যেতে পারেন।"

"আমি সেখানে গিয়ে কি উপকারে লাগ্‌ব, মামা? তবে তাঁদের বিপদে আমি সহানুভূতি দেখাতে খুবই ইচ্ছুক। তবে তাই যাই। ঘোড়ায় চেপে আগে গিয়ে আমি তাঁদের জানিয়ে দেই, আপনি আস্‌ছেন। বন্ধু, তোমার কাঁটাগুলো দাও, জুতোয় পরে নেই।"

"তার দরকার হবে না, আর। পথে ও ঘোড়া কোন রকম দুষ্টামি করে না।" তথাপি সে কাঁটা খুলিয়া ম্যাকইনটায়ারের জুতায় যথাস্থানে বসাইয়া দিল।

এই দৃশ্য দেখিয়া ওল্ডবক্ বিস্মিত হইলেন, বলিলেন, "তুমি কি, ক্ষেপেছ, হেক্টর? কুইনটস্ কর্টিয়সের উপদেশ এর মধ্যে ভুলে গেলে না কি? তুমি সৈনিক পুরুষ, তাঁর কথাগুলো তোমার ভোলা উচিত নয়। মনে রেখ, কাঁটা সব সময় দরকার হয়

আমি তার সঙ্গে যোগ করে এই কথা বলি যে, তাতে বিপদও ঘটে।"

কিন্তু হেক্টর কুইন্টস কর্টিয়সের মতামতের অপেক্ষা রাখিল না। মামার কথাতেও কর্ণপাত করিল না। সে শুধু বলিল, "ভয় নেই, মামা! কোন ভয় নেই!"

অশ্ব ও অশ্বারোহী যখন চলিয়া গেল, তখন সেই দিকে চাহিয়া প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "ঠিক জুড়ি মিলেছে, দুজনের। একটা পাগলা ঘোড়া, আর একটা ক্ষ্যাপা ছেলে! সারা খৃষ্টান-জগতে এরাই অবাধ্য

জীব! যেখানে কেউ তাকে চায় না, সেখানে আধ ঘণ্টা আগে পৌঁছাবে, এইমাত্র উদ্দেশ্য! আমার সন্দেহ হচ্ছে, সার আর্থারের যে বিপদ, তাতে এ রকম হাল্কা মনের অশ্বারোহীর কোন প্রয়োজন নেই। ডাউষ্টারস্-উইভেল কোন রকম শয়তানী চাল চেলেছে। অথচ তার জন্য সার আর্থার কি না করেছেন। যতটুকু দরকার, তার বেশী কারও কিছু করতে নেই, ঐ উপদেশ সার আর্থার মানেন নি।"

আত্মগতভাবে ঐ প্রকার আলোচনা করিতে করিতে বালিয়াড়ির উপর দিয়া মঙ্কবারনস্ নকটউইকনক অভিমুখে পদচারণা করিলেন। ইতিমধ্যে আমরা তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া দুর্গে উপস্থিত হইয়া দেখি, কেন তাঁহাকে এমন তাড়াতাড়ি আহ্বান করা হইয়াছে।

৪১

So, while the Goose, of whom the fable told,
Incumbent, brooded O'er her eggos of gold,
With hand outstretched, impatient to destroy,
Stole on her secret nest the cruel Boy,
Whose gripe rapacious changed her splendid dream,
—For wings vain fluttering, and for dying scream.

The Loves of the Sea-woods.

ম্যাষ্টিকটের কবর হইতে উত্তোলিত ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্তির সময় হইতে সার আর্থার এত উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্থিরবুদ্ধির অভাব ঘটিয়াছিল। বাস্তবিক অনেক সময় তাঁহার কন্যার মনে হইত যে, তাঁহার পিতার বুদ্ধিশক্তির অপহ্নব ঘটিয়াছে। তাহাতে কন্যার মনে অত্যন্ত শঙ্কাও জাগিয়াছিল। তাঁহার মনে এমন ধারণা জন্মিয়াছিল যে, অতুল লুক্কায়িত ঐশ্বর্য্য পাইবার গোপন তত্ত্ব তাঁহার অধিকারে আসিয়াছে। এই ভাবের দ্বারা চালিত হইয়া তিনি যে সব কথা কহিতেন, বা ভাবভঙ্গী প্রকাশ করিতেন, তাহাতে ইহাই বুঝাইত যে, তিনি যেন স্পর্শমণির সন্ধান পাইয়া গিয়াছেন। কথাচ্ছলে তিনি প্রায়ই বলিতেন যে, আশপাশের সমুদয় সম্পত্তি তিনি কিনিয়া ফেলিবেন। সমুদ্র ব্যতীত দ্বীপের কোনদিকে আর কাহারও সম্পত্তি থাকিতে দিবেন না।

এইরূপ মনোভাব লইয়া তিনি একজন প্রসিদ্ধ স্থপতি শিল্পীর সহিত পত্রব্যবহার করিতেছিলেন। পূর্ব্বপুরুষদিগের দুর্গকে নবভাবে গঠন করাই তাঁহার সংকল্প। এই দুর্গ যাহাতে উইণ্ডসর প্রাসাদের মত চমৎকার ও মনোরম হয়, তিনি তাহারই স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। কল্পনানেত্রে তিনি সুবেশ তকমাধারী সেনাদলও দেখিতেছিলেন—তাহারা তাঁহার প্রাসাদ-দুর্গ পাহারা দিবে, তাঁহার গৌরব ঘোষণা করিবে। অসীম ধনরত্নের মালিক হইলে কি না করা চলে? তিনি ভাবিতেছিলেন, মার্কুইস বা ডিউকের ন্যায় শিরোভূষণও তাঁহার দখলে আসিবে না কে বলিল? কন্যাকে কোন্ পাত্রে অর্পণ করবেন, তাহাও তাঁহার কল্পনায় দেখা দিত। রাজকীয় রক্তসম্বন্ধবিশিষ্ট অভিজাত বংশে কন্যাকে বিবাহ দিবেন, এরূপ আশা তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। এই ভাবে অলীক কল্পনারাজ্যে তিনি বিচরণ করিতেছিলেন।

সার আর্থারকে বাস্তবতার রাজ্যে আনয়ন করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।

সে দিন—যেদিন সকালে গুপ্তধন আবিষ্কৃত হয়—সেদিন মিঃ ওল্ডবকের সহিত সার আর্থার লভেলের ঠিকানা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন, মিস্ ওয়ারডুর তাহা শুনিয়াছিলেন। কিন্তু লভেল সম্বন্ধে কোনপ্রকার অনুসন্ধানে সার আর্থার ব্যাপৃত হন নাই। বরং তিনি কেবলই অফুরন্ত ধনসম্পদের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন—সেইভাবেরই আলোচনা করিতে লাগিলেন।

তার পর যখন ডাউষ্টারস্‌উইভেল দুর্গে আনীত হইল, উভয়ের গোপনে রুদ্ধ-দ্বারকক্ষে আলোচনা চলিতে লাগিল, সার আর্থার জার্ম্মানটার ক্ষতি পোষাইয়া দিলেন—তখন মিস্ ওয়ারডুর সত্যই অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মনে পূর্ব্বাবধিই এই জার্ম্মানটার সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মিয়াছিল। তিনি যখন দেখিলেন, গোপন আলোচনার পর তাঁহার পিতা কেবলই গুপ্তধন লাভের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন এবং যে ধন-রত্ন আহৃত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশ জার্ম্মানটার ভাগে পড়িতে লাগিল, তখন তাঁহার মনে সন্দেহ চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইল।

উভয়ের গোপন দেখা-সাক্ষাতের পর হইতে নানা প্রকার অশুভ ব্যাপার ঘটিতে আরম্ভ করিল। ডাকযোগে প্রত্যহ যে সব চিঠিপত্র আসিতে লাগিল, সার আর্থার তাহা খুলিয়া পড়িয়া না দেখিয়াই অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মিস্ ওয়ারডুরের ধারণা বদ্ধমূল হইতে লাগিল যে, ঐ সকল পত্র

পাওনাদারদিগের নিকট হইতেই আসিতেছে—তাহারা প্রাপ্য টাকা মিটাইয়া দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছে। এ দিকে সার আর্থার গুপ্তধন পাইয়া যেটুকু আর্থিক সুবিধা করিয়া লইয়াছিলেন, তাহারও পরিমাণ শেষ হইয়া আসিতেছিল। উহার অধিকাংশই একটা দেনা মিটাইবার জন্য ব্যয়িত হইয়াছিল। এক জন ৬ শত পাউণ্ড পাইত। সে সার আর্থারকে ভয় দেখাইয়াছিল যে, উহা অনতিবিলম্বে শোধ না দিলে সার আর্থার সত্যই বিপন্ন হইবেন। সেই বিলের ঋণ শোধ দেওয়া হইয়াছিল।

যে টাকা অবশিষ্ট ছিল, তাহার কিয়দংশ জার্ম্মানটা গ্রাস করিয়াছে, কিছু অংশ সার আর্থারের স্বপ্নের খেয়াল মিটাইতে ব্যয়িত হইয়া গিয়াছিল। ইহা ছাড়া যে সকল উত্তমর্ণকে এত দিন আশার আশ্বাসে রাখা হইয়াছিল, তাহাদের মুখ বন্ধ করিবার জন্যও কিছু টাকা ব্যয় হইয়াছিল। ইহার পর প্রকাশ পাইল, গুপ্তধন-আবিষ্কারের কয়েক দিন পরেই সমস্ত টাকাই উড়িয়া গিয়াছে—নূতন টাকা পাইবার কোন পথ নাই।

সার আর্থার ইহাতে উত্ত্যক্ত হইয়া ডাউষ্টারসুইভেলকে তাড়া দিতে লাগিলেন, সে যে তাঁহার সমগ্র সীসাকে সোনা করিয়া দিবে, তাহার আর বাকি কতদূর? লোকটার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল। সে দেখিল, আর বেশী দিন এই ঋণভারপীড়িত ভদ্রলোককে মাথা খাড়া করিয়া থাকিতে হইবে না—পতন অনিবার্য্য, তখন সে তাহার বিদ্যার চরম উৎকর্ষ দেখাইবার জন্য সময় লইল। দুর্গত্যাগকালে সে বলিয়া গেল, পরদিবস সে নকুউইকুনকে ফিরিয়া আসিবে এবং সার আর্থারকে তাঁহার বিপজ্জাল হইতে মুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিবে।

তাহার কথাগুলি এইরূপ :—"এরকম ব্যাপারের সংস্রবে এসে আমি দেখেছি, বিরাট রহস্য আমার কাছ থেকে আর বেশী দূরে নেই। এবার সমস্যার সমাধান হবে; দু তিন দিনের মধ্যে ম্যাষ্টিকটের এবং বাক্স যদি আমি না আন্‌তে পারি, তা হলে আমার নামে আপনি কুকুর পুষে রাখ্‌বেন। আর কখনো আমার মুখ দেখ্‌বেন না—আমিও দেখাব না।"

জার্ম্মানটা সেই যে চলিয়া গিয়াছিল, আর তাহার পৃষ্ঠ-পোষকের কাছে দেখা দেয় নাই। সার আর্থার অত্যন্ত চিন্তিত এবং সন্দেহাকুল হইয়া উঠিলেন। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত চিত্তে তিনি পুস্তকাগারে গিয়া বসিলেন। তাঁহার আর উপায়ান্তর নাই। সব আশা নির্ম্মূল হইতে চলিয়াছে। যে পাহাড়-খণ্ডকে আশ্রয় করিয়া এত দিন নিশ্চিন্তভাবে ছিলেন, তাহাও যেন স্খলিত হইয়া গড়াইয়া পড়িতে উদ্যত। সেই সঙ্গে তিনিও গড়াইয়া পড়িলেন।

তিনি বুঝিয়া দেখিলেন, আর রক্ষার উপায় নাই। প্রাচীন বংশের খ্যাতি, গৌরব, মর্য্যাদা আর বুঝি থাকে না। দুইটি উপযুক্ত সন্তানের তিনি পিতা, কিন্তু উপায় কোথায়? তাঁহার বংশগরিমা ধূলাবলুণ্ঠিত হইতে চলিয়াছে—দারিদ্র্য, অপমান, লাঞ্ছনা সম্মুখে বিভীষণ মূর্ত্তিতে অগ্রসর হইতেছে। এখন আর কিছুই তাঁহার নিকট অপ্রকাশিত নাই। তাঁহার কথা ও ভাবভঙ্গীর মধ্যে বেপরোয়া ভাব দেখিয়া মিস্ ওয়ারডুর অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। আমরা জানি, সার আর্থার সহজেই ক্রুদ্ধ ও বিচলিত হইয়া উঠেন—ইহা তাঁহার চরিত্রের দুর্ব্বলতা। কাহারও বাদ-প্রতিবাদ তিনি সহ্য করিতে অভ্যস্ত নহেন। এত দিন পুনঃ পুনঃ অভাবের তাড়না তাঁহাকে বিব্রত করিতে পারে নাই বলিয়া তিনি সাধারণতঃ মিষ্টভাষী ও অমায়িক ভদ্র ব্যবহার করিতেন।

ডাউষ্টারসুইভেলের অনুপস্থিতির তৃতীয় দিবসে, প্রাতরাশের টেবলে ভৃত্য যথারীতি সংবাদপত্র এবং চিঠি প্রভৃতি রাখিয়া গেল। মিস ওয়ারডুর, পিতার অসন্তুষ্টি এড়াইবার জন্য প্রথমেই সংবাদ-পত্রখানা তুলিয়া লইলেন। তিনি দেখিলেন, টোষ্ট বেশী ভাজা হইয়াছে বলিয়া সার আর্থার ভীষণ ক্রোধ প্রকাশ করিতেছেন।

তিনি বলিলেন, "আমি এখন বুঝতে পারছি, আমার চাকররা, যারা এত দিন আমার ভাগ্যের সঙ্গে সৌভাগ্য যোগ করে এসেছে, তারা এখন ভাবছে, আমার কাছে আর কোন আশা নেই। কিন্তু বদমাসদের মনিব ত আমি, এরকম উপেক্ষা আমি আর সহ্য করব না। তাদের কাছ থেকে যতটুকু শ্রদ্ধা আমার প্রাপ্য, তা থেকে একচুল কম আমি নেব না।"

যে ভৃত্যের প্রতি এইরূপ দোষারোপ করা হইতেছিল, সে বলিল, "আমি এখুনি চলে যেতে রাজি আছি, হুজুর, আমার মাইনেপত্তর চুকিয়ে দিন।"

সর্পদষ্টের ন্যায় সার আর্থার পকেটে হাত দিয়া মুদ্রাধার টানিয়া বাহির করিলেন। কিন্তু যে পরিমাণ অর্থ ভৃত্যের প্রাপ্য, তত টাকা আধারে ছিল না। তিনি কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কাছে কি আছে, মিস্ ওয়ারডুর?"

শান্তভাবে কথা বলিলেও, তাঁহার কণ্ঠে উত্তেজনার অভাব ছিল না।

মিস্ ওয়ারডুর তাঁহার মুদ্রাধার পিতার হস্তে অর্পণ করিলেন। সার আর্থার নোটগুলি বাহির করিয়া পুনঃ পুনঃ গণনার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু প্রতিবারই তাঁহার গণনায় ভুল হইতে লাগিল। অবশেষে সমস্ত টাকা কন্যার দিকে নিক্ষেপ করিয়া কঠোর স্বরে তিনি বলিলেন, "রাস্কেলটার মাইনে চুকিয়ে দেও—এখুনি যেন ও আমার দুর্গ থেকে চলে যায়।"

সঙ্গে সঙ্গে তিনি কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

গৃহকর্তার উত্তেজনা ও ক্রোধ দেখিয়া মিস্ ওয়ারডুর এবং ভৃত্য উভয়েই বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

"আমার যদি সত্যি কোন দোষ থাকত, আমি সার আর্থারের কথায় কোন উত্তর দিতাম না। অনেক দিন তাঁর চাকরী করছি। চিরদিনই তিনি আমার ওপর সদয় ছিলেন। আপনার দয়াও আমার ওপর কম নয়। তাড়াতাড়ি উনি বলে গেলেন বলেই আমি এখুনি চলে যাচ্ছি না, ম্যাডাম। মাইনের কথা বলাটা আমার খুব খারাপ হয়েছে। এরকম কথা শুনে ওঁর বিরক্ত হবারই কথা। এরকম ভাবে এ বাড়ী ছেড়ে আমাকে যেতে হবে, কখনো আমি ভাবিনি, ম্যাডাম।"

মিস্ ওয়ারডুর বলিলেন, "রবার্ট, তুমি এখন নীচে যাও। বাবার বিরক্তিকর কিছু ঘটেছে বুঝতে পারছি। তুমি নীচে যাও, ঘণ্টা বাজালে এদিককে সাড়া দিতে বল।"

লোকটা চলিয়া গেলে সার আর্থার সেখানে ফিরিয়া আসিলেন। এতক্ষণ তাহার প্রস্থানের প্রতীক্ষায় তিনি ছিলেন। টেবলের উপর তখনও নোটগুলি বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে দেখিয়া সার আর্থার বলিলেন, "এর মানে কি? ও কি চলে যায়নি? আমাকে কি কেউ মানবে না? চাকরেও নয়, মেয়েও নয়?"

"সে সর্দ্দার-চাকরকে তার কাজকর্ম্ম, জিনিষপত্র বুঝিয়ে দিতে গেছে—আমিও ভেবেছিলাম, এত তাড়াতাড়ি না হলেও চলবে।"

কন্যাকে বাধা দিয়া পিতা বলিলেন, "তাড়াতাড়ির দরকার আছে, মিস্ ওয়ারডুর। এখন থেকে আমার পূর্ব্বপুরুষদের এই বাড়ীতে যা কিছু করব, সব তাড়াতাড়ি—বিলম্ব করে নয়। নইলে সে কাজ করবই না।"

আসনে বসিয়া তার পর তিনি চায়ের পাত্রে চা ঢালিবার উপক্রম করিলেন। তিনি ধীরে ধীরে চা পান করিতে লাগিলেন—যেন সমাগত পত্রগুলি যত বিলম্বে খোলা যায় ততই ভাল। মাঝে মাঝে তিনি চিঠিগুলির দিকে চাহিতেছিলেন। যেন এখনই পত্রগুলি সজীব হইয়া তাঁহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে।

পিতার ভারাক্রান্ত মনটাকে বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট করিবার জন্য মিস্ ওয়ারডুর বলিলেন, "বাবা, আপনি শুনে সুখী হবেন যে, লেফ্‌টেনাণ্ট টাফরীলের জাহাজ লিথবন্দরে নিরাপদে প্রবেশ করেছে—জাহাজখানা সম্বন্ধে আগে খারাপ সংবাদ এসেছিল—এখন আসল খবর বেরিয়েছে। এটা আনন্দের সংবাদ।"

"কিন্তু টাফরিল ও তাঁর জাহাজের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি?"

মিস্ ওয়ারডুর এই কথায় বিস্ময়ে বিমূঢ় হইলেন। তিনি জানেন, তাঁহার পিতা দিনের সাধারণ ঘটনাটি পর্য্যন্ত আগ্রহে পাঠ করিয়া থাকেন। তাই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "বাবা!"

সার আর্থার নিজের কথার পুনরুক্তি করিয়া বলিলেন, "আমি বলছি, কে বাঁচলো বা মলো, তাতে আমার কি? আমার তাতে কি আসবে বল?"

"আপনি যে খুব কাজে ব্যস্ত, তা আমি জানতাম-না, সার আর্থার। আমি ভেবেছিলাম, মিঃ টাফারল যখন এমন বীর এবং আমাদের এখানকারই লোক, তখন আপনি হয় ত শুনে সুখী হবেন যে—"

"সুখী আমি খুব হয়েছি—যতদূর সম্ভব খুসী হয়েছি—আর তোমাকে সুখী করবার জন্য আমার সম্বন্ধে কতকগুলো ভাল খবর তোমাকে শোনাব।"

একখানি পত্র তুলিয়া লইয়া তিনি কহিলেন, "কোন্‌খানা আগে খুলব, সে বিবেচনারও দরকার নেই—সব চিঠিরই এক সুর।"

তাড়াতাড়ি গালামোহর খুলিয়া একবার তাড়াতাড়ি চিঠির উপর চক্ষু বুলাইয়া উহা কন্যার হাতে দিলেন, বলিলেন, "এত খুসীর খবর আছে, পড়ে দেখ।"

ভয়ে মিস্ ওয়ারডুর নীরবে রহিলেন। তার পর পত্রখানি তুলিয়া লইলেন।

পিতা বলিলেন, "পড়—চেঁচিয়ে পড়! সব সময় এমন পড়বার চিঠি পাবে না। অন্য ভাল খবরের সংবাদও এই চিঠি থেকে কাল পাবে।"

স্খলিতকণ্ঠে কন্যা পড়িলেন, "প্রিয় মহাশয়!"

"শোন, শোন, আমাকে প্রিয় মহাশয় পাঠ লিখেছে। এক বছর আগে যে আমার চাকরদের

সঙ্গে এসে খানা খেত, তার এমন স্পর্দ্ধা। এর পর লিখবে প্রিয় নাইট।"

মিস্ ওয়ারডুর, তারপর পড়িলেন, "প্রিয় মহাশয়!" কিন্তু হঠাৎ থামিয়া তিনি বলিলেন, "চিঠির ভেতর অপ্রিয় কথা আছে। আমি বড় করে পড়লে আপনি অসন্তুষ্ট হবেন, বাবা।"

"মিস ওয়ারডুর আমি কিসে সুখী হব, তা আমাকেই স্থির করতে দাও। আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, পড়ে যাও। যদি প্রয়োজন না থাকত, তোমাকে কষ্ট দিতাম না।"

মিস্ ওয়ারডুর পড়িয়া চলিলেন, "সম্প্রতি মিঃ গিল্‌বার্ট গ্রীণহরণ্ আমাকে তাঁহার ব্যবসায়ে অংশীদার করিয়াছেন। এখন হইতে এই কারবারের নাম হইল গ্রীণহরণ্ ও গ্রীণ্ডারসন। ভবিষ্যতে আমার কাছেই পত্রাদি লিখিবেন, অবশ্য আমার অংশীদার অনুপস্থিত থাকিবেন।

"আপনি যে টাকার কথা লিখিয়াছেন, তাহা আমার ও আমার অংশীদার দ্বারা সাহায্য করা সম্ভবপর হইবে না। গোল্ডবার্ডসের নিকট আপনি ৪৭৫৩ পাউণ্ড ৫ শিলিং ৬ পেন্স খতের বাবদ ধারেন। তাঁহাকে এই টাকা সংগ্রহ করিয়া দিবার জন্য আপনি লিখিয়াছিলেন। কিন্তু বলিয়া রাখি, গোল্ডবার্ডস্ আমাদেরই মক্কেল : তাঁহার নির্দ্দেশমত আপনার নামে ঐ টাকার নালিশ. করিয়া টাকা-আদায়ের ভার আমরা পাইয়াছি। অতি শীঘ্র আপনি ঐ টাকা আদায় দিবেন : তাহা হইলে আর গোলমাল করিতে হইবে না। এই সঙ্গে জানাইতেছি, আমাদের হিসাবে আপনার কাছে ৭৬৯ পাউণ্ড ১০ সিলিং ৬ পেন্স পাওনা। জানাইতে বাধ্য হইতেছি, উহাও এই সঙ্গে মিটাইয়া দিলে বাধিত হইব। আপনার সম্পত্তির দলীলাদি আমাদের কাছেই জমা আছে। কাজেই উপযুক্ত সময় দিতে সম্মত আছি—এই ধরুন না, সম্মুখের কিস্তি পর্য্যন্ত। গোল্ডবার্ডস্ আমাকে পীড়াপীড়ি করিতেছেন, অনতিবিলম্বে আমি যেন আপনার বিরুদ্ধে কার্য্যারম্ভ করি। আপনি অতঃপর আর ভুল করিবেন না। ইত্যাদি।"

মিস্ ওয়ারডুর বলিলেন, "অকৃতজ্ঞ শয়তান!"

সার আর্থার বলিলেন, "তা কেন? এরকম চলেই আস্‌ছে। অপরের হাত থেকে এমন আঘাত এলে ত সার্থক হত না—এ ঠিকই হচ্ছে, মা। এই যে, পুনশ্চ বলে আবার কি লিখেছে যেন। পড়ে শেষ কর ত।"

মিস্ ওয়ারডুর পড়িলেন, "আর একটি কথা, মিঃ গ্রীণহরণ, আপনার ঘোড়াগুলো কিনিতে রাজি আছেন—অবশ্য যদি ঘোড়াগুলো ভাল অবস্থায় থাকে। হিসেব হইতে সেই পরিমাণ দাম বাদ দিবেন।"

আত্মসংবরণ করা সার আর্থারের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ওর ঠাকুরদাদা, আমার বাবার ঘোড়ার নাল বাঁধাত। আর তার বংশধর আমাকে এমন অপমান করতে সাহস করে! আমি ঠিক উত্তর ওকে দিচ্ছি।"

তিনি তাড়াতাড়ি চিঠি লিখিতে বসিলেন। কিছুদূর লিখিয়া তিনি থামিলেন। তার পর বলিলেন, "চিঠি লিখে সময় নষ্ট করি কেন? চিরদিন কিছু কারাগারে আমাকে ধরে রাখ্‌তে পারবে না। জেল থেকে বেরিয়েই আমার প্রথম কাজ হবে লোকটার মাথা ভেঙ্গে দেওয়া।"

ক্ষীণকণ্ঠে মিস্ ওয়ারডুর বলিলেন, "কারাগার!"

"হ্যাঁ, কারাগার—সেটা সুনিশ্চিত। এ বিষয়ে তোমার জিজ্ঞাস্য কিছু আছে? ঐ লোকটা ত চিঠিতে লিখেই দিয়েছে ৪ হাজার এত শ, এত খুচরা শিলিং পেন্স না দিলে জেলে যেতে হবে।"

"বাবা!—আমার যদি ঐ টাকা থাকত! কিন্তু দাদা কোথায়? সে আস্‌ছে না কেন? এত দিন কেন বাইরে রয়েছে? সে এলে ত অনেক সাহায্য করতে পারত।"

"কে? রেজিনাল্ড?—সে হয় ত মিঃ গিলবার্ট গ্রীণহরণ বা ঐ জাতীয় কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে ল্যাম্বার্টনে ঘোড়দৌড় খেল্‌তে বা দেখ্‌তে গেছে। গত সপ্তাহে তার আসবার আশা করেছিলাম। কিন্তু অন্য লোকের মত আমার সন্তানরা আমায় উপেক্ষা করবে, এতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে! কিন্তু মা, তুমি আমাকে ক্ষমা করো, জীবনে তুমি কখনো আমার কথার অবাধ্য হয়ে আমাকে কষ্ট দেও নি।"

কন্যা পিতার গলদেশ বেষ্টন করিলেন। পিতা কন্যার শিরশ্চুম্বন করিলেন। কন্যার স্নেহ হইতে তিনি এখনও বঞ্চিত হন নাই, এজন্য বর্ত্তমান বিপন্ন অবস্থাতেও তিনি যেন স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

ইত্যবসরে কন্যা পিতার মনে সাহস ও আশার সঞ্চার করিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিলেন, এখনও তাঁহার অনেক বন্ধুবান্ধব আছেন, যাঁহারা তাঁহাকে বিপদ হইতে মুক্ত করিতে পারেন।

সার আর্থার বলিলেন, "হ্যাঁ, একসময়ে আমার

অনেক বন্ধুজন ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁদের অনেকের কাছ থেকেই যথেষ্ট আকর্ষণ করে নিয়েছি—আমার খেয়ালে তাঁরাও রিক্ত হয়ে পড়েছেন। আর যাঁরা আছেন, তাঁরা কোনরকম সাহায্য করবার ক্ষমতা রাখেন না। কেউ কেউ অনিচ্ছুক। আমার দফা শেষ হয়েছে। আমার শুধু একমাত্র আশা, আমার দৃষ্টান্ত দেখে রেজিনাল্ড সাবধান হবে।"

কন্যা বলিবেন, "মঙ্কবারন্‌স্‌কে খবর দেই, বাবা?

"তাতে কি হবে? তাঁর এত টাকা দেবার শক্তি নেই। আর যদি থাকত, তিনি দিতেন না। কারণ, তিনি জানেন, আমি ঋণে ডুবতে বসেছি। শুধু তিনি আমাকে গোটা কয়েক ল্যাটিন শ্লোক তুলে উপদেশ দিতে আসবেন।"

"কিন্তু তিনি খুব চতুর এবং বুদ্ধিমান। ব্যবসা ভালই বোঝেন। তা ছাড়া আমি জানি, আমাদের পরিবারকে সব সময় তিনি ভালবাসেন, শ্রদ্ধা করেন।"

"আমিও তা বিশ্বাস করি। কি অবস্থার ফের যে, ওয়ারডুর-বংশধরকে ওল্ডবক্‌-বংশধর দয়া স্নেহ দেখাবেন! তবে অবস্থা যখন চরমসীমায় এসে দাঁড়াচ্ছে, তাঁকে ডেকে পাঠান ভাল। এখন যাও মা, তুমি খানিক বেড়িয়ে এস। আমার মন সব কথা জানবার পর অনেকটা শান্ত হয়েছে। যতদূর মন্দ খবর জানবার, তা জেনেছি—রোজই সেই দুঃসময়কে প্রতীক্ষা করে থাকতে হবে। এখন বেড়িয়ে এস, মা। খানিকক্ষণ আমি একা থাকতে চাই।"

মিস্ ওয়ারডুর পিতার কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াই, পিতার অর্দ্ধসম্মতি অনুসারে ওল্ডবক্‌কে আসিবার জন্য সংবাদ পাঠাইলেন। সে সংবাদ গত অধ্যায়ে পাঠকগণ জানিতে পারিয়াছেন।

মিস্ ইসাবেলা তাহার পর বেড়াইতে চলিলেন। তিনি কোন্ দিকে চলিয়াছেন, সে খেয়াল তাঁহার ছিল না। চিন্তিতমনে চলিতে চলিতে তিনি ব্রিয়ারি-ব্যাঙ্ক নামক স্থানে উপনীত হইলেন। একটি ক্ষুদ্র তটিনী পূর্ব্বে দুর্গের পরিখায় জল আনিয়া দিত। এখন আর সে স্রোতস্বিনী নাই। মিস্ ওয়ারডুর খাতটিকে পথে পরিণত করিয়া দিয়াছিলেন। স্থানটি মনোরম, বৃক্ষলতা-সমাচ্ছন্ন। এই পথে একদিন লভেল ও ইসাবেলার দেখা হইয়াছিল—বৃদ্ধ এডি তাহা দেখিয়াছিল। সেই সময় লভেল যে সব যুক্তিতর্ক তুলিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, আজ মিস্ ওয়ারডুরের তাহার প্রত্যেকটি শব্দ মনে পড়িল। একজন প্রতিভাবান যুবকের মনে প্রেমের এমন তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলা কম গর্ব্বের কথা নহে। অথচ তাহাতে ত্যাগের মহিমা বিরাজিত ছিল, তাহাও আজ তরুণীর মনে পড়িতে লাগিল। নিজের যশোগৌরব ত্যাগ করিয়া ফেয়ারপোর্টে একজন তরুণীর প্রেম-যাচঞার মধ্যে কাব্য থাকিতে পারে, হয়ত ইহাকে কেহ কেহ নির্ব্বুদ্ধিতা বলিয়াও উপহাস করিতে পারে, কিন্তু ইহাতে কতখানি গভীর প্রেম বিদ্যমান তাহা কি অস্বীকার করা যায়? আজ যদি লভেলের প্রার্থনা তিনি পূর্ণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে পিতার এই ঘোর দুর্দ্দিনে তাঁহার নিকট পর্য্যাপ্ত সাহায্যই ত পাওয়া যাইত।

এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে ইসাবেলা পথ চলিতেছিলেন, এমন সময় একটা মোড়ের বাঁকে সহসা তিনি অকিলট্রিকে দেখিতে পাইলেন।

যেন বিশেষ কোন কথা বলিবার আছে, এমনই ভাব প্রকাশ করিয়া বৃদ্ধ তাহার মাথার টুপী খুলিয়া ইসাবেলাকে অভিনন্দন করিল।

সে বলিল, "আপনার সঙ্গে আমার দেখা করবার বড় দরকার, কিন্তু আপনি ত জানেন, ডাউষ্টারস্‌-উইভেলের জন্য আপনাদের দুর্গে আমার যেতে সাহস হয় না।"

টুপীতে কিছু অর্থ নিক্ষেপ করিয়া মিস্ ওয়ারডুর বলিলেন, "আমি শুনেছি বটে, তুমি নিতান্ত বুদ্ধিহীনের মত কি একটা কাজ করে ফেলেছ। তবে সেটা খুব নির্ব্বোধের কাজ বল্‌তে পারি না—শুনে আমার বড় দুঃখ হয়েছে।"

"কি বল্‌ছেন, আপনি, নির্ব্বোধের কাজ? সারা জগতের লোকই যখন বোকা, তখন বুড়ো এডি বুদ্ধিমান হবে কি করে? তার পর মন্দ কাজের কথা?—ডাউষ্টারস্‌উইভেলকে যারা জানে, তারা বুঝেছে, এ ব্যাপারে তার প্রাপ্যের চাইতে একআনাও বেশী পায় নি।"

মিস্ ওয়ারডুর বলিলেন, "সে কথা হয়ত ঠিক, এডি, তবু তোমার ও কাজটা সঙ্গত হয় নি।"

"যাক্, যাক্, ও-নিয়ে আমরা তর্ক করব না। আমি আপনার সম্বন্ধেই কথা বলতে চাই। আপনি কি জানেন, নকউইকনক্ বংশে কি ঘটতে চলেছে?"

মিস্ ওয়ারডুর বলিলেন, "ভারী বিপদ আসন্ন, এডি। কিন্তু সেকথা এর মধ্যেই জনসাধারণ জানতে পেরেছে, এতেই আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি।"

"সাধারণের কথা কি বল্‌ছেন! সুইপক্লিন বলে লোকটা তার দলবল নিয়ে ওখানে এল বলে। তার

দলের এক জনের কাছ থেকে আমি শুনে এলাম। তারা যাত্রা করেছে এতক্ষণ।"

"এডি, তুমি কি ঠিক জান যে, দুর্দিন এসে পড়েছে। বল, বল তুমি, আমি সব জানতে চাই।"

"আমি যা বলুলাম, সব সত্য, লেডী। কিন্তু অমন করে মুখভার করবেন না—হতাশ হবেন না। আপনার মাথার ওপরে ভগবান আছেন, তিনি সব দেখছেন। সমুদ্রের গ্রাস থেকে যিনি রক্ষা করেছিলেন, তিনিই আপনাকে রক্ষা করবেন। যিনি সমুদ্রের তরঙ্গকে দু'হাত দিয়ে ঠেলে ফেলেছিলেন, তিনি কি মানুষের হাত থেকে আপনাদের রক্ষা করতে পারেন না? হলেই বা তারা মানুষের শক্তিতে শক্তিমান?"

"হ্যাঁ, সেই রকম বিশ্বাস তাঁর উপর রাখতে পারলে হয়।"

"আপনি জানেন না, আপনি জানেন না। রাত্রি যখন ঘন অন্ধকারে ভরা, জানবেন, তার পরই প্রভাত আসছে। আমি যদি একটা ঘোড়া পেতাম, বা কেউ আমাকে ঘোড়ায় করে নিয়ে যেত, আমি জানি আপনাদের সাহায্যকারীকে আনতে পারব। আমি চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু গাড়ী বা ঘোড়া জোগাড় করতে পারিনি। তাই আপনার বাড়ীর দিকে আসছিলাম। যদি আপনি আমাকে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে পারেন।"

যুবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথায় যেতে চাও, এডি?"

"ট্যানোন্‌বার্গে, লেডী। এখুনি যাওয়া দরকার—আপনাদেরই কাজ।"

ট্যানোন্‌বার্গ নকউইকনকের কাছেই, ফেয়ারফোর্ট এ যাইবার প্রথম রাস্তা।

"আমাদের জন্য, এডি? হায়! তোমার উদ্দেশ্য মহৎ, কিন্তু—"

"এতে কিন্তু-টিন্তু নেই, লেডী। কারণ, আমি নিশ্চয় যাব।"

"কিন্তু ট্যানোন্‌বার্গে গিয়ে তুমি কি করবে? কিংবা তুমি সেখানে গেলে আমার বাবার কি উপকার হবে?"

ভিক্ষুক বলিল, "সেটুকু এখন বলব না, তা এখন গোপন থাকবে—এটুকু আমাকে বিশ্বাস করতে হবে। সেদিন দুর্যোগের রাত্তিরে যদি আপনাদের জীবন-রক্ষার জন্য যদি বুদ্ধি বের করতে পেরে থাকি, তা হলে আপনাদের বিপদের দিনে বাজে কাজ করব, এটা ভাববেন না।"

মিস্ ওয়ারডুর বলিলেন, "তা হলে এস আমার সঙ্গে, এডি। আমি তোমাকে ট্যানোন্‌বার্গএ পাঠাবার চেষ্টা করব।"

"তবে খুব তাড়াতাড়ি করুন—খুব তাড়াতাড়ি!"

উভয়ে দ্রুতপদে দুর্গে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

৪২

Let those go see who will—I like it not—
For, say he was a slave to rank and pomp,
And all the nothings he is now divorced from
By the hard, doom of stern necessity
Yet it is sad to mark his altered brow,
Where vanity adjusts her flimsy veil
O'er the deep wrinkles of repentant anguish.

Old Play.

মিস ওয়ারডুর দুর্গের প্রাঙ্গণে উপনীত হইবামাত্র দেখিলেন, আদালতের পেয়াদারা ইতিমধ্যেই আসিয়া পৌঁছিয়াছে। পরিচারক-পরিচারিকা প্রভৃতি এই ব্যাপারে অত্যন্ত বিচলিত ও বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছিল। পেয়াদারা ইতস্ততঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া দ্রব্যাদির তালিকা লিপিবদ্ধ করিতেছিল। তাহারা যে পরোয়ানা আনিয়াছিল, তাহাতে অস্থাবর যাবা সম্পত্তির উপর ক্রোক হইয়াছিল।

ক্যাপ্টেন ম্যাকইনটায়ার, মিস ওয়ারডুরকে দেখিবামাত্র দৌড়িয়া তাঁহার কাছে গেল। সে যুবতীর পিতার এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া নির্বাক হইয়া গিয়াছিল। তোরণের পার্শ্বে ইসাবেলা থমকিয়া দাঁড়াইলেন।

ক্যাপ্টেন বলিল, "আপনি বিচলিত হবেন না। মামা এখনই আসবেন। আমি ঠিক জানি, এই রাস্কেলদের তিনি কোন না কোন উপায়ে এখান থেকে তাড়িয়ে দিতে পারবেন।"

"হায়! ক্যাপ্টেন ম্যাকইনটায়ার, যখন তিনি আসবেন, তখন আর করবার কিছু থাকবে না।"

এডি অধীর ভাবে বলিল, "না,—আমি যদি একবার ট্যানোন্‌বার্গে যেতে পারতাম। ভগবানের দোহাই, ক্যাপ্টেন, আমাকে কোন কৌশলে পাঠিয়ে

দেবার ব্যবস্থা করুন। তা হলে এই ধ্বংসপ্রায় পরিবারের যথেষ্ট উপকার করবেন। পুরোনো গান সত্যি ফলে গেছে——নকউইকনক দুর্গ ও সম্পত্তি নষ্ট হবে, আবার গড়ে উঠবে।"

হেক্‌টর বলিল, "বৃদ্ধ, তুমি কি উপকার করতে পারবে বল ত?"

কিন্তু রবার্ট নামক যে ভৃত্যের উপর সার আর্থার কিছুকাল পূর্ব্বে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, সে এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল। সে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া আসিয়া মিস্ ওয়ারডুরকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ম্যাডাম্, এই বুড়ো আকিলটি বড় চতুর ও বুদ্ধিমান। সে অনেকের অনেক উপকার করেছে। রোগপীড়ায় যেমন ঔষধ দিতে জানে, বিপদের সময়ও সাহায্য করে থাকে। ও শুধু শুধু ট্যানোনবার্গে যেতে চাচ্ছে না। ও যখন এত করে বলছে, তখন ওকে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। আমি গাড়ীতে ঘোড়া জুতে এক ঘণ্টার মধ্যে ওকে সেখানে পৌঁছে দেব। আমাকে কোন কাজে লাগিয়ে দিন, ম্যাডাম। সকালবেলা যে কথা বলেছিলাম, তার জন্য আমার জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেল্‌তে ইচ্ছে করছে।"

মিস্ ওয়ারডুর বলিলেন, "রবার্ট, তোমার কথা শুনে আমি খুসী হয়েছি। তোমার যদি মনে হয় যে, এডি সেখানে গেলে কোন উপকার হতে পারে, তা হলে—"

বৃদ্ধ এডি বলিল, "ভগবানের দোহাই, রোবি, গাড়ীতে ঘোড়া জুড়ে ফেল—আমার সেখানে যাওয়াতে যদি কোন উপকার না হয়, তখন আমাকে তুমি ফিরে আস্‌বার সময় পাহাড় থেকে ছুড়ে ফেলে দিও। কিন্তু আর এক লহমা দেরী নয়—তাড়াতাড়ি কাজ সার। সময় নষ্ট করবার দিন নয়!"

অট্টালিকা-প্রবেশ করিবার সময় রবার্ট একবার মনিব-কন্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। সে যখন বুঝিল মিস্ ওয়ারডুর তাহাকে নিষেধ করিলেন না, তখন দৌড়িয়া সে আস্তাবলের দিকে চলিয়া গেল। প্রাঙ্গণের একপার্শ্বেই অশ্বশালা। অবশ্য এই দীন দরিদ্র ভিখারী যে এমন সময় আর্থিক সাহায্য করিতে পারিবে, রবার্ট একথা স্বপ্নেও ভাবে নাই, তবে দেশের জনসাধারণ একথা জানিত যে, তাহার বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা আছে। এডি যখন যাইবার জন্য জিদ করিতেছে, তখন নিশ্চয় কোন উপায় সে ঠাওরাইয়াছে। এই বিশ্বাসবশে রবার্ট গাড়া বাহির করিয়া তাহাতে অশ্ব যোজনা করিতে লাগিল। এমন সময় পেয়াদাদিগের কর্ত্তা তাহার স্কন্ধদেশে হস্তার্পণ করিয়াবলিল, "বন্ধু, ঘোড়াটাকে অম্‌নি থাকতে দেও—তালিকায় ওর নাম উঠেছে।"

রবার্ট সবিস্ময়ে বলিল, "আমার মনিবের ঘোড়া নিয়ে মনিব-কন্যার একটা কাজে আমি যেতে পাব না? এ কি রকম কথা?"

রাজকর্ম্মচারী বলিল, "এখানকার কোন জিনিষ কোথাও নিয়ে যেতে পারবে না। যদি যাও, তবে তার ফল তোমাকে ভোগ করতে হবে।"

অকিলট্রিকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিবার জন্য, অর্থাৎ কিরূপ আশা লইয়া সে কাহার কাছে যাইতেছে, তাহা জানিবার জন্য হেক্‌টর অগ্রসর হইতেছিল। আদালতের কর্ম্মচারীর কথা কাণে যাইবামাত্র অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সে বলিল, "আপনি আচ্ছা লোক ত মশাই? এই ভদ্রমহিলার চাকরকে তিনি যে কাজ করবার জন্য আদেশ করেছেন, আপনি তাতে বাধা দিচ্ছেন কেন?"

লোকটা হেক্‌টরের কথা বলিবার ভাব ভঙ্গী দেখিয়া বুঝিয়াছিল, এই যুবক-সৈনিক শুধু কথা কাটাকাটি করিয়াই নিরস্ত হইবে না—ব্যাপারটা অনেকদূর গড়াইতে পারে। হয় ত এই তরুণ সৈনিক তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতেও ইতস্ততঃ করিবে না। সে ক্যাপ্টেনের দিকে তাহার সীলমোহর ও অঙ্গুরীয় দেখাইয়া বলিল, "ক্যাপ্টেন ম্যাকইনটায়ার, আপনার সঙ্গে আমার কোন বিবাদ নেই, মশাই। কিন্তু আপনি যদি আমার কাজে বাধা দেন, তা হলে আমার হাতের ডাণ্ডাটা ভেঙ্গে ফেলব এবং আপান শান্তিভঙ্গ করছেন, তাতে তাই সপ্রমাণ হবে—আমাকে আপনি বলপূর্ব্বক বিদায় দিচ্ছেন, তাও বোঝাবে।"

হেকটর আইনের বিষয় কিছুই বুঝিত না। সে বলিল, "তুমি ডিভোর্স হবে কি তোমার বিয়ে হবে, তাতে আমার মাথা ব্যথা নেই। তুমি যদি তোমার ডাণ্ডা ভাঙ্গ, কি শান্তিভঙ্গ করার কথাই বল, সে সব বুঝিনে। তবে তুমি যদি এই ছোকরাকে গাড়ীতে ঘোড়া জুড়তে বাধা দেও, তোমার মাথা আমি ভেঙ্গে দেব, তা বলে রাখলাম।"

আদালতের কর্ম্মচারী বলিল, "তোমরা যারা এখানে দাঁড়িয়ে আছ, শুনে রাখ, আমি ওঁকে আমার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য কাজের কথা বুঝিয়ে দিয়েছি।" বলিতে বলিতে সে বেটনের একদিকের অঙ্গুরীয় খুলিয়া অপর ধারে পরাইল। ইহাতে বুঝাইল যে, বলপূর্ব্বক তাহার কাজে বাধা দেওয়া হইয়াছে।

আইন অপেক্ষা হেক্টর কামানের গোলা কেমন করিয়া ছুড়িতে হয়, তাহাই ভাল বুঝিত। সে উপেক্ষা-ভরে সবই দেখিল। লোকটা যখন বলপূর্ব্বক সরকারী কাজে বাধা দেওয়ার বিবরণ লিখিতে বসিল, তখন হেক্টর তাহাতে দৃক্‌পাতও করিল না!

কিন্তু ঠিক এই সময়ে, হাইল্যাণ্ড সৈনিককে ঘোর বিপত্তি হইতে রক্ষা করিবার জন্য হন্তদন্তভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক তথায় আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহার রুমাল তখন টুপীর নীচে গোল তাল পাকাইয়া গোঁজা রহিয়াছে, তাঁহার পরচুলা লাঠির শেষপ্রান্তে লুটাইতে-ছিল।

মাথার টুপী সুবিন্যস্ত করিতে করিতে প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "কি, কি হয়েছে এখানে? আমি তাড়াতাড়ি ছুটে আস্‌ছি, কি জানি, হেক্টর হয়ত পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে পড়েছে—যে জোরে তুমি ঘোড়া ছুটো-চ্ছিলে এখানে এসে দেখি তুমি স্নুইপক্লিমের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে বসেছ। শোন হেক্টর। সরকারের কর্ম্মচারীরা সীল মাছের চেয়েও ভীষণ শত্রু, একথাটা ভাল করে জেনে রেখ।"

হেক্টর বলিল, "ফোকা বা সীল মাছ চুলোয় যাক্। তা যে রকম ফোকা—সীলই হোক্ না কেন? এইরকম বদমাস লোক একজন ভদ্রমহিলাকে অপমান করছে, এ দৃশ্য দেখলে আপনি কি চুপ করে থাকতে পারতেন, মামা? ও রাজার কর্ম্মচারী বলে কি মিস্ ওয়ারডুরের মত সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েকে অপমান করবে? আর তা কি চুপ করে বসে দেখা যায়! বলুন আপনি!"

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "তোমার যুক্তি অমোঘ, কিন্তু রাজা, অন্য লোকের মত যখন তখন যা তা কাজ করবার জন্য লোক পাঠিয়ে থাকেন। যে সব লোক করতে আসে, তোমার মতে তারা যাচ্ছে তাই লোক। তুমি রাজা উইলিয়ম্, যাকে সিংহ বলা হত, তাঁর বিধান যে কি তা জান না। তাতে আছে যে তাঁর লোককে অপমান করাও যা, আর রাজাকে অপমান করাও তাই। তাঁর দোহাই দিয়েই সব রাজকার্য্য চলে। আজ তোমাকে পষ্ট করে একথা সকালবেলা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। রাজকর্ম্মচারীর কাজে বাধা দেওয়া মানে রাজবিদ্রোহ করা। এসব কাজে যারা সাহায্য করে, তারাও বিদ্রোহী বলে গণ্য হবে। যাক্, আমি তোমাকে এ হাঙ্গামা থেকে রক্ষা করছি।"

প্রত্নতাত্ত্বিক অতঃপর রাজ-কর্ম্মচারীর বা আদালতের পেয়াদাকে ডাকিয়া কি বলিলেন; তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া সে ভাবিয়াছিল, দরখাস্ত করার ফলে তাহার লাভ হইবার যে আশা ছিল, তাহা আর মিটিবে না। সুতরাং সে লেখা বন্ধ করিয়াছিল। মিঃ ওল্ডবকের বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া সে রবার্টকে গাড়ী-ঘোড়া ছাড়িয়া দিল। কথা রহিল, দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে রবার্ট গাড়ী-ঘোড়া ফিরাইয়া আনিবে।

প্রত্নতাত্ত্বিক তার পর বলিলেন, "তুমি যখন এতটা ভদ্রব্যবহার করলে, তোমাকে আর একটা ভাল কাজের ভার দিচ্ছি—এতে একটু রাজনীতিক গন্ধ আছে—এ অপরাধ খুব বড় জিনিষ। বুঝেছ, স্নুইপ-ক্লিন? এদিকে এস, শোন!"

পাঁচ মিনিট ধরিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া ওল্ডবক্ পেয়াদাকে কি উপদেশ দিলেন। তার পর এক টুকরা কাগজে কি লিখিয়া তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। পেয়াদা তখন অশ্বারোহণপূর্ব্বক একজন সঙ্গিসহ সেখান হইতে চলিয়া গেল। যে ব্যক্তি অবশিষ্ট রহিল, সে তাহার বাকি কাজ ধীরে সুস্থে করিতে আরম্ভ করিল। ইচ্ছাপূর্ব্বকই এই বিলম্ব। এখন ত তাহার কাজ পরিদর্শন করিবার জন্য ইন্সপেক্টর নাই।

এদিকে প্রত্নতাত্ত্বিক ভাগিনেয়কে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। উভয়ে সার আর্থারের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অপমান ও লজ্জায় সার আর্থার অভিভূত হইয়া-ছিলেন। তাঁহার গর্ব্বে আজ প্রচণ্ড আঘাত লাগিয়াছে। তিনি মনের যন্ত্রণা সংগোপন করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিলেন। ইহাতে দৃশ্যটি খুবই যন্ত্রণাদায়ক বলিয়া প্রত্নতাত্ত্বিকের মনে হইল।

সার আর্থার বন্ধুকে আসিতে দেখিয়া উত্তেজনা ও দুঃখের যন্ত্রণা গোপন করিবার প্রচেষ্টায় হাত বাড়াইয়া বলিলেন, "মিঃ ওল্ডবক্, আপনাকে দেখে সুখী হলাম। ভাল সময়েই হোক্, বা দুর্দ্দিনেই হোক্, আমার বন্ধুদের দেখলেই আমার মনে আনন্দ হয়। আপনাকে পেয়ে ভারী আনন্দ হচ্ছে। আপনি বোধ হয় ঘোড়ায় চড়ে এসেছেন। এই গোলমালে আপনার ঘোড়ার যত্ন হচ্ছে ত? আমার বন্ধুদের ঘোড়ার যাতে যত্ন হয়, সেদিকে আমার লক্ষ্য বরাবর! এখন বন্ধুর ঘোড়াগুলোর উপর যত্ন নেবার খুব সুবিধা হবে। কারণ, ওরা আমার একটা ঘোড়াও রেখে যাবে না। হি! হি! হি! মিঃ ওল্ডবক!"

বিদ্রূপ বা রহস্য করিবার এই প্রচেষ্টার ফলে সত্যই সার আর্থারের হাস্য নির্গত হইল না। সে হাস্য যেন অত্যন্ত ম্লান ও আন্তরিকতা-বর্জ্জিত মনে হইল

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "কিন্তু, সার আর্থার, আপনি ত জানেন, আমি কখনো ঘোড়ায় চড়িনে।"

"ওঃ, তা হলে ক্ষমা করবেন। কিন্তু আমি আপনার ভাগনেকে ঘোড়ায় চড়ে আস্‌তে দেখেছি। সে ত বেশীক্ষণের কথা নয়—একটু আগে। আদালতের পেয়াদাদের ঘোড়াগুলোর প্রতিও যত্ন নিতে হবে। মিঃ ম্যাক্‌ইনটায়ার যে ঘোড়া চড়ে এসেছেন, সেটাও খুব ভাল ঘোড়া—আমি দেখেছি।"

সার আর্থার ঘণ্টাধ্বনি করিতে যাইবেন, এমন সময় মিঃ ওল্ডবক বাধা দিয়া বলিলেন, "আমার ভাগনে যে ঘোড়ায় চড়ে এসেছে, সেটা আপনারই ঘোড়া, সার আর্থার।"

বেচারা ব্যারনেট বলিলেন, "আমার! ওটা কি আমারই ঘোড়া? তা হলে রোদ লেগে আমার চোখ ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল। যাক্, কিন্তু এখন আর আমার ঘোড়া রাখবার যোগ্যতা নেই। কারণ, নিজের ঘোড়াই যখন চিন্‌তে পারি না, তখন যোগ্যতা থাকাও উচিত নয়।"

ওল্ডবক আপন মনে ভাবিলেন, হা ভগবান্! ভদ্রলোকের কি সমূহ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। দুঃখে পড়িয়া স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। তিনি প্রকাশ্যভাবে বলিলেন, "সার আর্থার, দরকার আছে—আপনার সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করতে চাই।"

সার আর্থার বলিলেন, "বেশ, তাই হবে। কিন্তু, একটা কথা বল্‌তে চাই যে, যে ঘোড়া পাঁচ বছর ব্যবহার করেছি, আমার সেই ঘোড়াটাকেই এখন চিন্‌তে পারলাম না! হা! হা! হা!"

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "সার আর্থার, এখন আর সময় নষ্ট করা হবে না। অনেক দরকারী কাজ আছে। এর পর হাসি-ঠাট্টা করবার ঢের সুযোগ ও সুবিধা পাওয়া যাবে। আমার সন্দেহ—শুধু সন্দেহ নয়, ধারণা হয়েছে যে, এসবই ডাউষ্টারস্‌-উইভেল ব্যাটার ষড়যন্ত্র—বদমায়েসী।"

ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া সার আর্থার বলিয়া উঠিলেন, "ওর নাম করবেন না, মশাই! ও নাম শুন্‌লেই আমি ঠিক পাগল হয়ে যাব। আমি এমন বোকা গাধা, এমন মহামূর্খ, এমন পশু যে, এই রাস্কেলটার কথায় এতদিন ভুলে ছিলাম! ব্যাটা কতরকম অভিনয় করেই না আমায় ভুলিয়েছে! আর আমিও তাতে ভুলেছি! মিঃ ওল্ডবক্, ওর কথা মনে হলেই, নিজেকে খণ্ড খণ্ড করে ফেল্‌তে ইচ্ছে করে।"

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "আমি একথা বল্‌তে চাই যে, লোকটাকে তার উপযুক্ত পুরস্কার দিতে হবে। আমি ভেবে দেখছি, ও ব্যাটাকে ভয় দেখিয়ে অনেক কথা জেনে নিতে হবে—তাতে আপনারই উপকার হবার সম্ভাবনা। সাগর পারে বদমাস্‌টা বে-আইনী চিঠি পত্র চালিয়েছিল।"

"তাই না কি? সত্যি ঐ রকম কাজ সে করেছে? তা যদি করে থাকে, আমার ঘোড়া, বাড়ী, আস্‌বাব-পত্র সব জাহান্নমে যাক্, আমি তা গ্রাহ্য করিনে। আমি মনের আনন্দে এখন কারাগারে যেতে পারব, মিঃ ওল্ডবক। ভগবানের দোহাই, লোকটার ফাঁসী হবার সম্ভাবনা আছে ত?"

সার আর্থারের মনকে বিষয়ান্তরে লিপ্ত করিলে, তিনি বর্ত্তমান অপমানের কথা কতকটা ভুলিতে পারিবেন, ভাবিয়া ওল্ডবক্ বলিলেন, "তা সে সম্ভাবনা আছে বৈ কি! ভাল লোক দড়ির ফাঁস এগিয়ে দিয়েছে, নৈলে আইনকে কলা দেখান হবে। কিন্তু সার আর্থার, আপনার এই ব্যাপারটা—এর কি কিছু করা যাবে না? দেখি কাগজ-পত্রে কি আছে।"

তিনি কাগজ-পত্র লইয়া বসিলেন। পড়িতে পড়িতে তাঁহার মুখমণ্ডলে নৈরাশ্য-অন্ধকার নিবিড় হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে মিস্ ওয়ারডুর কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি মিঃ ওল্ডবকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন—ভাগ্য-ফল কি, তাহা প্রত্নতাত্ত্বিকের মুখের ভাব-ভঙ্গীতেই প্রকাশ পাইবে। তিনি বৃদ্ধের চোখের দৃষ্টি ও গম্ভীর ভঙ্গী দেখিয়া বুঝিলেন, আশা করিবার কিছুই নাই।

তরুণী মৃদু-কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "আমাদের এ সর্ব্বনাশের আর কোন প্রতীকার নেই, মিঃ ওল্ডবক্?"

"প্রতীকারের অতীত?—তা আমার মনে হয় না—কিন্তু এখুনি যে পরিমাণ টাকা দিতে হবে, সেটা অনেক বেশী। তার পর অপর লোকের প্রাপ্যও আছে—তারাও চুপ করে থাক্‌বে না। একটার পর আর একটা আস্‌তে থাক্‌বে।"

সার আর্থার বলিলেন, "সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, মঙ্কবারনস্‌। যেখানে পশু জবাই হয়, সেখানকার আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে ঈগল ওড়ে। ভেড়া যেমন পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়, আমিও তেম্‌নি পাহাড় থেকে খসে পড়েছি। দিন পনের আগে যেখানে একটা শকুনি, গৃধিনী দেখা যায় নি, আপনি দেখ্‌বেন, দশমিনিটের মধ্যে সেখানে দলে দলে মাংস খাবার লোভে তারা জড়

হয়েছে! বেচারা মরবার আগেই, তার বুকের মাংস তারা টেনে ছিঁড়ে ফেলবে। যে ভীষণ শকুনিটা আমার পেছনে এতদিন লেগে ছিল, তাকে ঠিক গ্রেপ্তার করতে পেরেছেন ত?"

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "নিশ্চয়! ভদ্রলোক সকাল বেলাই উড়বার চেষ্টায় ছিলেন—চার ঘোড়ার গাড়ীতে সরে পড়বার মতলব করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এডিনবরা যাবার পথে অনেক কাঠের স্তূপ তাঁর গতি রোধ করেছিল। তার পর অতদূর তাঁকে যেতে হয় নি, পথের মাঝেই গাড়ী উলটে পড়েছিল। কিটলব্রিগের কাছে একটা কুঁড়ে ঘরে আহত অবস্থায় তিনি অবস্থান করছেন। তাঁর পলায়নের পথ বন্ধ করবার জন্য, আপনার পেয়াদা বন্ধু সুইপক্লিনকে পাঠিয়েছি—তাঁকে ফেয়ারপোর্টের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে। এখন আসুন, সার আর্থার, আলোচনা করে দেখা যাক, আপনার বর্ত্তমান অপ্রীতিকর অবস্থা থেকে কোন রকমে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে কি না।"

প্রত্নতাত্ত্বিক, সার আর্থারকে লইয়া তাঁহার পাঠাগারে প্রবেশ করিলেন

দুই ঘণ্টা ধরিয়া রুদ্ধদ্বার-কক্ষে তাঁহারা আলোচনা করিলেন। এমন সময় বাহিরে যাইবার ক্লোক গায় চড়াইয়া মিস্ ওয়ারডুর সেখানে প্রবেশ করিলেন। দীর্ঘপথ পর্য্যটনের পরিচ্ছদেই তিনি আসিয়াছিলেন। তাঁহার আনন অত্যন্ত বিবর্ণ হইলেও উত্তেজনার ছায়া তথায় ছিল না।

তিনি বলিলেন, "মিঃ ওল্ডবক, পেয়াদা ফিরে এসেছে।"

"ফিরে এসেছে? লোকটাকে পালাবার অবকাশ দিয়েছে না কি?"

"না, শুনলাম, তাকে হাজতে রাখা হয়েছে। এখন ফিরে এসে পেয়াদা আমার বাবাকে নিয়ে যেতে চায়। সে বলছে, আর সে অপেক্ষা করতে পারবে না।"

সিঁড়িতে অনেক লোকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তন্মধ্যে হেক্টরের কণ্ঠস্বরই সকলের উপর উঠিয়াছিল।

"তুমি একজন কর্ম্মচারী, তোমার এই হতভাগা সঙ্গীগুলো একটা দল! আমি বলে রাখছি, সব সরে পড়। নইলে টের পাবে।"

আদালতের পেয়াদা কি যেন বলিল, ভাল শোনা গেল না। কিন্তু হেক্টরের বিদ্রূপ উক্তি সুস্পষ্ট শ্রুতিগোচর হইল, "থাম, থাম, ওসব চলবে না। তোমার দলকে এখুনি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে বলে দেও। না হলে, তোমাদের আমি ঠিক জায়গায় পাঠিয়ে দেব।"

তাড়াতাড়ি ঘটনার স্থানে পৌঁছিবার জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক বলিতে বলিতে চলিলেন, "মুস্কিল বাধালে দেখছি হেক্টর। হাইল্যাণ্ড গোরার রক্ত আবার ওর মাথায় চড়েছে। এখুনি হয় ত পেয়াদার সঙ্গে ডুয়েল লড়বে। মিঃ সুইপক্লিন, এদিকে এস। একটু সময় আমাদের দেও—সার আর্থারকে তাড়াতাড়ি তুমি নিশ্চয় নিয়ে যেতে চাও না, আমি জানি।"

টুপী খুলিয়া পেয়াদা বলিল, "না, হুজুর, সে রকম ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু আপনার ভাগনে বড় অভদ্র ভাষা ব্যবহার করছেন। আমি অনেক সহ্য করেছি। আমি যে রকম উপদেশ পেয়েছি, তাতে টাকা না পেলে, আমার পক্ষে বন্দীকে বেশীক্ষণ এখানে থাকতে দেওয়া সঙ্গত নয়।" এই বলিয়া পরোয়ানাখানা সে দেখাইল।

মাতুলকে দেখিয়া হেক্টর নীরব ছিল বটে, কিন্তু সে পেয়াদাকে মুষ্টি উদ্যত করিয়া দেখাইতে নিরস্ত হইল না।

ওল্ডবক বলিলেন, "বোকা ছেলে, চুপ করে থাক। তুমি আমার সঙ্গে এই ঘরে এস—লোকটা তার শোচনীয় কর্ত্তব্য পালন করেছে মাত্র। একে বাধা দিয়ে তুমি ব্যাপারটা আরো খারাপ করে তুলবে। সার আর্থার,আমার মনে হয়,এই লোকটার সঙ্গে আপনাকে ফেয়ারপোর্টে যেতে হবে—আমিও আপনার সঙ্গে যাব, কি করা যাবে, তা পরামর্শ করে স্থির করব। আমার ভাগনে মিস্ ওয়ারডুরকে মঙ্কবারনস্-এ নিয়ে যাবে। এই অপ্রীতিকর ব্যাপারটার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত, আশা করি, তিনি ওখানেই থাকবেন।"

দৃঢ়কণ্ঠে মিস্ ওয়ারডুর বলিলেন, "আমি বাবার সঙ্গেই যাব। আমি ওঁর এবং আমার কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নিয়েছি। আশা করি, গাড়ীতে আমরা যেতে পাব।"

পেয়াদা বলিল, "যা ন্যায়সঙ্গত, তা পাবেন বৈ কি, ম্যাডাম। আমি গাড়ীতে ঘোড়া জুতে গেটের ধারে রাখতে বলে দিয়েছি—কোচম্যানের পাশে, গাড়ীর ওপরে আমি বসব। ভিতরে যাবার ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু আমার দুজন সঙ্গী ঘোড়ায় চড়ে গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে যাবে।"

হেক্টর বলিল, "আমিও যাব।" বলিয়াই সে তাহার ঘোড়া ঠিক করিতে চলিয়া গেল।

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "তাহলে আমাদের যেতেই হবে।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সার আর্থার বলিলেন, "কারাগারে! তাতে কি হয়েছে? সেও একটা বাড়ী—বাড়ী ছাড়া ত থাক্‌বার যো নেই। যদি বাতের ব্যায়ারামই হত, তাকেও এড়াবার উপায় নেই—নইউইকনকে থাক্‌লেও হত। এটাকে বাতের আক্রমণ বলে ধরা যাক্ না!"

প্রসন্নতার ভাণ করিয়া মুখে কথাগুলি বলিলেও, তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল—কণ্ঠস্বর স্খলিত। বুঝা গেল, বাহ্য প্রসন্নতার আবরণে কতখানি মর্ম্মান্তিক বেদনা তাঁহাকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। প্রত্নতাত্ত্বিক, ভারতীয় বেশে প্রকৃত দাম দিয়া জিনিষ কিনিবার সময় যেমন ইঙ্গিত করে, তাঁহাকে বিষয়ান্তরে লিপ্ত করিবার জন্য, সার আর্থারের করপল্লব তিনি সেই ভাবে চাপিয়া ধরিলেন। ইহাতে সার আর্থার বুঝিতে পারিলেন, প্রত্নতাত্ত্বিক সত্যই তাঁহার জন্য কিরূপ দরদবোধ করিতেছেন।

তাঁহারা ধীরে সোপানাবলী অবরোহণ করিতে লাগিলেন। সোপানের ধারের প্রত্যেকটি সামান্য জিনিষও পিতাপুত্রীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে লাগিল। অন্য সময় হয় ত তাঁহারা ঐ সকল জিনিষ লক্ষ্যও করিতেন না। আজ শেষ বিদায়ের দিন, সবই বড় হইয়া দেখা দিতেছিল।

সোপানাবলীর প্রথম বিরামস্থানে সার আর্থার ব্যথিতহৃদয়ে দাঁড়াইলেন। তিনি যখন দেখিলেন, প্রত্নতাত্ত্বিক তাঁহার দিকে উদ্বিগ্নভাবে চাহিয়া রহিয়াছেন, তখন তিনি আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান আহরণ করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, মিঃ ওল্ডবক, অতিপ্রাচীন বংশের বংশধর—রিচার্ড রেডহ্যাণ্ড ও গ্যামেলিন ডি ওয়ারডোভারের প্রতিনিধি যদি একটা বিদায়-সূচক দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে, সেটা ক্ষমার্হ! আজ পিতৃপুরুষের দুর্গত্যাগের সময় তার সঙ্গে কে যাচ্ছে বলুন? ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দে আমার বাবার সঙ্গে যখন আমি টাওয়ারে প্রেরিত হয়েছিলাম—সে অপরাধ আমার জন্মের ও বংশের উপযুক্ত ছিল। রাজদ্রোহের অভিযোগ আমাদের ওপর ছিল। মন্ত্রীর স্বাক্ষরিত পরোয়ানার বলে রাজ-সৈন্য আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল। আর এবার?—আমি বৃদ্ধ বয়সে ঋণের দায়ে যাচ্ছি। নিয়ে যাচ্ছে ঐ হতভাগা পেয়াদা! পাউণ্ড, শিলিং, পেন্সের জন্যই এই বিভ্রাট!"

ওল্ডবক্ বলিলেন, "কিন্তু এবার সঙ্গে যাচ্ছেন আপনার কন্যা, আর যদি আমাকে বন্ধু বলে স্বীকার করেন ত আমিও আপনার সঙ্গী। এতে অন্ততঃ আপনার মনে কতকটা সান্ত্বনা আসা উচিত। তা ছাড়া এ ব্যাপারে ফাঁসীকাঠেও চড়তে হবে না, আর বেশী দিন কারাবাসও করতে হবে না। কিন্তু ছোঁড়াটা আবার মহা চীৎকার জুড়ে দিয়েছে দেখছি। ভগবান করুন, কোন নতুন বিবাদ না বেধে থাকে। কেন যে ছোকরা এখানে এল?"

সত্যই সেই সময় একটা গোলমাল শোনা গেল এবং হেক্টরের কণ্ঠস্বর সকলের উপরে উঠিতেছিল। তাঁহাদের আলোচনা বন্ধ হইল। কারণটা আমরা পরের পরিচ্ছেদে বিবৃত করিতেছি।

৪৩

Fortune you say, flies from us—
she but circles,
Like the fleet sea-bird round the
fowler's skiff,—
Lost in the mist one moment, and
the next
Brushing the white sail with her
whiter wing,
As if to court the aim—experience
watches,
And has her on the wheel—

Old Play.

হেক্‌টরের সামরিক কণ্ঠের জয়ঘোষণা, যুদ্ধজয়ের ঘোষণা হইতে পৃথক্ করা চলে না। সে একতাড়া কাগজ লইয়া লম্ফ দিয়া সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া আসিয়া বলিল, "বুড়ো সৈনিক দীর্ঘকাল বেঁচে থাকুক। এডি একরাশ ভাল খবর নিয়ে ফিরে এসেছে!"

কথাটা সকলেরই কাছে প্রীতিদায়ক বোধ হইল। হেক্‌টর কাগজের তাড়াটা ওল্ডবকের হাতে অর্পণ করিয়া, আন্তরিক আগ্রহভরে সার আর্থারের করকম্পন করিল। তার পর খোলা মনে মিস্ ওয়ারডুরকে আনন্দ করিতে অনুরোধ জানাইল। পেয়াদাটা ক্যাপ্টেন ম্যাক্‌ইনটায়ারকে ভয়ের কারণ বলিয়া বুঝিয়াছিল। তাই সে বন্দীর দিকে আগাইয়া আসিল এবং সৈনিকের গতিভঙ্গীর দিকে দৃষ্টি রাখিল।

সৈনিকপুরুষ বলিল, "তোমার মত নোংরা লোকের জন্য আমার বলবার কিছু নেই। তোমাকে ভয় দেখিয়েছিলাম বলে, একগিনি তোমায় পুরস্কার

দিলাম। আমার চেয়ে যোগ্য লোক আসছে, সেই তোমার মোহড়া নেবে।"

হেক্টরের প্রদত্ত মোহরটা পেয়াদা অনায়াসে গ্রহণ করিয়া পকেটে রাখিল। তার পর ঘটনার পরিণতি লক্ষ্য করিতে লাগিল। সমবেত সকলেরই কণ্ঠে প্রশ্ন। কিন্তু উত্তর কেহই দিতেছিল না।

সার আর্থার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি, ক্যাপ্টেন ম্যাকইনটায়ার?"

হেক্টর বলিল, "বুড়ো এডিকে জিজ্ঞাসা করুন। আমি শুধু জানি আর কোন ভয় নেই,সব মঙ্গল।"

ভিখারীকে মিস্ ওয়ারডুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি, এডি?

"মঙ্কবার্নসকে জিজ্ঞাসা করুন। চিঠিপত্র সব ওঁর নামেই এসেছে

পুলিন্দার অন্তর্গত পত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "ভগবান রাজাকে সুদীর্ঘ জীবন দান করুন!" টুপীটা তিনি ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিলেন। একটা আলোকাধারে লাগিয়া তাহা আবার তাঁহার হাতে ফিরিয়া আসিল। সানন্দে তিনি চারিদিকে চাহিয়া নিজের পরচুলা ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন। এডি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল, "ভগবানের দোহাই উনি দেখছি, নিজেকে ভুলে গেছেন। শুনুন, ঐনে ক্যাক্সন নেই, পরচুলা নষ্ট হলে, মেরামত এখানে কেউ করতে পারবে না।"

তখন সকলেই প্রত্নতাত্ত্বিককে ধরিয়া বসিল, সহসা এত আনন্দের কি কারণ ঘটিল? সকলের কথা কানে যাইবামাত্র প্রত্নতাত্ত্বিক আত্মবিস্মৃতির জন্য যেন লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। তিনি সোপানাবলীর দুই ধাপ উপরে উঠিয়া সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন;—

"বন্ধুগণ, সব কথা তোমাদের জানাবার আগে, আমি নিজে সব ব্যাপারটা জেনে নেই। সুতরাং আমি এখন সার আর্থারকে নিয়ে পাঠাগারে যাচ্ছি মিস্ ওয়ারডুর, আপনিও আমার সঙ্গে আসুন। মিঃ সুইপক্লিন, আমাদের আরো পাঁচ মিনিট সময় তুমি দেবে। হেক্টর, তোমার দলবল নিয়ে সরে যাও। আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত সকলে আনন্দ কর।"

বাস্তবিক পুলিন্দার মধ্যে যে পত্র ছিল, তাহার ভাবার্থ পড়িয়া প্রত্নতাত্ত্বিক এমনই উল্লসিত হইয়াছিলেন যে, উহা তিনি প্রত্যাশাই করেন নাই। সুতরাং তাঁহার আনন্দবিহ্বলতা ক্ষমার্হ। তিনি ভাল করিয়া সমস্ত না পড়িয়া কাহাকেও কিছু বলিতে রাজি ছিলেন না।"

খামের মধ্যে যে পত্র ছিল, তাহা মঙ্কবারনেসের জোনাথান ওল্ডবকের নামে। উহাতে এইরূপ লেখা ছিল :—

"প্রিয় মহাশয়,

আপনি আমার পিতার অন্তরঙ্গ হিতৈষী বন্ধু—ইহার বহু প্রমাণ আমি জানি আমি বিশেষ প্রয়োজনীয় সামরিক কার্য্যে এত ব্যস্ত আছি বলিয়াই আপনার কাছে পত্র পারিলাম না। আপনি আমাদের বিষয়সম্পত্তির সমস্ত অবস্থা এতদিনে জানিতে পারিয়াছেন। আমাদের সম্পত্তি ঋণগ্রস্ত, বাবা ঋণপীড়িত। সৌভাগ্যক্রমে আমি এখন এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে ভাল পদে নিযুক্ত হইয়াছি যে, বাবাকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারিব। এসংবাদে আপনি নিশ্চয়ই আনন্দানুভব করিবেন

আমি জানিতে পারিয়াছি যে, যাহারা পূর্ব্বে বাবার আমমোক্তার ছিল, তাহারা বাবাকে কারাগারে পাঠাইবার আয়োজন করিয়াছে। এখানকার কোন ধনী ব্যবসায়ীর পরামর্শমত আমি এই পত্রখানা সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে পাঠাইলাম। পত্র পাঠমাত্র সমস্ত কাজ বন্ধ হইয়া যাইবে। তার পর পাওনাদারের হিসাবপত্র আইনসঙ্গতভাবে আলোচিত হইবে। তাহাতে টাকার পরিমাণ অনেক কমিয়া যাইবে বলিয়া আমি জানিতে পারিয়াছি।

"এই সঙ্গে হাজার পাউণ্ডের একবিল পাঠাইলাম। তাহার দ্বারা অবশ্য-প্রয়োজনীয় ব্যাপার নির্ব্বাহিত হইবে। আপনি আমাদের হিতকামী বন্ধু হিসাবে, যাহা যাহা প্রয়োজনীয়, সেই বাবদ আপনার খুসীমত ব্যয় করিবেন।

"আমার পিতার উপর এই ভার অর্পণ করাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাহা না করিয়া আপনাকে কষ্ট দিতেছি, ইহাতে হয় আপনি বিস্মিত হইতে পারেন। কিন্তু আমি এখনও বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না, সেই ধড়িবাজ জার্ম্মানটার প্রভাব তাঁহার উপর আছে কি না। আপনি পুনঃ পুনঃ ঐ বদ লোকটার সংস্রব ত্যাগ করিবার জন্য বাবাকে বহু অনুনয় বিনয় করিয়াছেন, তাহা আমি জানি। আপনার অতুলনীয় বন্ধুত্ব সার আর্থারকে রক্ষা করিতে পারিবে ভাবিয়াই আমি আপনার বিবেচনা-বুদ্ধির আশ্রয় লইলাম। আপনি এক্ষেত্রে যাহা সঙ্গত মনে করিবেন, তাহাই করিবেন।

"আমার বন্ধু, আপনার সম্বন্ধে অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। এই সঙ্গে যে পত্র পাঠাইলাম, তাহা পড়িলেই তাঁহার

মতামত সম্বন্ধে কিছু কিছু জানিতে পারিবেন। ফেয়ারপোর্টের ডাকঘরের উপর নির্ভর করা চলে না। তাই এই পত্র ট্যানোনবার্গে পাঠাইলাম। বৃদ্ধ অকিলটি অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন জানিয়া তাহারই মারফতে এই পত্র আপনার কাছে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছি। তাহাকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে, কখন এই পত্র ট্যানোনবার্গে পৌঁছিবে। এখন আপনাকে যে কষ্ট দিলাম, শীঘ্রই সেজন্য স্বয়ং গিয়া ক্ষমাস্বীকারের সুযোগ পাইব। আমি চিরদিনই আপনার স্নেহাকাঙ্ক্ষী।

রেজিনাল্ড গ্যামেলিন ওয়ারডুর।"

"এডিনবরা, ৬ই আগষ্ট ১৭৯—"

প্রত্নতাত্ত্বিক ক্ষিপ্রহস্তে অপর পত্রের গালামোহর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া উহা খামের মধ্য হইতে বাহির করিলেন। উহার মধ্যে যাহা লিখিত ছিল, তাহা পাঠ করিয়া তিনি বিশেষ বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। অপ্রত্যাশিত সংবাদ জানিবার পর তিনি অতি কষ্টে আপনার হৃদয়াবেগকে সংবরণ করিয়া লইলেন। অন্যান্য কাগজ-পত্রও তিনি যত্ন-সহকারে পাঠ করিলেন—সবই কাজকর্ম সম্বন্ধে লিখিত। তার পর বিলগুলি তিনি নিজের কোটের পকেটে রক্ষা করিলেন। তখনই প্রাপ্তিস্বীকার পত্র লিখিয়া সেই দিনের ডাকে পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন। টাকাকড়ির ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত সতর্ক এবং নিয়মানুবর্ত্তী ছিলেন। তার পর সমস্ত ব্যাপার প্রকাশ করিবার জন্য লাইব্রেরীকক্ষ হইতে তিনি বৈঠকখানাঘরে নামিয়া আসিলেন।

দরজার কাছে পেয়াদাটা বেশ ভদ্রভাবেই দাঁড়াইয়াছিল। তিনি তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সুইপক্লিন, তোমার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে নকউইহকনক্ দুর্গ এখনই পরিত্যাগ কর। এই কাগজ দেখছ ত।"

নৈরাশ্যপূর্ণ কণ্ঠে পেয়াদা বলিল,"দেখছি ত, এখন কাজ বন্ধ রাখ্‌বার আদেশ। সার আর্থারের মত এমন একজন ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে এরকম কাজ না করলেই, ভাল হ'ত। আচ্ছা মশাই, আমার দলবল নিয়ে আমি চল্লাম—কিন্তু আমার ব্যয় কে দেবেন ?"

ওল্ডবক বলিলেন, "যারা তোমাকে কাজে লাগিয়েছে, তারাই দেবে। একথা ত তুমি ভালই জান। ঐ আবার আর একখানা জরুরী চিঠি এলো দেখ্‌ছি। আজকে দেখছি, খালি খবর, আর খবর।"

এবার যে আসিয়াছিল, সে ফেয়ারপোর্টের ডাকমুন্সী স্বয়ং। সে অশ্বতরী-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আসিয়াছিল। পত্রখানি সার আর্থারের নামে লিখিত। অনতিবিলম্বে তাঁহার হাতে উহা পৌঁছাইয়া দিতে হইবে বলিয়া, ডাকমুন্সী স্বয়ং উহা লইয়া আসিয়াছে। চিঠিখানি অর্পণকালে সে বলিল যে, গ্রীণহরণ এবং গ্রীনডারসন্ কোম্পানী, তাহার গতায়াতের ব্যয়ভার বহন করিবেন বলিয়া লিখিয়াছেন। পেয়াদার নামেও একখানি চিঠি ছিল। তাহাতে উক্ত কোম্পানী লিখিয়াছেন যে, সে যেন পত্রপাঠ-মাত্র সমস্ত কার্য্য বন্ধ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া আইসে। তাহার ব্যয়ভার তাঁহারাই বহন করিবেন।

পত্রপাঠমাত্র পেয়াদা সে কক্ষ ত্যাগ করিল। হেক্‌টর তাহাদের চলিয়া যাওয়া পর্য্যন্ত বিশ্বস্ত মাষ্টিফ্ কুকুরের ন্যায় তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল।

মিঃ গ্রীনহরণ সার আর্থারকে পত্র লিখিয়াছিলেন নিম্নে পত্রের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ প্রদত্ত হইল।-

মহাশয়—(সার আর্থার পড়িতে পড়িতে বলিলেন এখন আর আমি প্রিয় মহাশয় নই মানুষে যখন বিপদে পড়ে, তখনি তাহারা প্রিয় মহাশয়ে রূপান্তরিত হয়!)—মহাশয়, আমি কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে গিয়াছিলাম। সেখানে বিশেষ কাজ ছিল (বোধ হয় ঘোড়দৌড়ে বাজি রাখিবার জন্য)। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া জানিতে পারিলাম, আমার ভাগীদার, আমার অনুপস্থিতিতে মেসার্স গোল্ডবার্ডস্‌এর ব্যাপারটা, আপনার ব্যাপারের তুলনায় দরকারী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন এবং আপনাকে অসঙ্গত ভাষায় পত্র লিখিয়াছেন! এ সংবাদ জানিবামাত্র আমি স্তম্ভিত হইয়া পড়িলাম।

"আমি একজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি এবং মিঃ গ্রীনডারসনের পক্ষ হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি—(লোকটা দেখিতেছি নিজের এবং ভাগীদারের তরফ হইতেও পত্র লিখিতে পারে)—আমি বিশ্বাস করি, আপনি আমাকে অকৃতজ্ঞ মনে করিবেন না। আমাদের পরিবারস্থ সকলেই চিরদিন আপনাদের অনুগ্রহ পাইয়া আসিতেছে—(উহাদের পরিবার! উৎসন্ন যাক্ ওরা!)—মিঃ ওয়ারডুরের সহিত আজ আমার দেখা হইয়াছিল। তিনি এ ব্যাপারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন। সেজন্য আমি খুবই দুঃখিত। তাঁহার বিরক্ত হইবার পর্য্যাপ্ত কারণ আছে। এই অবস্থার প্রতিকারকল্পে আমি ভ্রমসংশোধনের জন্য—(ভ্রমই বটে! পৃষ্ঠপোষককে জেলে দিবার ব্যবস্থা!)

জরুরী চিঠি পাঠাইলাম। পেয়াদা তাহার আরব্ধকার্য্য বন্ধ রাখিয়া যাহাতে অবিলম্বে চলিয়া আইসে, আমি সেইরূপ আদেশ দিয়াছি। অতঃপর আপনার দেহ ও সম্পত্তির উপর কোনওপ্রকার দাবী-দাওয়া থাকিল না। এজন্য আমি শ্রদ্ধা সহকারে আপনার নিকট ত্রুটি স্বীকার করিতেছি—আপনি ক্ষমা করিবেন।

"আমি এই সঙ্গে একটা কথা নিবেদন করিতে চাই। মিঃ গ্রীনডারসনের ধারণা এই যে, আপনার বিশ্বস্ততা অর্জ্জন করিতে পারিলে, মেসার্স গোল্ড-বার্ডস্এর বর্ত্তমান দাবীর মধ্যে এমন সব ব্যাপার আছে, তাহা তিনি আপনাকে দেখাইয়া দিতে পারিবেন। উহার ফলে তাঁহাদের দাবীর পরিমাণ অনেক কমিয়া যাইবে (দেখিতেছি লোকটা দুই দিকে টোপ ফেলিতেছে!)—এই সঙ্গে বলিয়া রাখি, আমাদের প্রাপ্য মিটাইবার জন্য বিন্দুমাত্র তাড়াতাড়ি করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আমি এবং মিঃ জি—চিরদিনই আপনার বিশ্বস্ততার দাবী করি।

ইতি

গিলবার্ট গ্রীণহরণ।"

মঙ্কবারনস্ পত্রখানি আদ্যোপান্ত শুনিবার পর বলিলেন, "মিঃ গিলবার্ট গ্রীণহরণ বেশ ভাল কথাই বলেছেন। এক জায়গায় দুজন এটর্নী থাকা ভাল বলেই মনে হচ্ছে। ওদের চাল চলন ঠিক যেন ডচ্ শিল্প-মন্দিরের স্বামিদ্বয়ের মত। যখন মক্কেলের সুদিন। তখন ভদ্রলোক ভাণ্ডারীর কুকুরের মত পা চাটেন। আবার যখন দুর্দ্দিন দেখা দেয়, তখন অন্য ভাণ্ডারীর বুলডগের মত কামড়ে ধরে। আমি ভগবানকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে, আমাদের এই কাজের মানুষটি এখনো সব ত্রিভুজবিশিষ্ট টুপী পরে থাকেন, পুরাতন সহরে এখনো বাড়ী আছে, আর আমারই মত ঘোড়া দেখ্‌লে ভয় পান।"

হেক্‌টর বলিল, "কোন কোন উকীল কিন্তু সত্যি ভাল লোক। আমার খুড়তুতো ভাই ডোনাল্ড ম্যাকইনটায়ার বোধ হয় এমন ভাল মানুষ—"

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "হেক্‌টর, ম্যাক্‌ইনটায়ার বংশের সবাই তাই, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওটা যেন তাদের পেটেন্ট জিনিষ। কিন্তু আমি এই কথাই বল্‌তে চাই' যে, ব্যবসায়ে মানুষ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে বসে থাকে, কুড়েমি করে শুধু নির্ব্বোধই তা সম্পন্ন করতে অবহেলা করে। অবশ্য এতে বিস্ময়ের কথা কিছু নেই। কিন্তু যারা সাধু লোক, তারা সম্মানজনক পথে চলে। এই রকম লোকের তাতেই মানুষ নিরাপদে তাদের পৈতৃক সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে।"

ভিখারীটি এতক্ষণ নীরব ছিল। সে বৈঠকখানা ঘরের প্রবেশপথে গলা বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "ঐ সব লোকের সঙ্গে যাদের কোন সম্বন্ধ নেই, তারাই বরং ভাল থাকে।"

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "আরে বুড়ো এডি, তুমি ওখানে আছ না কি? সার আর্থার, যে সুসংবাদ বহন করে এনেছে, তাকে এই ঘরে নিয়ে আসি। অবশ্য সে খোঁড়া বটে। আপনি তখন বল্‌ছিলেন, মড়া দেখ্‌লে শকুনী গন্ধ পেয়ে ছুটে আসে। কিন্তু এই নীল পায়রাটি, ৬৭ মাইল দূরে সুসংবাদের গন্ধ পেয়েছিল। অমনি গাড়ী চড়ে সেখানে উড়ে গিয়েছিল, আর জলপাইয়ের শাখা নিয়ে চলে এসেছে।"

ভিখারী বলিল, "বেচারা রোবের জন্য এটা হয়েছে। তার সন্দেহ হয়েছে যে, লেডী এবং সার আর্থার তার ওপর বিরক্ত হয়েছেন।"

রবার্টের অনুতপ্ত এবং লজ্জারক্ত মুখমণ্ডল এডির পশ্চাতে দেখা যাইতেছিল।

সার আর্থার ট্রেষ্টসংক্রান্ত সমস্ত কথাই বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি বিরক্ত হয়েছি? বিরক্ত হব? হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন মনে পড়েছে। রবার্ট, সত্য আমি রাগ করেছিলাম—তোমারও অন্যায় হয়েছিল। যাও, এখন তোমার কাজ কর গে। মনিব যখন ক্রোধান্ধ হয়ে কথা বলেন, সে সময়ে জবাব দিতে নেই।"

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "কারও রাগের সময় জবাব দিতে নেই। মিষ্টি উত্তরে রাগ চলে যায়।"

মিস্ ওয়ারডুর বলিলেন, "তোমার মা বাতে বড় কষ্ট পাচ্ছেন। তোমার মাকে বলো, কাল সকালে এসে যেন ভাণ্ডারীর সঙ্গে তিনি দেখা করেন। তাঁর কি ব্যবস্থা করা যায়, তা আমরা দেখ্‌ব।"

রবার্ট বলিল, "ভগবান আপনার কল্যাণ করুন, ম্যাডাম। সার আর্থারেরও মঙ্গল হোক্। নক্‌-কনক্-বংশের যে যেখানে আছেন, সবারই ভাল হোক্। অনেক কাল ধরে এই বংশ গরীব দুঃখীর অনেক উপকার করে এসেছেন।"

প্রত্নতাত্ত্বিক সার আর্থারকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "ঐ শুনুন—এ বিষয়ে বাদানুবাদ নিষ্প্রয়োজন—গরীব লোক আপনাদের বংশের ভদ্রতা ও অন্য গুণের জন্য কিরূপ কৃতজ্ঞ! ওরা কেউ রেডহ্যাণ্ড বা অন্য কারুর নাম মুখে আনে না। এখন আমি

বলি কি, শান্তিতে আরামে বসে, আসুন আমরা পান-ভোজন করি—আর আনন্দ করা যাক, সার নাইট।"

বৈঠকখানাঘরে টেবলের উপর তাড়াতাড়ি খাবার আয়োজন সাজান হইল। সকলেই সানন্দে আহার্য্যগ্রহণে মনোনিবেশ করিলেন। ওল্ডবকের অনুরোধে এক পাশে একখানি চামড়ার চেয়ারে বসিয়া অকিলট্রিও ভোজনে বসিল।

সার আর্থার বলিলেন, "এ খুব ভাল ব্যবস্থা—আমার খুব মত আছে। বাবার আমলে ঐ চেয়ারখানা আইল সি গোর্লে ব্যবহার করত—আমার সেকথা মনে আছে। তার সম্বন্ধে এইটুকু জানি যে, সে ভাঁড়ে বলে, সবাই তাকে আদর করত। সকলেই তাকে ভালবাসত।"

কথার উত্তর দিবার প্রয়োজন হইলে, এডি অকিলট্রি কখনই চুপ করিয়া থাকিত না। এ ব্যাপারে বন্ধু বলিয়া সে কাহাকেও রেহাই দিত না। সে বলিয়া উঠিল, "ঠিক কথা, সার আর্থার! আমি এমন অনেক জ্ঞানী লোককে জানি, যাঁরা বোকার আসনে বসে থাকেন; আর এমন অনেক বোকা আছে, যারা জ্ঞানীর আসন দখল করে থাকেন—বিশেষতঃ বড় বড় ঘরে।"

মিস্ ওয়ারডুর এডির এই কথার পরিণাম কি হইবে ভাবিয়া শঙ্কিত হইলেন। তাঁহার পিতা ইহাতে বিরক্ত হইতে পারেন। তিনি তাড়াতাড়ি পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সংবাদ শুনিয়া যাহারা দুর্গে সমবেত হইয়াছে, তাহাদিগকে এবং ভৃত্যগণকে মদ-মাংস বিতরণ করা হইবে কি না।

পিতা বলিলেন, "নিশ্চয়, মা, নিশ্চয়! যখনই এ দুর্গ অবরোধ হতে মুক্ত হয়েছে, তখনই এরকম অনুষ্ঠান হয়ে আসেনি কি?"

ওল্ডবক্ বলিলেন, "হ্যাঁ, সঙার্স সুইপক্লিন পেয়াদা দুর্গাবরোধ করেছিল, আর ভিখারী এডি অকিলট্রি অবরোধ তুলে দিয়েছে। এদের দুজনের আভিজাত্য সম্বন্ধে কৃপারই উদ্রেক হবে। কিন্তু সে কথা যাক, সার আর্থার। আমাদের বর্ত্তমান যুগে এই রকম ভাবের অবরোধ এই ভাবেই উঠে যায়। আমরা যে পরিত্রাণ পেয়েছি, তার স্মৃতিরক্ষার জন্য এই চমৎকার সুরা পান করা যাক্——এটা বার্গিণ্ডির মদ নিশ্চয়?"

মিস্ ওয়ারডুর বলিলেন, "ভাঁড়ারে যদি এর চেয়ে ভাল মদ থাকত, আপনার বন্ধুত্বের চেষ্টার জন্য, আপনার আনন্দের জন্য তা নিশ্চয় এনে দিতাম।"

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "তুমি এই কথা বল্‌লে? তা হলে, সুন্দরী প্রতিযোগিনী, এক পেয়ালা ধন্যবাদ তোমাকে দিচ্ছি। শীঘ্র উপযুক্ত প্রেমিক তোমাকে যেন ঘিরে ধরে। তার পর শান্তির সন্ধিপত্র সেণ্ট-উইনকেনে স্বাক্ষরিত হবে।"

মিস্ ওয়ারডুরের আনন লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল—হেক্‌টরের মুখেও এক ঝলক আবীর ছড়াইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গেই আবার বিবর্ণ হইয়া গেল।

সার আর্থার বলিলেন, "মঙ্কবারন্‌স্, আপনার কাছে আমার মেয়ে চিরকৃতজ্ঞ হ'ল। এই টাকা আনা পাইয়ের যুগে, এই গরীব নাইটের মেয়েকে কোন্ যোগ্যপাত্র যে বরণ করে নেবেন, তা ত জানিনে। তবে এক আপনি ওকে গ্রহণ করতে পারেন।"

"আমি? একথা আপনি বল্‌লেন, সার আর্থার? না, না, আমি নই। আমার সুন্দরী প্রতিযোগিনীর সঙ্গে আমি দ্বন্দ্বযুদ্ধে পেরে উঠবো না। আমার হয়ে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হবে—কিন্তু এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা যাবে। হেক্‌টর, ও কাগজগুলোর মধ্যে তুমি কি পেলে? অমন করে মাথা নীচু করে কি দেখ্‌ছ? তোমার নাকের ডগা দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে যেন!"

"এমন কিছু নয়, স্যার! আমার হাত এখন বেশ ভালো হয়ে গেছে, তাই ভাবছি দু'একদিনের মধ্যে আমি আপনার কাছ থেকে সরে গিয়ে আপনাকে শান্তি দেব। আমি এডিনবরায় চলে যাব ভাবছি। মেজর নেভিলি সেখানে এসে পৌঁছেছেন দেখ্‌ছি। তার সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই।"

মাতুল বলিলেন, "মেজর কি?"

যুবক সৈনিক বলিল, "মেজর নেভেলি, স্যার।"

প্রত্নতাত্ত্বিক প্রশ্ন করিলেন, "এই মেজর নেভেলি কে শুনি?"

সার আর্থার বলিলেন, "প্রিয় মিঃ ওল্ডবক্, ওঁর নাম খবরের কাগজে প্রায়ই পড়ে থাকবেন। উনি একজন বিখ্যাত যুবক সামরিক কর্ম্মচারী। কিন্তু আমি ক্যাপ্টেন ম্যাক্‌ইনটায়ারকে জানাচ্ছি যে, মেজর নেভেলির সঙ্গে দেখা করবার জন্য তাঁকে মঙ্কবারন্‌স্ ছেড়ে যেতে হবে না। কারণ, আমার ছেলে লিখেছে যে, মেজর তার সঙ্গে নক্‌উইন্নকেই আস্‌ছেন। ওঁদের পরস্পরের মধ্যে যদি ইতিমধ্যে জানা-শোনা না থাকে, তা হলে আমি ওঁদের পরস্পরকে পরিচিত করে দিয়ে আনন্দ লাভ করব।"

হেক্‌টর বলিল, "না, আমার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই। তবে মাঝে মাঝে আমি তাঁর সম্বন্ধে

অনেক কথাই শুনেছি। তা ছাড়া আমারও কয়েক জন বন্ধু মেজরের বন্ধু—তার মধ্যে আপনার ছেলে একজন। কিন্তু আমাকে এডিনবরায় যেতে হবে। কারণ, আমার মামা আমার ওপর বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। তাছাড়া আমার আশঙ্কা হয়—"

বাধা দিয়া ওল্ডবক্ বলিলেন, "তাঁর ওপর তোমারও বিরক্তি আস্‌তে পারে, এই ত? তা যদি হয় ত উপায় কি বল। কিন্তু তুমি ভুলে যাচ্ছ, ১২ই আগষ্ট সাম্‌নে এসে পড়ছে। তুমি লর্ড গ্লেনালানের শিকারীদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেও রেখেছ। সে কথাটা ভুলে যেও না। বেচারা শান্ত পাখীদের উপর যে কি অত্যাচার হবে, তা ভগবানই জানেন।"

হেক্‌টর বলিয়া উঠিল, "ঠিক কথা মামা, ঠিক কথা! কিন্তু এইমাত্র আপনি যে কথা বল্‌লেন, তাতে আমার মাথা গুলিয়ে গেছে।"

পর্দার অন্তরাল হইতে এডি তাহার রজতশুভ্র মস্তক বাহির করিয়া বলিল, "আমি যে কথা বল্‌ব, তাতে ক্যাপ্টেন আমাদের মতই উৎকণ্ঠিত হবেন। ফরাসীরা আস্‌ছে, সে কথা শোনেননি কি?"

এতক্ষণ এডি পরম পরিতৃপ্তিসহকারে আহার্য্য ও সুরার সদ্ব্যবহার করিতেছিল।

ওল্ডবক বলিয়া উঠিলেন, "নীরেট গাধা তুমি। ফরাসীরা আসছে, তার মানে?"

সার অর্থার, ওয়ারডুরকে বলিলেন, "আমার মোটে সময় ছিল না, তাই আমার সহকারীর পত্র পড়তে পারিনি। আমার নিয়ম প্রতি সপ্তাহে বুধবারে আমি তাঁর পত্রাদি পাড়ি। তবে যদি কোন জরুরী খবর থাকে, আগেই পড়তে হয়। আমার সব কাজ নিয়মমাফিক হয়। তবে চিঠিখানিতে চোখ বুলিয়ে দেখে এটুকু বুঝেছি যে, ঐরকম একটা আতঙ্ক হয়েছে বটে!"

এডি বলিল, "আতঙ্ক!—হ্যালকেটহেডএ লোক পাহারায় বসেছে। ক্যাকসনও চৌকী দিচ্ছে। রাত্তির বেলা সে চৌকী দেয়। কেউ বলে যে লেফটনাণ্ট টাফ্‌রিলের জন্য—কারণ, এটা ঠিক, ওর মেয়ে জেনী ক্যাকসনের সঙ্গে টাফ্‌রিলের বিয়ে হবে। যাই হোক, ক্যাকসন যে চৌকী দিচ্ছে সেটা ঠিক কথা। দিনের বেলা আর একজন পাহারা দিয়ে থাকে, হুজুর।"

এই আলোচনার পর কথার স্রোত ফিরিল।

তার পর ভাগিনেয়কে সঙ্গে লইয়া ওল্ডবক্ বাড়ীর দিকে ফিরিলেন।

কথা রহিল, সার্ আর্থারের সহিত ওল্ডবকের দেখা হইবে।

২৯

Nay if she love me not, I care
not for her!
Shall I look pale because the
maiden blooms?
Or sigh because she smiles,
and smiles on others?
Not I, by heaven!—I hold my
peace too dear,
To let it, like the plume
upon her cap,
Shake at each nod that her
caprice shall dictate.

Old Play,

গৃহে ফিরিবার পথে, চলিতে চলিতে প্রত্নতাত্ত্বিক ক্যাপ্টেন ম্যাকইনটায়ারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হেক্টর, আমার কোন কোন সময় সন্দেহ হয়, একটা ব্যাপারে তুমি বোকার মত কাজ করেছ?"

"আজ্ঞে, আপনি যদি একটা ব্যাপারেই আমায় বোকা বলে মনে করে থাকেন, তাহলে বুঝব, আমার যা প্রাপ্য, তার চেয়ে অনেক বেশী দয়া আমার সম্বন্ধে করেছেন।"

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "না, আমি শুধু একটা ব্যাপারের কথাই বল্‌ছি। আমার এক একবার মনে হয়েছে, মিস্ ওয়ারডুরের উপর তোমার নজর আছে।"

অত্যন্ত সংযত কণ্ঠে ম্যাকইনটায়ার বলিল, "তাতে কি, মশাই।"

মাতুল তাহার কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন, "তাতে কি, মশাই! মাথা তোমার খারাপ হয়ে গেছে না কি? তুমি এমন ভাবে উত্তর দিচ্ছ যে, এর চেয়ে সঙ্গত ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না। তুমি একটা সেনাদলের ক্যাপ্টেন, তা ছাড়া আর কিছুই তোমার নেই, তুমি কি না এক জন ব্যারনেটের মেয়েকে বিয়ে করতে আশা রাখ।"

যুবক হাইল্যাণ্ডার বলিল, "আমার মনে হয়, বংশমর্য্যাদার দিক দিয়ে মিস্ ওয়ারডুরের বংশ হতে আমার বংশ কোন রকমে হীন নয়।"

"ভগবানের দোহাই, ও দিক দিয়ে আমি কথাটা বলিনি। না, না, তাতে তোমরা দুজনেই পরস্পরের সমকক্ষ—বংশমর্য্যাদার বিষয় বিবেচনা করে দেখলে

উভয়েই ভদ্রসন্তান, তাতে কোন সন্দেহ নেই। স্কট্‌ল্যাণ্ডে তোমাদের উভয় বংশই এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ।"

হেক্টর বলিল, "ঐশ্বর্য্যের দিক দিয়ে যদি ধরেন, তাহলে উভয়েরই অবস্থা সমান। উভয় পক্ষের কারও কিছু নেই। ভুল আমার হতে পারে, কিন্তু সে জন্য আমাকে অপরাধী করতে পারেন না, বোধ হয়।"

মাতুল বলিলেন, "কিন্ত একটা বিষয়ে তুমি ভুল করেছ, হেক্টর। মিস ওয়ারডুর তোমাকে চান না।"

"চান না কি, স্যার?"

"খুব সত্য কথা, হেক্টর। সেটা যে কত বড় সত্য, তা তোমাকে জানিয়ে দেই—মিস্ ওয়ারডুর আর এক জনকে ভালবাসেন। এক সময়ে আমি তাঁকে কতকগুলি কথা বলেছিলাম, কিন্তু তখন তিনি আমার কথার ভুল বুঝেছিলেন। তার পর তিনি আমার কথায় যে ব্যাখ্যা করে নিয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে আমি অনুমান করতে পেরেছি। সে সময় তাঁর ইতস্ততঃ ভাব ও লজ্জায় আরক্ত মুখ দেখে কারণ নির্ণয় করতে পারিনি, কিন্তু বেচারা হেক্টর, আমি তোমায় বলছি, তাঁর ঐ রকম ভাব-পরিবর্ত্তন থেকে আমি বুঝেছি, তোমার আশায় ছাই পড়েছে। সুতরাং আমি তোমায় উপদেশ দিচ্ছি তুমি সরে পড়, তোমার দল-বলকে সঙ্গে নাও, যুদ্ধ-জয়ে কোন আশা তোমার নেই! জেনে রাখ, দুর্গটিতে অস্ত্র শস্ত্র, গোলা বারুদ ও এত রসদ আছে যে, অবরোধের ফলে তার কিছুই তুমি করতে পারবে না।"

সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া দৃঢ়পদে পাদ-নিক্ষেপ করিয়া, আত্মাভিমানে আঘাত পড়িলে মনের যে অবস্থা হয়, সে ভাবে হেক্টর বলিল, "মামা, আমাকে পালাতে হবে কেন? যে কোন দিন অগ্রসরই হয়নি, সে হঠেই বা যাবে কেন? মিস্ ওয়ারডুর ছাড়া স্কট্‌ল্যাণ্ডে ঢের ভাল বংশের মেয়ে আছে—"

মাতুল বলিলেন, "যাদের রুচিও ভাল, এমন অনেক মেয়ে আছে। এ ঠিক হেক্টর। যদিও মিস্ ওয়ারডুরের মত বুদ্ধিমতী এবং সর্ব্বগুণসম্পন্না নারী-রত্ন খুবই কম। তাঁর প্রতিভা তোমার মত লোকের উপর পড়লে ব্যর্থ হতে বাধ্য। তোমার ত ঘোড়া আর অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে কারবার। তাঁর প্রতিভা প্রত্নতত্ত্বে। বিশেষতঃ জীব-জন্তুর উপরেও তাঁর রস-বোধ আছে—সুতরাং ফোকা বা সীল মাছ তাঁর কাছে প্রিয় হবার সম্ভাবনা।"

হেক্টর বলিল, "সব সময়ে ঐ ফোকা বা সীলের দৃষ্টান্ত আমার পক্ষে একটু কঠোর নয় কি? কিন্তু আমি ওসব আর গ্রাহ্য করব না—আর মিস্ ওয়ার-ডুরের জন্যও শোক করে বুক ভাঙ্গব না। তাঁর যাঁকে ইচ্ছা তিনি স্বামিত্বে বরণ করতে পারেন। আমি শুধু এই কামনা করি, তিনি যেন সুখী হন।"

"ট্রয়ের বীর, তুমি মহত্বের মত কথা বলেছ! হেক্টর, আমি ভেবেছিলাম, তুমি হয় ত একথা শুনবার পর একটা কেলেঙ্কারী কাণ্ড করে বস্‌বে। তোমার বোন্ আমাকে বলেছিল যে, তুমি মিস্ ওয়ার-ডুরকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসে ফেলেছ।"

যুবক বলিল, "যে নারী আমায় চায় না, আমি তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসব, এ আমার দ্বারা সম্ভব-পর নয়।"

একথায় প্রত্নতাত্ত্বিক বেশ গম্ভীরভাবেই বলিলেন, "তোমার একথায় তুমি যথেষ্ট জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছ, ভাগ্‌নে। বিশ পঁচিশ বছর আগে যদি তোমার মত এইভাবে আমি চিন্তা করতে পারতাম, তার জন্য অদেয় কিছুই ছিল না।"

হেক্টর বলিল, "এ রকম বিষয়ে যার যেমন খুসী সে ভাবতে পারে।"

ওল্ডবক্ বলিলেন, "পুরাণো যুগের লোকরা তা ভাবত না। তবে আমি আগেই বলেছি, আধুনিক যুগের এ রকম ব্যাপারে এই রকম মনোভাব বুদ্ধিমত্তার দ্যোতক, তবে এতে কৌতূহলের উদ্রেক হয় না। এখন বলত, এই যে আক্রমণ সম্বন্ধে জনরব উঠেছে, এ সম্বন্ধে তোমার মত কি। এখনো চীৎকার শোনা যাচ্ছে—তারা আস্‌ছে।"

হেক্টর তাহার মনের দুঃখ চাপিবার চেষ্টা করিতেছিল। আঘাত তাহার কম লাগে নাই। তাহার মাতুল যেরূপ বিদ্রূপভরে তাহার অন্তরতম অভিপ্রায় সম্বন্ধে সমালোচনা করিলেন, তাহাতে তাহার সৈনিকের প্রাণ ব্যথায় বিদীর্ণ হইবার উপ-ক্রম করিয়াছিল, কিন্তু সীল সম্বন্ধে মিস্ ওয়ার-ডুরের মনে কি ভাব উদিত হইতে পারে, তাহার মাতুল যে ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা সহজে বিস্মৃত হইবার নহে।

উভয়ে মঙ্কবারনস্‌এ পৌঁছিলেন। মহিলাদের নিকট দুর্গের আজিকার ব্যাপারটা সবই যথাযথ বিবৃত হইল। ডিনারের সময় অতীত হইয়া যাইতেছে দেখিয়া মহিলারা আহার শেষ করিয়াছিলেন। তখন সে বিষয়ে আর আলোচনা উঠিল না।

পরদিবস অত্যন্ত প্রত্যুষে প্রত্নতাত্ত্বিক শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। ক্যাক্সন্ তখন আসিয়া উপস্থিত হয় নাই জানিয়া, তিনি তাহার অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিতে লাগিলেন। ক্যাক্সন্ তাঁহাকে সহরের নানা গল্পগুজব শুনাইত, তিনি নাসিকারন্ধ্রে নস্য প্রেরণ করিয়া নীরবে সবই শুনিতেন, কিন্তু তাহাকে বুঝিতে দিতেন না, এই সব জল্পনা কল্পনা তাঁহার রুচ্য কি না। তিনি এমন ভাব প্রকাশ করিতেন যে, নস্যই তাঁহার প্রিয়পদার্থ।

বিশ্বস্ত ভৃত্যের অভাব বোধ করিয়া প্রত্নতাত্ত্বিক যখন চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিলেন, এমন সময় বৃদ্ধ অকিলটি সেখানে উপস্থিত হইল। সম্প্রতি ঘন ঘন গতায়াত করায় অকিলটি এমনই পরিচিত হইয়া গিয়াছিল যে, জুনো পর্যান্ত তাহাকে আসিতে দেখিয়া একবারও ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল না। সে নয়ন অর্দ্ধ রুদ্ধ করিয়া শুধু সতর্কভাবে তাহাকে দেখিতে লাগিল। তাহাকে দেখিয়া প্রত্নতাত্ত্বিক রাত্রিবেশেই তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইলেন এবং তাহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিলেন।

"মঙ্কবারন্‌স্, সত্যি ওরা মহা আগ্রহে এবার আসছে। এখুনি আমি ফেয়ারপোর্ট থেকে খবর নিয়ে আসছি; আপনাকে জানাব বলে। এখুনি আমি আবার সেখান থেকে চলে যাব। সার্চ্চ জাহাজ উপসাগরে দেখা দিয়েছে, ওরা বল্‌ছে, ফরাসী রণতরী বহর তাকে তাড়া করে আসছে।"

এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "সার্চ্চ জাহাজ? ওহো!"

"হাঁ৷ ক্যাপ্টেন টাফরিলের জাহাজের নাম সার্চ্চ।"

ওল্ডবক্ জাহাজের নাম শুনিয়া সেই রহস্যময় গুপ্ত সিন্দুকের কথা ভাবিয়া লইলেন; যেন রহস্যের উপর আলোকপাত হইল। তিনি বলিলেন, "সে কি ২নং এর সার্চ্চের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ আছে নাকি?"

ভিখারী তাড়াতাড়ি টুপীটা খুলিয়া লইয়া মুখের উপর চাপা দিয়া যেন উদ্গত হাস্যবেগ লুকাইবার চেষ্টা করিল, বলিল, "মঙ্কবারন্‌স্, আপনার বুদ্ধির অন্ত নেই। ঐ দুটোকে এক করবেন আপনি, এ কার মাথায় এসেছে বলুন? না, এবার সত্যি সত্যি ধরা পড়ে গেলাম্ দেখ্‌ছি।"

ওল্ডবক্ বলিলেন, "এখন সব জলের মত বুঝতে পারছি। যে বাক্সটার মধ্যে রূপোর ঐ সব জিনিষ ছিল, ওটা টাফরিলের জাহাজের সম্পত্তি। আর ঐ ধনরত্নগুলো ওখানে পুতে রাখা হয়েছিল, সার আর্থার তাঁর অর্থকষ্ট থেকে খানিকটা রেহাই পাবেন বলে, কেমন?"

স্বীকৃতিজ্ঞাপন করিয়া এডি বলিল, "ও কাজটা আমিই করেছিলাম। আমার সঙ্গে জাহাজের দুজন নাবিক ছিল। কিন্তু তারা জানত না, ভেতরে কি জিনিষ আছে। তারা ভেবেছিল, ক্যাপ্টেন কোন জিনিষ গোপনে সংগ্রহ করে ওখানে পুতে রাখছেন। দিনরাত আমি ওখানে পাহারা দিতাম, যাঁর জন্য ঐ জিনিষ তিনি না পাওয়া পর্য্যন্ত, আমার আর বিশ্রাম ছিল না। তার পর জার্ম্মান শয়তানটা যখন বাক্সটার ডালা দেখে লোভে পড়ল, তখন তাকে বুঝিয়ে দিলাম, আরো ঐ রকম বাক্স পোতা আছে। ও ব্যাটাকে কিছু শিক্ষা দেবার ইচ্ছে আমার ছিল। এখন বুঝুন, আমি বেশি লিটনজনকে কোন কোন কথা বল্‌তে চাইনি। কারণ, মিঃ লভেল তাতে খুব বিরক্ত হতেন। তাঁর মোটেই ইচ্ছে ছিল কথাটা প্রকাশ পায়। কাজেই আমিও প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আমার যা হবার তা হোক্ গে, কিন্তু একটা কথাও আমি প্রকাশ করব না।"

ওল্ডবক্ বলিলেন, "তা তিনি নিজের বিশ্বাস-ভাজন লোক ঠিক বেছে নিয়েছিলেন। তবে একটু বিচিত্র রকমে বটে।"

ভিখারী বলিল, "মঙ্কবারন্‌স, একথা আমার সম্বন্ধে আমি জোর করে বল্‌তে পারি, সমস্ত দেশের মধ্যে রূপো দিয়ে আমার উপর নির্ভর করবার মত দ্বিতীয় কোন লোক নেই। কারণ, ওতে আমার দরকার নেই, লোভও নেই। রূপো পেলেও আমার ব্যবহার করবার কোন দরকারই ঘটবে না। কিন্তু ছোকরার তখন এত বিচার করে দেখবার সময় ছিল না। কারণ, তিনি জানতেন, চিরদিনের জন্য এ দেশ ছেড়ে তাঁকে চলে যেতে হচ্ছে। অবশ্য সেটা তাঁর বুঝবার ভুল। তা ছাড়া দৈবাৎ আমরা সার আর্থারের ভীষণ অর্থকষ্টের কথা জানতে পেরে-ছিলাম। তখন রাত হয়েছে। অথচ ভোরবেলাই লভেলকে জাহাজে চড়তে হবে। কিন্তু পরে পাঁচ রাত্তির জাহাজখানা উপসাগরে ছিল, গোড়া থেকে সময় নির্দ্দেশ করে আমাকে জাহাজে যেতে হয়েছিল। তার পর ধন-রত্ন মাটীতে পুতে রেখেছিলাম। আপনারা তা উদ্ধার করেছিলেন।"

ওল্ডবক্ বলিলেন, "কিন্তু এটাতে বোকামি ছিল, আর কল্পনাপ্রবণতাও বেশী রকম ছিল। আমাকে বা অন্য কোন বন্ধুর উপর নির্ভর করলেই হত।"

এডি বলিল, "তখন আপনার বোনের ছেলের রক্তে তাঁর হাত রঞ্জিত। হয় ত মারাই গেছেন। এমন অবস্থায় পরামর্শ করবার অবকাশ কোথায় ছিল? অথবা আপনার কাছে এ সম্বন্ধে আলোচনা করবেনই বা কি করে? অন্য লোকের ত কথাই নেই।"

"তুমি ঠিক বলেছ। কিন্তু ডাউষ্টারস্ উইভেল যদি তোমার আগেই ওগুলো খুঁড়ে বের করে নিত?"

"সার আর্থারকে না নিয়ে ও ব্যাটা কখনই একা ওখানে যেতে পারত না। আগের রাত্তিরে সে ভারী ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ওকে হাত-পা বেঁধে না নিয়ে গেলে, নিজেরই ইচ্ছেয় সে কোনমতেই ওখানে যেত না। সে জান্‌তো যে, প্রথম বারে সে কতকগুলো জিনিষ লুকিয়ে রেখেছিল। তার পর যে আবার জিনিষ পোতা আছে, তা সে ভাবতেই পারে নি। সার আর্থারের সর্ব্বনাশ করবার জন্যই সে ঐ রকম ব্যবস্থা করেছিল।"

ওল্ডবক্ বলিল, "জার্ম্মানটা সার আর্থারকে ওখানে না নিয়ে এলে তিনি সেখানে এলেন কি করে?"

এডি নীরস কণ্ঠে বলিল, "ম্যাল্টিকট সম্বন্ধে আমি একটা গল্প রচনা করে চারিদিকে তা ছড়িয়ে দিয়েছিলাম। ৪০ মাইল দূরের লোক পর্য্যন্ত সে গল্প শুনেছিল। আপনিও তা শুনেছেন। যেখানে তিনি নিজের সোনা-রূপা পুতে রেখেছিলেন, সেখানে তাঁর আত্মা আস্‌তে পারে, এটা খুবই সম্ভব বলে সকলে ভেবেছিল। প্রথমে এক বাক্স রূপো পাবার পর সার আর্থারের লোভ বেড়েছিল। তিনি ভেবেছিলেন, আরো কয় ত পাবেন। সার আর্থারের দারুণ অর্থকষ্ট, তাঁকে সে কষ্ট থেকে উদ্ধার করা দরকার। অথচ লভেল যে তাঁকে সাহায্য করছেন, তাও তিনি কাকেও জানাতে রাজি ছিলেন না। আমাকে তিনি এই বিষয়ে শপথ করিয়ে নিয়েছিলেন। আর কোন উপায় না দেখে কবরের ভেতর বাক্স পুতে রাখাই ঠিক হয়েছিল। যদি জার্ম্মানটা কোন রকমে সন্ধান পেয়ে ঐ বাক্স তুলবার জন্য আস্‌ত, আমি আগেই আপনাকে জানিয়ে দিতাম। আমি ত সারা দিনরাত সেখানে পাহারায় থাকতাম। আমার কোথাও যাবার উপায় ছিল না।"

"তোমাদের সতর্কতা খুব ছিল বটে,কিন্তু উপায়টা খুব ভাল বলা যায় না। যাক, লভেল এত রূপোর মূর্ত্তি পেলেন কোথা থেকে?"

"সে কথাটা ত আমি আপনাকে বল্‌তে পারব না—কিন্তু ফেয়ারপোর্ট থেকে তাঁর যে সব জিনিষপত্র জাহাজে এসেছিল, ওগুলোও সেই সঙ্গে দেখেছিলাম। আমরা সবাই মিলে ঐ জিনিষগুলো জাহাজের একটা বারুদের বাক্সের মধ্যে ভরে রেখেছিলাম। নিয়ে যেতে সুবিধা হবে তাও বটে, আর লুকোনোও থাকবে ভাল রকমে।"

লভেলের সহিত প্রথম পরিচয়ের ঘটনাগুলি স্মরণ করিয়া ওল্ডবক্ বলিয়া উঠিলেন, "হা ভগবান! এই ছোকরা নানা বিপজ্জনক ব্যাপারে শত শত পাউণ্ড ব্যয় করে, এ জান্‌লে কি আমি তার বই ছাপাবার জন্য চাঁদা তুলবার প্রস্তাব করি, না, ফেরিঘাটে তাঁর খাবারের বিল শোধ করে দেই! এর পর আর কোন লোকের বিল আমি শোধ করব না, এটা ঠিক। তুমি লভেলের সঙ্গে বরাবর চিঠিপত্র চালিয়ে আসছ?"

"গত কল্যকার আগের দিন আমি তাঁর কাছ থেকে একটা চিরকুট পাই। তাতে তিনি লিখেছিলেন, পরের দিন অতি অবশ্য আমি ট্যানোনবার্গে গিয়ে একতাড়া চিঠি যেন নিয়ে আসি। নকউইকনক্ দুর্গের সকলের পক্ষে সেই চিঠির তাড়া বড়ই দরকারী। ফেয়ারপোর্টের ডাকঘরের লোকরা সকলের চিঠি খুলে পড়ে বলেই, তিনি ঐ কথা আমায় লিখেছিলেন। সে কথাটা মোটেই মিথ্যা নয়। আমি শুনেছি, ডাক-মুন্সীর স্ত্রী পরের চিঠি খুলে পড়ে বলে তার চাকরী যাবে।"

"আচ্ছা এডি, তুমি এসব ব্যাপারে পরামর্শদাতা, দূত, এবং রক্ষক হিসাবে যে কাজ করেছ, তার জন্য তুমি কি প্রত্যাশা কর?"

"কোন কিছু না—শুধু এই ভিখিরী যখন মরে যাবে, তখন ভদ্রলোকরা যেন তার কবরক্ষেত্রে এসে দাঁড়ান, আর আপনি যেন মাথার দিকটা তুলে ধরেন, বেচারা ইনি মকলব্যাকইটের সময় যেমন করেছিলেন। এসব কাজ করতে আমার ত কোন কষ্টই হয়নি। যখন আমাকে জেলে রেখেছিল, তখুনি আমার মনটা খারাপ হয়েছিল। এই সব চিঠি যখন আসবে, আমি যদি তখন জেলে বন্ধ থাকি, তা হলে ত সব গোল হয়ে যাবে। তখন আমি একবার ভেবেছিলাম যে, সব কথা আপনাকে খুলেই বলি। কিন্তু লভেলের আদেশ লঙ্ঘন করা হবে ভেবে তা পারিনি, মঙ্কবারন্‌স্! তা ছাড়া আমি জান্‌তাম যে, এডিনবরাতে একজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করার আগে সার আর্থারের ও তাঁর পরিবারবর্গের জন্য তাঁর ইচ্ছামত কাজ তিনি করতে পারবেন না।"

"বেশ—কিন্তু লোকজনের সব খবর আগে যেমন পেতে, এখনো তেম্নি আসছে ত?"

"সত্য কথা, সার, সবাই বল্‌ছে, সৈন্য ও স্বেচ্ছাসেবক সৈন্যদের উপর কড়া হুকুম এসেছে, সবাই যেন তৈরী থাকে! এক জন খুব চতুর সামরিক কর্ম্মচারী শীঘ্র এখানে আস্‌ছেন--তিনি এখানে এসে আমাদের আত্মরক্ষা করবার কি রকম ব্যবস্থা হয়েছে, তিনি তা দেখ্‌বেন। বেলির ছেলে বেলির কোমরবন্ধ, তলোয়ার সব ঝকঝকে করে রাখ্‌ছে। সে ওসব কাজ জানে না, তাই আমি তাকে সাহায্য করলাম, আর নানা কথায় ভেতরের খবর সব জেনে নিলাম।"

"তুমি ত একজন সেকেলে যোদ্ধা। তোমার কি মনে হয়?"

"সত্যি কথা, আমি কিছুতে বুঝতে পারছি না। যত শত্রু আস্‌বার কথা, তা যদি আসে, তাহলে আমাদের চাইতে সংখ্যায় তারা অনেক বেশী হবে। স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে অনেক বুড়ো হাবড়াও আছে, তারা পারবে কি, পারবে না, সে সম্বন্ধে আমি কোন কথা বল্‌ব না। কারণ, আমিও ত তাদেরি মধ্যে--কিন্তু আমরা প্রাণপণ চেষ্টাই করব।"

"এডি, তাহলে তোমার মধ্যে আবার যুদ্ধ করবার প্রবৃত্তি জেগে উঠেছে? যদি সত্য যুদ্ধই করতে হয়, তুমি যে তা পারবে, আমি ভাবিনি। কি জন্যে তুমি যুদ্ধ করবে বল?"

"বলেন কি? আমি যুদ্ধ করতে পারব না? আমার দেশ, তার জন্য যুদ্ধ করা আমার উচিত নয়? সবাই আমাকে তাদের খাবার থেকে আমায় খেতে দেয়, ছেলেরা আমার সঙ্গে এসে খেলা করে, আমার যুদ্ধ করবার কারণ নেই?"

"সাবাস, এডি, সাবাস! যে দেশের ভিখারী, দেশজননীর জন্য যুদ্ধ করতে প্রস্তুত, যে দেশের জমিদাররা মাতৃভূমির মানরক্ষার জন্য প্রাণত্যাগ করতে প্রস্তুত, সে দেশের জন্য কোন ভয় নেই।"

তার পর ভিখারী ও লভেল যে রাত্রি সেণ্টরুথ ধ্বংসস্তূপে কাটাইয়াছিলেন, সেই বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হইল। সমগ্র বিবরণ শুনিয়া প্রত্নতাত্ত্বিক অত্যন্ত খুসী হইলেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "বদমাস্ জার্ম্মানটা ভয়ে যন্ত্রণায় কি রকম অধীর হয়ে পড়ছিল, তা যদি আমি চোখে দেখ্‌তে পেতাম, ত তার জন্য আমি এক খানা গিনি ব্যয় করে ফেলতে পারতাম্। নিজের মন্ত্রতন্ত্রের ফলে নিজেই ভয়ে অস্থির! কখনো ভূতের ভয়, কখনো সার আর্থারের ভয়ে সে অস্থির হয়েছিল দেখ্‌ছি।"

ভিখারী বলিল, "সত্য কথা, সে সময় ভয়ে সে মড়ার মতন হয়েছিল। তখন সার আর্থারের শরীরে স্বয়ং শয়তান যেন ভর করেছিল। কিন্তু আমার মোকদ্দমার কি হ'ল?"

"আজ সকাল বেলা আমি একখানা চিঠি পেয়েছি, তাতে বুঝতে পারলাম যে, তোমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছিল, তা থেকে তুমি মুক্তি পেয়েছ। সেরিফ্ এমন সব নতুন খবর পেয়েছে, যাতে সার আর্থারের সম্বন্ধেও সুরাহা হবে—এমন সুরাহা যে, আমরা তা প্রত্যাশা করিনি। সেরিফ আরো লিখেছে যে সে গবর্ণমেণ্টকে গোপনে এমন ব্যাপার জানিয়েছে যে, জার্ম্মানটাকে তার দেশেই পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সেখানে গিয়ে সে তার দেশের বিরুদ্ধে কাজ করবে।"

এডি বলিল, "তা হলে ঐ সব এঞ্জিন, যন্ত্রপাতি যা ও ব্যাটা ওখানে বসিয়েছিল, তার কি হবে?"

"আমার মনে হয়, ওর লোকগুলো চলে যাবার আগে সব পুড়িয়ে ফেলে দূরে ফেল্‌বে।"

এডি বলিল, "এঞ্জিনগুলো পুড়িয়ে না ফেলে রাখ্‌লে হয় না? ওতে ত সবই নষ্ট হয়ে যাবে। ঐ সব যন্ত্রপাতি বিক্রী করলে আপনার এক শ পাউণ্ড দাম আদায় হতে ত পারে।"

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "না, এক কড়িও আমি চাই না।"

তার পর খানিক এদিক ওদিক পদচারণা করিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি বাড়ীর মধ্যে যাও, এডি। আমার এই উপদেশটা মনে রেখ যে, কোন খনির কথা কখনো আমাকে বল্‌বে না। আর আমার ভাগ্‌নের সামনে ফোকা বা সীলের নামও করবে না, বুঝেছ?"

"কিন্তু আমি এখন একবার ফেয়ারপোর্টে যেতে চাই। শত্রুর আক্রমণ সম্বন্ধে সেখানে সবাই কি বলাবলি করছে, তা জানবার আমার ভারী ইচ্ছে। তবে আপনার আদেশ আমার মনে থাকবে—আপনার কাছে খনির কথা, আর আপনার ভাগ্‌নের কাছে এমন পণ্ডিতের কথা কখনো বল্‌ব না। যে টাকাটা আপনি ডাউষ্টারস্—"

"এই সর্ব্বনাশ করলে দেখ্‌ছি!—ও কথা আমার কাছে বল্‌তে তোমায় বারণ করে দিয়েছি না?"

বিস্ময়ের ভাণ করিয়া এডি বলিল, "আহা! আমি ভেবেছিলাম, কথাবার্ত্তা চালাবার সময় আপনি যা সব পড়েছেন, তার কথা আলোচনা করলে আপনি সুখী হবেন। ওখানে যে প্রিটোরিয়াম্ আছে, তার কথা——"

"চুপ! চুপ!" বলিয়া প্রত্নতাত্ত্বিক তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ভিখারী এক মুহূর্ত্ত তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। তার পর একবার খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া সে ফেয়ারপোর্টের দিকে অগ্রসর হইল। সংবাদ সংগ্রহ করা তাহার একটা নেশা।

সে অত্যল্প সময়ের মধ্যেই সহরে প্রবেশ করিল।

৪৫

Red glared the beacon on Pownell,
On Skiddaw there were three ;
The bugle horn on moor and fell
Was heard continually'

James Hogg'

পাহাড়ের উপর যে প্রহরী নজর রাখিয়াছিল, এবং বার্ণামের দিকে চাহিতেছিল, সে যখন দেখিল যে বৃক্ষকুঞ্জ ডন্‌সিনামের দিকে অগ্রসর হইতেছে, সম্ভবতঃ তাহার উহা বিশ্বাস হয় নাই—সে ভাবিয়াছিল, সে বুঝি শুধু স্বপ্নই দেখিতেছে! বৃদ্ধ ক্যাক্‌সনও সেইরূপ তাহার কুটীরে বসিয়া তাহার কন্যার আসন্ন বিবাহের কথা ভাবিতেছিল। সে মাঝে মাঝে ভাবিতেছিল, লেফটেনাণ্ট টাফরিলের শ্বশুর হইলে তাহার পদমর্য্যাদা কিরূপ বর্দ্ধিত হইবে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সে মাঝে মাঝে সঙ্কেত-মঞ্চের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল, এমন সময় সে সবিস্ময়ে দেখিল, ঐ দিকে একটা আলোকদীপ্তি দেখা যাইতেছে।

সে চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া আবার সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। সে দেখিল, জ্যোতির্ব্বিদের দৃষ্টিপথে ধূমকেতু পড়িলে যেমন হয়, সেই ভাবে আলোকদীপ্তি ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে।

ক্যাক্‌সন্ আপন মনে বলিল, "ভগবান রক্ষা করুন! এখন কি করা যায়? আমার চেয়ে যাঁরা জ্ঞানী, বেশী বোঝেন তাঁরা ওটা দেখুন। এবার আমি সঙ্কেত-আলো জ্বেলে ফেলি।"

সে আলো জ্বালিয়া ফেলিল। আকাশপথে সেই আলোকরশ্মি যেন তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল। সমুদ্রচর পক্ষীরা নিজ নিজ কুলায়ে সেই আলোকরশ্মি দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। সমুদ্র-তরঙ্গের উপর—বহু দূর পর্য্যন্ত সেই আলোকদীপ্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

ক্যাক্‌সনের সহকারী প্রহরীও ঐ আলোক দৃষ্টে সঙ্কেত আলোক জ্বালিয়া ফেলিল, চারিদিকে ঐ আলোকমালা ছড়াইয়া পড়িল—পাহাড়, মাঠ, গ্রাম, নগর, সর্ব্বত্র ঐ আলোক-প্রবাহ ছুটিয়া চলিল। সমগ্র অঞ্চল তখনই বুঝিল শত্রু আক্রমণ করিতে আসিতেছে, তাই সঙ্কেত-আলোক জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

প্রত্নতাত্ত্বিক ডবল টুপী পরিয়া পরম আরামে নিদ্রা যাইতেছিলেন। সহসা তাঁহার সহোদরা ও ভাগিনেয়ীর চীৎকারে তাঁহার সুখনিদ্রা ভঙ্গ হইল। পরিচারিকারাও চীৎকার জুড়িয়া দিল।

শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া তিনি বলিলেন, "ব্যাপার কি? এত রাত্রিতে আমার ঘরে মেয়েমানুষরা এসেছে কেন? তোমরা সব পাগল না কি।"

মিস্ ম্যাকইনটায়ার বলিলেন, "সঙ্কেত-আলো জ্বলে উঠেছে, মামা!"

মিস্ গিজেলা চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ফরাসীরা আমাদের খুন করবার জন্য আস্‌ছে!"

অপেরার গায়িকাদের ন্যায় সমস্বরে পরিচারিকারা বলিয়া উঠিল, "সঙ্কেত-আলো! ফরাসী!—খুন! খুন!"

চমকিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ওল্ডবক্ বলিলেন, "ফরাসী? আমার ঘর থেকে সব এগুলি বেরিয়ে যাও—আমার জিনিষ-পত্র সব ঠিক ঠাক করে নেই—এই তুমি শুনছ? আমার তলোয়ারটা নিয়ে এস!"

সহোদরা বলিয়া উঠিলেন, "কোন্‌খানা: মঙ্কর-বারনস্?"

তিনি এক হাতে পিতলের কাটারী ও অপর হাতে হাতলবিহীন আণ্ড্রিয়া ফেরারার ছোরা ধরিয়া ভ্রাতাকে দেখাইলেন।

জেনী রিন্‌থেরাউট চীৎকার করিতে করিতে দ্বাদশ শতাব্দীর দুই হাতল বিশিষ্ট তরবারি টানিয়া আনিয়া বলিল, "সব চেয়ে বড় তলোয়ার!"

অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "ও গো মেয়ে মানুষরা, শান্ত হও, বৃথা ভয়ে অধীর হচ্ছ কেন? তোমরা ঠিক জান কি, তারা এসেছে?"

জেনী বলিল, "নিশ্চয় এসেছে! খুব সত্য এসেছে, সব জায়গার পল্টনরা ফেয়ারপোর্টের দিকে ছুটে চলেছে—বুড়ো মকলব্যাকইট ছুটে গেছে। রাজার জন্য সবাই প্রাণ দেবে!"

ওল্ডবক্ বলিলেন, "পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে আমার বাবা যে তলোয়ার ব্যবহার করতেন, আমাকে সেখানা দেও। সেখানার কোমরবন্ধ নেই—তা না থাক্, তাড়া তাড়ি এনে দেও।"

প্রত্নতাত্ত্বিক তাঁহার প্যাণ্টালুনের পাশে

অস্ত্রখানি তাড়াতাড়ি ঝুলাইয়া দিলেন। এমন সময় হেক্টর কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। সে ইতিমধ্যে সন্ধান লইতে গিয়াছিল যে, বিপদজ্ঞাপক সঙ্কেত সত্য কি না।

ওল্ডবক্ বলিলেন, "হেক্টর, তোমার অস্ত্র-শস্ত্র কোথায়? তোমার দোনলা বন্দুক কোথায়? যখন কোন দরকার ছিল না, তখনও সব সময়েই ঐ বন্দুক তোমার হাতে দেখেছি। এখন সেটা কোথায়?"

হেক্টর বলিল, "যুদ্ধের সময় কেউ পাখী-মারা বন্দুক ব্যবহার করে না কি, মশাই? আপনি ত দেখছেন, আমার সৈনিক-বেশ আমি পরেছি। দশটা দোনলা বন্দুকের চাইতে এতেই আমি অনেক কাজ করতে পারব—যদি আমায় সেনাপতি করা হয়। আপনাকে এখন ফেয়ারপোর্টে যেতে হবে। ঘোড়া, মানুষ কোথায় কি থাকবে, তার সম্বন্ধে আপনাকে উপায় নির্দ্দেশ করে দিতে হবে। যাতে কোন গোলমাল না বাধে, তা করা দরকার।"

"ঠিক বলেছ, হেক্টর। আমার মাথা ও হাতের সাহায্যে আমি অনেক কাজ করতে পারব। এই যে, সার আর্থার ওয়ারডুর এসে হাজির! কোন কাজেই উনি আমার সঙ্গে পেরে উঠবেন না।"

সার আর্থারের অভিমত কিন্তু অন্য প্রকারের। তাঁহার অঙ্গে লেফ্‌টেনাণ্টের সামরিক পরিচ্ছদ অবশ্য ছিল, তিনিও ফেয়ারপোর্টে চলিয়াছেন। যাইবার সময় ওল্ডবককে সঙ্গে লইবার জন্য আসিয়াছেন।

মেয়েরা আপত্তি জানাইলেন যে, হেকটরের সাহায্যে ওল্ডবক্ গৃহরক্ষার ব্যবস্থা করিলেই ভাল হয়। কিন্তু মঙ্কবারনস্ সার আর্থারের প্রস্তাবেই রাজি হইলেন।

যাহারা এরূপ দৃশ্য দেখিয়াছে, তাহারাই শুধু বুঝিতে পারিবে, ফেরারপোর্টে তখন কি গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। অট্টালিকা-সমূহের বাতায়ন-পথে শত শত আলোক জ্বলিতেছিল। কখনো আলোকমালা সরিয়া যাইতেছিল, আবার জ্বলিয়া উঠিতেছিল। ইহাতেই বুঝা যাইবে, ভিতরে কিরূপ বিশৃঙ্খলা চলিয়াছে। নিম্ন শ্রেণীর নারীরা বাজারে সমবেত হইয়া জটলা করিতেছিল। পার্ব্বত্য ধনুকধারীরা, উপত্যকাভূমি হইতে দলে দলে নির্গত হইয়া অশ্বারোহণে বা পদব্রজে রাজপথে ছুটাছুটি করিতেছিল। কোথাও এক জন, কোথাও বা ৫।৬ জন একত্র হইয়া সশস্ত্রভাবে চলাফেরা করিতেছিল। তুরী ভেরী এবং ঢক্কানাদে স্বেচ্ছাসেবকগণকে সশস্ত্র হইবার জন্য আহ্বান করা হইতেছিল। সামরিক কর্ম্মচারীদিগের কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছিল—ধর্ম্মমন্দিরে ঘণ্টানিনাদ এবং বিউগলের তীব্র শব্দ চারিদিকে অনুরণিত। বন্দরের জাহাজগুলিতে আলোকমালা জ্বলিয়া উঠিয়াছে, সশস্ত্র জাহাজগুলিতে নৌকার ভিড়। সকলেই সশস্ত্র হইয়া সহর রক্ষার জন্য জাহাজ হইতে তীরে অবতীর্ণ হইতেছে। টাফরিল স্বয়ং কামান সাজাইয়া তীরভূমি রক্ষার আয়োজন করিতেছিলেন। দুই তিনখানি লঘুগতি জাহাজ সমুদ্রবক্ষে গিয়া শত্রু আসিতেছে কি না, তাহা দেখিতেছিল।

যখন চারিদিকে এইরূপ বিশৃঙ্খলা, সেই সময় সার আর্থার, ওল্ডবক্ এবং হেক্টরকে লইয়া অতিকষ্টে প্রধান উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। উহার চারিপার্শ্বে সহরের বড় বড় অট্টালিকা অবস্থিত। উদ্যানটি উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। সহরের হাকিমরা বহু ভদ্রপ্রধান ব্যক্তি সহ তথায় সমবেত হইয়াছিলেন। স্কটল্যাণ্ডের জনসাধারণ কিরূপ তৎপরতা সহকারে দেশমাতার রক্ষার জন্য সমবেত হইয়াছিল, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

বিভিন্ন সেনাদলের নায়করা হাকিমদিগকে প্রশ্নবাণে অস্থির করিয়া তুলিতেছিলেন। বেলি লিটলজন বলিলেন, "ঘোড়াগুলোকে আমাদের গুদাম-ঘরে রাখবার ব্যবস্থা করা হোক্। আর মানুষগুলো আমাদের বৈঠকখানা-ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিক্। আমাদের আহার্য্য দ্বারা সৈনিকদের আতিথ্যসৎকার করা যাবে। আমরা এত দিন রাজার সুশাসনে বলবান—ঐশ্বর্য্যবান হয়েছি। এখন আমাদের কর্ত্তব্য করবার সুযোগ এসেছে।"

উপস্থিত জনতা উচ্চস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। দেশের সম্মান রক্ষার জন্য সকলেই একবাক্যে তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব নিয়োগ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইল।

বর্ত্তমানক্ষেত্রে ক্যাপ্টেন ম্যাকইন্‌টায়ার সামরিক পরামর্শদাতার কাজ লইল। প্রধান হাকিমের সে পার্শ্বচরের দায়িত্বও গ্রহণ করিল। সে শান্ত দৃঢ়তার সহিত যেভাবে নগর রক্ষার উপদেশ দিতে লাগিল, তাহাতে প্রত্নতাত্ত্বিক তাহার কর্ম্মকুশলতার পরিচয় পাইয়া বিস্ময়াভিভূত হইলেন। বিভিন্ন সেনাদলের অস্ত্রশস্ত্রাদির ত্রুটি সত্ত্বেও সে সকলকে উৎসাহিত করিয়া তুলিল। সে সময়ে সামরিক অভিজ্ঞতা অন্যান্য জ্ঞানকে এমনভাবে অতিক্রম করিয়া গেল যে, বৃদ্ধ এডি পর্য্যন্ত রক্ষাকার্য্যে অসম্ভব উৎসাহ দেখাইতে লাগিল। তাহার উপর গুলী বারুদ বিতরণের ভার

পড়িল। সে অত্যন্ত বিবেচনা ও দক্ষতা সহকারে সে কর্ত্তব্য পালন করিতে লাগিল।

উৎকণ্ঠাভরে তখন দুইটি বিষয়ের জন্য সকলেই প্রতীক্ষা করিতেছিল—গ্লেনালান স্বেচ্ছাসেবক সেনাদলের উপস্থিতি—এই প্রাচীন ও শক্তিশালী বংশের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য এই স্বেচ্ছাসেবক সেনাদল স্বতন্ত্র পল্টনে বিভক্ত হইয়াছিল। দ্বিতীয় বিষয়টি, যে সামরিক কর্ম্মচারী ফেয়ারপোর্ট রক্ষার জন্য পূর্ব্ব হইতেই নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি তখনও আসেন নাই। সকলে তাঁহার আগমনও সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিল। প্রধান সেনাপতি তাঁহাকেই এই উপকূলভাগ রক্ষার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারই আদেশে সমগ্র সেনাদল পরিচালিত হইবে।

অবশেষে গ্লেনালান সেনাদলের তূরীধ্বনি শোনা গেল। সকলেই সবিস্ময়ে দেখিল, স্বয়ং আর্ল সেই বাহিনীর পুরোভাগে অশ্বপৃষ্ঠে আসিতেছেন। তাঁহাকে কেহ কখনই এইরূপ ব্যাপারে যোগ দিতে দেখে নাই। গ্লেনালান-বাহিনীর পরিচ্ছদ সুন্দর—অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত এই সেনাদলকে দেখিতে ইচ্ছা করে, এমনই তাহাদের গতিভঙ্গী। সেনাদলে পাঁচশত সৈনিক ছিল, সঙ্গে একদল হাইল্যাণ্ড বাদক, তাহারা বাদ্যযন্ত্রে রণসঙ্গীত গান করিতেছিল। ক্যাপ্টেন ম্যাকইনটায়ার এ দৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া উঠিল। আর্ল অসুস্থদেহ হইলেও সৈন্য-পরিচালন ব্যাপারে এমন ক্ষিপ্রতা ও শৃঙ্খলার পরিচয় দিতেছিলেন যে, সকলেই সে দৃশ্য দর্শনে বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া পড়িল।

ক্রমে রাত্রির অন্ধকার বিগত হইয়া ঊষার আলোক আকাশে ফুটিয়া উঠিল। ফেয়ারপোর্টের সমবেত জনতা তখনও আত্মরক্ষার উদ্যোগ-আয়োজনে ব্যাপৃত।

অবশেষে জনতা চীৎকার করিয়া উঠিল, "ঐ আস্‌ছেন—ঐ বীর মেজর নেভিলি আস্‌ছেন: তাঁর সঙ্গে আর একজন সামরিক কর্ম্মচারী আছেন।"

একখানি গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। সমবেত স্বেচ্ছাসেবক ও জনসাধারণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। হাকিমগণ ও তাঁহাদের সহকারীরা সহরের সরকারী অট্টালিকায় তাঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সমবেত হইলেন। কিন্তু মেজর নেভিলিকে দেখিয়া সকলে বিস্ময়-বিমূঢ় হইল, বিশেষতঃ প্রত্নতাত্ত্বিক ত যেন আকাশ হইতে পড়িলেন! সুদৃশ্য সামরিক পরিচ্ছদ ও টুপীর অন্তরালে যে মুখখানিকে দেখা গেল, তাহা যে তাঁহার সুপরিচিত! ইনি যে স্বয়ং লভেল। করকম্পন ও আলিঙ্গনে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, সত্যই তিনি দেখিতেছেন—স্বপ্নঘোরে তিনি নাই। সার আর্থারও দেখিলেন, মেজর নেভিলির সঙ্গী সামরিক কর্ম্মচারী তাঁহারই পুত্র ক্যাপ্টেন ওয়ারডুর।

যুবক সামরিক কর্ম্মচারী প্রথমেই সকলকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন যে, দেশরক্ষার জন্য সকলে যে এত চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। কারণ, সত্যই শত্রু আসে নাই।

মেজর নেভিলি বলিলেন, "হালকেট হেড্‌এ যে প্রহরী আছে, আমরা পথে আসবার সময় অনুসন্ধান করে জান্‌লাম যে, বনে আগুন লাগা দেখে সে ভুল করে বসেছিল। গ্লেন উইদার সাইনস্ পাহাড়ের জঙ্গলে কোন নিকর্ম্মা লোক আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। তাই দেখে বেচারা শত্রু আস্‌ছে বলে সঙ্কেত জানায়।"

এ কথা শুনিয়া ওল্ডবক্ একবার সার আর্থারের দিকে চাহিলেন। তিনিও অনুরূপ দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে চাহিলেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিলেন, "রাগের মাথায় জার্ম্মানটার যন্ত্রপাতি আমরা পুড়িয়ে দিয়েছিলাম, তারই আগুন দেখ্‌ছি। আমি দেখ্‌ছি, জার্ম্মানটার কাছ থেকে উত্তরাধিকার হিসেবে আমরা তার শয়তানী বুদ্ধি ও ভুলভ্রান্ত ত পেয়েছি। যাবার সময় সে যেন একরাশ বাজি পুড়িয়ে দিয়ে গেল। কিন্তু সাবধানী ক্যাকসন্ ঐ ত আস্‌ছে—মাথা তুলে দাঁড়াও—গাধা কোথাকার—তোমার দোষে তোমার ওপরওলাদের ঘাড়ে দোষ চাপল। নাও, এখন এটা ধর (তাঁহার তরবারী তাহার হাতে দিলেন)—

এমন সময় লর্ড গ্লেনালান তাঁহার পৃষ্ঠে হাত দিলেন এবং তাঁহাকে স্বতন্ত্র কক্ষে লইয়া গেলেন। তিনি বলিলেন, "ভগবানের দোহাই, ঐ যুবক ভদ্রলোকটি কে? ওঁর চেহারার সঙ্গে—"

বাধা দিয়া ওল্ডবক্ বলিলেন, "হতভাগিনী ইভলিনের হুবহু সাদৃশ্য রয়েছে। প্রথম থেকেই ওঁর ওপরে আমার আকর্ষণ হয়েছিল, আপনি যে কারণে আকৃষ্ট হয়েছেন, আমারও হেতু তাই ছিল।"

লর্ড গ্লেনালান পুনঃপুনঃ অধীরভাবে প্রত্নতাত্ত্বিকের বাহুমূল চাপিয়া বলিলেন, "সত্য বলুন, উনি কে?"

"আগে ওঁকে আমরা লভেল বলে ডাক্‌তাম, এখন দেখ্‌ছি উনি মেজর নেভিলি।"

"আমার ভাই যাকে পুত্র হিসেবে পালন

করেছিল—যাকে সে তার উত্তরাধিকারী করে গেছে, হা ভগবান! আমার ইভলিনের ছেলে যে—"

ওল্ডবক্ বলিলেন, "শান্ত হোন্, অত অধীর হবেন না, লর্ড। এ রকম অনুমানের উপর অমন ভাবে নির্ভর করবেন না। যতটা সম্ভাবনা আছে, সেটা ত' জানা দরকার!"

"সম্ভাবনা? না, কিছু না। সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা। অভ্রান্ত নিশ্চয়তা! যে লোকের কথা আপনাকে বলেছিলাম, সে সমস্ত গল্পটা আমায় লিখে পাঠিয়েছে। সবে গত কল্য তার সে লেখা আমি পেয়েছি, আগে পাইনি। ভগবানের দোহাই, আপনি ওকে নিয়ে আসুন! যাবার আগে সে তার বাপের আশীর্ব্বাদ নিক্।"

"আমি নিশ্চয় আনছি কিন্তু আপনার জন্যও বটে, ওঁর জন্যও বটে, প্রস্তুত হবার একটু সময় দিতে হবে ত?"

সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিবার পূর্ব্বে আরও কিছু অনুসন্ধানের প্রয়োজন, ইহা স্থির করিয়া ওল্ডবক্, মেজর নেভিলির সন্ধান করিতে লাগিলেন মেজর তখন সমবেত সেনাদলকে যথাযথ স্থানে ফিরিয়া যাইবার আদেশ দিতেছিলেন।

ওল্ডবক বলিলেন, "শুনুন, মেজর নেভিলি! ওসব কাজের ভার ক্যাপ্টেন ওয়ারড্যুর ও হেকটরের উপর খানিকক্ষণের জন্য দিন। হেকটরের সঙ্গে আপনার মিলন হয়ে গেছে ত? (নেভিলি হাসিলেন এবং হেকটরের করকম্পন করিলেন) আপনার সঙ্গে আমার বিশেষ কথা আছে। এদিকে আসুন।"

নেভিলি বলিলেন, "মিঃ ওল্ডবক্, আমার ওপর আপনার দাবী আছে। আরো জরুরী কাজ হলেও, আপনার দাবী তার চেয়েও বেশী। কারণ, ছদ্মনামে আপনার কাছে পরিচয় দিয়েছিলাম, আপনার আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম, আর সেই ছদ্মনামের জন্য আপনার ভাগনের ক্ষতি করেছিলাম।"

ওল্ডবক বলিলেন, "ওর যা হওয়া উচিত, আপনি তাই করেছেন। তবে আজ ও ভারী বুদ্ধি ও তৎপরতার পরিচয় দিয়েছে—ও যদি আর একটু লেখাপড়া শিখত, সিজার ও পলিবিয়সের রচনা পড়ত, তাহলে সেনাদলে ও খুব উন্নতি করতে পারত—আমি ওর উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কিন্তু করব।"

নেভিলি বলিলেন, "উনি সত্যই তার উপযুক্ত। আপনি আমাকে ক্ষমা করেছেন, এ জন্য আমি খুসী হয়েছি। আপনি যখন জানবেন যে, আমার এমনই দুর্ভাগ্য যে, নেভিলি পদবীতেও আমার তেমন স্বত্ব নেই, অথচ এই নামেই আমার খ্যাতি-প্রতিপত্তি সবই হয়েছে। লভেল নামে হয়নি। এ সব কথা শুনে আমাকে আরও স্পষ্টভাবে ক্ষমা করবেন।"

"তাই না কি! তাহলে ত আপনার জন্য এমন পদবী খুঁজে বার করতে হবে, যাতে আপনার স্থায়ী এবং আইনসঙ্গত অধিকার আছে। আমার বিশ্বাস, তা পারা যাবে।"

"মশাই!—আমার জন্মগত ব্যাপার নিয়ে—"

বাধা দিয়া প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "না, না, ছোকরা, তা কেন করব? তোমার জন্মসম্বন্ধে তুমি যা জান, আমি তার চেয়ে অনেক বেশী জানি। তোমার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য বলছি, ইয়র্কশায়ারের নেভিলিবার্গের জেরাল্ডিন্ নেভেলির হিসাবে তুমি লেখাপড়া শিখে জনসমাজে পরিচিত হয়েছ। আর আমার ধারণা, তিনি তোমাকে তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করেও গেছেন।"

"ক্ষমা করবেন—সে কথা তিনি আমার কাছে কোন দিন বলেননি, বা সে রকম অভিপ্রায় প্রকাশ করেননি। আমার শিক্ষার জন্য প্রচুর অর্থব্যয় তিনি করতেন। সেনাদলেও তিনি অর্থ দিয়ে উৎসাহ দিয়ে আমাকে প্রবিষ্ট করিয়ে দেন। আমার ধারণা ছিল, আমার সম্ভাব্য পিতা আমার গর্ভধারিণীকে বিয়ে করবার সংকল্প করে থাকলেও, সে কার্য্য কোন দিন করেননি।"

"সম্ভাব্য পিতা তুমি বলছ?—তুমি কিসে জানলে যে, মিঃ জেরাল্ডিন নেভিলি প্রকৃত তোমার বাবা নন?"

"আমি জানি, মিঃ ওল্ডবক্, শুধু অলস কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্য আপনি এমন ব্যাপার নিয়ে প্রশ্ন করছেন না। আমি সরলভাবে আপনাকে সব কথাই বলছি। গত বছর, আমরা ফরাসী ফ্লাণ্ডার্সে একটা ছোট সহর অধিকার করেছিলাম। একটা মঠের কাছে আমাদের শিবির। সেই মঠে একটি বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা হয়। সে চমৎকার ইংরেজী বলতে পারত। জাতিতে সে স্পানিয়ার্ড—তার নাম টেরেসা ডি আকুনহা। তার সঙ্গে পরিচয় একটু ঘনিষ্ঠ হবার পর সে জানতে পারলে আমি কে? আমার শৈশবে সেই আমাকে পালন করেছিল। সে আমাকে এমন সব ইঙ্গিত দিয়েছিল, যাতে আমি অভিজাত বংশের ছেলে, তা জানতে

পেরেছিলাম। আমার উপর খুব অবিচার করা হয়েছে, সে বলেছিল। স্কটল্যাণ্ডের কোন মহিলার মৃত্যুর পর সে আমার পূর্ণ পরিচয় আমাকে দেবে বলেছিল। সেই মহিলা বেঁচে থাকতে সে কোন কথাই বলতে পারবে না শপথ করেছিল। সেই আমাকে বলেছিল যে, মিঃ জেরালডিন নেভিলি আমার বাবা নন। শত্রুরা আমাদের আক্রমণ করায়, সে সহর থেকে আমাদের হঠে আসতে হয়েছিল। সাধারণতন্ত্রীরা সেই সহর জ্বালিয়ে দিয়েছিল, তাদের পৈশাচিক অত্যাচারে সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ধর্ম্মসংক্রান্ত মতবাদই তাদের এত নিষ্ঠুর করে তুলেছিল। ঐ মঠটা তারা পুড়িয়ে দিয়েছিল। যে সব সন্ন্যাসিনী সেখানে ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে টেরেসাও পুড়ে মরেছিল। তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আমার জন্মকাহিনী চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সম্ভবতঃ আমার জন্মকাহিনী নিশ্চয়ই বিয়োগান্ত।"

ওল্ডবক্ বলিলেন, "এ ব্যাপারে তাহলে তুমি কি করেছিলে?"

"আমি মিঃ নেভেলিকে চিঠি লিখে সব জানতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কোন ফল হয়নি। তার পর সেনাবিভাগ থেকে ছুটী নিয়ে আমি তাঁর চরণ ধরে বলেছিলাম, আমার জন্মকথা তিনি বলুন। তিনি সম্মত হননি। তার পর রাগ করে বলেছিলেন যে, এত দিন ধরে তিনি আমার জন্য এত করেছেন, অকৃতজ্ঞ, আমি তা মানতে চাই না। আমি ভেবেছিলাম, উপকারক হিসাবে তিনি তাঁর শক্তির অপব্যবহার করেছেন। তবে তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, তিনি আমার পিতা নন। তখন মনোমালিন্যের ফলে আমরা পরস্পরের কাছে বিদায় নেই। তখন থেকে নেভেলি পদবী আমি ত্যাগ করে আমি লভেল নামেই আত্মপরিচয় দিতে আরম্ভ করি। এই সময় ইংলণ্ডের উত্তরভাগে আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে আমি বাস করতে থাকি। তিনি আমার ছদ্মনামে আপত্তি করেননি। এখানেই মিস্ ওয়ারডুরের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। কল্পনাপ্রবণ মনের তাড়নায় আমি স্কটল্যাণ্ডে তাঁর অনুসরণ করি। জীবনকে কোন্ পথে চালিত করব, সেই ব্যাপারে তখন আমার মন চঞ্চল ছিল। মনে স্থির করেছিলাম, মিঃ নেভেলিকে আবার আমার জন্মকথা প্রকাশ করবার জন্য অনুরোধ করব। অনেক বিলম্বে আমার পত্রের উত্তর এসেছিল। যখন সে চিঠি আমার হাতে আসে, আপনি তখন উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, তাঁর স্বাস্থ্য ভাল নয়। এ সময়ে আমারই মঙ্গলের জন্য, তাঁর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক, তা যেন আমি জানতে না চাই। তিনি আমাকে তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করে যাবেন, তাতেই যেন আমি সন্তুষ্ট থাকি। তাঁর কাছে যাবার জন্য যখন আমি ফেয়ারপোর্ট ত্যাগ করতে উদ্যত, সেই সময় দ্বিতীয় পত্র এল যে, তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন। আমার উপকারকের সম্বন্ধে আমি যে ব্যবহার করেছিলাম, প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক হয়ে, তাতে আমার অনুশোচনার শান্তি হবে না। পত্রে এইটুকু ইঙ্গিত ছিল যে, আমার জন্মে জারজসন্তানের কলঙ্কের অপেক্ষাও গভীরতর কলঙ্কের ছাপ আছে। সার আর্থারের এ সম্বন্ধে আপত্তি ও মনোভাব আমি জানতাম।"

ওল্ডবক বলিলেন, "তুমি এসব বিষয় নিয়ে চিন্তা করে পীড়িত হয়ে পড়েছিলে, অথচ আমার কাছে পরামর্শের জন্য এসনি—আমাকে সব কথাও বলনি?"

"ঠিক তাই। তার পর ক্যাপ্টেন ম্যাকইনটায়ারের সঙ্গে ঝগড়া হল, বাধ্য হয়ে আমাকে ফেয়ারপোর্ট ও তার সন্নিহিত অঞ্চল থেকে চলে যেতে হল।"

"কবিতা ও প্রেম—মিস্ ওয়ারডুর ও ক্যালিডোনিয়াড্?"

"খুব সত্য কথা।"

"সেই সময় থেকেই তুমি বুঝি সার আর্থারের সাহায্যের জন্য নানারকম মতলব নিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ। আমাকে এ বিষয়ে এডিনবরায় ক্যাপ্টেন ওয়ারডুরও যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।"

"আর এখানে এডি অকিল্ট্রি—দেখছ ত আমি তোমার সব খবর রাখি। কিন্তু অত রূপোর জিনিষ তুমি কোথায় পেলে?"

"এগুলো সব মিঃ নেভেলির সম্পত্তি। ফেয়ারপোর্টে একজনের কাছে ওগুলো গচ্ছিত ছিল। মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি লিখেছিলেন, ওগুলো যেন সব পুড়িয়ে ফেলা হয়। গ্লেনালানবংশের ছাপ সেগুলোতে ছিল, আমি যেন তা না দেখি, এই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।"

"বেশ, মেজর নেভিলি, অথবা তোমাকে আমি লভেল বলেই ডাকব। কারণ, ঐ নামে তোমাকে ডাকতে আমার ভারী আনন্দ হয়। এখন তুমি তোমার দুটো ওরফে নামই বদলে ফেলতে হবে। এখন থেকে অনারেবল উইলিয়ম্ জেরালডিন বা লর্ড জেরালডিন নামেই তোমার পরিচয় হবে।"

সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার মাতার বিচিত্র এবং শোচনীয় মৃত্যুর কাহিনী বিবৃত করিলেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক বলিলেন, "তোমার খুড়ো এই কথাটাই প্রচার করতে চেয়েছিলেন বলে আমার নিশ্চিত ধারণা যে, অপ্রীতিকর বিয়ের ফল যে শিশু, সে আর বেঁচে নেই। সম্ভবতঃ তাঁর দাদার মৃত্যুর পর সম্পত্তির অধিকারী হতে পারবেন ব'লে তাঁর লোভও ছিল। সে সময় তিনি স্ফূর্তিবাজ যুবক। তবে তোমাকে মেরে ফেলবার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। এল্‌স্‌পেথ যে সন্দেহ করছিল,তা মিথ্যা; টেরেসা ও তোমার কাহিনী থেকে পূরো মাত্রায় তা বোঝা যায়। সুতরাং ও সম্বন্ধে তাঁকে মোটেই অপরাধী করা যায় না। এখন, চল, পিতার সঙ্গে পুত্রের পরিচয় করিয়ে দেই।"

এই মিলন-দৃশ্যের বর্ণনার কোন চেষ্টা আমরা করিব না। উভয় পক্ষের সম্পূর্ণ প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছিল। মিঃ নেভেলি তাঁহার বিশ্বস্ত সর্দার খানসামার কাছে তাঁহার কৃত কার্য্যের পূর্ণ বিবরণ লিখিয়া গালামোহর করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন। বৃদ্ধা কাউণ্টেসের মৃত্যুর পূর্ব্বে উহা কোনমতেই খোলা হইবে না, এই নির্দ্দেশ ছিল। বৃদ্ধা যেরূপ গর্ব্বিতা ছিলেন, তাহাতে এ ঘটনা প্রকাশ পাইলে তাঁহার লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না মনে করিয়াই তিনি ঐ প্রকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

সেই দিন অপরাহ্ণে গ্লেনালান্-বংশের সেনাদল ও স্বেচ্ছাসেবকগণ তাহাদের নবীন প্রভুর কল্যাণকল্পে আকণ্ঠ সুরা পান করিয়া জয়োল্লাস করিয়াছিল। একমাস পরে লর্ড জেরাল্ডিনের সঙ্গে মিস্ ওয়ারডুরের পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। বিবাহ উপলক্ষে প্রত্নতাত্ত্বিক তাঁহার বংশের একটি প্রসিদ্ধ অঙ্গুরীয় কন্যাকে উপহার দিয়াছিলেন।

বৃদ্ধ এডি নীল গাউন পরিয়া ভিক্ষাপাত্র হস্তে এক বন্ধুর গৃহ হইতে গৃহান্তরে ভিক্ষার জন্য যায়। সে গর্ব্ব করিয়া বলিয়া থাকে যে, সূর্য্যালোকিত দিন ছাড়া সে কোন দিন ভ্রমণ করে না। শেষের দিকে সে একখানা কুটীরেই বসবাস করিত। এই কুটীরখানি নক্‌উইকনক্ ও মঙ্কবারনসের ঠিক মাঝামাঝি অবস্থিত। কন্যার বিবাহের পর ক্যাক্সন, সেই কুটীরেই আশ্রয় লইল। এডির চলৎশক্তি দিন দিন হ্রাস পাইতেছিল। এজন্য সকলেই বলিত, ঐ কুটীর ছাড়িয়া অতঃপর সে আর কোথাও যাইবে না।

মিসেস্ হ্যাড্‌ওয়ে মকলব্যাকইট-পরিবারের উপর লর্ড ও লেডী জেরাল্ডিনের দয়া অসামান্য ছিল—তাঁহারা মুক্তহস্তে তাহাদিগকে সর্ব্ববিষয়ে সাহায্য করিতেন। মিসেস্ হ্যাডাওয়ে অর্থের সদ্ব্যবহার করিতেন, কিন্তু শেবোক্তরা উহার অপব্যয় করিত। এডি অকিলট্রির মারফতে তাহারা তথাপি সাহায্য পাইতে লাগিল। বুড়া এডির মারফত্ অর্থসাহায্য আসিত বলিয়া গ্রহণকালে তাহারা একটু অসন্তোষ প্রকাশ করিত বৈ কি।

হেকটর সমরবিভাগে দিন দিন উন্নতিলাভ করিতে লাগিল। প্রায়ই গেজেটে তাহার নাম প্রকাশ পাইত। এজন্য মানুষের কাছে তাহার সম্মান বাড়িতেছিল। সে দুইটি সীল মাছকে বন্দুকের গুলীতে শিকার করিয়াছিল। ইহার পর হইতে মানুষের বোকা সংক্রান্ত বিদ্রূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ক্যাপ্টেন ওয়ারডুরের সহিত মিস্ ম্যাকইনটায়ারের বিবাহ হইবে, জনসাধারণ এইরূপ রটনা করিত; কিন্তু এ সম্বন্ধে নিশ্চয়তার কথা শুনা যায় নাই।

প্রত্নতাত্ত্বিক প্রায়ই নক্‌উইকনক্ দুর্গ ও গ্লেনালান প্রাসাদে গতায়াত করিতেন, দুইটি প্রবন্ধ শেষ করিবার জন্যই তিনি ঘন ঘন গতায়াত করিতেন। প্রায়ই তিনি প্রশ্ন করিতেন, লর্ড জেরাল্ডিন ক্যালিডোনিয়াড্ মহাকাব্য রচনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন কি না; উত্তর যাহা পাইতেন, তাহাতে তাঁহাকে মাথা নাড়িতেই হইত। প্রত্যহ গতায়াতের ফলে প্রত্নতাত্ত্বিক তাঁহার প্রবন্ধ সমাপ্ত করিয়াছিলেন। আমাদের বিশ্বাস, যে কেহ ইচ্ছা করিলে উহা ছাপাইয়া প্রকাশ করিতে পারেন। তবে মুদ্রণব্যয় প্রত্নতাত্ত্বিক অবশ্যই দিবেন না।

সমাপ্ত